সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

সংস্কৃত
সাহিত্যসম্ভার

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৭ই জুলাই / ১৯৫৬

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. X

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা—নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গেছে ; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন।

এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্য-সম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ন জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদর কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই ; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই ; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।
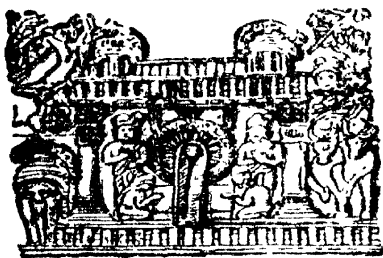
সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কত সহজে তিন-তিনটে বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ডের শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারিনি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে-পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গেল সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ দশম খণ্ড প্রকাশিত হলো। অতিবিলম্বে। মুদ্রণ-বিভ্রাটেই এই বিলম্ব। পাঠকেরা মার্জনা করবেন। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক নতুন যাত্রা—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক কর্মজীবন।

তিন বছরের এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পৌঁছাবে, এ-আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। তবু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।
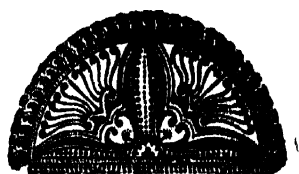
অনুবাদক

ভাস	ঃ	প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ	ঃ	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাস	ঃ	মধ্যমব্যায়োগ	ঃ	সুবর্ণিধচরণ গোস্বামী
কালিদাস	ঃ	রঘুবংশ	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী ও রত্না বসু

ভাস

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ
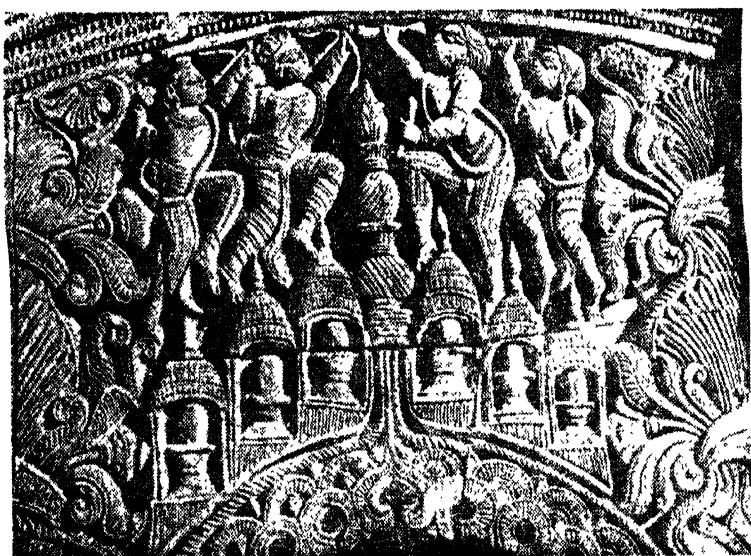
ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে আদিপর্বের 'প্রথিতযশা' নাট্যকার ভাস। ভাস-নাটকচক্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাটক 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ'। মোট তিনটি পুঁথিতে এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ অথবা প্রতিজ্ঞা-নাটিকা নামেই এর পরিচয়। উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী অবলম্বনে চোদ্দজন পুরুষ ও দুটি নারীচরিত্রকে অবলম্বন করে এই নাটিকা রচিত।

নাট্যবস্তু

ঘোষবতী বীণার নিপুণ শিল্পী এবং গজ-বশীকরণে বিচক্ষণ বৎসরাজ উদয়ন। সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই নৃপতির খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত। অবন্তী রাজ্যের স্বনামধন্য রাজা মহাসেন (নামান্তরে প্রদ্যোত) আপন কন্যা বাসবদত্তাকে উদয়নের হাতে সম্প্রদান করতে মনে মনে ইচ্ছুক, কারণ বিদ্যাবত্তায়, শৌর্যবীর্যে ও রূপে-গুণে তিনিই তাঁর জামাতা হওয়ার যোগ্য। মান্য নৃপতিবর্গের মধ্যে মহাসেন সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ রাজাই তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেছেন ; কিন্তু স্বাধীনচেতা উদয়ন মহাসেনের সর্বতোমুখী প্রভাবকে সমধিক মর্যাদা দিতে উৎসাহী নন। আবার মহাসেনও উদয়নের সঙ্গে সামগ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারছিলেন না, তাই মনে মনে বৈরিতাকে প্রশ্রয় দিলেন।

উদয়ন যখন বিন্ধ্য-অরণ্যে শিকার করতে এলেন, তখন মহাসেন কৃত্রিম হাতীর ছলনায় তাঁকে প্রতারিত করে বন্দী করলেন। রাজকুমারী বাসবদত্তা উদয়নের কাছে বীণাবাদ্যে পাঠগ্রহণ করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে গুরু ও শিষ্যার প্রণয় সঞ্চারিত হল। উদয়ন বাসবদত্তাকে গান্ধর্বমতে গোপনে বিবাহ করলেন। অবশেষে দুই প্রধান অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ ও রুমন্বান্ এবং বিদূষক বসন্তকের পরামর্শ ও সহযোগিতায় উদয়ন নিজেকে মুক্ত করে নববধূকে সঙ্গে করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বৎসরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। যৌগন্ধরায়ণের কূটকৌশলে পরাজিত মহাসেন নতি স্বীকার করলেন এবং কন্যার স্বেচ্ছাবিবাহকে খুশীমনে গ্রহণ করে উদয়নকে যোগ্য জামাতার মর্যাদা দিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করলেন।

সংক্ষিপ্তসার

প্রথম অংক : নাট্য-কাহিনীর সূচনায় দেখা গেল—বৎসরাজ্যের রাজধানী। কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদে রাজা উদয়নের বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও তাঁর প্রভুভক্ত সেবক সালকের পরামর্শ চলেছে। আগামী কাল উদয়ন বিন্ধ্য-অরণ্যের অন্তর্গত নাগবনে হাতী-শিকারে যাত্রা করবেন। কিন্তু চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পূর্বেই গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে অবন্তিরাজ মহাসেন সেই নাগবনে একদল হাতির সঙ্গে একটি কৃত্রিম নীল হাতিকে লুকিয়ে রাখবেন ; তারপর উদয়ন যখন সেই অসাধারণ হাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বশীভূত করতে অগ্রসর হবেন, তখন তাঁর লুক্কায়িত সৈন্যরা অতর্কিতে উদয়নকে আক্রমণ

করে পরাস্ত ও বন্দী করবেন। তাই এই প্রত্যাসন্ন বিপদের ছলনা সম্পর্কে উদয়নকে অবহিত করার জন্য যৌগন্ধরায়ণ সালককে পাঠাতে মন স্থির করেছেন। অবশ্য তিনি শত্রুর এই কূটকৌশলে বিশেষ বিচলিত নন, কারণ মহাসেনের সেনাদলে ঐক্য ও আনুগত্যের যেমন অভাব, তেমনি তাঁর চাতুরীও খুব বুদ্ধিদীপ্ত নয় বলেই মন্ত্রীর অনুমান। সালক উদয়নের উদ্দেশ্যে যৌগন্ধরায়ণের লেখা চিঠি এবং তাঁর বিপদ-আপদ প্রতীকারের জন্য রক্ষা-মাদুলি সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় উদয়নের ভৃত্য হংসক প্রভুর কাছ থেকে একাকী প্রাসাদে ফিরে মন্ত্রীকে জানাল যে, পূর্বের দিন উদয়ন মহাসেনের ছলনায় বন্দী হয়ে তাঁর মন্ত্রী শালংকায়নের তত্ত্বাবধানে উজ্জয়িনীতে নীত হয়েছেন। যৌগন্ধরায়ণ দ্বাররক্ষিণী বিজয়ার মারফৎ অন্তঃপুরে রাজমাতাকে সেই দুঃসংবাদ জানালেন। পুত্রের বন্দিদশার নিদারুণ সংবাদে অভিভূতা রাজমাতা মন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন পাঠালেন পুত্রকে উদ্ধারের জন্য। তখন যৌগন্ধরায়ণ কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে মনে মনে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ; তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো শত্রুর দ্বারা অভিভূত মহারাজকে যদি উদ্ধার করতে না পারি, তবে আমার যৌগন্ধরায়ণ নাম বৃথা।'

অন্যদিকে ব্রাহ্মণ দৈবপায়ন পাগলের ছদ্মবেশে রাজবাড়ির ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় পাগলের পোশাক পরিত্যাগ করে চলে যান। যৌগন্ধরায়ণ বুঝলেন—তারই ছদ্মবেশের প্রস্তুতির জন্যে এমন কাণ্ড ঘটান হয়েছে। সুতরাং তিনি 'শান্তিনিবাসে' দৈবপায়নের সঙ্গে নিভৃত পরামর্শের সিদ্ধান্ত করে রাজমাতার ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অন্তঃপুরে গমন করলেন।

দ্বিতীয় অংক : অবন্তিরাজ মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার বিবাহের প্রসঙ্গে কাঞ্চুকীয়ের কথায় জানা গেল—অনেক গুণবান বীর ক্ষত্রিয় নরপতি বাসবদত্তার পাণিপ্রার্থী হয়ে দূত পাঠিয়েছেন। কিন্তু মহাসেন কন্যা-সম্প্রদানের বিষয়ে মন স্থির করতে পারেন নি। অধিকাংশ সামন্ত রাজারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন, তাই মহাসেন মনে মনে অত্যন্ত প্রীত ; কিন্তু বৎসরাজ উদয়ন তাঁর প্রতিস্পর্ধী, সেই কারণে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট। আবার একদিকে বিদুষী কন্যার প্রতি অত্যধিক বাৎসল্যপ্রবণতা এবং অন্যদিকে গুণগরিমায় শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজার হাতে তাকে সম্প্রদানের ইচ্ছা—উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন। সমস্ত দিক বিবেচনায় বাসবদত্তার যোগ্য স্বামী হলেন উদয়ন ; কিন্তু মহাসেনের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা রূঢ় বাস্তবের আঘাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সময় কাশিরাজ বাসবদত্তার পাণিপ্রার্থী হয়ে জৈবন্তিকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন। এই দূতের প্রসঙ্গেই মহাসেনের মনে পড়ল—তিনিও উদয়নকে বন্দী করতে শালংকায়নকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে তিনি তখনও সন্দিহান। মহাসেন ও তাঁর মহিষীর কথোপকথনে জানা গেল—রাজকুমারী বাসবদত্তা বীণাশিক্ষায় অত্যধিক আগ্রহী এবং তার জন্য উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধান চলেছে। এমন সময় কাঞ্চুকীয় এসে জানালেন—বৎসরাজ বন্দী হয়েছেন। এই সংবাদ মহাসেন আনন্দ ও বিস্ময়ে বিমূঢ় মহাসেন উদয়নকে আপন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর গুণগ্রাহী, সুতরাং পরাজিত শত্রুর প্রতি বীরের যোগ্য সম্মান জানাতে কার্পণ্য করলেন না এবং তাঁর সর্ববিধ সুখসুবিধার ব্যবস্থা করলেন। অথচ রাজমহিষীর মনের গোপন বাসনা এই যে, উদয়নের হাতেই যেন কন্যাকে সমর্পণ করা হয়। তিনি স্বামীর কাছে

এই অভিপ্রায় কথার ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেন। কিন্তু মহাসেন সেকথায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করতে পারলেন না, কারণ তাঁর চিন্তায় বাস্তব বিবেচনায় এরূপ প্রস্তাব কার্যকরী হওয়া অসম্ভব,—যদিও মহারানীর মতো তাঁর মনেও এমন বাসনা সুপ্ত ছিল। কাঞ্চুকীয় পুনরায় জানালেন—শালংকায়ন পুরুবংশের বিখ্যাত বীণা ঘোষবতী উদয়নের কাছ থেকে অধিকার করে মহাসেনকে উপহার দিয়েছেন। মহাসেন সেই বীণা গ্রহণ করে গান্ধর্ববিদ্যায় অনুরক্তা বাসবদত্তাকে সেটি উপহার দিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক : এটি মন্ত্রাঙ্ক। নাট্যকাহিনীতে এর মূল্য সর্বাধিক। উদয়নের দুই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও রুমন্বান্ এবং বিদূষক বসন্তক ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে হাজির হয়েছেন। যৌগন্ধরায়ণ সেজেছেন পাগল, রুমন্বান্ সেজেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বসন্তক সেজেছেন ভিক্ষুক। এর পূর্বেই তাঁরা গুপ্তচরের মাধ্যমে বন্দী উদয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁকে উদ্ধারের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পূর্বোক্ত বিদূষক ও মন্ত্রীরা উজ্জয়িনীর নির্জন কাত্যায়নী-মন্দিরে মিলিত হয়ে উদয়নকে উদ্ধারের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত, তাঁদের কথাবার্তা সাঙ্কেতিক, সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। অতঃপর তাঁরা এক নির্জন যজ্ঞ-গৃহে পৌঁছে উদয়নকে উদ্ধারের গোপন পরিকল্পনা-বিষয়ে খোলাখুলি মতবিনিময় করলেন। বসন্তক গোপনে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বন্দিদশার বিষয়ে সংবাদ নিয়েছেন। এদিকে যৌগন্ধরায়ণের কূট পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে—মণিমন্ত্র ও ওষুধ প্রয়োগ করে, আগুন জ্বালিয়ে, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে মহাসেনের হাতি নলাগিরিকে খেপিয়ে তোলা হবে। তারপর মহাসেন সেই উন্মত্ত হাতিকে বশ করতে উদয়নের শরণাপন্ন হবেন এবং কারামুক্ত উদয়ন ঘোষবতী বীণার ধ্বনিতে তাকে বশ করে তারই পিঠে চড়ে স্বরাজ্যে পলায়ন করবেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার সাফল্য বিষয়ে বিদূষক কিঞ্চিৎ সন্দিহান, কারণ তিনি বন্দী উদয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনেছেন যে, তাঁদের প্রভু রাজকুমারী বাসবদত্তার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত। তাই যৌগন্ধরায়ণের সমগ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে উদয়ন কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত এবং তিনি বিদূষকের কাছে এ'মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অবশেষে বসন্তকের পরামর্শে ও অনুরোধে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নকে উদ্ধার করতে রাজী হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—'অর্জুন যেমন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন, তেমনি রাজা উদয়ন যদি প্রদ্যোতকন্যা বাসবদত্তাকে হরণ করতে না পারেন, তবে আমার যৌগন্ধরায়ণ নাম বৃথা।'

চতুর্থ অঙ্ক : সূচনায় উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদের জনৈক কর্মচারী ভদ্রবতী হাতির পরিচারককে খুঁজছে। রাজকুমারী বাসবদত্তা সেই হাতির পিঠে চড়ে উদকক্রীড়ায় অবসর-বিনোদন করবেন। কিন্তু পরিচারক ছোকরাটি মদ খেয়ে বেহুঁশ, কাজের কথা তার খেয়াল নেই। প্রকৃতপক্ষে এই পরিচারক হল যৌগন্ধরায়ণের নিযুক্ত গুপ্তচর, সে ছদ্মবেশে বাসবদত্তার ভৃত্যরূপে কাজ করছে। বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের পলায়নের পর যৌগন্ধরায়ণ তাঁর গুপ্তচরদের সহযোগিতায় কৌশাম্বীতে মহাসেনের সৈন্যদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মেতে উঠলেন, তার ফলে শত্রুসৈন্যরা উদয়নের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ পেল না। দুর্ভাগ্যবশে যৌগন্ধরায়ণ বন্দী হলেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির জটিল চক্রান্তে আপন প্রভুকে মুক্ত করে বিষয়গর্বে বন্দিত্বের অপমান সানন্দে বরণ করলেন। মহাসেনের মন্ত্রী ভরতরোহক ও উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সাক্ষাৎ হল।

ভরতরোহক যৌগন্ধরায়ণের পরিকল্পিত উদয়নের চাতুরী সম্পর্কে বাঁকা মন্তব্য করলেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁর প্রত্যুত্তরে মহাসেনের ছলনার উল্লেখ করে স্বকৃত কর্মের সমর্থন করলেন। উভয়ের আলোচনাকালে মহাসেনের বৃদ্ধ অন্তঃপুর-রক্ষী এসে যৌগন্ধরায়ণের কাজের প্রশংসা করে তাঁকে একটি মূল্যবান্ পানপাত্র উপহার দিলেন। ভরতরোহকের হৃদয় এই দৃশ্যে আবেগমথিত হয়ে উঠল ; বন্দী শত্রুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় তিনিও অভিভূত হলেন।

এই সময় অন্তঃপুরে কোলাহল শোনা গেল। বাসবদত্তার অপহরণে রাজমহিষী অপমানে ক্ষুব্ধ এবং দুঃখে আকুল হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু মহাসেন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে রক্ষা করেছেন। মহাসেন উদয়নকে জামাতারূপে স্বীকার করে উভয়ের গোপন বিবাহ অনুমোদন করলেন। অন্তঃপুরে বর-বধূর ছবি সাজিয়ে বিবাহের মঙ্গল-অনুষ্ঠান শুরু হল।

উদয়ন-কথা

মহারাজ উদয়নের জীবনী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক রোমান্টিক পর্ব। রাম-কথা, কৃষ্ণ-কথার মতো উদয়ন-কথার যথার্থ ইতিহাস অনাবিষ্কৃত হলেও মূল উপাদানের সত্যতা অনস্বীকার্য। উদয়নের জীবনীকে অবলম্বন করে ইতিহাসের পাশাপাশি মিথ, কবিকল্পনা ও লোকশ্রুতির নানান উপাদান মিলে-মিশে বহুবিধ আখ্যান-উপাখ্যান তৈরি হল। কালিদাস উদয়ন-কথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের পরিচয় দিয়েছেন এবং নাট্যকার শ্রীহর্ষ উদয়ন-কথার জন-প্রিয়তার উল্লেখ করেছেন ('লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতম্')। বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, পুরাণ, সংস্কৃত নাটক এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে উদয়ন-কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও আদর্শে পরিকল্পিত। বিশেষত এই প্রণয়ভিত্তিক ও রাজনৈতিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু নাটক রচিত হয়েছিল ; সেগুলির মধ্যে কতিপয় রচনা আমাদের হস্তগত হয়েছে, অবশিষ্টগুলি নষ্ট হয়েছে অথবা নামমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, তাপসবৎসরাজচরিত, বীণাবাসবদত্তা, উন্মাদবাসবদত্তা, বৎসরাজচরিত প্রভৃতি।

অনেকের অনুমান, রাজা উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। বৌদ্ধ গ্রন্থে ইনি হলেন রাজা উদেন। পুরাণগুলির বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন পুরুবংশের রাজা ; এবং পুরুদের রাজধানী এক সময় হস্তিনাপুর থেকে কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত হয়। রোমান্টিক নায়ক উদয়নকে অবলম্বন করে অনেক রাজকন্যা ও খ্যাত-অখ্যাত নায়িকাদের প্রেমকাহিনী গড়ে উঠেছে। এই নায়িকারা হলেন বাসবদত্তা, পদ্মাবতী, কলিঙ্গসেনা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, সামাবতী, রজনিকা, কোশলিকা, মনোরমা, বসুদত্তা এবং আরও অনেকে। সিংহলের রাজকন্যা রত্নাবলী, মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী, উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তা ও অঙ্গরাজদুহিতা প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে উদয়নের প্রণয়-উপাখ্যান সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রচলিত।

উদয়ন-বাসবদত্তা কাহিনী প্রায় সর্বত্র একই রকম এবং ছোটখাট পরিবর্তন ছাড়া মূল উপাদানগুলি প্রায় অপরিবর্তিত। অবন্তী জনপদের প্রখ্যাত রাজা মহাসেন। তাঁর কন্যা বাসবদত্তা। বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, শূরসেন প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা প্রত্যেকেই বাসবদত্তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন। কিন্তু

মহাসেন তাঁদের কারো হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করতে সম্মত হলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল—বৎসরাজ্য জয় করে রাজা উদয়নকে বশীভূত করবেন এবং তাঁরই সাহায্যপুষ্ট হয়ে একচ্ছত্র সম্রাট হবেন। কিন্তু উদয়নও রূপে-গুণে ও ক্ষাত্র মহিমায় অনন্যসাধারণ এবং বীণাবাদ্যে ও গজ-বশীকরণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মহাসেন স্বীয় কন্যা বাসবদত্তাকে বীণা শিক্ষাদানের জন্য উদয়নকে আমন্ত্রণ করতে দূত পাঠালেন। উদয়ন ভাবলেন—এমন প্রস্তাব অপমানজনক ; তাই তিনি মহাসেনকে জানালেন—রাজকুমারী স্বয়ং বৎসরাজ্যে এসে বীণা শিক্ষা করলে তিনি তাকে শিক্ষা দান করতে সম্মত। কিন্তু মহাসেনের পক্ষে এই অনুরোধে সম্মত হওয়া সম্ভব হল না। তিনি স্থির করলেন—কূটকৌশলে উদয়নকে বন্দী করবেন। অবশেষে তিনি রাজ্যের কারুশিল্পীদের সাহায্যে কাঠের তৈরি বিপুলকায় হাতি নির্মাণ করিয়ে সীমান্তবর্তী অরণ্যের মধ্যে সেটিকে স্থাপন করলেন। হাতির ভিতরে লুকিয়ে থেকে কয়েকজন যন্ত্রী সেটিকে মাহুতের আদেশমত চালাতে লাগলেন। সেই নকল হাতির অদূরে একদল সুসজ্জিত সৈন্য লুকিয়ে রইল। একদা উদয়ন নাগবনে শিকার করতে এলেন। তিনি সেখানে ঐ কৃত্রিম হাতিকে দেখে প্রকৃত হাতি ভেবে প্রলুব্ধ হলেন। দুঃসাহসী উদয়ন বীণাবাদ্যে সেই হাতিকে বশ করতে একাকী এগিয়ে চললেন। এই সুযোগে প্রদ্যোতের সৈন্যরা তাকে বন্দী করে অবন্তীতে নিয়ে এলেন। এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য নাটকে বর্ণিত ঘটনারই মতো। তবে উদয়নের কাছে বাসবদত্তার বীণা শিক্ষার ঘটনা সম্পর্কে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

নামকরণ

মোট তিনটি পুঁথিতে এই নাটকের দুরকম নাম পাওয়া যাচ্ছে—প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ অথবা প্রতিজ্ঞানাটিকা। যথার্থ বিচারে উভয় নামই সমার্থক এবং নামকরণও সার্থক। উদয়ন-বাসবদত্তার প্রণয়ভিত্তিক কাহিনীকে অন্তরালে রেখে উদয়নকে সস্ত্রীক উদ্ধার করার ঘটনাই মূল নাট্যবস্তুরূপে গৃহীত। নাটকের নায়ক যৌগন্ধরায়ণ। প্রতিজ্ঞায় দ্বারা খ্যাত বা জ্ঞাত যৌগন্ধরায়ণ ; অথবা যে নাটকে যৌগন্ধরায়ণের প্রতিজ্ঞাই নাট্য-কাহিনীর মূল বিষয়। নাট্যকার যৌগন্ধরায়ণের মুখেই এই প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছেন—

'যদি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো শত্রুসেনার দ্বারা অভিভূত মহারাজকে উদ্ধার করতে না পারি, তবে আমার যৌগন্ধরায়ণ নাম নিষ্ফল।' (১/১৬)

'অর্জুন যেমন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন, গজ যেমন মৃণাল হরণ করে, তেমনি রাজা যদি সেই রাজকন্যাকে হরণ করতে না পারেন, তবে আমার যৌগন্ধরায়ণ নাম বৃথা।—এই আমার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা।' (৩/৮)

'অধিকন্তু যদি সেই ঘোষবতী বীণা, নলাগিরি হাতি, আয়তলোচনা বাসবদত্তা এবং রাজা উদয়নকে উদ্ধার করতে না পারি, তবে যৌগন্ধরায়ণ নাম নিরর্থক।' (৩/৯)

উৎস : সমালোচনা

উদয়ন-কথার প্রাচীনতম উৎস গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। কিন্তু মূল বৃহৎকথা রচনাটি বিনষ্ট। একে অবলম্বন করে রচিত যে তিনটি গ্রন্থ পরবর্তীকালে

প্রসিদ্ধি লাভ করে (বৃহৎকথামঞ্জরী, শ্লোকসংগ্রহ ও কথাসরিৎসাগর), তার মধ্যে কাশ্মীরীয় কবি সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরে (কথামুখলম্বক ৩-৪ তরঙ্গ) আলোচ্য কাহিনী পাওয়া গেল। নাট্যকার মূলত এই কাহিনীকে অনুসরণ করলেও নাট্যসৃষ্টির প্রয়োজনে বহু পরিবর্তন সাধন করেছেন। যেমন—

(১) প্রাচীন কাহিনীতে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সাক্ষাতের পূর্বে নামধাম ও গুণগরিমার কথা শুনেই পরস্পর অনুরক্ত। বাসবদত্তার বীণাশিক্ষা প্রসঙ্গে মহাসেন ও উদয়নের মধ্যে দূতের মাধ্যমে কথাবার্তা হয়েছিল। উদয়নের কর্মচারীরাই তাকে কৃত্রিম হাতীর বিষয়ে অবহিত করেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁর অলৌকিক ও আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজের ও বসন্তকের চেহারা পাল্টে উজ্জয়িনীতে হাজির হন। যৌগন্ধরায়ণের প্রধান সহযোগী মন্ত্রী রুমন্বান্ রাজ্য রক্ষার জন্যে কৌশাম্বীতেই ছিলেন। বসন্তক একা গোপনে বন্দী উদয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুই অমাত্যের কূট পরিকল্পনার বিষয় জানান। যৌগন্ধরায়ণ সবার অলক্ষ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বাসবদত্তা ও উদয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উজ্জয়িনী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত আলোচনা করেন।

(২) আলোচ্য নাটকে নাট্যকার পূর্বোক্ত কাহিনীর মধ্যে যেসব পরিবর্তন সাধন করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল—বন্দী উদয়ন কারাগৃহের দ্বার-দেশ থেকে পালকিতে বাহিতা রাজকুমারীকে প্রথম দর্শন করেন এবং এই থেকেই পরস্পরের অনুরাগের সূচনা। বাসবদত্তার বীণাশিক্ষকরূপে উদয়নকে নিয়োগের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। নাগবনে শিকারে আগত উদয়নকে মহাসেনের কৃত্রিম নীল হাতির মিথ্যা পরিচয় মহাসেনেরই জনৈক গুপ্তচর প্রথম জানালেন। উদয়ন বিশজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে সেই হাতিকে বশ করতে যান এবং মহাসেনের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে অনেককে হতাহত করেন। মহাসেনের জনৈক সৈনিক উদয়নকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু রক্তে পিছল মাটিতে তার পদ-স্খলন হলে মহাসেন রক্ষা পান। বন্দী রাজাকে উদ্ধারের জন্য দুই মন্ত্রী ও বিদূষক সকলেই ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে আসেন।

প্রাচীন সমালোচকদের মতে 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নাটিকা পর্যায়ের রচনা। প্রস্তাবনায় সূত্রধার একে প্রকরণ বলেছেন ('···রঙ্গে বয়মপি প্রকরণমারভামহে')। কিন্তু প্রকরণ অর্থে সাধারণ নাট্য রচনাকেই বোঝান হয়েছে ; রূপকের শ্রেণী-বিভাগ অর্থে প্রকরণ শব্দের ব্যবহার নাট্যকারের অভিপ্রেত নয়। নাটিকাতেও বীর অথবা শৃঙ্গার প্রধান রস এবং নায়ক একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি হওয়া চাই। নাটিকা নাটক অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র, বাকি সব বৈশিষ্ট্যই নাটকের অনুরূপ ('অল্পং নাটকমেব নাটিকা')।

গণপতি শাস্ত্রী মহোদয়ের অনুমান—আলংকারিক ভামহ তাঁর কাব্যালংকার গ্রন্থে (৪/৪০) আলোচ্য নাটকের অন্তর্গত কৃত্রিম হাতির কৌশলে উদয়নকে বন্দী করা ও তার পরবর্তী ঘটনাকে অবিশ্বাস্য বলে সমালোচনা করেছেন এবং অলংকারশাস্ত্রসম্মত ন্যায়বিরোধ দোষের উল্লেখ করেছেন। ভামহ বলেছেন—

হতোঽনেন মম ভ্রাতা মম পুত্রঃ পিতা মম।
মাতুলো ভাগিনেয়শ্চ রুষা সংরব্ধচেতসঃ॥
অস্যান্তো বিবিধান্যাজাবায়ুধান্যপরাধিনম্।
একাকিনমরণ্যান্যাং ন হনুর্বহবঃ কথম্॥
নমোঽস্তু তেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যো যেঽভিপ্রায়ং কবেরিমং।
শাস্ত্রলোকাবপাস্যৈব নয়ন্তি নয়বেদিনঃ॥

সচেতসো বনেভস্য চর্মণা নির্মিতস্য চ।
বিশেষং বেদ বালোঽপি কষ্টং কিমু কথং নু তৎ॥

ভামহ-উল্লিখিত 'হতোঽনেন মম ভ্রাতা—' ইত্যাদি চরণের সঙ্গে নাটকের 'অণেণ মম ভাদা হদো, অণেণ মম পিদা—' ইত্যাদি প্রাকৃত সংলাপের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উক্ত শ্লোকের শেষার্ধ এই নাটকের উদ্ধৃতি নয়। তাছাড়া ভামহের মতে উদয়ন বন্দী হওয়ার প্রাক্‌কালে একাকী অসহায় ছিলেন, কিন্তু নাটকের ঘটনায় দেখা যায়—রাজার সঙ্গে বিশজন পদাতিক ছিলেন (বিংশতিমাত্রৈঃ পদাতিভিঃ সহ প্রযাতঃ স্বামী)। সুতরাং শাস্ত্রীমহাশয়ের উপরি-উক্ত অনুমান যথার্থ কিনা বিবেচ্য। সম্ভবত ভামহ বৃহৎকথার প্রাচীন কাহিনী অথবা তার অনুসরণে রচিত অন্য কোন কাহিনীর সমালোচনা করেছেন।

এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটি রচিত, তা হল উদয়ন-বাসবদত্তা নামক রাজা ও রাজকুমারীর প্রেম ; কিন্তু মূল নাট্যকাহিনী একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রথিত। নায়ক যৌগন্ধ-রায়ণ ; তিনি রাজনীতির কূটকৌশলে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাই যে মহাসেন ছলনার আশ্রয়ে উদয়নকে বন্দী করেছেন, সেই মহাসেনকে অনুরূপ ছলনার দ্বারা পরাভূত করাই তাঁর অভিপ্রায়। প্রণয়ের নায়ক-নায়িকা নাটকের সমাপ্তি পর্যন্তই যবনিকার অন্তরালে দর্শকদের কৌতূহলের বিষয় হয়ে রইলেন। অথচ বিভিন্ন ঘটনায় উভয়ের বৃত্তান্ত বরাবর দর্শকদের আকাঙ্ক্ষিত হয়ে রইল। মহাসেন ও তাঁর মহিষী অঙ্গারবতীর আলোচনায় বাসবদত্তার বীণা শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত ; কিন্তু বাসবদত্তা কর্তৃক উদয়নের কাছে শিক্ষা গ্রহণের কোনো উল্লেখ নেই। তাই দর্শকদের অনুমান করে নিতে হয়,—তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মাঝখানে উভয়ের মন দেওয়া-নেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। উদয়নের প্রতি প্রদ্যোতের আচরণেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের সংলাপে কিছু স্বতোবিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। উদয়ন-বাসবদত্তার প্রণয়, মহাসেনের হাতি নলাগিরিকে উন্মত্ত করে তাকে বশীভূত করার জন্যে উদয়নের কারামুক্তি, ভদ্রবতী হাতীর পিঠে চড়ে উদয়ন ও বাসবদত্তার পলায়ন—প্রভৃতি মূল ঘটনাগুলি সবই নাটকের অন্তরালে ঘটেছে ; তাই নাটকীয় গতিপ্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে, এবং ঘটনার ক্রমপরিণতিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে নি।

দর্শকের দৃষ্টিতে

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকের বিভিন্ন দিক আলোচনার পর সহজেই প্রশ্ন জাগে এ নাটক কতটা মঞ্চসফল ? ভাসের এই নাটকগুলি রচনার পর বেশ কিছুদিন খুব জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটক হয়েছিল—এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। তবে আলোচ্য নাটকটি সর্বশ্রেণীর দর্শকের ভালো না লাগার পক্ষে কিছু যুক্তিও আছে। কিন্তু বিদগ্ধ মহলে এর জনপ্রিয়তা আশা করা সমুচিত। প্রতিজ্ঞা নাটিকা যেন স্বপ্নবাসবদত্তার ভূমিকা। অনুমান করা যায়—নাট্যকার এই নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনীকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা' রচনা করেছিলেন। নাট্যকার লোকপ্রসিদ্ধ প্রণয়-কাহিনীকে অন্তরালে রেখে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষ ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এই রচনাটিকে সফল করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক উদয়নের কাছে দূত প্রেরণের প্রাক্‌কালে

উদয়নের দূতের উপস্থিতি ও তাঁর মুখে উদয়নের শিকারযাত্রা ও শত্রুর কূট চক্রান্তের দ্বারা বন্দী হওয়া, এবং দ্বিতীয় অঙ্কে মহাসেনের রাজপ্রাসাদে মহাসেন ও অঙ্গারবতীর মুখে কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গের আলোচনা এবং উদয়নের বন্দিদশার সংবাদে তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নাট্যকার সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন। তৃতীয় অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণ, রুমন্বান ও বসন্তক যথাক্রমে ভিক্ষুক, উন্মাদ ও ভিক্ষুর ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হয়ে সাংকেতিক কথাবার্তায় উদয়নকে উদ্ধারের আলোচনা করছে। তাদের এই সাংকেতিক ভাষা সুরসিক ও বিদগ্ধ দর্শকের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সম্ভবত সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তৃতীয় অঙ্কের অনুরূপ নাট্যপরিকল্পনা আর নেই। নাট্যকারের নাট্যকুশলতার অন্য একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—চতুর্থ অঙ্কের শুরুতে গাত্রসেবক নামক চরিত্রের পরিকল্পনা। এই চরিত্রের মুখে নাট্যকার যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন, তা যে তৎকালীন যুগে সাধারণ দর্শকের কাছে খুবই মুখরোচক ছিল, তাও বোঝা যায়। গাত্রসেবকের মুখে এমন একটি কবিতা পাওয়া গেল, যাকে আমরা তৎকালের মদ-মাতালের গান বলতে পারি—

ধন্না সুরাহি মত্তা ধন্না সুরাহি অণুলিত্তা।
ধন্না সুরাহি হ্নাদা ধন্না সুরাহি সংঞ্জবিদা॥ (৪/১)
(ধন্যাঃ সুরাভির্মত্তা ধন্যাঃ সুরাভিরনুলিপ্তাঃ।
ধন্যাঃ সুরাভিঃ স্নাতা ধন্যাঃ সুরাভিঃ সংজ্ঞাপিতাঃ॥)

কানে লেগে থাকার মতো বাগ্‌ভঙ্গীর আরও বিশিষ্ট উদাহরণ—

প্রথম অঙ্কে, যৌগন্ধরায়ণ—অথ দৃষ্টপূর্বস্ত্বয়ৈষঃ পন্থাঃ?
সালকঃ—ন হি, শ্রুতপূর্বঃ।
—এ পথ আগে দেখেছ নাকি?
—না, আগে শুনেছি তার কথা।

দ্বিতীয় অঙ্কে কন্যাস্নেহে আকুল পিতা তারই বিবাহপ্রসঙ্গে সামান্য কথায় গোটা হৃদয়খানি বারে বারে ধরেছেন। মেয়ের বিয়ে এগিয়ে এলে আজও বোধ হয় সব মেয়ের পিতা-মাতাই এমনি করেই ভাবেন—

দুহিতুঃ প্রদানকালে দুঃখশীলা হি মাতরঃ।
—মেয়ের বিয়ের সময়ে মায়েদের বড় কষ্ট হয়।
অদত্তেতি-আগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
—মেয়ের বিয়ে এখনো হয় নি! কি লজ্জা। তাকে অন্যের হাতে দিয়ে দেব, এ কথা ভাবতেও মনে কষ্ট হয়। তাই, দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ—মায়েদের সত্যিই বড় ব্যথা।
ক্রীড়তু ক্রীড়তু। নৈতৎ সুলভং শ্বশুরকুলে।
—খেলছে খেলুক! শ্বশুরবাড়িতে তো আর এসব পাবে না!

সূক্তি-রত্নাবলী

১। দৈবপ্রামাণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে বর্ধতে বা। (প্রথম অঙ্ক)
দৈবের বলেই কর্মনাশ অথবা কর্মের সাফল্য ঘটে।

২। সর্বং হি সৈন্যমনুরাগমৃতে কলত্রম্। (প্রথম অঙ্ক)
আনুগত্যহীন সৈন্যবাহিনী অবলা নারীর তুল্য।

৩। জাগ্রতোঽপি বলবত্তরঃ কৃতান্তঃ। (প্রথম অঙ্ক)
মানুষ জাগ্রত থাকলেও ভাগ্য বড়ো নিষ্ঠুর আচরণ করে।

৪। অবস্থা খলু নাম শত্রুমপি সুহৃত্ত্বে কল্পয়তি। (প্রথম অঙ্ক)
মানুষের দুরবস্থা শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করে।

৫। সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাম্। (প্রথম অঙ্ক)
উদ্যোগী পুরুষের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়।

৬। দৈবমত্র কন্যাপ্রদানে অধিকৃতম্। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
কন্যার বিবাহ হল প্রজাপতির নির্বন্ধ।

৭। দুহিতুঃ প্রদানকালে দুঃখশীলা হি মাতরঃ। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
কন্যার বিবাহে জননীরা দুঃখশীলা হন।

৮। সঙ্ঘআরিণো অণত্থ (সংঘচারিণঃ অনর্থাঃ)। (তৃতীয় অঙ্ক)
বিপদ যখন আসে, সদলবলে আসে।

৯। রমণীয়তরঃ খলু প্রাপ্তমনোরথানাং বিনিপাতঃ। (চতুর্থ অঙ্ক)
যাদের মনোরথ পরিপূর্ণ, তাদের কাছে দুঃখও রমণীয় হতে পারে।

১০। অপশ্চাত্তাপকরঃ খলু সঞ্চিতধর্মাণাং মৃত্যুঃ। (চতুর্থ অঙ্ক)
পুণ্যকীর্তি মানুষের কাছে মৃত্যুও পীড়াদায়ক হয় না।

১১। নীতে রত্নে ভাজনে কো নিরোধঃ? (চতুর্থ অঙ্ক)
রত্ন চুরি হলে পর রত্নভাণ্ডার রক্ষা করে কী লাভ?

১২। সমূলং বৃক্ষমুৎপাট্য শাখাশ্ছেত্তুং কুতঃ শ্রমঃ! (চতুর্থ অঙ্ক)
বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হলে শাখা ছেদনের জন্য পরিশ্রম লাগে কি?

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুশীলব

যৌগন্ধরায়ণ —	বৎসরাজ উদয়নের প্রধানমন্ত্রী
রুমণ্বান্ —	বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী
বসন্তক —	বৎসরাজ উদয়নের বিদূষক, পরে ছদ্মবেশী ভিক্ষুক
মহাসেন —	অবন্তির রাজা, বাসবদত্তার পিতা, অন্য নাম প্রদ্যোত
ভরতরোহক —	মহাসেনের মুখ্য মন্ত্রী
সালক — নির্মুণ্ডক —	যৌগন্ধরায়ণের সেবক
হংসক	উদয়নের ভৃত্য
বাদরায়ণ	মহাসেনের কাঞ্চুকীয়
দৈবপায়ন	যৌগন্ধরায়ণের সুহৃদ ব্রাহ্মণ
ভট	মহাসেনের কর্মচারী
গাত্রসেবক	যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচর, ছদ্মবেশে বাসবদত্তার ভৃত্য
পুরুষদ্বয়	মহাসেনের ভৃত্য
উন্মত্তক	উন্মাদের ছদ্মবেশী যৌগন্ধরায়ণ
শ্রমণক	বৌদ্ধভিক্ষুর ছদ্মবেশী রুমণ্বান্
অঙ্গারবতী	মহাসেনের মহিষী
বিজয়া	উদয়নের প্রতিহারী

স্থাপনা[১]

(নান্দী[২] অনুষ্ঠানের শেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—মহাদেবনন্দন বীর শক্তি-আয়ুধে সজ্জিত মহাসেন কার্তিকেয়—যিনি নামেই শিশু-রাজা (অর্থাৎ অল্পবয়স্ক নরপতি) কিন্তু যিনি সংগ্রামে স্বয়ং দেবরাজকেও বিজয় দান করেছিলেন—তিনি তোমাদের (অর্থাৎ কুশীলব ও দর্শকগণকে) রক্ষা করুন[৩] ॥১॥

(কিছুটা এগিয়ে নেপথ্য অভিমুখে দেখে) আর্যে, একবার এদিকে এসো।

(নটীর প্রবেশ)

নটী—আর্য, এই তো আমি।

সূত্রধার—প্রিয়ে, তুমি এবার একটা গান গাও। তোমার গান শুনে সকলে খুশী হোন, তারপর আমরা নাটক শুরু করব। ওগো, ভাবনার কী আছে? তুমি কি গান শোনাবে না?

নটী—ওগো, আজ স্বপ্ন দেখলাম যেন আমার পিত্রালয়ে কেউ অসুখে পড়েছেন। তাই, আমার ইচ্ছে—তুমি তাঁদের কুশল সংবাদ আনতে সেখানে একজনকে পাঠাও।

সূত্রধার—আচ্ছা, আমি একজনকে পাঠাব, যিনি আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করতে পারবেন।

(নেপথ্যে) সালক, তুমি কি প্রস্তুত?

সূত্রধার—এই ব্যক্তি যৌগন্ধরায়ণের মতো কাউকে দূত করে পাঠাচ্ছেন।[৪] ॥২॥

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অংক

(সালকের সঙ্গে যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগন্ধরায়ণ—সালক, তুমি প্রস্তুত হয়েছ?

সালক—প্রভু, আমি প্রস্তুত।

যৌগন্ধ—অনেকটা পথ যেতে হবে।

সালক—আমি বিশেষ ভক্তিভরে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছি।

যৌগন্ধ—ঠিকই। প্রভুর উপর যার অত্যধিক অনুরক্তি, তিনিই এমন কাজে অগ্রসর হবেন। কারণ—

বিশ্বস্ত লোকজনের উপরই দুষ্কর কর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত; মহৎগুণের সমাদর যিনি বোঝেন, তাঁকেই অসাধ্য কর্মে নিয়োগ করা উচিত; যেহেতু যে-কোনো ব্যক্তিই কর্মে নিয়োজিত হোন না কেন, কর্মক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে কার্যনাশ অথবা উত্তরোত্তর সাফল্য দৈবের বশেই ঘটে ॥৩॥

আগামীকাল মহারাজ বেণুবন থেকে তিনটি বন পেরিয়ে নাগবনে যাত্রা করবেন। তার পূর্বেই তোমাকে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে।

সালক—প্রভু, আমি আপনার পত্রের[৫] অপেক্ষায় আছি, কারণ তার মধ্যেই আমার কর্মের সাফল্য নির্ধারিত হবে।

যৌগন্ধ—বিজয়া ?

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া—আর্য, এই তো আমি।

যৌগন্ধ—বিজয়া, সত্বর আমার পত্র ও মাদনুলি৬ নিয়ে এস।

বিজয়া—প্রভু, নিয়ে আসছি। (বিজয়ার প্রস্থান)

যৌগন্ধ—আচ্ছা, তুমি কি পূর্বে কখনো এই পথে গিয়েছ ?

সালক—না যাই নি, তবে এ'পথ সম্পর্কে শুনেছি।

যৌগন্ধ—এও তো বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। ওহে শোনো—আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, মহারাজ প্রদ্যোত সেই নাগবনে বন্য হাতির দলে একটি কৃত্রিম নীল হাতিকে লুকিয়ে রেখে আমাদের মহারাজকে সেই ছলে প্রতারিত করবেন। তাহলেও মনে হয় না যে, আমাদের প্রভু তাঁর বুদ্ধিতে পরাস্ত হবেন। বৎসরাজের বিষয়ে প্রদ্যোতের মনে কী আশ্চর্য ভীতিবোধ! এমন কি তাঁর অক্ষৌহিণী সেনাদলের সামর্থ্য যে কতটুকু, তাও বোঝা গেছে ; কারণ—

তার সেনাবাহিনী বিশাল, কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন, তাই পরস্পরের মধ্যে একতার অভাব ; একদিকে যেমন বীর সৈনিকের অভাব, অন্যদিকে তেমনি আনুগত্যের অভাব। অধিকন্তু তিনি রণক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নিতেও উৎসুক। আনুগত্যহীন সেনাদল অবলা নারীর তুল্য ॥৪॥

(বিজয়ার পুনঃপ্রবেশ)

বিজয়া—এই আপনার পত্র। রাজমাতা জানিয়েছেন—মহিষীদের কাছ থেকে রক্ষা-কবচ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

যৌগন্ধ—বিজয়া, তাঁকে জানাও যে, সমস্ত রাজপত্নীদের হাত থেকে একাধিক রক্ষাকবচ অথবা একটিমাত্র কবচ যোগাড় করে দিলেই হবে।

বিজয়া—প্রভু, তাই জানাচ্ছি। (প্রস্থান)

(নির্মুণ্ডকের প্রবেশ)

নির্মুণ্ডক—প্রভুর মঙ্গল হোক।

যৌগন্ধ—একি, নির্মুণ্ডক !

নির্মুণ্ডক—প্রভু, মহারাজের শ্রীচরণসেবক হংসক তাঁর কাছ থেকেই আসছেন।

যৌগন্ধ—সে কি, হংসক একাকী ? সালক, এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। অবশ্য তুমি সত্বর যেতে পারো, অথবা বিশ্রাম নিয়েও যেতে পারো।

সালক—প্রভু, তবে যাই। (প্রস্থান)

যৌগন্ধ—নির্মুণ্ডক, হংসককে নিয়ে এসো।

নির্মুণ্ডক—প্রভু, তাই হোক। (প্রস্থান)

যৌগন্ধ—মহারাজের সদাসঙ্গী হংসক একাকী এখানে চলে এসেছে, তাই আমার মন কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। কেননা—

প্রবাসী মানুষ যখন ঘরে ফিরে আসেন, তখন যেমন আত্মীয়-বন্ধুরা তার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকেন,—ঠিক তেমনিই এখন আমার মন নানান আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত ; কি জানি, মঙ্গল অথবা অমঙ্গল সংবাদ শুনব ! ॥৫॥

(হংসক ও নির্মুণ্ডকের প্রবেশ)

নির্মুণ্ডক—আর্য, আসুন, আসুন।

হংসক—প্রভু কোথায় ? কোথায় ?

নির্মু—ঐ তো উনি অপেক্ষা করছেন ; ওঁর কাছে এগিয়ে যান। (প্রস্থান)

হংসক—(সম্মুখে এগিয়ে) প্রভুর মংগল হোক।
যৌগ—হংসক, মহারাজ নাগবনে যান নি?
হংসক—প্রভু, মহারাজ তো গতকালই গিয়েছেন।
যৌগ—হায়! তাহলে সেখানে কাউকে পাঠান নিষ্ফল! ছলনায় আমরা পরাজিত হলাম। এখন অন্য কোন প্রত্যাশা আছে কি? নাকি আজই আমাদের আত্মহত্যা করা উচিত৭!
হংসক—মহারাজ তো জীবিত রয়েছেন।
যৌগ—প্রভু জীবিত আছেন—এই কথায় বোঝা গেল যে, বিপদ খুব ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু মহারাজ যদি বন্দী হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় সে আমাদের ভবিতব্যতা!
হংসক—প্রভু যথার্থই অনুধাবণ করেছেন যে, মহারাজ বন্দী।
যৌগ—কী, মহারাজ বন্দী? হায়! ওঃ! প্রদ্যোতের ভাগ্যই তাঁকে এক গুরুভার থেকে রক্ষা করেছে। আজ থেকেই বৎসরাজের মন্ত্রীদের ভাগ্যে দায়িত্ব-হীনতা ও কলঙ্ক রটে গেল। ভাবী বিপদের প্রতিকারে বিচক্ষণ অমাত্য রুমন্বান্ কোথায়? অশ্বারোহী সৈন্যরাই বা কোথায় গেল? তাহলে কি—
মহারাজের অনুরক্ত, মিত্রতাবদ্ধ, সৎকুলোৎপন্ন, শারীরিক দক্ষতায় কর্ম-কুশল ও গুণানুরক্ত মন্ত্রীরা কি শত্রুদের কৌশলে বশীভূত হলেন? নাকি দুর্গম গহন অরণ্যে তারা সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন? নাকি যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদের চতুর বুদ্ধিকৌশলে বিপন্ন হলেন? ॥৬॥
হংসক—আমাদের প্রভু যদি তাঁর সমগ্র বাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হতেন, তাহলে হয়ত এ বিপদ ঘটত না।
যৌগ—কেন, মহারাজের সৈন্যরা কি তাঁর কাছে ছিল না?
হংসক—প্রভু, শুনুন।
যৌগ—তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত। বোসো।
হংসক—আর্য, বসছি। (বসে) প্রভু, শুনুন—তখন সবেমাত্র রজনী প্রভাত হয়েছে, প্রাতর্ভ্রমণের উপযুক্ত লগ্নে মহারাজ বালুকাতীর্থের পথে নর্মদা পার হয়ে বেণুবনে মহিষীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন, তারপর হরিণ-দলের বিচরণের প্রিয় পথ৮ ধরে নাগবনে পেঁাছলেন; তখন তাঁর মাথায় একটিমাত্র রাজছত্র এবং সংগে গজযূথ মর্দনের যোগ্য একদল সৈনিক।
যৌগ—তারপর? তারপর?
হংসক—তারপর যখন সূর্য আকাশে এক তীরমাত্র পথ অতিক্রম করেছে তখন আমরা কয়েক যোজন পথ পার হয়ে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত মদগন্ধির পর্বতকে না ছুঁয়ে যেতে যেতে সেখানে ভয়ঙ্কর একদল হাতিকে দেখলাম,—তাদের সারা অংগে জলাশয়ের পাঁক, মনে হল যেন অর্ধসমাপ্ত ভাস্কর্য।
যৌগ—তারপর? তারপর?
হংসক—তারপর যখন আমাদের সেনাবাহিনী সেই হাতির দলের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং তার ফলে হাতিগুলি ভয়ে একত্র হচ্ছে, তখন সমস্ত অনর্থের মূল এক পদাতিক সৈন্য মহারাজের কাছে হাজির হল।
যৌগন্ধ—আচ্ছা, থামো। তারপর মহারাজ নিশ্চয় বললেন—এখান থেকে এক

ক্রোশ দূরে মল্লিকা ও সাল বৃক্ষে আচ্ছাদিত নখদন্তহীন একটি নীল হাতিকে দেখা যাচ্ছে।

হংসক—প্রভু, আপনি কেমন করে তা বুঝলেন? মহারাজের জাগ্রত অবস্থাতেও এমন বিপদ ঘটল।

যৌগন্ধ—হংসক, মানুষ জাগ্রত থাকলেও ভাগ্য বড় নিষ্ঠুর আচরণ করে। আচ্ছা, তারপর—তারপর কী হল?

হংসক—তখন মহারাজ সেই 'দুরাত্মা' সৈনিককে শত সুবর্ণ পুরস্কার দিয়ে বললেন—হস্তিশাস্ত্রে৯ বলা হয়েছে যে, নীল পদ্মের মতো দেহবর্ণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠজাতীয় এরূপ হাতি পাওয়া যায়। সুতরাং এই হাতির দলের উপর সাবধানে নজর রাখবে। এদিকে আমি শুধুমাত্র বীণাটি সঙ্গে নিয়ে ঐ হাতিকে ভুলিয়ে আনব।১০

যৌগন্ধ—কিন্তু সেই অবস্থায় মন্ত্রী রুমণ্বান্ মহারাজকে উপেক্ষা করলেন কেন?

হংসক—না, না, উপেক্ষা করেন নি। তিনি মহারাজকে প্রসন্ন করে বললেন—আপনি ঐরাবণ প্রভৃতির মতো দিগ্‌গজকেও বশীভূত করতে পারেন না, এমন নয়; কিন্তু রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশগুলির রক্ষাকর্ম অতি দুষ্কর, তাই নানান বিপদের সম্ভাবনাও রয়েছে। সীমান্তের অধিবাসীরাও অকৃতজ্ঞ এবং আভিজাত্যহীন। সুতরাং পদাতিক বাহিনী এই হাতির দলের উপর লক্ষ্য রাখুক, অবশিষ্ট আমরা সকলেই আপনার অনুগামী হব; মহারাজের একাকী যাওয়া উচিত হবে না।

যৌগন্ধ—আচ্ছা, রুমণ্বান্ কি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের সমক্ষেই মহারাজকে একথা বলেছিলেন? অবশ্য তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি—রুমণ্বানের প্রভু-ভক্তির মধ্যে গলদ নেই। তারপর—তারপর কী হল?

হংসক—তারপর মহারাজ নিজের প্রাণের নামে শপথ করে মন্ত্রীকে নিষেধ করলেন এবং 'নীলমেঘ' নামক হাতির পিঠ থেকে অবতরণ করে 'সুন্দরপাটল' নামক ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে মাত্র বিশজন পদাতিকের সঙ্গে যাত্রা করলেন। সূর্য তখনো মধ্যগগনে উপস্থিত হয় নি।

যৌগন্ধ—মহারাজ বিজয়যাত্রা করলেন। হায় ধিক! স্নেহের বশে পূর্বের ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলাম। তারপর? তারপর?

হংসক—তারপর তিনি আরও দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করে মাত্র শতধনু পরিমাণ দূরে ঐরাবতের প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় সেই হাতিটিকে দেখলেন। শালগাছের ছায়ার রঙে তার দেহের নীল বর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু উজ্জ্বল দাঁতদুটি যেন দেহ ছাড়াই লম্বমান হয়ে আছে।

যৌগন্ধ—হংসক, তোমার বলা উচিত যে মহারাজ মূর্তিমান্ দুঃখকে দেখলেন। তারপর—তারপর?

হংসক—তারপর প্রভু ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নিজের বীণা গ্রহণ করলেন। এমন সময় আমাদের পশ্চাতে এক সিংহ১১ উপস্থিত হল—তার যেন একটিই উদ্দেশ্য।

যৌগন্ধ—সে কী! সিংহ!

হংসক—আমরা তখন সিংহকে দেখতে ঘুরে দাঁড়ালাম। এমন সময় মাহুতের আদেশমতো সৈন্যদের দ্বারা পরিচালিত সেই কৃত্রিম হাতি আমাদের সম্মুখে এগোতে লাগল।

যৌগন্ধ—তারপর? তারপর?

হংসক—তারপর মহারাজ প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের নাম ও গোত্রনাম অনুসারে ডাক দিয়ে আশ্বস্ত করে বলবেন—সর্বতোভাবে এ হল প্রদ্যোতের চাতুরী। তোমরা আমার অনুসরণ করো। এখন আমি নিজ পরাক্রমে শত্রুর এই ভয়ংকর অভিযান নিষ্ফল করব।—একথা বলেই মহারাজ শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

যৌগন্ধ—শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন—যথার্থ কাজই করেছিলেন। শত্রুর ছলনার মুখোমুখি পড়ে লজ্জিত হয়ে মহামান্য মহারাজ আপন শক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠলেন। অনন্যসহায় বীর এমন অবস্থায় আর কী আচরণ করতে পারেন?

আচ্ছা তারপর? তারপর কী ঘটল?

হংসক—তারপর মহারাজ তাঁর আজ্ঞাবাহী 'সুন্দরপাটল' নামক অশ্বটিকে স্বেচ্ছাতিরিক্ত বেগে চাবুক মারতে মারতে যেন খেলাচ্ছলে অগণিত শত্রুসেনার মধ্যেও স্বকীয় আধিপত্য রক্ষা করে চললেন। অনুচরবর্গ হতাশ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে; তাঁর রক্ষক বলতে একমাত্র আমি—না, না, তিনিই আমার রক্ষক রয়েছেন। এমন অবস্থায় সমস্ত দিন যুদ্ধ করতে করতে সূর্যাস্তের দারুণ সংকটকালে পরিশ্রান্ত মহারাজ জ্ঞান হারালেন; তাঁর ঘোড়াটি শত্রুর অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাল।

যৌগন্ধ—প্রভু জ্ঞান হারালেন? তারপর? তারপর?

হংসক—তারপর শত্রুসেনারা নিকটবর্তী অজ্ঞাতপরিচয় লতাতন্তু যথাশক্তি উৎপাটিত করে সেই রুক্ষ লতাজালে আমাদের মহারাজকে অতি নগণ্য শত্রুর ন্যায় বন্দী করে উৎপীড়ন করলেন।

যৌগন্ধ—কী! মহারাজকে তারা উৎপীড়ন করল?

পীনস্কন্ধ, সুসংগঠিত গুরুভার ও করিকরের তুল্য তাঁর বাহু; সেই বাহু দূরস্থিত লক্ষ্যভেদে ও শরচাপ আস্ফালনে নিপুণ, বিপ্রগণের আরাধনায় নিরত এবং পরিশ্রান্ত ও উপকারী বন্ধুদের আলিঙ্গন দানে অভ্যস্ত।—এমন বাহুতে বলয়ের পরিবর্তে বন্ধনশৃঙ্খল পরালো? ॥ ৮ ॥

আচ্ছা তারপর কখন তাঁর জ্ঞান ফিরল?

হংসক—আর্য, যখন সেই পাপিষ্ঠদের উৎপীড়ন শেষ হল।

যৌগন্ধ—আমাদের সৌভাগ্য এই যে, মহারাজের শরীরটাকেই তারা পীড়ন করেছে, কিন্তু তেজকে হতমান করতে পারে নি। তারপর? তারপর কী?

হংসক—তারপর যখন মহারাজ সংজ্ঞা লাভ করলেন, তখন সেই হতভাগ্যেরা বলতে লাগল—'আমার ভাই এর হাতে নিহত হয়েছে', 'আমার পিতা এর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন', 'আমার সন্তান এর হাতে জীবন দিয়েছে', 'আমার বন্ধুর জীবন নাশ হয়েছে'।১২—এভাবে তারা প্রভুর শৌর্যবীর্যের কথা বলতে বলতে চতুর্দিক থেকে এগিয়ে এল।

যৌগন্ধ—তারপর? তারপর?

হংসক—তারপর অন্য এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। পাপাত্মাদের পরস্পরের অনুরোধে এক ব্যক্তি জঘন্য কাজ করতে উদ্যত হল। সেই লোকটি মহারাজের মুখখানি দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে ধরে রণশ্রমের আয়াসে তাঁর এলোমেলো কেশ আকর্ষণ করে তরবারিহস্তে সবেগে আঘাত হানতে ছুটে এল।

যৌগন্ধ—হংসক, একটু থামো ; আমাকে শান্তিতে শ্বাস নিতে দাও।
হংসক—তারপর সেই নৃশংস রক্তপিচ্ছল ভূমিতে আপন বেগ সংযত করতে অসমর্থ হয়ে আপন প্রচেষ্টায় বাধা পেয়ে পতিত এবং আহত হল।
যৌগন্ধ—তাহলে সেই পাপিষ্ঠের পতন হোল।
সত্যই যখন নৃপতির রাজ্যভূমি শত্রুর দ্বার কবলিত এবং বর্ণসংকর-দোষে কলুষিত হয় না, তখন তা বিপন্ন রাজাকে রক্ষা করে এবং স্বয়ং রক্ষা পায়। ॥ ৯ ॥
হংসক—হঠাৎ প্রদ্যোতের প্রিয় অমাত্য শালঙ্কায়ন সেখানে হাজির হলেন ; তিনি প্রথমেই মহারাজের বল্লমের আঘাতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। না—না—এমন হঠকারিতা কোরো না—একথা বলতে বলতে তিনি ছুটে এলেন।
যৌগন্ধ—তারপর ? তারপর ?
হংসক—তারপর শালঙ্কায়ন আমাদের মহারাজকে প্রণাম জানালেন—যদিও সেই প্রণাম তৎকালের পক্ষে অতি দুর্লভ। ফলে তাঁর দেহ-যন্ত্রণার উপশম হল।
যৌগন্ধ—তিনি প্রভুকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করলেন। শালঙ্কায়ন, তুমি ধন্য ! ধন্য ! মানুষের দুরবস্থা শত্রুকেও মিত্রে পরিণত করে। হংসক, এখন আমার বিপন্ন চিত্ত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত। তারপর মহানুভব শালঙ্কায়ন কী করলেন ?
হংসক—তারপর সেই মহদাশয় মহারাজকে অনেক প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি দেখলেন—অস্ত্রের আঘাতে মহারাজ এমনই আহত যে, অশ্ববাহনে আরোহণ করতেও অক্ষম ; তাই তিনি মহারাজকে পালকিতে চড়িয়ে উজ্জয়িনীতে নিয়ে গেলেন।
যৌগন্ধ—মহারাজকে নিয়ে গেল ! এটাই হল আসল অনর্থ।
এই ঘটনা আমাদের কাছে কত না ক্ষোভের কারণ, অথচ তাদের কাছে কল্পনার অতীত ছিল। প্রদ্যোতের মনস্বিতার জন্যে মহারাজের ভাগ্যে এমন দুঃখ ঘটল ॥১০॥
অধিকন্তু—
যে (প্রদ্যোত) পূর্বে মহারাজকে মান্য ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করতেন না, সেই নরেন্দ্র এখন তাঁকে কী চোখে দেখবেন ? যাঁর বাক্য পূর্বে কেউ লঙ্ঘন করত না, এখন তিনি কিরূপে সাধারণের যোগ্য সম্ভাষণ শুনবেন ।১৩ যথাযোগ্য বিষয়ের অভাবে কী উপায়ে তাঁর নিষ্ফল ক্রোধই বা প্রকাশ করবেন ? অন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে তার হাতে সমাদর বা উৎপীড়ন যাই লাভ করুন না কেন, মস্তক অবনত করতেই হবে ॥১১॥

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—আর্য, এই সেই কবচ।
যৌগন্ধ—আমাদের দুর্ভাগ্যবশে এই রক্ষাকবচগুলি এমন সময়ে অধিগত হল, যখন সেগুলি প্রয়োজনশূন্য, নিষ্ফল। এ যেন যুদ্ধের অবসানে নীরাজনা১৪-উৎসবের মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে যুদ্ধের অশ্বকে বরণ করা হচ্ছে ॥১২॥
প্রতিহারী—আর্য, এই তো কবচ।
যৌগন্ধ—বিজয়া, এটি রেখে দাও।
প্রতিহারী—রাজমাতাকে আমি কী নিবেদন করব ?

যৌগন্ধ—বিজয়া, এই কথা জানাও।
প্রতিহারী—কী জানাব?
যৌগন্ধ—এই কথা।
প্রতিহারী—আর্য, বলুন—বলুন।
যৌগন্ধ—হয়তো বা একথা গোপন না করাই উচিত। তাহলে এর কাছে প্রকাশ করি। বিজয়া, স্থির হও। (কানে কানে) এই কথা।
প্রতিহারী—ওঃ!
যৌগন্ধ—মনে রেখো, তুমি হলে বিজয়া।
প্রতিহারী—হতভাগিনী আমি তবে যাই।
যৌগন্ধ—বিজয়া, তুমি কিন্তু এই মুহূর্তেই রাজমাতাকে জানাবে না যে, মহারাজ বন্দী। পুত্রস্নেহে মাতৃহৃদয় স্বভাবতই দুর্বল, সুতরাং তাঁকে না জানানোই বিধেয়।
প্রতিহারী—কিন্তু আমি এখন এ সংবাদ কী উপায়ে জানাব!
যৌগন্ধ—শোন,

এসব ক্ষেত্রে প্রথমতঃ যুদ্ধের দোষগুলো উল্লেখ করতে হয়; তা শুনে মনের মধ্যে নানান সন্দেহজনক চিন্তা জেগে ওঠে। সন্দিগ্ধ বিষয় চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর আশঙ্কা ও তজ্জনিত দুঃখের উদয় হয়; তখনই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা উচিত ॥১৩॥

প্রতিহারী—আপনার কথা মানব। (প্রস্থান)
যৌগন্ধ—হংসক, তুমি মহারাজের অনুগামী হলে না কেন?
হংসক—আমার ইচ্ছা ছিল মহারাজকে অনুসরণ করে ধন্য হব; কিন্তু শালঙ্কায়ন আমাকে অন্য কর্তব্যে নিযুক্ত করে বললেন—'তুমি যাও, এই ঘটনা কৌশাম্বীতে নিবেদন করো।'
যৌগন্ধ—তবে কি উনি নিরাশ হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে চান? নাকি প্রিয়-পরিজনের উপস্থিতি পরিহার করতে চান?
হংসক—ঠিক তাই।
যৌগন্ধ—তিনি হয় তো আপন বিস্ময়ে আপনাকে নতুন করে জানালেন। নাকি সাফল্যের মুখে মানুষের সব প্রচেষ্টাই রমণীয় হয়ে ওঠে। আচ্ছা, মহারাজ আমার উদ্দেশ্যে কিছু বললেন কি?
হংসক—আর্য, আমি যখন মহারাজকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে বিদায় জানাতে প্রস্তুত হলাম, তখন তিনি অশ্রুরুদ্ধ নয়নে স্বেচ্ছায় অনেক কথা বলতে উদ্যত হয়ে শুধু বললেন—'তুমি ফিরে গিয়ে যৌগন্ধরায়ণকে—'।
যৌগন্ধ—নির্দ্বিধায় বলো; এ তো মহারাজের আদেশ।
হংসক—বললেন—'যৌগন্ধরায়ণকে দেখবে।'
যৌগন্ধ—না, তা বোধ হয় বলেন নি। সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যৌগন্ধরায়ণকে দেখতে বললেন?
হংসক—হ্যাঁ, তাই।
যৌগন্ধ—মহারাজ আমার বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন, কারণ আমি তার প্রতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করি নি, আমি প্রভুর যথাযোগ্য মন্ত্রী হতে পারি নি, এবং তাঁর প্রদত্ত সম্মানের যথাযথ প্রতিদান দিতে পারি নি।
হংসক—ঠিক তাই।

যৌগন্ধ—এবার মহারাজ দেখবেন—আমি এক অন্য মানুষ।
শত্রুরাজ্যে, বন্দীদশায়, অরণ্যে, যমালয়ে অথবা প্রাণসংশয়ে সর্বত্রই আমি তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ অবিচল থাকব। রাজা প্রদ্যোত হয় তো আপন বিজয় সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় ; কিন্তু আমাদের মহারাজ দেখবেন—মহামান্য আমি প্রদ্যোতকে প্রতারণা করে তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করব ॥১৪॥
(নেপথ্যে) হায়! হায়! মহারাজ!

যৌগন্ধ—অন্তঃপুরের এই বিলাপধ্বনি জানিয়ে দিচ্ছে যে, দুঃখ-দুর্দশাকে সর্বশক্তি দিয়ে দূর করতে হবে। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ প্রমাণ করছে যে মন্ত্রীরা অকর্মণ্য ॥১৫॥

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—আর্য, রাজমাতা—
যৌগন্ধ—কী? কী?
প্রতি—রাজমাতা বললেন—
যৌগন্ধ—কী বললেন?

প্রতিহারী—'আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত বৎসরাজের এই তো অবস্থা। এখন তার প্রতিকারের জন্য কী করা যায়! তাই আমরা প্রিয়বন্ধুদের সসম্মান অভ্যর্থনা জানাব। যিনি সঙ্কটে বিপন্ন হন না, হতাশায় উদ্বিগ্ন হন না, প্রতারণায় অবসন্ন হন না, প্রতিঘাতের মধ্যেও আত্মনাশের আশংকা করেন না—সেই বিচক্ষণ যৌগন্ধরায়ণকে আমার অনুরোধ তিনি আমার পুত্রকে উদ্ধার করুন, কারণ তিনি আমার পুত্রের প্রিয়বন্ধু, মন্ত্রিত্বের সম্পর্কে পরের কথা।'

যৌগন্ধ—রাজমাতা রাজবংশের উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ কথাই বলেছেন। আমি তাঁর প্রদত্ত সম্মানের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেব। বিজয়া, জল আন।১৫

প্রতিহারী—আর্য, যথা আদেশ। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)
এই তো জল।

যৌগন্ধ—নিয়ে এস। (চুমুকে জল পান করে) বিজয়া, রাজমাতা কী বললেন?
প্রতি—তিনি বললেন, 'পুত্র, আমার সন্তানকে উদ্ধার করো।'
যৌগন্ধ—হংসক, মহারাজ কী বলছিলেন?
হংসক—বলছিলেন—'যৌগন্ধরায়ণকে দেখবে।'
যৌগন্ধ—বিজয়া, যদি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় শত্রুসেনার দ্বারা অভিভূত মহারাজকে উদ্ধার করতে না পারি, তবে আমার যৌগন্ধরায়ণ নাম অর্থহীন১৬ ॥১৬॥

প্রতিহারী—আর্য, তাই হোক। (প্রস্থান)

(ভৃত্য নির্মুণ্ডকের প্রবেশ)

নির্মুণ্ডক—আর্য, মজার খবর! মহারাজের কল্যাণকামনায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা যখন ভোজন করছিলেন, তখন পাগলের বেশধারী এক ব্রাহ্মণ সবার দিকে লক্ষ্য করে সজোরে হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা খুশীমনে ভোজন করুন, কেন না এই রাজকুলের আবার উন্নতি হবে।'—একথা বলেই তিনি কোথায় অন্তর্ধান করলেন।

যৌগন্ধ—একি সত্য?

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ—পূজনীয় দ্বৈপায়ন ছদ্মবেশে এখানে হাজির হয়েছিলেন। তিনি নিজের প্রয়োজনেই পরনের কাপড়-চোপড় রেখে গেছেন। এই সেই পোশাক।

যৌগন্ধ—ওঃ, তাহলে দ্বৈপায়ন হাজির।

ব্রাহ্মণ—হ্যাঁ।

যৌগন্ধ—তাহলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

ব্রাহ্মণ—আচ্ছা, সাক্ষাৎ করুন।

যৌগ—একি! আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। হ্যাঁ, ঠিকই তো—আমি যেন এই ছদ্মবেশে মহারাজের কাছে পেঁছে গেছি। এখন বুঝলাম—আমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যেই সেই ব্রাহ্মণ এই পোশাক এখানে পরিত্যাগ করে গেছেন।

সেই বিপ্র এই কারণেই উন্মাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন ; তাঁর এই পরিচ্ছদই মহারাজ উদয়নকে মুক্ত করবে এবং আমার দোষ আচ্ছাদন করবে১৭ ॥১৭॥

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—আর্য, রাজমাতা জানালেন—তিনি তাঁর পুত্রকে দেখতে চান।

যৌগ—এই তো আমি যাচ্ছি। (ব্রাহ্মণকে) আর্য, শান্তিনিবাসে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

ব্রাহ্মণ—আচ্ছা। (প্রস্থান)

যৌগ—হংসক, এখন বিশ্রাম নাও।

হংসক—আর্য, তাই নেব। (প্রস্থান)

যৌগ—বিজয়া, আগে চলো!

প্রতি—আর্য, যাচ্ছি।

যৌগ—হুঁ, কাষ্ঠ মন্থন করলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভূমি খনন করা হলে জল দান করে, উদ্যোগী পুরুষের কাছে কোন কর্মই অসাধ্য নয়। মানুষের সব শুভ চেষ্টা সুপথে পরিচালিত হলে কর্মের সাফল্য ঘটে ॥১৮॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

(কাঞ্চুকীয়ের১ প্রবেশ)

কাঞ্চুকীয়—আভীরক! আভীরক! যাও, দ্বারপালকে মহাসেনের এই আদেশ জানাও—'কাশীরাজের উপাধ্যায় আর্য জৈবন্তি অদ্য দূতরূপে উপস্থিত হয়েছেন। বিশেষ আতিথ্যসৎকারে তাঁর অভ্যর্থনা করে আরামে বসবাসের ব্যবস্থা করো।২ যেরূপ আতিথ্য উপযুক্ত, তদ্রূপ ব্যবস্থা কর।' ওহে, প্রতিদিনই আমাদের এই বংশের তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন রাজকুল থেকে মহাসেনের কন্যার বিবাহ-প্রার্থনায় দূতেরা হাজির হচ্ছেন। কিন্তু মহাসেন কাউকে সম্মতিও দিচ্ছেন না, আবার অসম্মতিও জানাচ্ছেন না। কী জানি কী ব্যাপার। কন্যা সম্প্রদানের ক্ষেত্রে সবই প্রজাপতির নির্বন্ধ, কারণ—

রাজকুমারীর সঙ্গে যার বিবাহ দৈবের ইচ্ছায় স্থির হয়ে আছে, তার দূত এলেন না ; তাই সেরূপ রাজার অপেক্ষা করে অবশেষে কন্যাপ্রার্থী সমস্ত রাজাদের গুণ-গরিমার কথা জেনেও তাদের কাউকে গ্রহণ করলেন না ॥১॥

তাই তো ! অন্তঃপুরচারীদের ব্যস্ততা দেখে বোঝা যাচ্ছে—মহারাজ আসছেন। ওই যে মহাসেন উপস্থিত হয়েছেন।

গভীর শরবন থেকে প্রত্যাগত কার্তিকেয়ের৩ ন্যায় উনি সুবর্ণ তালীবনের এক প্রান্ত থেকে বহির্গত হচ্ছেন, দূর্বাঙ্কুরের ন্যায় স্তিমিত নীলার আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত সোনার অঙ্গদে দুই স্কন্ধ শোভা পাচ্ছে ॥২॥

(প্রস্থান)

(বিষ্কম্ভক৪ সমাপ্ত)

(সপরিবারে মহারাজ প্রদ্যোতের৫ প্রবেশ)

রাজা—রাজন্যমণ্ডলী আমার অশ্বক্ষুরের আঘাতে উত্থিত বিজয়প্রস্থানের ধূলি ভৃত্যভাবে অবনতমস্তকে তাদের মুকুটপ্রান্তে বহন করছে ; তবু আমার মনে সুখ নেই, কারণ হস্তিবিদ্যাবিশারদ গুণবান্ বৎসরাজ আমার কাছে মস্তক অবনত করলেন না ॥৩॥

বাদরায়ণ—।

(কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চু—মহাসেনের জয় হোক।

রাজা—জৈবন্তির বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে তো ?

কাঞ্চু—যথাযোগ্য অভ্যর্থনার পর তাঁর বিশ্রামবাসের ব্যবস্থা নিষ্পন্ন হয়েছে।

রাজা—আমাদের রাজবংশের সম্মান রক্ষাই তোমার অভিপ্রায়, সুতরাং যথাযোগ্য কাজ করেছ। উপস্থিত রাজদূতগণকে যোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু রাজকন্যার বিবাহ-ব্যাপারে যাকেই জিজ্ঞেস করি, প্রত্যেকেই পরের মতামতের উপর নির্ভর করেন। (কাঞ্চুকীয়ের দিকে লক্ষ্য করে) বাদরায়ণ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, কিছু বলতে চাও।

কাঞ্চু—না, তেমন কিছু নয়। রাজকুমারীর বিবাহ-বিষয়ে আমার মনে একটা ইচ্ছা জেগেছে।

রাজা—না, না, সে ইচ্ছা গোপন কোরো না। এতো সবারই পরামর্শের ব্যাপার। বলো, কী ইচ্ছা ?

কাঞ্চু—মহাসেন, আমার ইচ্ছা হল—প্রতিদিনই সমৃদ্ধ রাজকুল থেকে রাজকন্যার বিবাহ-বিষয়ে আলোচনার জন্যে দূতেরা আসছেন ; কিন্তু মহাসেন, আপনি কাউকে প্রত্যাখ্যানও করছেন না, আবার কারো প্রতি অনুগ্রহও দেখাচ্ছেন না। এর অর্থ কী !

রাজা—বাদরায়ণ, এর অর্থ এই যে, ভাবী জামাতার গুণ-গরিমার প্রতি অত্যধিক লোভ এবং বাসবদত্তার প্রতি অতি-বাৎসল্যের জন্যে কিছুই নিশ্চয় করতে পারছি না। প্রথমতঃ মনে মনে জামাতার উচ্চ কুলমর্যাদা কামনা করি ; তারপর তার মহানুভবতা কামনা করি, কারণ এই গুণটি মৃদু হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তারপর কামনা করি তার দৈহিক সৌন্দর্য, কারণ যদিও পুরুষের দেহ-সৌন্দর্যকে গুণ হিসাবে মনে করি না, তবু স্ত্রীলোকের ভয়েই তার রূপ আকাঙ্ক্ষা করি। অবশেষে চাই তার উদগ্র শক্তি, কারণ—স্ত্রীজাতিকে রক্ষার দায়িত্ব তারই৬ ॥ ৪ ॥

কাঞ্চু—মহারাজ মহাসেন ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোনো নৃপতির মধ্যে এতসব গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না।

রাজা—তাই তো চিন্তার বিষয়!

সাধারণত কন্যার স্বামিসৌভাগ্য পিতার প্রযত্নের উপর নির্ভর করে, অবশিষ্ট সবই ভাগ্যের অধীনে ; এর অন্যথা ঘটেছে এমন দেখা যায় না। কন্যার বিবাহে মাতার কষ্টই অধিক, সুতরাং মহাদেবীকে আহ্বান করো।

কাঞ্চু—মহাসেন যেরূপ আদেশ করেন। (প্রস্থান)

রাজা—হ্যাঁ, কাশিরাজ দূত পাঠিয়েছেন ; এই প্রসঙ্গে বৎসরাজ উদয়নকে বন্দী করার জন্যে আমার প্রেরিত দূত শালংকায়নের কথা মনে পড়ে গেল। সেই ব্রাহ্মণ অদ্যাবধি কোন সংবাদ পাঠালেন না, কেন কী জানি!

রাজা উদয়ন তার অভীষ্ট ক্রীড়ায় গভীরমনে আকৃষ্ট, কিন্তু তার মন্ত্রীরা প্রভুর মঙ্গলের জন্যে সযত্নে অবস্থান করছেন ॥ ৬ ॥

(সপরিবারে রাজমহিষীর প্রবেশ)

দেবী—মহাসেনের জয় হোক।

রাজা—বোসো।

দেবী—মহাসেনের যথা আজ্ঞা। (উপবেশন করলেন)

রাজা—বাসবদত্তা কোথায়?

দেবী—বৈতালিকী৭ উত্তরার কাছে নারদীয় বীণা শিক্ষা করতে গেছে।

রাজা—গান্ধর্ব-বিদ্যায় তার এত আগ্রহ জন্মাল কেমন করে?

দেবী—একবার কোন প্রসঙ্গে কাঞ্চনমালাকে বীণা বাজাতে দেখে তারও বীণা-শিক্ষার ইচ্ছা হয়।

রাজা—এমন অনুরাগ বাল্যকালের যোগ্যই বটে।

দেবী—মহাসেনের কাছে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

রাজা—কী নিবেদন?

দেবী—বাসবদত্তার একজন শিক্ষাগুরু চাই।

রাজা—তার তো বিবাহের বয়স হল, আবার আচার্যের কী প্রয়োজন? বিবাহের পর তার স্বামীই শিক্ষাগুরু হবে।

দেবী—হুঁ, এখন তাহলে আমার সেই ছোটো মেয়েটির বিবাহের বয়স হয়েছে!

রাজা—আচ্ছা, তুমি তো কন্যার বিবাহের ব্যাপারে প্রতিদিনই আমাকে কত অনুরোধ জানাতে। তাহলে এখন বৃথাই কষ্ট পাচ্ছ কেন?

দেবী—কন্যার বিবাহ সমাধা হোক আমি চাই, কিন্তু তার বিচ্ছেদের চিন্তাই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে। তুমি তাকে কার হাতে প্রদান করবে?

রাজা—তা এখনও নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।

দেবী—এখনও পর্যন্ত কিছু স্থির হল না!

রাজা—কন্যার বিবাহ হল না, ভাবলে লজ্জা পাই ; অথচ পরের হাতে তাকে সম্প্রদান করতে হবে ভাবলে মন ব্যথিত হয়। সংসারধর্ম ও মাতৃস্নেহ উভয়ের মধ্যে অবস্থিতা মাতারা কন্যাবিষয়ে যথার্থই দুঃখভাগিনী হন। ॥ ৭ ॥

এখন বাসবদত্তা শ্বশুর-কুলের পরিচর্যা করার যোগ্য, সাবালিকা হয়ে উঠেছে। এদিকে কাশীরাজের উপাধ্যায় মাননীয় জৈবন্তি দূতরূপে উপস্থিত হয়ে সেই রাজার মহৎ চরিত্র সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছেন।

(মনে মনে) মহিষী তো কোন অভিমতই প্রকাশ করলেন না। উনি তো কেঁদেই আকুল এবং খুবই উদ্বিগ্ন ; এ অবস্থায় কিভাবে নিশ্চিত মতামত জানাবেন! যাই হোক, একে কথাটা বলি। (প্রকাশ্যে)—শুনেছি অনেক রাজাই আমাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

দেবী—এখন বেশী কথা আর কী বলব? যেখানে বিবাহ দিলে কোন দুঃখ ঘটবে না, সেখানেই তাকে সম্প্রদান করো।

রাজা—হায়! এমন গুরুতর ও দুঃখসম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাপারেও মহারানী কেমন লঘুসুরে কথা বলছেন! কিন্তু পরে মনোমত না হলে আমাকেই ভৎর্সনা শুনতে হবে। অতএব মহাদেবী প্রথমেই স্বয়ং স্থির সিদ্ধান্ত করুন। শোনো,

আমাদের বন্ধুভাবাপন্ন রাজারা হলেন—মগধ, বারাণসী, বঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র, মিথিলা ও শূরসেনের শাসকবর্গ। এঁরা সকলেই তাঁদের বিবিধ গুণের দ্বারা আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে কোন্ নরপতিকে তুমি কন্যার উপযুক্ত মনে কর? ॥ ৮ ॥

(কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চুকীয়—বৎসরাজ৮।

রাজা—কী বৎসরাজ!

কাঞ্চু—মহাসেন আমার উপর রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। শুভ সংবাদ নিবেদন করতে এসে ত্বরার ফলে আপনার কথার প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে ফেলেছি।

রাজা—শুভ সংবাদ?

দেবী—(উঠে দাঁড়িয়ে) মহাসেনের জয় হোক।

রাজা—(সহাস্যে) দেবী তাহলে শুভ সংবাদ এড়িয়ে যেতে চান! আচ্ছা বোসো।

দেবী—(বসে) মহাসেনের যা আদেশ।

রাজা—উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও ; স্বচ্ছন্দে বল—।

কাঞ্চু—(উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার অমাত্য শালঙ্কায়নের হাতে বৎসরাজ বন্দী।

রাজা—(সানন্দে) কী বললে?

কাঞ্চু—আপনার অমাত্য শালঙ্কায়ন বৎসরাজকে বন্দী করেছেন।

রাজা—উদয়নকে?

কাঞ্চু—হ্যাঁ।

রাজা—শতানীকের পুত্রকে—?

কাঞ্চু—হ্যাঁ।

রাজা—সহস্রনীকের নাতিকে—?

কাঞ্চু—হ্যাঁ, তাকেই।

রাজা—কৌশাম্বীর নরপতিকে—?

কাঞ্চু—নিঃসন্দেহে।

রাজা—গান্ধর্ব-বিদ্যায় নিপুণ শিল্পীকে—?

কাঞ্চু—লোকে তাই বলে।

রাজা—নিশ্চিতভাবে বৎসরাজই তো?

কাঞ্চু—হ্যাঁ, বৎসরাজই।

রাজা—তবে কি যৌগন্ধরায়ণের মৃত্যু হয়েছে?

কাঞ্চু—না ; তিনি কৌশাম্বীতেই আছেন।
রাজা—তাহলে তোমরা এখনও বৎসরাজকে যথার্থ বন্দী করতে পার নি।
কাঞ্চু—মহাসেন, আমাদের বিশ্বাস করুন।
রাজা—করতলের দ্বারা মন্দার পর্বত আবর্তনের ন্যায় তোমার মুখে শোনা উদয়নের অবরোধের ঘটনা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ; কারণ, শত্রুরা উদয়নের বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধকাহিনী প্রচার করে বেড়ায় আর তার মন্ত্রী উদয়নের রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা আমাদের কানে গুঞ্জন করে। ॥ ৯ ॥
কাঞ্চু—মহাসেন, প্রসন্ন হোন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মহাসেনের সম্মুখে কদাপি মিথ্যাভাষণ করি নি।
রাজা—হ্যাঁ, তা জানি। আচ্ছা, শালঙ্কায়ন কোন্ প্রিয় দূতকে প্রেরণ করেছে ?
কাঞ্চু—না, দূত নয়। অমাত্য স্বয়ং দ্রুতগামী রথে বৎসরাজকে সম্মুখে নিয়ে এখানে পেঁাছেছেন।
রাজা অমাত্য স্বয়ং উপস্থিত ! ওহে, তাহলে আমার অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে সুখে বিশ্রাম করুক। যে-সব নৃপতিরা গোপনে আমার নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন, আজ থেকে তাঁরা নির্ভয়ে বাস করুন। সংক্ষেপে বলতে চাই—আজ আমি যথার্থই মহাসেন।
দেবী—স্বয়ং অমাত্য (বৎসরাজকে) আনয়ন করছেন ?
রাজা—হ্যাঁ।
দেবী—এঁর জন্যেই বাসবদত্তাকে কারো হাতে সমর্পণ করি নি।
রাজা—কিন্তু ইনি যুদ্ধে আমার পরাজিত শত্রু। বাদরায়ণ, শালঙ্কায়ন কোথায় ?
কাঞ্চু—তিনি ভদ্রদ্বারে অবস্থান করছেন।
রাজা—তুমি যাও, ভরতরোহককে বলো—বৎসরাজকে সম্মুখে স্থাপন করে রাজ-কুমারের যোগ্য সৎকারে অভ্যর্থনা করে আমার কাছে উপস্থাপিত করো।
কাঞ্চু—যথা আজ্ঞা, মহাসেন।
রাজা—কাছে এসো।
কাঞ্চু—এই এসেছি।
রাজা—বৎসরাজকে দর্শনের সময়ে কেউ যেন কোনো বাধা না পায়। আমার পুরবাসীরা যারা পূর্বেই তার বীরত্বপূর্ণ কর্মের কথা শুনেছেন, তারা সকলে এখন তাকে আমার শত্রুরূপে দর্শন করুন,—যেমন দর্শনার্থীরা যজ্ঞে বলিরূপে অবরুদ্ধ অন্তঃক্ষুব্ধ সিংহকে দর্শন করে। ॥ ১০ ॥
কাঞ্চু—মহাসেন যেমন আদেশ করেন। (প্রস্থান)
দেবী—এই রাজকুলের একাধিক অভ্যুদয়ে আমি ধন্য হয়েছি। কিন্তু বৎসরাজের অবরোধের অনুরূপ মহাসেনের অন্য কোনো অভ্যুদয়ের কথা স্মরণ করতে পারছি না।
রাজা—বৎসরাজের অবরোধের মতো কোন অভ্যুদয়ের কাহিনী আমিও স্বয়ং শুনেছি কি না স্মরণ করতে পারছি না।
দেবী—ইনি কি বৎস-রাজ্যের রাজা ?
রাজা—হ্যাঁ।

দেবী—আমাদের সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ৯ স্থাপনের জন্য অনেক রাজকুল থেকেই দূত আগমনের সংবাদ শুনেছি ; কিন্তু ইনি তো পূর্বে কোন দূত প্রেরণ করেন নি।

রাজা—মহারানী, ইনি আমার 'মহাসেন' আখ্যাই সহ্য করতে সম্মত নন, আবার কি না সম্পর্ক-স্থাপন!

দেবী—মহাসেনকে মান্য করেন না? তবে কি ইনি বালক, না কি নির্বোধ?

রাজা—বালক বলতে পার, তবে নির্বোধ নন।

দেবী—তাঁর এরূপ আত্মশ্লাঘার কারণ কি?

রাজা—রাজর্ষিগণের নামে প্রকাশিত এবং বেদের ভাষায় উল্লিখিত ভারতবংশে১০ জন্মই এঁর অহমিকার কারণ। অধিকন্তু এঁদের বংশপরম্পরায় অনুশীলিত গান্ধর্ববিদ্যার নৈপুণ্যও আত্মশ্লাঘাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই বয়সে এমন অনন্যসাধারণ রূপেও ইনি বিভ্রান্ত। প্রজাবর্গের অনুরক্তি তাঁকে এমন আত্মসচেতন করে তুলেছে।

দেবী—এমন শ্রেষ্ঠ গুণ১১ সকলেরই কাম্য। কিন্তু কার বিরোধিতায় সবই দোষে পরিণত হল!

রাজা—দেবী, অনর্থক, এত বিস্মিত হয়ে পড়লে? দেখো—

বনমধ্যে প্রজ্বলিত দাবাগ্নি যেমন সমগ্র বনভূমি দগ্ধ করে একপ্রান্তে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি আমার দীপ্ত রজিশক্তি সমগ্র মেদিনী গ্রাস করে বৎসরাজ্যের সীমান্তে এসে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে ॥ ১১ ॥

(কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চকীয়—মহাসেনের জয় হোক। আপনার আদেশমতো আতিথ্যসৎকারে অভ্যর্থিত শালংকায়ন প্রবেশ করেছেন। তিনি জানালেন—ভরতবংশে অনুশীলিত এবং বৎসরাজের বংশে মান্য এই ঘোষবতী নামে বীণারত্ন১২ মহাসেনকে উপহার দাও। (বীণাটি দেখালেন)

রাজা—আমার বিজয়কর্মের মঙ্গলস্বরূপ এই বীণা গ্রহণ করলাম। (বীণা গ্রহণ করে)

এই সেই ঘোষবতী! শ্রুতিসুখকর মধুর এই বীণা শিল্পীর হৃদয়ের অনুরক্ত হয়ে তন্ত্রীর অগ্রভাগে নখাগ্রের তাড়নায় ধ্বনি তুলত ; ঋষিজনের অধিগত মন্ত্রবিদ্যার মতো তার বাদ্যের আকর্ষণে হাতির চিত্তকে বশীভূত করত। ॥ ১২ ॥

নৃপতিরা যুদ্ধে যে সমস্ত ধনরত্ন অর্জন করেন, সেগুলো যথাযথ ভোগ করতে সমর্থ হলেই তারা খুশি হন।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালক, রাজনীতিতে আগ্রহী ; কনিষ্ঠ পুত্র পালক মল্লবিদ্যায় আগ্রহী, কিন্তু গান্ধর্ব বিদ্যার উপর বিদ্বিষ্ট ॥ ১৩ ॥

তাহলে এই বীণা কার কাছে সম্যক্‌ভাবে গচ্ছিত রাখতে পারি? মহারানী, বাসবদত্তা কি বীণাশিক্ষায় উৎসাহ দেখিয়েছে?

দেবী—হ্যাঁ।

রাজা—তাহলে এই বীণা তাকেই দেওয়া ভালো।

দেবী—বীণা পেলে সে আরও মেতে উঠবে১৩।

রাজা—এই সময়টা আনন্দে কাটাক। শ্বশুরবাড়িতে গেলে এসব বিষয় দুর্লভ হবে। বাদরায়ণ, বাসবদত্তা কোথায়?

কাঞ্চুকীয়—তিনি অমাত্যের সঙ্গে রয়েছেন।

রাজা—আচ্ছা, বৎসরাজ কোথায় ?

কাঞ্চুকীয়—তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, তাছাড়া তাঁর পায়ে এবং সমস্ত শরীরে আঘাত লেগেছে ; তাই তাঁকে পালকিতে চড়িয়ে সেই পালকি কাঁধে বহন করে অভ্যন্তর গৃহে আনা হচ্ছে।

রাজা—হায়! ছি! ছি! তাঁর দেহের আঘাত এত বেশি! অসংযত শক্তির এই হল দোষ। এমন দুঃসময়ে যদি কেউ তাঁকে অযত্ন করে তাহলে সে অতি নিষ্ঠুর। বাদরায়ণ, যাও ভরতরোহককে বলো সে যেন উদয়নের যুদ্ধক্ষত ব্যবস্থা করে।

কাঞ্চুকীয়—যথা আদেশ মহাসেন।

রাজা—আচ্ছা, একবার এদিকে এসো।

কাঞ্চুকীয়—এই এসেছি।

রাজা—উদয়নের প্রতিটি কটাক্ষ যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পালন করবে এবং তিনি যে আমাদের ব্যবহারে প্রীত হচ্ছেন তা তাঁর হাবভাবের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। বিগত যুদ্ধের কোনো ঘটনা কোনো প্রসঙ্গেই তাঁর কাছে উল্লেখ করবে না। হাঁচি প্রভৃতির সময় যেন তাকে আশীর্বাদ জানানো হয়। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রশংসাবাক্যে তাকে সম্মান জানাবে।

কাঞ্চুকীয়—যথা আদেশ মহাসেন। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)
মহাসেনের জয় হোক। রাজধানীতে আসার পথে বৎসরাজের ক্ষত নিরাময়ের ব্যবস্থা হয়েছে, সুতরাং দ্বিতীয় বার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। সূর্য দিনের মধ্যভাগে প্রবেশ করেছে।

রাজা—বীরত্ব-অভিমানী উদয়ন এখন কোথায় ?

কাঞ্চুকীয়—তিনি এখন ময়ূরযষ্টিমুখে রয়েছেন।

রাজা—হায় ধিক! সেই স্থান তাঁর বসবাসের উপযুক্ত নয়। তাপ নিবারণের জন্যে তাঁকে মণিভূমিকায় নিয়ে যেতে বলো।

কাঞ্চুকীয়—মহাসেনের যেরূপ আদেশ। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)
মহাসেন যা আদেশ করেছেন, তা পালন করা হয়েছে। কিন্তু অমাত্য ভরতরোহক মহাসেনের দর্শন চান।

রাজা—স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে যে ভরতরোহক বৎসরাজের এরূপ আতিথ্য পছন্দ করেন না। অবশ্য এ' হল তার রাজনীতির কৌশল। আমি স্বয়ং তাকে অনুরোধ জানাব।

দেবী—তাঁর সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক কি স্থির ?

রাজা এখনো নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না।

দেবী—অধিক ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই ; আমার কন্যা এখনো বালিকা।

রাজা—তোমার যা অভিরুচি১৪। এখন অন্তঃপুরে চলো।

দেবী—মহাসেনের যেরূপ আদেশ। (সপরিবারে প্রস্থান)

রাজা—(চিন্তার সঙ্গে) যিনি পূর্বে ঔদ্ধত্যের জন্যে আমার শত্রু ছিলেন, তিনি বন্দী অবস্থায় আনীত হলে আমি তার উপর কিঞ্চিৎ উদাসীন হয়ে উঠেছিলাম ; কিন্তু যখন শুনলাম তিনি আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহত, তাঁর জীবন বিপন্ন এবং প্রাণসংশয়—তখন আমি তাঁর বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। ॥ ১৪ ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

(তৃতীয় অঙ্ক)

(মজাদার ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে[১] বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—(চতুর্দিকে দেখে) হায় রে! মন্দিরের দাওয়ায় মিষ্টির পুঁটলি নামিয়ে রেখে দক্ষিণার টাকাকড়ি কাপড়ের খুঁটে গিঁট বেঁধে ফিরে এসে দেখি পুঁটলি উধাও। (চিন্তা করে) আচ্ছা, যে লোকটা আঠার মতো পিছু লেগেছিল, সে তো একখণ্ড মিঠাই পেয়ে তারপর আমার পিছু মাড়ায় নি! কুকুরের মুখে তুলে নিয়ে পালাবে তাও নয়, কারণ মন্দিরের দেওয়ালগুলো বেশ উঁচু। রাস্তার কোন লোক পুঁটলির উপর লোভ দেবে, তাও নয়[২]।

তাহলে হয় তো আমি নিজেই সব খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছি! আচ্ছা! ঢেকুর তুলে দেখি তো! হিঃ! হিঃ! শুয়োরের মূত্রথলির মতো আমার পাকস্থলী থেকে কেবল বিশুদ্ধ বায়ু নির্গত হচ্ছে! কিম্বা হয়তো বা স্বয়ং মহাদেবই রক্তচণ্ডীর পুঁটলি ভেবে আমার মিষ্টির পুঁটলিটি নিজের হস্তগত করেছেন! (ভালোভাবে দেখে) এই লোকটা ব্রহ্মচারী হলে কী হয়, বড়ো বেয়াদপি দেখাচ্ছে। আচ্ছা! দেখাই যাক। আরে! এই তো দেখতে পাচ্ছি আমার সেই পুঁটলি শিবের পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে। এটা হাতানো যাক। প্রভু, দিয়ে দিন, আমার মিষ্টির পুঁটলি ফিরিয়ে দিন। প্রভু! তুমিও আমার জিনিস চুরি করলে! হায়! হায়! পুঁটলি যেন ছবি হয়ে গেল! দুঃখের অন্ধকারে আমি আর সেটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, চোখগুলো ভালোভাবে রগড়ে নিই। হিঃ! হিঃ! ওহে শিল্পী, তোমাকে ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ! ছবির রঙ এমন সুন্দর পালিশ করেছ যে হাত দিয়ে যেখানে যেখানে ঘসে মেজে তুলে দিতে চাই, সেখানেই তত গাঢ় হচ্ছে। যাই হোক, জল দিয়ে ধুয়ে দেখি তো! কিন্তু জল কোথায় পাই? এই তো দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার জলের পুকুর। এতক্ষণ বোধ হয় মহাদেবও আমার মতোই মিষ্টির পুঁটলির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছেন!

(নেপথ্যে)—মিষ্টি! মিষ্টি! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

বিদূ—হায়! হায়! এই সেই পাগলটা! লোকটা আমার মিষ্টির পুঁটলি নিয়ে হাসতে হাসতে বর্ষার রাস্তায় ফেনাওয়ালা ঘোলা জলের মতো বেড়াচ্ছে। ওরে পাগলা, থাম থাম! নইলে এই লম্বা লাঠি দিয়ে তোর মাথা ভাঙব।

(পূর্বোক্ত উন্মাদের প্রবেশ)

উন্মত্তম—মিষ্টি! মিষ্টি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিদূষক—আমার মিষ্টির ঠোঙা ফিরিয়ে দে পাগলা!

উন্ম—কী মিষ্টি! কোথায় মিষ্টি! কার মিষ্টি! এগুলো কি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে! নাকি বেঁধে রেখেছিলে? নাকি খেয়ে ফেলেছ?

বিদূ—আরে না, না; পেটেও পুরি নি, ফেলেও দিই নি।

উন্ম—এদিকে খিদের চোটে আমার জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে!

বিদূ—ওরে ক্ষ্যাপা, আমার পুঁটলি ফিরিয়ে আন। পরের জিনিসে লোভ করে ধরা পড়িস না।

উন্ম—কে আমাকে ধরবে? মিষ্টি ছাড়া আমার বাঁচার পথ নেই।

এইসব মিষ্টির আবার কত রকম সাজসজ্জা! মনে হচ্ছে আমাকে খুশি

করতেই মিষ্টিগুলো হাজির হয়েছে। অনেক দাম দিয়ে রাজার বাড়ি থেকে কেনা। তবে সময়টা খারাপ, এই মুহূর্তে এগুলোর তেমন তেজ নেই।

বিদূ—এই পাগল! আমার মিষ্টির পুঁটলি ফিরিয়ে দে। এসব মিষ্টি সঙ্গে নিয়ে তবে আমাকে গুরুর বাড়িতে যেতে হবে।

উন্ম—এই মিষ্টির উপর বিশ্বাস রেখে আমাকেও একশ যোজন পথ হাঁটতে হবে।

বিদূ—কেন? তুই কি ইন্দ্রের ঐরাবত?

উন্ম—হ্যাঁ, আমি ঐরাবত। তবে কিন্তু দেবরাজও আমার পিঠে চড়তে পারেন না। শুনেছি নাকি ইন্দ্রকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছে! কিন্তু ইন্দ্র বিদ্যুতের চাবুক মারতে মারতে দুরন্ত ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে মেঘের আবরণ ভেঙে দিয়েছেন।

বিদূ—ওরে পাগলা! তুই যদি চুরি করা পুঁটলি ফিরিয়ে না দিস্, তবে কিন্তু আমি জোর গলায় চীৎকার করব।

উন্ম—চেঁচিয়ে নে! চেঁচিয়ে নে! হয় কান্নাকাটি কর, না হয় চীৎকার কর।

বিদূ—হায়—হায়! কী অনর্থ! কী অনর্থ!

উন্ম—আমাকেও কাঁদতে হবে! ওহে দেবরাজ বন্দী! দেবরাজ বন্দী!

বিদূ—কী বিপদ! কী অনর্থ!

(নেপথ্যে)—ওহে সদ্‌ব্রাহ্মণ, ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না! ভয়ের কিছু নেই।

বিদূ—(সহাস্যে) আকাশে চাঁদ উঠলে নক্ষত্রগুলো আপনিই হাজির হয়। ওঃ! ব্রাহ্মণ হওয়ার কী দুর্ভাগ্য! বৌদ্ধ শ্রমণ এখানে এসে ব্রাহ্মণকে অভয় দিচ্ছে!

(শ্রমণকের প্রবেশ)

শ্রমণক—ভয় নেই, ভয় নেই। ওহে উপাসক ব্রাহ্মণ, নির্ভয় হোন। কে? কে আছে এখানে? কোন্ কাজ বা কি? এত চিৎকার কেন?

বিদূ—ওঃ কী দুর্ভাগ্য! এই শ্রমণ তাহলে দ্বাররক্ষীর কাজ সামলাচ্ছে। ওহে ভিক্ষু মশায়, এই উন্মাদটা আমার মিষ্টির পুঁটলি চুরি করে ফিরিয়ে দিচ্ছে না।

শ্রমণক—কেমন মিষ্টি তা একবার দেখতে দাও।

উন্ম—ভিক্ষু! আপনি দেখুন, দেখুন।

শ্রম—থুঃ! থুঃ!

বিদূ—হায়! হায়! উন্মাদটার হাতে আমার মিষ্টির পুঁটলি ছিল, আর ঐ ভিক্ষুটা তার উপর থুথু দিল! ওঃ! কি কপাল! এখন মিষ্টিগুলো আগের মতো শুধুমাত্র চোখে দেখার বস্তু হয়ে রইল।

শ্রম—বাপু উন্মাদ, মিষ্টিগুলো ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। এই সন্দেশগুলো দামী মদের মতো মুখরোচক জিনিস, জলের ফেনার মতো সাদা, ভোরের শিশিরের মতো টাটকা, কত রকম মশলায় তৈরি। আকারে বেশ বড়ো বড়ো আর মোলায়েম, আবার চিনিটিনি মিশিয়ে খুব সুস্বাদু! বাছা! তুমি যেন এসব মিষ্টি খেতে যেয়ো না! তাহলে মরবে।

বিদূ—কী কপাল! মিষ্টির কথা বলতে গিয়ে আমি শুঁড়ির দোকানের নাড়ু চেয়ে বসেছি।

শ্রম—বাপু উন্মাদ, এখান থেকে সরে পড়, সরে পড়! যদি না যাও, তাহলে অভিশাপ দেব।

উন্ম—রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। প্রভু, শাপটাপ দেবেন না। এই নিন, এই নিন মিষ্টির পুঁটলি।

শ্রম—ওহে মহাব্রাহ্মণ, দেখুন দেখুন আমার প্রভাব কেমন।

বিদূ—এই পাগলটা যেই দেখল ভিক্ষু তাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত, অমনি সে ভয়ে ভয়ে দুহাতে মিষ্টির পুঁটলি বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরে উন্মাদ! আমার পুঁটলি ফিরিয়ে দে।

শ্রম—আসুন, আসুন, আপনি আসুন। এই মিষ্টিগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন।

বিদূ—হাঃ—হাঃ! আমার নিজের মিষ্টি ফিরিয়ে নেব তার জন্যে আবার তোমাকে আশীর্বাদ করতে হবে? এগুলো আমার যজমানের কাছে প্রতিদান নিয়েছিলাম। এখন তাই তোমাকে উপহার দিতে হবে। সেই যজমানের মঙ্গল হোক। এই উন্মাদ লোকটা যজ্ঞ-ঘরের দিকে চলেছে। এখন দুপুর বেলা! সকালবেলাতেই এই জায়গায় লোকজন দেখা যায় না, সেই সময় এই টাকাকড়িগুলো প্রণামী পেলাম; এগুলো তাহলে পথে যাওয়ার সময় কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গচ্ছিত রেখে যাব। একজনের কাপড়-চোপড়ের দরকার, আর একজনের প্রয়োজন টাকাকড়ির!

(যজ্ঞগৃহে সকলের প্রবেশ৩)

যৌগন্ধরায়ণ—বসন্তক, যজ্ঞগৃহ কি জনশূন্য?

বিদূ—হ্যাঁ, ঠিক তাই। ওখানে কোন লোকজন নেই।

যৌগ—তাহলেতোমরা দুজনেই আমাকে আলিঙ্গন করো।

উভয়ে—আচ্ছা। (যৌগন্ধরায়ণকে আলিঙ্গন করলেন)

যৌগ—আচ্ছা! আচ্ছা! আপনারা দুজনেই সমান ক্লান্ত। আপনি বসুন, আপনিও বসুন।

উভয়ে—তাই বসছি।

(সকলে উপবেশন করলেন)

যৌগ—বসন্তক, তুমি কি প্রভুকে দেখেছ?

বিদূ—হ্যাঁ, তাঁকে দেখেছি।

যৌগ—ওহে দেখো—রাত্রির দুঃসময়ে কিছু অর্জন কিংবা রক্ষা করা দুষ্কর। এখন সুদিনের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

দিন শেষ হলে আমরা রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করি, তারপর শুভ প্রভাতে দিনের চিন্তা করি। ভাবী কর্ম অথবা অমঙ্গলের কথা চিন্তা করতে করতে যখন দেখি সময় নির্বিঘ্নে পার হচ্ছে, তখন তৃপ্তি লাভ করি ॥২॥

রুমন্বান্—আপনি ঠিক বলেছেন। সময়ভেদে দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; কর্মের সাফল্য অর্জন করার ব্যাপারে রাত্রির দুঃসময়ই সঙ্কটপূর্ণ হয়। কারণ,

প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু যখন দুঃসাধ্য কর্মে লিপ্ত হয়, তখন তার কাছে রাত্রিই ভয়াবহ, কারণ প্রভাতে তার দুষ্কর্মের দোষ প্রকাশ পেয়ে থাকে ॥৩॥

যৌগ—বসন্তক, তুমি কি মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করেছিলে?

বিদূ—হ্যাঁ, আলোচনা করেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে প্রভু আমাকে বহুক্ষণ আটক রেখেছিলেন। আজ চতুর্দশী উপলক্ষে যখন তিনি স্নান করছিলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

যৌগ—মহারাজ স্নান করেছেন?

বিদূ—হ্যাঁ, স্নান করেছেন।
যৌগ—ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চনা করতে পারছেন কি?
বিদূ—শুধুমাত্র প্রণাম জানিয়েই দেবপূজার কাজ সমাধা করছেন।
যৌগ—তাহলে মহারাজ বেশ সম্মানজনক অবস্থাতেই আছেন। কারণ—
পূর্বে স্নানের পর তিনি যখন দেবার্চনার জন্যে প্রস্তুত হতেন, তখন শুভ দিনের মাঙ্গলিক উচ্চারণ শেষ হতে না হতেই পূজার ঢাক বেজে উঠত, কিন্তু বর্তমানে কালের বিপর্যয়ে দেবতাদের প্রণাম জানানোর সময় তাঁর পায়ের শিকল বাজতে থাকে। ॥ ৪ ॥

রুম—এখন শুধু আপনার প্রচেষ্টাতেই মহারাজ যথাযোগ্য ধর্ম অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

যৌগ—বসন্তক, যাও, পুনরায় মহারাজের যত্ন নাও এবং তাঁকে জানাও—সেই নলাগিরির বাসস্থান, স্নানের জায়গা, তৃণভক্ষণের জায়গা, শোবার জায়গা প্রভৃতি সর্বত্রই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথাযথভাবে মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগ করে তাকে মাতিয়ে তোলার ব্যবস্থাও পাকা। এভাবে তার প্রতিদিনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটানো হচ্ছে। আবার ধোঁয়ার জন্যে জ্বালানির ব্যবস্থাও আছে; অনুকূল বাতাস বইলেই আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি করা হবে। তাকে ক্ষিপ্ত করার জন্য তার অনুরূপ এক মদমত্ত হাতিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। হাতিরা আগুনকে ভয় পায়; হাতিশালার কাছাকাছি একটি ঘরে সামান্য কিছু জ্বালানি রাখা হয়েছে, সময়মত সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। আবার দেবমন্দিরে শঙ্খ-দুন্দুভি প্রস্তুত, সেগুলোর শব্দে ঐ প্রধান হাতিকে উত্তেজিত করতে হবে। সমস্ত কিছুর মিলিত কোলাহলে আকুল হয়ে মহারাজ প্রদ্যোত আগামী কাল নিশ্চয় আমাদের প্রভুর শরণার্থী হবেন। তারপর মহারাজ সেই শত্রুর অনুমতি নিয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বন্দীদশাপ্রাপ্ত ঘোষবতী বীণা হাতে নিয়ে নলাগিরিকে বশীভূত করবেন, তারপর তার পিঠে চড়ে—
তাকে দ্রুতবেগে ছুটিয়ে আনবেন; তখন মহাসেনের সৈন্যরা তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করার কথা কল্পনাও করতে পারবে না। অতঃপর সিংহদের গর্জন থামতে থামতেই তিনি বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করবেন। এক দিনের মধ্যেই তিনি কারাগারে, অরণ্যে ও আপন রাজ্যে ত্রিবিধ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হবেন। যেভাবে কৃত্রিম হাতির ছলনায় তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল, একই প্রকার ছলনার দ্বারা তিনি মুক্তি লাভ করবেন। ॥ ৫ ॥

রুমণ্বান্—বসন্তক, এখন কী চিন্তা করছেন?
বিদূ—ভাবছি আপনার এমন মহৎ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবে তাই।
উভয়ে—আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না।
বিদূ—প্রথমে আমাকে বুঝতে দিন, তারপর আপনারা বুঝবেন।
যৌগ—আচ্ছা, কী কারণে আমাদের কার্য-পরিচালনায় বিপত্তি ঘটবে?
বিদূ—কারণ বৎসরাজ অতিরিক্ত অন্য একটি কাজ সম্পাদন করতে চান।
যৌগ—তার অর্থ?
বিদূ—আপনারা দুজনেই শুনুন—
উভয়ে—শুনছি।

বিদূ—কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীর শেষে রাজকুমারী বাসবদত্তা জনৈকা ধাত্রীর সঙ্গে মহারাজের কারাগৃহের বিপরীত পথে ভগবতী যক্ষিণীর মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলেন, কারণ রাজপথের নর্দমা অবরুদ্ধ হওয়ায় তার জল উপচে পড়ে সেই পথ দুর্গম ছিল ; তখন তখন রাজকন্যার সঙ্গে একজন মাত্র দাসী ছিল, আর সেই পালকির দরজাও খোলা ছিল, কারণ কুমারী কন্যার দর্শনে কোন বিপত্তি নেই।

যৌগ—তারপর ? তারপর ?

বিদূ—সেদিন মহারাজ কারাগৃহের অভ্যন্তর-রক্ষী শিবকের অনুমতি নিয়ে কারাগারের দ্বারদেশ থেকে বাইরে এসেছিলেন।

উভয়ে—তারপর ? তারপর ?

বিদূ—তারপর যখন বাহকেরা পালকি থামিয়ে কাঁধ পরিবর্তন করছিল, তখন মহারাজ খুশিভরে রাজকন্যাকে দর্শন করেন।

যৌগ—তার কি হল ?

বিদূ—তারপর আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? কারাগৃহকে প্রমোদবনে পরিণত করে তিনি এখন প্রণয়ে মেতে উঠেছেন৪।

যৌগ—আমাদের মহারাজ নিশ্চয় তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন নি ?

বিদূ—ওহে বিপদ যখন আসে তখন দলবদ্ধ হয়ে আসে, এটাই নিয়ম।

যৌগ—বন্ধু রুমন্বান্, মন স্থির করুন, নতুবা এই ছদ্মবেশের অবস্থাতেই বার্ধক্য এসে যাবে।

বিদূ—হ্যাঁ, মহারাজ আমাকে বললেন—যৌগন্ধরায়ণকে জানাবে যে তার পরিকল্পিত কার্য-প্রণালী আমার ঠিক অভীষ্ট নয়। এখান থেকে আমার অন্তর্ধানের ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত হলেও প্রদ্যোতকে অপমান করার বিষয়টি আমি বিশেষভাবে চিন্তা করছি। কিন্তু এমন নীচ ধারণা করবেন না যে প্রেমের ব্যাপারে প্রশ্রয়বশে এমন কাজ করছি। প্রদ্যোতকৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত উপায় খুঁজছি।

যৌগ—বাঃ! তাঁর এসব কথা শত্রুদের উপহাস্য। কেমন প্রগল্ভ বিচারবুদ্ধি! মহারাজের এরূপ আচরণ বন্ধুজনের দুঃখের কারণ। অকালে অস্থানে তিনি কিনা ললিত প্রণয়ের আশায় আছেন!

কেননা, তাঁর স্বহস্তরচিত তৃণশয্যা কি মহারাজকে অহংকারাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে ? চরণের শৃঙ্খলধ্বনি কি রাজকন্যার প্রতি তার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ? মাত্র কতিপয় কারারক্ষী রাজপুরুষের মুখে লজ্জাকর 'রাজা' সম্বোধন শুনে প্রত্যক্ষভাবে পরাধীন কোন্ বন্দী প্রণয়ে লিপ্ত হতে পারে ?

বিদূ—আমাদের যোগ্য প্রভুভক্তি আমরা দেখিয়েছি, এবং পুরুষকার প্রয়োগ করেছি। এখন বোধ হয় এঁকে ত্যাগ করাই বিধেয়৫। ॥ ৬ ॥

যৌগ—একি বসন্তকের যোগ্য কথা ? না না, বসন্তক এমন কথা বলবেন না। দুঃখদুর্দশা আর প্রণয়ের সন্তাপে দগ্ধ ব্যক্তিকে আমরা পরিত্যাগ করতে করতে পারি না, কারণ তিনি এখন মিত্রবর্গের উপর নির্ভরশীল এবং এই দুঃসময়ের উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম। ॥ ৭ ॥

বিদূ—সুতরাং আমরা বার্ধক্য পর্যন্ত এই বেশে অপেক্ষা করব।

যৌগ—তাই আমাদের কাছে শলাঘ্য।

বিদূ—শলাঘ্য হতে পারে যদি প্রজারা সেই কাজ উপযুক্ত মনে করে।

যৌগ—না-না, প্রজাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। মহারাজের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

বিদূ—কিন্তু তিনি স্বয়ং এ সম্পর্কে অবহিত নন।

যৌগ—যথাসময়ে জানবেন।

বিদূ—সেই সময়টি কখন আসবে?

যৌগ—যখন আমাদের পরিকল্পনা সফল হবে।

বিদূ—তাহলে কারাগার থেকে মহারাজকে এবং অন্তঃপুর থেকে রাজকন্যাকে—উভয়কেই আপনি উদ্ধার করুন।

রুম—তার জন্যে আপনাকেও এখান থেকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যৌগ—আপনি বলছেন উভয়কেই উদ্ধার করতে হবে? আচ্ছা, তাই হোক। এই হোল আমার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—

অর্জুন যেমন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন, গজ যেমন মৃণাল হরণ করে, তেমনি রাজা উদয়ন যদি সেই রাজকন্যাকে হরণ করতে না পারেন তবে আমার যৌগন্ধরায়ণ নাম বৃথা। ॥ ৮ ॥ অধিকন্তু

যদি সেই ঘোষবতী বীণা, নলাগিরি নামক হাতি, আয়তলোচনা বাসবদত্তা এবং রাজা উদয়নকে উদ্ধার করতে না পারি তবে যৌগন্ধরায়ণ নাম নিষ্ফল ॥ ৯ ॥ (কান পেতে) একি! কোলাহল শোনা যাচ্ছে যেন! কিসের কোলাহল জেনে আসুন।

বিদূ—আচ্ছা, জেনে আসছি। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ) সন্ধ্যার শীতল পরিবেশে অসংখ্য লোকজনকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখছি। এখন আমাদের কী কর্তব্য?

রুমন্বান্—এই যজ্ঞ-গৃহের চারটি দরজা; এখানে আমরা পরস্পর পৃথক হয়ে অবস্থান করব।

যৌগ—না-না। আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। শত্রুসংঘাতকে বিচ্ছিন্ন করাই উদ্দেশ্য। আপন কর্তব্যে মন দিন।

উভয়ে—তাই হোক। (প্রস্থান)

উন্মত্তক—হাঃ-হাঃ! চাঁদ রাহুকে গ্রাস করছে! চাঁদকে মুক্ত করো, মুক্ত করো। যদি মুক্ত না কর, তাহলে তোমাদের মুখ উৎপাটন করে চাঁদকে উদ্ধার করব৬। এই তো সেই দুষ্টু ঘোড়া দাঁড় ছিঁড়ে ছুটে আসছে; এই তো, চৌমাথায় এসে গেছে। এখন তাহলে এর পিঠে চড়েই আমি ঠাকুরের প্রসাদ খাব। এই তো আমার অল্পবয়স্ক প্রভুরা! আপনারা আমাকে মারুন। না-না মারবেন না। কী বলছেন—? আপনাদের জন্যে কিছুক্ষণ নাচতে হবে? অল্পবয়সী প্রভুরা, দেখুন দেখুন। আচ্ছা, এরা কি আমার কিশোর প্রভুরা! আবার আমাকে লাঠি দিয়ে মারধোর করছেন? না-না, মারবেন না; তাহলে কিন্তু আমিও আপনাদের মারতে বাধ্য হব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

(একজন সাধারণ সৈনিকের প্রবেশ)

ভট—বহুক্ষণ যাবৎ ভদ্রবতীর পরিচারক গাত্রসেবক১ ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছি

না। এদিকে রাজকুমারী বাসবদত্তা জলক্রীড়ার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। বাপু পুষ্পদন্তক, গাত্রসেবক ছেলেটির সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি? কী বলছ? এই ছোঁড়া ছিনালী মদওয়ালীর২ আড্ডায় গিয়ে মদ গিলছে? আচ্ছা, তুমি এখন বিদায় নাও। এই তো সেই শুঁড়িবউয়ের দোকান। তাহলে ওকে ডাক দিই। গাত্রসেবক—ওরে গাত্রসেবক।

গাত্রসেবক—(নেপথ্যে) রাজপথ থেকে কে আমাকে 'গাত্রসেবক' 'গাত্রসেবক' বলে চিৎকার করে চলেছে।

ভট—ওই তো গাত্রসেবক ছোঁড়া মদ গিলে খুশিতে ডগমগ হয়ে হাসতে হাসতে এদিকেই আসছে। চোখদুটো জবা ফুলের মতো লাল। এর মুখোমুখি হয়ে লাভ নেই। (ঘুরে দাঁড়ালেন)

(যথানির্দিষ্ট গাত্রসেবকের প্রবেশ)

গাত্রসেবক—বড়ো রাস্তা থেকে কে আমাকে 'গাত্রসেবক' 'গাত্রসেবক' বলে ডাকাডাকি করছে? শুঁড়িখানা থেকে বেরোবার সময় শ্বশুরমশায়ের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তিনি তো চটেই আগুন! তখন আবার ঘি মরিচ নুন দিয়ে কড়া করে রান্না করা মাংসের টুকরো মুখে পোরা, আর হাতে এক বোতল মদ। শ্বশুরের মেয়েকে যদি একটু খাওয়াতে পারি তবে বেশ খেয়ে মেজাজে থাকবে। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ লাঠিহাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

যারা মদ খেয়ে মাতাল হয় তারা ধন্য; যারা সারা গায়ে মদ মাখতে পারে তারা ধন্য; যারা মদে চান করে তারা ধন্য; যারা মদ খেয়ে মারা যায়, তারাও ধন্য! ॥ ১ ॥

যত সব মহাজনরা রয়েছেন, তাঁরা স্ত্রীপুত্রপরিবারের দুঃখকষ্টের কথা হতভাগ্যের মতো শোনেন, কিন্তু কি পোড়া কপাল, তাঁরা মদের পুকুর বানাতেও রাজী নয়! যমালয়েও এমন নরকযন্ত্রণা আছে কি না কে জানে!

ভট—(সম্মুখে এগিয়ে) ওরে গাত্রসেবক! কতকাল তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! রাজকুমারী বাসবদত্তার ইচ্ছা হয়েছে জলক্রীড়া করবেন, অথচ ভদ্রবতীর দেখা মিলছে না। আর তুই কি না মদ গিলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস!

গাত্র—ঠিক কথাই বলেছেন! তিনিও জলক্রীড়ার জন্য মাতাল! সেই পুরুষও মাতাল আর আমিও মাতাল! তুমিও মাতাল! দুনিয়াসুদ্ধু সব মাতাল!

ভট—ও সব কথা থাক। ভদ্রবতীকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে হাজির না করে তুই এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন?

গাত্র—এখানে খোশমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মদ খাচ্ছি! রাগ করবেন না! কী করতে হবে?

ভট—বাজে কথা রাখ। তাড়াতাড়ি ভদ্রবতীকে নিয়ে আয়।

গাত্র—ভদ্রবতী, চলে আয়, চলে আয়। হায় রে! ভদ্রবতীর অঙ্কুশ আনতে শুঁড়ির দোকানে বাঁধা রেখেছি!

ভট—ভদ্রবতী তো এমনিই ঠাণ্ডা। অঙ্কুশের কী দরকার?

গাত্র—ভদ্রবতী! চলে যায়! ইস্ আমি ভদ্রবতীর শিকলখানা বাঁধা দিয়েছি।

ভট—ভদ্রবতীকে তো ফুলের মালা দিয়েই বাঁধা যায়, তাহলে শিকলের কী প্রয়োজন? তাড়াতাড়ি ভদ্রবতীকে হাজির কর।

গাত্র—ভদ্রবতী! চলে আয়, চলে আয়! ইস্! আমি যে ওর গলার ঘণ্টটা শুঁড়ির দোকানে বন্ধক রেখেছি!

ভট—বাসবদত্তা ভদ্রবতীকে নিয়ে জলক্রীড়া করবেন তাহলে তার ঘণ্টাতেই বা কী হবে ?

গাত্র—ভদ্রবতী ! চলে আয়, চলে আয়। হায় রে ! আমি যে ওর চাবুক বন্ধক দিয়েছি !

ভট—চাবুক দিয়েই বা কী হবে ! ওকে তাড়াতাড়ি হাজির কর্।

গাত্র—ভদ্রবতী ! চলে আয়, চলে আয়। হায় রে !

ভট—'হায় রে' করছিস্ কেন ?

গাত্র—হায় রে ! আমি যে— !

ভট—তুই কি— ?

গাত্র—হায় রে ! ভদ্র—

ভট—ভদ্র— কী ?

গাত্র—হায় রে ! ভদ্রবতী— !

ভট—ভদ্রবতী কী ?

গাত্র—আমি যে ভদ্রবতীকেই বন্ধক দিয়ে ফেলেছি !

ভট—তাহলে দেখছি তোর কোন দোষ নেই ; আসলে দোষ সেই মদওয়ালীর, যেহেতু সে রাজার হাতিকে বন্ধক রেখে তোকে মদ বিক্রী করেছে।

গাত্র—ইস্ ! আমি যে তাকে বললুম—মূলের উপর বাড়তি সুদ যেন নষ্ট কোরো না৩।

ভট—হুঁ ! কোলাহল শোনা যাচ্ছে !

গাত্র—ওঃ ! বুঝেছি—ভদ্রবতী সেই মদওয়ালীর দোকান ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে।

ভট—কী বলছ ? (আকাশের দিকে লক্ষ্য করে) প্রভু বৎসরাজ বাসবদত্তাকে সংগে নিয়ে পালিয়েছেন !

গাত্র—প্রভুর যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন হয়।

ভট—এবার আনন্দে মদ খা আর মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়া।

গাত্র—ধ্যাৎ ! কে মাতাল ? কিসের মাতাল ? আমরা হলেম অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচর ; নিজের নিজের কাজ নিয়ে মেতে আছি। এবার আমি আমার বন্ধুদের কাছে খবরটা পেঁৗছে দিই। ওই তো আমার বন্ধু গুপ্তচরেরা বিবরমুক্ত কেউটে সাপের মতো স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওহে বন্ধুরা, শোন—

যে সৈনিক প্রভুর নুন খেয়ে তার জন্য যুদ্ধ করতে নারাজ, সে ব্যক্তি জলপূর্ণ মন্ত্রপূত ও কুশঢাকা নতুন শরা উপহার পাবার অযোগ্য,৪ অধিকন্তু সে ব্যক্তি নরকে যায়। ॥ ২ ॥

যৌগন্ধরায়মহাশয় কোথায় গেলেন ? (সম্মুখে লক্ষ্য করে) আরে ! ওই তো উনি।

উন্মাদের বেশ আর নেই। ডান হাতে দীপ্ত শাণিত তরোয়াল ; বাঁ হাতের আগায় সোনার বালার দেওয়া চামড়ার বর্ম, সারা দেহে চীরবাস, মাথায় সাদা পাগড়ি। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে বিদ্যুতের ঝলকমাখা মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। ॥ ৩ ॥

ওঃ ! ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আরোহীযুক্ত হাতি ও ঘোড়াকে হত্যা করে, মুহূর্তের মধ্যে অক্ষৌহিণী সেনাদলকে আহত করে এই যৌগন্ধরায়ণ যুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন। ভয়ংকর হাতির গদাতুল্য দাঁতের আঘাত তাঁর হাত থেকে অস্ত্র মাটিতে

পড়ে গেছে, হাত ভেঙে গেছে, তবু তিনি ভয়ে মুখ না ফিরিয়ে শত্রুর দিকে ধেয়ে চলেছেন। ॥ ৪ ॥
হায় ধিক! মাহাত্মা যৌগন্ধরায়ণ নিশ্চয় রাহুগ্রস্ত। তাহলে আমি আর্য যৌগন্ধরায়ণের সম্মুখে হাজির হই। (প্রস্থান)

ভট—এ কেমন ব্যাপার! এতো দেখছি কৌশাম্বী নগরীর সীমান্ত প্রাচীর! কিন্তু কোনো তোরণ নেই! যাই হোক, অমাত্যের কাছে ব্যাপারটা জানাই। (প্রস্থান)

(প্রবেশক৫ সমাপ্ত)

(দুজন সাধারণ কর্মচারীর প্রবেশ)

উভয়ে—মশায়রা! সরে পড়ুন, সরে পড়ুন!

প্রথম—ওঃ! গলা ভেঙে গেছে, তবু বেশ জোর আছে!

দ্বিতীয়—ইস্! রাজকুমারী বাসবদত্তা উধাও হয়েছেন তাই ভয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি, কিন্তু কেউ কান দিচ্ছে না। হ্যাঁ? কী বলছেন? লোকজনদের হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? যৌগন্ধরায়ণ মহাশয় বন্দী। কী বলছেন?—কিভাবে বন্দী হলেন? মশায়রা শুনুন—আর্য যৌগন্ধরায়ণ অস্ত্রহাতে শত্রুসেনার গতি কিছুক্ষণের জন্য আটক করেছিলেন ; কিন্তু যখন তিনি বিজয়সুন্দর নামে হাতির দুই দাঁতের মধ্যে অসি চালনা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে গেল। তরবারির দোষেই তিনি বন্দী হলেন, পৌরুষের অভাবে নয়।

প্রথম—হ্যাঁ, আপনারা সবাই সাবধান হোন, কারণ কৌশাম্বী রাজ্যের সীমান্ত-প্রাচীর ও তোরণ ব্যতীত বাকি সকলে এখানে হাজির হয়েছেন।

উভয়ে—ওহে মশায়, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।

(যৌগন্ধরায়ণ কাঠের পালকিতে আসীন, তাঁর দুই হাত বাঁধা। এই অবস্থায় তাকে বহন করে মঞ্চে আনা হচ্ছে)

যৌগন্ধরায়ণ—এই আমি অবতরণ করছি।

শত্রুর করায়ত্ত বৎসরাজকে মুক্ত করে অস্ত্রদোষে স্বয়ং অবরুদ্ধ হয়েছিলাম। তারপর আমি প্রভুর কষ্ট মোচন করে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মনের আনন্দে রাজ্যে প্রবেশ করছি। ॥ ৫ ॥

বস্তুতঃপক্ষে কলত্রহীন পুরুষের পক্ষে বনগমন সহজসাধ্য ; যাদের সমস্ত মনোবাসনা পরিপূর্ণ, তাদের কাছে দুঃখও রমণীয় হতে পারে ; পুণ্য-কীর্তি মানুষের নিকট মৃত্যুও পীড়াদায়ক না হতে পারে। আমি স্বয়ং—বৈরিতা, ভয় ও অপমানকে সমানভাবে পরিত্যাগ করেছি, তারপর রাজ-নীতির কৌশল এবং অস্ত্রের বলে আপন কর্তব্য সম্পাদন করেছি। শত্রুর রাজ্যশ্রী আর আত্মীয় বন্ধুদের অপযশ নাশ করে নৃপতিকে উদ্ধার করে বিজয় লাভ করেছি এবং মহতী কীর্তি অর্জন করেছি। ॥ ৬ ॥

উভয়ে—সরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান! আপনারা সরে দাঁড়ান।

যৌগ—যারা আমার দর্শনাভিলাষী, তাদের কাউকে হটিয়ে দেবেন না।

যে যে রাজপুরুষ মহারাজের প্রতি দৃঢ় ভক্তির কারণে বিপন্ন হয়েছিলেন, আজ তাঁরা ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুকে দর্শন করুন ; যাঁরা মনে মনে মহারাজের অমাত্যপদ লাভের অভিলাষী হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশা সফল হোক, অথবা নিষ্ফল হোক। ॥ ৭ ॥

উভয়ে—সরে পড়ুন! সরে পড়ুন! আরে! আপনারা কি মহাত্মা যৌগন্ধরায়ণকে কখনো দেখেন নি?

যৌগ—এঁরা আমাকে দেখেছেন, তবে এমনভাবে নয়। সত্যিই আমি এতদিন উন্মত্তের ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, তাই এখন দেহের রূপ তেমন সুদর্শন নয়, কিন্তু আমার কূট কর্মের মূল্য এরা বুঝবে। ॥ ৮ ॥

(জনৈক অর্থাৎ সৈনিকের প্রবেশ)

ভট—মশায়, আপনাকে সুসংবাদ জানাই—বৎসরাজ বন্দী হয়েছেন।

যৌগ—না, তা ঠিক হতে পারে না।

তিনি বহুপূর্বেই শত্রুপুরী থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে ভদ্রবতী হাতি চড়ে বিন্ধ্য অরণ্যে প্রবেশ করে নিমেষের মধ্যে বহু যোজন অতিক্রম করেছেন। তিনি কিভাবে শত্রুর হাতে বন্দী হবেন! ॥ ৯ ॥

ওহে, তিনি কী উপায়ে বন্দী হলেন—সে বিষয়ে কী শুনেছ?

ভট—নলাগিরির পিঠে চড়ে (ভদ্রবতীর) অনুসরণ করার সময় বন্দী হন।

যৌগ—হাতিকে বাহন করলে এ কাজ হয়ত সম্ভব; কিন্তু সেই হাতি তেমন শিক্ষাপ্রাপ্ত নয়।

উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা হাতির গতি বেশ দ্রুত করা যায়; কিন্তু বৎসরাজ যখন ভদ্রবতীকে চালিত করছেন, তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নলাগিরিকে কে চালাতে পারে? ॥১০॥

ভট—আর্য, অমাত্য বললেন আপনি যেন অস্ত্রাগারে থাকেন, কারণ ঐ স্থানটি রক্ষীদের দ্বারা সুরক্ষিত।

যৌগ—ওঃ! কেমন হাস্যকর নির্দেশ!

তারা যখন বৎসরাজ নামক আগুনকে আবদ্ধ করলেন, তখন সর্বদিক রক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু মন্ত্রীরা সেই সময় ঘুমিয়ে রইলেন। রত্ন চুরি হলে পর রত্নভাণ্ডর রক্ষা করে কী লাভ? ॥ ১১ ॥

ভট—(পায়চারি করে) এই হল অস্ত্রাগার। আর্য, আপনি ভেতরে আসুন। (প্রবেশের পর) অমাত্য আপনার বাঁধন খুলতে বলেছেন।

যৌগ—আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। নিশ্চয় ভরতরোহক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমিও তো ভরতরোহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

ক্রোধের বশে উচ্চারিত আমার উদ্ধত বাক্যে তাঁর হৃদয় জর্জরিত; আমার দ্বারা রাজনীতির কূট কৌশলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রযুক্ত কূটচাল কিছুই ছিল না; রাজনীতিশাস্ত্রে উপদিষ্ট সদুপদেশ ব্যাপারে তিনি অজ্ঞ, এবং অবিচক্ষণ—এরূপ ভরতরোহককে আমি দেখতে চাই, যেমন বিজয়ী মল্ল কূট কৌশলে পরাজিত লজ্জায় অধোমুখ মল্লকে দেখে। ॥ ১২ ॥

(ভরতরোহকের প্রবেশ)

ভরতরোহক—কোথায়? কোথায় যৌগন্ধরায়ণ?

তিনি চাতুর্যকৌশলে আপন রাজকার্য সমাধা করেছেন, তাঁকে নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য। তিনি প্রভুর হিতার্থে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন; শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হয়েও রুষ্ট সর্পের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন এবং দীর্ঘদিন হীনতা স্বীকার করেও কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করেছেন। ॥ ১৩ ॥

ভট—মহাত্মা যৌগন্ধরায়ণ আপনার অপেক্ষায় অস্ত্রাগারে রয়েছেন।

ভরতরোহক—আচ্ছা, আচ্ছা।

এই যৌগন্ধরায়ণ আমার দ্বারা প্রযুক্ত নীল হাতির ছলনায় মন্ত্রিত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এখন সেই বৈরিতার প্রতীকারের জন্যে আমার অপেক্ষা করছেন। ॥ ১৪ ॥

ভট—আর্য, এইতো অমাত্য!

ভরত—(সম্মুখে এগিয়ে) যৌগন্ধরায়ণ?

যৌগন্ধরায়ণ—কি?

ভট—বাঃ! কী গম্ভীর কণ্ঠস্বর! এই মহাত্মার একটি ধ্বনিতেই যেন সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

ভরত—এতদিন আমরা মানুষটিকে ছাড়া শুধু যৌগন্ধরায়ণ নামই শুনেছি, এখন আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁকে দর্শন করলাম।

যৌগ—আপনি বলছেন আমাকে দেখা সৌভাগ্যের বিষয়! তাহলে দেখুন আমাকে—

অশ্বত্থামা যেমন পিতার বিজেতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করে শান্ত হয়েছিলেন, আমিও তেমনি বীর সৈনিকের যোগ্য আচরণ করে সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হয়েছি। ॥ ১৫ ॥

ভরত—বাঃ! কৃত্রিম হাতির কৌশলের দ্বারা ছলনায় সাফল্য লাভ করে এমন আত্মাভিলাষ!

যৌগ—কী! ছলনার আশ্রয় করে! এখনও কি তেমন ছলনার প্রয়োজন?

সেই মল্লিকা ও সাল বৃক্ষের অন্তরালে কৃত্রিম হাতির চক্রান্তে প্রতারণা করলেন এবং যে দুর্নীতির ফলে মহারাজ বন্দী হয়ে নিজের হাতে মাথা রেখে মাটিতে শয়ন করলেন,—সেই মহারাজের পক্ষে বীণার ঝংকারে হাতিকে প্রলুব্ধ করার চাতুরী কি তেমন প্রতারণা? আমি আপনার পূর্বগৃহীত প্রতারণা কৌশলের অনুকরণ করেছি মাত্র, সুতরাং আমি নিরপরাধ ॥১৬॥

ভরত—ওহে যৌগন্ধরায়ণ, মহাসেনের দুহিতাকে ছাত্রীরূপে গ্রহণের পর অগ্নি-সাক্ষী করে সম্প্রদান করা না হলেও তাকে অপহরণ করলেন। এই চৌর্য-বৃত্তি কি আপনার উচিত হল!

যৌগ—না, না, এমন কথা বলবেন না। আমার প্রভু তাঁকে এই ভাবেই বিবাহ করেছিলেন।

ভরতদের বংশধর ও বৎসদেশের বীর নরপতি কোন নারীকে স্ত্রীরূপে স্বীকার না করে বীণাশিক্ষা দিতে পারেন কি? ॥১৭॥

ভরত—মহাসেন আজও বৎসরাজকে যোগ্য আতিথ্যমর্যাদা দান করেছেন। বৎস-রাজ কেন তা বিবেচনা করছেন না?

যৌগ—না, না, এমন কথা বলবেন না।

মহাসেনের হাতি নলাগিরি যে উদয়নের আজ্ঞা পালন করেছিল তার কারণ সেই হাতি বিচক্ষণ ব্যক্তির আদেশ পালন করে। তাই আত্মরক্ষার জন্যে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের জীবন ও যশ প্রতিষ্ঠার জন্যে মহাসেন তাঁকে মুক্ত করেছিলেন। ॥১৮॥

ভরত—যদি তাই হয় যে নলাগিরি নামক হাতিকে বশ করার জন্যে মহাসেন তাঁকে কারামুক্ত করেছিলেন, তাহলে সেই হাতিকে বশীভূত করার পর কেন তাঁকে পুনরায় বন্দী করা হল না?

যৌগ—বন্দী করা হল না কারণ (মহাসেন ভাবলেন তাহলে প্রজারা) তাকে ভর্ৎসনা করবে।

ভরত—আপনি রাজনীতিশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তবু এমন কথা বলছেন? যুদ্ধে পরাজিত শত্রুর প্রতি শাস্ত্র কিরূপ ব্যবহার নির্দেশ করেছে?

যৌগ—হত্যা।

ভরত—বৎসরাজকে যদি হত্যা করাই উচিত ছিল, তাহলে আমরা তাকে অভ্যর্থনা করলাম কেন?

যৌগ—এই বিবেচনায় অভ্যর্থনা করা হল যে মহাসেনের শরীর যেন অপহৃত না হয়।

ভরত—তার মন্ত্রী কি ভাবেন যে তেমন সম্ভাবনা ছিল?

যৌগ—তাতে সন্দেহ কি!

কারণ আপনাদের রাজা আমাদের প্রভুর হাতের নাগালের মধ্যেই ছিলেন, অথচ মহাত্মা বৎসরাজ তাঁকে রক্ষা করলেন। শ্রেষ্ঠ হাতির পিঠে না চড়েই তো বৈজয়ন্তী পতাকা অবনমিত করা যায় না ॥১৯॥

ভরত—আচ্ছা তা না হয় হল; কিন্তু মহাসেনের বিরুদ্ধাচরণ কৌশাম্বীতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন কেন?

যৌগ—এ অতি হাস্যকর প্রশ্ন।

বৎসরাজ আপনাদের চোখের সামনেই পলায়ন করলেন, সুতরাং অবশিষ্ট কর্তব্য সাধনের আর চিন্তা কি? বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হলে তার শাখা ছেদনের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে কি? ॥২০॥

(কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চুকীয়—এই ঘটেছে (কানে কানে কিছু জানালেন)

ভরত—প্রকাশ্যে বলুন।

কাঞ্চু—কার্যসিদ্ধির জন্যে বহুবিধ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি কোনো অপকার করেন নি। আপনার গুণবত্তার উপর আমার কোন বিদ্বেষ নেই। সুতরাং পুরস্কার স্বরূপ এই ভৃংগার গ্রহণ করুন ॥২১॥

যৌগ—হায় ধিক! আমি যে সব ঘরে আগুন জ্বালিয়েছিলাম, সেখানের আগুন নির্বাপিত হল না, এবং মহাসেনের অমাত্যদের হৃদয়ের আগুনও শান্ত হল না! অপরাধীর হত্যাই যেখানে তার অভ্যর্থনা, সেখানে আমি অপরাধী হয়েও সম্মান লাভ করলাম! ॥২২॥

(নেপথ্যে হাহাকার)

ভরত—একি! রাজপ্রাসাদের সম্মুখ থেকে এ কিসের হাহাকার ভেসে আসছে! এ যেন বাজপাখির আক্রমণে কুররীর আর্তনাদ! ॥২৩॥

কে আছ? কিসের হাহাকার সংবাদ নাও।

কাঞ্চুকীয়—প্রভুর যা আদেশ। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ) ইনি তো রাজমহিষী অঙ্গারবতী! শোকে আকুলচিত্ত হয়ে উনি যখন প্রাসাদের উপরিতল থেকে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন মহাসেন তাকে বললেন—'তোমার কন্যা ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছে, তাই এখন আনন্দের

সময় ; কিন্তু তুমি দুঃখ করছ কেন ? তাহলে ছবিতে আঁকা বৎসরাজ ও বাসবদত্তার বিবাহের অনুষ্ঠান করো।' এই কথার পর অন্তঃপুরিকারা তৎক্ষণাৎ আনন্দে ব্যাকুল হয়ে চোখে জল নিয়েই বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি শুরু করলেন, তখন
তাদের মঙ্গলদ্রব্যগুলি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল এবং অনুষ্ঠানগুলি কিছুটা আগেপিছে ঘটতে লাগল ॥২৪॥

যৌগ—মহাসেন তাহলে বিবাহের সম্বন্ধকে মর্যাদা দিলেন। এখন আপনি আমাকে ভৃঙ্গার উপহার দিন।

কাঞ্চু—এই নিন। (ভৃঙ্গার উপহার দিলেন)

ভরত—যৌগন্ধরায়ণ! মহাসেন আপনার জন্যে আর কী প্রিয় অনুষ্ঠান করতে পারেন ?

যৌগ—মহাসেন যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আর অধিক মঙ্গল কী কামনা করতে পারি!

(ভরতবাক্য)

রাজার দুঃখদুর্দশা নাশ হোক, তাঁর শত্রুবাহিনী প্রশমিত হোক ; রাজসিংহ আমাদের মঙ্গলের জন্যে এই সমগ্র রাজ্যকে সুশাসনে রাখুন ॥২৫॥

॥ প্রতিজ্ঞা নাটিকা সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ-কথা

স্থাপনা ও প্রথম অংক

১. স্থাপনার অন্য নাম প্রস্তাবনা বা আমুখ। সংস্কৃত নাট্য কাহিনী শুরু হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক অনুষ্ঠান ছিল নান্দী। নান্দীর পর প্রস্তাবনা বা স্থাপনার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রধার (stage-manager) এই প্রস্তাবনায় (prologue) নাট্যকার ও নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নাট্য বস্তুর প্রস্তাব বা স্থাপন করেন। সাধারণভাবে এই বিধি অনুসৃত হলেও ভাসের নাটকে এর বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা গেল। সুতরাং অনুমান করা যায় নাটকের সূচনায় প্রস্তাবনাটি অপরিহার্য বিবেচিত হলেও তার রূপটি বরাবর এক ছিল না। সামগ্রিক বিবেচনায় প্রস্তাবনা ও স্থাপনার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য একই ; অর্থগত অথবা প্রয়োগগত কোন ভেদ নেই। তাই অভিনবভারতী-তে বলা হয়েছে—সূত্রধার এর স্থাপক।

২. ভরত নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গের ঊনিশটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। (মতান্তরে এর বাইশটি অংগ) প্রথম ন'টি অঙ্গের অনুষ্ঠান হয় রঙ্গমঞ্চের বাইরে, অবশিষ্ট দশটি মঞ্চে অনুষ্ঠেয়। এই দশটি অঙ্গের চতুর্থ হল 'নান্দী'। নান্দীর স্বরূপ সম্পর্কে সমালোচকগণ একমত নন। নাট্যবস্তুর সূচনা বা নির্দেশ থাকতে পারে। এরূপ বিবেচনায় প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের প্রথম শ্লোকটিকে নান্দী বলা যায়। কিন্তু ভাসনাটকচক্রের রচনাগুলিতে মঞ্চনির্দেশ অনুযায়ী 'নান্দী' পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠেয় অংগ। নান্দী অনুষ্ঠানের শেষে সূত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করে মঙ্গল-শ্লোক (নান্দী শ্লোক ?) পাঠ করেন। মতান্তরে দক্ষিণভারতীয় নাটকগুলিতে সাধারণভাবে সর্বত্রই আলোচন প্রথা অনুসৃত হত।

৩. মংগলাচরণ-শ্লোকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্যকার সূত্রধারের মুখে কার্তিকেয়ের বন্দনা করে সামাজিক, কুশীলব ও অন্যান্য সকলের রক্ষা-মংগল কামনা করেছেন। যৌগন্ধরায়ণ অর্থাৎ যুগন্ধরের (পার্বতীর সঙ্গে মিথুনরূপধারী মহাদেবের) পুত্র, যিনি কার্তিকেয়, মহাসেন বা স্কন্দ নামে বিশেষ পরিচিত। কার্তিকেয় হলেন দেবতাদের সেনাপতি, রণজয়ী বীর যোদ্ধা। সুতরাং রাজনীতির জটিল চক্রান্তে পরিপূর্ণ এবং যুদ্ধ-প্রধান এই নাটকে দেব-সেনাপতির বন্দনা বিশেষ অর্থবহ। অন্যদিকে 'স্বপ্ন', 'প্রতিমা' ও 'পঞ্চরাত্র' নাটকের মতো এতেও মুদ্রালংকারের প্রয়োগে শ্লেষের দ্বারা প্রধান প্রধান নাট্যচরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—বাসবদত্তা, মহাসেন, বৎসরাজ ও যৌগন্ধরায়ণ।

৪. সাধারণত প্রস্তাবনা বা স্থাপনার শেষাংশে সূত্রধার নটী অথবা তার সহ-কারী সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নাট্য কাহিনীর প্রাথমিক সূচনা করে পাত্র-প্রবেশের ইঙ্গিত দেন। এখানেও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও তার দূত সালকের প্রবেশ সূচিত হয়েছে।

৫. বিচক্ষণ মন্ত্রী উদয়নকে শত্রুর চাতুরী থেকে রক্ষা করার জন্য সালকের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে তাকে প্রভুর কাছে পাঠাচ্ছেন এবং তার হাতে উদয়নকে এই পত্র পাঠাচ্ছেন। অবন্তিরাজ মহাসেন কৃত্রিম হাতির

কৌশলে উদয়নকে বন্দী করার পরিকল্পনা করেছেন। এই বিষয়ে উদয়নকে অবহিত করার জন্যে তিনি সালকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে মহারাজকে সমস্ত সংবাদ জানাচ্ছেন।

৬. মূলে শব্দটি 'প্রতিসরা'। এর অর্থ হাতে ধারণ করার যোগ্য রক্ষাসূত্র অর্থাৎ 'তাগা' 'মাদুলি' বা 'কবচ'। 'প্রতিসরস্তু স্যাদ্ হস্তসূত্রে··· স্ত্রিয়াং প্রতিসরাং বিদুঃ'—কেশব। আধুনিক কালেও আমাদের সমাজে অমঙ্গল নিবারণের জন্য এরূপ সংস্কার প্রচলিত আছে। বস্তুতপক্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন বেদের কবিতাতেও উল্লেখ আছে।

৭. যৌগন্ধরায়ণ রাজনীতিশাস্ত্রে অতি ধুরন্ধর ও বিচক্ষণ হয়েও মহাসেনের চাতুর্যের কাছে একবার মাত্র পরাজিত হলেন। তাই তিনি প্রত্যাসন্ন বিপদ থেকে উদয়নকে রক্ষা করতে না পারায় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও অপমানিত।

৮. মূলে শব্দটি 'মগ্গমদঅনীএ' (সং মার্গমদন্যা)। মৃগসমূহ অর্থে মার্গ, মৃগসমূহকে আনন্দিত (মদয়তি) করে যে পথ 'মার্গমদনী বীথী'। উলনারের মতে যথার্থ পাঠ হবে মগ্গ-মদ্দনীএ (সং মার্গমর্দনীয়)।

৯. কিংবদন্তী অনুসারে পালকাপ্য ও অন্যান্য কতিপয় প্রাণিতত্ত্ববিদ হস্তি-শিক্ষা বা গজলক্ষণশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে (৬/২৭) 'সূত্রকার' শব্দে এদের উল্লেখ আছে।

১০. বৎসরাজ উদয়ন প্রখ্যাত বীণাবাদক ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বীণার নাম ঘোষবতী। স্বপ্নও নাটকের এবং অন্যত্র বহুবার ঘোষবতী বীণার প্রশংসা এবং রাজকুমারী বাসবদত্তাকে বীণাশিক্ষা দানের উল্লেখ আছে। লোকোক্তি অনুসারে উদয়ন বীণার মধুর ধ্বনিতে হাতিকে মুগ্ধ করে কৌশলে বশীভূত করতেন।

১১. মূলে শব্দটি 'কণ্ঠীরব'। এর অর্থ সিংহ বা ব্যাঘ্র। গণপতি শাস্ত্রী 'সিংহ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। উলনারের মতে সংশোধিত পাঠ হবে 'কণ্ঠস্বর' অর্থাৎ কোলাহল। আমাদের মতে শেষোক্ত পাঠ অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত।

১২. আলংকারিক ভামহ তাঁর কাব্যালংকারে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) কৃত্রিম হাতির কৌশলে যুদ্ধে বিজয়লাভের ঘটনাকে অবিশ্বাস্য বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ভামহ রচিত 'হতোঽনেন মম ভ্রাতা—' ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে নাটকের 'অণেন মম ভাদা—' ইত্যাদি পাঠের মিল আছে।

১৩. আলোচ্য শ্লোকে (১/১১) 'দ্রক্ষ্যতে' ও 'শ্রোষ্যতে' পদদুটি অশুদ্ধ। এরূপ আরও অনেক অপাণিনীয় অশুদ্ধ পদের ব্যবহার দেখে কেউ কেউ অনুমান করেছেন এই নাট্যকার বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ববর্তী। অবশ্য অন্যদের মতে পুঁথিলেখকদের প্রমাদে বা অজ্ঞানতাবশে পাঠে এরূপ ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে।

১৪. যুদ্ধের প্রাক্কালে অস্ত্রশস্ত্র শাণিত ও পরিষ্কার করা এবং হাতিঘোড়া ও অন্যান্য উপকরণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করা হত। এই অনুষ্ঠানকে বলা হত নীরাজনা। বাংলায় প্রতিমা বিসর্জন অর্থে 'নীরঞ্জন' শব্দে এর প্রভাব অনুমান করা যায়।

১৫. আপস্তাবৎ—এই বাক্যের দ্বারা পানীয় জল চাওয়ার দৃশ্য ভাসের নাটক-গুলিতে বারবার চোখে পড়ে। অভিষেক (১ম অঙ্ক), প্রতিমা (২য় অঙ্ক), মধ্যমব্যায়োগ (১ম অঙ্ক), পঞ্চরাত্র (১ম অঙ্ক) দ্রষ্টব্য।

১৬. এটি যৌগন্ধরায়ণের প্রথম প্রতিজ্ঞা।

১৭. কথাসরিৎসাগরের কাহিনী অনুসারে যৌগন্ধরায়ণ অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিজের এবং বসন্তকের রূপ পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য নাট্যকার উক্ত অলৌকিক কাহিনীর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ দৈবপায়নের পোশাকের দ্বারা যৌগন্ধরায়ণের ছদ্মবেশের উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. কাঞ্চুকীয় বা কঞ্চুকী হলেন রাজার অন্তঃপুরে নিযুক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্মচারী। ইনি রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি এবং অন্দরমহলে অবাধগতি। কাঞ্চুকীয়ের যথার্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে—

যে নিত্যং সত্যসম্পন্নাঃ কামদোষবিবর্জিতাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলাঃ কাঞ্চুকীয়াস্তু তে স্মৃতাঃ ॥

অথবা অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধা বিপ্রগুণান্বিতঃ
সর্বত্র কার্যকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥

২. বাসবদত্তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে অনেক মান্য রাজাই মহাসেনের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। কাঞ্চুকীয় উপস্থিত দূতগণের মধ্যে কাশীরাজের দ্বারা প্রেরিত দূত জৈবন্তির নামোল্লেখ করেছেন এবং মহাসেনও তাঁর জন্যে বিশেষ আতিথ্য-সৎকারের আদেশ দিয়েছেন। বোঝা গেল সমসাময়িক নৃপতিদের মধ্যে কাশীরাজের প্রাধান্য প্রায় উদয়নের তুল্য ছিল।

৩. কার্তিকেয়ের জন্ম সম্পর্কে একটি মজার 'মিথ্' পাওয়া যায়। তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে শুনলেন শিব-পার্বতীর বিবাহের পর যে সন্তান জন্মাবে, একমাত্র তার হাতে তারকের মৃত্যু নিশ্চিত। দেবগণ শিব-পার্বতীর মিলনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। বিবাহের পর হরপার্বতী নিভৃত পর্বতকন্দরে রতিসুখে মগ্ন। দেবতাদের পরামর্শে অগ্নি তাঁদের নিস্তব্ধতা ভাঙতে সেখানে হাজির হলেন। মহাদেব অগ্নিকে দেখে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁর স্খলিত বীর্য অগ্নির মুখে নিক্ষিপ্ত হল। অগ্নি তার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। পরে ছ'জন কৃত্তিকা সেই নদীর জল পান করে শিববীর্যের দ্বারা গর্ভবতী হলেন। তারা শরবনে সেই গর্ভমোচন করলে অলৌকিক উপায়ে সেই অংশগুলি একত্র মিলিত হয়ে পূর্ণ শিশুর রূপ ধারণ করল। তাই এই দেবতার নাম কার্তিকেয় (কৃত্তিকাদের পুত্র) অথবা শরজন্মা।

৪. বিষ্কম্ভক শব্দের অর্থ সংযোজক বা সংস্থাপক। পারিভাষিক অর্থে মূল নাট্যকাহিনীতে যে ঘটনা মঞ্চে দেখানো হচ্ছে অথবা দেখানো হবে, সেই প্রসংগটিকে দর্শকদের কাছে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করার জন্যে যে প্রসংগান্তরের প্রয়োজন তাকেই বিষ্কম্ভক বলে। বিষ্কম্ভক অঙ্কের প্রথমেই থাকবে। এর দুই ভেদ—শুদ্ধ ও মিশ্র। প্রথমটিতে মধ্যম পাত্রের সংলাপ এবং শেষেরটিতে মধ্যম ও নীচ পাত্রের সংলাপ থাকে। কাঞ্চুকীয়ের এই সংলাপ শুদ্ধ বিষ্কম্ভক।

৫. প্রদ্যোত—স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের কাহিনীতে ইনি কৌশাম্বীর রাজা, অন্য নাম মহাসেন। এঁর প্রধানা মহিষী অঙ্গারবতী,

কন্যা বাসবদত্তা এবং দুই পুত্র গোপাল ও পালক। কথাসরিৎসাগরের কাহিনীতে বাসবদত্তা চণ্ডমহাসেনের কন্যা। মেঘদূতে ইনি 'প্রদ্যোতের প্রিয় দুহিতা'।

৬. প্রদ্যোত কন্যার যোগ্য জামাতার গুণগুলির কথা এই শ্লোকে (২/৪) বলছেন—কুলমর্যাদা, মহানুভবতা, দেহসৌন্দর্য এবং বীরত্ব। তাঁর মতে নারীর সৌন্দর্য নির্ণয়ে লাবণ্য বা দেহশ্রী যেমন বিবেচ্য, পুরুষের ক্ষেত্রে সেরূপ নয়; কিন্তু মনস্তত্ত্বের বিচারে নারী পুরুষের দেহশ্রীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে। একটি চিত্তাকর্ষক সূক্তি-শ্লোকে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য কে কেমন ইচ্ছা করেন তার উল্লেখ আছে।

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

৭. বৈতালিকী গান্ধর্ব বিদ্যায় (নৃত্য গীত, বাদ্য প্রভৃতিতে) অভিজ্ঞা নারী।

৮. নাট্য পরিভাষায় একে বলা হয় পতাকাস্থান (dramatic irony)। কোন প্রসঙ্গ আলোচনার সময় যদি কোন চরিত্র প্রসঙ্গান্তরের প্রয়োজনে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে এমন কোন সংলাপ বললেন অথবা আচরণ করলেন, যার সঙ্গে পূর্বের প্রসঙ্গ ঠিকমত খাপ খায়—তাকেই পতাকাস্থান বলে। রাজা মহিষী অঙ্গারবতীকে জিজ্ঞাসা করছেন—মগধের রাজা, বারাণসীর রাজা, বঙ্গদেশের রাজা, সুরাষ্ট্রের রাজা ও মিথিলার রাজার মধ্যে কে বাসবদত্তার উপযুক্ত? কাঞ্চুকীয় হঠাৎ মঞ্চে হাজির হয়ে উত্তর দিলেন—'বৎসরাজ'। প্রকৃতপক্ষে তিনি বৎসরাজের বন্দী হওয়ায় সংবাদ জানাতে এসে একথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর কথার অনভীষ্ট ইঙ্গিত দর্শকগণ সানন্দে উপভোগ করতে সক্ষম হলেন। অভিষেক (পঞ্চম অঙ্ক) ও অবিমারক (তৃতীয় অঙ্কে) নাটকে এরূপ পতাকাস্থানের প্রয়োগ দেখা যায়।

৯. সম্বন্ধ শব্দটির অর্থ সংযোগ বা সম্পর্ক। নাট্যকার এই শব্দটিকে বিবাহের সম্পর্ক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে শব্দটির এরূপ প্রচলন আছে। বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ অর্থে বিশেষ ব্যবহার শোনা যায়।

১০. বেদাক্ষরসমবায়প্রবিষ্ট—এর অর্থ বেদের অক্ষরসমূহের মধ্যে যার উল্লেখ আছে। মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে আলোচিত প্রধান প্রধান রাজবংশগুলির মধ্যে ভরতবংশ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উক্ত ভরতের নাম অনুসারে আমাদের দেশকে ভারতবর্ষ বলা হয়। মহাভারত পঞ্চম বেদ, সুতরাং ভারতবংশ বেদপ্রসিদ্ধ। মতান্তরে রাজা পুরূরবা ভারতবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই পুরূরবা বৈদিক সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ চরিত্র। অবশ্য শব্দটির পাঠান্তর আছে—'দেবান্বয় সমবায়প্রবিষ্ট' অর্থাৎ যিনি দেববংশের উত্তরাধিকারী।

১১. মূলে শব্দটি হল 'বরগুণাঃ'। শ্লেষের প্রয়োগ লক্ষণীয়। বর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ; সংকুচিত অর্থে বিবাহের পাত্র।

১২. ঘোষবতী নামক বীণা উদয়নের বংশে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বহুমূল্য সম্পদ। বংশানুক্রমে এই বীণা উদয়নের হস্তগত হয়। ভারতবংশের মহামান্য রাজারা সকলেই গান্ধর্ববিদ্যায় অনুরাগী, বিশেষত মহারাজ

উদয়ন বীণাবাদনে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি এই বীণার ধ্বনিতে বন্য হাতিকেও মুগ্ধ করে ফাঁদে ফেলতে পারতেন। কথাসরিৎসাগরের আখ্যান অনুযায়ী নাগরাজ বসুনেমি উদয়নকে এই বীণা উপহার দিয়েছিলেন।

১৩. প্রচলিত কাহিনী অনুসারে মহাসেন স্বয়ং বৎসরাজ উদয়নকে আপন কন্যা বাসবদত্তার বীণাশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সময়ের শিক্ষক ও ছাত্রীর পরস্পর গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং সকলের অজ্ঞাতে গোপনে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলোচ্য নাটকে উক্ত ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে বীণাশিক্ষাকালে উদয়ন-বাসবদত্তার পারস্পরিক ভালোবাসার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

১৪. মহাসেনের এই কথা থেকে বোঝা গেল যে যদিও তিনি পূর্বে উদয়নকে শক্তিগর্বিত আত্মাভিমানী ও গুণবান রাজা বলেই মান্য করতেন, বর্তমানে তাঁর মনোভাব ঈষৎ পরিবর্তিত। রাজমহিষীর ঐকান্তিক ইচ্ছা উদয়নের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করা। মহাসেন স্পষ্টকথায় তা স্বীকার না করলেও স্ত্রীর সেই ইচ্ছা পূরণে বিশেষ আগ্রহী।

তৃতীয় অংক

১. ভিণ্ডিক—যে ব্যক্তি কথাবার্তা ও বেশভূষার দ্বারা লোককে হাসিয়ে ভিক্ষা আদায় করে।

২. ভিক্ষুকের ছদ্মবেশী বিদূষকের এই সংলাপের সাংকেতিক অর্থ হল—বাসবদত্তার কাছে উদয়নকে সুরক্ষিত করে তাঁর প্রশংসা লাভ করে স্বস্থানে ফিরে এসে যৌগন্ধরায়ণকে খুঁজে পাচ্ছি না। কুকুর ও রাস্তার লোক কথাগুলির অর্থ মহাসেনের মূর্খ গুপ্তচরগণ।

৩. যজ্ঞগৃহের অর্থ গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষ। এই গুপ্ত স্থানে যৌগন্ধরায়ণ, বিদূষক ও রুমণ্বান মিলিত হয়ে বন্দী উদয়নকে উদ্ধারের পরামর্শ করছেন। এর পূর্বে তাঁরা তিনজনে যথাক্রমে উন্মাদ, ভিক্ষুক ও বৌদ্ধ শ্রমণের ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে পৌঁছে বন্দীশালায় অবরুদ্ধ উদয়নের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে তাঁরা পুনরায় এই যজ্ঞগৃহের নিভৃত কক্ষে মিলিত হলেন। এবার দর্শকগণ তাঁদের আলোচনা শুনে বুঝলেন ছদ্মবেশী চরিত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে কারা এবং তৎক্ষণাৎ উন্মাদ, ভিক্ষুক ও শ্রমণের অর্থহীন সংলাপের গূঢ় ইঙ্গিত অনুধাবন করতে পারলেন।

৪. মূল কাহিনীতে উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু নাট্যকার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রধান এই নাটকে পূর্বোক্ত নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের ঘটনাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

৫. বিদূষকের এই রূঢ় উক্তি থেকে অনুমান করা যায় উদয়নের দুই মন্ত্রী ও বিদূষক প্রভুর মুক্তির জন্যে কেমন একনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাজকন্যার সঙ্গে উদয়নের প্রণয়ের ব্যাপারটিকে মন্ত্রী রুমণ্বান প্রভুকে উদ্ধারের পথে প্রধান অন্তরায়রূপে গণ্য করলেন। অবশেষে প্রধান অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের অনুরোধে তিনি রাজকন্যাসহ উদয়নকে উদ্ধারের পরিকল্পনায় সম্মত হলেন।

৬. চন্দং গিলদি লাহু (চন্দং গিরতি রাহুঃ)—চন্দ্র হল বৎসরাজ, রাহু হল মহাসেন।

চতুর্থ অঙ্ক

১. গাত্রসেবকের প্রকৃত পরিচয় হল সে যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচর। এই তরুণ গুপ্তচর উজ্জয়িনীতে হাজির হয়ে মহাসেনের প্রাসাদে ভদ্রবতী হাতির পরিচারক সেজে কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

২. মূলে শব্দটি আছে 'কণ্ডিলসুণ্ডিগিনীএ' (সং কণ্ডিলশৌণ্ডিক্যাঃ) শুণ্ডা অর্থাৎ মদ যার পণ্য তিনি শৌণ্ডিকী। কণ্ডিলা অর্থাৎ মত্তা।

৩. মা মূলাবিদ্ধিং বিণাসেহি ত্তি (সং মা মূলবৃদ্ধিং বিনাশয়েতি) অর্থাৎ সুদে-আসলে ঋণ পরিশোধ হলেও যখন অধমর্ণের নিস্তার নেই। অধমর্ণ আমরণ সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

৪. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (১০।৩।৬৮) এই শ্লোকটি পাওয়া যায়। 'অপীহ শ্লোকৌ ভবতঃ'—এই কথা বলে কৌটিল্য পরপর দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম শ্লোকটি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত ; পরবর্তী উদ্ধৃতিটিই আলোচ্য শ্লোক। পণ্ডিতদের অনুমান কৌটিল্য ও ভাস উভয়েই কোনো প্রাচীন রচনা থেকে এই শ্লোকটি গ্রহণ করেছেন।

৫. নাট্যকাহিনীর সংগে সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু মূল কাহিনীর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এমন ঘটনা প্রবেশকে স্থান লাভ করে। অর্থাৎ নাট্যকার এর দ্বারা অপ্রাসঙ্গিক অথচ প্রয়োজনীয় ঘটনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন। দুটি অংকের মধ্যে প্রবেশকের স্থান এবং নীচ পাত্রের অর্থাৎ সমাজের সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্তরের চরিত্রের সংলাপে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করতে হয়। এই নাটকে তৃতীয় অংকের শেষাংশে দেখা গেল ছদ্মবেশী যৌগন্ধরায়ণ, রুমন্বান্ ও বসন্তক উজ্জয়িনীর এক গুপ্ত যজ্ঞগৃহে মিলিত হয়ে বন্দী রাজা উদয়নের মুক্তির নানান্ কূট কৌশল অবলম্বন করে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছেন। তারপর চতুর্থ অংকের প্রথমেই এই প্রবেশক। এখানে গাত্রসেবকের ছদ্মবেশী যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচর ও মহাসেনের জনৈক সৈনিকের পারস্পারিক সংলাপ জানা গেল উদয়ন মহাসেনের হাতি নলাগিরিকে বশীভূত করতে গিয়ে সেই সুযোগ গান্ধর্বমতে বিবাহিতা রাজকুমারী বাসবদত্তাকে সংগে নিয়ে উজ্জয়িনী ত্যাগ করে বৎসরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। প্রবেশক ও বিষ্কম্ভকের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মূল উদ্দেশ্য এক। উভয়ের লক্ষণ হল—

> বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
> সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥
> মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সম্প্রযোজিতঃ।
> শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সঙ্কীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ॥
> তদ্বদেবানুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।

✳✳✳✳✳✳✳✳ প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্ ✳✳✳✳✳✳✳

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—পাতু বাসবদত্তায়ো মহাসেনোঽতিবীর্যবান্। বৎসরাজস্তু নাম্না সশক্তি-
যৌগন্ধরায়ণঃ ॥ ১ ॥

(পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্যে! ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য)

নটী—অয্য! ইঅমহ্‌। [আর্য! ইয়মস্মি।]

সূত্রধারঃ—আর্যে! গীয়তাং তাবৎ কিঞ্চিদ্ বস্তু। ততস্তব গীতপ্রসাদিতে রঙ্গে
বয়মপি প্রকরণমারভামহে। আর্যে! কিমিদং চিন্ত্যতে। ননু গীয়তে।

নটী—অজ্জ মএ সিবিণে ঞাদিকুলস্স অস্সত্থং বিঅ দিট্ঠং। তা ইচ্ছামি অয্যেনা
কুসলবিঞাণণিমিত্তং কঞ্চি পুরুসং পেসিদুং। [অদ্য ময়া স্বপ্নে জ্ঞাতি-
কুলস্যাস্বাস্থ্যমিব ইষ্টম্। তদিচ্ছাম্যার্যেণ কুশলবিজ্ঞাননিমিত্তং কঞ্চিৎ
পুরুষং প্রেষয়িতুম্।]

সূত্রধারঃ—বাঢ়ম্।
পুরুষং প্রেষয়িষ্যামি ব্যক্তমাত্মহিতে ক্ষমম্।

(নেপথ্যে)

সালক! সজ্জস্ত্বম্।

সূত্রধারঃ—পুরুষং প্রেষয়ত্যেষ যথা যৌগন্ধরায়ণঃ ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি যৌগন্ধরায়ণঃ সালকেন সহ।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—সালক! সজ্জস্ত্বম্।

সালকঃ—অয্য! অহ ইং [আর্য অথ কিম্।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—মহান্ খল্বধ্বা গন্তব্যঃ।

সালকঃ—মহত্তরেণ সিণেহেণ অয্য উবচিট্ঠামি। [মহত্তরেণ স্নেহেনার্যমুপতিষ্ঠে।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হন্ত যাস্যতি বলবানুর, যস্য সৌহার্দ্যম্। কুতঃ,

স্নিগ্ধেষূন্নাসজ্যং কর্ম যদ্ দুষ্করং স্যাদ্
যো বা বিজ্ঞাতা সৎকৃতানাং গুণানাম্।
ক্রীতং সামর্থ্যং যস্য তস্য ক্রমেণ
দৈবপ্রামাণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে বর্ধতে বা ॥ ৩ ॥

অথ বেণুবনাৎ ত্রিষু নাগবনং শ্বঃ প্রযাতা স্বামী প্রাগেব সম্ভবয়িতব্যঃ।

সালকঃ—অয্য। লেহো খু মং ওবজ্ঝেই, জহিং আঅওং কয্যসরীরং। [আর্য,
লেখঃ খলু মামপবহতি, যস্মিন্ আয়ত্তং কার্যশরীরম্।]

(প্রবিশ্য)

বিজয়া—অয্য ইঅহিম। [আর্য! ইয়মস্মি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে! ত্বর্যতাং লেখঃ প্রতিসরা চ।

বিজয়া—অয্য! তহ। (নিষ্ক্রান্তা।) [আর্য! তথা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অথ দৃষ্টপূর্বস্ত্বয়ৈষ পন্থাঃ।

সালকঃ—ণহি, স্দুদপুরুবো [নহি, শ্রুতপূর্বঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—এতদপি মেধাবিলক্ষণম্। ভোঃ! বনজপ্রচ্ছাদিতশরীরং নীল-
হস্তিনমুপন্যস্য প্রদ্যোতঃ স্বামিনং ছলয়িতুকাম ইতি প্রবৃত্তিরুপগতা নঃ। অপীদানীং স্বামিনো বুদ্ধ্যতিক্রমো ন স্যাত্। অহো তু খলু বত্সরাজ-ভীরুত্বং প্রদ্যোতস্য। ব্যক্তীকৃতমসামর্থ্যমক্ষৌহিণ্যাঃ। কুতঃ,

ব্যক্তং বলং বহু চ তস্য ন চৈককার্যং
সংখ্যাতবীরপুরুষং চ ন চানুরক্তম্।
ব্যাজং ততঃ সমভিনন্দতি যুদ্ধকালে
সর্বং হি সৈন্যমনুরাগমৃতে কলত্রম্ ॥ ৪ ॥

(প্রবিশ্য)

বিজয়া—লেহো খু অঅং। পডিসরা সব্ববহুজণখাদো তুৰারীঅদিত্তি ভট্টিমাদা আহ। [লেখঃ খল্বয়ম্। প্রতিসরা সর্ববধূজনহস্তাত্ ত্বর্যত ইতি ভর্তৃমাতা আহ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে! বিজ্ঞাপ্যতাং তত্রভবত্যৈ —সর্ববধূজনহস্তপ্রযুক্তা বা একা বা প্রতিসরা দীয়তামিতি।

বিজয়া—অয্য! তহ! (নিষ্ক্রান্তা।) [আর্য তথা।]

(প্রবিশ্য)

নির্মুণ্ডকঃ—সুহং অয্যস্স। [সুখমার্যস্য]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথং নির্মুণ্ডকঃ।

নির্মুণ্ডকঃ—অয্য! এসো ভট্টিপাদমূলদো ওবট্ঠিইও হংসও আঅদো। [আর্য! এষ ভর্তৃপাদমূলাদোপস্থিতিকো হংসকঃ আগতঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথং হংসক একঃ প্রাপ্ত ইতি।

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথং হংসক একঃ প্রাপ্ত ইতি। সালক! বিশ্রম্যতামিদানীং মুহূর্তম্। ত্বরিততরং বা যাস্যসি সবিশ্রমো বা।

সালকঃ—অয্য! তহ। (নিষ্ক্রান্তঃ।) [আর্য! তথা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—নির্মুণ্ডক! প্রবেশ্যতাং হংসকঃ।

নির্মুণ্ডকঃ—অয্য! তহ! (নিষ্ক্রান্তঃ।) [আর্য! তথা]

যৌগন্ধরায়ণঃ—স্বামিনাবিরহিতপূর্বো হংসক একঃ প্রাপ্ত ইতি সাবিগ্নমিব মে মনঃ। কুতঃ, যথা নরস্যাকুলবান্ধবস্য গত্বান্যদেশং গৃহমাগতস্য। তথা হি মে সম্প্রতি বুদ্ধিশংকা শ্রোষ্যামি কিন্নু প্রিয়মপ্রিয়ং বা ॥ ৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি হংসকো নির্মুণ্ডকশ্চ)

নির্মুণ্ডকঃ—এদু এদু অয্যো। [এত্বেত্বার্যঃ।]

হংসকঃ—কহিং কহিং অয্যো। [কুত্র কুত্রার্যঃ।]

নির্মুণ্ডকঃ—এসো অয্যো চিট্ঠই, উপসপ্পদু ণং। (নিষ্ক্রান্তঃ)
[এষ আর্যস্তিষ্ঠতি উপসর্পত্বেনম্।]

হংসকঃ—(উপসৃত্য) সুহং অয্যস্স। [সুখমার্যস্য।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক! ন খলু গতঃ স্বামী নাগবনম্।

হংসকঃ—অয্য! হিজ্জো এব্ব গদো ভট্টা। [আর্য! হ্য এব গতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হন্ত নিষ্ফলমনুপ্রেষণম্ ছলিতাঃ স্মঃ। অথাস্তি প্রত্যাশা, অথবা অদ্যৈব প্রাণা মোক্তব্যাঃ।

হংসকঃ—ধরদি খু দাব ভট্টা। [ধরতে খলু তাবদ্ ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ধরতে তাবদিত্যনূর্জিতা বিপত্তিরভিহিতা। গৃহীতেন স্বামিনা ভবিতব্যং ননু।

হংসক—সুট্ঠু অয্যেণ বিঞ্ঞাদং। গহিদো ভট্টা। [সুষ্ঠু আর্যেণ বিজ্ঞাতম্ গৃহীতো ভর্ত্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথং গৃহীত স্বামী। হন্ত ভোঃ। মহান্ খলু ভারঃ প্রদ্যোতস্য ভাগ্যৈর্নিস্তীর্ণঃ। অদ্য প্রভৃতি বৎসরাজসচিবানাং প্রতিষ্ঠিতমসামর্থ্যম-যশশ্চ। ইদানীমুৎপন্নকার্যপণ্ডিতো রুমণ্বান্ ক্ব গতঃ। ইদানীমশ্বারোহ-ণীয়ং ক্ব গতম্। কুতঃ,

স্নিগ্ধং চ সৌহৃদহৃতং চ কুলোদ্গতং চ।
ব্যায়ামযোগ্যপরুষং চ গুণার্জিতং চ।
ক্রীতং পরৈর্গহনদুর্গতয়া প্রনষ্টং
যুদ্ধে সমস্তমতিভারতয়া বিপন্নম্ ॥ ৬ ॥

হংসকঃ—জই সমগ্গজোহবলপরিবারো ভবে ভট্টা, ণ এসো দোসো ভবে। [যদি সমগ্রযোধবলপরিবারো ভবেদ্ ভর্তা, নৈষ দোষো ভবেত্।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথমসমগ্রযোধবলপরিবারো নাম স্বামী।

হংসকঃ—সুণাদু অয্যো। [শৃণোত্বার্য।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অধ্বশ্রান্তো ভবান্। আস্যতাম্।

হংসকঃ—অয্য তহ। (উপবিশ্য) সুণাদু অয্যো। সাবসেসপচ্চূসাএ রঅণীএ বেলাএ বালুআতিত্থেণ ণইং ণম্মদং তরিঅ বেণুবণে কলত্তং আবাসিঅ ছত্তমত্ত-পরিচ্ছদেণ গজজূহবিমদ্দজোগ্গেণ বলেণ মগ্গমদঅণীএ বীহীএ ণাঅবণং পআদো ভট্টা। [আর্য! তথা। শৃণোত্বার্যঃ। সাবশেষপ্রত্যূষায়াং রজন্যাং বাহনসুখায়াং বেলায়াং বালুকাতীর্থেন নদীং নর্মদাং তীর্ত্বা বেণুবনে কলত্রমাবাস্য ছত্রমাত্রপরিচ্ছদেন গজযূথবিমর্দযোগ্যেন বলেন মার্গমদন্যা বীথ্যা নাগবনং প্রযাতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো ইসুক্খেবমত্তোত্থিদে সুয্যে এত্তিঅমত্তানি বিঅ জোঅণাণি গচ্ছিঅ কোসমত্তেণ বিঅ মদঅংধীর পব্বদং অণাসাদিঅ তডাঅপঙ্কুক্খিত্তং অদ্ধণিম্মিদসিলাকম্মং বিঅ বিসমদংসণং দিট্ঠং ণো ণাঅজূহং। [ততো ইষুক্ষেপমাত্রোত্থিতে সূর্যে এতাবন্মাত্রাণীব যোজনানি গত্বা ক্রোশমাত্রেণেব মদগন্ধীরপর্বতমনাসাদ্য তটাকপঙ্কোৎক্ষিপ্তমর্ধনির্মিতশিলাকর্মেব বিষম-দর্শনং দৃষ্টং নো নাগযূথম্।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো ণিজ্ঝায়ন্তীসু সেণাসু সমুপ্পন্নসঙ্কাপণ্ডিদে তস্সিং জূহে ইমস্স অণত্থস্স উপ্পাদও কোচ্চি পদাদী ভট্টারং এব্ব উবট্ঠিদো। [ততো নিধ্যা-য়ন্তীষু সেনাসু সমুৎপন্নাপণ্ডিতে তস্মিন্ গজযূথে অস্যানর্থস্যোৎ-পাদকঃ কশ্চিত্ পদাতিঃ ভর্তারমেবোপস্থিতঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—তিষ্ঠ! ইতঃ কোশমাত্রে মল্লিকাসালপ্রচ্ছাদিতশরীরো নখদন্ত-বর্জমেকনীলো হস্তী ময়া দৃশ্যত ইত্যুক্তবান্ ননু।

হংসকঃ—কহং পরিণ্ণাদং খু এদং অয্যেণ। জাগত্তি খু সমুপ্পণো অঅং দোসো। [কথং পরিজ্ঞাতং খল্বেতদার্যেণ। জাগ্রতি খলু সমুত্পন্নোঽয়ং দোষঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক। জাগ্রতোঽপি বলবত্তরঃ কৃতান্তঃ। ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো সুবন্নসদপ্পদাণেন তং ণিসংসং পড়িহুজিঅ ভট্টিণা উত্তং-অত্থি এসো চক্কবট্টী হত্থী নীলকুবলঅতণু ণাম হত্থিসিক্খাএপঠিদো। তা অপ্পমত্তা হোহতুম্হে ইমস্সিং হহে। গঅং তং অহং বীণাদুদীও অণেমি

ত্তি। [ততঃ সুবর্ণশতপ্রদানেন তং নৃশংসং প্রতিপূজ্য ভর্ত্রোক্তম্-অস্ত্যেষ চক্রবর্তী হস্তী নীলকুবলয়তনুর্নাম হস্তিশিক্ষায়াং পঠিতঃ। তদ্ অপ্রমত্তা ভবত যূয়মস্মিন্ যূথে। গজং তমহং বীণাদ্বিতীয়ো আনয়ামীতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অথ কথমুপেক্ষিতস্তদানীং স্বামী রুমণ্বতা।

হংসকঃ—ণহি ণহি। পসাদিঅ ভট্টা অমচ্চেণ বিণ্ণবিদো-ণহু দে এট্‌ঠাবণাদীণং বি দিসাগআণং গহণং ণ সম্ভাবণীঅং। অবিদু দুরারক্‌খদাএ আসণ্ণ-দোসাণি বিসঅন্তরাণি। তহিং ণি ণিরভিজণো পচ্চন্তবাসী জণো। তা পদাদিমত্তাহিট্ঠিদং ইমং হহং করিঅ সব্ব এধ্ গচ্ছামো, ণ একাইণা সামিণা গন্তব্বং ত্তি। [নহি নহি প্রসাদ্য ভর্তামাত্যেন বিজ্ঞাপিত—ন খলু তে ঐরাবণাদী নামপি দিগ্গজানাং গ্রহণং ন সম্ভাবনীয়ম্। অপি তু দুরারক্ষতয়াসন্নদোষাণি বিষয়ান্তরাণি। তত্র নির্লজ্জো নিরভিজনঃ প্রত্য-ন্তবাসী জনঃ। তত্ পদাতিমাত্রাধিষ্ঠিতমিদং যূথং কৃত্বা সর্ব এব গচ্ছামঃ, নৈকাকিনা স্বামিনা গন্তব্যমিতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অপি মহাজনসমক্ষমেব মুক্তঃ রুমণ্বতা। এবপ্যবক্তব্যাং স্বামিভক্তিমিচ্ছামি। ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো অত্তজীবিদণিদ্দিট্‌ঠেন সবহেণ নিবারিঅ অমচ্চং নীলবলাহআদো হত্থিণো ওদরিঅ সুন্দরপাডলং তলং ণাম অস্সং আলুহিঅ অণদ্ধাগএ সুয্যে বিংসদিমত্তেহি পদাদিহি সহ পথাদো ভট্টা। [তত আত্মজীবিত-নির্দিষ্টেন নিবার্যামাত্যং নীলবলাহকাদ্ হস্তিনোঽবতীর্থ সুন্দরপাটলং নামাশ্বমারুহ্যানর্ধাগতে সূর্যে বিংশতিমাত্রৈঃ পদাতিভিঃ সহ প্রয়াতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ায়। হা ধিক্, স্নেহাত্ পূর্ববৃত্তান্তো ন বেক্ষিতঃ। ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো দিউণং বিঅ অদ্ধাণং গচ্ছিঅ সাললুক্‌খচ্ছাআএ সবণ্ণাণট্ঠনীলদাএ পরুব্ভাসদেহি অসরীরবিণিক্‌খিত্তেহি বিঅ দন্তজত্তালহি সুইদো ধনু-সদমত্তেণ বিঅ দিট্‌ঠো সো দিব্ববারণপডিচ্ছন্দো। [ততো দ্বিগুণ-মিবাধ্বানং গত্বা সালবৃক্ষচ্ছায়ায়াং সাবর্ণ্যনষ্টনীলতয়া প্রোদ্ভাসিতাভ্যাম-শরীরবিনিক্ষিপ্তাভ্যামিব দন্তযুগলাভ্যাং সূচিতো ধনুঃশতমাত্রেণেব দৃষ্টঃ স দিব্যবারণপ্রতিচ্ছন্দঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক! অস্মত্পরিতাপ ইত্যুচ্যতাম্। ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো ভট্টিণা ওদরিঅ অস্সদো আঅমিঅ দেবদাণং পণামং করিঅ গহীদা বীণা। তদো পিট্‌ঠদো এক্কাকিদণিচ্চও বিঅ মহন্তো কণ্ঠীরবো সমুপ্পণ্ণো। [ততো ভর্ত্রাবতীর্যাশ্বাদাগম্য দেবতানাং প্রণামং কৃত্বা গৃহীতা বীণা। ততঃ পৃষ্ঠত এককৃতনিশ্চয় ইব মহান্ কণ্ঠীরবঃ সমুত্পন্ন।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কণ্ঠীরব ইতি। ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো কণ্ঠীরব পরিঞ্ঞাণণিমিত্তং পরিবুত্তা অ বঅং। মহামত্তোত্তরাউহী-আহিট্‌ঠিদো পচ্চুগ্গদো সো কিদঅহত্থী [ততঃ কণ্ঠীরবপরিজ্ঞান-নিমিত্তং পরিবৃত্তাশ্চ বয়ম্। মহামাত্রোত্তরাযুধীয়াধিষ্ঠিতঃ প্রত্যুদ্গতঃ স কৃতকহস্তী।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো ণামগোত্তগ্গহণেণ সমস্সাসিঅ কুলবুত্তজণং সব্বহা পজ্জোদপ্পওও এসো, অণুগচ্ছহ মং অহং দাণিং পরস্স উবণ্ণাসং বিসমারম্ভং পরক্কমেণ সমীকরোমি ত্তি ভণিঅ ভট্টা পবিট্ঠো এব্ব তং পরবলং। [ততো নামগোত্র-

গ্রহণেন সমাশ্বাস্য কুলপুত্রজনং সর্বথা প্রদ্যোতপ্রয়োগ এষঃ, অনুগচ্ছত মাম্, অহমিদানীং বিষমারম্ভং পরস্যোপন্যাসং পরাক্রমেণ সমীকরোমীতি ভণিত্বা ভর্তা প্রবিষ্ট এব তত্ পরবলম্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—প্রবিষ্ট ইতি। অথবা ননু স্থানে,

ব্রীলিতো বঞ্চনাং প্রাপ্য মানী সত্ত্বমুপাশ্রিতঃ।
শূরৈশ্বৈকায়নস্থশ্চ কিমন্যত্ প্রতিপদ্যতে ॥৭॥

ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো কালীঅমাণো বিঅ অত্তচ্ছন্দাণুবত্তিণা সুন্দরপাডলেণ অস্সেণ অত্তাভিপ্পাআদো বি অহিঅং পহরন্তো অদিবহুকদাএ পরবলস্স অদিপ্পউজ্জমাণবাআমো বিসণ্ণট্ঠসব্বপরিজণো মএ এক্কাইণা, ণহি ণহি ভট্টিণা এব্ব রক্খিঅমাণো অণুবদ্ধদিবসজুদ্ধপরিস্সন্তো বহুপ্পহারণিপাডিঅতুরও তস্মিঅমাণসুয্যদারুণাএ বেলাএ মোহং গদো ভট্টা। [ততঃ ক্রীড়ান্নিবাত্মচ্ছন্দানুবর্তিনা সুন্দরপাটলেনাশ্বেনাত্মাভিপ্রায়াদপ্যধিকং প্রহরন্ অতিবহুকতয়া পরবলস্যাতিপ্রযুজ্যমানব্যায়ামো বিষণ্ণনষ্টসর্বপরিজনো ময়ৈকাকিনা, নহি নহি, ভর্ত্রৈব রক্ষ্যমাণোঽনুবদ্ধদিবসযুদ্ধপরিশ্রান্তো বহুপ্রহারনিপাতিততুরগস্তাম্যৎসূর্যদারুণায়াং বেলায়াং মোহং গতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথং মোহমুপগতঃ স্বামী। ততস্ততঃ।

হংসক—তদো জহাসত্তি সণ্ণিহিদগহণুপ্পাডিদাহি অবিণ্ণাঅমাণজাদীহি কক্কসাহি লদাহি পাকিদো বিঅ সরীরঅন্তণাদো পহরিসিদো ভট্টা। [ততো যথাশক্তি সন্নিহিতগহনোৎপাটিতাভিরবিজ্ঞায়মানজাতিভিঃ কর্কশাভির্লতাভিঃ প্রাকৃত ইব শরীরযন্ত্রণাৎ প্রধর্ষিতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথং প্রধর্ষিতঃ স্বামী।

পীনাংসস্য বিকৃষ্ট পর্বমহতো নাগেন্দ্রহস্তাকৃতে-
শ্চাপাস্ফালিকরস্য দূরভরণাদ্ বাণাধিকারে পিণঃ।
বিপ্রাভ্যর্চয়িতুঃ শ্রমেষু সুহৃদাং সৎকর্তুরালিংগনৈ-
র্ন্যস্তং তস্য ভুজদ্বয়স্য বলয়স্থানান্তরে বন্ধনম্ ॥ ৮ ॥

অথ কস্যাং বেলায়াং প্রত্যাগতপ্রাণঃ স্বামী?

হংসকঃ—অয্য! অবসিদাবলেবেসু পাবেসু। [আর্য! অবসিতাবলেপেষু পাপেষু।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—দিষ্ট্যা শরীরং ধর্ষিতং, ন তেজঃ। ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো পচ্চাঅদপ্পাণং দাণি ভট্টারং পেক্খিঅ অণেণ মম ভাদা হদো অণেণ মম সুদো মম বঅস্সো ত্তি অঞ্ঞেহা ভট্টিণো পরক্কমং বণ্ণঅন্তা সব্বদো অভিদ্দুদা দে পাবা। [ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণমিদানীং ভর্তার প্রেক্ষ্যানেন মম ভ্রাতা হতোঽনেন মম পিতানেন মম সুতো মম বয়স্য ইতি অন্যথা ভর্তুঃ পরাক্রমং বর্ণয়ন্তঃ সর্বতোঽভিদ্রুতাস্তে পাপাঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।

হংসকঃ—অণ্ণং চ দাণি অচ্চরিঅং। অঞ্ঞোঞ্ঞাণুণত্রণ তহিং এক্কো বব্বাসদো অকয্যং কত্তুং। সো দক্খিণাহিমুহং পরিবত্তিঅ ভট্টারং সমরবাআমসংখোহিদাণি ণিরুবআরং সংখিবিঅ কেসাণি পীড়িঅ করেণ করবালং পহারবেগং উপ্পাদইদুকামো আধাবন্তো—[অন্যচ্চেদানীমাশ্চর্যম্।

অন্যোন্যানুনয়েন তত্রৈকো ব্যবসিতোঽকার্যং কর্তুম্। স দক্ষিণাভিমুখং পরিবর্ত্য ভর্তারং সমরব্যায়ামসংক্ষোভিতান্ নিরুপচারং সংক্ষিপ্য কেশান্ পীড়য়িত্বা করেণ করবালং প্রহারবেগমুৎপাদয়িতুকাম আধাবন্—]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক! বৃত্তান্তং তাবদাধারয়, যাবদহমুচ্ছ্বসামি।

হংসকঃ— তদো লুহিলপডলপিচ্ছিলাএ ভূমীএ সো ণিসংসও। সএণ বেএণ ওঘট্টিদচলণো পডিহদারম্ভো হদো পডিদো। [ততো রুধিরপটলপিচ্ছিলায়াং ভূমৌ স নৃশংসঃ স্বেন বেগেনাবঘট্টিতচরণঃ প্রতিহতারম্ভো হতঃ পতিতঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—পতিতঃ পাপ এষঃ। ভোঃ!

পরচক্রৈরনাক্রান্তা ধর্মসংকরবর্জিতা।
ভূমির্ভর্তারমাপন্নং রক্ষিতা পরিরক্ষতি ॥ ৯ ॥

হংসকঃ—তদো ভট্টিনা পঢ়মং কুন্তপ্পহারজণিদমোহো সালঙ্কাঅণো ণাম পজ্জোদস্স অমচ্চো 'মা খু মা খু সাহসং' ত্তি ভণিঅ তং দেসং উবট্ঠিদো। [ততো ভর্ত্রা প্রথমং কুন্তপ্রহারজনিতমোহঃ শালঙ্কায়নো নাম প্রদ্যোতস্যামাত্যো 'মা খলু মা খলু সাহসমিতি ভণিত্বা তং দেশমুপস্থিতঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।

হংসকঃ—তদো তক্কালদুল্লহং পণামং করিঅ সরীরঅন্তণাদো তেণ মোইদো ভট্টা। [ততস্তৎকালদুর্লভং প্রণামং কৃত্বা শরীরযন্ত্রাৎ তেন মোচিতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিমুক্তঃ স্বামী। সাধু ভোঃ শালঙ্কায়ন! সাধু। অবস্থা খলু নাম শত্রুমপি সুহৃত্ত্বে কল্পয়তি। হংসক! ব্যসনাৎ কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতমিব মে মনঃ। অথ কিং প্রতিপন্নং তেন সাধুনা।

হংসকঃ—তদো তেন অয্যেণ অণেঅং সোবআরং সান্তবঅণং ভণিঅ গাঢ়বহুপ্পহারদাএ অসমত্থো বাহণাসণত্তি খন্ধসঅণং আরোবিঅ উজ্জইণিং এব্ব নীদো ভট্টা। [ততস্তেনার্যেণানেকং সোপচারং শান্তিবচনং ভণিত্বা গাঢ়বহুপ্রহারতয়াসমর্থো বাহনাসন ইতি স্কন্ধশয়নমারোপ্যোজ্জয়িনীমেব নীতো ভর্তা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—নীতঃ স্বামী। এষ সোঽনর্থঃ,

এতৎ তন্ন্যংগমস্মাকমেষ সোঽতিমনোরথঃ।
প্রদ্যোতস্য মনস্বিত্বাৎ স্বামী দুঃখেষু বর্ততে ॥ ১০ ॥

অথ,

কথমগণিতপূর্বং দ্রক্ষ্যতে তং নরেন্দ্রঃ
কথমপুরুষবাক্যং শ্রোষ্যতে সিদ্ধবাক্যঃ।
কথমবিষয়বন্ধ্যং ধারয়িষ্যত্যমর্ষং
প্রণিপততি নিরুদ্ধঃ সৎকৃতো ধর্ষিতো বা ॥ ১১ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রতীহারী—অয্য! ইমা পডিসরা। [আর্য! এষা প্রতিসরা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—

এতানি তান্যপতিতানি কালে ভাগ্যক্ষয়ান্নিষ্ফলমুদ্যতানি।
তুরঙ্গমস্যেব রণে নিবৃত্তে নীরাজনাকৌতুকমঙ্গলানি ॥ ১২ ॥

প্রতিহারী—অয্য! ইমা পডিসরা। [আর্য! এষা প্রতিসরা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে! স্থাপ্যতাম্।

প্রতীহারী—কিং ত্তি ভট্টিমাদরং ণিবেদেমি। [কিমিতি ভর্তৃমাতরং নিবেদয়ামি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে! এবমেতৎ।
প্রতীহারী—কিং এদং। [কিমেতৎ।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—ইদম্।
প্রতীহারী—ভণাদু ভণাদু অয্যো ভণাদু। [ভণতু ভণত্বার্যো ভণতু।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—অথবা নৈতচ্ছক্যং পরিহর্তুম্। নিবেদয়িষ্যাম্যত্রভবত্যৈ। বিজয়ে! স্থিরীক্রিয়তামাত্মা। (কর্ণে) এবমিব।
প্রতীহারী—হা।
যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়া খল্বসি।
প্রতীহারী—এসা গচ্ছামি মন্দভাগা। [এষা গচ্ছামি মন্দভাগা।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে! ন খলু ত্বয়াত্রভবত্যৈ গৃহীতঃ স্বামীতি সহসা নিবেদয়িতব্যম্। স্নেহদুর্বলং মাতৃহৃদয়ং রক্ষ্যম্।
প্রতীহারী—কহং দাণি নিবেদেমি। [কথমিদানীং নিবেদয়ামি।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—শৃণু।

পূর্বং তাবদ্ যুদ্ধসম্বদ্ধদোষাঃ প্রস্তোতব্যা ভাবনাঃ সংশয়ানাম্।
সন্দিগ্ধেঽর্থে চিন্ত্যমানে বিনাশে রূঢ়ে শোকে কার্যতত্ত্বং নিবেদ্যম্ ॥১৩॥

প্রতীহারী—ঘত্তিস্সং। [গ্রহীষ্যামি।] (নিষ্ক্রান্তা।)
যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক! ত্বমিদানীং স্বামিনা কিং ন গতঃ।
হংসকঃ—অয্য! ববসিদো খু অহং অত্তাণং অণুগ্‌গহিদুং সালঙ্কাঅণেণ ণিউত্তো—গচ্ছ ইমং বুত্তন্তং কোসম্বীএ ণিবেদেহি ত্তি। [আর্য! ব্যবসিতঃ খল্বহমাত্মানমনুগ্রহীতুং সালংকায়নেন নিযুক্তঃ—গচ্ছেমং বৃত্তান্তং কৌশাম্ব্যাং নিবেদয়েতি।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—কিন্নু খল্বিদানীং নিরাশমনুসারং কর্তুকামঃ, উতাহো স্নিগ্ধপুরুষসন্নিকর্ষং পরিহরতি।
হংসকঃ—অহ ইং। [অথ কিম্।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—স স্বকং বিস্ময়াদাত্মানমাবিষ্করোতি, উত সর্বারম্ভসিদ্ধৌ রমণীয়ং ভবতি। তথ মামন্তরেণ স্বামী ন কিঞ্চিদাহ।
হংসকঃ—অয্য! অত্থি, পদক্খিণীকরঅন্তো ভট্টারং অন্তজ্জলাবগাঢাএ দিট্‌ঠীএ বহুকং সন্দট্‌ঠুকামেণ বিঅ মৃহি ভট্টিণা উত্তো—গচ্ছ জোঅন্ধ (ইত্যর্ধোক্তে তিষ্ঠতি।) [আর্য! অস্তি, প্রদক্ষিণীকুর্বন্ ভর্তারমন্তর্জলাবগাঢ়য়া দৃষ্ট্যা বহুকং সন্দেষ্টুকামেনেবাস্মি ভর্ত্রোক্তঃ—গচ্ছ যৌগন্ধ—]
যৌগন্ধরায়ণঃ— স্বৈরমভিধীয়তাং, স্বামিবাক্যমেতৎ।
হংসকঃ—জোঅন্ধরাঅণং পেক্‌খেহি ত্তি। [যৌগন্ধরায়ণং প্রেক্ষস্বেতি।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—মা তাবৎ। সর্বসচিবমণ্ডলমতিক্রম্যৈকো যৌগন্ধরায়ণো দ্রষ্টব্য ইত্যাহ।
হংসক—অহ ইং। [অথ কিম্।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—তেন হি অনর্হপ্রতিক্রিয়মনির্বর্ত্যভর্তৃপিণ্ডমনুপকৃতরাজসৎকারং যদি খলু মাং দ্রষ্টব্যং মন্যতে স্বামী।
হংসকঃ—বাঢং। [বাঢ়ম্।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—পুরুষান্তরিতং মাং দ্রক্ষ্যতি স্বামী,

রিপুনৃপনগরে বা বন্ধনে বা বনে বা
সমুপগতবিনাশঃ প্রেত্য বা তুল্যনিষ্ঠম্।

জিতমিতি কৃতবুদ্ধিং বঞ্চয়িত্বা নৃপং তং
পুনরধিগতরাজ্যং পার্শ্বতঃ শ্লাঘনীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে)

হা হা ভট্টা ! [হা হা ভর্তঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—

এষ শোকপ্রতীকারো যথাশক্তি নিবেদ্যতে।
এতৎ স্ত্রীভিরসামর্থ্যং মন্ত্রিণামনুবর্ণ্যতে ॥ ১৫ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রতীহারী—অয্য ! ভট্টিমাদা। [আর্য ! ভর্তৃমাতা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কিং কিম্।

প্রতীহারী—আহ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—কিমিতি।

প্রতীহারী—এবং বিহস্স সুহিজ্জণেণ পরিগহীদস্স বচ্ছরাঅস্স অঅং বুত্তন্তো। কিং সক্কং কত্তুং অন্তরেণ বিহাণং। তা সম্মাণিঅ সুহিজ্জণং সমত্থিঅদু। জো খু দাণি সংকটেসু বা ণ বিসীদদি, বিসমগদো বা ণ পয্যবচিট্ঠদি, বঞ্চিদো বা ণ নিব্বেদং গচ্ছদি, পডিঘাদেসু বা পাণা ণ সমুজ্ঝদি, সো খু বুদ্ধিমন্তো পুচ্ছিজ্জই পঢ়মং এব্ব মে বচ্ছস্স বঅস্সো পচ্চা অমচ্চো আণেদু মে পুত্তঅং পুত্তও ত্তি। [এবংবিধস্য সুহৃজ্জনেন পরিগৃহীতস্য বৎসরাজস্যায়ং বৃত্তান্তঃ। কিং শক্যং কর্তুমন্তরেণ বিধানম্। তৎ সাম্মান্য সুহৃজ্জনং সমর্থ্যতাম্। যঃ খল্বিদানীং সংকটেষু বা ন বিষীদতি, বিষমগতো বা ন পর্যবতিষ্ঠতে, বঞ্চিতো বা ন নির্বেদং গচ্ছতি, প্রতিঘাতেষু বা প্রাণান্ ন সমুজ্ঝতি, স খলু বুদ্ধিমান্ প্রথমমেব মে বৎস্যা বয়স্যঃ পশ্চাদমাত্য আনয়তু মে পুত্রকং পুত্রক ইতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অহো তু খল্বত্রভবত্যা রাজবংশাশ্রিতং ধীরবাক্যমভিহিতম্। অত্রভবত্যাঃ সম্ভাবনাং পূজয়ামি। বিজয়ে ! আপস্তাবৎ।

প্রতীহারী—অয্য ! তহ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ইমা আবো। [আর্য ! তথা। ইমা আপঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—আনয়। (আচম্য) বিজয়ে ! কিমাহ তত্রভবতী।

প্রতীহারী—আণেদু মে পুত্তঅং পুত্তও ত্তি। [আনয়তু মে পুত্রকং পুত্রক ইতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক ! কিমাহ স্বামী৲

হংসকঃ—জোঅন্ধরায়ণং পেক্খেহি ত্তি। [যৌগন্ধরায়ণং প্রেক্ষস্বেতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে !

যদি শত্রুবলগ্রস্তো রাহুণা চন্দ্রমা ইব।
মোচয়ামি ন রাজানং নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥ ১৬ ॥

প্রতীহারী—অয্য ! তহ। (নিষ্ক্রান্তা।) [আর্য ! তথা।]

(প্রবিশ্য)

নির্মুণ্ডকঃ—অয্য! অচ্ছরিঅং ণিব্বুত্তং। ভট্টিণো সন্তিণিমিত্তং উবট্টিঅভোঅণং বম্হণজণং পেক্খিঅ কেণ বি কিল উম্মত্তবেসাধারিণা বহ্মণেণ উচ্চ হসিঅ উত্তং—সেরং সেরং অণ্হন্তু ভবন্তো, অব্ভুদঅং খু ইমস্স রাঅ-উলস্স ভবিস্সদি ত্তি। তদো বঅণসমআলং এব্ব অদংসণং গদো। [আর্য ! আশ্চর্যং নির্বৃত্তম্। ভর্তুঃ শান্তিনিমিত্তমুপস্থিতভোজনং ব্রাহ্মণজনং

প্রেক্ষ্য কেনাপি কিলোন্মত্তবেষধারিণা ব্রাহ্মণেনোচ্চৈঃ হসিত্বোক্তং—স্বৈরং স্বৈরমশ্নন্তু ভবন্তঃ, অভ্যুদয়ঃ খল্বস্য রাজকুলস্য ভবিষ্যতীতি। ততো বচনসমকালমেবাদর্শনং গতঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অপি সত্যম্।

(ততঃ প্রবিশতি ব্রাহ্মণঃ।)

ব্রাহ্মণঃ—ইমেঽত্রভবতা পরিগৃহীতা আত্মপ্রয়োজনোৎসৃষ্টাঃ পরিচ্ছদবিশেষাঃ। এভিঃ প্রচ্ছাদিতশরীরো ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ প্রাপ্তঃ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—এবং, দ্বৈপায়নঃ প্রাপ্তঃ।

ব্রাহ্মণঃ—বাঢ়ম্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—তেন হি পশ্যামস্তাবৎ।

ব্রাহ্মণঃ—পশ্যতু ভবান্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথমন্যদ্ রূপমিব মে সংবৃত্তম্। হন্ত ভোঃ! গতোঽস্মি স্বামিসন্নিকর্ষমেব। ইদানীং মমোপদেশার্থমিবোৎসৃষ্টঃ।

উন্মত্তসদৃশো বেষো ধারিতস্তেন সাধুনা।
মোচয়িষ্যতি রাজানং মাং চ প্রচ্ছাদয়িষ্যতি ॥ ১৭ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রতীহারী—অয্য! ভট্টিমাদা আহ—ইচ্ছামি পুত্তঅং পেক্খিদুং ত্তি। [আর্য! ভর্তৃমাতাহ—ইচ্ছামি মে পুত্রকং প্রেক্ষিতুমিতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অয়ময়মাগচ্ছামি। আর্য! শান্তিগৃহে মাং প্রতীক্ষস্ব।

ব্রাহ্মণঃ—বাঢ়ম্। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—হংসক! বিশ্রম্যতামিদানীম্।

হংসকঃ—অয্য! তহ। (নিষ্ক্রান্তঃ।) [আর্য! তথা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বিজয়ে! গচ্ছাগ্রতঃ।

প্রতীহারী—অয্য! তহ। [আর্য! তথা।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভোঃ!

কাষ্ঠাদগ্নির্জায়তে মথ্যমানাদ্
ভূমিস্তোয়ং খন্যমানা দদাতি।
সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং
মার্গারব্ধাঃ সর্বযত্নাঃ ফলন্তি ॥ ১৮ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ।)

প্রথমোঽঙ্কঃ।

অথ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ঃ।)

কাঞ্চুকীয়ঃ—আভীরক! আভীরক! গচ্ছ মহাসেনবচনাৎ প্রতীহাররক্ষকং ব্রূহি—এষ কাশিরাজোপাধ্যায় আর্যজৈবন্তিরদ্য দৌত্যেন প্রাপ্তঃ। অস্য সামান্য-দূতসৎকারং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা সুখমিব নিবেশ্যতাম্। যথা নামাহন্যহনি গোত্রানুকুলেভ্যো রাজকুলেভ্যঃ কন্যাপ্রদানং প্রতি দূতসম্প্রেষণা বর্ততে। ন খলু মহাসেনঃ কঞ্চিদপি প্রত্যাচষ্টে, ন চাপ্যনুগৃহ্নীতে কিন্নু খল্বিদম্।

অথবা দৈবমত্র কন্যাপ্রদানেঽধিকৃতম্। কুতঃ,

ব্যক্তং ন তাবৎ সমুপৈতি তস্য দূতো বধূত্বে বিহিতা হি যস্য।
ততো নরেন্দ্রষু গুণান্ নরেন্দ্রো ন বেত্তি জানন্নপি তৎপ্রতীক্ষঃ ॥১॥

অয়ে সংলীয়মানান্তঃপুরচরঃ সনাথীভবত্যয়ং দেশঃ। অয়ে অয়ং মহাসেনঃ য এষঃ,

দূর্বাঙ্কুরস্তিমিতনীলমণিপ্ররোহৈঃ
পীতাঙ্গদৈঃ পরিগতৈঃ পরিণীবিতাংসঃ।
অস্মাদ্ ধনাৎ কনকতালবনৈকদেশা-
ন্নির্ধাবিতঃ শরবণাদিব কার্তিকেয়ঃ ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ।)

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি রাজা সপরিবারঃ।)

রাজা—

মম হয়খুরভিন্নং মার্গরেণুং নরেন্দ্রা
মুকুটতটবিলগ্নং ভৃত্যভূতা বহন্তি।
ন চ মম পরিতোষো যন্ন মাং বৎসরাজঃ
প্রণমতি গুণশালী কুঞ্জরজ্ঞানদৃপ্তঃ ॥ ৩ ॥

বাদরায়ণ!

(প্রবিশ্য) কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহাসেনঃ।

রাজা—নিবেশিতো জৈবন্তিঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—নিবেশিতোঽনুরূপতশ্চ সংকৃতঃ।

রাজা—ন্যায্যং কৃতং রাজবংশ্যগুণাভিলাষিণা। সমাগতানাং যুক্তঃ পূজয়া প্রতিগ্রহঃ। অথ সর্বোঽপি কন্যাপ্রদানং প্রতি পৃষ্টশ্চেৎ পরচ্ছন্দেন তিষ্ঠতি। (কাঞ্চুকীয়মবলোক্য) বাদরায়ণ! বক্তুকামমিব ত্বাং লক্ষয়ে।

কাঞ্চুকীয়ঃ—ন খলু কিঞ্চিৎ। কন্যাপ্রদানং প্রতি সমুৎপন্নোঽভিমর্শঃ।

রাজাঃ—অলমলং পরিহৃত্য। সর্বসাধারণো হ্যেষ বিধিঃ। অভিধীয়তাম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—মহাসেন! এষা মে বিবক্ষা—এবং নামাহন্যাহনি গোত্রানুকুলেভ্যো রাজকুলেভ্যঃ কন্যাপ্রদানং প্রতি দূতসম্প্রেষণা বর্ততে। ন চ মহাসেনঃ কঞ্চিদপি প্রত্যাচষ্টে, ন চাপ্যনুগৃহ্ণীতে। কিন্নু খল্বিদমিতি।

রাজা—বাদরায়ণ! এবমেতৎ। অতিলোভাদ্ বরগুণানামতিস্নেহাচ্চ বাসবদত্তায়াং ন শক্নোমি নিশ্চয়ং গন্তুম্।

কুলং তাবচ্ছ্লাঘ্যং প্রথমমভিকাঙ্ক্ষে হি মনসা
ততঃ সানুক্রোশং মৃদুরপি গুণো হ্যেষ বলবান্।
ততো রূপে কান্তিং ন খলু গুণতঃ স্ত্রীজনভয়াৎ
ততো বীর্যোদগ্রং ন হি ন পরিপাল্যা যুবতয়ঃ ॥ ৪ ॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—মহাসেনং বর্জয়িত্বা ন হীদানীমেতে গুণাঃ ক্বচিদেকস্থা দৃশ্যন্তে।

রাজা—অতঃ খলু চিন্ত্যতে।

কন্যায়া বরসম্পত্তিঃ পিতুঃ (প্রায়ঃ) প্রযত্নতঃ।
ভাগ্যেষু শেষমায়ত্তং দৃষ্টপূর্বং ন চান্যথা ॥ ৫ ॥

দুহিতুঃ প্রদানকালে দুঃখশীলা হি মাতরঃ। তস্মাদ্ দেবী তাবদাহূয়তাম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাজা—ভোঃ। কাশিরাজদূতসম্প্রেষণেন বৎসরাজ-গ্রহণার্থং গতং শালংকায়নং প্রতি গতা মে বুদ্ধিঃ। কিন্তু খল্বদ্যাপি বৃত্তান্তং ন প্রেষয়তি স ব্রাহ্মণঃ।

কামং যা তস্য সা লীলা তত্রৈবানুগতং মনঃ।
যে ত্বস্য সচিবাঃ সর্বে যত্নমাস্থায় তে স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি দেবী সপরিবারা।)

দেবী—জেদু মহাসেণো। [জয়তু মহাসেনঃ।]

রাজা—আস্যতাম্।

দেবী—জং মহাসেণো আণবেদি। (উপবিশতি।) [যন্মহাসেন আজ্ঞাপয়তি।]

রাজা—বাসবদত্তা ক্ব।

দেবী—উত্তরাএ বেদালিআএ সআসে বীণং সিক্খিদুং ণারদীঅং গআ আসী। [উত্তরায়া বৈতালিক্যাঃ সকাশে বীণাং শিক্ষিতুং নারদীয়াং গতাসীৎ।]

রাজা—কথমুৎপন্নোঽস্যা গান্ধর্বেঽভিলাষঃ।

দেবী—কেণ বি কিল উদ্ঘাদেণ কঞ্চণমালং বীণাজোগ্গং করঅন্তিং পেক্খিঅ সিক্খিদুকামা আসী। [কেনাপি কিলোদ্ঘাতেন কাঞ্চনমালাং বীণাযোগ্যাং কুর্বতীং প্রেক্ষ্য শিক্ষিতুকামাসীৎ।]

রাজা—সদৃশং বাল্যস্য।

দেবী—মহাসেণং বি কিং বি বিণ্ণবিদুকামম্হি। [মহাসেনমপি কিমপি বিজ্ঞাপয়িতুকামাস্মি।]

রাজা—কিমিতি।

দেবী—আঅয্যং ইচ্ছামি ত্তি। [আচার্যমিচ্ছামীতি।]

রাজা—উপস্থিতবিবাহকালায়াঃ কিমিদানীমাচার্যেণ। পতিরেবৈনাং শিক্ষয়িষ্যতি।

দেবী—হং এসো দাণি মে দারিআএ কালো। [হম্ এষ ইদানীং মে দারিকায়াঃ কালঃ।]

রাজা—ভোঃ। নিত্যং প্রদীয়তামিত্যস্মানুপরুধ্য কিমিদানীং সন্তপ্যসে।

দেবী—অভিপ্পেদং মে পদাণং। বিওও মং সন্তাবেদি। অহ কস্স উণ দিণ্ণা। [অভিপ্রেতং মে প্রদানম্। বিয়োগো মাং সন্তাপয়তি। অথ কস্মৈ পুনর্দত্তা।]

রাজা—ন তাবন্নিশ্চয়ো গম্যতে।

দেবী—ইদানিং পি ণ দাব। [ইদানীমপি ন তাবৎ।]

রাজা—

অদত্তেত্যাগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ ॥ ৭ ॥

সর্বথা শ্বশুরপরিচরণসমর্থে বয়সি বর্ততে বাসবদত্তা। এষ চাপরঃ কাশি-রাজোপাধ্যায় আর্যজৈবন্তিরদ্য দৌত্যেন প্রাপ্তো বিলোভয়তি মাং চারিত্রেণ। (আত্মগতম্) ন কিঞ্চিদাহ। অশ্রুপূর্বা ব্যাকুলা কথং নিশ্চয়ং গমিষ্যতি। ভবতু নিবেদয়াম্যস্যৈ (প্রকাশম্) শ্রূয়ন্তেঽসম্বন্ধপ্রয়োজনায়াগতা রাজানঃ।

দেবী—কিং দাণি বিত্থরেণ। জহিং দইঅ ণ সন্তপ্পামো, তহিং দীঅদু। [কিমিদানীং বিস্তারেণ। যত্র দত্ত্বা ন সন্তপ্যামহে, তত্র দীয়তাম্।]

রাজা—অহো মহান্ খলু লীলাভিহিতো দুঃখবিস্তর ইদানীং পশ্চাদুপালম্ভনং শ্রোতুম। তস্মাদ্ দেবী তাবন্নিশ্চয়ং গচ্ছতু। শ্রূয়তাম্,

অস্মৎসম্বন্ধো মাগধঃ কাশিরাজো
বাঙ্গঃ সৌরাষ্ট্রো মৈথিলঃ শূরসেনঃ।

এতে নানার্থৈর্লোভয়ন্তে গুণৈর্মাং
কস্তে বৈতেষাং পাত্রতাং যাতি রাজা ॥ ৮ ॥

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—বৎসরাজঃ।
রাজা—কিং বৎসরাজঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহাসেনঃ। প্রিয়বচননিবেদনত্বরয়া ক্রমবিশেষো নাবেক্ষিতঃ।
রাজা—প্রিয়বচনমিতি।
দেবী—(উত্থায়) জেদু মহাসেণো। [জয়তু মহাসেনঃ।]
রাজা—(সহর্ষম্) প্রিয়বচনপরিহার্যা হি দেবী। আস্যতাম্।
দেবী—জং মহাসেণো আণবেদি। (উপবিশতি।) [যদ্ মহাসেন আজ্ঞাপয়তি।]
রাজা—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ, স্বৈরমভিধীয়তাম্।
কাঞ্চুকীয়ঃ—(উত্থায়) তত্রভবতামাত্যেন শালঙ্কায়নেন গৃহীতো বৎসরাজঃ।
রাজা—উদয়নঃ।
কাঞ্চুকীয়—অথ কিম্।
রাজা—শতানীকস্য পুত্রঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—দৃঢ়ম্।
রাজা—সহস্রানীকস্য নপ্তা।
কাঞ্চুকীয়ঃ—স এব।
রাজা—কৌশাম্বীশঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—সুব্যক্তম্।
রাজা—গান্ধর্ববিত্তকঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—এবং ব্রুবন্তি।
রাজা—বৎসরাজো ননু।
কাঞ্চুকীয়ঃ—অথ কিং, বৎসরাজঃ।
রাজা—অথ কিমুপরতো যৌগন্ধরায়ণঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—ন খলু কৌশাম্ব্যাং কিল।
রাজা—যদ্যেবং, ন গৃহীতো বৎসরাজঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—শ্রদ্দধত্তাং মহাসেনঃ।

রাজা—

ন শ্রদ্দধাম্যুদয়নগ্রহণং ত্বয়োক্তং
ব্যাবর্তনং করতলৈরিব মন্দরস্য।
যস্যাহবেষু রিপবঃ কথয়ন্তি শৌর্যং
যৌগন্ধরায়ণমতানি চ ন স্বরন্তি ॥ ৯ ॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—প্রসীদতু মহাসেনঃ। বৃদ্ধোঽস্মি ব্রাহ্মণঃ খল্বহম্। ন মহাসেন-সমীপেঽনৃতমভিহিতপূর্বম্।

রাজা—আ অস্ত্যেতৎ। অথ কঃ প্রিয়দূতঃ শালঙ্কায়নেন প্রেষিতঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—ন পুরুষঃ। জবাতিশয়যুক্তেন খররথেন বৎসরাজমগ্রতঃ স্বয়মেবামাত্যঃ প্রাপ্তঃ।

রাজা—এবং প্রাপ্তঃ। হন্ত ভোঃ! অদ্য বিমুক্তসন্নাহা সুখং বিশ্রাম্যত্বক্ষৌহিণী। অদ্যপ্রভৃতি প্রচ্ছন্নকৃতদূতসম্প্রেষণা অশঙ্কিতাঃ স্থাস্যন্তি রাজানঃ। এষ

সমাসঃ—অদ্যাস্মি মহাসেনঃ।
দেবী—কিং অমচ্চেণ আণীদো। [কিমমাত্যেনানীতঃ।]
রাজা—অথ কিম্।
দেবী—এদাণ্ণিমিত্তং কস্স বি ণ দিস্সামো বাসবদত্তং। [এতন্নিমিত্তং কস্মা অপি ন দিৎসামো বাসবদত্তাম্।]
রাজা—যদ্দধাবর্জিতশত্রুঃ খল্বেষ মম। বাদরায়ণ! শালঙ্কায়নঃ ক্ব।
কাঞ্চুকীয়ঃ—আহিতো ভদ্রদ্বারে।
রাজা—গচ্ছ। ভরতরোহকং ব্রূহি—কুমারবিধিবিশিষ্টেন সৎকারেণ বৎসরাজমগ্রতঃ কৃত্বা প্রবেশ্যতামমাত্য ইতি।
কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ।
রাজা—এহি তাবৎ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—অয়মস্মি।
রাজা—বৎসরাজদর্শনে কশ্চন্নোৎসারয়িতব্যঃ।

শত্রু পশ্যন্তু মে পৌরাঃ শ্রুতপূর্বং স্বকর্মভিঃ।
সিংহমন্তর্গতামর্ষং যজ্ঞার্থমিব সংযতম্ ॥ ১০ ॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)
দেবী—বহূণি অব্ভুদআণি ইমস্সিং রাঅউলে অণুভূদাণি। ণ খু অহং ঈদিসং পীদিজোগ্গং মহাসেণস্স সুমরামি। [বহবোঽভ্যুদয়া অস্মিন্ রাজকুলেঽনুভূতাঃ। ন খল্বহমীদৃশং প্রীতিযোগ্যং মহাসেনস্য স্মরামি।]
রাজা—অহমপ্যেতাদৃশং প্রীতিবিশেষং ন শ্রুতপূর্বং স্মরামি, যয়া গৃহীতো বৎসরাজ ইতি।
দেবী—বচ্ছরাও ণং। [বৎসরাজো ননু।]
রাজা—অথ কিম্।
দেবী—বহূণি সম্বন্ধপ্পওঅণাগদানি রাঅউলাণি সুদাণি। এদিণা ণ পেসিদপুরুবো পুরুসো। [বহূণি সম্বন্ধপ্রয়োজনাগতানি রাজকুলানি শ্রুতানি। এতেন ন প্রেষিতপূর্বঃ পুরুষঃ।]
রাজা—দেবি! মহাসেনশব্দমপি ন গণয়তি, কিং সম্বন্ধমভিলষতি।
দেবী—ণ গণেদি। কিং বালো অপণ্ডিদো বা। [ন গণয়তি। কিং বালঃ অপণ্ডিতো বা।]
রাজা—বালঃ, ন ত্বপণ্ডিতঃ।
দেবী—কিণ্ণু হু এণং উস্সেঅদি। [কিন্নু খল্বেনমুৎসেকয়তি।]
রাজা—উৎসেকয়ত্যেনং প্রকাশরাজর্ষিনামধেয়ো দেবাক্ষরসমবায়প্রবিষ্টো ভারতো বংশঃ। দর্পয়ত্যেনং দায়াদ্যাগতো গান্ধর্বো বেদঃ। বিভ্রময়ত্যেনং বয়স্যসহজং রূপম্। বিস্রম্ভয়ত্যেনং কথমপ্যুৎপন্নোঽস্য পৌরানুরাগঃ।
দেবী—অভিলসণীআ বরগুণা। কস্স বামদাএ দোসো সংবুত্তো। [অভিলষণীয়া বরগুণাঃ। কস্য বামতয়া দোষঃ সংবৃত্তঃ।]
রাজা—দেবি! কিমিদানীমস্থানে বিস্মিতাসি। পশ্য,

অগ্নিঃ কক্ষ ইবোৎসৃষ্টো দহৎ কাৎস্ন্যেন মেদিনীম্।
অস্য মে শাসনং দীপ্তং বিষয়ান্তেঽবসীদতি ॥১১॥

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহাসেনঃ। যথাজ্ঞাপ্রযুক্তসৎকারং প্রবিষ্টঃ শালঙ্কায়নঃ। স তু

বিজ্ঞাপয়তি—ইদং ভরতকুলোপভুক্তং বৎসরাজকুলে দ্রষ্টব্যং ঘোষবতী নাম বীণারত্নম্। মহাসেনঃ প্রতিগ্রাহয়িতব্য ইতি। (বীণাং দর্শয়তি।)

রাজা—প্রতিগৃহীতং জয়মঙ্গলম্। (বীণাং গৃহীত্বা) ইয়ং সা ঘোষবতী নাম। যৈষা,

শ্রুতিসুখমধুরা স্বভাবরক্তা করজমুখোল্লিখিতাগ্রঘৃষ্টতন্ত্রী।
ঋষিবচনগতেব মন্ত্রবিদ্যা গজহৃদয়ানি বলাদ্বশীকরোতি ॥১২॥

ভোঃ! সমরার্জিতানাং রত্নানামিষ্টসম্ভোগঃ প্রীতিমুৎপাদয়তি।

অর্থশাস্ত্রগুণগ্রাহী জ্যেষ্ঠো গোপালকঃ সুতঃ।
গন্ধর্বদ্বেষী ব্যায়ামশালী চাপ্যনুপালকঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ব নু খল্বিয়ং সুন্যস্তা ভবেৎ। দেবি! বাসবদত্তা বীণামুপক্রান্তা ননু।

দেবী—আম্।

রাজা—তেন হি ইয়মস্মৈ প্রদীয়তাম্

দেবী—বীণাপ্পদাণেণ ভূআে বি উম্মত্তা বিঅ চিট্‌ঠদি। [বীণাপ্রদানেন ভূয়োঽপ্যুন্মত্তেব তিষ্ঠতি।]

রাজা—ক্রীড়তু ক্রীড়তু। নৈতৎ সুলভং শ্বশুরকুলে। বাদরায়ণ! ক্ব সা।

কাঞ্চুকীয়ঃ—অমাত্যেন সহোপবিষ্টা।

রাজা—অথ বৎসেশ্বরোধিকৃতঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—অাহিতাবিনয়ত্বাৎ পাদয়োরঙ্গে তস্য বহুপ্রহারত্বাচ্চ স্কন্ধবাহ্যেন শয়নীয়েন মধ্যমগৃহে প্রবেশিতঃ।

রাজা—হা ধিগ্, বহুপ্রকারঃ। এষ ইদানীং নিরুপস্কৃতস্য তেজসো দোষঃ। নৃশংসঃ খল্বস্মিন্ কাল উপেক্ষিতবান্। বাদরায়ণ! গচ্ছ। ভরতরোহকং ব্রূহি—ক্রিয়তামস্য ব্রণপ্রতিকর্মেতি।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ।

রাজা—অথবা এহি তাবৎ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—অয়মস্মি।

রাজা—অস্য সর্বদর্শনমবিমুক্তসৎকারমবগন্তব্যম্। আকারসূচিতা অস্য প্রীতয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। অতিক্রান্তবিগ্রহাশ্রিতাঃ কথা ন কথয়িতব্যাঃ। ক্ষুতাদিপ্রয়োগেষ্বাশিষোঽভিধেয়াঃ। কালসংবাদিনা স্তবেনার্চ্যঃ।

কাঞ্চুকীয়—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহাসেনঃ। পথ্যেব কৃতব্রণ প্রতিকর্মা বৎসরাজঃ। অকালস্তাবদিদানীং দ্বিতীয়স্য প্রতিকর্মণ ইতি। মধ্যাহ্নমারোহতি দিবাকরঃ।

রাজা—অথ কস্মিন্ প্রদেশে বীরমানী?

কাঞ্চুকীয়ঃ—ময়ূরযষ্টিমুখে।

রাজা—হা ধিগ্, অনাশ্রয়ণীয়ঃ খল্বয়ং দেশঃ। আতপপ্রাতিকূল্যার্থং মণিভূমিকায়াং প্রবেশয়েত্যাজ্ঞাপয়।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) যদাজ্ঞপ্তং মহাসেনেন, সর্বমনুষ্ঠিতম্। অমাত্যস্তু ভরতরোহকো মহাসেনং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

রাজা—ব্যক্তং ন রোচতে তস্মৈ বৎসরাজসৎক্রিয়া। অস্যৈষ নীতেঃ পরিশ্রমঃ। অহমেবৈনমনুনয়ামি।

দেবী—কিং সম্বন্ধো ণিচ্ছিদো। [কিং সম্বন্ধো নিশ্চিতঃ।]

রাজা—ন তাবন্নিশ্চয়ো গম্যতে।

দেবী—অলং দাণি তুবরিঅ। বালা মে দারিআ। [অলমিদানীং ত্বরিত্বা। বালা মে দারিকা।]

রাজা—যদভিরুচিতং ভবত্যৈ। প্রবিশত্বভ্যন্তরম্।
দেবী—জং মহাসেণো আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা সপরিবারা।) [যন্মহাসেন আজ্ঞাপয়তি।]
রাজা—(বিচিন্ত্য)

পূর্বং তাবদ্ বৈরমস্যাবলেপা-
দানীতেঽস্মিন্ স্যাৎ তু মধ্যস্থতা মে।
যদ্দৃষ্টক্লিষ্টং সংশয়স্থং বিপন্নং
শ্রুত্বা ত্বেনং সংশয়ং চিন্তয়ামি ॥ ১৪ ॥
(নিষ্ক্রান্তৌ।)

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

অথ তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি ডিণ্ডিকবেষো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—(নিরূপ্য) ভোঃ! দেবউলপীঠিআএ মম মোদঅমল্লঅং ণিক্খিবিঅ দক্খিণামাসআণি গণিঅ বন্ধিঅ পড়িণিবুত্তো দাণি মোদঅমল্লঅং ণ পেক্খামি। (বিচিন্ত্য) আ একমোদঅপরিতোসিদো ণ দাব ওলগ্গো মং অণুসরদি। উচ্চদাএ পাআরস্স অগই কুক্কুরাণং। অক্খদভত্তদাএ অলোহণীঅং পহিআণং। আদু অপি ণং খাআমি। ভোদু ওগ্গারইস্সং দাব অহং। হী হী বদ্ধো বিঅ সূঅরবত্থী সদ্দবাদং এব্ব উগ্গিরামি। অহব লোহিদকচ্চাঅণীএ কেরঅং মম কেরঅং ত্তি করিঅ সিবেণ পড়িত্থীকিদং ভবে। (নিরূপ্য) জদি বি এসো বম্হআরী বহুকেহি রূবেহি অবিণঅং করেদি। ভোদু পেক্খিস্সং দাব অহং। ভো! এদং খু মম মোদঅমল্লঅং সিবস্স পাদমূলে চিট্ঠই। জোব ণং গহ্ণামি। দেহি ভট্টা! দেহি মে মোদঅমল্লঅং। ভট্টা! তুবং বি মম চোরো সি। অবিহা আলিহিদং খু মম মোদঅমল্লঅং সংদাবিতিমিরেণ সুট্ঠু ণ পেক্খামি। ভোদু পমজ্জিস্সং দাব অহং। হী হী সাহু লে চিত্তঅর! ভাব! সাহু! জুত্তলেহদাএ বণ্ণাণং জহ জহ পমজ্জামি; তহ তহ উজ্জলদরং হোই। ভোদু, উদএণ পমজ্জিস্সং। কহিং ণু হু উদঅং। ইদং সোহণং সুদ্ধতডাঅং। অহং বিঅ সিবো বি দাব এদস্সিং মোদঅমল্লএ ণিরাসো হোদু। [ভোঃ! দেবকুলপীঠিকায়াং মম মোদকমল্লকং নিক্ষিপ্য দক্ষিণামাষকান্ গণয়িত্বা বদ্ধ্বা প্রতিনিবৃত্ত ইদানীং মোদকমল্লকং ন প্রেক্ষে। একমোদকপরিতোষিতো ন তাবদলগ্নো মামনুসরতি। উচ্চতয়া প্রাকারস্যাগতিঃ কুক্কুরাণাম্ অক্ষতভক্ততয়ালোভনীয়ং পথিকানাম্। অথবা অপ্যেনং খাদামি। ভবতু উদ্গরিষ্যামি তাবদহম্। হী হী বদ্ধ ইব সূকরবস্তিঃ শব্দবাতমেবোদ্গিরামি। অথবা লোহিতকাত্যায়ন্যাঃ সম্বন্ধি মম সম্বন্ধীতি কৃত্বা শিবেন প্রতিহস্তীকৃতং ভবেৎ। যদ্যপ্যেষ ব্রহ্মচারী বহুকৈ রূপৈরবিনয়ং করোতি। ভবতু প্রেক্ষিষ্যে তাবদহম্। ভোঃ! এষ খলু মোদকমল্লকঃ শিবস্য পাদমূলে তিষ্ঠতি। যাবদ্ এনং গৃহ্ণামি। দেহি ভর্তঃ! দেহি মে মোদকমল্লকম্। ভর্তঃ! ত্বমপি মম চোরোঽসি। অবিধ আলিখিতং খলু

মমমোদকমল্লকং সন্তাপতিমিরেণ সুষ্ঠু ন প্রেক্ষে। ভবতু প্রমার্জিষ্যামি তাবদহম্। হী হী সাধু রে চিত্রকর! ভাব! সাধু যুক্তলেখতয়া বর্ণানাং যথা যথা প্রমার্জ্মি, তথা তথোজ্জ্বলতরং ভবতি। ভবতু, উদকেন প্রমার্জিষ্যামি। কুত্র নু খলূদকম্। ইদং শোভনং শুদ্ধতটাকম্। অহমিব শিবোঽপি তাবদ্ এতস্মিন্ মোদকমল্লকেনিরাশো ভবতু।]

(নেপথ্যে)

মোদআ! মোদআ! হ হ হ। [মোদকাঃ! মোদকাঃ! হ হ হ।]

বিদূষকঃ—অবিহা এসো উম্মত্তও মম মোদঅমল্লঅং গহ্ণিঅ হসমাণো ফেণায়মাণমলিণবরিসারচ্ছোদঅং বিঅ ইদো এব্বাহাবই। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ উম্মত্তঅ! চিট্‌ঠ। ইমিণা দণ্ডঅট্‌ঠেণ সীসং দে ভিন্দামি। [অবিধা! এষ উম্মত্তকো মম মোদকমল্লকং গৃহীত্বা হসমানঃ ফেনায়মানমলিনবর্ষারথ্যোদকমিবেত এবাধাবতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠোন্মত্তক! তিষ্ঠ। অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন শীর্ষং তে ভিনদ্মি।]

(ততঃ প্রবিশত্যুন্মত্তকঃ।)

উম্মত্তকঃ—মোদআ! মোদআ! হ হ হ [মোদকা! মোদকা! হ হ হ।]

বিদূষকঃ—ভো উম্মত্তঅ! আণেহি মম মোদঅমল্লঅং। [ভো উম্মত্তক! আনয় মোদকমল্লকম্।]

উম্মত্তকঃ—কিং মোদআ! কহিং মোদআ। কশ্শ মোদআ। কিং ইমে মোদআ উজ্‌ঝন্তি, আদু পিণজ্‌ঝন্তি, উদাহো খজ্জন্তি। [কিং মোদকাঃ। কুত্র মোদকাঃ। কস্য মোদকাঃ। কিমিমে মোদকা উজ্‌ঝ্যন্তে, অথবা পিনহ্যন্তে উতাহো খাদ্যন্তে।]

বিদূষকঃ—ণ খজ্জন্তি ণ খজ্জন্তি ণ উজ্‌ঝন্তি অ। [ন খাদ্যন্তে ন খাদ্যন্তে নোজ্‌ঝ্যন্তে চ।]

উম্মত্তকঃ—এসা খু মম রসণা খাইদুকামা লিংগাণি করেদি। [এষা খলু মম রসনা খাদিতুকামা লিঙ্গানি করোতি।]

বিদূষকঃ—ভো উম্মত্তঅ! আণেহি মম মোদঅমল্লঅং। মা পরকেরএ সিণেহং করিঅ ওজ্‌ঝেহি। [ভো উম্মত্তক! আনয় মম মোদকমল্লকম্। মা পরকীয়ে স্নেহং কৃত্বা অবৰধ্যস্ব।]

উম্মত্তকঃ—কে কে মং বজ্‌ঝন্তি। মোদআ খু মং রক্‌খন্তি।
ণেবচ্ছবিসেসমণ্ডিদা পীদিং উবদেদুং উবট্‌ঠিআ।
লাঅগিহে দিণ্ণমুল্লিআ কালবসেণ মুহুত্তদুব্বলা ॥ ১ ॥
[কে কে মাং বধ্নন্তি? মোদকাঃ খলু মাং রক্ষন্তি।
নেপথ্যবিশেষমণ্ডিতাঃ প্রীতিমুপদাতুমুপস্থিতাঃ।
রাজগৃহে দত্তমূল্যা কালবশেন মুহূর্তদুর্বলাঃ ॥১॥]

বিদূষকঃ—ভো উম্মত্তঅ! আণেহি মম মোদঅমল্লঅং। ইমিণা পচ্চএণ উবজ্‌ঝাঅউলং গন্তব্বং। [ভো উম্মত্তক! আনয় মম মোদকমল্লকম্। অনেন প্রত্যয়েনোপাধ্যায়কুলং গন্তব্যম্।]

উম্মত্তকঃ—মএ বি ইমিণা পচ্চএণ জোঅণসদং গন্তব্বং। [ময়াপ্যনেন প্রত্যয়েন যোজনশতং গন্তব্যম্।]

বিদূষকঃ—কিং এলাবণে তুবং? [কিমৈরাবণস্ত্বম্]

উম্মত্তকঃ—আম এলাবণে অহং। ণ হু দাব দেবলাজো মং আশণং আলুহদি। শুদং চ ময়া পাদপাশিএহি ইন্দে বজ্‌ঝ ত্তি। ধারাণিঅলেহি বিজ্জুম্মইহি

কশাহি তালিঅ বাউব্ভামেণ পরিব্ভমন্তেণ ভিন্দীঅদি মেহবন্ধণং। [আম ঐরাবণোঽহম্। ন খলু তাবদ্ দেবরাজো মামাসনমারোহন্তি। শ্রুতং চ ময়া পাদপাশিকৈরিন্দ্রো বন্ধ ইতি। ধারানিগলৈঃ বিদ্যুন্ময়ীভিঃ কশাভিস্তাড়য়িত্বা বাতোদ্ভ্রমেণ পরিভ্রমতা ভিদ্যতে মেঘবন্ধনম্।]

বিদূষকঃ—ভো উম্মত্তঅ! ণ তুবং মম দইস্সিসি, বিলবিস্সং দাব অহং। [ভো উন্মত্তক! ন ত্বং মম দাস্যসি, বিলপিষ্যামি তাবদহম্।]

উন্মত্তকঃ—বিলব বিলব বিক্কোস বা বিলব। [বিলপ বিলপ বিক্রোশ বা বিলপ।]

বিদূষকঃ—অব্বম্মণ্ণং ভো! অব্বম্মণ্ণং [অব্রহ্মণ্যং ভোঃ! অব্রহ্মণ্যম্।]

উন্মত্তকঃ—অহং পি বিলবিস্সং। ইন্দে বজ্ঝে ভো! ইন্দে বজ্ঝে ভো! [অহমপি বিলপিষ্যামি। ইন্দ্রো বন্ধো ভোঃ! ইন্দ্রো বন্ধো ভোঃ!]

বিদূষকঃ—অব্বম্মণং ভো! অব্বম্মণং। [অব্রহ্মণ্যং ভো! অব্রহ্মণ্যম্।]

(নেপথ্যে)

মা ভাআহি মা ভাআহি বম্হণাউস! মা ভাআহি। [মা বিভীহি মা বিভীহি ব্রাহ্মণোপাসক! মা বিভীহি।]

বিদূষকঃ—(সহর্ষম্) আঅদে চন্দে সমাঅদাণি সব্বণক্খত্তাণি। অঘং বম্হণভাবং। ঈহামত্তএণ সমণএণ অভঅং দীঅদি। [আগতে চন্দ্রে সমাগতানি সর্বনক্ষত্রাণি। অঘং ব্রাহ্মণভাবঃ। ঈহামাত্রকেণ শ্রমণকেনাভয়ং দীয়তে।]

(ততঃ প্রবিশতি শ্রমণকঃ।)

শ্রমণকঃ—মা ভাআহি মা ভাআহি বম্হণাউস! মা ভাআহি। কে কে ইহ, কিং কয্যং, বিলবন্দি। [মা বিভীহি মা বিভীহি ব্রাহ্মণোপাসক! মা বিভীতি। কে কে ইহ, কিং কার্যং, বিলপন্তি।]

বিদূষকঃ—অবিহা পডিহারক্খউন্তিং খু সমণও অণুহোদি। ভো সমণঅ! ভঅবং! এসো উম্মত্তও মম মোদঅমল্লঅং গহ্ণিঅ ণ দেদি। [অবিধা প্রতিহাররক্ষকবৃত্তি খলু শ্রমণকোঽনুভবতি। ভোঃ শ্রমণক! ভগবন্! এষ উন্মত্তকো মম মোদকমল্লকং গৃহীত্বা ন দদাতি।]

শ্রমণকঃ—মোদঅং পেক্খামি দাব। [মোদকং প্রেক্ষে তাবৎ।]

উন্মত্তকঃ—পেক্খদু পেক্খদু শমণঅ! ভবং! [প্রেক্ষতাং প্রেক্ষতাং শ্রমণক! ভবান্।]

শ্রমণকঃ—থু থু। [থু থু।]

বিদূষকঃ—হদ্ধি উম্মত্তঅস্স হত্থে ঈহামত্তএণ সমণএণ থুথুকিদা অধন্নস্স মম মোদআ দিট্ঠপুব্বা এব্ব সংবুত্তা। [হা ধিগ্ উন্মত্তকস্য হস্তে ঈহামাত্রকেণ শ্রমণকেণ থুথুকৃতা অধন্যস্য মম মোদকা দৃষ্টপূর্বা এব সংবৃত্তাঃ।]

শ্রমণকঃ—ভো উম্মত্তআউস! ণীআদেহি ণীআদেহি এদাণি মোদআণি কত্থুলিআফেণপণ্ডরাণি বহুপিট্ঠসমিদ্ধকোমলাণি ণিট্ঠাণিআ সুরা বিঅ মহুরাণি। মা দে খাইদাণি খঅং উপ্পাদন্তি। [ভো উন্মত্তকোপাসক! নির্যাতয় নির্যাতয় এতানি মোদকাণি কস্থূলিকাফেনপাণ্ডরাণি বহুপিষ্টসমৃদ্ধকোমলানি নিষ্ঠানিতাঃ সুরা ইব মধুরাণি। মা তে খাদিতানি ক্ষয়মুৎপাদয়ন্তু।]

বিদূষকঃ—অবিহা মোদআণি ত্তি করিঅ কণ্ডিললড্চুআ মে পডিচ্ছিদা। [অবিধা মোদকা ইতি কৃত্বা কণ্ডিললড্ডুকা মে প্রতীষ্টাঃ।]

শ্রমণকঃ—উম্মত্তআউস ! ণীআদেহি ণীআদেহি। জদি ণ ণীআদেসি, তুবং সবেমি। [উন্মত্তকোপাসক ! নির্যাতয় নির্যাতয়। যদি নির্যাতয়সি, ত্বাং শপামি।]

উম্মত্তকঃ—পশীদদু পশীদদু শমণঅ ! ভঅবং। মা খু মা খু মং শাবিদুং। গহ্ণ গহ্ণ [প্রসীদতু প্রসীদতু শ্রমণক ! ভগবন্ ! মা খলু মা খলু মাং শপ্তুম্। গৃহাণ গৃহাণ।]

শ্রমণকঃ—বম্হণাউস ! পেক্খ পেক্খ মম প্পভাবং। [ব্রাহ্মণোপাসক ! প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব মম প্রভাবম্।]

বিদূষকঃ—এসো উম্মত্তও এদেণ ঈহামত্তাএণ সমণএণ উজ্ঝিদং সাবং পেক্খিঅ মোদঅমল্লঅং ভীদভীদং অগ্গঙগুলিআএ পসারিদাএ ঠাবিঅ চিট্ঠই। ভো উম্মত্তঅ ! আণেহি মম মোদঅমল্লঅং। [এষ উন্মত্তক এতেনেহা-মাত্রকেণ শ্রমণকেন উজ্ঝিতং পাশং প্রেক্ষ্য মোদকমল্লকং ভীতভীতমগ্রাঙ্-গুল্যাং প্রসারিতায়াং স্থাপয়িত্বা তিষ্ঠতি। ভো উন্মত্তক ! আনয় মম মোদকমল্লকম্।]

শ্রমণকঃ—এদু এদু ভবং। এদেহি মোদএহি মং সোত্থি বাঅইস্সাসি। [এতু এতু ভবান্। এতৈর্মোদকৈর্মাং স্বস্তি বাচয়িষ্যসি।]

বিদূষকঃ—হী হী মমকেরএহিং সোত্থি বাএমি। মএ বি কোডুম্বিঅস্স হত্থাদো পডিগ্গহগহীদাণি। তাণি ভবদো বি উবাঅণং ভবিস্সদি। সো বি সমিদ্ধো হোদু। এসো উম্মত্তও অগ্গিগিহং অহিমুহো গচ্ছই। ট্ঠিদো মজ্ঝহ্ণো। পুব্বহ্ণে বি দাব অঅং দেসো সুঞ্ঞো ভবিস্সদি। জাব অহং বি ইমাণি দক্খিণামাসআণি মগ্গগেহে নিক্খিবিঅ গচ্ছামি। একস্স শাডিআএ কয্যং অবরস্স মুল্লেণ। [হী হী মদীয়ৈঃ স্বস্তি বাচয়ামি। ময়াপি কৌটুম্বিকস্য হস্তাৎ প্রতিগ্রহগৃহীতানি। তানি ভবতোঽপ্যুপায়নং ভবিষ্যতি। সোঽপি সমৃদ্ধো ভবতু। এষ উন্মত্ত-কোঽগ্নিগৃহমভিমুখো গচ্ছতি। স্থিতো মধ্যাহ্নঃ। পূর্বাহ্নেঽপি তাবদয়ং দেশঃ শূন্যো ভবিষ্যতি। যাবদহমপীমান্ দক্ষিণামাষকান্ মার্গগেহে নিক্ষিপ্য গচ্ছামি। একস্য শাটিকয়া কার্যমপরস্য মূল্যেন।]

(সর্বে অগ্নিগৃহং প্রবিশন্তি।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—বসন্তক ! শূন্যমিদমগ্নিগৃহম্।

বিদূষকঃ—আম ভো ! সুঞ্ঞং খু ইদং। [আম ভোঃ ! শূন্যং খল্বিদম্।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—তেন কি পরিষ্বজেতাং ভবন্তৌ।

উভৌ—বাঢ়ম্। (পরিশ্বজেতে)

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভবতু ভবতু। তুল্যপরিশ্রমৌ ভবন্তৌ। আস্তাং ভবান্। ভবান-প্যাস্তাম্।

উভৌ—বাঢ়ম্।

(সর্বে উপবিষ্টাঃ।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—বসন্তক ! অপি দৃষ্টস্ত্বয়া স্বামী।

বিদূষকঃ—আম ভো ! দিট্ঠো তত্তভবং। [আম ভোঃ ! দৃষ্টস্তত্রভবান্।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—হন্ত ভোঃ অতিক্রান্তযোগক্ষেমা রাত্রিঃ। দিবস ইদানীং প্রতিপাল্যতে।

অহঃ সমুত্তীর্য নিশা প্রতীক্ষ্যতে
শুভে প্রভাতে দিবসোঽনুচিন্ত্যতে।

অনাগতার্থান্যশুভান পশ্যতাং
গতং গতং কালমবেক্ষ্য নির্বৃতিঃ ॥ ২ ॥

রুমণ্বান্—সম্যগ্ ভবানাহ। তুল্যেঽপি কালবিশেষে নিশৈব বহুদোষা বন্ধনেষু। কুতঃ—

ব্যবরেষ্বসাধ্যানাং লোকে বা প্রতিরজ্যতাম্।
প্রভাতে দৃষ্টদোষাণাং বৈরিণাং রজনী ভয়ম্ ॥ ৩ ॥

যৌগন্ধরায়ণঃ—বসন্তক! স্বামিনা সহ কথিতং ননু।

বিদূষকঃ—আম ভো! চিরং এব্ব অ মুহি তত্তহোদা ওবজ্‌ঝো অজ্জ চউদ্দসীং ণ্হাঅমাণো পডিবালিদো অ। [আম্ ভো! চিরমেব চাস্মি তত্রভবতাবন্ধঃ। অদ্য চতুর্দশীং স্নায়মানঃ প্রতিপালিতশ্চ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—স্নাতঃ স্বামী?

বিদূষকঃ—ণ্হাদো অত্তভবং। [স্নাতোঽত্রভবান্।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কৃতং দেবকার্যম্?

বিদূষকঃ—আম ভো! পাণামমত্তেণ পূইদা দেবদা। [আম্ ভো! প্রণামমাত্রেণ পূজিতা দেবতাঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—এতামপি বহুমতাবস্থাং প্রাপ্তঃ স্বামী। কুতঃ,

স্নাতস্য যস্য সমুপস্থিতদৈবতস্য
পুণ্যাহঘোষবিরমে পটহা নদন্তি।
তস্যৈব কালবিভবাৎ তিথিপূজনেষু
দৈবপ্রণামচলিতা নিগলাঃ স্বনন্তি ॥ ৪ ॥

রুমণ্বান্—ভবত ইদানীং প্রযত্ন উচিতং তিথিসৎকারমানেষ্যতি স্বামিনঃ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—বসন্তক! গচ্ছ ভূয়ঃ স্বামিনং পশ্য। বিজ্ঞাপ্যতাং চ স্বামী—যা সা প্রয়াণং প্রতীহ প্রস্তুতা কথা, তস্যাঃ শ্বঃ প্রয়োগকাল ইতি। কুতঃ, স্থানাবগাহয়বসশয্যাভাগেষ্বাশ্রয়েষূপন্যস্তৌষধিব্যাজো নলাগিরির্মন্ত্রৌষধিনিয়মসম্ভূতঃ পুরাণকর্মব্যামোহিতঃ। অনুকূলমারুতমোক্তব্য সজ্জিতো ধূপঃ। রোষপ্রতিকূলোঽস্য সজ্জিতঃ প্রতিগজমদঃ। শালাসন্নিকৃষ্টমল্পসাধনং গৃহমাদীপয়িতুমগ্নিত্রাসিত্বাদ্ বারণানাম্। গজপতিচিত্তোদ্ভ্রমণার্থং দেবকুলেষু স্থাপিতাঃ শঙ্খদুন্দুভয়ঃ। তেন নাদেন সর্বসাধনপরিগতশরীরেণাবশ্যং শ্বঃ প্রদ্যোতেন স্বামী শরণমুপগন্তব্যঃ। ততঃ স্বামিনা শত্রোরনুমতেনৈব বন্ধনান্নিষ্ক্রম্য সহব্যাপন্নাং ঘোষবতীং হস্তগতাং কৃত্বা নলাগিরিঃ স্বাধীনঃ কর্তব্যঃ। ততো ব্যবস্থিতাসনস্তদানীং স্বামী নলাগিরৌ,

সেনাভির্মনসানুবন্ধজঘনং কৃত্বা জবে বারণং
সিংহানামসমাপ্ত এব বিরুতে ত্যক্ত্বা সবিন্ধ্যং বনম্।
একাহে ব্যসনে বনে স্বনগরে গত্বা ত্রিবর্ণাং দশাং
যেনৈব প্রবিরদচ্ছলেন নিয়তস্তেনৈব নির্বাহ্যতে ॥ ৫ ॥

ইতি।

রুমণ্বান্—বসন্তক! কিমিদানীং চিন্ত্যতে।

বিদূষকঃ—এব্বং চিন্তেমি মহন্তো খু ভবদো পয়ত্তো বিবজ্জিস্সদি ত্তি। [এবং চিন্তয়ামি মহান্ খলু ভবতঃ প্রযত্নো বিপৎস্যত ইতি।]

উভৌ—ন খলু বয়ং বিজ্ঞাতারঃ।

বিদূষকঃ—অহং পঢ়মং পচ্ছা ভবন্তো। [অহং প্রথমং পশ্চাৎ ভবন্তো।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অথ কিংকৃতা কার্যবিপত্তিঃ?

বিদূষকঃ—বচ্ছরাঅস্স অন্নকয্যদাএ। [বৎসরাজস্যান্যকার্যতয়া।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—কথমিব ?
বিদূষকঃ—সুণহ ভবন্তো। [শৃণুতাং ভবন্তৌ।]
উভৌ—অবহিতৌ স্বঃ।
বিদূষকঃ—জা সা কালট্ঠমী অদিক্কন্দা, তহিং তত্তহোদী বাসবদত্তা ণাম রাঅদারিআ ধত্তীদুদীআ কন্নআদংসণং ণিদ্দোসং ত্তি করিঅ অবণীদ-কঞ্চুআএ সিবিআএ ওঘট্টিদপণালীপস্সুদসসলিলবিসমং রাঅমগ্গং পরি-হরিঅ জং তং ৰন্ধণদুবারস্স অগ্গদো ভঅবদীএ জক্খিণীএ ট্ঠাণং তস্সিং দেব কয্যং কত্তুং গআ আসী। [যা সা কালাষ্টমী অতিক্রান্তা, তস্যাং তত্রভবতী বাসবদত্তা নাম রাজদারিকা ধাত্রীদ্বিতীয়া কন্যাকাদর্শনং নির্দোষমিতি কৃত্বাপনীতকঞ্চুকায়াং শিবিকায়ামবঘট্টিতপ্রণালীপ্রস্রুতসলিল-বিষমং রাজমার্গং পরিহৃত্য যত্তদ্ ৰন্ধনদ্বারস্যাগ্রতো ভগবত্যা যক্ষিণ্যাঃ স্থানং, তস্মিন্ দেবকার্যং কর্তুং গতাসীৎ।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।
বিদূষকঃ—তদো তত্তভবং তং দিঅসং অব্ভন্তরবন্ধণপরিরক্খঅং সিবঅং ণাম রাঅদাসং অণুমাণিঅ ৰন্ধণদুবারে ণিক্কন্তো। [ততস্তত্রভবান্ তং দিবস-মভ্যন্তরবন্ধনপরিরক্ষকং শিবকং নাম রাজদাসমনুমান্য ৰন্ধনদ্বারে নিষ্ক্রান্তঃ।]
উভৌ—ততস্ততঃ।
বিদূষকঃ—তদো পুরুসক্খন্ধপরিবট্টণট্ঠিদাএ সিবিআএ পকামং দিট্ঠা সা রাঅদারিআ। [ততঃ পুরুষস্কন্ধপরিবর্তনস্থিতায়াং শিবিকায়াং প্রকামং দৃষ্টা সা রাজদারিকা।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ।
বিদূষকঃ—কিং তদো তদো ত্তি। ৰন্ধণং দাণি পামদবণং সম্ভাবিঅ পউত্তো রাঅলীলং কত্তুং। [কিং ততস্তত ইতি। ৰন্ধনমিদানীং প্রমদবনং সম্ভাব্য প্রবৃত্তো রাগলীলাং কর্তুম্।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—ন খলু তাং প্রতি সমুৎপন্নাভিলাষঃ স্বামী।
বিদূষকঃ—ভো! সংঘআরিণো অণত্থ ত্তি ঈদিসং এব্ব। [ভোঃ! সংঘচারি-নোঽর্থা ইতীদৃশমেব।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—সখে! রুমণ্বান্! স্থিরীক্রিয়তামাত্মা। অনেনৈব বেষেণ জরা গন্তব্যা।
বিদূষকঃ—ভো! অহং চ এদেণ উত্তো—ভণেহি জোঅন্ধরাঅণস্স জহসমত্থিদা সমত্থণা ণ রোঅদে মে। সমাণে গমণে পজ্জোদস্স অবমাণবিসেসো চিন্তীঅদি। মা কামপ্পধাণ ত্তি মং অবমণ্ণেহি। অবমাণস্স অবজ্জিদং অণ্ণেসামি ত্তি। [ভোঃ! অহং চৈতেনোক্তঃ—ভণ যৌগন্ধরায়ণায় যথা-সমর্থিতা সমর্থনা ন রোচতে মে। সমানে গমনে প্রদ্যোতস্যাবমানবিশেষ-শ্চিন্ত্যতে। মা কামপ্রধান ইতি মামবমন্যস্ব। অবমানস্যাপচিতমন্বিষ্যামীতি।]
যৌগন্ধরায়ণঃ—অহো শত্রুজনাপহাস্যমভিধানম্। অহো নিরপত্রপতা খলু ৰুদ্ধেঃ। অহো সুহৃজ্জনসন্তাপকারণম্। অদেশকালে ললিতং কাময়তে স্বামী। কুতঃ,

শক্তা দর্পয়িতুং স্বহস্তরচিতা ভূমিঃ কটপ্রচ্ছদা
পর্যাপ্তো নিগলস্বনশ্চরণয়োঃ কন্দর্পমালম্বিতুম্।

কঃ শ্রুত্বা ন ভবেদিধ মন্মথপটুঃ প্রত্যক্ষতো বন্ধনে
রক্ষার্থং পরিগণ্যমানপুরুষৈ রাজেতি শব্দাপনম্ ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ—ভো ! দংসিদো সিণেহো। ণিব্বিট্ঠং পুরুসআরং। সাহু উজ্ঝিঅ ণং গচ্ছামো। [ভো ! দর্শিতঃ স্নেহঃ। নির্বিষ্টঃ পুরুষকারঃ। সাধূজ্ঝিত্বৈনং গচ্ছামঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—বসন্তকো ভবান্ ননু। বসন্তক ! মা মৈবম্।

পরিত্যজাম সন্তপ্তং দুঃখেন মদনেন চ।
সুহৃজ্জনমুপাশ্রিত্য যঃ কালং নাববুধ্যতে ॥ ৭ ॥

বিদূষকঃ—এব্বং এব্ব জরং গমিস্সামো। [এবমেব জরাং গমিষ্যামঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—তন্নন্ন শলাঘ্যম্।

বিদূষকঃ—সিলাঘণীও ভবে, জদি লোও জাণাদি। [শ্লাঘনীয়ং ভবেৎ, যদি লোকো জানাতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ন নঃ কার্যং লোকেন, স্বামিপ্রিয়ার্থোঽয়মারম্ভঃ।

বিদূষকঃ—সো বি দাব ণ জাণাদি। [সোঽপি তাবন্ন জানাতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—কালে জ্ঞাস্যতি।

বিদূষকঃ—কদমো দাণি সো কালো। [কতম ইদানীং স কালঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—যদেয়মারম্ভসিদ্ধিঃ।

বিদূষকঃ—তদো তাদিসো ভবং বন্ধণাদো রাআণং অন্তেউরাদো রাঅদারিঅং উভে ণিয্যাদেদু। [ততস্তাদৃশো বন্ধনাদ্রাজানমন্তঃপুরাদ্রাজদারিকামুভে নির্যাতয়তু।]

রুমণ্বান্—ইহ ভবতা দ্রষ্টব্যম্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—উভয়মিতি। বাঢ়ম্। ইয়ং দ্বিতীয়া প্রতিজ্ঞা—

সুভদ্রামিব গাণ্ডীবী নাগঃ পদ্মলতামিব।
যদি তাং ন হরেদ্ রাজা নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

অপি চ,

যদি তাং চৈব তং চৈব তাং চৈবায়তলোচনাম্।
নাহরামি নৃপং চৈব নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥ ৯ ॥

(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে শব্দ ইব। জ্ঞায়তাং শব্দঃ।

বিদূষকঃ—ভো ! তহ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ভো ! পডিউত্তদিবসাবসম্ভেণ অবিরলং সঞ্চরন্তো জণো দীসই। কিং দাণি করম্হ। [ভোস্তথা। ভোঃ ! পরিবৃত্ত-দিবসস্রম্ভেণাবিরলং সঞ্চরন্ জনো দৃশ্যতে। কিমিদানীং কুর্মঃ।]

রুমণ্বান্—তেন হি চতুর্দ্বারমগ্নিগৃহং, ভিদ্যতাং ন সঙ্ঘাতঃ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—ন ন। অভিন্নো নঃ সঙ্ঘাতঃ। ভিদ্যতামরিসঙ্ঘাতঃ। স্বকার্যমনুষ্ঠীয়তাম্।

উভৌ—তহ। [তথা] (নিষ্ক্রান্তৌ।)

উন্মত্তকঃ—হী হী চন্দং গিলদি লাহু। মুঞ্চ মুঞ্চ চন্দং। যদি ণ মুঞ্চেশি, মুহং পাডিঅ মুঞ্চাবইস্সং। এশে এশে দুট্ঠঅশ্শে পরিব্ভট্টে আঅচ্ছদি। এশে এশে চউপ্পহবীহিআঅং। জাব ণং আলম্বিঅ বলিং ভক্খিস্সং। এশে এশে দালঅভট্টা ! মং তালেহ। মা খু মা খু মং তালেহ। কিং ভণাশি—অম্হাণং কিং পি ণচ্চেহি ত্তি। দক্খহ দক্খহ দালঅভট্টা ! এশে দালঅভট্টা ! পুণো বি মং তালেহ ইট্টিআহি। মা খু মা খু তালেহ।

তেণ হি অহং পি তুম্হে তাল্লেমি। [হী হী চন্দ্রং গিরতি রাহুঃ। মুঞ্চ মুঞ্চ চন্দ্রম্। যদি ন মুঞ্চসি, মুখং তে পাটয়িত্বা মোচয়িষ্যামি। এষ এষ দণ্টাশবঃ পরিভ্রমন্ আগচ্ছতি। এষ এষ চতুষ্পথবীথিকায়াম্। যাবদেনমারুহ্য বলিং ভক্ষয়িষ্যামি। এতে এতে দারকভর্তারঃ! মাং তাড়য়থ। মা খলু মা খলু মাং তাড়য়ত। কিং ভণথ—অস্মাকং কিমপি নত্যেতি। পশ্যত পশ্যত দারকভর্তারঃ! এতে দারকভর্তারঃ! পুনরপি মাং তাড়য়থ যষ্টিভিঃ। মা খলু মা খলু তাড়য়ত। তেন হ্যহমপি যুষ্মান্ তাড়য়ামি।]

(নিষ্ক্রান্তঃ।)

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

অথ চতুর্থোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি ভটঃ।)

ভটঃ—কো কালো অহং ভট্টিদারিআএ বাসবদত্তাএ উদএ কীলিদুকামাএ ভদ্দবদী-পরিচারঅং গত্তসেবঅং ণ পেক্খামি। ভাব পুপ্ফদন্তঅ! গত্তসেবঅং ণ পেক্খসি। কিং ভণাসি—এসো গত্তসেবও কাণ্ডলসুণ্ডিণীএ গেহং পবিসিঅ সুরং পিবদি ত্তি। গচ্ছদু ভাবো! (পরিক্রম্য) ইদং কাণ্ডলসুণ্ডি-ণিণীএ গেহং। জাব ণং সদ্দাবেমি। ভো গত্তসেবঅ! গত্তসেবঅ! [কঃ কালোঽহং ভর্তৃদারিকায়া বাসবদত্তায়া উদকে ক্রীড়িতুকামায়া ভদ্রবতী-পরিচারকং গাত্রসেবকং ন প্রেক্ষে। ভাব পুষ্পদন্তক! গাত্রসেবকং ন প্রেক্ষসে। কিং ভণসি—এষ গাত্রসেবকঃ কাণ্ডলশৌণ্ডিক্যা গেহং প্রবিশ্য সুরাং পিবতীতি। গচ্ছতু ভবান্। ইদং কাণ্ডলশৌণ্ডিক্যা গেহম্। যাবদেনং শব্দাপয়ামি। ভো গাত্রসেবক! গাত্রসেবক!

(নেপথ্যে)

কো দাণিং এসো এত্থ রাঅমগ্গে গত্তসেবঅ! গত্তসেবঅ! ত্তি মং সদ্দাবেদি। [ক ইদানীমেষোঽত্র রাজমার্গে গাত্রসেবক! গাত্রসেবকেতি মাং শব্দাপয়তি।]

ভটঃ—এসো গত্তসেবও সুরং পিবিঅ পিবিঅ হসিঅ হসিঅ মদিঅ উপ্পাপুপ্ফং বিঅ রত্তলোঅণো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। এদস্স পুরদো ণ চিট্ঠিস্সং। (নিবৃত্য স্থিতঃ।) [এষ গাত্রসেবকঃ সুরাং পীত্বা পীত্বা হসিত্বা হসিত্বা মদিত্বা মদিত্বা উৎপলপুষ্পমিব রক্তলোচন ইত এবাগচ্ছতি। এতস্য পুরতো ন স্থাস্যামি।]

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো গাত্রসেবকঃ।)

গাত্রসেবকঃ—কো দাণিং এসো এত্থ রাঅমগ্গে গত্তসেবঅ! গত্তসেবঅ! ত্তি মং সদ্দাবেদি। পাণাগারাদো ণিক্কন্তো দিট্ঠো মএ হি মম সুসুরেণ সুরুট্-ঠেন। অনুদঅম্পলএণ ঘিদমরিঅলোণবুশিদে মংসখণ্ডে মহে পক্খিত্তে অ। সহসা রজ্জই পীদা জই। অত্তা ণং দণ্ডজজ্জুআহোই।

ধণ্ণা সুরাহি মত্তা ধণ্ণা সুরাহি অণুলিত্তা।
ধণ্ণা সুরাহিণ্হাদা ধণ্ণা সুরাহি সংঠবিদা ॥ ১ ॥

অধধণ্ণা অত্তণো পুত্তদারাণং কট্ঠং পিট্ঠং সুণন্তা জে মুঢ়া ণরা সুরামিদ্ধা সুরাতটাঅং ণ জোজঅং তি। তা জাণে জমলোএ বা ণরঅং

অত্থি ণ ত্থি অ। [ক ইদানীমেষোঽত্র রাজমার্গেণ গাত্রসেবক! ইতি মাং শব্দাপয়তি। পানাগারনিষ্ক্রান্তো দৃষ্টোঽস্মি মম শ্বশুরেণ সুরুষ্টেন। অমৃতমল্লকেন ধৃতমরিচলবনরূষিতো মাংসখণ্ডো মুখে প্রক্ষিপ্তশ্চ। স্নুষা রজ্যতি পীতা যদি। শ্বশ্রূর্ননু দণ্ড্যোদ্যতা ভবতি।

ধন্যা সুরাভির্মত্তা ধন্যাঃ সুরাভিরনুলিপ্তাঃ।
ধন্যাঃ সুরাভিঃ স্নাতা ধন্যাঃ সুরাভিঃ সংজ্ঞাপিতাঃ ॥ ১ ॥

অধন্যা আত্মনঃ পুত্রদারাণাং কষ্টং পিষ্টং শৃণ্বন্তো যে মৃতানরাঃ সুসমৃদ্ধা সুরাতটাকং ন যোজয়ন্তি। ততো জনে যমলোকে বা নরকোঽস্তি নাস্তি চ।]

ভটঃ—(উপসৃত্য) ভো গত্তসেবঅ! কো কালো তুমং অণ্ণেসামি। ভট্টিদারিআএ বাসবদত্তাএ উদএ কীলিদুকামাএ ভদ্দবদী ণ দিস্সদি। তুমং দাব মত্তো এত্থ আহিণ্ডসি। [ভো গাত্রসেবক! কঃ কালস্ত্বামন্বিষ্যামি। ভর্তৃদারিকায়া বাসবদত্তায়া উদকে ক্রীড়িতুকামায়া ভদ্রবতী ন দৃশ্যতে। ত্বং তাবন্মত্তোঽত্রাহিণ্ডসে।]

গাত্রসেবকঃ—জুজ্জই। সা অ ণং মত্তা, সো পুরুসো বি মত্তো, অহং বি মত্তো, তুমং বি মত্তো, সব্বং মত্তসমং হোই। [যুজ্যতে। সা চ ননু মত্তা, স পুরুষোঽপি মত্তোঽহমপি মত্ত, ত্বমপি মত্তঃ, সর্বং মত্তসমং ভবতি।]

ভটঃ—সব্বং দাব চিট্ঠদু। রাঅউলে ভদ্দপীঠিঅং ণিণিক্কমিঅ কুদো অঅং আহিণ্ডদি ত্তি। [সর্বং তাবৎ তিষ্ঠতু। রাজকুলে ভদ্রপীঠিকাং ন নিষ্ক্রাম্য কুতোঽয়মাহিণ্ডত ইতি।]

গাত্রসেবকঃ—ইদো আহিণ্ডামি, এত্থ পিবামি, এদেণ পিবামি, মা সংরম্ভেণ। কিং করীঅদু। [ইত আহিণ্ডে, অত্র পিবামি, এতেন পিবামি, মা সংরম্ভেণ। কিং ক্রিয়তাম্।]

ভটঃ—ভিজ্জজুত্ত সম্বন্ধপলাবো। সিগ্‌ঘং ভদ্দবদিং পবেসেহি। [ভবত্বসম্বন্ধপ্রলাপঃ। শীঘ্রং ভদ্রবতীং প্রবেশয়।]

গাত্রসেবকঃ—পবিসদু পবিসদু ভদ্দবদী। অংঘো মএ ভদ্দবদীএ অঙ্কুসং আঢত্তং। [প্রবিশতু প্রবিশতু ভদ্রবতী। অঙ্ঘো ময়া ভদ্রবত্যা অঙ্কুশমাহিতম্।]

ভটঃ—সভাববিণীদাএ ভদ্দবদীএ অঙ্কুসেণ কিং কজ্জং। গচ্ছ, সিগ্‌ঘং ভদ্দবদিং পবেসেহি। [স্বভাববিনীতায়া ভদ্রবত্যা অঙ্কুশেন কিং কার্যম্। গচ্ছ, শীঘ্রং ভদ্রবতীং প্রবেশয়।]

গাত্রসেবকঃ—পবিসদু পবিসদু ভদ্দবদী। অংঘো মএ ভদ্দবদীএ খুরপ্পমালা আঢত্তা। [প্রবিশতু প্রবিশতু ভদ্রবতী। অঙ্ঘো ময়া ভদ্রবত্যাঃ ক্ষুরপ্রমালাহিতা।]

ভটঃ—পুপ্ফবন্ধিআএ ভদ্দবদীএ খুরপ্পমালাএ কিং কয্যং। সিগ্‌ঘং ভদ্দবদিং পবেসেহি। [পুষ্পবন্ধ্যায়া ভদ্রবত্যাঃ ক্ষুরপ্রমালয়া কিং কার্যম্। শীঘ্রং ভদ্রবতীং প্রবেশয়।]

গাত্রসেবঃ—পবিসদু পবিসদু ভদ্দবদী। অংঘো মএ ভদ্দবদীএ ঘণ্টা আঢত্তা। [প্রবিশতু প্রবিশতু ভদ্রবতী। অঙ্ঘো ময়া ভদ্রবত্যা ঘণ্টাহিতা।]

ভটঃ—উদএ কীলিদুকামাএ ভদ্দবদীএ ঘণ্টাএ কিং কয্যং। সিগ্‌ঘং ভদ্দবদিং পবেসেহি। [উদকে ক্রীড়িতুকামায়া ভদ্রবত্যা ঘণ্টয়া কিং কার্যম্। শীঘ্রং ভদ্রবতীং প্রবেশয়।]

গাত্রসেবকঃ—পবিসদু পবিসদু ভদ্দবদী। অংঘো মএ ভদ্দবদীএ কসিঅং আঢত্তং। [প্রবিশতু প্রবিশতু ভদ্রবতী। অঙ্ঘো ময়া ভদ্রবত্যাঃ কশিকা আহিতা।]

ভটঃ—কসিএণ কিং কয্যং। সিগ্ঘং ভদ্দবদিং পবেসেহি। [কসিকয়া কিং কার্যম্। শীঘ্রং ভদ্রবতীং প্রবেশয়।]

গাত্রসেবকঃ—পবিসদু পবিসদু ভদ্দবদী। অংঘো। [প্রবিশতু প্রবিশতু ভদ্রবতী। অঙ্ঘো।]

ভটঃ—কিং অংঘো। [কিম্ অঙ্ঘো]

গাত্রসেবকঃ—অংঘো মএ। [অঙ্ঘো ময়া।]

ভটঃ—কিং তুএ। [কিং ত্বয়া।]

গাত্রসেবকঃ—অংঘো ভদ্দ। [অঙ্ঘো ভদ্র।]

ভটঃ—কিং ভদ্দত্তি। [কিং ভদ্রেতি।]

ভটঃ—কিং ভদ্দবদী। [কিং ভদ্রবতী।]

গাত্রসেবকঃ—অংঘো ভদ্দবদী। [অঙ্ঘো ভদ্রবতী।]

গাত্রসেবঃ—ভদ্রবতী পি আঢত্তা। [ভদ্রবত্যপ্যাহিতা।]

ভটঃ—ণ তুবং এথ অবরজ্ঝো। কণ্ডিলসুণ্ডিকিণী খু অবরজ্ঝা, জা রাঅবাহণং গণ্হিঅ সুরং দেদি। [ন ত্বমপ্রাপরাদ্ধঃ। কণ্ডলশৌণ্ডিকী খল্বপরাদ্ধা, যা রাজবাহনং গৃহীত্বা সুরাং দদাতি।]

গাত্রসেবকঃ—অংঘো মএ উত্তং—মা মুলবিদ্ধিং বিণাসেহি ত্তি। [অঙ্ঘো ময়োক্তম্ —মা মূলবৃদ্ধিং বিনাশয়েতি।]

ভটঃ—হং সদ্দো বিঅ। [হং শব্দ ইব।]

গাত্রসেবকঃ—অংঘো জাণামি জাণামি, কণ্ডিলসুণ্ডিকিণীএ গেহং ভিন্দিঅ ভদ্দবদী পলাঅদি। [অঙ্ঘো জানামি জানামি, কণ্ডলশৌণ্ডিক্যা গেহং ভিত্ত্বা ভদ্রবতী পলায়তে।]

ভটঃ—কিং ভণাসি ? (আকাশে) এসো ভট্টা বচ্ছরাও বাসবদত্তং গণ্হিঅ নিগ্গদো ত্তি। [কিং ভণাসি ? এষ ভর্তা বৎসরাজো বাসবদত্তাং গৃহীত্বা নির্গত ইতি।]

গাত্রসেবকঃ—(সহর্ষম্) অবিঘ্নমস্তু স্বামিনঃ।

ভটঃ—পিব পিব। অজ্জ বি তুমং মত্তো আহিণ্ডেহি। [পিব পিব। অদ্যাপি ত্বং মত্ত আহিণ্ডস্ব।]

গাত্রসেবকঃ—আঃ কো মত্তঃ কস্য বা মদঃ,, বয়ং খল্বার্যযৌগন্ধরায়ণেন স্বেষু স্বেষু স্থানেষু স্থাপিতাশ্চারপুরুষাঃ। যাবদহমপি সুহৃজ্জনস্য সংজ্ঞাং করোমি। এতে তে সুহৃদো নিরোধমুক্তা ইব কৃষ্ণসর্পা ইতস্ততো নির্ধাবন্তি। ভো ভোঃ সুহৃদঃ। শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ—

নবং শরাবং সলিলৈঃ সুপূর্ণং সুসংস্কৃতং দর্ভ কৃতোত্তরীয়ম্।
তত্তস্য মা ভূন্নরকং স গচ্ছেদ্ যো ভর্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন যুধ্যেৎ ॥ ২ ॥

ক্ব নু খল্বার্যযৌগন্ধরায়ণঃ ? (বিলোক্য) অয়ে অয়মত্রভবান্ আর্যযৌগন্ধরায়ণঃ। য এষঃ,

নিশিতবিমলখড়্গঃ সংহৃতোন্মত্তবেষঃ
কনকরচিতচর্মব্যগ্রবামাগ্রহস্তঃ।
বিরচিতবহুচীরঃ পাণ্ডরাবদ্ধপট্টঃ
সতড়িদিব পয়োদঃ কিঞ্চিদুদ্গীর্ণচন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥

অহো মহৎ প্রবৃত্তং যুদ্ধম্।

হত্বা গজান্ সগজিনঃ সহয়াংশ্চ যোধা-
নক্ষৌহিণীর্মতিবিগাহ্য বলাম্মুহূর্তম্।
নাগেন্দ্রদন্তমুসলাহতভগ্নবাহু-
ভ্রষ্টায়ুধোঽপি ননিবৃত্তিপদোঽভিযাতঃ ॥ ৪ ॥

হা ধিগ্, গ্রহণমুপগতঃ খল্বার্যযৌগন্ধরায়ণঃ। যাবদহমপ্যার্যযৌগন্ধরায়ণস্য প্রত্যন্তরীভবিষ্যামি।

(নিষ্ক্রান্তঃ।)

ভটঃ—কিং ণু খু এদং। পাআরতোরণবজ্জং সব্বং কোসম্বী খু ইদং। হোদু, ইমং বুত্তন্তং অমচ্চস্স নিবেদেমি। [কিন্নু খল্বেতৎ। প্রাকারতোরণবর্জং সর্বং কৌশাম্বী খল্বিদম্। ভবত্বিমং বৃত্তান্তমমাত্যায় নিবেদয়ামি।]

(নিষ্ক্রান্তঃ।)

প্রবেশকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি সাধারণৌ।)

উভৌ—উস্সরহ উস্সরহ অয্যা! উস্সরহ।

প্রথমঃ—অংঘো কণ্ঠস্স দীঅমাণস্স ণ উচ্চং বিরমদি। [অঙ্ঘো কণ্ঠস্য দীর্যমাণস্য নোচ্চং বিরিমতি।

দ্বিতীয়ঃ—অংঘো ভট্টিদারিআএ বাসবদত্তাএ অবণঅণবিব্ভমদাএ বিরুবন্তস্স মে বঅণং কোচ্চি ণ সুণাদি। অংঘো কিং ভণহ—কিন্নিমিত্তং উস্সারণা বত্তদি ত্তি। গহীদো অয্য জোঅন্ধরায়ণো। কিং ভত্তহ—কহং গহীদ ত্তি সুনন্তু অয্যা। অয্যজোঅন্ধরাঅণেণ অসিসুদীএণ অক্খোহিণীএ অগ্‌গবেগো মুহুত্তঅং ধাবিদো। বিজয়সুন্দরস্স হত্থিণো দন্তন্তচোদিদো অসী বিবণ্ণো। অসিদোসেণ, গহীদো, ণ পুরুসদোসেণ। [অঙ্ঘো ভর্তৃদারিকায়া বাসবদত্তায়া অপনয়নবিভ্রমতয়া। বিরুবতো মে বচনং কশ্চিন্ন শৃণোতি। অঙ্ঘো কিং ভণথ—কিন্নিমিত্তমুৎসারণা বর্তত ইতি। গৃহীত আর্য আর্যযৌগন্ধরায়ণঃ। কিং ভণত—কথং গৃহীত ইতি। শৃণ্বন্ত্বার্যাঃ। আর্যযৌগন্ধরায়ণেনাসিদ্বিতীয়েনাক্ষৌহিণ্যা অগ্রবেগো মুহূর্তং ধারিতঃ। বিজয়সুন্দরস্য হস্তিনো দন্তান্তচোদিতোঽসির্বিপন্নঃ। অসিদোষেণ গৃহীতো, ন পুরুষদোষেণ।]

প্রথমঃ—অংঘো অপ্পমত্তা হোহ তুম্হে। পাআরতোরণবজ্জং সব্বং কোসম্বী খু ইঅং। [অঙ্ঘো অপ্রমত্তা ভবত যূয়ম্। প্রাকারতোরণবর্জং সর্বং কোশাম্বী খল্বিয়ম্।]

উভৌ—ওদরেদু ওদরেদু অয্যো ওদরদু। [অবতরত্ববতরত্বার্যোঽবতরতু।]

(ততঃ প্রবিশতি যৌগন্ধরায়ণঃ বদ্ধবাহুঃ ফলকশয়নেনানীয়মানঃ।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—অয়মহমবতরামি।

রিপুগতমপনীয় বৎসরাজং
গ্রহণমুপেত্য রণে স্বশস্ত্রদোষাৎ।
অয়মহমপনীতভর্তৃদুঃখো
জিতমিতি রাজকুলে সুখং বিশামি ॥ ৫ ॥

ভোঃ! সুখং খলু নিষ্কলত্রাণাং কান্তারপ্রবেশঃ, রমণীয়তরঃ খলু প্রাপ্তমনোরথানাং বিনিপাতঃ, অপশ্চাত্তাপকরঃ খলু সঞ্চিতধর্মাণাং মৃত্যুঃ। ময়া হি,

বৈরং ভয়ং পরিভবং চ সমং বিহায়
কৃত্বা নয়ৈশ্চ বিনয়ৈশ্চ শরৈশ্চ কর্ম।
শত্রোঃ শ্রিয়ং চ সুহৃদামযশশ্চ হিত্বা
প্রাপ্তো জয়শ্চ নৃপতিশ্চ মহাংশ্চ শব্দঃ ॥ ৬ ॥

উভৌ—উস্সরহ উস্সরহ অয্যা! উস্সরহ। [উৎসরতোৎসরতার্যাঃ! উৎসরত।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—মদ্দর্শনাভিলাষী জনো ন কশ্চিদুৎসারয়িতব্যঃ।
পশ্যন্তু মাং নরপতেঃ পুরুষাঃ সসত্ত্বা
রাজানুরাগনিয়মেন বিপদ্যমানম্।
যে প্রার্থয়ন্তি চ মনোভিরমাত্যশব্দং
তেষাং স্থিরীভবতু নশ্যতু বাভিলাষঃ ॥ ৭ ॥

উভৌ—উস্সরহ উস্সরহ। কিং তুম্হেহিং ণ দিট্ঠপুরুবো অয্যজোঅন্ধরাঅণো!
[উৎসরতোৎসরত। কিং যুষ্মাভির্ন দৃষ্টপূর্বং আর্যযৌগন্ধরায়ণঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—দৃষ্টঃ পূর্বং, ন ত্বেবম্। মম হি,
উন্মত্তচ্ছন্নবেষস্য রথ্যাসু পরিধাবতঃ।
অবগীতমিদং রূপং কর্ম সম্প্রতি দৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—অয্য! পিঅং দে ণিবেদেমি। গহীদো কিল বচ্ছরাও। [আর্য! প্রিয়ং তে নিবেদয়ামি। গৃহীতঃ কিল বৎসরাজঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—নৈতদস্তি।
চিরমরিনগরে নিরোধমুক্তঃ স কিল নবান্যুপলভ্য ভদ্রবত্যা।
গ্রহণমুপগমিষ্যতি প্রয়াতো নিমিষিতমাত্রগতেষু যোজনেষু ॥ ৯ ॥
ভদ্র! কথং গৃহীত ইতি শ্রুতম্?

ভটঃ—অনুসারিঅ ণলাগিরিণা গহীদো কিল। [অনুসার্য নলাগিরিণা গৃহীতঃ কিল।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অস্তি বাহনসামর্থ্যম্। অসমাযুক্তস্তু সঃ।
গজস্যাধোরণাযুক্তো জবো ভবতি শিক্ষয়া।
বিমুক্তং বৎসরাজেন ক এনং বাহয়িষ্যতি ॥ ১০ ॥

ভটঃ—অয্য! অমচ্চো আহ—আউহাগারে চিট্ঠদু কিল অয্যো। পুরুসগুত্তো অঅং দেসো ত্তি। [আর্য! অমাত্য আহ—আয়ুধাগারে তিষ্ঠতু কিলার্যঃ। পুরুষগুপ্তোঽয়ং দেশ ইতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অহো হাস্যমভিধানম্।
অগ্নিং বদ্ধ্বা বৎসরাজাভিধানং
যস্মিন্ কালে সর্বতো রক্ষিতব্যম্।
তস্মিন্ কালে সুপ্তমাসীদমাত্যে-
নীতে রত্নে ভাজনে কো নিরোধঃ ॥ ১১ ॥

(পরিক্রম্য)

ভটঃ—ইদং আউহাগারং। পবিসদু অয্যো। [ইদমায়ুধাগারম্। প্রবিশত্বার্যঃ।]

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—অমচ্চো আহ—অবণীঅদু বন্ধণং ত্তি। [অমাত্য আহ—অপনীয়তাং বন্ধনমিতি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অক্ষণীং মাং কুরু। ব্যক্তং ভরতরোহকো মাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। অহমপি তাবদ্ ভরতরোহকং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

মন্দবাক্যৈঃ পরিখিদ্যমানহৃদয়ং রোষাৎ প্রমত্তাক্ষরৈঃ
প্রারব্ধেষু নয়চ্ছলেষু তুলিতং তুল্যাধিকারোজ্ঝিতম্।
সদ্ভিঃ শাস্ত্রবিনিশ্চিতৈর্বিরহিতং বুদ্ধ্যাধিকং বঞ্চিতং
দ্রষ্টুং মল্লমপক্রিয়াবিনিহতং ব্রীলাদিবাধোমুখম্ ॥ ১২ ॥
(ততঃ প্রবিশতি ভরতরোহকঃ।)

ভরতরোহকঃ—ক্বাসৌ ক্বাসৌ যৌগন্ধরায়ণঃ।
অবসিতনিজকার্যং বঞ্চনৈর্দুর্নিরীক্ষং
কথমিমিব পরিভাযে ভর্তুরর্থে বিপন্নম্।
চিরমবনতকার্যং চাপি নিযুক্তমন্ত্রং
ভুজগমিব সরোষং ধর্ষিতং চোচ্ছ্রিতং চ ॥ ১৩ ॥

ভটঃ—অয্যজোঅন্ধরাঅণো অয্যং পডিবালঅন্তো আউহাগারে চিট্ঠই। [আর্য-যৌগন্ধরায়ণ আর্যং প্রতিপালয়ন্ আয়ুধাগারে তিষ্ঠতি।]

ভরতরোহকঃ—ভবতু ভবতু।
মন্ত্রিত্বে বঞ্চিতো হ্যেষ সব্যাজং নীলহস্তিনা।
প্রত্যাদেষ্টুং স তদ্বৈরং মামিদানীং প্রতীক্ষতে ॥ ১৪ ॥

ভটঃ—অয্য! এসো অমচ্চো। [আর্য! এষোঽমাত্যঃ]

ভরতরোহকঃ—(উপগম্য) ভো যৌগন্ধরায়ণ!

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভোঃ!

ভটঃ—অহো সরস্স গম্ভীরদা। অয্যস্স এককখরেণ পরিবিদো অয়ং দেসো। [অহো স্বরস্য গম্ভীরতা। আর্যস্যৈকাক্ষরেণ পরিতোঽয়ং দেশঃ।]

ভরতরোহকঃ—(উপবিশ্য) ভোঃ! যৌগন্ধরায়ণ ইত্যশরীরাণ্যক্ষরাণি শ্রূয়ন্তে। দিষ্ট্যা ভবান্ দৃশ্যতে।

যৌগন্ধরায়ণঃ—দিষ্ট্যা ভবান্ দৃশ্যত ইতি। পশ্যতু ভবান্ মাম্,
এবং রুধিরদিগ্ধাঙ্গং বৈরং নিয়মমাস্থিতম্।
গুরোরর্জিতং হত্বা শান্তং দ্রোণিমিব স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

ভরতরোহকঃ—অহো ছলেনাগতগজারম্ভস্যাত্মসম্ভাবনা।

যৌগন্ধরায়ণঃ—কিং ছলেনেতি। তৎ পুনরিদানীং যুক্তম্।
যা সা শল্লকসালবৃক্ষরচিতা নাগাশ্রিতা বঞ্চনা
বদ্ধঃ সেবিতবান্ হি নো নরপতির্বাহূপধানাং ক্ষিতিম্।
রাজ্ঞো বারণনিগ্রহে পরিচয়াদ্ বীণাশ্রিতা বঞ্চনা
পূর্বং প্রস্তুতমেব যামি ভবতা নৈবাপরাধো মম ॥ ১৬ ॥

ভরতরোহকঃ—ভো যৌগন্ধরায়ণ! যদগ্নিসাক্ষিকং মহাসেনস্য দুহিতরং শিষ্যাং প্রতিগৃহ্য অদত্তাপনয়নং কৃতং, যুক্তোঽয়ং ভোস্তস্করপ্রবৃত্তিঃ?

যৌগন্ধরায়ণঃ—মা মা ভবানেবম্। বিবাহঃ খল্বেষ স্বামিনঃ।
ভারতানাং কুলে জাতো বৎসনামূর্জিতঃ পতিঃ।
অকৃত্বা দারনির্দেশমুপদেশং করিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

ভরতরোহকঃ—অদ্যাপি মহাসেনেন প্রযুক্তসৎকারো বৎসরাজঃ। তদিদানীং কিং নাবেক্ষতে।

যৌগন্ধরায়ণঃ—মা মা ভবানেবম্।
যদস্য চাজ্ঞাং কুরুতে নলাগিরিঃ
স শিক্ষিতানাং বচনেষু তিষ্ঠতি।

তেতো বিমুক্তঃ স্বশরীররক্ষণে
যশঃ প্রদাতুং সুহৃদাং চ জীবিতম্ ॥ ১৮ ॥

ভরতরোহকঃ—যদ্যেবং, নলাগিরিগ্রহণার্থং বিমুক্তশ্চেদ্, ন পুনর্বধ্যস্তে স্বামী।
যৌগন্ধরায়ণঃ—নেতি পশ্যত্যুপক্রোশভয়াৎ।
ভরতরোহকঃ—অপরোক্ষরাজ্যব্যবহারো ভবানিতি ব্রবীতি। সমরাবর্জিতেষু শত্রুষু কিমাহ শাস্ত্রম্ ?
যৌগন্ধরায়ণঃ—বধঃ।
ভরতরোহকঃ—বধার্হো বৎসরাজশ্চেৎ কিমস্মাভিঃ স সৎকৃতঃ।
যৌগন্ধরায়ণঃ—এতদবেক্ষ্য খলু যদস্য শরীরং নাপহৃতম্।
ভরতরোহকঃ—এতদপি সম্ভাব্যং মন্যতে স্বামী।
যৌগন্ধরায়ণঃ—কঃ সংশয়ঃ ?

হস্তপ্রাপ্তো হি বো রাজা রক্ষিতস্তেন সাধুনা।
ন হ্যনারুহ্য নাগেন্দ্রং বৈজয়ন্তী নিপাত্যতে ॥ ১৯ ॥

ভরতরোহকঃ—ভবতু ভবতু। মহাসেনস্য প্রতিকূলং কৃত্বা কৌশাম্বীং প্রতি কা কৃতা তে বুদ্ধিঃ ?
যৌগন্ধরায়ণঃ—অহো হাস্যমভিধানম্।

ভবতাং চাগ্রতো যাতঃ শেষকার্যেষু কা কথা।
সমূলং বৃক্ষমুৎপাট্য শাখাশ্ছেত্তুং কুতঃ শ্রমঃ। ॥ ২০ ॥

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—(কর্ণে) এবমিব।
ভরতরোহকঃ—প্রকাশমুচ্যতাম্।
কাঞ্চুকীয়ঃ—

কারণৈর্হুভির্যুক্তৈঃ কামং নাপকৃতং ত্বয়া।
গুণেষু তু মে দেবস্যো ভৃঙ্গারঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২১ ॥

ইতি।
যৌগন্ধরায়ণঃ—হা ধিক্,

গৃহা ন নির্বান্তি ময়া প্রদীপিতা-
স্তথৈব তাবদ্দধৃদয়ানি মন্ত্রিণাম্।
ইয়ং তু পূজা মম দণ্ডধারিণঃ
কৃতাপরাধস্য হি সৎকৃতির্বধঃ ॥ ২২ ॥

(নেপথ্যে হাহাকারঃ ক্রিয়তে।)

ভরতরোহকঃ—অয়ে,

কো নু খল্বেষ সহসা প্রাসাদাগ্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
শ্যেনপক্ষাভিমৃষ্টানাং কুররীণামিব ধ্বনিঃ ॥ ২৩ ॥

ভোঃ ! জ্ঞায়তাং শব্দঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) এষা তত্রভবত্যঙ্গারবতী শোকাভিভূতহৃদয়া প্রাসাদাচ্ছরীরং বিমোক্তুকামা মহাসেনেনাভিহিতা যথা-ক্ষত্রধর্মেণোদ্দিষ্টস্তে দুহিতুর্বিবাহঃ। কিমিদানীং হর্ষকালে সন্তপ্যসে। তচ্চিত্রফলকস্থয়োর্বৎসরাজবাসবদত্তয়োর্বিবাহোঽনুষ্ঠীয়তাম্ ইতি। তত্র হি,

স্ত্রীজনেনাদ্য সহসা প্রহর্ষব্যাকুলক্রমা।
ক্রিয়তে মঙ্গলাকীর্ণা সবাষ্পা কৌতুকক্রিয়া ॥ ২৪ ॥

যৌগন্ধরায়ণঃ—এবং সম্বন্ধং মন্যতে মহাসেনঃ। তেন হ্যানীয়তাং ভৃঙ্গারঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—গৃহ্যতাম্। (উপনয়তি।)
ভরতরোহকঃ—ভো যৌগন্ধরায়ণ! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরতি মহাসেনঃ।
যৌগন্ধরায়ণঃ—যদি মে মহাসেনঃ প্রসন্নঃ, কিমতঃ পরমিচ্ছামি।

(ভরতবাক্যম্)

ভবন্ত্বরজসো গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥ ২৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

প্রতিজ্ঞানাটিকাবসিতা।

মধ্যমব্যায়োগ

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ ভূমিকা ❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

সংস্কৃত সাহিত্যের বহু প্রশংসিত নাট্যকার মহাকবি ভাস। কালপ্রবাহে অন্যান্য বহু গ্রন্থের মত ভাসের নাটকগুলিও বিলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণ-ভারতের কেরল অঞ্চলে তেরোখানি নাটকের পুঁথি আবিষ্কার করেন। নাটক-গুলির পাণ্ডুলিপিতে কোথাও নাট্যকারের নাম নাই। শাস্ত্রীমশাই অনেক যুক্তিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন এগুলি সবই মহাকবি ভাসের নাট্যকৃতি। কোন কোন পণ্ডিত শাস্ত্রীমশায়ের যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। পরবর্তী কোন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই বিরোধিতার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যাকে জীবিত রেখেই বর্তমানে পাঠকসমাজ নাটক-গুলিকে ভাসের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন।

তেরোখানি নাটকের মধ্যে ছয়খানি নাটক মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এগুলি হল—মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ এবং পঞ্চরাত্র। পঞ্চরাত্র তিন অঙ্কে সমাপ্ত। বাকী পাঁচটি একাঙ্ক।

বিষয়বস্তু

কুরুদেশের যূপগ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ কেশবদাস তিন পুত্র ও পরিবার সহ উত্তরদেশে উদ্যামক গ্রামে মাতুলপুত্রের উপনয়ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর ফিরে আসছেন। বনের মধ্যে তাঁরা রাক্ষস ঘটোৎকচের সম্মুখীন। নররক্ত-পিপাসু জননী হিড়িম্বার অভিলাষ পূরণের জন্যে ঘটোৎকচ তাঁদের বাধা দেয়। ঘটোৎকচের মূর্তি দেখে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী এবং তাদের তিন পুত্র—সকলেই সন্ত্রস্ত। ব্রাহ্মণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ব্রাহ্মণী চিৎকার করতে বলেন। কিন্তু জনশূন্য অরণ্যে কার জন্যে চিৎকার? এ জাতীয় অরণ্য একমাত্র মনস্বী ব্যক্তিরই আবাস হতে পারে। ব্রাহ্মণের মনে পড়ে অরণ্যবাস-যাপনকারী পাণ্ডবদের কথা। তাহলে তো শরণাগতবৎসল মনস্বী পাণ্ডবেরা কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারেন। মনে তাঁর ক্ষীণ আশা জাগে। কিন্তু প্রথম পুত্র জানিয়ে দেয়—পাণ্ডবেরা আশ্রমে নেই, যজ্ঞ করার জন্যে ঋষি ধৌম্যের আশ্রমে গিয়েছেন। একমাত্র মধ্যম পাণ্ডব আছেন আশ্রম রক্ষার দায়িত্বে। ব্রাহ্মণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মধ্যম-পাণ্ডব তো একাই একশো। কিন্তু প্রথম পুত্র জানিয়ে দেয়—এই বিশেষ সময়টিতে শরীর চর্চার জন্যে তিনি আশ্রম থেকে দূরে থাকেন। আবার ব্রাহ্মণের হতাশা। নিরুপায় হয়ে ঘটোৎকচের কাছে তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তিনি অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন। ঘটোৎকচ তাঁদের ছেড়ে দিতে রাজী, তবে এক শর্তে—একটি পুত্রকে তার হাতে তুলে দিতে হবে, সে হবে তার মায়ের ভোজ্য। ব্রাহ্মণ ঘটোৎকচের দাবী অগ্রাহ্য করেন। উত্তরে ঘটোৎকচ তাঁদের সপরিবারে বিনষ্ট হওয়ার ভয় দেখায়। তখন শুরু হয় ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে আত্মোৎ-সর্গের প্রতিযোগিতা। ব্রাহ্মণ নিজেকেই সমর্পণ করতে চান। তাঁকে বাধা দিয়ে আত্মবলিদানে এগিয়ে আসেন ব্রাহ্মণী। ঘটোৎকচের জবাব—স্ত্রীলোকে তার মায়ের অভিরুচি নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও ঘটোৎকচের মনঃপূত নয়। তখন এগিয়ে আসে একে একে প্রথম পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র এবং তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ

পুত্রকে বিসর্জন দিতে ব্রাহ্মণের পিতৃহৃদয় সায় দেয় না, মায়ের হৃদয় সায় দেয় না কনিষ্ঠ পুত্রকে বিসর্জন দিতে। মধ্যম নাম-ধারী দ্বিতীয় পুত্র এই সুযোগে আত্মবিসর্জনের সুযোগ গ্রহণ করে। ঘটোৎকচের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একে একে সে সকলের কাছে বিদায় নেয়। তারপর ঘটোৎকচের অনুমতি নিয়ে সে বনের মধ্যে জলাশয়ে যায় শেষ পিপাসা মিটিয়ে নিতে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সমগ্র ব্রাহ্মণপরিবার।

এদিকে ব্রাহ্মণকুমারের ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় ঘটোৎকচ অস্থির। তার মায়ের খাওয়ার সময় বয়ে যাচেছ। দ্বিতীয় পুত্রের নাম জেনে নিয়ে সে 'মধ্যম' 'মধ্যম' বলে ডাক শুরু করে। সে ডাক পেঁছায় ভীমসেনের কানে। তাঁরও নাম মধ্যম। অর্জুনের ডাকের মতো ঘোর গম্ভীর এই শব্দ শুনে তিনি বিস্মিত। ঘটোৎকচ আবার 'মধ্যম' 'মধ্যম' বলে চিৎকার শুরু করে। ভীমসেন তাঁর শরীরচর্চা ফেলে রেখে চলে আসেন। ঘটোৎকচের আকৃতি দেখে তিনি মুগ্ধ। ঘটোৎকচও মুগ্ধ ভীমসেনের আকৃতি দেখে। কিন্তু তাঁকে তো ঘটোৎকচ চায় না, সে চায় ব্রাহ্মণকুমারকে। ঘটোৎকচ আবার 'মধ্যম' 'মধ্যম' বলে ডাকতে থাকে। ভীমসেন জানান--তিনিই প্রকৃত মধ্যম। ব্রাহ্মণ তাঁকে তৎক্ষণাৎ মধ্যমপাণ্ডব বলে জেনে ফেলেছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণপুত্র মধ্যম উপস্থিত। তাকে নিয়ে চলতে থাকে ঘটোৎকচ। বৃদ্ধ তখন ভীমসেনের কাছে সবিস্তারে নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে পরিত্রাণের আবেদন জানান। ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়ে ভীম ঘটোৎকচকে থেকে যাওয়ার আদেশ দিলেন। ভীম তিরস্কার করে বললেন--তুমি একটি রাহু, ব্রাহ্মণকুমারকে ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে ঘটোৎকচের জবাব--হ্যাঁ, রাহু একে ছাড়ব না ঘটোৎকচের এই সদম্ভ উক্তিতে ভীম বিস্মিত, তার আচরণে তিনি সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুর ছায়াপাত লক্ষ্য করেন। ভীমের আদেশ উপেক্ষা করে ঘটোৎকচ জানায়—মায়ের আদেশে সে যাকে ধরেছে স্বয়ং বাবার আদেশেও সে তাকে ছেড়ে দেবে না। মায়ের আদেশ পালনের কথা শুনে ভীম ক্ষণিকের জন্যে তন্ময় হয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন তার মায়ের নাম। ঘটোৎকচ জানায়—হিড়িম্বা নামক রাক্ষসী তার জননী, মহাত্মা পাণ্ডবের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীম স্তম্ভিত--এ যে তার নিজেরই সন্তান! তাহলে তো এর দম্ভ অস্বাভাবিক নয়! নিজের পুত্রকে বংশের অনুরূপ পৌরুষের অধিকারী হতে দেখে ভীম মনে মনে আনন্দিত। আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায় তাঁর পিতৃহৃদয়। কিন্তু প্রজাদের প্রতি তার এই নির্দয় ব্যবহার তাঁকে ক্ষুণ্ণ করে। নিজের প্রাণের বিনিময়ে ব্রাহ্মণকুমারকে মুক্ত করার জন্যে ভীম আত্মসমর্পণ করেন। ব্রাহ্মণকুমারের আপত্তি ভীম অগ্রাহ্য করেন। ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাই যে তাঁর ক্ষাত্রধর্ম। ঘটোৎকচ ভীমের প্রস্তাবে সম্মত। ভীমের পরিচয় তার কাছে তখনও অপ্রকাশিত। কিন্তু স্বেচ্ছায় ঘটোৎকচের অনুসরণে ভীমের আপত্তি আছে। তিনি জানিয়ে দেন—যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে জোর করে নিয়ে চলো। ঘটোৎকচের উক্তি—আমি কে জান? শুরু হয় ভীমের রসিকতা। তিনি বলেন—আমার পুত্র বলে জানি। ঘটোৎকচ রুষ্ট হয়। ভীম সান্ত্বনা দেন—রাগ করো না, ক্ষত্রিয়ের কাছে সকল প্রজাই পুত্রতুল্য। ঘটোৎকচ উপহাস করে—কাপুরুষের পথ ধরেছ তো! জবাব দেন ভীম—ভয় কাকে বলে জানিনা, তোমার কাছে শিখতে চাই। ঘটোৎকচ তৎক্ষণাৎ তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে বলে। ভীম বলেন—তাঁর ডান হাতখানাই তাঁর অস্ত্র। ঘটোৎকচ বলে—কথাটা একমাত্র তার পিতা ভীমসেনের পক্ষেই

শোভা পায়। ভীম রসিকতা করেন—তোমার পিতা কি ব্রহ্মা, না শিব, না কৃষ্ণ, না ইন্দ্র, না কার্তিক, না যম? ঘটোৎকচ বলে—আমার পিতা একাই সব। ভীমসেন একথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। গুরুনিন্দায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ঘটোৎকচ। একটা গাছ তুলে ভীমকে সে প্রহার করে। কিন্তু ভীম অবলীলায় তা সহ্য করেন। তখন পর্বতশৃঙ্গ তুলে নিয়ে ঘটোৎকচ আবার প্রহার করে। কিন্তু ভীমের উদ্বেগের কোন লক্ষণ নাই। তখন ঘটোৎকচ তাঁকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানায় এবং তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু ভীমের পরাক্রমে তাঁর বাহুবন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে ঘটোৎকচ মন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে মায়াপাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু সেই মায়াবন্ধনও ভীমের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন ঘটোৎকচ ভীমকে পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার আবেদন জানালে ভীম স্বেচ্ছায় তাকে অনুসরণ করেন। ব্রাহ্মণ সপরিবারে তাদের পিছু পিছু চলতে থাকেন। তারপর গৃহের কাছে এসে তাদের অপেক্ষা করতে বলে, ভিতরে গিয়ে মাকে জানায় তার মানুষ আনার কথা। মায়ের প্রশ্নের জবাবে ঘটোৎকচ জানায়—মানুষ সে এনেছে ঠিকই কিন্তু শক্তিমত্তায় সে অতিমানবীয়। হিড়িম্বা দেখতে চায় মানুষটিকে, আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে তিরস্কার করে। বলে—পাগল ছেলে! কাকে এনেছ? এ তো আমাদের দেবতা! বহুকাল পরে হিড়িম্বাকে দেখে ভীমসেনও বিস্মিত। মাতাপুত্রের ঘটনা তার ভালো লাগে নাই। কিন্তু হিড়িম্বা তাঁকে কানে কানে শুনিয়ে দেয় তার অভিসন্ধির কথা। নরমাংসভোজনের জন্যে মানুষ ধরে আনার আদেশ একটা ছল মাত্র। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মায়ের আদেশে ভীমের চরণে প্রণাম করে ঘটোৎকচ। পরিচয়ের অজ্ঞানতায় পূর্বকৃত আচরণের জন্যে সে অনুতপ্ত। ভীমসেন তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন। পুত্রকে পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। ভীমের আদেশে ব্রাহ্মণ কেশবদাসকে ঘটোৎকচ প্রণাম জানায়। ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্বাদ করেন। ব্রাহ্মণ বলেন—আজকের ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে তিনি সপরিবারে সর্বনাশের হাত হতে রক্ষা পেয়েছেন, অন্যদিকে ভীমসেন দীর্ঘকাল পর নবকলেবরে তাঁর পুত্র-কলত্র লাভ করেছেন। ভীম বলেন—এ সবই ব্রাহ্মণের কৃপা। তিনি তাঁকে পাণ্ডব আশ্রমে পদার্পণের অনুরোধ জানান। ব্রাহ্মণ সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বিদায় নেন। তারপর আশ্রমের প্রান্তদেশ পর্যন্ত সপরিবারে ভীম তাঁদের অনুগমন করেন। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

কাহিনীর উৎস

মধ্যমব্যায়োগ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত না বলে মহাভারতের পাত্রপাত্রী অবলম্বনে রচিত বলাই যুক্তিযুক্ত। কেননা এই নাটকে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে মহাভারতের কোন যোগ নাই। ভীম, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ—এরা নিঃসন্দেহে মহাভারতীয় চরিত্র। কিন্তু নাটকীয় বিষয়বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে নাট্যকারের কল্পিত। অরণ্যবাসের সময়ে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বা ও পুত্র ঘটোৎকচের মিলন দেখানোই এই নাটকের উদ্দেশ্য। মহাভারতের কোথাও এ ঘটনার উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ কেশবদাস, তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র—এরা সকলেই ভাসের কল্পিত চরিত্র। সংগৃহীত উপাখ্যানের সঙ্গে কল্পিত ঘটনার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চমৎকৃতি সৃষ্টি করা ভাসের এক অনবদ্য অবদান।

পঞ্চরাত্র নাটকে দ্রোণাচার্যের প্রতি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের অর্ধেক রাজত্ব সম্প্রদান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধ্যমব্যায়োগে ব্রাহ্মণ-পুত্রকে রক্ষার জন্যে ভীমের আত্মসমর্পণ, পিতাপুত্রের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখে ঘটোৎকচের সংগে ভীমের কথোপকথন এবং সবশেষে পুত্র ঘটোৎকচের কাছে পত্নী হিড়িম্বার মাধ্যমে ভীমসেনের পরিচয় উন্মোচন—মহাভারতের পটভূমিকায় এইসব কবিকল্পনার গ্রন্থনে নাটকটি নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

শ্রেণীবিচার

বাংলাভাষায় নাটক শব্দটি ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংস্কৃতভাষায় নাটক শব্দের অর্থ অনেকখানি সংকীর্ণ। সাধারণভাবে দৃশ্যকাব্য বলতে সংস্কৃত-ভাষায় রূপক-শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রূপকের দুটি ভেদ করা হয়েছে। যথা—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ঈহামৃগ, অংক, বীথি এবং প্রহসন। এগুলির মধ্যে ভাণ, ব্যায়োগ, অংক, বীথি এবং প্রহসন—এই পাঁচটি একাংক রূপক। মধ্যমব্যায়োগ ব্যায়োগ-জাতীয় রূপকের অন্তর্গত। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের রচয়িতা বিশ্বনাথ নাটকের সংগে তুলনায় ব্যায়োগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্শাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ ॥
একাংকশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃংগারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাংগিনো রসাঃ ॥

অর্থাৎ ব্যায়োগজাতীয় রূপকের উপাখ্যান ইতিহাস বা পুরাণ-প্রসিদ্ধ হবে, স্ত্রীচরিত্র থাকবে অল্প। মুখ, প্রতিমুখ এবং নির্বহণ—এই তিনটি মাত্র সন্ধি থাকবে। পুরুষচরিত্র হবে অনেক। অংক হবে একটি। যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখানো হবে। তবে সেই যুদ্ধ স্ত্রীঘটিত হবে না। ব্যায়োগের বৃত্তি হবে তিনটি—সাত্ত্বতী, আরভটী এবং ভারতী। নায়ক হবেন প্রখ্যাতবংশীয়, ধীরোদ্ধত এবং কোন রাজর্ষি অথবা স্বর্গীয় পুরুষ। হাস্য, শৃংগার এবং শান্তরস বাদ দিয়ে বাকী ছয়টি রসের যে কোন একটি হবে অংগী রস।

নাট্যকার ভাস নিজেই রূপকটির ব্যায়োগ আখ্যা দিয়েছেন। ব্যায়োগের সমস্ত লক্ষণই রূপকটির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

নামকরণ

মধ্যমব্যায়োগের নামকরণ খুবই সংগতিপূর্ণ। মধ্যমকে অবলম্বন করে রচিত যে ব্যায়োগ তার নামকরণ মধ্যমব্যায়োগ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মধ্যম-শব্দে মধ্যম-পাণ্ডব ভীম এবং দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমার দুইজনকেই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণরক্ষাই নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা। আবার মধ্যমপাণ্ডব ভীমই এই ব্যায়োগের মুখ্যচরিত্র। সুতরাং মধ্যমশব্দে ভীম অথবা ব্রাহ্মণকুমার যাকেই বুঝি না কেন সব দিক থেকেই নামকরণের সংগতি বহন করে। মধ্যম—এই শব্দটিও এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকীয় ঘটনার পরিণতিতে এই শব্দটির অসামান্য অবদান আছে। মধ্যম-শব্দের উল্লেখের দ্বারাই ভীমসেনকে

মঞ্চস্থ করা হয়েছে এবং কাহিনীর গতিপথ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে প্রসারিত করা হয়েছে।

ব্যায়োগ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংযোগ বা মিলন। মধ্যমের ব্যায়োগ যে রূপকের উপজীব্য বিষয় তার নামকরণ মধ্যমব্যায়োগ হওয়া অসংগত হতে পারে না। এই রূপকের ঘটনায় মধ্যমপাণ্ডব ভীম তাঁর পত্নী হিড়িম্বা এবং পুত্র ঘটোৎকচের সংগে মিলিত হয়েছেন, ঘটোৎকচের হাতে জীবন সমর্পণ করেছে ব্রাহ্মণের যে মধ্যম পুত্র সেও জীবন লাভ করে মিলিত হয়েছে তার পিতামাতা এবং ভাইয়েদের সংগে। কাজেই মধ্যম পাণ্ডব এবং মধ্যম ব্রাহ্মণকুমার উভয়েই নিজ নিজ পরিজনদের সংগে যুক্ত হয়েছেন। এদিক থেকেও রূপকের নামকরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

পিতা ও পুত্র

ভীম—মধ্যমব্যায়োগ-নাটকের মুখ্য চরিত্র ভীম। পঞ্চপাণ্ডবের তিনি মধ্যম। মধ্যম বা মধ্যমপাণ্ডব নামেই তিনি সর্মাধিক পরিচিত। পাণ্ডবেরা যুদ্ধপ্রিয়, বীরত্বের অজস্র কীর্তিতে তাঁরা মণ্ডিত। চরিত্রের এই কঠোরতার পাশাপাশি আছে আশ্রিতজনের প্রতি তাঁদের বাৎসল্য। যে ব্যক্তি শরণাগত তার জন্যে অকাতরে জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁদের কুণ্ঠা নেই। শক্তিমত্তায় একা ভীমই পঞ্চপাণ্ডবের সমান। বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণ কেশবদাস যখন শুনলেন অকুস্থলের কাছাকাছি পাণ্ডব-দের আশ্রমে অন্য ভাইয়েদের অবর্তমানে একা ভীম আছেন আশ্রমরক্ষার দায়িত্বে তখন তিনি আশান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি বলেছেন—ভীম আছেন মানেই তো পাণ্ডবেরা সকলেই আছেন। অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবের মিলিত শক্তি আর ভীমের একার শক্তি তুল্যমূল্য। ভীমের বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতিও নয়নমনোহর। প্রথম দর্শনেই ঘটোৎকচ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে লক্ষ্য করেছেন তাঁর সিংহের মতো তেজো-দৃপ্ত অবয়ব, তাঁর সুবর্ণপ্রতিম লম্বমান বাহু, প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটিদেশ, পদ্মের পাপড়ির মতো আয়ত এবং বিস্তৃত নয়ন।

রাক্ষসীর আহারের জন্যে সংগৃহীত ব্রাহ্মণকুমারের জীবনরক্ষার অভিপ্রায়ে ভীম আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর এই আত্মত্যাগের তুলনা নেই। ব্রাহ্মণ কেশব-দাস তাঁর শরণাগত। শরণাগতের জন্যে জীবন বিসর্জন তাঁর কুলধর্ম। বিনা দ্বিধায় ব্রাহ্মণকে তিনি বলেছেন—আপনার পুত্রকে গ্রহণ করুন, আমি যাব এই রাক্ষসের সংগে তার মায়ের ভোজ্য হয়ে।

ব্রাহ্মণের প্রতি ভীমসেনের অপরিসীম শ্রদ্ধা। গুরুতর অপরাধ করলেও ব্রাহ্মণ সর্ব অবস্থায় অবধ্য—একথা তিনি ঘটোৎকচকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণ সকলেরই পূজনীয়। তাই ব্রাহ্মণশরীরের সংগে তিনি নিজের ক্ষত্রিয়-শরীরের বিনিময় করতে চেয়েছেন। সবশেষে যখন তিনি স্ত্রীপুত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তখনও তিনি তাঁর সৌভাগ্যকে ব্রাহ্মণ কেশবদাসের অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। পুত্র ঘটোৎকচকে আদেশ করেছেন—ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম নিবেদন করতে। ব্রাহ্মণকে তিনি আতিথ্যগ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন এবং বিদায়লগ্নে পুত্রপরিবারসহ আশ্রমের দ্বারদেশ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের অনুগমন করেছেন। এ সমস্তই তাঁর ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাবিগলিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

ভীমসেনের পুত্রবৎসল হৃদয়ের অভিব্যক্তিও বড়ো সুন্দর। ঘটোৎকচকে যে মুহূর্তে তিনি নিজের পুত্র বলে জেনেছেন সেই মুহূর্তেই আত্মপরিচয় প্রচ্ছন্ন

রেখে পুত্রের সঙ্গে শুরু হয়েছে তাঁর যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। পুত্রের শৌর্যবীর্য তিনি উপভোগ করতে চান। তাই অনর্থক বিদ্রূপের আঘাতে তেজস্বী পুত্রকে তিনি উত্তেজিত করে তোলেন। পুত্রের হাতের প্রহার তিনি অবলীলাক্রমে সহ্য করেন। মল্লযুদ্ধে পুত্রের বাহুবন্ধন কিছুক্ষণ তিনি উপভোগ করেন। পুত্রের গুণপনায় পরম পরিতৃপ্তিতে-তাঁর পিতৃহৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পান দুর্যোধনের ভাবী পরাজয়।

পুত্রের সঙ্গে ভীমসেনের যে যুদ্ধলীলা তার মধ্যে তাঁর বীরত্বেরও অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। ভয় কাকে বলে তিনি জানেন না—একথার যথাযথ প্রমাণ তিনি রেখেছেন। নিজের হাতখানি ছাড়া অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই—একথাও তিনি তাঁর শক্তিমত্তার মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন। প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র বৃক্ষ উৎপাটন করে তাঁকে প্রহার করেছে, পর্বতশৃঙ্গ উত্তোলন করে তাঁর উপর নিক্ষেপ করেছে। এ সমস্তই তিনি নির্বিকারভাবে সহ্য করেছেন। সর্বোপরি বীরত্বের সংযম তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। ঘটোৎকচের আক্রমণ তিনি শুধু প্রতিহতই করেছেন, কখনও পাল্টা আক্রমণে পুত্রকে পর্যুদস্ত করেন নাই। মন্ত্রশক্তিতেও তিনি বলীয়ান। রাক্ষসীর মায়াশিক্ষা তাঁর কাছে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ঘটোৎকচ যথার্থই বলেছে—আকৃতিমাত্রেই তিনি মানুষ, শৌর্যবীর্যে তিনি অতিমানবীয়।

ভীমসেনের মাতৃভক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তিনি শোনেন মায়ের আদেশ পালনের জন্যে ঘটোৎকচ মধ্যম ব্রাহ্মণকে ধরেছে এবং মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা তার পক্ষে অসম্ভব তখন আপন মনেই তিনি বলে ওঠেন—"মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাঞ্চ দৈবতম্", মা কেবল মনুষ্যকুলেরই দেবতা নন, তিনি দেবতাদেরও দেবতা। ঘটোৎকচের মাতৃভক্তিকে তিনি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন।

ভীমসেনের পত্নীপ্রেমের চিত্রটি সুন্দর। বহুকাল পরে হিড়িম্বার সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি অরণ্যবাসের ক্লেশ বিস্মৃত হয়েছেন। সুযোগ্য পুত্ররত্ন লাভ করায় হিড়িম্বার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ঘটোৎকচ—মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ। রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত হওয়ায় তার আকৃতির কিছু রুক্ষতা আছে। মাথায় তার লম্বা চুল, চোখদুটি পিঙ্গলবর্ণের, বক্ষ আয়ত এবং উন্নত, বড়ো বড়ো সাদা দাঁত, লাঙলের মতো নাক, লম্বা হাত, গায়ের রং কালো, পীত পরিধান, সব মিলিয়ে যমের মতো ভয়ঙ্কর তার আকৃতি। কিন্তু মানবীয় মূল্যবোধের সচেতনতায় অন্তর তার পরিপূর্ণ। বজ্রহুঙ্কারে ব্রাহ্মণ কেশবদাসের গতি সে রুদ্ধ করেছে ঠিকই। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে সেই রাক্ষসোচিত নৃশংসতা নাই। ব্রাহ্মণ মন্তব্য করেছেন—"সবিমর্শা হ্যস্য বাণী।" উৎপীড়ন, অত্যাচার তার মানবিকতায় বাধে। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের পাত্র—একথা তার অজ্ঞাত নয়। তাই আত্মকৃত ব্রাহ্মণের উপদ্রবে হৃদয় তার ব্যথায় ভারাক্রান্ত।

ঘটোৎকচের চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তার অতুলনীয় মাতৃভক্তি। মায়ের আদেশের অমর্যাদা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তার জন্যে নারকীয় নরহত্যায়-লিপ্ত হতেও সে প্রস্তুত আছে। ব্রাহ্মণের শত অনুনয় উপেক্ষা করে মায়ের ভোজ্য হওয়ার জন্যে একটি মানুষের দাবীতে সে অবিচল। ভীমসেন যখন ব্রাহ্মণকুমারকে ছেড়ে দিতে বলছেন তখনও তার এক কথা—মায়ের আদেশ পালনের জন্যে যাকে ধরেছি স্বয়ং পিতৃদেব আদেশ দিলেও তাকে ছাড়ব না। তার এই মাতৃভক্তি ভীমসেনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ভীমসেন ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে

আত্মবিনিময় করেছেন। শক্তিপ্রয়োগে ঘটোৎকচ ভীমসেনকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে ভীমসেনকে সে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছে। না হলে তার মাতৃ-আদেশ যে লঙ্ঘিত হবে! মাতৃভক্তির এই পরাকাষ্ঠাই ঘটোৎকচের চরিত্রকে লোকচক্ষে অতিমহনীয় করে তুলেছে। অজ্ঞাতপরিচয় পিতৃদেবের প্রতি ঘটোৎকচের গভীর শ্রদ্ধা। মাতৃপরিচয়-প্রসঙ্গে গর্বভরে সে পিতৃপরিচয় উল্লেখ করেছে। ভীমকে পর্যুদস্ত করার জন্যে সে মরীয়া হয়ে ওঠে। নাটকের শেষ লগ্নে দেখি মায়ের কাছে চাক্ষুষ পিতৃপরিচয় পেয়ে কৃতকর্মের জন্যে ঘটোৎকচের অনুশোচনার শেষ নেই। পিতার কাছে বিনয়-নম্র ভাষায় সে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ঘটোৎকচ যথার্থই ক্ষত্রিয়গুণে ভূষিত। বায়ুদেবতার পৌত্র এবং ভীমসেনের পুত্র বলে অহংকার তার বীরত্বেরই অনুরূপ। কারো আদেশে বা ঔদ্ধত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্রাহ্মণকুমারকে সে ছেড়ে দেয় নি। বয়সের ব্যবধান উপেক্ষা করে ভীমসেনকে সে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছে এবং যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মন্ত্রশক্তি আয়ত্ত করার মতো মেধাও তার আছে। মায়ের কাছে এই বয়সেই সে মায়াপাশ রচনার মন্ত্র শিক্ষা করেছে। ভীমের সঙ্গে তার সদম্ভ উক্তি-প্রত্যুক্তি তার বীরোচিত সাহসিকতারই পরিচয় বহন করে।

এর পাশাপাশি ঘটোৎকচের মানবিকতাও লক্ষণীয়। যাকে হত্যার জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে সেই ব্রাহ্মণবালকের পিপাসাপ্রতিকারের শেষ আবেদন সে অগ্রাহ্য করে না। আবার ব্রাহ্মণবালকের ফিরে আসতে বিলম্ব দেখে ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করে তাকে ডেকে দেওয়ার জন্যে। তার এই অতিরাক্ষসীয় প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ রুষ্ট হলে ঘটোৎকচ নিজের ভুল বুঝতে পারে। তার স্বভাবসিদ্ধ অপরাধের জন্যে ব্রাহ্মণের কাছে সে ক্ষমা চায় (মর্ষয়তু ভবান্ মর্ষয়তু। অয়ং মে প্রকৃতিদোষঃ।)

ঘটোৎকচের আকৃতিতে রাক্ষসের সাদৃশ্য থাকলেও তার স্বভাবের মধ্যে কোথাও রাক্ষসোচিত বর্বরতা নেই—আছে ক্ষাত্রোচিত বীরত্ব, দম্ভ এবং সাহসিকতা। নাটকে তার যতো ভূমিকা দেখি তার সবটুকু তার মাতৃ-আদেশ পালনের তৎপরতায় পরিব্যাপ্ত। মাতৃ-আদেশ পালনের সৈনিক সে অন্যায় করেছে নিমিত্তমাত্র হয়ে, বিবেকের বিচারে অন্যায়কে সে কোথাও সমর্থন জানায়নি।

দর্শকের দৃষ্টিতে

মহাকবি ভাস সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর নাটকীয় ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল এবং সাবলীল, অথচ তার মধ্যে কাব্যগত সুষমা কোথাও ক্ষুন্ন হয় নি। ফলে তাঁর নাটকগুলি একদিকে যেমন সুখপাঠ্য অন্যদিকে তেমনি অভিনয়ের পক্ষে উপযোগী হয়েছে। মহাকবি কালিদাস অথবা মহামনীষী ভবভূতির নাটকের কাব্যগত উৎকর্ষ যত বেশীই হোক না কেন, অভিনয়ের উপযোগিতার বিচারে ভাসের নাটক তাদের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদার দাবী রাখে।

দ্বিতীয়তঃ আখ্যানরচনায় ভাসের দক্ষতা অসামান্য। নাটকের আখ্যান শরীরীর অঙ্গবিন্যাসের মতো। অঙ্গবিন্যাস যদি যথাযথ না হয় তবে রূপ-রস-গন্ধের সহস্র প্রলেপদানেও শরীরীর কদর্যতা ঢাকা দেওয়া যায় না। মধ্যমব্যায়োগের এক অঙ্কের স্বল্প পরিধির মধ্যেও ভাস আখ্যানরচনায় তাঁর প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীসত্তার পরিচয় রেখেছেন। মহাভারতের অরণ্যবাসের পটভূমিকায় কবি-

কল্পনার স্বচ্ছন্দ সংযোজনে ভীম,—ঘটোৎকচ,—হিড়িম্বার যে কাহিনী নাট্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা যেমনি সুন্দর তেমনি রসাবহ।

তৃতীয়তঃ চরিত্রচিত্রণে ভাসের নৈপুণ্য তুলনাহীন। মধ্যমব্যায়োগের গৌণ-মুখ্য প্রতিটি চরিত্রই সজীব এবং স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। ভীমসেনের ক্ষাত্রোচিত ধৈর্য এবং শক্তিমত্তা, পুত্রবাৎসল্য এবং আশ্রিতজনের প্রাণরক্ষায় আত্মনিবেদন, ঘটোৎকচের তারুণ্যদীপ্ত তেজস্বিতা এবং মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা মহাকবি ভাসের অনবদ্য সৃজনক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

চতুর্থতঃ বাৎসল্যরসের পরিবেশনে ভাস কতখানি সিদ্ধহস্ত মধ্যমব্যায়োগে তার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্র নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের মতো এই নাটকেও পিতাপুত্রের যে পারস্পরিক বীরত্বব্যঞ্জক সংলাপ এবং সেই সংলাপের মধ্য দিয়ে সে রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। পিতা পুত্রকে জেনে কৌতুক করছেন, পুত্র পিতাকে না জেনে বীরত্বের আস্ফালন দেখাচ্ছে। পিতাপুত্রের এই লুকোচুরি খেলায় পুত্রের বীরত্ব ও পিতার বাৎসল্যভাবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এ দৃশ্য বার বার উপভোগ করেও সামাজিকের মনে ক্লান্তির জড়তা আসতে পারে না।

সুবুদ্ধি চরণ গোস্বামী

সুভাষিতাবলী

১। সর্বত্র সদা চ নাম দ্বিজোত্তমাঃ পূজ্যতমাঃ পৃথিব্যাম্।
(পৃথিবীতে যাঁরা উত্তম ব্রাহ্মণ তাঁরা সর্বকালে এবং সর্বদেশে পূজ্যতম ব্যক্তি)।

২। নির্বেদপ্রত্যর্থিনী খলু প্রার্থনা।
(প্রার্থনাই হতাশার প্রতিকার)।

৩। জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কুলে লোকে পিতৃণাং চ সুসংপ্রিয়ঃ।
(জ্যেষ্ঠ যিনি তিনিই পৃথিবীতে কুলশ্রেষ্ঠ এবং পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র)।

৪। বন্ধুস্নেহাদ্ধি মহতঃ কায়স্নেহস্তু দুর্লভঃ।
(গভীর স্বজনপ্রীতির তুলনায় শরীরপ্রীতি নগণ্য)।

৫। মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাঞ্চ দৈবতম্।
(জননী-ই মনুষ্যকুলে দেবতা,—দেবতারও দেবতা)।

৬। রুষ্টোঽপি কুঞ্জরো বন্যো ন ব্যাঘ্রং ধর্ষয়েদ্বনে।
(বুনো হাতি যতই ক্রুদ্ধ হোক বনের মধ্যে বাঘ মারতে পারে না)।

৭। পুত্রাপেক্ষীণি খলু পিতৃহৃদয়ানি।
(পিতামাতার হৃদয় সন্তানেরই কামনা করে)।

কুশীলব

পুরুষ

১।	বৃদ্ধ	—	কেশবদাস নামক ব্রাহ্মণ।
২।	প্রথম	—	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
৩।	দ্বিতীয়	—	ঐ মধ্যম পুত্র।
৪।	তৃতীয়	—	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
৫।	ঘটোৎকচ	—	ভীমসেন ও হিড়িম্বার পুত্র।
৬।	ভীমসেন	—	কুন্তীপুত্র, দ্বিতীয় পাণ্ডব।
৭।	সূত্রধার	—	মঞ্চ-ব্যবস্থাপক।

স্ত্রী

১।	ব্রাহ্মণী	—	ব্রাহ্মণ কেশবদাসের পত্নী।
২।	হিড়িম্বা	—	ভীমসেনের রাক্ষসী পত্নী।

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ মধ্যমব্যায়োগ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

(নান্দী[১] শেষ হয়েছে, তারপর প্রবেশ করছেন সূত্রধার)

সূত্রধার—শ্রীহরির শ্রীচরণ আপনাদের রক্ষা করুন। সে চরণ অসুরবধূর হৃদয়ের যন্ত্রণা, সে চরণ নীলপদ্ম এবং খড়্গের ধারার মতো নীল। তিন ভুবনের[২] পরিমাপের সময় আকাশসমুদ্রে বৈদূর্যমণিমণ্ডিত সেতুর মতো চরণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ॥ ১ ॥

ভদ্রমহোদয়দের এইভাবে নিবেদন করি। আরে !! আমার নিবেদনের উদ্যোগের মুহূর্তে কি যেন শব্দের মতো শোনা যাচ্ছে না ? আচ্ছা, দেখছি।

(নেপথ্যে) বাবা ! ইনি কে গো ?

সূত্রধার—ও, বুঝেছি। যখন ভো-শব্দ উচ্চারণ করেছেন তখন নিঃসন্দেহে ইনি ব্রাহ্মণ। কোন এক পাপিষ্ঠ ভয়ের আশঙ্কা বিসর্জন দিয়ে তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে ॥ ২ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে) ও বাবা ! ইনি কে গো ?

সূত্রধার—আহা রে ! ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে। মধ্যমপাণ্ডবের সন্তান এই রাক্ষস। রাক্ষস তো নয়, যেন আগুন। হিড়িম্বা সেই আগুনের ইন্ধন। যারা কারো প্রতি শত্রুতা করে না সেই ব্রাহ্মণদের সে ভয় দেখাচ্ছে। আহা রে, কী কষ্ট !

এই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ, সঙ্গে আছে স্ত্রী এবং পুত্রেরা। পুত্রেরা বয়সে নবীন এবং শ্রান্ত। রাক্ষসটা এঁকে অনুসরণ করে চলেছে। বাঘ অনুসরণ করলে বেসামাল বাছুর এবং গাভীদের নিয়ে ষাঁড় যেমন ভয় পায় ইনিও তেমনি ভয় পেয়েছেন ॥ ৩ ॥

স্থাপনা[৩]

(তিন পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্মণের প্রবেশ, পিছনে ঘটোৎকচ)

ব্রাহ্মণী—ইনি কে গো ? নবীন সূর্যের আলোর মতো বিস্তৃত এর চুল, ভ্রূকুটির মাঝখানে উজ্জ্বল দুটি চোখ পিঙ্গলবর্ণ এবং বিস্তৃত। গলায় এর উপবীত। দেখতে ঠিক বিদ্যুৎ-পরিবৃত মেঘের মতো, প্রলয়কালীন মহাদেবের আকৃতির মতো ॥ ৪ ॥

প্রথম—ও বাবা ! ইনি কে ? একজোড়া গ্রহের মতো এর দুটি চোখ, বক্ষ উন্নত এবং প্রশান্ত, চুল সোনার মতো পিঙ্গলবর্ণ, পরেছে পীতবর্ণের সূক্ষ্ম বসন, গায়ের রং পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো, দাঁতগুলি সাদা এবং উঁচু। দেখাচ্ছে যেন চাঁদ-ঢাকা-দেওয়া নবীন মেঘ ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়—ইনি কে গো ? তরুণ হাতির মতো এর দাঁত, লাঙলের মতো এর নাক, বড় হাতির শুঁড়ের মতো এর হাত, নীল মেঘের মতো এর রং, ঘৃতাহুতি-দেওয়া আগুনের মতো এর তেজ। দেখাচ্ছে যেন ত্রিপুরনগর-বিনাশকারী মহাদেবের ভয়ঙ্কর ক্রোধ ॥ ৬ ॥

তৃতীয়—ও বাবা ! আমাদের জ্বালাতন করছে এই লোকটা কে ?

এ যেন মহা মহা পর্বতের মধ্যে বজ্রপাত, পাখিদের মধ্যে বাজপাখি,

পশুদের মধ্যে সিংহ। মৃত্যু যেন সাক্ষাৎ মানুষের মূর্তি ধারণ করেছে ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণী—আর্য ! আমাদের জ্বালিয়ে মারছে এই লোকটি কে ?

ঘটোৎকচ—ওহে ব্রাহ্মণ, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

তোমার স্ত্রী পুত্র সন্ত্রস্ত। তাদের রক্ষা করার সামর্থ্য তোমার নেই। আমার ভয়ে ধৈর্য এবং সাহস তোমার লোপ পেয়েছে। তবে পালাও কেন ? গরুড়ের৫ পাখার বাতাসে ভয়ংকর সাপের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হলে স্ত্রীকে সংগে নিয়ে সে যেমন বিপদে পড়ে তোমার অবস্থাও হয়েছে সেইরকম ॥ ৮ ॥

শোনো ব্রাহ্মণ, যেয়ো না, যেয়ো না।

বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণী ! ভয় পেয়ো না, ছেলেরা ভয় পেয়ো না। এর কথা শুনে মনে হচ্ছে এর বোধশক্তি আছে।

ঘটোৎকচ—আঃ, কী যন্ত্রণা ! আমি জানি পৃথিবীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁরা সর্বত্র এবং সকল সময়েই পূজ্যতম। তবু মায়ের আদেশ পালনের জন্যে সব শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে এই অকাজ আমাকে আজ করতে হবে ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণী, তোমার মনে পড়ছে কি,—জলক্লিন্ন মুনি বললেন—এই বনে রাক্ষসের অভাব নেই, সাবধানে যেয়ো। তা সেই বিপদ-ই এল।

ব্রাহ্মণী—আর্য ! এই অবস্থায় আপনাকে চুপচাপ দেখছি কেন৬ ?

বৃদ্ধ—আমার ভাগ্য মন্দ। কী করি বলো।

ব্রাহ্মণী—আসুন আমরা চেঁচাই।

প্রথম—কার আশায় চেঁচাব মা ?

এই অরণ্য জনশূন্য, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো সারি সারি পাহাড়ে সমস্ত দিক আচ্ছাদিত। এর মধ্যে আছে কেবল পাখি আর পশু। যাঁরা মনস্বী৭ ব্যক্তি তাঁরা এই রকম স্থানেই বাস করতে চান ॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণী, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। মনস্বী ব্যক্তিরা বাস করতে চান শুনে আমার ভয় কেটে যাচ্ছে। আমার অনুমান—পাণ্ডবদের আশ্রম বেশী দূরে হবে না।

পাণ্ডবেরা যুদ্ধপ্রিয়, শরণাগতের প্রতি তাঁরা দয়াপরবশ, দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁদের পক্ষপাতিত্ব আছে, তাঁদের বীরত্বের কীর্তি বিশ্রুত। এইরকম ভয়াবহ যাদের আকৃতি এবং আচরণ তাদের এখানে উপযুক্ত শাস্তি দিতে তারা সমর্থ ॥ ১১ ॥

প্রথম—বাবা ! আমি যতদূর জানি—পাণ্ডবেরা এখানে নেই।

বৃদ্ধ—তুমি কেমন করে জানলে ?

প্রথম—তাঁরা শতকুম্ভ নামক যজ্ঞ করতে মহর্ষি ধৌম্যের৮ আশ্রমে গেছেন। কথাটা আমি সেখান থেকে ফিরেছেন এমন একজন ব্রাহ্মণের কাছে শুনেছি।

বৃদ্ধ—হায় ! তাহলে মারা পড়লাম।

প্রথম—না বাবা, সবাই যান নাই। আশ্রমরক্ষার জন্যে মধ্যমপাণ্ডব এখানে রয়ে গেছেন।

বৃদ্ধ—যদি তাই হয় তাহলে তো পাণ্ডবদের সবাই আছেন বলতে হবে।

প্রথম—শুনেছি, এই সময় তিনি ব্যায়ামচর্চার জন্যে দূরে থাকেন।

বৃদ্ধ—হায়, আমার আশা ব্যর্থ হল। যাকগে, এর কাছে অনুনয় করে দেখি।

প্রথম—ও পরিশ্রমে লাভ হবে না বাবা।

বৃদ্ধ—দেখো বাছা, আশা যেখানে শূন্য প্রার্থনাই সেখানে প্রতীকার। দেখা যাক্, ও মশাই, আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে কি?

ঘটোৎকচ—হবে—একটি শর্তে।

বৃদ্ধ—কী শর্ত?

ঘটোৎকচ—আমার মা আছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন—খোকা! এই অরণ্যে আমার উপবাস ভাঙ্‌বার জন্যে একটি মানুষ ধরে নিয়ে এসো। তারপরই আমি তোমাদের পেয়েছি।
সাধ্বী ভার্যা এবং দুইটি পুত্রকে নিয়ে নিজেকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে গুণাগুণ বিচার করে একটি পুত্র সমর্পণ করো ॥১২॥

বৃদ্ধ—বটেরে হতভাগা রাক্ষস! আমি কি ইতর ব্রাহ্মণ?
শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে সচ্চরিত্র গুণবান পুত্রকে নরখাদকের হাতে তুলে দিয়ে কেমন করে আমি শান্তি পাব? ॥১৩॥

ঘটোৎকচ—শোনো উত্তম ব্রাহ্মণ, আমার প্রার্থিত একটি পুত্রকে যদি না দাও তবে অচিরেই সপরিবারে বিনষ্ট হবে ॥ ১৪ ॥

বৃদ্ধ—এই তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা।
বেশ, আমার শরীর কৃতকৃত্য এবং বার্ধক্যে জর্জরিত। পুত্রকে বাঁচানোর জন্যে শাস্ত্রীয় আচারে পরিমার্জিত আমার এই শরীর আমি রাক্ষসরূপী অগ্নিতে আহুতি দেব ॥১৫॥

ব্রাহ্মণী—প্রভু, এমন কাজ করবেন না। পতিব্রতা নারীর পতিই একমাত্র ধর্ম। আমার শরীরের পুরস্কার আমি পেয়ে গেছি। এই শরীরের বিনিময়ে আমি বংশ এবং আপনাকে রক্ষা করতে চাই।

ঘটোৎকচ—দেবী! স্ত্রীলোক আমার জননীর পছন্দ নয়।

বৃদ্ধ—আমি আপনাকে অনুসরণ করছি।

ঘটোৎকচ—আঃ, তুমি বৃদ্ধ, সরে যাও।

প্রথম—শোনো বাবা, আমি কিছু বলছি।

বৃদ্ধ—তাড়াতাড়ি বলো, তাড়াতাড়ি বলো।

প্রথম—আমার প্রাণ দিয়ে আমি গুরুজনদের প্রাণ রক্ষা করতে চাই। এই পরিবারের রক্ষার জন্যে আমাকে আপনি ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি করুন ॥১৬॥

দ্বিতীয়—না, আর্য, না। জ্যেষ্ঠ যিনি তিনিই পৃথিবীতে কুলশ্রেষ্ঠ। পিতামাতার কাছেও তিনি অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং জ্যেষ্ঠের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করে আমি চলে যাচ্ছি ॥১৭॥

তৃতীয়—না আর্য, আপনারা নয়। ব্রহ্মবাদীরা[৯] বলেন—বড়ো ভাই পিতৃতুল্য। সুতরাং গুরুজনের প্রাণরক্ষা করা আমারই কর্তব্য ॥১৮॥

প্রথম—না ভাই না। পিতা বিপদগ্রস্ত হলে জ্যেষ্ঠপুত্রই তাঁকে উদ্ধার করেন। অতএব গুরুজনের প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে আমিই যাচ্ছি ॥১৯॥

বৃদ্ধ—জ্যেষ্ঠ আমার প্রিয়তম, তাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

ব্রাহ্মণী—আপনি যেমন জ্যেষ্ঠকে চান আমিও তেমনি কনিষ্ঠকে চাই।

দ্বিতীয়—পিতামাতা যাকে চান না কে তার প্রতি প্রসন্ন হবে?

ঘটোৎকচ—আমি প্রসন্ন হয়েছি। তাড়াতাড়ি এসো।

দ্বিতীয়—আমি ধন্য হয়েছি। কেননা গুরুজনদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে আমার প্রাণের বিনিময়ে। আত্মীয়দের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা তার তুলনায় শরীরের প্রতি ভালোবাসা নগণ্য ॥২০॥

ঘটোৎকচ—কুটুম্বদের প্রতি এই ব্রাহ্মণ বালকের ভালোবাসা কী মধুর!

দ্বিতীয়—বাবা, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বৃদ্ধ—এসো বাছা! তুমি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিজের প্রাণের বিনিময়ে তুমি গুরুজনদের প্রাণ রক্ষা করেছ। এর জন্যে তুমি ব্রহ্মলোক লাভ করো। যাদের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তারা ব্রহ্মলোক লাভ করতে পারে না ॥২১॥

দ্বিতীয়—অনুগৃহীত হয়েছি। মা, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণী—চিরজীবী হও বাছা।

দ্বিতীয়—অনুগৃহীত হয়েছি। দাদা, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

প্রথম—এসো ভাই। আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করো। তুমি অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত। তোমার কীর্তিতে বসুন্ধরা ভূষিত হবে ॥২২॥

দ্বিতীয়—অনুগৃহীত হয়েছি।

তৃতীয়—দাদা, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয়—তোমার কল্যাণ হোক।

তৃতীয়—অনুগৃহীত হয়েছি।

দ্বিতীয়—ও মশায়! আমি কিছু বলতে চাই।

ঘটোৎকচ—তাড়াতাড়ি বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন।

দ্বিতীয়—এই বনের মধ্যে জলাশয় রয়েছে মনে হচ্ছে। পরলোকে যাওয়ার কালে সেখানে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে আসি।

ঘটোৎকচ—তোমার সংকল্প দেখছি অবিচল। আচ্ছা যাও। মায়ের খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি এসো।

দ্বিতীয়—বাবা, এই আমি যাচ্ছি। [নিষ্ক্রান্ত]

বৃদ্ধ—হায়, হায়! আমার সর্বকিছু লুটে নিল গো, আমার সর্বকিছু লুটে নিল।

আমার পর্বতপ্রতিম বংশের তিনটি মনোরম শৃঙ্গ ছিল। মধ্যম শৃঙ্গটি ভেঙে গেল, কি দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে গেল আমার মনে ॥২৩॥

হায় পুত্র! তুমি কোথায় চলে গেলে!

তুমি তরুণ, তারুণ্যেরই অনুরূপ তোমার কান্তি। শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুষ্ঠান এবং অধ্যয়নের প্রতি তোমার অভিনিবেশ। প্রকাণ্ড হাতির দাঁতের আঘাতে পুষ্পিত তরুর মতো কেমন করে তুমি বিলীন হয়ে গেলে! ॥২৪॥

ঘটোৎকচ—ব্রাহ্মণবালক বড্ড দেরি করছে। মায়ের খাওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে। কী করি! আচ্ছা, দেখা যাক। ওহে ব্রাহ্মণ! তোমার ছেলেকে ডাক দাও।

বৃদ্ধ—তোমার কথাবার্তা রাক্ষসেরও অধম।

ঘটোৎকচ—রাগ কেন করছেন? ক্ষমা করে দিন। এটা আমার স্বভাবের দোষ। কী নাম আপনার ছেলের?

বৃদ্ধ—এটাও আমি শুনতে পারছি না।

ঘটোৎকচ—ঠিক কথা। ওহে ব্রাহ্মণকুমার! তোমার ভাই-এর নাম কী?

প্রথম—তপস্বী মধ্যম।

ঘটোৎকচ—মধ্যম কথাটা এর উপযুক্ত হয়েছে। আমিই ডাক দিচ্ছি। ওহে মধ্যম,মধ্যম! তাড়াতাড়ি এসো।

(ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীমসেন—কার এই কণ্ঠস্বর? এই বন শত শত পাখির কাকলিতে মুখরিত। এখানে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি। একে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। এখানে উচ্চকণ্ঠে কে চিৎকার করে? এই কণ্ঠ আমার মনে উৎকণ্ঠার সঞ্চার করছে। অর্জুনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এই কণ্ঠের অনেক মিল আছে ॥২৫॥

ঘটোৎকচ—ব্রাহ্মণবালক অনেক দেরি করেছে। মায়ের খাওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে। কী করি! ঠিক আছে, দেখছি। জোরে জোরে ডাকি। ওহে মধ্যম, তাড়াতাড়ি এসো।

ভীম—আঃ, এই বনের মধ্যে আমার ব্যায়ামচর্চার ব্যাঘাত ঘটিয়ে কে আমাকে মধ্যম বলে ডাকছে? ঠিক আছে, দেখা যাক।

(ঘুরে দেখে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে)

আরে, কী সুন্দর দেখতে এই লোকটি!

সিংহের মতো এর মুখ, সিংহের মতো দাঁত, সুরার মতো উজ্জ্বল চোখ, কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর, ভ্রূ পিঙ্গল, বাজপাখির মতো নাক, হাতির মতো গণ্ড, চুলগুলি বিক্ষিপ্ত এবং উজ্জ্বল, বক্ষ প্রশস্ত, মধ্যভাগ বজ্রের মতো, গতি গজেন্দ্রের মতো, স্কন্ধ উন্নত এবং বাহু দীর্ঘ। পরিষ্কার বোঝা যায় অত্যন্ত বলশালী এই ব্যক্তি কোন বিখ্যাত বীর-পুরুষের রাক্ষসীগর্ভজাত সন্তান ॥২৬॥

ঘটোৎকচ—ব্রাহ্মণবালক দেরি করছে। জোরে জোরে ডাকি। ওহে মধ্যম, তাড়াতাড়ি এসো।

ভীম—ওহে, এসে তো গেছি।

ঘটোৎকচ—এতো ব্রাহ্মণবালক নয়। বাঃ লোকটি দেখতে খুব সুন্দর তো! সিংহের মতো এঁর আকৃতি, সোনার তালগাছের মতো হাত, কোমর সরু, গরুড়ের পাখার১০ মতো সম্বদ্ধ পার্শ্বভাগ, ফোটা পদ্মের পাপড়ির চোখ, দেখে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আমার চোখে মনে হচ্ছে ইনি যেন আমারই কোনো আত্মীয় এসেছেন ॥২৭॥

ওহে মধ্যম! তোমাকেই আমি ডাকছি।

ভীম—সেইজন্যেই আমি এসেছি।

ঘটোৎকচ—তুমিও কি মধ্যম?

ভীম—আমি ছাড়া আর নাই।

যাদের বধ করা দুঃসাধ্য তাদের আমি মধ্যম।১১ যারা শক্তিমান তাদের আমি মধ্যম। শুনুন মশাই, পৃথিবীতে আমিই মধ্যম, ভাই-এর মধ্যেও আমি মধ্যম ॥২৮॥

ঘটোৎকচ—হতে পারে।

ভীম—আরও শুনুন—

পঞ্চভূতের আমিই মধ্যম,১২ রাজকুলে আমি মধ্যম, পৃথিবীতে আমি মধ্যম, মধ্যম আমি সকল কাজে ॥২৯॥

বৃদ্ধ—'মধ্যম' এই কথা বলায় নিশ্চয় ইনিই হচ্ছেন মধ্যম পাণ্ডব। যমরাজের দর্পের মতো আবির্ভূত হয়ে আমাদের মস্ত করার জন্যে এখানে এসেছেন ॥৩০॥

(প্রবেশ করে)

মধ্যম—এই পদ্মসরোবরে আচমন করে নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে পদ্মপাতার মতো স্বচ্ছ জল দান করেছি। পরলোকে এই জল দুর্লভ ॥৩১॥
(কাছে এসে) ও মশাই এসে গেছি।

ঘটোৎকচ—এইতো মধ্যম এসেছে। ওহে মধ্যম, এদিকে এসো।

বৃদ্ধ—(ভীমসেনের কাছে গিয়ে) ওহে মধ্যম! ব্রাহ্মণকুল রক্ষা করুন।

ভীম—ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। আমি মধ্যম আপনাদের অভিবাদন করছি।

বৃদ্ধ—বায়ুর মতো দীর্ঘজীবী হও।

ভীম—অনুগৃহীত হয়েছি। আপনার ভয়ের কারণ কী?

বৃদ্ধ—শোনো বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, নাম কেশবদাস। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির পূর্বে যেখানে বাস করতেন সেই কুরুদেশে যূপগ্রামে আমি বাস করি। আমি মাঠরগোত্রীয় এবং কল্পশাখার পুরোহিত। উত্তর দেশে উদ্যামক গ্রাম-নিবাসী কৌশিকগোত্রীয় যজ্ঞবন্ধু নামে আমার মামা আছেন। তাঁর ছেলের উপনয়ন উপলক্ষ্যে সপরিবারে সেখানে গিয়েছিলাম।

ভীম—আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক, তারপর, তারপর?

বৃদ্ধ—তারপর এই দেখো, যার সজল মেঘের মতো শরীর, পদ্মের পাতার মতো বিস্তৃত চোখ, পশুরাজের মতো বিলাসী গমন, দাঁত উগ্র, দুনিয়ার কোনো কিছুতেই ভয় নেই সেই এই রাক্ষস তোমাদের সামনের পুত্রপরিবার সমেত আমাকে হত্যার জন্যে উদ্যত হয়েছে ॥৩২॥

ভীম—এই ব্যাপার। এই লোকটা ব্রাহ্মণের যাত্রাবিঘ্ন করেছে। আচ্ছা, এর শাস্তি দিচ্ছি। ওহে ছোকরা, থামো থামো।

ঘটোৎকচ—এই আমি থেমেছি।

ভীম—কী কারণে ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছ?
পুত্ররূপী নক্ষত্রে পরিবৃত এবং পত্নীর দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল এই ব্রাহ্মণ-রূপী চন্দ্রের সম্মুখে রাহুর মতো আবির্ভাব।

ঘটোৎকচ—ঠিকই বলেছ, রাহুর মতো ॥৩৩॥

ভীম—আ! স্ত্রীপুত্রপরিবৃত এই ব্রাহ্মণ সমস্ত কাজ সমাধা করেছেন। উত্তম-ব্রাহ্মণ সর্ব অপরাধে অবধ্য। সুতরাং এঁকে ছেড়ে দাও ॥ ৩৪ ॥

ঘটোৎকচ—ছাড়া হবে না।

ভীম—(স্বগত) আরে! এ কার সন্তান?
আমার সমস্ত ভাই-এর গুণাবলী হরণ করেছে—এ কে? এর বালকোচিত শৌর্য দেখে আমার সুভদ্রার ছেলের কথা মনে হচ্ছে ॥৩৫॥
(প্রকাশ্যে) ওহে ছোকরা, ছেড়ে দাও।

ঘটোৎকচ—ছাড়া হবে না। স্বয়ং আমার বাবা যদি জোর দিয়ে বলেন—ছেড়ে দাও তাহলেও একে ছাড়া হবে না। কেননা মায়ের আদেশে একে ধরা হয়েছে ॥ ৩৬ ॥

ভীম—(স্বগত) 'মায়ের আদেশে'—একথা কেমন করে বলে? বাঃ, গুরুজনের প্রতি এই ছোকরা তো দেখি ভক্তিমান!

মা মানুষের এবং দেবতাদেরও দেবতা। মায়ের আদেশ অনুসরণ করেই আমরা এই অবস্থায় উপনীত হয়েছি ॥ ৩৭ ॥

(প্রকাশ্যে) ওহে ছোকরা! আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

ঘটোৎকচ—বলো, বলো, তাড়াতাড়ি বলো।

ভীম—তোমার মায়ের নাম কী?

ঘটোৎকচ—শোনো, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী। আকাশ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে পতিরূপে পেয়েছে সেই মহামায়াও তেমনি কৌরবকুলের প্রদীপস্বরূপ মহাত্মা পাণ্ডবকে পতিরূপে লাভ করেছেন ॥ ৩৮ ॥

ভীম—(আনন্দের সঙ্গে স্বগত) তাহলে এটি হিড়িম্বার ছেলে। গর্ব এর পক্ষে শোভন।

এর আকৃতি, সাহসিকতা এবং শক্তি অনেকখানি বাবা-কাকাদের মতো। কিন্তু প্রজাদের প্রতি এর মনটি অকরুণ হল কেন? ॥৩৯॥

(প্রকাশ্যে) ওহে ছোকরা! ছেড়ে দাও।

ঘটোৎকচ—ছাড়া হবে না।

ভীম—ওহে ব্রাহ্মণ! আপনার পুত্রকে গ্রহণ করুন। আমি এর সঙ্গে যাচ্ছি।

দ্বিতীয়—না, না, আপনি ওরকম করবেন না। গুরুজনদের প্রাণ রক্ষার জন্যে আমি আগেই আমার প্রাণ উৎসর্গ করেছি। আপনি যুবা পুরুষ। আপনার রূপ আছে, গুণ আছে ॥ ৪০ ॥

আপনি ভূতলে জীবিত থাকুন।

ভীম—মহাশয়! ওরকম বলবেন না। আমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মেছি। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পূজনীয়। অতএব আমার শরীরের সঙ্গে আমি ব্রাহ্মণের শরীরের বিনিময় করতে চাই।

ঘটোৎকচ—এই লোক তাহলে ক্ষত্রিয়। তাই এর দর্প। যাকগে এটাকেই ধরে নিয়ে যাই। এখন কে একে রক্ষা করছ?

ভীম—আমি।

ঘটোৎকচ—তুমি?

ভীম—হ্যাঁ।

ঘটোৎকচ—তাহলে তুমিই এসো।

ভীম—এইরকম অত্যধিক দম্ভ এবং সাহস যারা দেখায় তাদের আমি অনুগমন করি না। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে জোর করে আমাকে নিয়ে চলো।

ঘটোৎকচ—আমি কে জান?

ভীম—আমার পুত্র বলে জানি।

ঘটোৎকচ—কী রকম কী রকম? কেমন করে আমি তোমার পুত্র হলাম?

ভীম—রাগ করছ কেন? শান্ত হও। ক্ষত্রিয়রা প্রজাকেই পুত্র সম্বোধন করে। সেই কারণেই আমি ওরকম বলেছি।

ঘটোৎকচ—ভীরু লোকের অস্ত্র ধরেছ তো!

ভীম—আমি সত্যের নামে শপথ করে বলছি ভয় কাকে বলে জানি না। তোমার কাছে শিখতে চাই। ওটা কী রকম জিনিস বুঝিয়ে দাও। তার ভালো-মন্দ জানার পর আমার উপযুক্ত হলে গ্রহণ করব ॥৪১॥

ঘটোৎকচ—এই আমি তোমাকে ভয় শিক্ষা দিচ্ছি। অস্ত্র ধারণ করো।

ভীম—অস্ত্রের কথা বলছ? ধারণ করা হয়েছে।

ঘটোৎকচ—কী রকম?

ভীম—শত্রুনিধনে তৎপর সোনার থামের মতো এই ডান হাতই আমার সহজাত অস্ত্র ॥৪২॥

ঘটোৎকচ—আমার পিতৃদেব ভীমসেনের মুখেই ওকথা মানায়।

ভীম—আচ্ছা, আচ্ছা। কে সেই ভীম? প্রজাপতি, শিব, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, কার্তিক, যম—বলো এদের মধ্যে কার মতো তোমার বাবা? ॥৪৩॥

ঘটোৎকচ—সকলের মতো।

ভীম—ধিক্, মিথ্যা কথা।

ঘটোৎকচ—কী, কী বললে? মিথ্যা কথা? আমার গুরুকে অপমান? আচ্ছা, এই বড়ো গাছটা তুলে প্রহার করি। (তুলে প্রহার করে) আরে, এটা দিয়ে শেষ করা গেল না! কী করি! আচ্ছা দেখছি।
এই পর্বতের চূড়া তুলে নিয়ে প্রহার করি। আমার নিক্ষিপ্ত পর্বতশিখর এর প্রাণ সংহার করবে।

ভীম—বুনো হাতি ক্রুদ্ধ হলেও বনের মধ্যে বাঘ মারতে পারে না ॥৪৪॥

ঘটোৎকচ—(প্রহার করে) আরে, এটা দিয়েও একে সাবাড় করা গেল না! আর কী করি! আচ্ছা দেখছি।
আমি ভীমসেনের পুত্র এবং পবনের পৌত্র। এখন ভালোভাবে তৈরি হও। মল্লযুদ্ধে আমার সমকক্ষ নেই ॥৪৫॥
(এই বলে দুজনে মল্লযুদ্ধ করতে থাকে)

ঘটোৎকচ—(ভীমসেনকে বেঁধে) শক্ত বাঁধনে হাতির মতো তুমি আমার দুই হাতের বন্ধনে আবদ্ধ। আমার হাতের জোর ছাড়িয়ে কেমন করে পালাবে এখন?

ভীম—(স্বগত) কেমন করে এর কাছে আমি বাঁধা পড়ে গেছি। ওহে সুযোধন! তোমার শত্রুপক্ষের শক্তি বাড়ছে। আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও।
(প্রকাশ্যে) ওহে ছোকরা! সাবধান হয়ে যাও।

ঘটোৎকচ—সাবধান হয়ে আছি।

ভীম—(যুদ্ধবন্ধন অপসারিত করে) ওহে বীর! শক্তির দম্ভ পরিহার করো। তোমার সামর্থ্য বোঝা গেছে। মল্লযুদ্ধে আমার ক্লান্তি আসে না ॥৪৬॥

ঘটোৎকচ—আরে, এটা দিয়েও শেষ করা গেল না। কী আর করা যায়। আচ্ছা দেখছি মায়ের কৃপায় আমি মায়াপাশ লাভ করেছি। তাই দিয়ে বেঁধে একে নিয়ে যাই। জল আছে কোথায়? ওহে পর্বত! জল দাও। আরে! জল ঝরছে। (আচমন করে মন্ত্র জপ করতে লাগল) দেখো ভদ্রলোক! মায়াপাশে আবদ্ধ হওয়ার পর অবশ হয়ে তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। উৎসবে রজ্জুবদ্ধ ইন্দ্রধ্বজের মতো হবে তোমার অবস্থা[১৩] ॥৪৭॥
(এই বলে মায়াপাশে বদ্ধ করে)

ভীম—আরে সত্যই আমি মায়াপাশে আবদ্ধ হয়েছি। এখন কী করি? আচ্ছা, দেখা যাক। মহাদেবের অনুগ্রহে মায়াপাশ ছিন্ন করার মন্ত্র আমার জানা আছে। সেই মন্ত্র জপ করি। জল কোথায়? ওহে ব্রাহ্মণকুমার! কমণ্ডলুর জল নিয়ে এসো।

বৃদ্ধ—এই নিন জল।
(ভীম জল নিয়ে আচমন করে মন্ত্র জপ করে এবং মায়াপাশ ছিন্ন করে)

ঘটোৎকচ—আরে, আরে! পাশ যে ছিন্ন হয়ে গেল। এখন কী করি! আচ্ছা, দেখছি। ও মশাই, তোমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করো।

ভীম—প্রতিশ্রুতির কথা বলছ! এই আমি স্মরণ করেছি। আগে আগে চলো।

(দুইজনে চলতে থাকে)

বৃদ্ধ—পুত্রগণ! কী করি? ভীম যে এখন চলে যাচ্ছে।

ভয়ঙ্কর আকৃতিধারী এবং দৃপ্ত বাহুবল ও শৌর্যের অধিকারী এই জ্বলন্ত রাক্ষসকে পর্যুদস্ত করে ধীরগতিতে অবলীলাক্রমে চলেছে ভীম, যেমন করে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলে চলে যায় ষাঁড় ॥৪৮॥

ঘটোৎকচ—এখানে দাঁড়াও। তোমার উপস্থিতি মায়ের কাছে নিবেদন করি।

ভীম—ঠিক আছে, যাও।

ঘটোৎকচ—(কাছে গিয়ে) মা! এই আমি অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনার ভোজনের জন্যে আপনারি বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত মানুষ এনেছি।

হিড়িম্বা—(প্রবেশ করে) চিরজীবী হও বাছা!

ঘটোৎকচ—অনুগৃহীত হয়েছি।

হিড়িম্বা—কী রকম মানুষ এনেছ বাছা?

ঘটোৎকচ—দেবী! মানুষ সে আকৃতিতেই, শৌর্যবীর্যে নয়।

হিড়িম্বা—ব্রাহ্মণ নাকি?

ঘটোৎকচ—ব্রাহ্মণ নয়।

হিড়িম্বা—তবে কি বৃদ্ধ?

ঘটোৎকচ—বৃদ্ধ নয়।

হিড়িম্বা—শিশু?

ঘটোৎকচ—শিশু নয়।

হিড়িম্বা—যদি তাই হয়, তবে দেখি তাকে।

(দুইজনে পরিক্রম করে)

হিড়িম্বা—এই মানুষকে এনেছ?

ঘটোৎকচ—মা! ইনি কে?

হিড়িম্বা—পাগল ছেলে! ইনি আমাদের দেবতা।

ঘটোৎকচ—আঃ, কার দেবতা?

হিড়িম্বা—তোমারও দেবতা, আমারও দেবতা।

ঘটোৎকচ—প্রমাণ কী আছে?

হিড়িম্বা—এই তো প্রমাণ। আর্যপুত্রের জয় হোক।

ভীম—(দেখে) এ কে? আরে, দেবী হিড়িম্বা যে!

রাজ্য হারিয়ে গভীর বনে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। অয়ি করুণাময়ী দেবী! আমাদের দুঃখ তুমি মোচন করে দিলে ॥৪৯॥

হিড়িম্বা! এটা কী রকম হল?

হিড়িম্বা—(কানে কানে) আর্যপুত্র! এটা এইরকম।

ভীম—জাতিতেই তুমি রাক্ষসী, আচরণে নয়।

হিড়িম্বা—পাগল ছেলে! পিতাকে অভিবাদন করো।

ঘটোৎকচ—পিতা! আমার অজ্ঞানতাবশতঃ আগে আপনাকে অভিবাদন করি নি। পুত্রের এই অপরাধ মার্জনা করুন।. আমি ঘটোৎকচ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রারণ্যের দাবানল আমি, আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি পুত্রের চপলতা মার্জনা করুন ॥৫০॥

ভীম—এসো বৎস এসো। ব্যতিক্রম যা করেছ তার ক্ষমা হয়েই গেছে। (আলিঙ্গন করে) এই সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রারণ্যের দাবানল। পিতামাতার হৃদয় পুত্রেরই আকাঙ্ক্ষা করে বৎস! অত্যন্ত বলবান ও তেজস্বী হও।

ঘটোৎকচ—অনুগৃহীত হয়েছি।

বৃদ্ধ—এটি তাহলে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ।

ভীম—বৎস! পূজনীয় কেশবদাসকে অভিবাদন করো।

ঘটোৎকচ—মহাশয় অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বৃদ্ধ—পিতার মতো গুণবান এবং কীর্তিমান হও।

ঘটোৎকচ—অনুগৃহীত হয়েছি।

ওহে ভীম! তুমি আমাদের বংশ রক্ষা করেছে, নিজের বংশও উদ্ধার করেছ। আমরা এখন চলি।

ভীম—এ সমস্ত মঙ্গলই হয়েছে আপনার অনুগ্রহে। আমাদের আশ্রম কাছেই রয়েছে। সেখানে বিশ্রাম করে চলুন ॥৫১॥

বৃদ্ধ—জীবন দান করেছ, তাতেই আতিথ্য রক্ষা হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা এখন চলি।

ভীম—সপরিবারে চলে যান, আবার যেন দেখা হয়।

বৃদ্ধ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, উত্তম প্রস্তাব। (পুত্রপরিবার সহ কেশবদাসের প্রস্থান)

ভীম—হিড়িম্বা! এদিকে এসো। বৎস ঘটোৎকচ! এদিকে এসো। আশ্রমের প্রবেশ-পথ পর্যন্তই আমরা পূজনীয় কেশবদাসের অনুগমন করি।

নদীকুলের অধিষ্ঠাতা যেমন সমুদ্র, আহুতির অধিষ্ঠাতা যেমন অনল, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যেমন মন, আমাদের অধিষ্ঠাতা তেমনি ভগবান বিষ্ণু ॥৫২॥

[সকলের প্রস্থান]

'মধ্যমব্যায়োগ' নাটক সমাপ্ত

প্রসঙ্গ-কথা

১. **নান্দী**—পূর্বরঙ্গের প্রধান অঙ্গ নান্দী কুশীলবদের অনুষ্ঠান। সেটি শেষ হওয়ার পরই প্রকৃত নাটকের আরম্ভ। অতএব ভাসের নাটকে নান্দীর উল্লেখ নাই। সূত্রধার যে শ্লোক প্রথমে পাঠ করছেন সেটি তাঁর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক।

২. **ত্রিভুবনক্রমণ**—দৈত্যরাজ বলিকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে ভগবান বিষ্ণু তিনটি চরণ প্রসারিত করে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন।

৩. **স্থাপনা**—অপর নাম প্রস্তাবনা বা আমুখ। অন্যান্য নাট্যকারের রচনায় প্রস্তাবনা-অংশে নাটক ও নাট্যকারের নামের উল্লেখ থাকে। ভাসের নাটকে সেরকম কোন উল্লেখ নাই।

৪. **ত্রিপুর-পুর-পুর-নিহন্তা**—মহাদেব। তারকাসুরের তিন পুত্র—তারকাক্ষ, কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালী ব্রহ্মার বরে তিনটি পুর বা নগর লাভ করেন। তিনটি পুরে এক একটি মৃত-সঞ্জীবনী সরোবর ছিল। সেখানে মৃত দৈত্যরা পুনর্জীবন লাভ করতেন। কালক্রমে দৈত্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবকে এই অবস্থার প্রতীকারের জন্যে অনুরোধ করেন। মহাদেব তখন পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে এই তিনটি পুর একত্রে ধ্বংস করেন এবং দৈত্যদের বিনাশ করেন।

৫. **তার্ক্ষ্য**—গরুড়ের অপর নাম। ইনি সর্পকুলের শত্রু।

৬. **মধ্যস্থবর্ণ**—যিনি কোন পক্ষেই অংশগ্রহণ করেন না অর্থাৎ নির্বিকারভাবে অবস্থান করেন।

৭. **মনস্বী**—মন যাঁদের ভয়শূন্য—এই অর্থে শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে।

৮. **ধৌম্য**—পাণ্ডবদের পুরোহিত। ইনি মহর্ষি অসিতের পুত্র এবং মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৯. **ব্রহ্মবাদী**—যাঁরা বেদ ব্যাখ্যা করেন।

১০. গরুড়পক্ষবিলিপ্তপক্ষঃ—পাঠান্তর আছে গরুড়পক্ষবিলিপ্তবক্ষাঃ। দুটি পাঠই সংগত।

১১. **মধ্যমোঽহমিত্যাদি**—ভীমের কথার প্রচ্ছন্ন রহস্য এই রকম—যাঁদের বধ করা দুঃসাধ্য ভীম তাঁদের অন্যতম, যাঁরা সর্বশক্তিমান তাঁদের মধ্যেও তিনি অন্যতম, পৃথিবীতে মধ্যম-নামে তাঁরই পরিচিতি সর্বাপেক্ষা বেশি, ভ্রাতৃকুলেও তাঁর স্থান মধ্যম।

১২. **মধ্যমঃ পঞ্চভূতানামিত্যাদি**—পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ—এই পঞ্চভূতের অন্যতম যে বায়ু তারই অধিষ্ঠিত দেবতার অনুগ্রহের সন্তান ভীমসেন। সুতরাং পঞ্চভূতের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার যোগ আছে। 'ভবে চ মধ্যমো লোকে'—এই স্থলে পাঠান্তর আছে 'ভয়ে চ মধ্যমো লোকে'। ভয় যেখানে আছে সেখানেও ভীমসেন মধ্যম অর্থাৎ নির্বিকার।

১৩. **শক্রধ্বজ**—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সুবৃষ্টি ও শস্য কামনায় শক্র অর্থাৎ ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে কাষ্ঠনির্মিত ধ্বজাবন্ধন করার রীতি আছে।

মধ্যমব্যায়োগঃ

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—

পায়াৎ স বোঽসুরবধূহৃদয়াবসাদঃ
পাদো হরেঃ কুবলয়ামলখড়্গনীলঃ।
যঃ প্রোদ্যতস্ত্রিভুবনক্রমণে ররাজ
বৈডূর্যসংক্রম ইবাম্বরসাগরস্য ॥ ১ ॥

এবমার্যমিশ্রান্বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে। অঙ্গ পশ্যামি।

(নেপথ্যে)

ভোস্তাত! কো নু খল্বেষঃ।

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্।

ভোঃ শব্দোচ্চারণাদস্য ব্রাহ্মণোঽয়ং ন সংশয়ঃ।
ত্রাস্যতে নির্বিশঙ্কেন কেনচিৎ পাপচেতসা ॥২॥

(পুনর্নেপথ্যে)

ভোস্তাত! কো নু খল্বেষঃ।

সূত্রধারঃ—হন্ত দৃঢ়ং বিজ্ঞাতম্। এষ খলু পাণ্ডবমধ্যমস্যাত্মজো হিড়িম্বারণিসংভূতো রাক্ষসাগ্নিরকৃতবৈরং ব্রাহ্মণজনং বিত্রাসয়তি। ভোঃ কষ্টম্। অত্র হি,

ভ্রান্তৈঃ সুতৈঃ পরিবৃতস্তরুণৈঃ সদারৈঃ
বৃদ্ধো দ্বিজো নিশিচরানুচরঃ স এষঃ।
ব্যাঘ্রানুসারচকিতো বৃষভঃ সধেনুঃ
সন্ত্রস্তবৎসক ইবাকুলতামুপৈতি ॥ ৩ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি সুতত্রয়কলত্রপরিবৃতো ব্রাহ্মণঃ পৃষ্টতো ঘটোৎকচশ্চ।)

ব্রাহ্মণঃ—ভোঃ কো নু খল্বেষঃ।

তরুণরবিকরপ্রকীর্ণকেশো ভ্রূকুটিপুটোজ্জ্বলপিঙ্গলায়তাক্ষঃ।
সতড়িদিব ঘনঃ সকণ্ঠসূত্রো যুগনিধনে প্রতিমাকৃতির্হরস্য ॥ ৪ ॥

প্রথমঃ—ভোস্তাত! কো নু খল্বেষঃ।

গ্রহযুগলনিভাক্ষঃ পীনবিস্তীর্ণবক্ষাঃ
কনককপিলকেশঃ পীতকৌশেয়বাসাঃ।
তিমিরনিবহবর্ণঃ পাণ্ডরোদ্বৃত্তদংষ্ট্রো
নব ইব জলগর্ভো লীয়মানেন্দুলেখঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ—ক এষ ভোঃ

কলভদশনদংষ্ট্রো লাঙ্গলাকারনাসঃ
করিবরকরবাহুর্নীলজীমূতবর্ণঃ।
হুতহুতবহদীপ্তো য স্থিতো ভাতি ভীম-
স্ত্রিপুরপুরনিহন্তুঃ শঙ্করস্যেব রোষঃ ॥ ৬ ॥

তৃতীয়ঃ—ভোস্তাত। কো নু খল্বয়মস্মান্ পীড়য়তি।
বজ্রপাতোঽচলেন্দ্রাণাং শ্যেনঃ সর্বপতত্রিণাম্।
মৃগেন্দ্রো মৃগসংঘানাং মৃত্যুঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণী—অয্য কো এসো অম্হাঅং সন্দাবেই। [আর্য! ক এষোঽস্মান্ সন্তাপয়তি।]

ঘটোৎকচঃ—ভো ব্রাহ্মণ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।
কিং যাসি মদ্ভয়বিনাশিতধৈর্যসারো
বিত্রস্তদারসুতরক্ষণহীনশক্তে!
তার্ক্ষ্যাগ্র্যপক্ষপবনোদ্ধতরোষবহ্নি-
তীব্রঃ কলত্রসহিতো ভুজগো যথার্তঃ ॥ ৮ ॥
ভো ব্রাহ্মণ! ন গন্তব্যং ন গন্তব্যম্।

বৃদ্ধঃ—ব্রাহ্মণি! ন ভেতব্যম্! পুত্রকাঃ ন ভেতব্যম্। সবিমর্শা হ্যস্য বাণী।

ঘটোৎকচঃ—ভো! কষ্টম্।
জানামি সর্বত্র সদা চ নাম দ্বিজোত্তমাঃ পূজ্যতমাঃ পৃথিব্যাম্।
অকার্যমেতচ্চ ময়াদ্য কার্যং মাতুর্নিযোগাদপনীয় শঙ্কাম্ ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধঃ—ব্রাহ্মণি! কিং ন স্মরসি তত্রভবতা জলাক্লিন্নেন মুনিনোক্তম্ অনপেত-রাক্ষসমিদং বনমপ্রমাদেন গন্তব্যমিতি। তদেবোৎপন্নং ভয়ম্।

ব্রাহ্মণী—কিং দাণিং অয্যো মজ্ঝত্থবণ্ণো বিঅ দিস্সদি। [কিমিদানীমার্যো মধ্যস্থবর্ণ ইব দৃশ্যতে।]

বৃদ্ধঃ—কিং করিষ্যামি মন্দভাগ্যঃ।

ব্রাহ্মণী—ণং বিক্কোসামো। [ননু বিক্রোশামঃ।]

প্রথমঃ—ভবতি কস্য বয়ং বিক্রোশামঃ।
ইদং হি শূন্যং তিমিরোৎকরপ্রভৈর্নগপ্রকারৈরবরুদ্ধদিক্পথম্।
খগৈর্মৃগৈশ্চাপি সমাকুলান্তরং বনং নিবাসাভিমতং মনস্বিনাম্ ॥ ১০ ॥

বৃদ্ধঃ—ব্রাহ্মণি! ন ভেতব্যং, ন ভেতব্যম্। মনস্বিজননিবাসযোগ্যমিতি শ্রুত্বা বিগত ইব মে সংত্রাসঃ। শঙ্কে নাতিদূরেণ পাণ্ডবাশ্রমেণ ভবিতব্যম্। পাণ্ডবাস্তু,
যুদ্ধপ্রিয়াশ্চ শরণাগতবৎসলাশ্চ।
দীনেষু পক্ষপতিতাঃ কৃতসাহসাশ্চ।
এবংবিধপ্রতিভয়াকৃতিচেষ্টিতানাং
দণ্ডং যথার্হমিহ ধারয়িতুং সমর্থাঃ ॥১১॥

প্রথমঃ—ভোস্তাত! ন তত্র পাণ্ডবা ইতি মন্যে।

বৃদ্ধঃ—কথং ত্বং জানীষে।

প্রথমঃ—শ্রুতং ময়া তস্মাদাগচ্ছতা কেনচিৎ ব্রাহ্মণেন শতকুম্ভং নাম যজ্ঞমনুভবিতুং মহর্ষের্ধৌম্যস্যাশ্রমং গতা ইতি।

বৃদ্ধঃ—হন্ত হতাঃ স্মঃ।

প্রথমঃ—তাত! ন তু সর্ব এব। আশ্রমপরিপালনার্থমিহ স্থাপিতঃ কিল মধ্যমঃ।

বৃদ্ধঃ—যদ্যেবং সন্নিহিতাঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ।

প্রথমঃ—স চাপ্যস্যাং বেলায়াং ব্যায়ামপরিচয়ার্থং বিপ্রকৃষ্টদেশস্থ ইতি শ্রূয়তে।

বৃদ্ধঃ—হন্ত নিরাশাঃ স্মঃ। ভবতু পুত্র ব্যপাশ্রয়িষ্যে তাবদেনম্।

প্রথমঃ—অলমলং পরিশ্রমেণ।

বৃদ্ধঃ—পুত্র! নির্বেদপ্রত্যর্থিনী খলু প্রার্থনা। ভবতু পশ্যামস্তাবৎ। ভো ভোঃ পুরুষ! অস্ত্যস্মাকং মোক্ষঃ।

ঘটোৎকচঃ—অস্তি মে তত্রভবতী জননী। তয়াহমাজ্ঞপ্তঃ। পুত্র! মমোপবাস-নিসর্গার্থমস্মিন্বনপ্রদেশে কশ্চিন্মানুষঃ প্রতিগৃহ্যানেতব্য ইতি। ততো ময়াসাদিতো ভবান্।

পত্ন্যা চারিত্রশালিন্যা দ্বিপুত্রো মোক্ষমিচ্ছসি।
বলাবলং পরিজ্ঞায় পুত্রমেকং বিসর্জয় ॥ ১২ ॥

বৃদ্ধঃ—হং ভো রাক্ষসাপসদ! কিমহমব্রাহ্মণঃ!

ব্রাহ্মণঃ শ্রুতবান্বৃদ্ধঃ পুত্রং শীলগুণান্বিতম্।
পুরুষাদস্য দত্ত্বাহং কথং নির্বৃতিমাপ্নুয়াম্ ॥১৩॥

ঘটোৎকচঃ—

যদ্যর্থিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুত্রমেকং ন মুঞ্চসি।
সকুটুম্বঃ ক্ষণেনৈব বিনাশমুপযাস্যসি ॥১৪॥

বৃদ্ধঃ—এষ এব মে নিশ্চয়ঃ।

কৃতকৃত্যং শরীরং মে পরিণামেন জর্জরম্।
রাক্ষসাগ্নৌ সুতাপেক্ষী হোষ্যামি বিধিসংস্কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণী—অয্য! মা মা এবং। পদিমত্তধম্মিণী পদিব্বদাত নাম। গহীদ-ফলেণ এদিণা সরীরেণ অয্যং কুলং চ রক্খিদুমিচ্ছামি।

[আর্য, মা মৈবম্। পতিমাত্রধর্মিণী পতিব্রতেতি নাম। গৃহীতফলেনৈতেন শরীরেণার্যং কুলং চ রক্ষিতুমিচ্ছামি।]

ঘটোৎকচঃ—ভবতি! ন খলু স্ত্রীজনোঽভিমতস্ত্রভবত্যা।

বৃদ্ধঃ—অনুগমিষ্যামি ভবন্তম্।

ঘটোৎকচঃ—আঃ বৃদ্ধস্ত্বমপসর।

প্রথমঃ—ভোস্তাত! ব্রবীমি খলু তাবৎ কিঞ্চিৎ।

বৃদ্ধঃ—ব্রূহি ব্রূহি শীঘ্রম্।

প্রথমঃ—

মম প্রাণৈর্গুরুপ্রাণানিচ্ছামি পরিরক্ষিতুম্।
রক্ষণার্থং কুলস্যাস্য মোক্তুমর্হতি মাং ভবান্ ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ—আর্য! মা মৈবম্।

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠঃ কুলে লোকে পিতৄণাং চ সুসংপ্রিয়ঃ।
ততোঽহমেব যাস্যামি গুরুবৃত্তিমনুস্মরন্ ॥১৭॥

তৃতীয়ঃ—আর্যৌ! মা মৈবম্।

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃসমঃ কথিতো ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ততোঽহং কর্তুমস্ম্যর্হো গুরূণাং প্রাণরক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

প্রথমঃ—বৎস! মা মৈবম্।

আপদং হি পিতা প্রাপ্তো জ্যেষ্ঠপুত্রেণ তার্যতে।
ততোঽমেব যাস্যামি গুরূণাং প্রাণরক্ষণাৎ ॥১৯॥

বৃদ্ধঃ—জ্যেষ্ঠমিষ্টতমং ন শক্নোমি পরিত্যক্তুম্।

ব্রাহ্মণী—জহ অয্যো জ্যেষ্ঠমিচ্ছদি তহ অহং পি কণিট্ঠমিচ্ছামি [যথার্যো জ্যেষ্ঠমিচ্ছতি তথাহমপি কনিষ্ঠমিচ্ছামি।]

দ্বিতীয়ঃ—পিত্রোরনিষ্টঃ কস্যেদানীং প্রিয়ঃ।

ঘটোৎকচঃ—অহং প্রীতোঽস্মি। শীঘ্রমাগচ্ছ।

দ্বিতীয়ঃ—
ধন্যোঽস্মি যৎ গুরুপ্রাণাঃ স্বৈঃ প্রাণৈঃ পরিরক্ষিতাঃ।
বন্ধুস্নেহাদধি মহতঃ কায়স্নেহস্তু দুর্লভঃ ॥ ২০ ॥

ঘটোৎকচঃ—অহো স্বজনবাৎসল্যমস্য ব্রাহ্মণবটোঃ।
দ্বিতীয়ঃ—ভোস্তাত! অভিবাদয়ে।
বৃদ্ধঃ—এহ্যেহি পুত্র।
বিনিমায় গুরুপ্রাণান্ স্বৈঃ প্রাণৈর্গুরুবৎসল।
অকৃতাত্মদুরাবাপং ব্রহ্মলোকমবাপ্নুহি ॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়ঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। অম্ব! অভিবাদয়ে।
ব্রাহ্মণী—জাদ! চিরং জীব। [জাত! চিরং জীব।]
দ্বিতীয়ঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্য! অভিবাদয়ে।
প্রথমঃ—এহ্যেহি বৎস।
পরিষ্বজস্য গাঢ়ং মাং পরিষ্বক্তঃ শুভৈর্গুণৈঃ।
কীর্ত্যা তব পরিষ্বক্তা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়ঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
তৃতীয়ঃ—আর্য! অভিবাদয়ে।
দ্বিতীয়ঃ—স্বস্তি।
তৃতীয়ঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
দ্বিতীয়ঃ—ভোঃ পুরুষ! কিঞ্চিদ্ব্রবীমি।
ঘটোৎকচঃ—ব্রূহি ব্রূহি শীঘ্রম্।
দ্বিতীয়ঃ—এতস্মিন্ বনান্তরে জলাশয় ইব দৃশ্যতে। তত্র মে প্রকম্পিতপর-লোকস্য পিপাসাপ্রতীকারং করিষ্যামি।
ঘটোৎকচঃ—দৃঢ়ব্যবসায়িন্! গম্যতাম্। অতিক্রামতি মাতুরাহারকালঃ। শীঘ্রমাগচ্ছ।
দ্বিতীয়ঃ—ভোস্তাত! এষ গচ্ছামি। (নিষ্ক্রান্তঃ।)
বৃদ্ধঃ—হা হা পরিমুষিতাঃ স্মো ভোঃ! পরিমুষিতাঃ স্মঃ।
যস্ত্রিশৃঙ্গো মম ত্বাসীন্মনোজ্ঞো বংশপর্বতঃ।
স মধ্যশৃঙ্গভঙ্গেন মনস্তপতি মে ভৃশম্ ॥২৩॥

হা পুত্রক! কথং গত এব।
তরুণ! তরুণতানুরূপকান্তে
নিয়মপরাধ্যয়ন প্রসক্তবুদ্ধে!
কথমিব গজরাজদন্তভগ্ন-
স্তরুরিব যাস্যসি পুষ্পিতো বিনাশম্ ॥২৪॥

ঘটোৎকচঃ—চিরায়তে খলু ব্রাহ্মণবটুঃ। অতিক্রামতি মাতুরাহারকালঃ। কিং নু খলু করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। ভো ব্রাহ্মণ! আহূয়তাং তব পুত্রঃ।
বৃদ্ধঃ—আঃ অতিরাক্ষসং খলু তে বচনম্।
ঘটোৎকচঃ—কথং রুষ্যতি। মর্ষয়তু ভবান্মর্ষয়তু। অয়ং মে প্রকৃতিদোষঃ। অথ কিংনামা তব পুত্রঃ?
বৃদ্ধঃ—এতদপি ন শক্যং শ্রোতুম্।
ঘটোৎকচঃ—যুক্তংভোঃ। ব্রাহ্মণকুমার! কিংনামা তে ভ্রাতা?
প্রথমঃ—তপস্বী মধ্যমঃ।

ঘটোৎকচঃ—মধ্যম ইতি সদৃশমস্য। অহমেবাহ্বয়ামি। ভো মধ্যম! মধ্যম! শীঘ্রমাগচ্ছ।

(ততঃ প্রবিশতি ভীমসেনঃ।)

ভীমঃ—কস্যায়ং স্বরঃ।

খগশতবিরুতে বিরৌতি তারং
দ্রুমগহনে দৃঢ়সংকটে বনেঽস্মিন্
জনয়তি চ মনোজ্বরং স্বরোঽয়ং
বহুসদৃশো হি ধনঞ্জয়স্বরস্য ॥ ২৫ ॥

ঘটোৎকচঃ—চিরায়তে লু ব্রাহ্মণবটুঃ। অতিক্রামতি মাতুরাহারকালঃ। কিং নু খলু করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। উচ্চৈঃ শব্দাপয়ামি। ভো মধ্যম! শীঘ্রমাগচ্ছ।

ভীমঃ—ভোঃ! কো নু খল্বেতস্মিন্বনান্তরে মম ব্যায়ামবিঘ্নমুৎপাদ্য মধ্যম ইতি মাং শব্দাপয়তি। ভবতু পশ্যামস্তাবৎ। (পরিক্রম্যাবলোক্য সবিস্ময়ম্) অহো দর্শনীয়োঽহং পুরুষঃ। অয়ং হি,

সিংহাস্যঃ সিংহদংষ্ট্রো মধুনিভনয়নঃ স্নিগ্ধগম্ভীরকণ্ঠো
বভ্রুভ্রুঃ শ্যেননাসো দ্বিরদপতিহনুর্দীপ্তবিশ্লিষ্টকেশঃ।
ব্যূঢোরা বজ্রমধ্যো গজবৃষভগতির্লম্বপীনাংসবাহুঃ
সুব্যক্তং রাক্ষসীজো বিপুলবলযুতো লোকবীরস্য পুত্রঃ ॥২৬॥

ঘটোৎকচঃ—চিরায়তে খলু ব্রাহ্মণবটুঃ। উচ্চৈঃ শব্দাপয়ামি। ভো ভো মধ্যম! শীঘ্রমাগচ্ছ।

ভীমঃ—ভোঃ! প্রাপ্তোঽস্মি।

ঘটোৎকচঃ—ন খল্বয়ং ব্রাহ্মণবটুঃ। অহো দর্শনীয়োঽয়ং পুরুষঃ। য এষঃ—

সিংহাকৃতিঃ কনকতালসমানবাহুঃ
মধ্যে তনুর্গরুড়পক্ষবিলিপ্তপক্ষঃ।
বিষ্ণুর্ভবেদ্বিকসিতাম্বুজপত্রনেত্রো
নেত্রে মমাহরতি বন্ধুরিবাগতোঽয়ম্ ॥২৭॥

ভো মধ্যম! ত্বাং খল্বহং শব্দাপয়ামি।

ভীমঃ—অতঃ খল্বহং প্রাপ্তঃ।

ঘটোৎকচঃ—কিং ভবানপি মধ্যমঃ?

ভীমঃ—ন তাবদপরঃ।

মধ্যমোঽহমবধ্যানামুৎসিক্তানাং চ মধ্যমঃ।
মধ্যমোঽহং ক্ষিতৌ ভদ্র ভ্রাতৃণামপি মধ্যমঃ ॥২৮॥

ঘটোৎকচঃ—ভবিতব্যম্।

ভীমঃ—অপি চ,

মধ্যমঃ পঞ্চভূতানাং পার্থিবানাং চ মধ্যমঃ।
ভয়ে চ মধ্যমো লোকে সর্বকার্যেষু মধ্যমঃ ॥২৯॥

বৃদ্ধঃ—

মধ্যমস্ত্বিতি সংপ্রোক্তে নূনং পাণ্ডবমধ্যমঃ।
অস্মান্মোক্তুমিহায়াতো দর্পান্মৃত্যোরিবোত্থিতঃ ॥৩০॥

(প্রবিশ্য)

মধ্যমঃ-

অস্যামাচম্য পদ্মিন্যাং পরলোকেষু দুর্লভম্।
আত্মনৈবাত্মনো দত্তং পদ্মপত্রোজ্জ্বলং জলম্ ॥ ৩১ ॥

(উপগম্য) ভোঃ পুরুষ ! প্রাপ্তোঽস্মি।
ঘটোৎকচঃ—ভবানিদানীং খল্বসি মধ্যমঃ। মধ্যম ! ইত ইতঃ।
বৃদ্ধঃ—(ভীমসেনমুপগম্য) ভো মধ্যম ! পরিত্রায়স্ব ব্রাহ্মণকুলম্।
ভীমঃ—ন ভেতব্যম্ ন ভেতব্যম্। মধ্যমোঽহমভিবাদয়ে।
বৃদ্ধঃ—বায়ুরিব দীর্ঘায়ুর্ভব।
ভীমঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। কুতো ভয়মার্যস্য।
বৃদ্ধঃ—শ্রূয়তাম্। অহং খলু কুরুরাজেন যুধিষ্ঠিরেণাধিষ্ঠিতপূর্বে কুরুজাঙ্গলে যূপগ্রামবাস্তব্যো মাঠরসগোত্রশ্চ কল্পশাখাধ্বর্যুঃ কেশবদাসো নাম ব্রাহ্মণঃ। তস্য মমোত্তরস্যাং দিশি উদ্যামকগ্রামবাসী মাতুলঃ কৌশিকসগোত্রো যজ্ঞবন্ধুর্নামাস্তি। তস্য পুত্রোপনয়নার্থং সকলত্রোঽস্মি প্রস্থিতঃ।
ভীমঃ—অরিষ্টোঽস্তু পন্থাঃ। ততস্ততঃ।
বৃদ্ধঃ—ততো মামেষ হি—

সজলজলদগাত্রঃ পদ্মপত্রায়তাক্ষো
মৃগপতিগতিলীলো রাক্ষসঃ প্রোগ্রদংষ্ট্রঃ।
জগতি বিগতশঙ্কস্ত্বদ্বিধানাং সমক্ষং
সসুতপরিজনং ভো ! হন্তুকামোঽভ্যুপৈতি ॥ ৩২ ॥

ভীমঃ—এবম্। অনেন ব্রাহ্মণজনস্য মার্গবিঘ্নঃ কৃতঃ। ভবতু নিগ্রহিষ্যামি তাবদেনম্। ভোঃ পুরুষ ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।
ঘটোৎকচঃ—এষ স্থিতোঽস্মি।
ভীমঃ—কিমর্থং ব্রাহ্মণজনমপরাধ্যসি।

পুত্রনক্ষত্রকীর্ণস্য পত্নীকান্তপ্রভস্য চ।
বৃদ্ধস্য বিপ্রচন্দ্রস্য ভবান্ রাহুরিবোত্থিতঃ ॥৩৩॥

ঘটোৎকচঃ—অথ কিম্। রাহুরেব।
ভীমঃ—আঃ

নিবৃত্তব্যবহারোঽয়ং সদারস্তনয়ৈঃ সহ।
সর্বাপরাধেঽবধ্যত্বান্মুচ্যতাং দ্বিজসত্তমঃ ॥৩৪॥

ঘটোৎকচঃ—ন মুচ্যতে।
ভীমঃ—(আত্মগতম্) ভোঃ ! কস্য পুত্রেণানেন ভবিতব্যম্।

ভ্রাতৃণাং মম সর্বেষাং কোঽয়ং ভোঃ ! গুণতস্করঃ।
দৃষ্টৈবতদ্বালশৌণ্ডীর্যং সৌভদ্রস্য স্মরাম্যহম্ ॥৩৫॥

(প্রকাশম্) ভোঃ পুরুষ ! মুচ্যতাম্।
ঘটোৎকচঃ—ন মুচ্যতে।

মুচ্যতামিতি বিস্রব্ধং ব্রবীতি যদি মে পিতা।
ন মুচ্যতে তথা হ্যেষ গৃহীতো মাতুরাজ্ঞয়া ॥৩৬॥

ভীমঃ—(আত্মগতম্) কথং মাতুরাজ্ঞেতি। অহো গুরুশুশ্রূষুঃ খল্বয়ং তপস্বী।

মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাং চ দৈবতম্।
মাতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বয়মেতাং দশাং গতাঃ ॥৩৭॥

(প্রকাশম্) ভোঃ পুরুষ ! প্রষ্টব্যং খলু তাবদস্তি।
ঘটোৎকচঃ—ব্রূহি ব্রূহি, শীঘ্রম্।
ভীমঃ—কা নাম ভবতো মাতা ?

ঘটোৎকচঃ—শ্রূয়তাং, হিড়িম্বা নাম রাক্ষসী,
কৌরব্যকুলদীপেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
সনাথা যা মহাভাগা পূর্ণেন দ্যৌরিবেন্দুনা ॥ ৩৮ ॥

ভীমঃ—(সহর্ষমাত্মগতম্) এবং হিড়িম্বায়াঃ পুত্রোঽয়ম্। সদৃশো হ্যস্য গর্বঃ।
রূপং সত্ত্বং বলং চৈব পিতৃভিঃ সদৃশং বহু।
প্রজাসু বীতকারুণ্যং মনশ্চৈবাস্য কীদৃশম্ ॥৩৯॥
(প্রকাশম্) ভোঃ পুরুষ! মুচ্যতাম্।

ঘটোৎকচঃ—ন মুচ্যতে।

ভীমঃ—ভো ব্রাহ্মণ! গৃহ্যতাং তব পুত্রঃ। বয়মেনমনুগমিষ্যামঃ।

দ্বিতীয়ঃ—মা মা ভবানেবম্।
ত্যক্তাঃ প্রাগেব মে প্রাণাঃ গুরুপ্রাণেষ্বপেক্ষয়া।
যুবা রূপগুণোপেতো ভবাংস্তিষ্ঠতু ভূতলে ॥৪০॥

ভীমঃ—আর্য! মা মৈবম্। ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নোঽহম্। পূজ্যতমাঃ খলু ব্রাহ্মণাঃ। তস্মাচ্ছরীরেণ ব্রাহ্মণশরীরং বিনিমাতুমিচ্ছামি।

ঘটোৎকচঃ—এবং ক্ষত্রিয়োঽয়ং, তেনাস্য দর্পঃ। ভবতু, ইমমেব হত্বা নেষ্যামি। অথ কেনায়ং বারিতঃ।

ভীমঃ—ময়া।

ঘটোৎকচঃ—কিং ত্বয়া।

ভীমঃ—অথ কিম্।

ঘটোৎকচঃ—তেন হি ভবানেবাগচ্ছতু।

ভীমঃ—এবমতিবলবীর্যান্মানুগচ্ছামি। যদি তে শক্তিরস্তি বলাৎকারেণ মাং নয়।

ঘটোৎকচঃ—কিং মাং প্রত্যভিজানীতে ভবান্?

ভীমঃ—মৎপুত্র ইতি জানে।

ঘটোৎকচঃ—কথং কথং তব পুত্রোঽহম্।

ভীমঃ—কথং রুষ্যতি। মর্ষয়তু ভবান্। সর্বাঃ প্রজাঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুত্রশব্দেনাভিধীয়ন্তে। অত এবং ময়াভিহিতম্।

ঘটোৎকচঃ—ভীতানামায়ুধং গৃহীতম্।

ভীমঃ—শপামি সত্যেন ভয়ং ন জানে জ্ঞাতুং তদিচ্ছামি ভবৎসমীপে।
কিংরূপমেতদ্বদ ভদ্র তস্য গুণাগুণজ্ঞঃ সদৃশং প্রপৎস্যে ॥৪১॥

ঘটোৎকচঃ—এষ তে ভয়মুপদিশামি। গৃহ্যতামায়ুধম্।

ভীমঃ—আয়ুধমিতি, গৃহীতমেতৎ!

ঘটোৎকচঃ—কথমিব।

ভীমঃ—কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশো রিপূণাং নিগ্রহে রতঃ।
অয়ং তু দক্ষিণো বাহুরায়ুধং সহজং মম ॥৪২॥

ঘটোৎকচঃ—ইদমুপপন্নং পিতুর্মে ভীমসেনস্য।

ভীমঃ—অথ কোঽয়ং ভীমো নাম।
বিশ্বকর্তা শিবঃ কৃষ্ণঃ শক্রঃ শক্তিধরো যমঃ।
এতেষু কথ্যতাং ভদ্র কেন তে সদৃশঃ পিতা ॥৪৩॥

ঘটোৎকচঃ—সর্বৈঃ।

ভীমঃ—ধিগনৃতমেতৎ।

ঘটোৎকচঃ—কথং কথমনুতমিত্যাহ। ক্ষিপসি মে গুরুম্ ভবাত্মিমং স্থূলং বৃক্ষমুৎপাট্য প্রহরামি। (উৎপাট্য প্রহরতি) কথমনেনাপি ন শক্যতে হন্তুম্। কিং নু খলু করিষ্যে। ভবতু, দৃষ্টম্। এতদ্‌গিরিকূটমুৎপাট্য প্রহরামি।
শৈলকূটং ময়াক্ষিপ্তং প্রাণানাদায় যাস্যতি।
ভীমঃ—রুষ্টোঽপি কুঞ্জরো বন্যো ন ব্যাঘ্রং ধর্ষয়েদ্বনে ॥ ৪৪ ॥
ঘটোৎকচঃ—(প্রহৃত্য) কথমনেনাপি ন শক্যতে হন্তুম্। কিং নু খলু করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্।
নন্বহং ভীমসেনস্য পুত্রঃ পৌত্রো নভস্বতঃ।
তিষ্ঠেদানীং সুসম্বদ্ধো নিযুদ্ধে নাস্তি মৎসমঃ ॥৪৫॥
(ইত্যুভৌ নিযুদ্ধং কুরুতঃ)
ঘটোৎকচঃ—(ভীমসেনং বদ্ধ্বা)
ব্রজসি কথমিহ ত্বং বীর্যমুল্লঙ্ঘ্য বাহ্বোর্গজ ইব দৃঢ়পাশৈঃ পীড়িতো মদ্ভুজাভ্যাম্।
ভীমঃ—(আত্মগতম্) কথং গৃহীতোঽস্ম্যনেন। ভোঃ সুযোধন! বর্ধতে তে শত্রুপক্ষঃ। কৃতরক্ষো ভব।
(প্রকাশম্) ভোঃ পুরুষ! অবহিতো ভব।
ঘটোৎকচঃ—অবহিতোঽস্মি।
ভীমঃ—(নিযুদ্ধবন্ধমবধূয়)
ব্যপনয় বলদর্পং দৃষ্টসারোঽসি বীর!
ন হি মম পরিখেদো বিদ্যতে বাহুযুদ্ধে ॥৪৬॥
ঘটোৎকচঃ—কথমনেনাপি ন শক্যতে হন্তুম্। কিং নু খলু করিষ্যে। ভবতু, দৃষ্টম্। অস্তি মাতৃপ্রসাদল্লব্ধো মায়াপাশঃ। তেন বদ্ধ্বৈনং নেষ্যামি। কুতঃ খল্বাপঃ। ভো গিরে! আপস্তাবৎ। হন্ত স্রবতি।
(আচম্য মন্ত্রং জপতি) ভোঃ পুরুষ!
মায়াপাশেন বদ্ধস্ত্বং বিবশোঽনুগমিষ্যতি।
রাজসে রজ্জুভির্বদ্ধঃ শক্রধ্বজ ইবোৎসবে ॥ ৪৭ ॥
(ইতি মায়য়া বধ্নাতি।)
ভীমঃ—কথং মায়াপাশেন বদ্ধোঽস্মি। কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। অস্তি মে মহেশ্বরপ্রসাদাল্লব্ধো মায়াপাশমোক্ষো মন্ত্রঃ। তং জপামি। কুতঃ খল্বাপঃ। ভো ব্রাহ্মণকুমার! আনয় কমণ্ডলুগতা আপঃ।
বৃদ্ধঃ—ইমা আপঃ।
(ভীমঃ আদায়াচম্য মন্ত্রং জপ্ত্বা মায়ামপনয়তি।)
ঘটোৎকচঃ—অয়ে পতিতঃ পাশঃ। কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। ভোঃ পুরুষ! পূর্বসময়ং স্মর।
ভীমঃ—সময়মিতি। এষ স্মরামি। গচ্ছাগ্রতঃ। (উভৌ পরিক্রমতঃ।)
বৃদ্ধঃ—পুত্রকাঃ কিং কুর্মঃ। অয়ং গচ্ছতি বৃকোদরঃ।
আক্রম্য রাক্ষসমিমং জ্বলদুগ্ররূপ-
মুগ্রেণ বাহুবলবীর্যগুণেন যুক্তম্।
এষ প্রয়াতি শনকৈরবধূয় শীঘ্র-
মাসারবর্ষমিব গোবৃষভঃ সলীলম্ ॥ ৪৮ ॥
ঘটোৎকচঃ—ইহ তিষ্ঠ। ত্বদাগমনমম্বায়ৈ নিবেদয়ামি।
ভীমঃ—বাঢ়ম্। গচ্ছ।

ঘটোৎকচঃ—(উপসৃত্য) অম্ব! অয়মভিবাদয়ে। চিরাভিলষিতো ভবত্যা আহারার্থমানীতো মানুষঃ।

(প্রবিশ্য)

হিড়িম্বা—জাদ! চিরং জীব। [জাত! চিরং জীব।]
ঘটোৎকচঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
হিড়িম্বা—জাদ! কীদিসো মাণুসো আণীদো। [জাত, কীদৃশো মানুষ আনীতঃ।]
ঘটোৎকচঃ—ভবতি রূপমাত্রেণ মানুষঃ। ন বীর্যেণ।
হিড়িম্বা—কিং বম্হণো। [কিং ব্রাহ্মণঃ।]
ঘটোৎকচঃ—ন ব্রাহ্মণঃ।
হিড়িম্বা—আদু থেরো। [অথবা স্থবিরঃ।]
ঘটোৎকচঃ—ন বৃদ্ধঃ।
হিড়িম্বা—কিং বালো। [কিং বালঃ।]
ঘটোৎকচঃ—ন বালঃ।
হিড়িম্বা—জই এব্বং, পেক্খামি দাব ণং। (উভৌ পরিক্রামতঃ) [যদ্যেবং পশ্যামি তাবদেনম্।]
হিড়িম্বা—কিং এসো মাণুসো আণীদো। [কিমেষ মানুষ আনীতঃ।]
ঘটোৎকচঃ—অম্ব! কোঽয়ম্।
হিড়িম্বা—উম্মত্তঅ দব্বদং খু অম্হাঅং। [উম্মত্তক দৈবতং খল্বস্মাকম্।]
ঘটোৎকচঃ—আঃ কস্য দৈবতম্?
হিড়িম্বা—তব অ, মম অ। [তব চ, মম চ।]
ঘটোৎকচঃ—কঃ প্রত্যয়ঃ।
হিড়িম্বা—অঅং পচ্চও। জেদু অয্যউত্তো। [অয়ং প্রত্যয়ঃ! জয়ত্বার্যপুত্রঃ।]
ভীমঃ—(বিলোক্য) কা পুনরিয়ম্। অয়ে দেবী হিড়িম্বা।

অস্মাকং ভ্রষ্টরাজ্যানাং ভ্রমতাং গহনে বনে।
জাতকারুণ্যয়া দেবি! সংতাপো নাশিতস্ত্বয়া ॥ ৪৯ ॥

হিড়িম্বে কিমিদম্।
হিড়িম্বা—(কর্ণে) অয্যউত্ত! ঈদিসং বিঅ।
হিড়িম্বা—(কর্ণে) অয্যউত্ত! ঈদিসং বিঅ। [আর্যপুত্র! ঈদৃশমিব।]
ভীমঃ—জাত্যা রাক্ষসী, ন সমুদাচারেণ।
হিড়িম্বা—উম্মত্তঅ! অভিবাদেহি পিদরং। [উম্মত্তক! অভিবাদয় পিতরম্।]
ঘটোৎকচঃ—ভোস্তাত!

অজ্ঞানাত্তু ময়া পূর্বং যদ্ভবান্নাভিবাদিতঃ।
অস্য পুত্রাপরাধস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৫০ ॥

অহং স ধার্তরাষ্ট্রবনদবাগ্নির্ঘটোৎকচোঽভিবাদয়ে। পুত্রচাপলং ক্ষন্তুমর্হসি।
ভীমঃ—এহ্যেহি। পুত্র ব্যতিক্রমকৃতং ক্ষান্তমেব। (ইতি পরিষ্বজ্য) অয়ং স ধার্তরাষ্ট্রবনদবাগ্নিঃ। পুত্রাপেক্ষীণি খলু পিতৃহৃদয়ানি। পুত্র, অতিবলপরাক্রমো ভব।
ঘটোৎকচঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
বৃদ্ধঃ—এবং ভীমসেনপুত্রোঽয়ং ঘটোৎকচঃ।
ভীমঃ—পুত্র! অভিবাদয়াত্রভবন্তং কেশবদাসম্।
ঘটোৎকচঃ—ভগবন্নভিবাদয়ে।

বৃদ্ধঃ—পিতৃসদৃশগুণকীর্তির্ভব।
ঘটোৎকচঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
বৃদ্ধঃ—ভো বৃকোদর! রক্ষিতমস্মৎকুলং স্বকুলমুদ্ধৃতং চ। গচ্ছামস্তাবৎ।

অনুগ্রহাত্তু ভবতঃ সর্বমাসীদিদং শুভম্।
আশ্রমোঽদূরতোঽস্মাকং তত্র বিশ্রম্য গম্যতাম্ ॥৫১॥

বৃদ্ধঃ—কৃতমাতিথ্যমনেন জীবিতপ্রদানেন। তস্মাদ্ গচ্ছামস্তাবৎ।
ভীমঃ—গচ্ছতু ভবান্ সকুটুম্বঃ পুনর্দর্শনায়।
বৃদ্ধঃ—বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ। (সপুত্রত্রয়কলত্রো নিষ্ক্রান্তঃ কেশবদাসঃ।)
ভীমঃ—হিড়িম্বে! ইতস্তাবৎ। বৎস ঘটোৎকচ! ইতস্তাবৎ। তত্র ভবন্তং কেশবদাসং আশ্রমপদদ্বারমাত্রমপি সংভাবয়িষ্যামঃ।

যথা নদীনাং প্রভবো সমুদ্রো
যথাহুতীনাং প্রভবো হুতাশনঃ।
যথেন্দ্রিয়াণাং প্রভবং মনোঽপি
তথা প্রভুর্নো ভগবানুপেন্দ্রঃ ॥ ৫২ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ মধ্যমব্যায়োগং নাম নাটকং সমাপ্তম্ ॥

রঘুবংশ

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ভূমিকা ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

ক ইহ রঘুকারে ন রমতে

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।

'গান' এখানে 'কবিতা'-অর্থেও সমান প্রযোজ্য। কবিরা আমাদের এই পৃথিবীর দিকে অবাক চোখে চাইতে শেখান, তাই তাঁদের কাছে আমাদের এত ঋণ। কালিদাসের কাছে আমরা সেই অর্থেই ঋণী। আমাদের ঋণ যেমন কবিদের কাছে, কবিরাও তেমনি ঋণী অন্য কবিদের কাছে, বিশেষ করে পূর্বতনদের কাছে। কালিদাসও নির্দ্বিধায় হাত পেতেছেন পূর্বসূরীদের কাছে, তবে তিনি যা নিয়েছেন দিয়েছেন তার অনেক বেশি। শুধু আহরণ করেন নি, নির্মাণ করেছেন—'যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে।' রামায়ণ রচনার সময়ে বাল্মীকির মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য ছিল, রঘুবংশ লেখার সময় তেমনি কালিদাসের মনোভূমিও বাল্মীকির অযোধ্যার চেয়ে কম সত্য ছিল না। আর এই জন্যেই রামায়ণ যেমন রমণীয়, রঘুবংশও তেমনি রমণীয়—

ক ইহ রঘুকারে ন রমতে? কবিমনোভূমির সমস্ত বিস্তার, সমস্ত শ্যামলিমা রঘুবংশে পূর্ণত প্রত্যক্ষ। সে মনোভূমিতে অভিজ্ঞানশকুন্তলমের মতোই স্বর্গমর্ত্য এক সুরে বাঁধা, তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল একই সঙ্গে লভ্য।

কথাবস্তু

প্রথম সর্গ

পার্বতীপরমেশ্বরকে প্রণাম করে কবি রঘুবংশের রাজচরিতবর্ণনায় ব্রতী হয়েছেন। এই দুরূহ কাজে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সবিনয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেও পূর্বসূরীদের কাব্যকৃতিই তাঁকে পথ দেখাবে এই প্রত্যয় নিয়ে তিনি একাজে অগ্রসর হয়েছেন। রঘুবংশীয় রাজারা আজন্মশুদ্ধ, আসমুদ্র পৃথিবীতে তাঁদের প্রভুত্ব, স্বর্গ পর্যন্ত তাঁদের রথচক্রের অপ্রতিহত গতি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিযুক্ত তাঁদের অর্থ ও শক্তি। শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়ভোগ, বার্ধক্যে বাণপ্রস্থ এবং অবশেষে যোগসমাধিতে তনুত্যাগ এই ছিল তাঁদের জীবনচর্যা। এই রাজবংশের আদিপুরুষ সূর্যপ্রভব মনু স্বয়ং। তাঁরই উত্তরসূরী রাজেন্দ্র দিলীপ। আদর্শ রাজা তিনি, যেন ক্ষাত্র ধর্মের অবতার, শক্তিমান্, ত্যাগী, বিনয়ী, দক্ষ, প্রজাবৎসল। মনুর পথ থেকে রেখামাত্রও বিচ্যুত নন তিনি। শাস্ত্রে তাঁর অকুণ্ঠিত বুদ্ধি, শস্ত্রে তাঁর অপ্রতিম শক্তি, বয়সে নবীন, কর্মে প্রবীণ। তাঁর পত্নী দাক্ষিণ্যগুণসম্পন্না সুদক্ষিণা। দুঃখ শুধু একটিই, আত্মানুরূপ পুত্রসন্তানের মুখ দেখেননি আজও। বহুদিন অপেক্ষা করে তিনি সস্ত্রীক যাত্রা করলেন কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমের উদ্দেশ্যে। রাজ্যভার অর্পণ করে গেলেন কুলক্রমাগত সচিবদের উপরে। সন্ধ্যায় তাঁরা পেঁছিলেন ঋষির আশ্রমে। তাঁকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন নিজের দুঃখ—সন্তানজন্মের অভাবে পিতৃঋণ শোধ করতে না পারার অনুশোচনা।

বশিষ্ঠ তাঁকে জানালেন, ইন্দ্রের উপাসনা করে পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময়ে পত্নীচিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি স্বর্গের কামধেনু সুরভিকে অভিবাদন করতে বিস্মৃত হয়েছিলেন। সুরভির অভিশাপেই তাঁর অপুত্রকতা। সুরভির সন্তান নন্দিনী তাঁর আশ্রমেই আছে ; শাপমুক্তির জন্যে দিলীপকে সস্ত্রীক তার সেবা করতে আদেশ দিলেন বশিষ্ঠ। দিলীপ গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন।

দ্বিতীয় সর্গ

শুরু হল রাজদম্পতির নন্দিনী-সেবা। তার বৎস স্তন্যপান করে নিলে সুদক্ষিণা তাকে অর্চনা করলেন। রাজা তাকে গোচারণে নিয়ে গেলেন, নিজের হাতে তার মুখে ঘাস তুলে দিলেন, সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকলেন, ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করলেন, বনের পশুকুলের আক্রমণ থেকেও তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। এমনি চলল দিনের পর দিন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যায় ফুলের মালায় চন্দনে, ধূপে, গন্ধে সুদক্ষিণা তাকে পুজো করে প্রণাম করেন। সে ঘুমিয়ে পড়লে তবে নিজেরা শুতে যান। আহার তো সামান্য বনের ফলমূল।

এইভাবে একুশ দিন কেটে গেল। ঠিক তার পরের দিন রাজার ভক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নন্দিনী হিমালয়ের একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। রাজা হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে একটু আন্‌মনা হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ নন্দিনীর চিৎকারে তাঁর চমক ভাঙল, দেখলেন গুহার মুখে নন্দিনী দাঁড়িয়ে, তার পিঠের উপরে বিরাট এক সিংহ। রাজা ধনুকে শরাসন করতে গিয়েও থেমে গেলেন, কারণ সিংহটি মানুষের মতো কথা বলল। সে মহাদেবের দাসানুদাস কুম্ভোদর। তাঁরই আশীর্বাদে সে এখানে সিংহরূপে বাস করে, তার খাদ্য সে আপনি পেয়ে যায়। রাজা আর কী করেন। নন্দিনীকে রক্ষা করতেই হবে। সিংহ অনেক বাদবিতণ্ডা করল। অবশেষে রাজা নিজের শরীর উৎসর্গ করেই নন্দিনীকে রক্ষা করতে চাইলেন। আকাশ থেকে বিদ্যাধরেরা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। অজস্র স্নেহধারার দুগ্ধবর্ষণে স্নিগ্ধ নন্দিনী প্রসন্ন হয়ে রাজাকে তাঁর বাঞ্ছিত বর দান করল। রাজা আশ্রমে ফিরে এসে বশিষ্ঠকে সব নিবেদন করলেন। তাঁর মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে ; কুলগুরু রাজদম্পতিকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। প্রজাপুঞ্জের হর্ষধ্বনির মধ্যে দিলীপ-সুদক্ষিণা ফিরে এলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রানীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিল।

তৃতীয় সর্গ

সর্বলোকের নেত্রোৎসব পুত্র জন্ম নিল। দিলীপ তার নাম দিলেন রঘু। বালচন্দ্রমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটল দিনে দিনে ; শাস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হল, শস্ত্রশিক্ষাও অধিগত করলেন। রঘুর বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন করে দিলীপ তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। এবারে দিলীপ তাঁর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করবেন। রঘুর দায়িত্ব যজ্ঞাশ্বটিকে রক্ষা করা। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে হরণ করলেন। নন্দিনীর কৃপায় দিব্যচক্ষু পেয়ে রঘু দেখলেন সহস্রাক্ষ স্বয়ং অশ্ব-অপহরণ করেছেন। স্বর্গের দেবরাজের সঙ্গে মর্ত্যের যুবরাজের যুদ্ধ ভীষণ রূপ নিল। তাঁর বীরত্বে প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র বললেন শততম অশ্বমেধ দিলীপ

সম্পূর্ণ করতে পারবেন না, ঘোড়াটি তিনি ফেরৎ দেবেন না, তবে তার সমান পুণ্যই তিনি লাভ করবেন। এবং এই গৌরবের কথা দেবরাজ নিজেই দূতমুখে দিলীপকে জানিয়ে দিলেন। যজ্ঞ শেষ ; রঘুর হাতে সম্পূর্ণ রাজ্যভার দিয়ে রাজদম্পতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন—ইক্ষ্বাকূণাম্ ইদং হি কুলব্রতম্।

চতুর্থ সর্গ

সন্ধ্যায় সূর্যের তেজ আহিত হয় অগ্নিতে ; পিতৃদত্ত রাজ্যলাভ করে অধিকতর তেজে দীপ্তিমান্ রঘুর উন্নয়নপংক্তির স্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকল। সমস্ত প্রজার মনোহরণ করে রঘু রাজাসনে আসীন। দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর মতো চক্ষুষ্মান্‌দের প্রীতিকর শরৎঋতু এল। বর্ষার ইন্দ্রধনু আকাশে বিলীনপ্রায়, রঘু তাঁর বিজয়ধনু টেনে নিলেন ; স্বর্গের রাজা এবং মর্ত্যের রাজার সর্বদা যৌথ প্রয়াস ছিল প্রজাপালনে। রঘুর দিগ্বিজয়-যাত্রা হল শুরু। আর্যাঃ জ্যোতিরগ্র্যা—রঘু প্রথম অগ্রসর হলেন পূর্ব দিক ধরে। সুহ্ম এবং বঙ্গদেশীয়দের পরাজিত করলেন, কপিশা নদী পার হয়ে উৎকলদেশের উপর দিয়ে কলিঙ্গদেশে এসে পৌঁছলেন। রাজাকে পরাজিত করে বিজয়সেনানী নিয়ে দক্ষিণমুখে যাত্রা করলেন। পাণ্ড্যরাজারা তাঁর তেজ সহ্য করতে পারল না, নতিস্বীকার করল। সহ্যপর্বতের চড়াই উৎরাই ভেঙে তিনি অপরান্তবাসীদেরও করতলগত করলেন। এবারে স্থলপথে উত্তরাভিযান। একে একে পারসীক, হূণ, কাম্বোজ—সকলেরই মাথা হেঁট। হিমালয় পেরিয়ে রঘুর বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামরূপ পর্যন্ত অধিকার করে ফিরে এল রাজধানী অযোধ্যাতে।

দিগ্বিজয়ে যে অজস্র ধনরাশি সংগ্রহ করেছিলেন সে সমস্ত উৎসর্গ করে রঘু সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়ে 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন—মেঘের জলশোষণ তো প্রজাহিতার্থে নিঃশেষে বর্ষণের জন্যেই! পরাজিত রাজাদের তিনি পুরস্কারে তৃপ্ত করে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন।

পঞ্চম সর্গ

যজ্ঞশেষে রঘুর নিষ্কিঞ্চন অবস্থা—মৃৎপাত্রটুকু ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই। এমন সময় ঋষি কৌৎস এলেন তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে। তাঁর গুরু বরতন্তুকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে চতুর্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা। রঘু স্থির করলেন কৈলাসনাথ কুবেরকে জয় করে—ধনরাশি সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তার আগেই স্বর্গীয় ধনবৃষ্টিতে রাজার কোষাগার পূর্ণ হল ; ঋষিকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল না।

ঋষির আশীর্বাদে পৃথিবীতে সূর্যের আলোর মতো সূর্যবংশ-আলো-করা পুত্রসন্তান লাভ করলেন। ছেলের নাম দিলেন অজ ; এ যেন দীপ থেকে অন্য দীপ ; সেই রূপ, সেই তেজ, সেই বীরত্ব। যৌবনের শিক্ষাদীক্ষা শেষ হলে পিতা রঘুর কাছে ভোজরাজ্য থেকে বার্তা এল, কুমার অজ যেন ভোজকুমারী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে আসন গ্রহণ করেন। রাজা পুত্রকে পাঠালেন। পথে এক বিশাল বুনো হাতির আক্রমণে কুমারের সৈন্যরা দিগ্‌ভ্রান্ত, অজ তখন তীক্ষ্ণ বাণে তাকে সামান্য আঘাত করলেন, কারণ বন্যগজ অবধ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে এক

গন্ধর্বের রূপ নিল এবং শাপমুক্তির আনন্দে তাঁকে এক সম্মোহন অস্ত্র দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভোজরাজ্যে এসে নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে প্রসন্ন হৃদয়ে মনোজ্ঞ সজ্জা-প্রসাধনে কুমার অজ উপস্থিত হলেন স্বয়ংবর সভাতে।

ষষ্ঠ সর্গ

সমস্ত রাজকুমারের চোখ গিয়ে পড়ল সেই রাজকার্তিকেয়ের উপরে।

স্বয়ংবর সভাতে উপস্থিত সকলের মনে ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য। এসেছিলেন মগধ, অঙ্গ, অবন্তি, অনূপ, শূরসেন, কলিঙ্গ, নাগপুর—সব দেশের নামী রাজকুমারেরা। তাঁদের সম্পর্কে বর্ণোজ্জ্বল উদার বর্ণনা একের পর এক করে চলেছে প্রতিহারী সুনন্দা। কিন্তু কারো দিকেই ইন্দুমতীর মন আকৃষ্ট হল না। তাঁর মূর্ত অনুরাগের বরমাল্যটি কণ্ঠালিঙ্গনের মতো স্থান পেল ইক্ষ্বাকুবংশীয় তরুণ কুমার অজের কণ্ঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারা ম্লানমুখে বিদায় নিলেন।

সপ্তম সর্গ

স্বয়ংবরের পরে অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ-অনুষ্ঠান। বর-কনে দেখার জন্যে প্রাসাদবাতায়নে পুরসুন্দরীদের লাস্য-চঞ্চল ব্যস্ততা। অনুষ্ঠান শেষে অজ যাত্রা করলেন রাজধানী অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। পথ রোধ করে দাঁড়ালেন অভিমানাহত প্রত্যাখ্যাত রাজার দল। ইন্দুমতীকে ছিনিয়ে নেওয়া তাদের লক্ষ্য। ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রণক্ষেত্র হল যেন মৃত্যুর পান-ভোজনের আসর। অমাত্যদের উপরে ইন্দুমতীকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে কুমার অজ নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর অজস্র বাণবর্ষণে বিধ্বস্ত রাজারা ক্ষিপ্ত হয়ে একযোগে সমস্ত চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করল। তিনি গন্ধর্বের কাছে পাওয়া 'সম্মোহন' অস্ত্রটি যথাসময়ে প্রয়োগ করলেন। মূর্ছিত শত্রুপক্ষের পতাকায় বিজয়-অক্ষর লিখে যুদ্ধের 'বিজয়লক্ষ্মী' ইন্দুমতীকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন। অজ। পিতা রঘু তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দনে অভিষিক্ত করলেন।

অষ্টম সর্গ

রঘু বাণপ্রস্থ গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরে তিনি দেহত্যাগ করলেন। অজ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁর সংস্কার করলেন। অজ ও ইন্দুমতীর একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। তিনি দশানন রাবণের নিহন্তা রামচন্দ্রের জনক, তাই তাঁর নাম রাখা হল দশরথ।

একদিন অজ-ইন্দুমতী উপবনে বিহার করছেন। একটি স্বর্গীয় পুষ্প-মাল্য বাতাসে উড়তে উড়তে ইন্দুমতীর বুকের মধ্যে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুমতী চেতনা হারিয়ে মরণঘুমে লুটিয়ে পড়লেন। দিশেহারা অজ আর্ত-স্বরে করুণ বিলাপে সমস্ত বনস্থলীকে শোকাচ্ছন্ন করে তুললেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ এক শিষ্যকে পাঠালেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি আরও জানালেন, এক শাপভ্রষ্টা অপ্সরা ইন্দুমতীরূপে তাঁর পত্নী হন। দিব্যকুসুমে গাঁথা ঐ মালাটি তাঁকে শাপমুক্ত করেছে। মৃত্যু তো পার্থিব জীবনে অবশ্যম্ভাবী, জ্ঞানী ব্যক্তির এইভাবে শোক করা উচিত নয়।

অজ বাহ্যতঃ শান্ত হলেন। পুত্র দশরথের মুখ চেয়ে আটটি বছর কোনোমতে কাটিয়ে দিলেন। তারপরে স্ত্রীসন্তাপে আমৃত্যু অনশনে তিল তিল করে নিজেকে শেষ করলেন। স্বর্গে গিয়ে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটল।

নবম সর্গ

এখন অযোধ্যার রাজা মহারথ দশরথ। ইন্দ্র তাঁর সখা, শক্তি তাঁর অসীম, সহৃদয়তা অপরিমেয়। কোশল, কেকয়, মগধ তিন দেশের তিন রানী তাঁর—কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা। তখন বসন্তকাল। বসন্তোৎসবের উল্লাস উপভোগ করে তিনি মৃগয়া করতে বেরোলেন। বনপথে ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন তমসা নদীর কূলে। হঠাৎ তাঁর কানে এল বন্য হাতির গম্ভীর বৃংহণ ; ধনুর্ধর সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষেপ করলেন শব্দভেদী বাণ। কিন্তু হায়। তিনি ভুল করেছিলেন, বৃংহণ নয়, তা ছিল আসলে নদীর জলে কলসপূরণের ধ্বনি ; তাঁর বাণে বিদ্ধ হল এক মুনিকুমার। তার করুণ কান্না শুনে রাজা গিয়ে তাকে তীরবিদ্ধ অবস্থায় দেখে শোকদগ্ধ মনে তাকে নিয়ে পৌঁছলেন তার অন্ধ পিতা-মাতার কাছে। তাঁরা শাপ দিলেন, পুত্রশোকে রাজাও এমনি করে প্রাণ হারাবেন। রাজার পক্ষে এ হল শাপে বর; কারণ তিনি তখনও নিঃসন্তান।

দশম সর্গ

দশ হাজার বছর কেটে গেল। তবু দশরথের পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। মুনি-ঋষিরা তাঁর জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন স্থির করলেন। এদিকে রাবণের অত্যাচারে বিপন্ন দেবতারা ছুটে গেলেন নারায়ণের কাছে। যোগনিদ্রাশেষে পদ্মনাভ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলেন। দেবতারা তাঁদের অন্তরের সমস্ত ভক্তি দিয়ে তাঁর স্তুতি করলেন। বিষ্ণু বললেন, ব্রহ্মার বরে দুরন্ত রাবণের এই দুঃসাহস হয়েছে। তিনি নিজে দশরথের পুত্ররূপে মর্ত্যে জন্ম নিয়ে তাকে বিনাশ করবেন।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে এক দিব্যপুরুষ উত্থিত হলেন, তাঁর হাতে স্বর্ণপাত্রে ভরা চরু-পায়েস। দশরথ দেবতার সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন, কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে তা ভাগ করে দিলেন। দশরথকে প্রসন্ন করার জন্যে দুই রাণী সুমিত্রাকেও অর্ধেক অর্ধেক ভাগ দিলেন। যথাসময়ে তিন রানীর গর্ভে জন্ম নিল চার পুত্র—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। চার রাজকুমার, যেন চার সমুদ্র, যেন রাজনীতির চার উপায়, যেন চার যুগ।

একাদশ সর্গ

কুমারেরা একটু বড়ো হয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্র এলেন দশরথের কাছে। দৈত্য-দানবের অত্যাচারে ঋষির আশ্রমে তপস্যার বিঘ্ন হচ্ছে। রামের সাহায্য চাই। রাম-লক্ষ্মণ চললেন ঋষির সঙ্গে। বনপথে রামের হাতে তাড়কা রাক্ষসী নিহত হল। তারপরে তিনি রাক্ষস-নেতা মারীচ ও সুবাহুকে নিহত করে তাদের শক্তি শেষ করলেন। পথে অহল্যার শাপমুক্তি ঘটালেন।

মিথিলাতে এসে জনকরাজার হরধনু-ভঙ্গ করে সীতাকে পত্নীরূপে লাভ

করলেন। জনকের আমন্ত্রণে দশরথ মিথিলায় এলেন রাম-সীতার বিয়ে দিলেন। সীতার বোন উর্মিলার বিয়ে হল লক্ষ্মণের সঙ্গে। ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিয়ে হল।

অযোধ্যায় ফেরার পথে কয়েকটি অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। কিন্তু বিশ্বামিত্র অবিচলিত। পথে দেখা দিলেন তেজস্বী পুরুষের অগ্নিমূর্তি—পরশুরাম। বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পরেও রাম অকুতোভয়ে তাঁর তেজ হরণ করলেন, তাঁর তপস্যার ফল স্বর্গের পথ চিরতরে বাণরুদ্ধ করে দিলেন। ঋষি রামকে আশীর্বাদ করে অন্তর্ধান করলেন। পুরাঙ্গনাদের আনন্দ-উজ্জ্বল পরিবেশে রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যাতে প্রবেশ করলেন।

দ্বাদশ সর্গ

বৃদ্ধ দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। দুষ্টমতি কৈকেয়ী তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুত দুটি বর প্রার্থনা করলেন। একটি বরে চোদ্দ বছরের জন্যে রামকে বনবাসে পাঠাতে হবে, অন্যটিতে ভরতের অভিষেক চাই।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসে গেলেন, সমস্ত পুরবাসী স্তব্ধ হয়ে দেখলেন। রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণ হারালেন। অমাত্যেরা মাতুলালয় থেকে ভরতকে নিয়ে এলেন, কিন্তু ভরত কিছুতেই রাজ্যভার গ্রহণ করবেন না। তিনি চিত্রকূট বনে গিয়ে রামকে অনুনয় করলেন, অবশেষে তাঁর পাদুকা-দুখানি এনে নন্দিগ্রামে অবস্থান করে রাজকার্য পরিচালনা করলেন ; অযোধ্যাতে ফিরলেন না। রাম চললেন চিত্রকূট ছেড়ে পঞ্চবটীবনে। পথে তাঁরা বিরাধ রাক্ষসকে বধ করলেন। পঞ্চবটীবনে লক্ষ্মণ রাবণভগিনী শূর্পণখা রাক্ষসীর নাসাকর্ণচ্ছেদন করলেন। অপমানিত খর ও দূষণ তাঁদের আক্রমণ করলে তারাও নিহত হল। রাবণ মায়াবলে সীতা-হরণ করল। রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালি করলেন, রাবণপুরী লঙ্কার বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন, সমুদ্রে সেতু বাঁধলেন, পবননন্দন হনুমান সীতার সংবাদ এনে দিল রামচন্দ্রের কাছে। বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দিলেন। ভীষণ যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষসকে নিহত করে, কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎকে বধ করে, সবশেষে রাম রাবণের মুণ্ডমালাকে ভূপাতিত করলেন। বিভীষণের হাতে লঙ্কারাজ্যের শাসনভার অর্পণ করে অগ্নিশুদ্ধা সীতা ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যাতে ফিরে এলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ

পুষ্পকরথে আকাশপথে ফিরছেন রাম-সীতা, লঙ্কা থেকে অযোধ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্রময় বর্ণনা শুনতে শুনতে। পথে পড়ছে, জনস্থান, মলয়পর্বত, পম্পাসরোবর, গোদাবরী নদী, পঞ্চবটী, অগস্ত্য-শাতকর্ণি-শরভঙ্গ ঋষিদের বাসস্থান, চিত্রকূট পর্বত, মন্দাকিনী নদী, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, সবশেষে সরযূ নদী।

ভরত এগিয়ে এলেন তাঁদের অভ্যর্থনা করতে। কুলগুরু বশিষ্ঠও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ছিল অযোধ্যার সব সৈন্যসামন্ত। চার ভাই-এর মিলন বড়ো মর্মস্পর্শী। অযোধ্যার কাছাকাছি এক উপবনে তাঁরা এলেন।

চতুর্দশ সর্গ

সেখানে তাঁরা তিন জননীর সংগে মিলিত হলেন, তাঁরা শোকে অন্ধ, চোখে আনন্দাশ্রু। রামের অভিষেক সম্পন্ন হল তীর্থের জলসিঞ্চনে। সুগ্রীব এবং বিভীষণ সসম্মানে বিদায় নিলেন, রামচন্দ্র পুষ্পকরথ পাঠিয়ে দিলেন কুবেরের কাছে।

ধীরে ধীরে সীতার গর্ভলক্ষণ দেখা দিল, রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের অশনিসংকেতের মতো চরমুখে শুনতে পেলেন, রাক্ষসভবন থেকে ফিরে আসা সীতাকে গ্রহণ করার জন্যে পুরবাসীরা তাঁকে নিন্দা করছে। রাম এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেন না, স্থির করলেন অপযশ মোচনের জন্যে তিনি সীতাকেই পরিত্যাগ করবেন। সীতা সাধ করে বলেছিলেন ভাগীরথী তীরের তপোবন দেখার কথা। সেখানেই তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হবে। লক্ষ্মণ তাঁকে সেখানে রেখে আসবেন।

বাল্মীকির আশ্রমের কাছাকাছি এসে লক্ষ্মণ সীতাকে সব কথা খুলে বললেন এবং ক্ষমা চাইলেন। সীতা অভিমানাহত কণ্ঠে রামের উদ্দেশে বললেন অগ্নিপরীক্ষার পরেও তাঁকে এভাবে ত্যাগ করা তাঁর উচিত কি? সন্তানের মায়াতেই শুধু এখন তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে; প্রসবের পরে তিনি দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করবেন—জন্মান্তরেও যেন তাঁকেই আবার পতিরূপে পান, কিন্তু এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা যেন না পেতে হয়। লক্ষ্মণ ফিরে গেলেন, সীতার করুণ কান্নায় বনস্থলী যেন কেঁদে উঠল। ঋষি বাল্মীকি সেই কান্না শুনে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সস্নেহে তাঁর নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

পঞ্চদশ সর্গ

মধুরানগরীতে লবণাসুরকে বধ করার জন্যে রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পাঠালেন। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে একরাত্রি অবস্থান করলেন। সেই রাত্রেই সীতার দুই পুত্র জন্ম নিল—লব ও কুশ। বাল্মীকি তাদের সুশিক্ষিত করে তুললেন শস্ত্রে এবং শাস্ত্রে, এছাড়া শেখালেন তাঁর নিজের রচনা 'রামায়ণ' গান করতে। শত্রুঘ্ন অযোধ্যাতে এসেও কুশ-লবের বিষয়ে রামকে কিছু বললেন না। রাম এক শূদ্রতপস্বী শম্বুককে বধ করলেন।

তারপর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। পৃথিবীর সমস্ত মুনি-ঋষিরা সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন। এসেছেন বাল্মীকিও, তাঁর সংগে এসেছে কুশ ও লব। তাদের কণ্ঠে মধুর রামায়ণগানে সভার সকলে মুগ্ধ এবং রামের সংগে আকৃতি ও সৌন্দর্যের সাদৃশ্যে তাদের পরিচয় যেন বলা হয়ে যাচ্ছিল। বাল্মীকির মুখে তাদের পরিচয় শুনলেন রাজা। তিনি বললেন, সীতাকে সর্বসমক্ষে আর একবার অগ্নিপরীক্ষা করে তিনি গ্রহণ করতে চান। সীতা এলেন, কিন্তু বললেন যদি তিনি নিষ্পাপ হন তবে যেন জননী ধরিত্রী তাঁকে স্থান দেন; এক অলোকসামান্য মূর্তিতে বসুমতী তাঁকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

এর পরে রামচন্দ্র অনুজ, পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের হাতে রাজ্যভার বিতরণ করে স্বর্গারোহণ করলেন।

ষোড়শ সর্গ

রামের পুত্র কুশের রাজধানী কুশাবতী। কিন্তু অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর অনুনয়ে তিনি প্রাচীন অযোধ্যাকে সুসংস্কৃত করে আবারও রাজধানীর শোভা সমৃদ্ধ করে তুললেন। তখন গ্রীষ্মকাল, সরযূতে অন্তঃপুরিকাদের জলকেলির উল্লাস; কুশ নিজেও যৌবনসরসীনীরে অবগাহনে নামলেন। জলকেলির সময়ে, যা ছিল অগস্ত্যের উপহার, পিতা রামচন্দ্রের অলংকার এবং বিজয়লক্ষ্মীর মোহনমন্ত্র সেই বাহুবন্ধের আভরণ পড়ে গেল জলে, তিনি জানতেও পারলেন না। অনেক অনুসন্ধান করেও তা পাওয়া গেল না। এমন সময়ে পাতালের নাগরাজ কুমুদ সেই আভরণ নিয়ে এসে কুশের হাতে অর্পণ করলেন। কুমুদের সঙ্গে এসেছেন নাগকন্যা কুমুদ্বতী; কুশ সানন্দে তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন, দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করে এই মিলনকে অভিনন্দিত করলেন।

সপ্তদশ সর্গ

কুশ ও কুমুদ্বতীর পুত্র অতিথি; কুশের পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন। দুর্জয় নামে এক দানবের সঙ্গে যুদ্ধে কুশ নিহত হলেন। অতিথির অশেষ দক্ষতা এবং রাজনীতিবিষয়ে প্রজ্ঞার ফলে রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ধর্ম-অর্থ-কাম তিনটির সমান সেবায় রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐশ্বর্য, সুখ ও স্বস্তি সর্বতোভাবে বিরাজ করত।

অষ্টাদশ সর্গ

অতিথির পরে একে একে নিষধ, নল, নভঃ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগু, পারিযাত্র, শীল, উন্নাভ, বজ্রনাভ, শঙ্খণ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌসল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ, পুত্র, পুষ্য, ধ্রুবসিদ্ধি এবং সুদর্শন রাজা হলেন। তাঁরা সকলেই সুশাসক ছিলেন। ধ্রুবসিদ্ধি সিংহের মুখে প্রাণ দিলে তাঁর পুত্র মাত্র ছয় বৎসরের বালক সুদর্শন রাজা হন। যৌবনে তাঁর বিবাহ হল।

ঊনবিংশ সর্গ

সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। তাঁর হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। অগ্নিবর্ণ বিলাসী, সুরাসক্ত এবং নারীসম্ভোগে সদালিপ্ত। রাজকার্য সম্পূর্ণভাবে অমাত্যবর্গের উপরে ন্যস্ত, প্রজাদের দর্শন দেবারও তিনি অবকাশ পান না। অতিরিক্ত শৃঙ্গারবিলাসের ফলে তিনি রাজযক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন; এই দুসংবাদ প্রজাদের কাছে গোপন রেখে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে অভিষিক্ত করা হল। রানী সুসন্তানের অপেক্ষায় রাজ্যকে সুশাসনে রাখলেন।

এইখানেই কালিদাসের রঘুবংশমহাকাব্যের কথাবস্তু শেষ।

বস্তু-বিন্যাস

রঘুবংশের বিষয়বস্তুর বর্ণনায় অবশ্য তার খড়ের কাঠামোটুকুই দেওয়া যায়, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। মৃত্তিকালেপনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলেও

কবিদৃষ্টির গভীরে অনুধাবন করতে হয়। এই মহাকাব্য কি শুধুই রাজবংশের তথ্যপরিবেশন, ইতিহাস, পুরাণ? অথবা কতকগুলি আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনার একত্র গ্রন্থনা? অথবা এই কাব্য কি পরস্পরনিরপেক্ষ ছোটো ছোটো কাব্যমালার সমষ্টি?

বিদগ্ধ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোন মূল ঘটনা প্রধান চরিত্রের প্রতিভা লক্ষিত হয়না—কেবলই ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র, একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত।···দিলীপের তপোবনে গমন, রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ংবর, দশরথের মৃগয়াগমন, রামসীতার রথযাত্রা, পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী, অগ্নিবর্ণের শৃঙ্গারসুখসম্ভোগ।···সমস্ত রঘুবংশটিই এই রূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক।" (কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা)

পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অনুরূপ অনুমান করে এক সময়ে বলেছিলেন রঘুবংশ অনেকগুলি কাব্যের একটি কাব্যসমষ্টি; যেমন দিলীপ-সুদক্ষিণাকাব্য, রঘুকাব্য, অজ-ইন্দুমতীকাব্য, দশরথ, রামায়ণ, কুশকুমুদ্বতীকাব্য, অতিথি, অতিথির উত্তরাধিকারীগণ, অগ্নিবর্ণশৃঙ্গারকাব্য এবং তার পরে তিনি সমন্বয়ের কোমলমনোহর ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করেছেন রামমাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্যে। রঘুবংশের গাঁথুনি তাঁর মতে পিরামিডের মতো, পনেরো সর্গে চড়াই, দিলীপ থেকে উৎকর্ষের ক্রমোন্নতি রাম পর্যন্ত, শেষ চার সর্গে উৎরাই, রঘুবংশের অধঃপতন।

অন্যান্য পণ্ডিতবর্গও এই মতেরই মোটামুটি সমর্থক।

কিন্তু নিছক চিত্রপরম্পরা বা রামমাহাত্ম্যকীর্তন, যার চালচিত্র অন্য চিত্রাবলী, এই কি রঘুবংশের বিষয়? মনে হয় না। রঘুবংশের বাক্ হয়ত তাই, কিন্তু অর্থ কী? রঘুবংশ যেন শ্রব্যকাব্যের স্রোতস্বিনী, তাইতে অবগাহনে যে আনন্দ সে কিসের তৃপ্তিতে? মানুষের মহত্তম কীর্তির চিরন্তন রূপ উপলব্ধি করে? জগৎ ও জীবনের পূর্ণতার ও সর্বময়তার প্রশান্ত চিত্রদর্শনে? জীবনের চরিষ্ণুতার বহতা নদীর রসাস্বাদনে?—হয়তো তাই। তাই রঘুবংশ ঊনিশ সর্গে শেষ না হয়ে ছাব্বিশ সর্গ পর্যন্ত ছিল, এই কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নেই। ঊনিশ সর্গে কবি জীবনের সব রূপের বিবর্তনের পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন। তাই জীবনের রসপরিবেশনই রঘুবংশের বিষয়বিন্যাসের (plot structure) পশ্চাৎপট। সেখানেই কালিদাস অনন্য এবং মহত্তম প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও কিন্তু একথা উল্লেখ করেছেন। "কালিদাস কুমার লিখিলেন, মেঘদূত লিখিলেন, আরও অনেক গ্রন্থ লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ রহিল যে, কোথাও সমস্ত ভুবনের একটী একীকৃত বর্ণনা করিতে পারিলেন না।···আর একখানি কাব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের অনুকরণ দেখাইলেন।···বাস্তবিকই কালিদাসের রঘুবংশের ন্যায় জীবনময় গ্রন্থ সংসারে আছে কিনা সন্দেহ।"

সুতরাং জীবনেরকাঠামোই রঘুবংশের কাঠামো—রঘুবংশের ক্রমোন্নতি এবং অগ্নিবর্ণে এসে অবক্ষয় সে কথা বলার কী প্রয়োজন? ইন্দুমতীর মৃত্যু, অজের প্রাণ-ত্যাগ, দশরথের কালমৃগয়া, সীতাবিসর্জন, কুশের জলবিহার এইগুলি যে মহান্ রঘুকুলে অনর্থের অশনিসংকেত যা অগ্নিবর্ণে চরমে উঠেছে এরকম না ভাবলেও চলে। জীবনের পূর্ণচিত্রই কবি আঁকতে চেয়েছেন, কল্পনার আদর্শ নয়। তা না হলে কুশের জলবিহারের পদস্খলনের পরে অতিথির মতো রাজা কী করে হয়? এমন কি কুশ-কুমুদ্বতীর মিলনও তো দেবতার পুষ্পবর্ষণে অভিনন্দিত!

অতিথির পরের রাজাদেরও তো কোন অসদ্‌গুণের উল্লেখ নেই। অধঃপতনের রেখাচিত্র (graph) কেমন হবে? 'মনোর্বর্ত্ম' থেকে তো সূর্যবংশীয় রাজারা বিচ্যুত নন। অবক্ষয়ের চিত্র কেমন করে শেষ পরিণতি হয়?

রঘুবংশের বিষয়বিন্যাসের অন্য একটি দিকেও দৃষ্টি না দিয়ে পারছি না। রঘুবংশের দিলীপ থেকে রাম পর্যন্ত রাজাদের সঙ্গে দেবতা ও গন্ধর্বদের সঙ্গে যত সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মিত্রতার চিত্র উল্লিখিত কুশ থেকে আর তেমন নয়। রামচন্দ্রের পর থেকে সব রাজাদের মধ্যেই মানবিক চরিত্র বেশি ফুটেছে, মানুষের সঙ্গে মিত্রতা, দ্বন্দ্ব, সখ্যের বর্ণনা বিশ্লেষণ বেশি করে করেছেন কবি। তার আগেও আছে, তবে, কম। এবং এই পরবর্তী রাজাদের সম্পর্কে স্বর্গীয় সম্পর্কের কথা শুধু মাঝে মাঝে দিব্য পুষ্পবর্ষণ এবং দেহান্তে স্বর্গপ্রাপ্তির উল্লেখেই সীমাবদ্ধ। সূর্যসম্ভূত মনু থেকে বংশের উৎপত্তি, মানুষ অগ্নিবর্ণের বর্ণনায় শেষ। শেষ বলা ঠিক হবে না, রানী গর্ভবতী, পুত্রের অপেক্ষায় সুন্দরভাবে রাজ্যপালন করছেন। সারা ভারতবর্ষেই তো আজও পর্যন্ত সেই মানুষ সু-রাজার অপেক্ষা অনুরণিত! রঘুকাব্য জীবনের বিবর্তনের মহাকাব্য নয় কি? আজন্মশুদ্ধ রাজাদের গুণে উৎসাহিত কবি অগ্নিবর্ণের পাপাচার দেখিয়ে কি কাব্য শেষ করেছেন?

তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা রামমাহাত্ম্য, যাই বর্ণিত হোক আশ্চর্য পৃথিবীর জীবনের আশ্চর্যকেই কবি চমৎকার রসের তুলিতে এঁকেছেন। জার্মান পণ্ডিত Hillebrandt বলেছেন, হিন্দুধর্মের প্রথা, তার সুখ-শান্তি এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে; সবার উপরে ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ প্রসূতি চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে—"Die Sitten, welche den Geist des Hindutums bestimmen, seine Freude und sein Trost werden lebendig; uber allem schwebt die Naivitat des indischen Glaubens und des Glaubens liebstes Kind, das Wunder."

জীবনকাব্যের গঙ্গোত্রীকে গঙ্গাসাগরের দিকে আবহমানা রেখেই কবি সেই চমৎকৃতিকে সিদ্ধ করেছেন।

উৎস

রঘুবংশের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ রামায়ণ-ধর্মী হলেও রামায়ণ মুখ্যতঃ রামের কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনাতে সীমাবদ্ধ, রঘুবংশে আমরা ঊনত্রিশ জন রাজার বিবরণ পাই। রামায়ণে আমরা সূর্যবংশীয় রাজাদের কোন ক্রমপরম্পরার উল্লেখ পাইনা; রঘুবংশে তাঁদের প্রত্যেকের বিশদ চিত্র পরিস্ফুট। রাজাদের নামগুলি পুরাণের বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু দিলীপ থেকে অজ এবং কুশ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত কাহিনী অংশ সম্পূর্ণই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। তাই রামায়ণ এবং পুরাণের চেয়ে রঘুবংশ-মহাকাব্য অনেক বেশি অলঙ্কৃত ও কাব্যসুষমামণ্ডিত।

রামায়ণে সূর্যবংশ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা এই বংশের আদিপুরুষ। প্রজাপতি মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ছিলেন রাজধানী অযোধ্যার রাজা। রামায়ণে দিলীপ থেকে আরম্ভ করে কুশ পর্যন্ত ঊনিশটি পুরুষ এবং দিলীপ থেকে রঘু পর্যন্ত চার পুরুষের ব্যবধান। ব্রহ্মার পরে ২২তম পুরুষ হলেন দিলীপ। সেখানে রাজারা যথাক্রমে দিলীপ-ভগীরথ-ককুৎস্থ-রঘু-প্রবৃদ্ধ

(কল্মষপাদ)-শংখণ-সুদর্শন-অগ্নিবর্ণ-শীঘ্রগ-মরু - প্রশুশ্রুক-অম্বরীষ-নহুষ-যযাতি-নাভাগ-অজ-দশরথ-রাম-কুশ। রঘুবংশে কুশের পরে তেইশজন রাজার নাম পাচ্ছি।

ব্রহ্মপুরাণে দিলীপ থেকে অহীনগু পর্যন্ত চতুর্দশ পুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায়। রঘুবংশের ক্রমের সংগে এর মিল আছে। বিষ্ণুপুরাণে রঘুবংশে বর্ণিত রাজাদের নামের তালিকায় দুটি নাম বেশি পাওয়া যায়। দিলীপ ও রঘুর মধ্যবর্তী হলেন ভগীরথ ও দীর্ঘবাহু। কিন্তু কুশ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত চব্বিশ জন একই আছে। তবে পুরাণে আছে অহীনগু, রূপ, রুরু, দল, চল, উক্থ, শংখনাভ; রঘুবংশে আছে অহীনগুর পরে শীল, উন্নাভ, শংখণ, কৌসল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ এবং পুত্র রাজা হন। পুষ্য, ধ্রুবসিদ্ধি, সুদর্শন এবং অগ্নিবর্ণ এই ক্রম পুরাণ এবং রঘুবংশে সম্পূর্ণ মিলে যায়। বায়ুপুরাণে দিলীপ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত আঠাশ পুরুষে রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে দিলীপের পুত্র দীর্ঘবাহু। আবার পারিযাত্র এবং বজ্রনাভের মধ্যে দল, বল এবং ঔংকের নাম আছে, কিন্তু শীল, উন্নাভ, কৌসল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ এবং পুত্রের নাম নেই; যারা 'রঘুবংশ-মহাকাব্যে' পারিযাত্র এবং পুষ্যের মধ্যে রাজত্ব করেছেন। ভাগবতপুরাণে বৈবস্বত মনু থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত আটাত্তর জন রাজার বর্ণনা আছে। ভাগবতে কলিযুগে সূর্যবংশের শেষ এবং ১১৩তম রাজা সুমিত্র পর্যন্ত বর্ণিত। এই পুরাণে দিলীপ থেকে রঘু পর্যন্ত ১৮ পুরুষ, দিলীপ থেকে কুশ পর্যন্ত ২২ পুরুষ এবং কুশ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ১৮ পুরুষ। রঘু থেকে নিষধ পর্যন্ত রঘুবংশেরই অনুরূপ। তবে নলের নাম নেই, অহীনগু, শীল, উন্নাভ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, কৌসল্য ব্রহ্মিষ্ঠ এবং পুত্রের নামও নেই, যারা রঘুবংশে পুষ্য এবং দেবানীকের মধ্যবর্তী রাজা ছিলেন। সেখানে অনীহ, বল এবং বিধৃতির নাম আছে।

অগ্নি এবং মৎস্যপুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় রাজাদের ক্রমপরম্পরা মোটামুটি এক রকম। দিলীপ থেকে শ্রুতায়ু পর্যন্ত একত্রিশ জন রাজা। এই ক্রমে দু-জন দিলীপ আছেন, ভগীরথের পিতা (অংশুমানের পুত্র) এবং রঘুর পুত্র (অজের পিতা)। অর্থাৎ ক্রমটি হল—দিলীপ-ভগীরথ-নাভাগ-অম্বরীষ-সিন্ধুদ্বীপ শ্রুতায়ু - ঋতুপর্ণ - কল্মষপাদ - অনরণ্য - নিঘ্ন-অনমিত্র-রঘু-দিলীপ-অজ-দশরথ। অজ থেকে অহীনগু পর্যন্ত এই দুটি পুরাণ এবং রঘুবংশ একই নাম উল্লেখ করেছে। অহীনগুর পরে পুরাণ-দুটিতে সহস্রাশ্ব-চন্দ্রালোক-তারাপীড়-চন্দ্রগিরি (চন্দ্রপর্বত)-ভানুচন্দ্র-শ্রুতায়ু এই রাজাদের নাম পাওয়া যায়, রঘুবংশে এদের উল্লেখ নেই। হরিবংশে কুশ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত চব্বিশ পুরুষের বর্ণনা পাই। ভাসের প্রতিমানাটকে পাই দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ—পর পর এঁদের বর্ণনা।

কালিদাসের রঘুবংশে এই ক্রমটি রক্ষিত হয়েছে। কালিদাসের গাঁথুনিতে যে-রাজারা পর পর এসেছেন তাঁরা হলেন—দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ-রাম-কুশ-অতিথি-নিষধ-নল-নভ-পুণ্ডরীক - ক্ষেমধন্বা - দেবানীক - অহীনগু - পারিযাত্র-শীল-উন্নাভ-বজ্রনাভ-শংখণ - ব্যুষিতাশ্ব - বিশ্বসহ - হিরণ্যনাভ-কৌসল্য-ব্রহ্মিষ্ঠ-পুত্র-পুষ্য-ধ্রুবসিদ্ধি-সুদর্শন-অগ্নিবর্ণ। দিলীপ থেকে অহীনগু পর্যন্ত চতুর্দশ পুরুষ ব্রহ্মপুরাণের অনুরূপ। পুষ্য থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত চার পুরুষ বায়ু এবং বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। পারিযাত্র, বজ্রনাভ, শংখণ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ এবং হিরণ্যনাভ বায়ুপুরাণের ছায়া। শীল-উন্নাভ-কৌসল্য-ব্রহ্মিষ্ঠ এবং পুত্র—

এই পাঁচজনের নাম রামায়ণ বা পুরাণ কোথাও পাওয়া যায় না। এরা কবির নিজস্ব ভাবনাপ্রসূত।

উৎস-সন্ধান শুধু নামের তালিকা ধরে উপস্থিত-অনুপস্থিত চিহ্নিত করা নয়। রঘুবংশে কবি-কালিদাস যে কাহিনী-পরম্পরা বিন্যস্ত করেছেন তার মূল কোথায়? তার রামায়ণ অংশটি অর্থাৎ নবম সর্গ থেকে পঞ্চদশ সর্গ পর্যন্ত মূল রামায়ণের অনুরূপ, তারই আত্মজ। তবে বাচনভঙ্গী, পরিবেশনার রীতি আলাদা, ঘটনাবলী প্রায় একই, সামান্য প্রভেদ ছাড়া। যেমন রামায়ণে দশরথ মৃগয়া করেছিলেন বর্ষাকালে, রঘুবংশে বসন্তকালে। রামায়ণে রামের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধ আরও তীব্র, এখানে তা মূলতঃ বাদানুবাদরূপেই বর্ণিত। রামায়ণে শত্রুঘ্নের সঙ্গে লবণাসুরের যুদ্ধ আরও ভয়ংকর এখানে তা অনেক সাদামাটা। সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে কবি মাত্র সাতটি সর্গে অদ্ভুত দ্রুতলয়ে চিত্তচমৎকারী বর্ণনভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। ঘটনা একই কিন্তু ফলেন পুনর্নবতা সর্বতোভাবে আস্বাদন করা যায়।

কিন্তু দিলীপ-সুদক্ষিণার ব্রত, নন্দিনীসেবা? পুত্রকামনায় কোন দম্পতি এমন নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছে কি? আর কোন কাব্যে? কাদম্বরীতে তারাপীড় ও বিলাসবতীর দান-ধ্যান-পুণ্যের বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু প্রাণগোপালকে পাবার আকূতিতে রাজার নিজের গোপালক হওয়া? এ কালিদাসের অভিনব সৃষ্টি। সেই কাব্যাংশে বর্ণনা বহু জায়গাতেই হয়তো রামায়ণের চিত্রময় বর্ণনা ও উপমার প্রতিফলন বহন করে। এছাড়া পদ্মপুরাণের কাছেও কবি ঋণী। বিশেষ করে চোখে পড়ে এই শ্লোকটি—

> অথোষসি নরাধীশঃ পূজিতাং কুসুমাদিভিঃ।
> মহিষ্যা নন্দিনীং ধেনু নীত্বাঽরণ্যং জগাম সঃ।
> (পদ্মপুরাণ ৬, ২০৩, ১)

রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকটির (অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে—) উৎস পদ্মপুরাণের এই শ্লোকটি। অবশ্য কালিদাসের লেখনীতে যে এই শুষ্ক কাঠ মঞ্জুরিত তরুতে পরিণত হয়েছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'নরাধীশঃ' পদের জায়গায় 'প্রজানামধিপঃ' যে অনেক তাৎপর্যময় তা বলাই বাহুল্য। রাজচরিত্রের মৌল গুণটির প্রতিই এই সমস্ত-পদটির ইঙ্গিত। তেমনি 'পূজিতাং কুসুমাদিভিঃ।' এই অংশের জায়গায় 'জায়াপ্রতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাম্' শুধু যে শ্রুতিসুখকর তা-ই নয়, অর্থসমৃদ্ধও বটে। 'প্রতিগ্রাহিত' কথাটির মধ্যে এই সপর্যায় নন্দিনীর স্বীকৃতি স্পষ্টত প্রতিপাদিত। 'নীত্বা'র মধ্যে নন্দিনীর স্বচ্ছন্দচারিতা নেই। 'মুমোচ' কথাটিতে যা সুব্যক্ত। এবিষয়ে 'রঘুবংশকাব্যস্য দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ পদ্মপুরাণংচ' প্রবন্ধে ডঃ ভগীরথপ্রসাদ ত্রিপাঠী বাগীশশাস্ত্রী আলোকপাত করেছেন।

আমরা সর্বত্রই দেখেছি কালিদাস যখনই কিছু নিয়েছেন তখনই তাকে নতুন করে তুলেছেন স্বকীয়তায়। পদ্মপুরাণ যদি অর্বাচীন হয় তাহলে কালিদাসের কাহিনীবিন্যাসের কাছেই পদ্মপুরাণের ঋণ একথা বলা যেতে পারে। অর্বাচীন না হলেও পরবর্তী কোন সময়ে তাতে কবিবর্ণিত আখ্যানের কোন অংশ সংযোজিত হতে পারে। অন্যান্য ভাবসাদৃশ্য প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য।

রঘুর দিগ্বিজয়, সারা ভারতবর্ষের বর্ণনা, প্রকৃতির নয় রাজ্য-রাজধানীর পারস্পরিক সম্বন্ধের। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরেও ভারতবর্ষের সব প্রত্যন্তের আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিচয়। অজ-ইন্দুমতীর বিয়ে এবং

তার পরে ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের শোকাতুর বিলাপ মানুষের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছে। কুশের রাজত্ব, রাজধানী অযোধ্যার সংস্কারসাধন, জলকেলি, কুমুদ্বতীর পাণিগ্রহণ—এই কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত। অতিথির রাজ্য-শাসন মনুনির্দিষ্ট পথের সুষ্ঠু অনুসরণ। কবিকল্পনা শুধু প্রয়োগে, বিন্যাসে এবং অলংকরণে। অগ্নিবর্ণের শৃঙ্গারলীলা মানবিক কবির লেখনীতে স্বচ্ছন্দ বর্ণে চিত্রিত। এই চিত্র কালিদাসেরই সৃষ্টি।

সমগ্র রঘুবংশ কাব্যে আমরা কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনা পাই। দ্বিতীয় সর্গে মায়াসিংহের সঙ্গে দিলীপের, তৃতীয় সর্গে রঘুর সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের, চতুর্থ সর্গ তো সম্পূর্ণভাবেই রঘুর দিগ্বিজয়ের পতাকা উত্তোলন, পঞ্চম সর্গে দুরন্ত মাতাল হাতির আক্রমণ রোধ ; সপ্তম সর্গে অজ এবং স্বয়ংবরে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের মধ্যে যুদ্ধে অজের জয়। নবম সর্গে দশরথের মৃগয়াও যুদ্ধোদ্দীপক ; একাদশ-দ্বাদশ সর্গে তো রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে রাক্ষসদের একের পর এক যুদ্ধ সবশেষে রাম-রাবণের যুদ্ধ।

যুদ্ধের উদ্দীপনা ছাড়া কবি প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন মানুষের ভাবময়তার পশ্চাৎপট হিসেবে। রঘু যুদ্ধযাত্রা করেছেন শরৎকালে। দশরথ মৃগয়া করেছেন বসন্তে। কুশের জলবিহার গ্রীষ্মকালে। ঋতুরঙ্গ মানুষের কর্মকাণ্ডের অনু-পূরক ; মানুষ ও প্রকৃতি যেন পরস্পরের মর্মজ্ঞ সহায়ক।

কবি পুত্রজন্মের আনন্দের বর্ণনা করেছেন চারটি সর্গে। দ্বিতীয় সর্গে দিলীপের পুত্র রঘুর জন্ম, যখন দিলীপ রাজসিংহাসন ও চামর দুটি ছাড়া ভৃত্যকে বোধ হয় আর সবকিছুই দিয়ে দিতে পারতেন। দশম সর্গে এক সঙ্গে চারপুত্রের জন্ম—রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন। চতুর্দশ সর্গে পুত্রজন্মের সূচনায় রামের আনন্দ এবং সীতাবিসর্জনে তাই দোটানা, পঞ্চদশ সর্গে লব-কুশের জন্ম পিতার অনুপস্থিতিতে ; ঋষির আশ্রমে রাজকুমারের জন্ম। পিতৃব্য শত্রুঘ্নের আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে। এ ছাড়া অন্য জন্মগুলি উল্লেখের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ রেখেছেব কবি।

এই অকৃত্রিম চিরন্তন আনন্দের বৈপরীত্যে শোকের চিত্রগুলি তাৎপর্য-পূর্ণ। বালক দশরথকে রেখে স্বামীর কোলে ইন্দুমতীর অকালমৃত্যু, অজের করুণ বিলাপ নিতান্ত মর্মস্পর্শী। অন্ধমুনির পুত্রবধ, তার ফলে দশরথের হৃদয়ে শোকশল্য বিদ্ধ ; আর্ত পিতামাতার শোকাশ্রুবর্ষণ, নিরুপায় অভিশাপ—দশরথ স্তব্ধ। এ তো করুণাবিমুখ মৃত্যুর শোক। জীবিতের দুঃখ পুত্রবিচ্ছেদে দশরথের প্রাণত্যাগে বর্ণিত হয়েছে। নির্বাসিতা সীতার বিলাপ, কবির লেখনীতে যা ফুটেছে তা সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। সেই তুলনায় সীতার পাতাল-প্রবেশ মাত্র একটি শ্লোকে অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণে সীতার উক্তি আরও দীর্ঘ ছিল। তারই ভাবার্থ মাত্র এখানে প্রতিধ্বনিত।

ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবার সভা, নবম সর্গে মৃগয়ার বর্ণনা এবং ত্রয়োদশ সর্গে লঙ্কা থেকে অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্তনের যাত্রাপথ বর্ণনা কবির অনন্যসাধারণ চিত্রকল্প রচনার নিদর্শন।

'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ' (৪/১২) বলতে যে কী বোঝায় তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র কবি দিয়েছেন সপ্তদশ সর্গে অতিথির রাজ্যপালনের পরিচয় দিয়ে।

উৎসসন্ধানের যোগবিয়োগ শেষে দেখা যাবে 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ' (১/১৮)। মূল-রামায়ণ-অংশ ছাড়া অন্য অংশে কবি কারও কাছে ঋণী নন, আর তা থাকলেও রাজশেখরের কাব্যমীমাংসাকে স্মরণ করে বলা

যায় "শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্। উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ॥" অর্থাৎ, তাঁকেই মহাকবি বলা যায়, যিনি শব্দার্থ বিষয়ে নূতনত্ব উদ্ভাবন করে প্রাচীন বিষয়বস্তু ও শব্দসম্ভার তাঁর কাব্যে সন্নিবেশ করে থাকেন। রামায়ণ অংশের পরিবেশনও অনুকরণ নয়, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের ভাষায় 'আলেখ্য-প্রখ্য' ; মূল দেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন সহ পরিস্ফুট প্রকাশ। স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে কবি স্বল্প পরিসরে এই আলেখ্য প্রকাশিত করেন।

তাই আমরা রামায়ণে দেখেছি অন্ধমুনির পুত্র তীরবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়, দশরথ তাকে তার বাবা-মার কাছে নিয়ে যান, এখানে দশরথ তীরবিদ্ধ মুনি-বালককে নিয়ে তার বাবা-মার সামনে গেলেন ; তাঁদের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। দশম সর্গে দেবতারা রাবণের অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে স্তব করেন। কবি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে এই স্তোত্র রচনা করেছেন। কিন্তু রামায়ণে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। কুমারসম্ভবে দেবতাদের মুখে ব্রহ্মার স্তুতি হয়ে গেছে, নতুনত্বের জন্যে এই প্রয়াস ? দ্বাদশ সর্গে কাকের গল্প (২১-২৩) এবং বিরাধের গল্প (৩০) রামায়ণে একটু অন্য রকম। রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের ১২৩ সর্গের অনুরূপ রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ, কিন্তু রামায়ণের বর্ণনার পাশে কালিদাসের বর্ণনা অনেক বিস্তৃত, অলংকৃত, এবং বর্ণোজ্জ্বল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়, সিংহল দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্বত পর্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয়, বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত খুঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

পণ্ডিত R. K. Krishnamachariar বলেছেন মহাকাব্যের 'রঘুবংশ' নামটি তিনি 'রামায়ণ' থেকে নিয়েছেন, এই শব্দটি রামায়ণে দুবার ব্যবহৃত— 'রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ' (১-৩-৯) এবং 'অহং রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ' (৬-১-১১)।

টীকা

কালিদাসের অমর মহাকাব্য 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের সীমাহীন জনপ্রিয়তা এবং সেকালের পাঠক্রমে অবশ্যপাঠ্যতা সহজেই অনুমেয়। ভাবপ্রকাশের অনবদ্য বাগ্ভংগী রঘুবংশের প্রাণপ্রবাহকে কোথাও ভারবাহী করে তোলে নি। পঠন-পাঠনে এত জনপ্রিয় ছিল বলেই আমরা রঘুবংশের মোট তেত্রিশটি টীকার নাম পাই। তার মধ্যে ত্রিশজন টীকাকারের নাম পাওয়া গেছে, কিন্তু তিনটির টীকার নাম পাওয়া গেলেও টীকাকারের নাম পাওয়া যায় নি।

টীকাকারগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে মল্লিনাথসূরির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর সঞ্জীবনী টীকা শুরু করতে গিয়ে তিনি সগর্বে সবিস্তারে আত্মপরিচয় দিয়েছেন —তিনি ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা-তন্ত্র-পুরাণ সর্ববিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম। সেই মল্লিনাথ কবি দুর্ব্যাখ্যাতে মূর্ছিত রঘুকাব্যনক সঞ্জীবিত করে তুলবেন তাই তাঁর এই প্রয়াসের নাম 'সঞ্জীবনী' টীকা। "ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষ-মূর্ছিতা। এষা সঞ্জীবনী টীকা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥" দুর্ব্যাখ্যা বিষ বলতে একসময়ে লোকমুখে উক্ত 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্। তস্যাপি টীকা

স্যাপি চ পাঠ্যা' ইত্যাদি চপল ভাষণকেই হয়তো তিনি লক্ষ্য করেছেন। আত্ম-পরিচয়ে মল্লিনাথ যা বলেছেন, তার পরে তাঁর রঘুবংশের টীকা রচনার যত্ন নিঃসন্দেহে বিদগ্ধসমাজে মহাকাব্যটির আদরেরই পরিচয় দেয়।

এছাড়া অন্য যে টীকাকারদের নাম ও টীকা পাওয়া গিয়েছে তাঁরা হলেন—হেমাদ্রি, চরিত্রবর্ধন, বল্লভ, দিনকর মিশ্র, সুমতিবিজয়, বিজয়গণি, বিজয়ানন্দ-সুরীশ্বরচরণসেবক, ধর্মমেরু, দক্ষিণাবর্ত, নাথ, কৃষ্ণভট্ট, ভোজ, বিস্তরকার, প্রভাকর জনার্দন, গোপিনাথ কবিরাজ (কবিকান্তা), ত্রিবিদাকার, উদয়াকর, ভগীরথ (জগচ্চন্দ্রচন্দ্রিকা), ভরতসেন বা ভরতমল্লিক, বৃহস্পতি মিশ্র, কৃষ্ণপতি শর্মা, গুণবিনয়গণি (বিশেষার্থ-বোধিকা), নারায়ণ (ভাবদীপিকা), ভবদেব মিশ্র (সুবোধিনী), মহেশ্বর, রামচন্দ্র (বিদ্বন্মোদিনী), সমুদ্রসূরি। টীকার নাম আছে কিন্তু লেখকের নাম নেই তিনটির—অদ্বৈতসারস্বতসূত্র, কথম্ভূতি ও পদার্থ-দীপিকা।

মল্লিনাথের টীকাসহ পূর্ণাঙ্গ রঘুবংশের ইংরিজী অনুবাদ সহ সংস্করণ গোপাল রঘুনাথ নন্দগীকারের প্রশংসনীয় প্রয়াস। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ টীকা-টীপ্পনী সহ সমগ্র রঘুবংশ অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সঞ্জীবনী টীকাসহ মূলের সম্পাদনা করেছিলেন। পণ্ডিত নারায়ণ রাম আচার্য সঞ্জীবনী টীকা ও অন্যান্য টীকার খণ্ডাংশ সহ সম্পূর্ণ রঘুবংশ সম্পাদনা করেন। পণ্ডিত গুরুনাথ বিদ্যানিধি টীকা ও অনুবাদ দুইই সম্পাদনা করেন। একেবারে সম্প্রতিকালে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কে. এন. অনন্ত-পদ্মনাভন্ সমস্ত রঘুবংশের পদ্যানুবাদ করেছেন ইংরেজি ভাষায়। এছাড়া পাঠক্রমে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত রঘুবংশের নানা অংশ পাঠ্য থাকায় খণ্ডাংশের সম্পাদনার সংখ্যাও পর্যাপ্ত।

আমরা মল্লিনাথের পাঠটিকে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছি, দু-একটি স্থানে অর্থের সুষমা স্বীকার করে পাঠান্তর গ্রহণে কুণ্ঠা করি নি।

বাক্-প্রতিমা

রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই কালিদাসের ভাষাদর্শ মূর্ত। বাক্ আর অর্থকে তিনি হরপার্বতীর মতো সম্পৃক্ত বলে মনে করেন। কালিদাসের বাক্প্রতিমা তাই তাঁরই ভাবচ্ছবি। তাঁর মনন ও বচন যেন সমানাধিকরণ ঃ

বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।

কালিদাসের রচনাশৈলীকে বৈদর্ভী রীতি আখ্যা দিলেই তাঁর বাক্-শৈলীর পরিচয়টি ঠিক ফোটে না। সহজ স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে পরি-মিতিবোধ এই বৈদর্ভীরীতিকে এক আশ্চর্য পরিণতি দান করেছে। দণ্ডীর ভাষায় ঃ

লিপ্তা মধুদ্রবেণাসন্ যস্য নির্বিষয়া গিরঃ।
তেনেদং বর্ত্ম বৈদর্ভং কালিদাসেন শোধিতম্ ॥

কালিদাসের শব্দ ছিল তাই অপরিবর্তনীয়, পদবিন্যাসও তাই। যাকে আনন্দ-বর্ধন শব্দপাক বলেছেন, যা 'উক্ত্যন্তরাশক্যচারুত্বহেতুঃ'।

অজের পরিচয় দিয়ে বেত্রবতী বলছে, এবারে অন্য আর এক রাজার কাছে যাই তা হলে? ইন্দুমতী সখীর দিকে 'অসূয়াকুটিলং দদর্শ' (৬. ৪২)। 'অসূয়াকুটিলং' এই একটি ক্রিয়াবিশেষণে ইন্দুমতীর অভিলাষ, প্রথমদর্শনজনিত

প্রণয়লজ্জা, সখীর প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা—এ সব কিছুই ফুটে উঠেছে। 'স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংবৃতে কুমারী'(৭. ২২)—অঙ্গুলির বিশেষণ এই 'স্বিন্ন' কথাটিতে প্রথম পুরুষদর্শনজনিত শৃঙ্গার অভিব্যক্ত। 'মহীপুতেঃ শাসনমুজ্জগার' (১৪.৫৩)—সীতাকে রামের আদেশ জানালেন লক্ষ্মণ। ঐ 'উজ্জগার' কথাটিতেই সে আদেশের প্রচণ্ডতা ব্যঞ্জিত, বজ্রপাতের ধ্বনি ও চিত্র একত্র বিধৃত। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে সীতা লক্ষ্মণকে বললেন 'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা' (১৪.৬১)—'তুমি আমার কথামতো সেই রাজাকে জানাবে'—'সেই রাজা' অর্থাৎ সেই নতুন রাজা, যিনি দণ্ডদাতা হয়ে প্রথমেই দণ্ড দিলেন আমাকে।

পদবন্ধনের চমৎকারিতায় বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা, লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী, দোলাচলচিত্তবৃত্তি, বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা ইত্যাদি বহু বাগ্‌গুচ্ছই প্রবাদের মতো হয়ে গিয়েছে।

রূপকল্প ও প্রসাধন

'উপমা কালিদাসস্য' না বলে অনায়াসে বলা যায় 'কল্পনা কালিদাসস্য', কারণ উপমা আসলে কবির কল্পলতা। উপমা নিছক উপমা বলেই নয়, রসপুষ্টিতে সাহায্য করে বলেই তা বরণীয়—

'উপময়া যদ্যপি বাচ্যোঽর্থোঽলঙ্ক্রিয়তে তথাপি
তদেবালঙ্করণং যদ্ব্যঙ্গার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি'।

(ধন্যাত্মকলোচন ২·৯)

এই ব্যঙ্গার্থালংকরণে কালিদাসের কল্পনা একেকটি অনবদ্য চিত্র রচনা করে।

হাসির রং সাদা—এ হল কবিসময়প্রশস্তি। কালিদাস এই হাসির ছবি আঁকলেন। গিরিগুহার অন্ধকারকে দন্তচ্ছটায় খণ্ড খণ্ড করে একটু হেসে আবার শিবের সেই পার্শ্বচর নৃপতিকে বললেন—(২. ৪৬)।

আমাদের চোখে গিরিগুহার জমাট অন্ধকারের ছবি ফুটে উঠতেই তা সিংহের হাস্যচ্ছটায় বিদীর্ণ হতে দেখলাম।

মহর্ষির বীণার চূড়ায় ছিল ফুলের মালা। বাতাস দৌড়ে গেল গন্ধ পেয়ে, খসে পড়ল মালা। ফুলের গন্ধে এবার ভ্রমরেরা উড়ে এল। কবি বললেন, ভ্রমরদের দেখে মনে হয় ওরা যেন বীণারই চোখের জল। কিন্তু চোখের জল তো সাদা। কালো হলে বরং উপমাটা মানাতো। অশ্রুবিন্দুগুলো কালোই ছিল, চোখের কাজলের রঙে কালো।(৮. ৩৫)

অনেকগুলো টুকরো ছবি মিলে একটা ছবি।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় রাজারা বসে আছেন। ইন্দুমতী যাঁর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছেন তাঁর মুখ আশায় উদ্ভাসিত দেখাচ্ছে, তাঁকে অতিক্রম করে যেতেই মুখ মলিন হচ্ছে তাঁর। রাজপথে চলমান দীপশিখা যে-সৌধের কাছে আসে তা আলোকিত হয়ে ওঠে আর সরে গেলেই তা অন্ধকার হয়ে যায়। তাই ইন্দুমতী যেন সঞ্চারিণী দীপশিখা।

উপমান-উপমেয় দুটোই চিত্র। একটি চিত্র আর একটিকে উজ্জ্বলতর করছে।

মেয়েরা ইন্দুমতীকে দেখবার জন্যে জানালায় ভিড় করেছে। এ যে অনেক পদ্মের মেলা। তাই জানালা হল পদ্মখচিত—গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ (৭·১১)।

কালিদাসের কাব্যসৌধের বহু গবাক্ষই এই সহস্রাভরণ—চোখ মেলে দেখবার মতো।

বক্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করার জন্যে কবি বস্তুজগৎ এবং নিসর্গ থেকে চিত্র তুলে ধরে একটা মানসিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। মহাকবির দৃষ্টি যত স্বচ্ছ ও সর্বতোগামী হবে এই প্রচেষ্টা তত অনায়াসসাধ্য হবে এবং পাঠক বা শ্রোতার কাছে তা স্বাভাবিক বোধ হবে। অলংকারের প্রয়োগে শান্ত সংযত দৃষ্টিভঙ্গী কালিদাসের জীবনদর্শনের গভীরতাকেই সর্বোত্তমভাবে প্রতিফলিত করে। Dr. A. B. Keith-এর ভাষায় "The width of Kalidasa's knowledge and the depth of his observation of nature and life are here shown to the highest advantage."

শব্দালঙ্কারের চেয়ে অর্থালঙ্কার প্রয়োগেই কালিদাস বেশি প্রয়াস নিয়েছেন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণনার সঙ্গে অলংকার প্রয়োগের যে রীতি তিনি নিয়েছেন তাকে যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করতে হয়। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা এবং অন্যান্য সাদৃশ্যমূলক অলংকার তো কবিবচনের ছত্রে ছত্রে। অলংকাররাশি যেন একটি থেকে আরেকটি আলোকিত—কবির নিজের ভাষায় বলতে হয় 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাত্' (রঘু ৫. ৩৭)। পার্বতী-পরমেশ্বর হরগৌরী কেমন অঙ্গাঙ্গী জড়িত? বাক্য-অর্থের মতো। ব্যাহ্যার্থ এবং আন্তরার্থকে এমনভাবে উপমিত করেছেন যে এ উপমা শুধু চোখ মেলে দেখার নয় চোখের বাহিরে অন্তরে দেখতে হয়। কবির মন্দবুদ্ধি এবং রঘুবংশের গুণকীর্তনের গুরুত্ব দুটির মধ্যে ব্যবধান সমুদ্রের মতো, তাই এ একেবারেই ভেলায় চড়ে সাগর পার হওয়া। অক্ষম কবির যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো। এ অলংকার চোখে লাগে না, পাণ্ডিত্যের কশাঘাত নেই একটুও, কবি চেষ্টা করে উপমা দিচ্ছেন না; কারণ এ তো প্রতিদিন সবসময় ব্যবহারের ভাষা। তাই অলংকৃত হলেও কবির অকৃত্রিম বিনয়ই মনকে স্পর্শ করবে।

স্বভাবোক্তির নিরলংকার চিত্রকল্প-কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য এই মত অনেকেই পোষণ করেন, অলংকারের বাড়াবাড়ি আলংকারিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমাদৃত নয়, 'অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি'। কালিদাস অলংকার ব্যবহার করেছেন চিত্রটিকে স্পষ্ট করে মনে গাঁথার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন যেভাবে প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু নিপুণ ফটোগ্রাফারের হাতের ফ্ল্যাশ-এর মতো

তাই কুলগুরু বশিষ্ঠ যখন ধ্যানে নিমীলিতনয়ন, তখন তিনি যেন একটি হ্রদ যার ভিতরে মাছেরা (চঞ্চলতার প্রতীক) সুপ্ত—সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ (১. ৭৩), আর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারা যখন মুখে কিছু না বলে মনে মনে আক্রোশে ফেটে পড়ছে অজের বিরুদ্ধে তখনও এই-জাতীয় বর্ণনা, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। তখনও তারা যেন শান্ত হ্রদ কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে আছে হিংস্র জন্তুরা—হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়-নক্রাঃ (৭. ৩০)। আর অন্ধমুনির অভিশাপে ভিতরে পুড়তে পুড়তে দশরথ যখন অযোধ্যায় ফিরলেন তখন তিনি যেন সমুদ্র, দশরথের উৎকর্ষ সূচিত হল, যাঁর ভিতরে রয়েছে দুরন্ত বাড়াবানল—দধৎ জ্বলনম্ ইব ঔর্ব্বম্ অম্বু-রাশিঃ (৯/৮২)। কবিদৃষ্টির সাম্য থাকলেও প্রত্যেকটি উপমা ভিন্ন স্বাদের। সদ্যোজাত পদ্মপলাশলোচন রাম, পাশে ক্ষীণকায়া কৌশল্যা—যেন শরতের ক্ষীণ গঙ্গা, তীরে পদ্মফুলটি। স্রোতস্বিনী জাহ্নবীতে পদ্মফোটা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন উঠবে না, পাঠক কবির আঁকা ছবিটি দেখবেন; অথবা অবাস্তবতাই বা কোথায়, কালিদাসের শব্দচয়নের পরিপাটীতে? শুধু কমল বলেন নি,

বলেছেন 'সৈকতাম্ভোজবলি' তীরে কমল-অর্ঘ্য, গঙ্গাকে কেউ উৎসর্গ করেছে। রাবণের দশ মুণ্ড একের পর খসে পড়ছে, জলের ঢেউয়ে বালসূর্যের প্রতিবিম্ব কাঁপতে থাকলে যেমন হয় ঠিক তেমনি করে। মানুষের তুলনা দিয়েছেন সমুদ্রের সঙ্গে আবার সমুদ্রকে তুলনা করেছেন বস্তুজগতের লোহচক্রের সঙ্গে, তার তীরের তমাল-তালীবন যেন লোহার কলঙ্কের দাগ। শ্বেত-সলিলা গঙ্গা এবং কালিন্দী যমুনার সঙ্গমস্থল—মুক্তোমালার মধ্যে যেন ইন্দ্রনীলমণি গাঁথা। বসন্ত বর্ণনায় তিনি বৃক্ষকে নায়ক এবং কুসুমিত লতাকে সুসজ্জিতা নায়িকা কল্পনা করেছেন, অর্থাৎ নিসর্গপ্রকৃতি উপমেয়, মানবপ্রকৃতি উপমান। সীতার শোক বর্ণনায় মানবীকে তুলনা করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে। সীতা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, অলংকার খসে পড়ল ; সমস্ত ফুল ঝরিয়ে লতা যেন মাটিতে নুয়ে পড়ল (১৪.৫৪)। সীতার আর্তনাদ যে কত করুণ তা শুধু দুটি শব্দের মধ্যে প্রকাশিত—বিগ্না কুররীর (১৪.৬৮)—বাণবিদ্ধ কুররীর মতো।

এইরকমই ইঙ্গিতমাত্রে উপমা দিয়েছেন ত্রয়োদশ সর্গে মন্দাকিনীর বর্ণনায় (১৩. ৪৮) মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ। যেন পৃথিবীর কণ্ঠে মুক্তোর মালা। উপমার উপকরণের বস্তুগুলি কবি শ্রোতার কল্পনার ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন।

ভাবমূর্তিকে বস্তুরূপে প্রকাশ করার কল্পনা কালিদাসের কয়েকটি উজ্জ্বলতম উপমার নিদর্শন। দ্বিতীয়সর্গে মায়াসিংহকে জয় করে দিলীপ নন্দিনীর দুগ্ধ পান করছেন, যেন তাঁরই যশোরাশি পান করছেন (২. ৬৯) ; এই একই ভাবচিত্র সপ্তম সর্গে (৬৩) যখন শত্রু রাজাদের পরাজিত করে অজ শঙ্খধ্বনি করলেন, তাঁর অধর-লগ্ন শঙ্খ, যেন পান করছেন তাঁর নিজের মূর্ত যশ। পদসন্নিবেশও একেবারে এক—পপৌশুভ্রং যশো মূর্তমিবাতিতৃষ্ণঃ, পিবন্ যশো মূর্তমিবাবভাসে। চতুর্থ সর্গেও পেয়েছি রঘুর বিজয়ী যোদ্ধারা নারিকেল বনে আসব পান করছে, তাদের শত্রুদের যশ পান করে ফেলছে যেন (৪. ৪২)। ভাবমূর্তি ও বস্তুরূপের একাকার ইন্দুমতীর মাল্যদানেও—তাঁর বরমাল্য যেন তাঁর মূর্তম্ ইব অনুরাগম্ তিনি অজের কণ্ঠে অর্পণ করলেন (৬. ৮৩)। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন মস্তকের গড়াগড়ি, রক্তস্রোত প্রবাহিত, শিরস্ত্রাণ ধুলোয় লুটিয়ে ; যেন 'মৃত্যুর পানভূমি'। বীভৎসতা বোঝানোর জন্যে আর উপমানের প্রয়োজন নেই। মহাকবির উপমাদৃষ্টির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রথমটি পূর্বে উল্লিখিত : 'সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ, যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা। নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥' (৬. ৬৭) ইন্দুমতী উজ্জ্বল দীপশিখা রাজপথে চলেছেন, একবার আলোকিত করে সামনে এগিয়ে পেছনের অট্টালিকার মতো রাজাদের মুখগুলোকে অন্ধকার করে দিতে দিতে। অপরটি এই প্রসঙ্গেই : স্বয়ংবর শেষে একদিকে আনন্দিত বরপক্ষ, অন্যদিকে ম্লানমুখে প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গ ; ছবিটা কেমন? একই সরোবরে সূর্যোদয়ের সময়ে প্রস্ফুটিত পদ্মবন আর নুয়ে পড়া কুমুদরাশি (৬. ৮৬)।

উপমাগর্ভ অলংকার প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই কালিদাস বাল্মীকির কাছে ঋণী। রামায়ণে সুগ্রীব সীতার উত্তরীয় ও আভরণ রামকে দেখাচ্ছেন, রাম তা দেখে 'অভবদ্ বাষ্পসংরুদ্ধো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ (কিষ্কিন্ধ্যা ৬০·১৬)

রঘুবংশে সীতাকে বনস্থলীতে রেখে এসে লক্ষ্মণ যখন রামকে সীতার বক্তব্য নিবেদন করছেন তখন 'বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ'

(১৪.৮৪)। একই উপমা, শুধু রামায়ণের 'চন্দ্রমাঃ' রঘুবংশে হয়েছে 'সহস্যচন্দ্রঃ'

রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণসহ প্রবিষ্ট বিশ্বামিত্রকে বাল্মীকি পুনর্বসুসমন্বিত নীহারমুক্ত চন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করেছেন—'শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ' (আদি ২৯, ২৫-২৬)। রঘুবংশে বিদেহবাসীরা রামলক্ষ্মণকে দেখে বলছে 'গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ' (রঘু ১১. ৩৬)।

রামায়ণে অরণ্যভূমিতে সীতাসমন্বিত রামের বর্ণনায় বাল্মীকি বললেন 'বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব (আরণ্য ১৭. ৩-৪)। রঘুবংশে পত্নীসমন্বিত দিলীপের বর্ণনায় কালিদাস বললেন—

'কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥ (১.৪৬)

রঘুবংশের অনেক শ্লোকেই অলংকারপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কালিদাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন, তবে বহু ক্ষেত্রেই তার নবীকরণ ঘটেছে।
'উপমা কালিদাসস্য' বলতে শুধু উপমা অলংকারকে বোঝায় না, বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপ্রস্তুত বিষয়ের সাদৃশ্যকল্পনাকেও বোঝায় ; অন্য অলংকারের মধ্যে দিয়েও কবির সেই দৃষ্টি সর্বত্র ফুটে উঠেছে। উপমা ছাড়া অন্য অলংকার প্রয়োগে কবির নৈপুণ্য তেমন নেই এই অর্থ গ্রহণ করা ভ্রান্ত দর্শনের পরিচায়ক।

অর্থান্তরন্যাস অলংকারের প্রাচুর্য তাঁর সূক্তিগুলোর মধ্যেই স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত অলংকার ষষ্ঠ সর্গের মগধের রাজার বর্ণনায় চমৎকার ফুটেছে—অন্য রাজা থাকলেও এঁর উপস্থিতিতেই পৃথিবীতে সুশাসন আছে, অসংখ্য তারা থাকলেও চাঁদের আলোতেই পৃথিবীর জ্যোৎস্না হয় (৬.২২)—কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্। নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ॥ ইন্দুমতী প্রাণ হারিয়ে ভূলুণ্ঠিতা হলেন, আলিঙ্গনাবদ্ধ অজও ভূপতিত; প্রদীপশিখা যখন মাটিতে পড়ে যায় তখন তার প্রাণ তৈলবিন্দুও তার সঙ্গে থাকে (৮.৩৮)। দৃষ্টান্ত অলংকারের বহুপ্রশংসিত উদাহরণ এটি।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উন্মীলিত প্রেক্ষণে কালিদাস অনন্য। সীতাকে হারিয়ে বনে ঘুরতে ঘুরতে রাম দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর পায়ের নূপুরখানি, তার ঝঙ্কার স্তব্ধ, সীতার চরণকমলের বিরহ-দুঃখেই সে যেন মৌন। 'সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্। অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্ ॥ (১৩.২৩)। সীতাকে বনবাসে বিসর্জন দিতে চলেছেন লক্ষ্মণ ; সামনে গঙ্গানদীতে উত্তাল তরঙ্গমালা—জাহ্নবী যেন ঢেউয়ের হাত তুলে লক্ষ্মণকে সীতা পরিত্যাগ করতে নিষেধ করলেন—'অবার্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈঃ জহ্নোর্দুহিত্রা' (১৩. ৫১)—কালিদাসের উৎপ্রেক্ষার অন্য চমৎকার নিদর্শন এটি। অপ্রস্তুতপ্রশংসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই 'স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা' (৮. ৪৬) শ্লোকে।

ব্যাকরণের কঠিন উপমার উদাহরণ হিসেবে দুটিকে উল্লেখ করা যায় যেমন, ধাতুর স্থানে আদেশের মতো বালীর স্থানে সুগ্রীবকে রাজপদে স্থাপন করা হল (১২. ৫৮) এবং যেখানে রামের সেনা, অধ্যয়নার্থে অধি-উপসর্গকে ই-ধাতুর মতো, তাঁকে অনুসরণ করছে (১৫. ৯)।

রঘুবংশে কালিদাসের অলংকারনৈপুণ্য আলোচনা করতে হলে সমগ্র

মহাকাব্যটিকেই তুলে ধরতে হয়। কারণ, তার সবটুকুই তিনি সযত্নে সাজিয়েছেন। তাই এই উপসংহার 'গুণানাম্ ইয়ত্তয়া' (১০. ৩২) নয়।

শব্দালঙ্কার প্রয়োগের বিষয়ে যমকে কবির চেষ্টাকৃত প্রয়াস নবম সর্গে প্রথম থেকে চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই অংশে কালিদাসের কৃত্রিম রচনার বিজ্ঞাপনে অলংকারের প্রয়োগে চিত্ররচনাকে স্বাভাবিকতর করার সহজ ভঙ্গীটি চাপা পড়েছে। যমবতাম্ অবতাং চ ধুরি স্থিতঃ, শ্রমনুদং মনুদণ্ডধরান্বয়ম্, শমরতেঽমরতেজসি, মহীনম্ অহীনপরাক্রমম্, যদুর্ণবা ঘনরবা নরবাহনসম্পদঃ, প্রিয়তমা যতমানমপাহরত্, নরবরো রবরোষিতকেসরী, বিরুরুচে রুরুচেষ্টিত ভূমিষু—এইভাবে একটানা ৫৪টি শ্লোকে পরপর যমকের প্রয়োগ অকালিদাসীয় কৃত্রিম শব্দজালসৃষ্টিরই কষ্টকর প্রয়াস। 'রণরেণবো রুরুধিরে রুধিরেণ, সুরদ্বিষাম্' (৯.২৩) বাক্যটি অবশ্য যুদ্ধে রক্তস্রোতের স্খলিত প্রবাহের ধ্বনিময় দ্যোতনা। আশ্চর্য এই মহাকাব্যে অন্যত্র কিন্তু সুন্দর যমক রয়েছে এবং কালিদাসের অনায়াসভাবিত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তার সঙ্গত প্রয়োগ বর্ণনীয় প্রসঙ্গকে বরং সুন্দরতর করেছে। উদাহরণরূপে, অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ (১. ৯৩), তস্যাঃ খুরন্যাসপবিত্রপাংশুম্ অপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়া (২. ২), সদ্বৎসলো বৎসহুতাবশেষম্ (২. ৬৯), প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্টঃ (২. ৭০), হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ (৩. ৫৫), পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ (৪. ৫), দাশরথী রথী···সুরভীরভীঃ (১৫. ৮), কুমারকল্পং সুষুবে কুমারং (৫. ৩৬), স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্। শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জনিতাশ্রুলবং লবম্ ॥ (১৫. ৯৭) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

তাই মনে হয় নবম সর্গে এই শব্দশ্রম করে কবি তৎকালীন অলঙ্কারবিদ্‌দের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি ইচ্ছে করলেই যেমনটি খুশি তেমনটি কাব্য রচনা করতে সক্ষম। "When ein Dichter wie Kalidasa in dem einen seiner Gesanger des Raghuvamsa es fur richtig fand, die Yamakaform der Alliteration zu haufen, so wollte er vielleicht aus irgendeinen Anlass gegenuber den Dichterschulen und den Poetae laureati des Hofes zeigen, dass er konnte was er enzuwenden sonst verschmaehte" (Hillebrandt).

শ্লেষ অলঙ্কার কালিদাস খুব কমই ব্যবহার করেছেন তবে ইন্দুমতীর 'মানসরাজহংসী' (৬. ২৬) বিশেষণ তাঁর শ্লেষনৈপুণ্যের সরল অথচ চমৎকার ব্যঞ্জনাময় উদাহরণ।

স্তুতি বা মাহাত্ম্যকীর্তনের সময় তিনি বিরোধাভাস অলঙ্কারের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত দরদ ও ভক্তিরস উজাড় করে দিয়েছেন—প্রথম সর্গে রঘুবংশীয় দিলীপের বর্ণনায় এবং দশম সর্গে নারায়ণস্তুতিতে তা সর্বাধিক সুন্দর রূপ পেয়েছে। বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা, অগৃধ্নুরর্থমাদদে, অসক্তঃ সুখম্ অন্বভূৎ। অমেয়ো মিতলোকঃ, অনর্থী প্রার্থনাবহঃ, অজিতো জিষ্ণুঃ, অব্যক্তো ব্যক্তকারণম্ (১০. ১৮)। "অজস্য গৃহ্নতো জন্ম, নিরীহস্য হতদ্বিষঃ" শ্লোকটি (১০. ২৪) খুবই পরিচিত।

অলঙ্কৃত কাব্যসৌন্দর্য সার্থক শোভাকর হয়ে প্রকাশ পেলেও কবি নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তিতে যে চিত্রধর্মী অথচ আবেগসমৃদ্ধ কাব্যসুষমা সৃষ্টি করেছেন রসগর্ভতায় তা অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত অনেক থাকলেও চমৎকৃতির উৎকৃষ্ট

নিদর্শন হিসেবে অজবিলাপ এবং সীতাবিলাপ থেকে কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখেই পাঠকের কাছে তা স্পষ্ট হতে পারে।

"ধৃতিরস্তমিতা, রতিশ্চ্যুতা, বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে॥
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

(৮. ৬৬-৬৭)

সীতার সমব্যথী নব্যপ্রকৃতিতে সব চঞ্চলতা স্তব্ধ। নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভান্ উপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ। তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্ অত্যন্তমাসীদ্ রুদিতং বনেঽপি॥ (১৪. ৬৯) সমস্ত বনস্থলী—'যেন' নয়, সত্যি সত্যি কেঁদে উঠল। সহৃদয় পাঠক-শ্রোতার হৃদয় বিগলিত করতে অলংকারের প্রয়োজন আর আছে কি? কবি সহজেই হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়েছেন।

ঊনিশ সর্গে রচিত রঘুবংশ মহাকাব্যে ঊনিশটি ছন্দের সুন্দর প্রয়োগ ভাব ও ভাষার সংগে সংগতি সহকারে বিন্যস্ত। কবি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা বা উপজাতি ছন্দ, তার পরেই অনুষ্টুপ্-শ্লোক। অনেক ঘটনা অল্প পরিসরে দ্রুত তালে বর্ণনা করার সময়ে কবি অনুষ্টুপের ঝর্ণাতলায় বারে বারে গিয়েছেন। ১ম, ৪র্থ, ১০ম, ১২শ, ১৫শ এবং ১৭শ সর্গে এই ছন্দ। ইন্দ্রবজ্রা-উপজাতি পাই আটটি সর্গে ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ এবং ১৮শ। তৃতীয় সর্গটি রচিত বংশস্থবিল ছন্দে, শেষ শ্লোকটি হরিণী। অষ্টম সর্গে পাই বৈতালীয় ছন্দ। নবমে ১-৫৪ পর্যন্ত দ্রুতবিলম্বিত, তারপরে ঔপচ্ছন্দসিক, পুষ্পিতাগ্রা, প্রহর্ষিণী, মঞ্জুভাষিণী, মত্তময়ূর, বসন্ততিলক, বৈতালীয় শালিনী এবং স্বাগতা ছন্দ। প্রসংগপরিবর্তন এবং ভাব পরিবর্তনের সংগে ছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের বর্ণনায়। ১১শ এবং ১৯শ সর্গ রচিত রথোদ্ধতা ছন্দে। কামবিলাসী অগ্নিবর্ণের উদ্ধত আবেগবর্ণনায় রথোদ্ধতাই সংগত। এছাড়া সর্গান্তে ছন্দপরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী কবি তোটক, মন্দাক্রান্তা, মহামালিকার মালা গেঁথেছেন অনায়াসে।

গ্রন্থারম্ভে কবি কোন দুরূহবন্ধ ছন্দের আশ্রয় না নিয়ে যে অনুষ্টুপ্ ব্যবহার করেছেন এতে কবির পরিণত মনের পরিচয়টি ফুটে ওঠে। মন্দাক্রান্তার মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনিতরংগে যিনি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন অনুষ্টুপের কূজনেও তিনি তেমনি মাধুর্য বিস্তার করতে পারেন। কোথাও কোন অস্থানপদতা নেই, নেই শ্রুতিকাঠিন্য। ছন্দ যেন ছায়ার মতো ভাবের অনুগমন করেছে।

প্রকৃতি

প্রকৃতি বর্ণনায় কালিদাস বিশিষ্ট। তাঁর ঐ বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতি আর মানুষের একাত্মতা। এ বিষয়ে রঘুবংশ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর কথা বারেবারেই মনে করিয়ে দেবে।

দিনান্তের আশ্রম। তপস্বীরা সমিৎকুশ আহরণ ক'রে ফিরছেন, হোমাগ্নি যেন তাদের অভ্যর্থনা করছে। হরিণেরা পর্ণশালার দুয়োরে, নীবারধানের অংশ যে তাদের বরাদ্দ। মুনিকন্যারা গাছে জল দিয়েই সরে যাচ্ছে, পাখিরা যাতে নির্ভয়ে এসে জল খেতে পারে। পর্ণশালার চত্বরে নীবারধান গুছিয়ে রাখা হয়েছে, তারই কাছে হরিণেরা জাবর কাটছে। (১, ৪৯, ৫০)

সেই গাছপালা পশুপাখি আর মানুষের মিতালির অন্তরঙ্গ ছবি।

দিলীপ ধেনু নিয়ে বনে প্রবেশ করেছেন, তাই শীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত। লতাবল্লী থেকে ফুল ঝরে পড়ছে রাজার মাথায়, হরিণেরা দুচোখ, ভরে রাজাকে দেখছে। কুঞ্জেকুঞ্জে বংশরন্ধ্রে বায়ুর সুমধুর ধ্বনি। বনদেবতারা যেন বংশীধ্বনিতে তাকে অভিনন্দিত করছে।

নিছক উপেক্ষার আতিশয্য বলে এ বর্ণনাকে লঘু করে দেখা যায়না, কবি-কল্পনায় এই দেখাই সত্য দেখা।

ফেরার পথে সীতাকে নানান দৃশ্য দেখাতে দেখাতে চলেছেন রাম। সরযূ নদী দেখিয়ে বললেন—আমার মায়ের মতো ঐ সরযূ নদী—দশরথবিযুক্তা আমার মায়ের মতোই বটে। আমি প্রবাস থেকে ফিরছি। ঢেউয়ের হাত বাড়িয়ে তিনি আমাকে আলিংগন করছেন যেন (১৩. ৬৩)।

নদী তো মায়ের মতোই, মায়ের মতোই নয়, নদীই মা। এও যেন কল্পনা নয় বাস্তব সত্য।

রাম সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আমার বনবাস উদ্‌যাপন পূর্ণ হোক, যে বটের কাছে তুমি এই প্রার্থনা করেছিলে 'শ্যাম'-নামে এই সেই বট। (১৩. ৫৩)

—বটের কাছে প্রার্থনা। এখনও আমাদের বহু ব্রত উদ্‌যাপন তো বটকে কেন্দ্র করেই।

ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজ বিলাপ করে বলছেন—এই সহকার তরু এবং প্রিয়ংগুলতাকে তুমি পরিণয়সূত্রে বেঁধে দেবে এই ছিল তোমার সংকল্প, তুমি এদের মিলিত না করেই চলে যাচ্ছ এ কি উচিত হচ্ছে? (৮. ৬১)

মনে পড়বে শকুন্তলার কথা। শকুন্তলা লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে আশ্রমতরুর সঙ্গে মিলিত করেছিলেন। দূরবর্তিনী হবার সময় তার আলিঙ্গন চেয়েছিলেন।

অজবিলাপে সমস্ত তরুরাজি যেন চোখের জল ফেলল—

অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি স্রুতশাখারসবাষ্পদূষিতান্ (৮.৭০)

পরিত্যক্তা সীতার দুঃখে সমস্ত বনস্থলী কেঁদে উঠল। ময়ূরেরা নৃত্য ত্যাগ করল, গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ল, অশ্রুবিন্দুর মতো, হরিণীদের মুখের গ্রাস মুখ থেকে খসে পড়ল। (১৪. ৬৯)

এ বর্ণনাও মনে করিয়ে দেবে শকুন্তলাবিরহে কাতর তপোবনকে,

উগ্গলিঅ দব্ভকবলা পরিচিত্যনচ্চনা মোরা,
ওসরিঅ পণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও।
(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৪. ১২)

প্রকৃতিবর্ণনা রঘুবংশের সর্বত্র। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে দেখাতে দিলীপ বুঝতেই পারলেন না এতটা পথ এলেন তিনি। রামও সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন আকাশযানে, সে পথের দৈর্ঘ্য তিনিও বুঝতে পারেন নি কারণ, পথের নানা সৌন্দর্য সীতাকে দেখাতে দেখাতে এলেন তিনি। কী অপূর্ব সমুদ্র বর্ণনা। সমুদ্রদর্শনে বিস্মিত নবকুমার কালিদাসের বর্ণনাকেই অবলম্বন করে বলেছিলেন

আহা কী দেখিলাম জন্মজন্মান্তরেও ভুলিবনা—

দূরদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

আর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমবর্ণনা? কবিকল্পনার এক আশ্চর্য সম্পদ। কোথাও যেন একছড়া শুভ্রমালার মধ্যে মনোহর ইন্দ্রনীলমণি গেঁথে দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা শ্বেতপদ্মের মালায় নীলপদ্ম গাঁথা, কোনোও মানসসরোবর-গামী রাজহাঁসের দলে যেন নীল হাঁস এসে মিলেছে, কোথাও বা বসুধাদেবীর চন্দনচর্চিত কলেবরে কৃষ্ণাগুরুর পত্ররচনা করা হয়েছে। পৃথক্ পৃথক্ ছবি, সব মিলে সাদা আর নীলের এক অপূর্ব মিশ্রণমাধুরী।

ঋতুবর্ণনায় ঋতুগুলো প্রধানত 'বিলাসিনাং মদয়িতা' হলেও তারই মধ্যে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় বিরল নয়: নববসন্ত। কোকিলার শৈত্যজড়িত কণ্ঠে অতি অল্প ও অনুচ্চ আলাপ শ্রুত হওয়ায় নবোঢ়াবধূর মুখের অনুচ্চ ও পরিমিত মধুর কথা মনে পড়ল। (৯. ৩৪)

প্রকৃতির রম্য বর্ণনার ছড়াছড়ি এই মহাকাব্যে, তবু বলব সব ছাপিয়ে সেই-সব অংশগুলোই সহৃদয়হৃদয়সংবাদী যে-সব অংশে মানুষ ও প্রকৃতি এক সুরে বাঁধা।

সীতা দুঃখে বিদীর্ণ। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বাল্মীকি বলছেন—মা, তুমি সব ভুলে যাবে। তোমার শক্তি অনুসারে জলের ঘট নিয়ে ছোটো ছোটো চারা গাছে জল দিয়ে তাদের বাড়িয়ে তুলে, সন্তান সন্তান জন্মাবার আগেই সন্তানকে স্তন্যপান করাবার যে অপূর্ব প্রীতি তাই তুমি লাভ করবে—স্তনন্ধয়-প্রীতিমবাপস্যাসি ত্বম্। (৪১.৭৮)

সেই মুহূর্তে মনে হয়, পেয়েছি। এই তো কালিদাস, নিসর্গ ও মানুষের প্রীতিকুঞ্জ যাঁর প্রত্যয়দীপিত কল্পনায় ফুল্ল-বিকশিত।

অতিপ্রাকৃত

রঘুবংশ মূলতঃ পৌরাণিক কথা। তাই এ কাব্যে অতিপ্রাকৃত উপাদান থাকা খুবই স্বাভাবিক। রঘুবংশের উৎসই সূর্য। বৈবস্বত মনুর বংশধরেদের তাই স্বর্গে মর্ত্যে অবাধ সঞ্চার। ইন্দ্র-উপাসনা করে দিলীপ পৃথিবীতে ফিরছেন, পথের পাশে স্বর্গীয় কামধেনু সুরভি কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা। তাঁকে আরাধনা করতে ভুলে যাওয়াতেই দিলীপের অপুত্রকতা (১. ৭৯)। দিলীপ বনে প্রবেশ করছেন, তাই বৃষ্টি ছাড়াই দাবানল নির্বাপিত হল (২.১৪)। রাজার সেবা কত আন্তরিক তা পরীক্ষা করার জন্যে নন্দিনীকে আক্রমণ করে মায়াসিংহের আবির্ভাব হল—প্রসহ্য সিংহঃ কিল তাং চকর্ষ (২. ২৭)। যজ্ঞাশ্ব হরণ করলে রঘু ইন্দ্রের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রও বিফল হল রঘুর ক্ষেত্রে (৩. ৫২-৬৩)। রঘুর স্তব করতে স্বয়ং সরস্বতী বন্দীদের কণ্ঠে আবির্ভূতা হলেন (৪. ৬)।

বরতন্তু শিষ্যকে সাহায্য করবার জন্যে রঘু-কুবেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই রাজকোষে সুবর্ণবৃষ্টি হয়ে গেল (৫. ২৯)। অজের বাণে বিদ্ধ গজরাজ গজরূপ ত্যাগ করে দিব্যমূর্তিতে রূপান্তরিত হল এবং শাপমুক্তির কাহিনী বিবৃত করে অজকে সম্মোহন অস্ত্র দান করল (৫. ৫০-৫৭)। ইন্দুমতীর মৃত্যু ঘটল নারদের বীণাশীর্ষ থেকে স্খলিত মাল্যদামের পতনে (৮. ৩৪-৩৭)। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপ্ত হলে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হয়ে দশরথকে পায়স দান করলেন (১০. ৫০-৫২)। অত্রিমুনির আশ্রমে ফুল বিনাই ফলবন্ধী হয় তরুরাজি (১৩. ৫০)। অত্রিপত্নী অনসূয়া হর-

মৌলিবাসিনী গংগাকে স্নানের জন্যে ঐ আশ্রমেই প্রবাহিত করেন (১৩. ৫৬)। স্বয়ং কালপুরুষ মুনিবেশে এসে রামকে স্বর্গে যাবার আহ্বান জানান (১৫. ৯২-৯৩)। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী কুশের অর্গলবদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করে অযোধ্যার ভগ্নদশার কথা বলেন (১৬. ৫)। জলকেলির সময়ে কুশের বাহু-ভ্রষ্ট অগস্ত্যদত্ত আভরণ নিয়ে উঠে আসে জলবাসী নাগ কুমুদ এবং তারই ভগিনী কুমুদ্বতীর পাণিগ্রহণ করেন মহারাজ কুশ (১৬. ৮৬)।

কালিদাস এইসব অলৌকিকের সংগে লৌকিক জগৎকে এমনভাবে অনুস্যূত করেছেন যে পাঠকমন তাকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। যাঁরা সূর্যবংশজাত তাঁরা স্বর্গ থেকেও মনীষিত দোহন করবেন এ আর বিচিত্র কী? স্বর্গমর্ত্যের মিতালি চমৎকার ফুটেছে মায়াসিংহের বর্ণনায়। সিংহ আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলছে—'সামনে ঐ যে দেবদারু গাছ দেখছ, স্বয়ং গৌরী একে সন্তান-স্নেহে পালন করেছেন। একদিন এক বন্যগজের কণ্ডূয়নে এর ত্বক্ ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় পার্বতী অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। সেদিন থেকে ঐ গাছটাকে পাহারা দেবার জন্যে গৌরীনাথ আমাকে এখানে নিযুক্ত করেছেন।' (২. ৩৫-৩৮)

এখানে কবি দেবতাকে যেমন মানব করেছেন, তেমনি মানব আর প্রকৃতির মেলবন্ধনটিকেও অপূর্ব সুরমাধুর্যে রূপায়িত করেছেন। অতিপ্রাকৃত যেখানে প্রকৃতিধর্মী সেখানে তা প্রকৃতির সংগে অংগাংগী, সহজ ও স্বভাবসুন্দর।

প্রেম

কালিদাস প্রেমেরই কবি। তাঁর মেঘদূত, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে বিরহ, মিলন ও প্রেমভাবনার বৈচিত্র্য আমাদের বিমুগ্ধ করে। রঘুবংশ রাজচরিতমালা, একটি অখণ্ড কাহিনী নয়, তাই প্রেমানুভূতির অংকুর ও মহীরূহ ক্রমবিকাশের সূত্রে তেমন করে বাঁধা পড়ে নি এখানে। রঘুবংশে শৃংগাররসও অংগী নয়। তবু তারই মধ্যে কবি শৃংগাররস-বৈচিত্র্য চিত্রিত করেছেন সুকৌশলে।

বন থেকে ফিরছেন দিলীপ, দিনান্তে আশ্রমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সুদক্ষিণা দূর থেকে রাজাকে দেখে নির্ণিমেষ নয়নে তাঁকে পান করলেন।

এই বর্ণনাটুকুতেই সুদক্ষিণার প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি উদ্ভাসিত। সেই প্রেম-সমুদ্রের জোয়ার সংযমে স্তম্ভিত। তাঁর পক্ষ্মপঙ্‌ক্তিকেও কবি স্তম্ভিত করেছেন সতৃষ্ণতা বোঝাতে। 'পপৌ' কথাটিতে ব্রতচারিণীর মধ্যে চিরকালীন মানবী-মূর্তিটি ধরা পড়েছে।

> ন মে প্রিয়া সংশতি কিঞ্চিদীপ্সিতং
> স্পৃহাবতী বস্তুষু কেষু মাগধী ॥ (৩·৫)

রাজা কি জানেন না সখীকে ছাড়া ওকথা বলা যায় না? জানেন। আপনসত্ত্বা সুদক্ষিণার ঐ 'হ্রী' যে 'শ্রী' হয়ে তাঁকে গভীর প্রেমরসে মগ্ন করছে ঐটুকুই কবি তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন।

এবারে যাওয়া যাক ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায়—শৃংগার-সভাই যেন। কবি সরাসরি বললেন 'শৃংগার-চেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ (৬·১২)

কেউ লীলা পদ্মটি ঘোরালেন, কেউ অলংকারটি ঠিক মতো বসিয়ে নিলেন, কেউ বক্র কটাক্ষে চাইলেন, কেউ কুঞ্চিত আঙুলে পাদপীঠে কী লিখলেন, কেউ

বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন, কেউ কেয়াফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়তে লাগলেন, কেউ মুকুট তুলে আবার বসালেন।

বিধাতার বিধানাতিশয় ইন্দুমতী সামনে দাঁড়িয়ে। রাজাদের সমস্ত পৌরুষ অভিভূত। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর। কিছু-একটা করে সেই অসহ্য-সুন্দর রূপের কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা যেন!

অজের কাছে আনা হল ইন্দুমতীকে। ভ্রমরী এল সহকারতরুর কাছে। ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্‌পদালী। মর্মজ্ঞা সখী ঠাট্টা করে বলল, 'এবারে যাই আর-এক রাজার কাছে'। ইন্দুমতী 'অসূয়াকুটিলং দদর্শ'। এই একটি কথায় ইন্দুমতীর অনুরাগ সুব্যক্ত হল। বিবাহ উভয়ের হস্তস্পর্শের রোমাঞ্চটিকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বললেন দুজনে মন্মথের প্রভাবটা যেন সমানভাবে ভাগ করে নিলেন।

রাম সীতাকে নিয়ে ফিরছেন। বায়ু সীতার মুখে কেতকপরাগ মাখিয়ে দিচ্ছে। রাম বললেন, বায়ু রসিক। সে জানে প্রসাধন নিজে করতে গেলে তোমার যে বিলম্ব হবে তা সইতে পারব না আমি, কারণ তোমার অধর-তৃষ্ণায় আমি অধীর। তাই বন্ধুকৃত্যই করেছে বায়ু।

মধ্যাহ্নের উত্তাপে সীতার মুখে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে বায়ু তা মুছিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বায়ু যে এ-ভাবে সীতার অঙ্গ স্পর্শ করছে এবারে রাম কিন্তু তা ভালো চোখে দেখছেন না।

সীতাকে মাল্যবান শিখর দেখিয়ে রাম বললেন এখানে মেঘের গর্জন হলে ভয় পেয়ে তুমি আমাকে আলিঙ্গন করতে। যখন এই পাহাড়ে মেঘগর্জন শুনতাম তখন তোমার সেই আলিঙ্গন মনে পড়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হত।

সীতাকে পম্পাসরোবর দেখিয়ে রাম বললেন—পম্পাতীরে স্তনের মতো মতো মনোহর স্তবকভারে আনত তন্বীলতাকে তুমি মনে করে আলিঙ্গন করতে গেলে লক্ষ্মণ আমাকে নিবারণ করত।

অতীত স্মৃতিচারিতায় সীতার প্রতি রামের এইসব উক্তিতে তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের মধুর-রসের কিছু ছবি ফুটেছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সীতার কানে সে-সব কথা নিশ্চয় মধুবর্ষণ করেছিল। কথাপ্রসঙ্গে রামের 'করভোরু', 'মৃগ-প্রেক্ষিণি', 'মানিনি', 'বন্ধুরগাত্রি' ইত্যাদি সম্বোধনগুলিতেও কবি সুকৌশলে শৃঙ্গাররসের স্নিগ্ধমৃদু স্পর্শ এনেছেন।

মহারাজ কুশের রুদ্ধকক্ষে গভীর রাতে স্তিমিত দীপের আলোয় একটি রমণীকে এনে কবি একটি রোমঞ্চকর পরিবেশ রচনা করেছেন। কুশ জানলেন এই নারী অযোধ্যার অনাথা অধিদেবতা। কিন্তু ঐ স্তিমিত দীপালোকে সুপ্তোত্থিত যুবাপুরুষের প্রশ্ন 'কে তুমি' কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের সম্মোহিত করে রাখে।

শেষ সর্গে কবি সম্ভোগ শৃঙ্গারের পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। তারই পূর্বাভাষ যেন ষোড়শ সর্গের জলকেলি বর্ণনায়। সরযূনদীতে সুন্দরী কামিনী-দের জলকেলি বর্ণনায় যৌবনতরঙ্গ উঠল। মহারাজ কুশ তাতে ভেসে গেলেন। বলা যেতে পারে যৌবনলীলায় নিমজ্জিত হলেন তিনি। শেষ সর্গে অগ্নিবর্ণ যেন সম্ভোগশৃঙ্গারের প্রতিমূর্তি।

সম্ভোগচিহ্নমণ্ডিত অগ্নিবর্ণ নিত্যনব ভোগের সন্ধান করেন। তবু প্রিয়া-উপভোগে পরিতৃপ্ত নন তিনি, নর্তকীদের মুখমধুও তাঁর প্রয়োজন, প্রয়োজন গূঢ়পথে পরিচারিকাদের উষ্ণসান্নিধ্য। কামশাস্ত্র বর্ণিত বহু কামকলা এই সর্গে

বর্ণিত। শেষে দেখি অগ্নিবর্ণ বিবর্ণ। প্রেম বিনা শুধু সম্ভোগবাসনা যে অবৈধ, রাজযক্ষ্মা হয়তো একথাই বলে গেল।

সংলাপ

রঘুবংশ মূলতঃ বর্ণনাত্মক হলেও বহুক্ষেত্রে এতে সংলাপ এসেছে। এইসব প্রাণবন্ত সংলাপের নাট্যরস রঘুবংশের বিশেষ সম্পদ। এইসব সংলাপে কালিদাসের বাগ্‌বৈশিষ্ট্য আরও প্রত্যক্ষ। দিলীপ ও মায়াসিংহের কথোপকথন 'রঘুবংশে' এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। বাণনিক্ষেপে উদ্যত রাজাকে সিংহ নিক্ষেপ করল হাস্যবাণ—'অলং মহীপাল তব শ্রমেণ' (২·৩৫)। তারপর এর কারণ বিশ্লেষণ। দেহদানে কৃতসংকল্প রাজাকে সিংহের কটাক্ষ—'অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্' (২·৪৭)। রাজার বক্তব্য—'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তে ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দঃ ভুবনেষু রূঢ়ঃ। রাজ্যেন কিং তদ্‌বিপরীতবৃত্তেঃ প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা॥ (২·৫৩) তাছাড়া 'একান্তবিধ্বংসিষু মদ্বিধানাং পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু' (২·৫৭)। কিন্তু এসব যুক্তিবাণেও সিংহকে আয়ত্ত করতে না পেরে দিলীপ ছুঁড়লেন মোক্ষম অস্ত্র—

'সম্বন্ধমাভাষণপূর্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।

তদ্ভূতনাথানুগ ! নার্হসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্॥ (২·৫৮) এই মনস্তাত্ত্বিক আবেদনে কাজ হল ; সিংহ বলল, 'তাই হোক'।

তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের আগে শুরু হয় রঘুর বাগ্‌যুদ্ধ। ইন্দ্র বলছেন, 'শতক্রতু' বলতে আমাকেই বোঝায়—'দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষ নঃ' (৩·৪৯)। তারপরে ইন্দ্রের ভীতিপ্রদর্শন—সগরসন্ততির পথে পা বাড়িও না (৩·৫০)। রঘুর নির্ভীক প্রত্যুত্তর—গৃহাণ শাস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে ন খল্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্ (৩·৫১)।

পঞ্চম সর্গে রঘু-কৌৎসের সংলাপটিও স্মরণীয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করায় রঘু এখন নিঃস্ব। তা জানতে পেরে কৌৎস বললেন—আমি না হয় অন্য কারো কাছে প্রার্থী হব ; কারণ, শরদ্‌ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি (৫·১৭)। কিন্তু রঘু তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থের চাহিদার কথা শুনেও অবিচলিত কণ্ঠে বলছেন—'দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢ়ুমর্হন্ ! যাবদ্ যতে সাধয়িতুং ত্বদর্থম্ (৫·২৫)। সামান্য কথা, কিন্তু রঘুর কী আচর্য প্রত্যয় এবং উপচিকীর্ষা এর মধ্যে মূর্ত।

ইন্দ্র যেমন রঘুকে বলেছিলেন 'দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষঃ', তেমনি পরশুরামও বলেছিলেন, 'রাম' শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্র শুধু আমাকেই বোঝায় আর কাউকে নয় (১১·৭৩)। তোমাকে পরাজিত না করলে আমার গৌরব কোথায় ? 'পাবকস্য মহিমা স গণ্যতে কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেঽপি যঃ' (১১·৭৫) রামের হরধনু ভঙ্গ করাকে ব্যঙ্গ করলেন তিনি—'খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্' (১১·৭৬)। এর পরেই রামের সেই সম্ভ্রমচ্ছলে বিদ্রূপকটাক্ষ—'আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আমি তো নির্দয় হয়ে আপনাকে বধ করতে পারছি না, অথচ আমার বাণও তো ব্যর্থ হবার নয়। তাই আপনিই বলুন না কী করব ? এই বাণে কি আপনার স্বচ্ছন্দগতি চিরদিনের মতো রোধ করব, না আপনার যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোকের দ্বার অবরুদ্ধ করব ? (১১·৮৪)

অষ্টম সর্গের অজবিলাপকেও নিছক স্বগতোক্তি বলব না, কারণ তা ইন্দু-

মতীকে সম্বোধন করেই উচ্চারিত, সংলাপের তীব্রতা সেখানে প্রতিটি ছত্রে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। ত্রয়োদশ সর্গেও সমস্ত বর্ণনা সীতাকে সম্বোধন করে উচ্চারিত বলেই তা এত প্রাণবন্ত। সে-সব দৃশ্য আমাদের চোখের সামনেও ফুটে ওঠে।

চতুর্দশ সর্গে গুপ্তচরের মুখে সীতা সম্বন্ধে প্রজাদের প্রতিকূল মনোভাবের সংবাদ পেয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হল। এই বিদীর্ণ হৃদয়ের বাণী ভাইদের একত্রিত করে উচ্চারিত হয়েছিল বলেই হয়তো এত মর্মস্পর্শী। রাম তাঁর নিজের অবস্থার তুলনা দিলেন বন্ধনরজ্জুচ্ছেদে অসমর্থ দ্বিপেন্দ্রের সংগে (১৪·৩৮)। তাই 'অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে (১৪·৪০)।

তারপরে লক্ষ্মণের প্রতি রামের সেই মর্মভেদী আদেশের উদ্গিরণ। কবি লক্ষ্মণের মুখে একটি কথাও দেন নি, শুধু একটি উপমাতেই লক্ষ্মণকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন—পরশুরাম যেমন পিতার আদেশে নির্দয়ভাবে মাতার শিরশ্ছেদ করেছিলেন, লক্ষ্মণও তেমনি অগ্রজের এই কঠোর আদেশ পালন করতে অংগীকার করলেন (১৪·৪৬)।

লক্ষ্মণের কাছে রামকে বলবার জন্যে যে সব কথা সীতা লক্ষ্মণকে বললেন তা প্রতিবাদের সংগে পতিপ্রেমের এক আশ্চর্য সমন্বয়—যিনি বলছেন 'শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য' (১৪·৬১), তিনিই বলছেন, 'জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ' (১৪.৬৬)। কী আশ্চর্য ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক এই সংলাপ।

চরিত্র

শুধু প্রকৃতিচিত্রণেই নয় মানুষের মনের গভীরে ডুব দিতেও কালিদাস সমান উৎসাহী। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাই অমন জীবনময় হয়ে ওঠে। রঘুবংশের প্রথমেই রাজাদের সাধারণ চরিত্রগুণের বিবরণ দিলেও তাঁদের প্রত্যেককেই তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তুলেছেন। ডঃ এস. কে. দে-র ভাষায় '...but if these are meant to be ideal ; they are yet clearly distinguished as individuals ; and granting the environment, they are far from etherial or unnatural.' স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে সীতার চরিত্রসৃষ্টিতে বাল্মীকির কাছে তাঁর ঋণ থাকলেও সুদক্ষিণা ও ইন্দুমতী তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি।

অল্প পরিসরে আমরা রঘুবংশের প্রধান প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্র আলোচনা করছি।

দিলীপ

ক্ষাত্রধর্মের মূর্ত প্রতীক দিলীপ। কর্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ নৃপতি তিনি। তাঁর করগ্রহণ শুধু প্রজাদের মংগলের জন্যেই—সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ (১-১৮)। সুশাসক তিনি, তাই তাঁর রাজ্যে চিরশান্তি। সৈন্যসামন্ত রাখতে হয় তাই রাখা, প্রয়োগের জন্যে নয়। যুবা হলেও বিষয়মোহে আকৃষ্ট ছিলেন না তিনি। দিলীপ সৌন্দর্য-প্রিয়। বশিষ্ঠের আশ্রমে যাবার সময় স্ত্রীকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যে পথের দৈর্ঘ্য বুঝতেই পারেন নি—অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ। গুরুর নির্দেশে

তিনি ছায়ার মতো নন্দিনীর সেবা করলেন—ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ। নন্দিনী-উদ্ভাবিত মায়া-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। নন্দিনীকে রক্ষা করার জন্যে নিজের দেহ-দানেও অকুণ্ঠিত তিনি। যে ক্ষত্রিয় দুর্গতরক্ষায় ব্যর্থ কী হবে তাঁর জীবন দিয়ে? নন্দিনীর বরদানে সন্তানলাভ করলেন তিনি। রাজা ও রানীর হৃদয়প্লাবী প্রেমপ্রবাহ পুত্রে বিভক্ত হলেও ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে লাগল।

তেজস্বী অথচ সমাহিত, অনাসক্ত অথচ জীবনরসরসিক দিলীপ আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

রঘু

ভবিষ্যতে শাস্ত্র ও অস্ত্র এই উভয় বিদ্যায় পারংগম হবেন তাই শব্দার্থবিদ্ রাজা পুত্রের নাম রঘু রেখেছিলেন গমনার্থক 'লঘ্' ধাতু থেকে। রঘু সার্থকনামা হয়েছিলেন। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করায় ইন্দ্রের সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। ইন্দ্র তাঁর বীরত্ব দেখে প্রীত হলেন— পদং হি সর্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে। দিলীপকে যজ্ঞের পূর্ণফল দান করলেন ইন্দ্র। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সকলকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন তিনি। তার পর বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হলেন তিনি—মেঘ যে জল নেয় তা তো ফিরিয়ে দেবার জন্যেই। বোঝা গেল রঘুর বীরত্ব শুধু দিগ্বিজয়ে নয়, নিজেকে নিঃস্ব করে দেওয়াতেও। কিন্তু ঐ নিঃস্ব অবস্থাতেও বরতন্তু শিষ্য কৌৎসকে শুধু-হাতে ফেরাতে পারলেন না তিনি। তাঁর জন্যে বিপুল অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুবেরের রাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ তাঁকে করতে হলনা, সুবর্ণবৃষ্টি হয়ে গেল তাঁর ধনাগারে। শক্তিতে অনম্য ও ত্যাগে অনন্য রঘু সূর্যবংশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাই তাঁরই নামে সূর্যবংশ চিহ্নিত।

অজ

অজের জন্ম ব্রাহ্মমুহূর্তে তাই ব্রহ্মার নাম অনুসারে তাঁর নামকরণ করা হল অজ। একটি দীপ থেকে আর একটি দীপ জ্বালালে দুটির যেমন প্রভেদই থাকেনা তেমনি পিতার সংগে নবকুমারের কোনো প্রভেদ থাকল না। কুমার যৌবনে পদার্পণ করলে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিলেন। উপস্থিত সব রাজাই উচ্চকুলোদ্ভব এবং গুণবান হলেও ব্যক্তিত্বের গুণে অজই ইন্দুমতীর মন হরণ করলেন। সমবেত রাজন্যবর্গের আক্রমণকে প্রতিহত করলেন বটে, তবে ব্যক্তিগত বিক্রমের চেয়ে এ বিষয়ে সম্মোহনাস্ত্রের দেববলই যেন তাকে বেশি সহায়তা করল। কিন্তু দৈবই আবার ইন্দুমতীকে কেড়ে নিল তাঁর কাছ থেকে। তাঁর করুণ বিলাপের মধ্যে দিয়ে প্রেমিক অজের পরিচয় পেলাম আমরা। ইন্দুমতী একাধারে ছিলেন তাঁর গৃহিণী, সচিব, সখী, ললিতকলার প্রিয় শিষ্যা। ইন্দুমতীকে হারিয়ে নিঃস্ব হলেন অজ। জীবনধারণে বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না তাঁর। ইন্দুমতীহীন অজের হাহাকার পাঠকদের মর্মভেদ করে। বশিষ্ঠশিষ্যের তত্ত্বোপদেশ তাঁর শোকদীর্ণ হৃদয়ে স্থান পেল না। সন্তানের মুখ চেয়ে কিছুদিন জীবিত থেকে প্রয়োপবেশনে তনুত্যাগ করলেন তিনি।

কঠিনেকোমলে অজ এক মনোজ্ঞ চরিত্র।

দশরথ

অজের পুত্রের নাম রাখা হল দশরথ। কারণ 'দশ' সংখ্যাটির সঙ্গে নানা দিক দিয়েই তাঁর যোগ। তিনি 'দশশতরশ্মি' অর্থাৎ সূর্যসমতেজা হবেন, এবং দশাননের নিধনকর্তা রামের জনক হবেন, তাই এই নামই রাখা হয়েছিল ভবিষ্যৎ দর্শন করে। দশরথ রাজা হলে শতসহস্র রাজন্যবর্গ তাঁর চরণে প্রণত হলেন। বীরোত্তম দশরথ অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করে তাঁর শত্রুদের নাশ করলেন। স্বর্গেও তাঁর যশ গীত হল। ধর্মনিষ্ঠ দশরথ নিরন্তর যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। যজ্ঞে উপবিষ্ট দশরথকে শিবের মতো দেখাত।

একবার রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়ায় বেরুলেন দশরথ। যে দশরথ সিংহদলের প্রাণেও কাঁপন ধরালেন তিনিই হরিণের প্রতি শরনিক্ষেপ করতে পারলেন না যখন দেখলেন হরিণী তার প্রিয়তমের দেহ আগলে রয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে নম্রতার মিশ্রণই তো লোকোত্তর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হিংস্র পশুশিকারে অবশ্য তাঁর উৎসাহ কমল না, মৃগয়া যেন চতুরা কামিনীর মতো তাঁকে পেয়ে বসল। অথচ মৃগয়ায় আদৌ আসক্তি তাঁর ছিল না—ন মৃগয়াভিরতিঃ। (৯·৭) নিয়তিই যেন তাঁকে টেনে আনল মৃগয়ার অঙ্গনে। বন্যগজ যে অবধ্য সে খেয়ালও তাঁর রইল না। ছুটে যাওয়া বাণ তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না। দুর্দৈবও অপ্রতিরোধ্য। অন্ধমুনিপুত্র বধের জন্যে অভিশপ্ত হলেন তিনি। শাপে বর হল তাঁর। সাক্ষাৎ নারায়ণ তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করলেন, এ থেকেই বোঝা যায় দশরথ কী দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন—অনেন কথিতো রাজ্ঞো গুণাস্তস্যান্যদুর্লভাঃ। কিন্তু অন্ধমুনির শাপ ব্যর্থ হবার নয়, কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় দশরথকে। রাম-বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে তিনি স্বকর্মজ শাপ স্মরণ করে তনুত্যাগে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করলেন—শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভমমন্যত।

রাম

পুত্রের অভিরাম বপু দেখে দশরথ নাম দিলেন 'রাম'। কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র বালক রামকেই ভিক্ষা চাইলেন বিঘ্নশান্তির জন্যে, ন তেজসাং হি বয়ঃ সমীক্ষ্যতে। লক্ষ্মণ তাঁর সংগী হলেন। পথে সলক্ষ্মণ রাম মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসকে বধ করলেন। হরধনু ভঙ্গ করে রাম যেন পরশুরামের উদ্দেশ্যেই ঘোষণা করলেন—ক্ষত্রিয় জেগেছেঃ ভার্গবায় দৃঢ়মন্যবে পুনঃ ক্ষত্রমুদ্যতমিব ন্যবেদয়ৎ। পরশুরাম সত্যিই এলেন, তাঁর নামের অংশীদার আর কাউকে তিনি সহ্য করবেন না। অবিচলিত রাম তাঁর শক্তির সাক্ষ্য দিলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও। নিষ্প্রভ পরশুরামকে জিজ্ঞেস করলেন: আমার উদ্যত বাণে আপনার স্বচ্ছন্দচারিতা রুদ্ধ করব, না, আপনার তপস্যাবর্জিত স্বর্গের পথ? পরশুরামের ইচ্ছা অনুসারে তিনি স্বর্গের পথই রুদ্ধ করলেন। রামের জীবনের সমস্ত পথই যেন কণ্টকাকীর্ণ। পিতৃসত্য-পালনে বনবাস বরণ করতে হল তাঁকে। স তদাজ্ঞাং মুদিতোঽগ্রহীৎ; কিন্তু সেখানেও বিঘ্ন, তাঁর প্রাণস্বরূপিণী সীতা হলেন অপহৃতা। তারপর সেতুবন্ধন, রাবণবধ ও সীতা-উদ্ধারের পালা। রঘুবংশে সে কাহিনী এক নিঃশ্বাসেই বলা হয়েছে।

সীতাকে উদ্ধার করে পুষ্পকরথে ফেরবার পথে রামকে দেখি সৌন্দর্যরসিক হিসেবে। সীতার কাছে তিনি সমুদ্রের রূপ এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম বর্ণনা

করলেন। নানা স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে রামের প্রেমিক রূপটিও আমাদের চোখে ধরা দিল। সীতা-হারা রাম কীভাবে স্তবকানম্র লতাকেও সীতা ভেবে আলিঙ্গন করেছেন সে-সব কথা সীতাকে বললেন তিনি। রাম সেখানে অলৌকিক শক্তিমান পুরুষ নয়, সাধারণ মানুষ, যিনি পত্নীবিয়োগে চোখের জল ফেলেন, যিনি সীতার অধরতৃষ্ণার কথা অকপটে বলেন, 'মানিনি'-সম্বোধনে যিনি একদিনকার প্রণয়মধুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু সেই সীতাকে বহ্নিতে বিশুদ্ধা জেনেও তিনি ছলনার আশ্রয়ে বিসর্জন দেবার আদেশ দেন লক্ষ্মণকে—জানামি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।

লোকভয় জয়ী হল, প্রেম হল পরাজিত।

দুষ্যন্ত বলেছিলেন সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ। কিন্তু রাম সে-ভাবে ভাবলেন না। 'সীতা যে অনঘা' এতো তাঁর অন্তঃকরণের কথা। কিন্তু সন্দেহপদ বস্তুতে তো অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি বড়ো হল না? রাম 'জনে'র কাছেই মাথা নোয়ালেন, 'মনে'র কাছে নয়। কবি অবশ্য বললেন—কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহিসুতা মনস্তঃ। হায়, রাম যদি মনের সংগে গৃহকে অভিন্ন রাখতে পারতেন!

লক্ষ্মণ

বালক লক্ষ্মণকে আমরা রামের সংগী হিসেবে পাই।[১] লক্ষ্মণ অগ্রজের সংগে বিশ্বামিত্রের মুখে পুরণো দিনের গল্প শুনতে শুনতে চলেছেন, পদচারণমপি ন ব্যভাবয়ৎ। চমৎকার চিত্র। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিঘাত্রাণে লক্ষ্মণের অবদানও কম ছিল না:

> তত্র দীক্ষিতমৃষিং ররক্ষতুর্বিঘ্নতো দশরথাত্মজৌ শরৈঃ।
> লোকমন্ধতমসাৎ ক্রমোদিতৌ রশ্মিভিঃ শশিদিবাকরাবিব॥

রাক্ষসবধের চেয়ে অনেক কঠিন কাজ করতে হয়েছিল লক্ষ্মণকে। রামের আদেশে ছলনার আশ্রয় নিয়ে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসতে হয়েছিল। সমর্থন না থাকলেও অগ্রজের আদেশ সে গ্রহণ করেছিল কারণ আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।

সীতার সেই পরিত্যক্ত নূপুরের মতোই বদ্ধমৌন লক্ষ্মণ আমাদের গভীর সমবেদনায় উদ্বেলিত করেন।

ভরত

রামের বনগমন, দশরথের মৃত্যু ইত্যাদি কোনো ঘটনাই ভরত জানতেন না, অমাত্যরা দশরথের মৃত্যুসংবাদ গোপন করে তাঁকে মাতুলালয় থেকে ডাকিয়ে আনলেন। ভরত পিতার মৃত্যুসংবাদে মর্মাহত হলেন। শুধু কৈকেয়ীর উপরেই নয় রাজাসিংহাসনের উপরেও তাঁর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মাল—মাতুর্ন কেবলং স্বস্যাঃ শ্রিয়োঽপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ। কালবিলম্ব না করে ভরত সসৈন্যে রামের অন্বেষণে ছুটলেন। বনবাসীরা তাঁকে পথ দেখাতে লাগল। রামলক্ষ্মণের বিশ্রামস্থল সেইসব তরুতল দেখতে দেখতে ভরত এগোতে লাগলেন। তাঁর চোখে নামল জলের ধারা! চিত্রকূটে পেলেন রামকে। বললেন: 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগে যে রাজলক্ষ্মীকে স্বীকার করবে মহাপাতকী হবে সে। তোমার সিংহাসন তুমি গ্রহণ

করো।' রামকে কিছুতেই ফেরাতে না পেরে—যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্তুং রাজ্যাধিদেবতে। রামশূন্য অযোধ্যাপুরীতে না গিয়ে নন্দীগ্রামে থেকে গচ্ছিত ধন হিসেবে তিনি রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন—নন্দিগ্রামগতস্তস্য রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্। তিনি যেন মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলেন—মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ।

কুশ

রাম কুশকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কুশাবতী নগরীতে। একদিন গভীর রাত্রে একটি বিষাদময়ী নারীকে তাঁর শয়নকক্ষে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। এত রাত্রে এক পুরুষের শয়নকক্ষে একটি নারী? কী তার উদ্দেশ্য? তিনি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দের মন পরস্ত্রীপরাঙ্মুখ। নারী তাঁর পরিচয় দিলেন—'আমি অযোধ্যানগরীর অনাথা দেবতা। একদিনের সেই সমৃদ্ধা নগরীর আজ শোচনীয় ভগ্নদশা।'

কুশ সচিব ও ব্রাহ্মণদের পরামর্শে সসৈন্যে অযোধ্যানগরীতে গেলেন। শিল্পীরা অল্প সময়ে অযোধ্যাকে নতুন করে তুলল। ধর্মপ্রাণ কুশ বৈধ উপহারে দেবালয়মণ্ডিত অযোধ্যার যথাশাস্ত্র অর্চনা করলেন। গ্রীষ্ম এল। সুন্দরী কামিনীরা জলকেলি করতে লাগলেন। কুশ একটি নৌকায় চেপে সস্ত্রীক তাদের জলকেলি উপভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু যুবতীদের আকর্ষণ এড়ানোর মতো মনোবল পেলেন কৈ? তিনিও জলকেলিতে মাতলেন তাদের সংগে। অগস্ত্যদত্ত উপহারটি তাঁর হাত থেকে ভ্রষ্ট হল। একি অমংগলের লক্ষণ? না। যে নাগকন্যা সেটি পেল তারই পাণিগ্রহণ করলেন তিনি। পৃথিবী থেকে সর্পভয় চলে গেল।

অতিথি

কুশ ও নাগকন্যা কুমুদ্বতীর পুত্র অতিথি। কুলবিদ্যায় পারদর্শী হলেন। অভিষেকান্তে ব্রাহ্মণদের সুপ্রচুর দক্ষিণা দিলেন। সর্বদা প্রসন্নমুখে থাকতেন তিনি। উপনীত সকলের সংগেই কথা বলতেন, পরিচারকেরা তাঁকে মূর্তিমান বিশ্বাস বলে মনে করত—মূর্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ। শুধু চারিত্রশক্তি নয়, সামরিক শক্তিতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়—অস্য বেলান্তং প্রতাপঃ প্রাপ সুদুঃসহঃ। অতিথি তীক্ষ্ণধী ছিলেন। দুরূহ মামলার বিচার তিনি নিরলসভাবে নিজেই করতেন, অবশ্য সচিবদের সহায়তা নিশ্চয়ই নিতেন—দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ। নবীন বয়স, অনিন্দ্য রূপ ও অপরিমিত সম্পদ এর যে কোনো একটিই মত্ততার কারণ, কিন্তু এ তিনটি গুণের অধিকারী হয়েও অতিথি নিরহংকার ছিলেন। তিনি বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মকে সর্বদা রক্ষা করে চলতেন। সজ্জন তাঁর কাছে সর্বদা পুরস্কৃত হতেন।

প্রশংসনীয় কাজের জন্যে যদি কেউ তাঁকে প্রশংসা করত তিনি লজ্জিত হতেন—স্তূয়মানঃ স জিহ্রায় স্তুত্যমেব সমাচরন্। লোকে তাঁকে ইন্দ্রাদি লোক-চতুষ্টয়ের মধ্যে পঞ্চম, পঞ্চমহাভূতের ষষ্ঠ এবংকুলপর্বতদের অষ্টম বলত। অতিথির চরিত্র কিছুটা বর্ণাঢ্য করেই এঁকেছেন কবি।

অগ্নিবর্ণ

নিষধ-নলাদি একুশজন রাজার নামোল্লেখের পর রঘুবংশের শেষ সর্গে আছে অগ্নিবর্ণের কথা। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। সূর্যবংশের ধর্মনিষ্ঠ রাজাদের মধ্যে অগ্নিবর্ণই একমাত্র ব্যতিক্রম। রঘুবংশের এই রাজা সচিবদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে কামিনী-কুলের অধীন হয়ে পড়লেন— স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোঽভবৎ। বিলাসব্যসনকেই তিনি জীবনের পরমার্থ বলে মনে করলেন। স্ত্রী-সম্ভোগের ব্যাপারে নিত্যনব অন্বেষণই হল তাঁর জীবনচর্যা। উৎসুক প্রজাবৃন্দ তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলে তিনি জানালা দিয়ে একটি পা বের করে দিতেন। প্রজারা ওই চরণদর্শনেই কৃতার্থ হত। জলকেলির দীর্ঘিকা, পানশালা, রতিমন্দির—এই সব ছিল তাঁর প্রমোদস্থান। কখনও-বা নর্তকীদের অধরপান করতেন, কখনও-বা পরিচারিকারা হত তাঁর ভোগ্য উপাদান। কামশাস্ত্রের বিভিন্ন উপভোগবিধিতে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। তাই রমণীরঞ্জনই হল তাঁর আদর্শ, প্রজারঞ্জন নয়। এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের অনিবার্য পরিণাম দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ—আময়স্তু রতিরাগসম্ভবো—তাঁকে গ্রাস করল।

সুদক্ষিণা

দিলীপপত্নী সুদক্ষিণার ব্রতচারিণী মূর্তিটিই আমাদের চোখে ভাসে। যথার্থই সহধর্মিণী তিনি, স্বামীর ধেনুসেবাতেও তিনি সহকারিণী। নন্দিনীকে নিয়ে রাজা বনে যাবেন, সুদক্ষিণা তাকে প্রত্যুষে গন্ধমাল্যে ভূষিত করলেন। রাজা নন্দিনীর পথ অনুসরণ করলেন, সুদক্ষিণাও চললেন রাজার পশ্চাতে, স্মৃতি যেন শ্রুতির অর্থকে অনুগমন করল—শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ। সন্ধ্যায় আশ্রমপ্রান্তে অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুদক্ষিণা। সারাদিন পতিদর্শনে বঞ্চিতা তিনি, তাই যেন উপোষিত নয়নে তিনি তাঁকে পান করলেন। সুদক্ষিণা ধেনুকে অভ্যর্থনা করে আনলেন। অর্ঘ্যপাত্র হাতে নিয়ে পয়স্বিনীকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন এবং অভিপ্রেতসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ ধেনুশৃঙ্গের মধ্যভাগ পুষ্পাদি-বিন্যাসে অর্চনা করলেন। এরপর দেখছি আপন্নসত্ত্বা সুদক্ষিণাকে, রাজার চোখে যিনি রত্নগর্ভা বসুন্ধরার মতো, অগ্নিগর্ভা শমীলতার মতো, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মতো। দোহদশংসিনীকে রাজার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—কিসে তাঁর স্পৃহা। রাজমহিষী লজ্জাবনতমুখী। সুদক্ষিণার সলজ্জ সম্ভ্রমটুকু আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। রাজা কাছে এলেই কষ্ট হলেও উঠে দাঁড়াতে চান, তেমন করে 'রাজাকে অভ্যর্থনা করতে পারেন না বলে দুঃখ পান, অশ্রু দেখা দেয় তাঁর চোখে। রাজা অপার আনন্দে মগ্ন হন—ননন্দ পারিপ্লবনেত্রয়া নৃপঃ। তারপর, নবকুমার আসে সুদক্ষিণার কোল আলো করে। দুজনের হৃদয়প্লাবী প্রেম সন্তানে বিভক্ত হয়েও বৃদ্ধি পেতে থাকে—পরস্পরস্যোপরি পর্যচীয়ত।

ইন্দুমতী

অজপ্রিয়া ইন্দুমতীকে আমরা প্রথমে দেখি স্বয়ংবরসভায় পতিংবরা ক্লৃপ্তবিবাহবেশা। বিধাতার ললিতসৃষ্টি ইন্দুমতীকে দেখে রাজাদের মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দিল, নানারকম ভাবভঙ্গী করে তাঁরা ইন্দুমতীর প্রতি তাঁদের

অভিলাষ ব্যক্ত করতে লাগলেন—শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ। কিন্তু রুচিমতী ইন্দুমতীর মনে এসব রেখাপাত করতে পারল না। প্রতিহাররক্ষী সুনন্দা নানা-ভাবে বর্ণনা দিয়ে এক রাজার কাছ থেকে অন্য রাজার কাছে নিয়ে চলল তাঁকে। গুণ-পনার দীর্ঘ বিবরণে ইন্দুমতী আকৃষ্ট হলেন না। তবে কারো প্রতি কোনো অবজ্ঞার ভাব দেখান নি তিনি। কোথাও ঋজু প্রণাম করে, কোথাও বা সখীকে 'চলো' আদেশ দিয়ে তিনি এককেজন রাজার সামনে আসছিলেন। ইন্দুমতী অজের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অন্য কারো কাছে আর যাবার প্রয়োজন হল না। কারণ মধুকরী ফুল্লসহকারকে পেয়ে অন্য তরুকে চায় না। মাল্যদানের দরকার নেই, প্রসন্নদৃষ্টিই হল মাল্য ঃ

দৃষ্ট্যা প্রসাদমালয়া কুমারং প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজা।

চতুরা সখী ইন্দুমতীর মন বুঝতে পেরে বলল, 'আর এক রাজার কাছে যাব এবার ?' ইন্দুমতী অসূয়া-কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে।

বিবাহোৎসবের পর ফেরবার সময় প্রত্যাখ্যাত রাজারা আক্রমণ করল অজকে। অজ প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন। ইন্দুমতী আনন্দিত হলেন কিন্তু লজ্জায় নিজে অভিনন্দন জানাতে পারলেন না, জানালেন সখীদের মুখ দিয়ে, বনস্থলী নবজলে অভিস্নাত হয়ে ময়ূরের কেকাধ্বনির মাধ্যমে যেমন জলধরকে অভিনন্দন জানায় তেমনি।

এর পর শেষবারের মতো অজের সঙ্গে ইন্দুমতীকে দেখি প্রমোদ-উদ্যানে। ইন্দুমতীকে দৈবদুর্ঘটনায় হারালেন অজ। অজবিলাপের মধ্যে দিয়ে আমরা ইন্দুমতীর নানা রূপকে প্রত্যক্ষ করি—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

সীতা

দ্বাদশ সর্গে আমরা প্রথম দেখছি সীতাকে কৌতুকময়ী রূপে। শূর্পণখা লক্ষ্মণের কাছ থেকে রামের কাছে এসেছেন প্রেম নিবেদন করতে। সীতা হাসতে লাগলেন। সীতা যত হাসেন শূর্পণখা তত ক্রোধে উদ্দীপিত হয়।

সীতা অপহৃতা হলেন। কবি রামায়ণের অনেক ঘটনা বলেছেন অল্পকথায়—প্রায় এক নিঃশ্বাসে। হনুমানের কাছ থেকে রামের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী পেয়ে সীতা তাকে অভ্যর্থিত করলেন আনন্দাশ্রুতে।

সীতা-উদ্ধার করে রাম যখন তাঁকে নিয়ে ফিরছেন পুষ্পবনে তখন রামের পূর্বস্মৃতিচারণায় শুনলাম পঞ্চবটীতে কী গভীর স্নেহে তিনি তরুলতাদের লালন করতেন ; অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে কী গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল সীতার। সীতার মধ্যে তখন দেখি শকুন্তলার প্রতিচ্ছবি।

এরপর দেখছি তাঁরই অভিপ্রেত রুচির প্রদেশে নীয়মানা সীতাকে। লক্ষ্মণ আসল অভিপ্রায় গোপন করার চেষ্টা করলেও সীতার সব্যেতর নয়নের স্পন্দনই তাঁকে অমঙ্গলের আভাস দিল। বজ্রপাতের মতো রামের আদেশের কথা শুনে সীতা মূর্ছিত হলেন। মূর্ছা ভাঙল তাঁর—কিন্তু মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ। সীতা বললেন লক্ষ্মণ যেন তাঁর কথায় সেই রাজাকে জিজ্ঞেস করেন স্বচক্ষে অগ্নিতে বিশুদ্ধা জেনেও শুধু লোকভয়ে তিনি যে তাঁকে ত্যাগ করলেন তা সূর্যবংশের যোগ্য হল কিনা—শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ?

সীতা এখানে যুক্তিবাদিনী ও ব্যক্তিত্বমণ্ডিতা। কিন্তু পরক্ষণেই সীতা ভাগ্যবাদিনী—তিনি ভাগ্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করছেন—তাঁর দুর্দৈবকে নিজের পূর্বজন্মের পাপের ফল বলেই মনে করছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় সীতার পতিপ্রাণতা। তিনি তপস্যা করবেন, প্রার্থনা করবেন, জন্মান্তরেও যেন রামকেই তিনি পতিরূপে পান :

সাহং তপঃ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্ধ্বং প্রসূতেশ্চরিতং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।

সন্তানলাভের পর আবার শুদ্ধি-প্রমাণের পালা। সভাস্থলে সীতাকে বাল্মীকি বললেন, মা, তোমার শুদ্ধিবিষয়ে প্রজাদের সংশয় দূর করো—

কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে! স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ। সীতা পবিত্রবারিতে মুখ প্রক্ষালন করে বললেন, 'ভূতধাত্রী পৃথিবী, যদি কায়মনোবাক্যে আমি স্বামীর চরণে কোনো অপরাধ না করে থাকি যদি নিষ্কলঙ্ক হই তবে আমাকে অঙ্কে স্থান দাও'।

সীতা স্বামীর দিকে শেষবার তাকিয়ে পাতালপ্রবিষ্টা হলেন।

রাম হাহাকার করে ছুটে গেলেন। কিন্তু সীতা তাঁর জীবন থেকে অন্তর্হিতা হয়েছেন।

সীতা ধরিত্রীর সন্তান, ধরিত্রীর মতোই সহিষ্ণু। কিন্তু তিনি যেন জানিয়ে গেলেন, সহিষ্ণুতারও সীমা আছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন

রঘুবংশ যে-সময়ে রচিত সে-সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন চলছে। গুপ্তরাজারা হিন্দু ছিলেন। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমভিত্তিক জীবনের জয়গান রঘুবংশে লক্ষণীয়। রাজাদর্শ হিসেবে কালিদাস প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্রকেই অবলম্বন করেছেন। রঘুবংশের প্রথম সর্গে রাজাদর্শের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মনুবর্ত্ম অনুসরণের কথা স্পষ্টত বলা হয়েছে দিলীপপ্রসঙ্গে :

'রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনোবর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥ (১.১৭)

যে যাগযজ্ঞ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে স্তিমিত হয়েছিল আবার তা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হল : দুদোহ গাং স যজ্ঞায় (১·২৬)।

কবি রঘুবংশের রাজাদের একরাট হিসেবেই দেখেছেন—সমস্ত দেশে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য। কিছু পার্বত্য জাতি মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করত বলে মনে হয়। রঘু সহজেই সর্বত্র জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেও ঐ দুর্ধর্ষ পার্বত্য-জাতিদের কাছে তাঁকে হয়তো একটু বেগ পেতে হয়েছিল। রঘু এদের দমন করায় পার্বত্য কিন্নরেরা খুশি হয়েছিল (৩·৪৮)।

রাজারা বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতেন, আবার নতুন করে শুরু করতেন রাজজীবন। এই ত্যাগপ্রবৃত্তি ছিল তাঁদের সহজাত—আদানং হি বিসর্গায় (৪·৮৬)। উপনিষদের ভাষায় বলা যেতে পারে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।

প্রজাদের মঙ্গলবিধান ছিল রাজাদের মূল লক্ষ্য—প্রজাঃ প্রজানাং পিতেব পাসি (২·৪৮)। রাজকর হিসেবে তাঁরা উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠভাগ নিতেন। এ কর তপোবনবাসীদেরও দিতে হত। তপোবনবাসীদের কোনোও বিপদ না ঘটে

রাজারা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। অবশ্য তপোধনদের তপস্যার কিছুটা পুণ্য-ফল যে তাঁরা পাবেন সে বিশ্বাস তাঁদের ছিল। আশ্রমিকদের সঙ্গে রাজপরিবারের যোগ ছিল। অভিষেকাদি মঙ্গলকার্যে মুনিরা আমন্ত্রিত হতেন। তাঁদের প্রভূত দক্ষিণা দেওয়া হত। অভিষেক অথর্ববেদোক্ত বিধানে সম্পন্ন হত: স বভূব দুরাসদঃ পরৈ গুরুণাথর্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ (৮·৪)। রাজার অভিষেক হলে বা পুত্রজন্ম হলে বন্দীরা ছাড়া পেত, প্রাণদণ্ড রহিত হত, পশুদের ভারমোচন করা হত, বৎসদের পানের জন্যে দুগ্ধবতী ধেনুদোহন নিষিদ্ধ হত।

মন্ত্রণা খুব গোপনে করা হত। রাজা মন্ত্রীদের উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করতেন। দিলীপ মন্ত্রীদের উপর সব দায়িত্ব দিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়েছিলেন: তে ধুর্যগতো গুর্বী সচিবেষু নিচিক্ষেপ (১·৩৪)

রাজাদের আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ইত্যাদি রাজনীতিবিষয়ক কুলবিদ্যা এবং নানারকম কলাবিদ্যা শিখতে হত।

প্রজারা ইচ্ছে করলে রাজার সাক্ষাৎ পেতে পারত। চরেরা রাজ্যের সমস্ত খবর এনে দিত রাজাকে। তিনি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সব দেখতে পারতেন। অতিথি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—সোঽপসর্পৈ জজাগার যথাকালং স্বপন্নপি (১৭. ৫১)। প্রজাদের মনোভাব চরদের মুখে শুনে রাজারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। প্রজাদের মতামতকে তাঁরা গুরুত্ব দিতেন। রাম গুপ্তচর ভদ্রের কাছ থেকে প্রজাদের মনোভাব জানতে পেরেই সীতাত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে (৪. ৪০)।

স্বয়ংবরসভার বিধান ছিল। রাজকন্যা তাঁর পছন্দমতো একজনকেই পতিত্বে বরণ করতেন। প্রখ্যাত রাজারা অনেক সময় সমবেতভাবে নির্বাচিত রাজাকে আক্রমণ করতেন। অজকে এই ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যাং রুরোধ রাজন্যগণঃ স দৃপ্তঃ (৭. ৩৫)।

রাজারা বহুপত্নী গ্রহণ করতেন, তবে প্রধানা মহিষী একজন থাকতেন। অপুত্রক অবস্থায় রাজার মৃত্যু হলে গর্ভবতী মহিষীর নামে শাসন পরিচালিত হত। অগ্নিবর্ণের দৃষ্টান্ত থেকে এ অনুমান করা যায়। অগ্নিবর্ণের মৃত্যুর পর গর্ভবতী প্রাধানা মহিষী প্রবণীদের সহায়তায় রাজ্য শাসন করতে লাগলেন: রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিষদ্ ভর্তুরব্যাহতাজ্ঞা।

গোব্রাহ্মণে ভক্তিকে ধর্মের অঙ্গ বলেই মনে করা হত। শূদ্রের তপস্যার অধিকার ছিল না। শূদ্র শম্বুক তপস্যা করেছিল। তার এই অবৈধ তপস্যাকে রাজ্যের অমঙ্গলের কারণ মনে করা হয়েছিল। রামচন্দ্র তাই তার শিরশ্ছেদ করলেন:

তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্।
শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিদ্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে॥ (১৫. ৫১)

সমাজে বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। বেশ্যারা নৃত্যগীতপটীয়সী ছিল। আনন্দানুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রিত হয়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করত। মেয়েরাও মদ্যপান করত।

স্বয়ংবরপ্রথা ছাড়াও কন্যা-আহরণ রীতি অর্থাৎ কন্যা নির্বাচন করে সংশিলষ্ট অভিভাবকদের সম্মতিতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যার চিত্র এনেও পাত্রকে দেখানো হত (১৮. ৫৩)। বিবাহে যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি ছিল। মাল্যবান্ পর্বতে মাটি থেকে ওঠা ধূমল রঙের বাষ্পের সঙ্গে সদ্যবিকশিত রক্তবর্ণ নব-

কন্দলের মিশ্রণ দেখে রামের মনে পড়ত বিবাহের যজ্ঞধূমে অরুণবর্ণা সীতার মুখকান্তি (১৩. ২৯)।

মহিলারা বিলাসপ্রিয় এবং রতিশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। প্রমোদ-উদ্যানে ভ্রমণ করতেন তাঁরা। বেশি রাতেও রাজপথে চলাফেরা করতেন তাঁরা। নানারকম অংগরাগ ব্যবহার করত মহিলারা। পত্ররচনা ও তিলকের চল ছিল। গ্রীষ্মে স্নানান্তে তাঁরা কেশ ধূপবাসিত করতেন এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র পরতেন। কর্ণিকার, তমালপত্র ও শিরীষকুসুম তাঁদের সজ্জার উপকরণ ছিল। আলতা পরতে ভালবাসতেন তাঁরা। দোলনায় দোলা ছিল তাঁদের প্রিয় বিলাস, প্রিয়তমেরাই দুলিয়ে দিতেন দোলনা। সৌধের সামনে ময়ূরদের বসবার জন্যে দাঁড় থাকত। ভিতরে সংগীতচর্চায় যে মৃদংগ বাজত, তাকে মেঘধ্বনি মনে করে তারা পেখম মেলে নাচত। সৌধস্তম্ভে বিচিত্রবর্ণ নারীমূর্তি শোভা পেত। স্থপতি ও নানা কুশল কারিগর ছিল নগরে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তারা জীর্ণ অযোধ্যা-নগরীকে নতুন করে তুলেছিল—পুরং নবীচক্রুঃ (১৬. ৩৮)।

সর্বত্র স্বচ্ছলতার চিহ্নই চোখে পড়ে, কারণ 'ক্ষিতিরভূৎ ফলবতী' (৯.৪)।

ধর্ম, দর্শন ও নীতিবোধ

রঘুবংশের ষোড়শ সর্গে অযোধ্যা পুনর্নির্মাণের প্রসংগে দেবমন্দিরে 'পশূপহার' দ্বারা সপর্যার কথা আছে (১৬. ৩৯), কিন্তু কোন্ কোন্ দেব-দেবীর পূজো হত সেখানে তার উল্লেখ নেই। বৈদিক দেবদেবীরা অধিকাংশই তখন বিস্মৃত, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতাই প্রধান। কালিদাসের তিনটি নাটকেই প্রথম শ্লোক শিবকে নিয়ে, রঘুবংশের শুরুতেও আছে হরপার্বতী বন্দনা। এর থেকে অবশ্য তিনি যে শৈব ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না, কারণ কুমারসম্ভবে ষষ্ঠসর্গে শিবের স্তুতি যেমন আছে দ্বিতীয় সর্গে তেমনি আছে ব্রহ্মার স্তুতি, আর রঘুবংশের দশম সর্গে আছে বিষ্ণুস্তুতি। তবে শিব যে তার প্রিয় দেবতা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ কুমারসম্ভবে ব্রহ্মা তাঁর স্তুতির প্রত্যুত্তরে বলেছেন—

> স হি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতম্
> পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা॥
>
> (কুমার ২. ৫৮)

তমসার পরপারে অবস্থিত পরম জ্যোতিঃস্বরূপ (শিব)। আমি বা বিষ্ণু কেউ-ই সেই দেবতার প্রভাব-পরিধি অবধারণ করতে পারি না।

কালিদাস যে উদারমতাবলম্বী ছিলেন তা বোঝা যায়, কারণ এই তিন দেবতা যে মূলত একই ঈশ্বরের ত্রিবিধ রূপ তা তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন—

> একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
> সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
> বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ
> বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥ (কুমার ৭. ৪৪)

দেবস্তুতিগুলি বিশ্লেষণ করলে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়, আর এই দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি যে উপনিষদ্ তাও বোঝা যায়। 'স হি দেবঃ পরং জ্যোতিঃ তমঃপারে ব্যবস্থিতম্' যে 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' এরই প্রতিধ্বনি তা স্পষ্ট।

আমরা প্রধানতঃ বিষ্ণুস্তুতিটি বিচার করে দেখি। এই স্তুতিতে বিষ্ণুকে যখন বলা হয়েছে বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং সংহর্তা তখন বোঝা যায় বিষ্ণু আসলে ঈশ্বরেরই নামান্তর মাত্র। এক হয়েও বিভিন্ন গুণের সমাবেশে তিনি বিভিন্ন। তমোগুণের প্রভাবে সত্ত্ব ও রজোগুণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (১০. ৩৮), তিনটি গুণ জয় করে রঘু প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় স্থিত, লোষ্ট্র এবং কাঞ্চন তাঁর চোখে এক (৮. ২১), অব্যক্তং ব্যক্তকারণম্—অর্থাৎ কারণের মধ্যে কার্য থাকে অপরিস্ফুটরূপে (সৎকার্যবাদ)—ইত্যাদি উক্তি কবির সাংখ্যদর্শনের বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং চর্চার পরিচয় বহন করে। অব্যক্ত তত্ত্বটিকে তিনি উপমান করেছেন ব্রহ্ম হ্রদ থেকে সরযূনদীর উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে এবং পরিষ্কারভাবে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বুদ্ধির বা মহত্তত্ত্বের কারণ তাও বলেছেন (১৩. ৬০)।

অব্যক্ত নিরাকার হয়েও ঈশ্বর ব্যাকৃত জগতের কারণস্বরূপ এ তত্ত্ব বেদান্তের বিবর্তবাদেরও কথা। তারও মূল উপনিষদ্‌ 'একস্ত্বং সর্বরূপভাক্‌' (১০/১২) উপনিষদের 'রূপং রূপং পতিরূপো বভূব' কথাটির প্রতিধ্বনি। 'ত্বত্তঃ সর্বম্‌' (১০. ২২) উপনিষদের 'অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ সর্বম্‌' ছাড়া আর কী?

ভাগীরথীর প্রবাহ যেমন ঋজু-কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হলেও পরিশেষে গিয়ে সাগরে মিলিত হয় তেমনি বিভিন্ন শাস্ত্রে সিদ্ধির পথ বিভিন্ন রকমে প্রদর্শিত হলেও সে সবের একমাত্র গন্তব্য তুমি (১০. ২৬)। এই অংশটি যে গীতারই প্রতিধ্বনি তা সহজেই বোঝা যায়।

যোগদর্শনে কবি আকৃষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। রাজাদের সাধারণ বর্ণনায় বলেছেন 'যোগেনান্তে তনুত্যজাম্‌'। পৃথকভাবে অন্যান্য রাজাদেরও জীবনের শেষ পর্ব তিনি যোগীরূপেই দেখেছেন। লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বলেছেন—

যোগমার্গবিৎ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গিয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করে অগ্রজের প্রতিজ্ঞাপূরণ করলেন (১৫.৯৫)।

ত্রয়োদশ সর্গের একটি শ্লোকে (৫২) যোগাসনে উপবিষ্ট ঋষি এবং তাঁদের পাশে যোগমগ্ন ঋষিদের মতোই অচঞ্চল তরুরাজির বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য :

> বীরাসনৈর্ধ্যানজুষামৃষীণামমী
> সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ
> নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি
> যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি।

কবি কর্মফলে বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় : 'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।

বশিষ্ঠশিষ্য ইন্দুমতীর বিচ্ছেদে কাতর অজকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন—অনুমরণেও ইন্দুমতী তাঁর অলভ্যা, কারণ লোকান্তরিত ব্যক্তিদের গন্তব্য যার-যার কর্মফল অনুযায়ী পৃথক্‌ হয়ে থাকে।

নিয়তি অমোঘ এ বিশ্বাসও হয়তো কবির ছিল। সে বিশ্বাস অজের কণ্ঠে ধ্বনিত :

> বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্‌ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া। (৮. ৪৬)

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণার প্রতিচ্ছবি হয়তো আছে বশিষ্ঠশিষ্যের কথায়—মরণং প্রকৃতির্বিকৃতির্জীবনমুচ্যতে বুধৈঃ (৮.৮৭)। বশিষ্ঠশিষ্যই বলেছেন—প্রিয়নাশ বিবেচকদের কাছে অভিশাপছলে আশীর্বাদের মতোই (৮. ৮৮)। দেহ ও আত্মার সংযোগ ওবিযোগ যখন চিরন্তন সত্য তখন প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর হওয়া

তত্ত্বদর্শীদের সাজে না (৮. ৮৯)। এসব কথায় কবির নিজের সমর্থন থাকতেও পারে, তবে প্রিয়জনের শোকদীর্ণ হৃদয়ে যে তত্ত্বোপদেশের অবকাশ খুবই কম এ সত্যও কবি তুলে ধরেছেন (৮. ৯১)।

কবির নীতিবোধ উচ্চগ্রামে বাঁধা। সৎ-জীবনের আদর্শকে কবি সর্বত্র তুলে ধরেছেন। প্রলোভন আসবেই তবে তার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে কবি যেন একথাই বলতে চেয়েছেন শতকর্ণি আর সুতীক্ষ্মকে পাশাপাশি রেখে (১৫. ৩৯, ৪১)।

অগ্নিবর্ণের চরিত্র অংকনের মধ্যে দিয়ে হয়তো তিনি বলতে চেয়েছেন চরিত্রই রাজকুলসৌধের ভিত্তিস্তম্ভ। সেই স্তম্ভে ফাটল দেখা দিলে সমস্ত সৌধই বিপন্ন হবে।

মূল বিবরণের সঙ্গে গ্রথিত একাধিক অভিশাপকাহিনীরও তাৎপর্য থাকতে পারে। পতিচিন্তার জন্যে অভিশপ্ত হয়েছেন শকুন্তলা, পত্নীচিন্তার জন্যে অভিশপ্ত হয়েছে দিলীপ। সংযম ও সেবার মধ্যে দিয়ে শুদ্ধ হতে হয়েছে তাঁকে। অন্ধমুনির পুত্রবধের জন্যে অভিশপ্ত হয়েছেন দশরথ। পুত্রবিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তৃণ-বিন্দুঋষির তপোভঙ্গ করার চেষ্টা করার অপরাধে সুর-কামিনী হরিণী অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যজীবন বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবিনীত আচরণের জন্যে মতঙ্গমুনির অভিশাপে অভিশপ্ত গন্ধর্বপুত্র প্রিয়ংবদকে গজদেহ ধারণ করতে হয়েছিল। একদিকে যেমন অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হবে এই নীতি যেমন এ-সব ক্ষেত্রে প্রকাশিত, অন্যদিকে তেমনি গোব্রাহ্মণমাহাত্ম্যও প্রতি-পাদিত। প্রথম ক্ষেত্রে অভিশাপ দিচ্ছেন স্বর্গীয় ধেনু, সুরভি, অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিশাপ দিচ্ছেন ব্রাহ্মণেরা। গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল বৌদ্ধপ্রভাবের বিপক্ষতায়।
বর্ণাশ্রমধর্ম ও চতুরাশ্রম জীবনের প্রতি কবির শ্রদ্ধাও রঘুবংশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

জীবনাদর্শ ও নীতিবোধের ব্যাপারে কবিচিত্তের অনুসন্ধানে অর্থান্তর-ন্যাসগুলির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ (১০.৭৯), ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ (২.৫৩), সম্বন্ধমাভাষণপূর্বমাহুঃ (২. ৫৮)। আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব (৪.৮৬), তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষতে (১১.১), কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ (১২.৬৯), আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচরণীয়া (১৪.৪৬)—

এইসব উক্তির মধ্যে যথাক্রমে—পূজনীয়কে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, আর্তত্রাণই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, অন্তরঙ্গ কথাতেই অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে তোলা যায়, সজ্জনের গ্রহণ দানের জন্যেই হওয়া উচিত, গুণ দেখেই সকলকে সম্মান দিতে হবে বয়স দেখে নয়, কর্মসাধনায় কালাতিক্রম উচিত নয়, গুরুজনের আজ্ঞা বিচার করে দেখতে নেই—এইসব বিশ্বাসের পরিচয় ফুটে ওঠে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্তানজন্মের পর উভয়ের প্রেম সন্তানে বিভক্ত হয়েও উপচিত হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ইন্দ্রিয়ের স্থান অবশ্যই আছে, তবে ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে যেতে হবে। স্ত্রী হবে পতির সহধর্ম-চারিণী। রঘুবংশের বিভিন্ন অংশ থেকে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক সম্বন্ধে কবির এই মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর আন্তরিক সম্পর্ক বিষয়ে কবির ধারণা বোধ হয় অজের মুখে ধ্বনিত হয়েছে—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ (৮. ৬৭)।

তুলনা

কালিদাসের অন্যান্য সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে রঘুবংশের তুলনা মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। বিষয়, দৃশ্য এবং কবির বাগ্‌ভঙ্গীর সাদৃশ্যে যে কোন রসজ্ঞেরই চোখে পড়বে।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ এবং তার ভাষা নিয়ে পণ্ডিতেরা কালিদাসের রচনাবলীর পৌর্বাপার্য চিন্তা করেছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী এবং রঘুবংশ তিনটি গ্রন্থেই কবি গৌরী সহ ঈশ্বর মহাদেবকে প্রসন্ন করেছেন ; শকুন্তলায় এবং অন্য দুটি নাটকেও তাঁর অষ্টমূর্তির মহিমাকে কবি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। শকুন্তলার প্রস্তাবনা অংশে 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্। বলবদ্ অপি শিক্ষিতানাম্ আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ' এটিতে বিনয় থাকলেও কবির নিজের শিক্ষার অভিমান ধ্বনিত এবং রঘুবংশে "তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ। হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা" (১. ১০) শ্লোকে কবির বিনয় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—এমন অনুমান কেউ কেউ করেন। কিন্তু নিজেকে শিক্ষিত বলায় যে আত্মাভিমান প্রকাশ পায়, খাঁটি সোনা (হেম্নঃ) বললে কি তার চেয়ে বলিষ্ঠ আত্মগৌরবের পরিণত আত্মপ্রত্যয়ই ধ্বনিত হয় না? বিনয়ের ভঙ্গী দেখে রচনাদুটির পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা সত্যি সম্ভব কি?

বিষয়বস্তু বিচার করলে অবশ্যই দেখা যাবে মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোবর্শী মানবিক ব্যবহারের লেখনীচিত্র, মেঘদূতে অলকা-যক্ষ-কবিকল্পনা এক ভাবময় রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ; শকুন্তলায় তপোবন-রাজসভা-স্বর্গীয় আশ্রম মানুষের পূর্ণতর শুদ্ধতর হওয়ার সাধনা ; কুমারসম্ভবে দেবতার জীবনভোগের রসসঞ্চার ; রঘুবংশে সমস্ত জগতের প্রতিচ্ছবি, মানুষ-অতিমানুষ-দেবসখা-মুনিঋষি-বানর-রাক্ষস সবকিছুর মধ্যে দিয়ে জীবনের জয়যাত্রা।

কালিদাসের সব কটি কাব্যের দৃশ্যাবলী পাশাপাশি সাজালে দেখা যায় অনেক সময় একই বিষয় বর্ণনা করেছেন তবে প্রত্যেক বারেই তার স্বাদ ভিন্ন। কালিদাস ঋতুসংহারে বসন্ত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা শুধু বর্ণনা, আন্তরার্থ কিছু নেই। সৌন্দর্য কালিদাসের কবিত্বটুকু। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকেও বসন্ত বর্ণনা আছে তৃতীয় অঙ্কে। সেখানে বসন্তের নিসর্গ সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে দুই নায়িকার মনোভাব, অনুরাগ ও ঈর্ষার বর্ণনা আছে। কুমার সম্ভবেও কবি তৃতীয় সর্গে পার্বতীর অভিসারের সহায় রূপে বসন্তের আবির্ভাবের সাড়ম্বর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে নিসর্গের সমস্ত সৌন্দর্য কবি উজাড় করে বর্ণনা করেছেন ; স্বভাবের সৌন্দর্য এবং নারী সৌন্দর্যকে একাকার করে কবি শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করতে চেয়েছেন। মালবিকাতে নিসর্গ উপমান, মালবিকা উপমেয় ; কুমারে দুইয়ে মিলে গিয়েছে, রূপকধর্মিতা বেশি ; রঘুবংশে নিসর্গ সৌন্দর্য উপমেয়, নারীসৌন্দর্য উপমান ; প্রকৃতির প্রসাধনরেণু ফুলের পরাগ, লতাবধূ নর্তকীর মতো নৃত্যাভ্যাস করছে, অপ্সরার মতো উদাসীনেরও মনোহরণ করছে। রঘুবংশের নবম সর্গে বসন্ত বর্ণনায় এই দৃষ্টি পরিষ্কার। এমনকি চতুর্থ সর্গে শরৎকালের বর্ণনা করেছেন কবি। নিসর্গের বর্ণনা শেষে কবি বলেছেন, এত সৌন্দর্য সত্ত্বেও এই ঋতু রঘুর যৌবনের সৌন্দর্যকে হার মানাতে পারে নি। "ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্।" ষোড়শ সর্গে গ্রীষ্মকালের সৌন্দর্য পুরসুন্দরীদের জলবিহারে সুন্দর, সেই সৌন্দর্য পূর্ণ

হল কুশের অবগাহনে। মানুষের সচেতন অংশগ্রহণে প্রকৃতি সুন্দরতর হয়ে তার সহৃদয় সম-দুঃখ-সুখ হয়েছে রঘুবংশের সর্বত্র।

কুমারসম্ভবে কবি প্রথম সর্গে আঠারটি শ্লোকে পূর্বাপরতোয়নিধিব্যাপী প্রকাণ্ড হিমালয়ের উদাত্ত বর্ণনা করেছেন, মেঘদূতে রাম-গিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মেঘের পথের বর্ণনায় কবি বিরহী যক্ষের মুখে উত্তর ভারতের সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন। রঘুবংশে অযোধ্যা থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবর্তিনী লঙ্কানগরী থেকে আকাশ পথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের বর্ণনা করেছেন। তাই লঙ্কা থেকে সোজাপথে অযোধ্যায় না এসে প্রথমে পশ্চিমে, তারপরে উত্তরে মহেন্দ্র পর্বতের কাছে, পশ্চিমোত্তরে কিষ্কিন্ধ্যায়, তারপরে তার পশ্চিমে পম্পায়, তার উত্তর দিয়ে পঞ্চবটী, উত্তরপূর্বে প্রয়াগে, তারপরে অযোধ্যায়। দেশ দেখানোর উদ্দেশ্যে মেঘদূতের যক্ষও মেঘকে একটু বাঁকাপথ নিতে বলেছিল। কুমারসম্ভবে মদনভস্মের পরে রতিবিলাপ এবং রঘুতে ইন্দুমতী প্রয়াণে অজ বিলাপ তুলনীয় ; রতিবিলাপে উচ্ছ্বাস বেশি, অজ বিলাপ গভীরতর এবং অনেক অকৃত্রিম। রতি এবং অজের চারিত্রিক বৈষম্যই হয়তো এর সংগত কারণ।

কুমারসম্ভবে অভিসারের বেশে হিমালয়দুহিতা পার্বতী 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' ; পতিংবরা ভোজকন্যা ইন্দুমতী 'সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ'। কুমারসম্ভবে ধ্যানস্থ মহাদেবের বর্ণনা 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' ; সম্পূর্ণ চিত্রটিই উপমান হয়েছে রঘুবংশের ১৩. ৫২ শ্লোকে। সারি সারি গাছকে রামচন্দ্র তুলনা করেছেন ধ্যাননিমগ্ন তপস্বীর সঙ্গে—'নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি'।

কুমারসম্ভবে হরপার্বতীর বিবাহদৃশ্য ও পুরনারীদের ব্যস্ততার চিত্র এবং রঘুবংশে অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ ও পুরাঙ্গনাদের বর্ণনা শুধু এক নয়, ভাষাও প্রায় এক। সেই মুক্তোমালা খসে পড়া, নীবীবন্ধ হাতে ধরে নাভিদেশে হাতের রত্নবলয়ের ছটা, চুল খুলে যাওয়া, একচোখে কাজল এবং প্রাসাদবাতায়নে নারী মুখের কমলশোভা। তাদের সরস মন্তব্যের ঢঙও প্রায় এক। কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের ৫৬-৭৫ এবং রঘুবংশের ৫-২৩ শ্লোকগুলিতে একেবারেই একই শব্দ একই অন্বয়। কয়েকটি শ্লোক এবং শ্লোকাংশ সর্বতঃ অভিন্ন। নিচের উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা
অথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী॥
জালান্তরপ্রেষিত দৃষ্টিরন্যা প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ॥

রঘু ৭. ৮, ৯ ; কুমার ৭. ৫৯, ৬০

অর্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা॥
তাসাং মুখৈরাসব গন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্॥

রঘু ৭. ১০, ১১ ; কুমার ৭. ৬১, ৬২

পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥

রঘু ৭. ১৪ ; কুমার ৭. ৬৬

দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং নিন্যে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ।
বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদাবানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥
রঘু ৭. ১৯ ; কুমার ৭. ৭৩
শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাঃ কুমারঃ রঘু ৭. ১৬
শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাস্ত্রিনেত্রঃ কুমার ৭. ৬৯
অন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি রঘু ৭. ২৩ ; কুমার ৭. ৭৫
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যা মুহূর্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে।
রঘু ৭. ২৬ ; কুমার ৭. ৮১

অপারে কাব্যসংসারে এক প্রজাপতি কবির, কালিদাস কবির শব্দ ভাণ্ডারে এই পুনরুক্তি কেন? নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা কি মুহূর্তের জন্যে তার প্রভামণ্ডলস্ফুরণে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল?

কুমারসম্ভবে দ্বিতীয় সর্গে দেবতারা ব্রহ্মার স্তুতি করছেন দুর্জয় তারকাসুরের অত্যাচারের প্রতীকারের আশায়। রঘুবংশে দশম সর্গে দেবতারা রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচার থেকে মুক্তির আশায় বিষ্ণুর স্তব করেছেন। দুটি স্তুতিরই ভঙ্গী, ভাব, এমন কি ভাষা পর্যন্ত প্রায় এক। কারণ কবি দুটি স্থানেই গীতাদর্শনকে স্বল্পপরিসরে সরসভাবে পরিবেশন করেছেন। নমো বিশ্বসৃজে পূর্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে। অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্মনে' (রঘু); 'তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্। প্রলয়স্থিতি সর্গাণামেকঃ কারণতাং গতঃ' (কুমার)। 'অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ। অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্' (রঘু); 'জগদ্যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ। জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ' (কুমার)।

সীতাপরিত্যাগের পরে জানকীর 'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা' বাক্যে এই 'রাজা' সম্বোধন এবং হস্তিনাপুরের রাজধানীতে তপোবনবৃত্তান্তবিস্মৃত দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার 'অনার্য' সম্বোধনের মধ্যে নারীমনের অভিমানাহত রূপটি একই। শকুন্তলার কোমল শরীরে তপশ্চরণ নীলোৎপলের পত্রে শমীলতা ছেদনের মতো। নিদর্শনা অলংকারের মাধ্যমে অসম্ভব চেষ্টা একই ভাবে কবি বর্ণনা করেছেন 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদ্ উড়ুপেনাস্মি সাগরম্।' সূর্যবংশের বর্ণনা এই বুদ্ধি নিয়ে? এতো ভেলায় চড়ে সাগর পার হওয়া। অভিজ্ঞান শকুন্তলমে শুনেছি, তচ্চেতসা স্মরতি নূনম্ অবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ; তারই ভিন্নস্বাদের প্রতিধ্বনি 'মনোহি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্' (রঘু ৭. ১৫)। 'ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি, শব্দের অনুরূপ 'ভাববন্ধনং প্রেম' (রঘু ৩. ২৪) এবং 'ভাবনিবন্ধনা রতিঃ' (রঘু ৮. ৫২) রঘুবংশে পেয়েছি। ভাবটি একই। আমি তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি যুগে যুগে বহুবার জনমে জনমে অনিবার'। সীতাবিলাপের শেষাংশে পেয়েছি 'মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ'।

কালিদাসের তিনটি নাটকই শেষ হয়েছে সুশাসকের প্রার্থনা জানিয়ে শকুন্তলায় পেয়েছি 'প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্' রাজা প্রজাদের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হোন, বিদ্বজ্জনদের বিদ্যাবত্তার আদর হোক। মালবিকাগ্নিমিত্রে পেয়েছি অগ্নিমিত্রের শাসনে প্রজাদের কোন অমঙ্গল যেন না হয়। বিক্রমোর্বশীতে 'লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনে মানুষের কল্যাণ হোক' বলা হয়েছে—'সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূয়াদ্ ভূতয়ে সতাম্।

মেঘদূতের শেষ বাক্য—'মা ভূদ্‌ এবং ক্ষণমাপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ' ; মেঘ, তোমার বিদ্যুৎ-সখীর সংগে যেন মুহূর্তের জন্যও তোমার বিচ্ছেদ না ঘটে। মহাকাব্য রঘুবংশে প্রার্থনা ধ্বনিত নয়, প্রার্থনার চিত্র শেষ শ্লোকে অঙ্কিত। 'প্রজানাং ভাবার্থং (মঙ্গলার্থম্‌)' (১৯. ৫৭) রানী সন্তানজন্মের অপেক্ষায় অমাত্যদের সহায়তায় রাজ্য পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীর পাপবৃত্তি ধুয়ে তাকে স্বর্গ-সুষমায় শান্ত-সংযত অলংকৃত করার প্রয়াস কবি দেখেয়েছেন শকুন্তলায়, দেবভোগ্য জীবনের কলুষতামুক্ত নিকষিত হেম দেখিয়েছেন কুমারসম্ভবে। তারই একীকৃত সম্ভারের ছবি এঁকেছেন রঘুবংশে। পৃথিবীর জীবনের উদাত্ততম রূপই রঘুবংশে পরিবেশিত।

'প্রতিপত্তি'

রঘুবংশে কালিদাস আমাদের রাজচরিত শোনালেন আমরা সাগ্রহে শুনলাম, কিন্তু দুচোখ ভরে দেখলাম কবিকেই। বুঝলাম আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করেছেন তিনি, তেমনি বিচরণ করেছেন বহুশাস্ত্রের বিস্তৃত ভূমিতে। বুঝলাম বিজ্ঞান-চেতনাতেও তিনি সমান সজীব : চাঁদের কলঙ্ক নিয়ে যিনি উপমার জাল বোনেন তিনিই আবার স্পষ্টত বলেন পৃথিবীর ছায়াকেই লোকে ভুল করে চাঁদের কলঙ্ক বলে। বুঝলাম তাঁর দৃষ্টি যেমন গভীর তেমনি সূক্ষ্ম : ঋষিদের কোলে খসে-পড়া হরিণশিশুর নাভিনালটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না।

বুঝলাম, বহু অভিজ্ঞতার সংহত রূপ তাঁর ঐ ভাব, তাঁর ঐ কল্পনা, কবিমন পাবার জন্যেই তাঁর কবিতা পড়তে হবে।

রঘুবংশ বহু সম্পদ দুহাত ভরে দিয়েছে আমাদের। তবে রঘুবংশের সর্বাঙ্গেই 'বিশুদ্ধি', কোথাও কোনো 'শ্যামিকা' নেই একথা ভূতার্থব্যাহৃতি নয়। গুণের সাকল্যবিধানে বিধাতার প্রবৃত্তি যে পরাঙ্মুখী এ তো কবির নিজেরই কথা।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে হয়েছে 'শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশম্‌ ?'—এ কি কালিদাসের মতো অনন্য প্রতিভার পক্ষে শোভন? রাজাদের নামকরণে ব্যাকরণের আশ্রয় না নিলে কি চলত না? বিশেষ করে দশরথের ক্ষেত্রে তা কি কষ্টকল্পনা নয়? নবমসর্গটিকে আগাগোড়া যমক-জমকালো না করলে কি হত না?

অলং মহীপাল তব শ্রমেণ—হে কবি-মহীপাল! তোমার এ শ্রম কেন? তোমার বাক্‌-সরসিজ যে শৈবালেও রম্য, তবে এ যমক-প্রদর্শনীর আয়োজন করলে কেন তোমার স্বভাবসুন্দর কাব্যমঞ্চে?

হ্যাঁ, রঘুবংশ সুবৃহৎকাব্য, সবই যখন রাজাদের বর্ণনা তখন পুনরুক্তি কিছু থাকতেই পারে তবে অতিথির বর্ণনায় এত আতিশয্য এবং অতিশয়োক্তির তেমন প্রয়োজন ছিল কি?

আক্রমণকারী রাজাদের সঙ্গে যুধ্যমান অজ স্বকণ্ঠে না হয় শঙ্খ বাজালেনই কিন্তু শঙ্খবাদনের ক্ষেত্রে 'অধর' কি শ্রুতিকটু নয়? আবার অধরের সঙ্গে বিশেষণ! যে অধরের রস পান করেছেন প্রেয়সী। বীররসের বর্ণনায় এই শৃঙ্গারের ছোঁয়া কি রসাভাস নয়? অষ্টাদশ সর্গের নিছক রাজনামাবলী কি কোনো রসসৃষ্টি করে?

অবশ্য এ সব কিছুই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচারিত হতে পারে; তবে এ সব যদি দোষই হয়, 'নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ'।

রঘুবংশের বিভিন্ন অংশ কবির ভাব ও কল্পনার এক একটি নিসর্গলোক। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর মতো রঘুবংশকে 'কালিদাসের সর্বস্ব' না বলা গেলেও বলব—এখানে কালিদাসের সর্বস্বত্বসংরক্ষিত।

সূক্তিমুক্তাবলী

প্রথম সর্গ

১. প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। (৩)
বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো আর কি!

২. হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা। (১০)
আগুনে দিলেই সোনা খাঁটি না খাদে-মেশা তা বোঝা যায়।

৩. সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ। (১২)
সূর্য পৃথিবী থেকে জল গ্রহণ করে সহস্রগুণে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

৪. সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্মণে। (৬৯)
সৎ সন্তান ইহলোকে এবং পরলোকে দুই সুখময় হয়।

৫. প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ। (৭৯)
পূজনীয়ের পূজার ব্যাঘাত মঙ্গলের পথে বাধা হয়।

দ্বিতীয় সর্গ

৬. স্ববীর্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ। (৪)
মনুর সন্তানেরা নিজেদের বীরত্বেই আত্মরক্ষা করে।

৭. ন পাদপোন্মূলনশক্তি রংহঃ শিলোচ্চয়ে মূর্ছতি মারুতস্য। (৩৪)
ঝড়ে গাছ উন্মূলিত হলেও তাতে পর্বতের কিছুই হয় না।

৮. শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষং ন তদ্ যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি। (৪০)
শস্ত্র দিয়ে রক্ষা করতে হয় ঠিকই, তবে যাকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়, তার জন্যে শস্ত্রধারীর কোন অখ্যাতি হয় না।

৯. অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্। (৪৭)
সামান্য কারণে অনেক হারাতে বসলে আমি তোমাকে মূর্খই বলব।

১০. মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ। (৫০)
সমৃদ্ধ রাজ্য তো একেবারে ইন্দ্রত্ব; স্বর্গ পর্যন্ত তার বিস্তার নয়, এই যা তফাৎ।

১১. ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দঃ ভুবনেষু রূঢ় (৫৩)
বিপদ থেকে রক্ষা করে বলেই পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় শব্দটি প্রচলিত।

১২. সম্বন্ধমাভাষণপূর্বমাহুঃ। (৫৮)
আলাপ-আপ্যায়নেই মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তৃতীয় সর্গ

১৩. ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি। (২৯)
সৎ পাত্রে প্রযুক্ত হলেই শিক্ষা ফলবতী হয়।

১৪. যশস্তু রক্ষ্যং পরতো যশোধনৈঃ। (৪৮)
যশই যাঁদের সম্পদ্ শত্রুর কবল থেকে সে-যশ তাঁদের রক্ষা করা উচিত।

১৫. পদং হি সর্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে। (৬২)
গুণ সর্বত্রই নিজের স্থান করে নেয়।

চতুর্থ সর্গ

১৬. রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ। (১২)
প্রজারঞ্জন করেন বলেই রাজা-নাম।

১৭. চক্ষুষ্মত্তা তু শাস্ত্রেণ। (১৩)
শাস্ত্রই হল আসল চোখ।

১৮. দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি। (৪৯)
দক্ষিণ দিকে সূর্যের তেজও কমে যায়।

১৯. প্রণিপাতপ্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্। (৬৪)
মহানুভবদের ক্রোধের উপশম শুধু প্রণিপাতেই সম্ভব।

২০. আদানং দি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব। (৮৬)
মেঘের মতোই সজ্জনেরা যা গ্রহণ করেন তা দান করার জন্যেই।

পঞ্চম সর্গ

২১. সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা ? (১৩)
সূর্য যখন কিরণ দেয়, তখন অন্ধকার কেমন করে লোকের দৃষ্টি আড়াল করবে ?

২২. শরদ্ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি। (১৭)
শরতের (জলহীন) মেঘের কাছে চাতকও জলের প্রার্থনা করে না।

২৩. উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য। (৫৪)
আগুন বা রোদের যোগেই জল উষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু শীতলতাই জলের প্রকৃতি।

ষষ্ঠ সর্গ

২৪. নক্ষত্রতারাগ্রহসংকুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ। (২২)
গ্রহ-তারা যাই থাকুক না কেন চাঁদের আলোতেই রাতের জ্যোৎস্না হয়।

২৫. ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। (৩০)
মানুষে মানুষে রুচির প্রভেদ থাকবেই।

২৬. ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য বৃক্ষান্তরং কাংক্ষতি ষট্পদালী। (৬৯)
মুকুলিত সহকারতরুকে পেয়ে ভ্রমরশ্রেণী আর অন্য তরুকে আশ্রয় করে না।

সপ্তম সর্গ

২৭. মনো হি জন্মান্তরসংগতিজ্ঞম্। (১৫)
জন্ম-জন্মান্তরের মিলনের কথা মনই জানে।

অষ্টম সর্গ

২৮. প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে। (৪০)
আয়ু থাকলেই তবেই রোগপ্রতিকারের চেষ্টা সফল হয়।

২৯. অভিতপ্তময়োঽপি মার্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু। (৪৩)
পুড়তে পুড়তে লোহাও গলে নরম হয়, মানুষের তো কথাই নেই।

৩০. ন ভবিষ্যন্তি হন্ত সাধনং কিমিবান্যৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ। (৪৪)
হায়! বিধি যখন আঘাত হানে তাকে ঠেকাবার কোনো উপায় থাকে না।

৩১. মৃদু বস্তু হিংসিতুং মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ। (৪৫)
যমরাজ কোমল জিনিসকে কোমল জিনিসের আঘাতেই বিনাশ করেন।

৩২. বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া। (৪৬)
ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষও কখনও অমৃত হয়ে ওঠে, আবার অমৃতও কখনও বিষে পরিণত হয়।

৩৩. ধিগিমাং দেহভৃতাম সারতাম্। (৫১)
মানুষের জীবনের এই শূন্যতাকে ধিক্।

৩৪. বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ। (৮৩)
বসুমতীই রাজাদের প্রকৃত পত্নী।

৩৫. স্বজনাশ্রু কিলাতিসন্ততং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে। (৮৬)
আত্মীয়বন্ধুদের অবিচ্ছিন্ন শোকাশ্রু মৃতের আত্মাকে কষ্ট দেয়।

৩৬. পরলোকজুষাং স্বকর্মভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্। (৮৫)
নিজের নিজের কর্ম অনুসারে পরলোকগত মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গতি হয়।

৩৭. দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ। (৯০)
বৃক্ষ আর পর্বতে কী প্রভেদ থাকবে যদি ঝঞ্ঝাবাতে উভয়েই ভূপাতিত হয়?

নবম সর্গ

৩৮. অপথে হি পদমর্পয়ন্তি শ্রুতবন্তোঽপি রজোনিমীলিতাঃ। (৭৪)
রজোগুণের মোহে জ্ঞানীরাও অপথে পদার্পণ করেন।

৩৯. কৃষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধো
বীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোতি। (৮০)
ইন্ধনের আগুন কৃষিক্ষেত্রকে পুড়িয়ে দিলেও তার বীজ-শস্য-উৎপাদনের উর্বরতাকে বর্ধিতও করে।

দশম সর্গ

৪০. অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্যসিদ্ধের্হি লক্ষণম্। (৬)
ত্বরান্বিত কাজ ভবিষ্যৎ কার্যসিদ্ধির লক্ষণ।

৪১. স্বয়মেব হি বাতোঽগ্নেঃ সারথ্যং প্রতিপদ্যতে। (৪০)
বাতাস নিজেই আগুনকে সাহায্য করে (বলতে হয় না)।

একাদশ সর্গ

৪২. তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে। (১)
তেজস্বীদের বয়স বিচার করা হয় না।

৪৩. কিং মহোরগবিসর্পিবিক্রমো রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ততে। (২৭)

যে গরুড়ের বিক্রম বিশাল অজগরে সুপ্রকট সে কি কখনো জলঢোঁড়াকে আক্রমণ করে?

৪৪. সদ্য এব সুকৃতাং হি পচ্যতে কল্পবৃক্ষফলধর্মি কাঙ্ক্ষিতম্। (৫০)
কল্পবৃক্ষের ফলের মতো পুণ্যবানদের আকাঙ্ক্ষা সদ্যসদ্যই পরিপূর্ণ হয়।

৪৫. পাবকস্য মহিমা স গণ্যতে কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেঽপি যঃ। (৭৫)
আগুন কাঠের রাশির মতো সমুদ্রের জলরাশিতেও জ্বলতে থাকে, সেখানেই তার মহিমা।

৪৬. খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্। (৭৬)
স্রোতের টানে নদীর পাড় তলা থেকে ভেঙে গেলে উপরের গাছকে সামান্য বাতাসও ভূপতিত করতে পারে।

৪৭. কেবলোঽপি সুভগো নবাম্বুদঃ কিং পুনস্ত্রিদশচাপলাঞ্ছিতঃ। (৮০)
নবজলধর এমনিতেই সুন্দর, তাতে যদি ইন্দ্রধনুর যোগ থাকে তবে তো কথাই নেই।

৪৮. নির্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্তয়ে। (৮৯)
বাহুবলে পরাজিত প্রতিপক্ষের কাছে বিজেতার নম্রব্যবহার কীর্তিরই পরিচায়ক।

দ্বাদশ সর্গ

৪৯. অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ। (৩৩)
কামতপ্তা নারীদের কালাকাল জ্ঞান থাকে না।

৫০. কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ। (৬৯)
যথাসময়ে প্রয়োগ করলেই নীতি ফল দান করে।

চতুর্দশ সর্গ

৫১. অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ। (৩৫)
যশই যাঁদের ধন, তাঁদের কাছে বিষয়ভোগের চেয়ে তো বটেই নিজের শরীরের চেয়েও যশই বেশি কাম্য।

৫২. ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ। (৪০)
নির্মল চাঁদে পৃথিবীর ছায়াকেই মানুষে কলঙ্ক বলে।

৫৩. অমর্ষণঃ শোণিতকাঙ্ক্ষয়া কিং পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ? (৪১)
অসহিষ্ণু সাপ রক্তপানের জন্যেই পদাঘাতকারীকে দংশন করে কি?

৫৪. আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া। (৪৬)
গুরুজনের আদেশের দোষ-গুণ বিচার করতে নেই।

পঞ্চদশ সর্গ

৫৫. ত্রাণাভাবে হি শাপাস্ত্রাঃ কুর্বন্তি তপসো ব্যয়ম্। (৩)
রক্ষাকর্তার অভাবেই ঋষিরা অভিশাপ-অস্ত্র প্রয়োগ করে তপঃক্ষয় করেন।

৫৬. সম্মুখীনো হি জয়ো রন্ধ্রপ্রহারিণাম্। (১৭)
রন্ধ্রপথে আঘাতকারীরাই দ্রুত জয়লাভ করেন।

ষোড়শ সর্গ

৫৭. প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ূখম্। (৬৯)
মুক্তাবলী এমনিতেই সুন্দর, তাতে ইন্দ্রনীলমণির ছটা লাগলে তো কথাই নেই।

সপ্তদশ সর্গ

৫৮. ন হি সিংহো গজাস্কন্দী ভয়াদ্ গিরিগুহাশয়ঃ। (৫২)
গজরাজের শত্রু সিংহ কখনো ভয়ে গিরিগুহায় শয়ন করে না। (ওটা তার স্বভাব)

৫৯. সমীরণসহায়োঽপি নাম্ভঃপ্রার্থী দাবানলঃ। (৫৬)
বাতাস সহায় থাকলেও দাবানল কখনো জলের খোঁজ করে না (কাঠেরই সন্ধান করে)

৬০. অম্বুগর্ভো হি জীমূতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে। (৬০)
জলপূর্ণ মেঘকে দেখেই চাতকেরা অভিনন্দন জানায়।

রঘুবংশ

প্রথম সর্গ

শব্দ ও অর্থের জ্ঞানলাভের জন্যে শব্দ ও অর্থের মতো নিত্যযুক্ত[১] জগতের জনকজননী পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি[২] ॥ ১ ॥

কোথায় সেই সূর্যজাত বংশ, আর কোথায় (আমার) স্বল্পপরিসর বুদ্ধি। আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভেলায়[৩] করে দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চাইছি[৪] ॥২॥

দীর্ঘাকৃতি পুরুষের লভ্য ফল আহরণের জন্যে যদি খর্বাকৃতি কেউ হাত বাড়ায় তাহলে সে যেমন উপহাসাস্পদ হয়, কবিখ্যাতিলিপ্সু অপটু আমিও তেমনি উপহাসাস্পদ হব[৫] ॥৩॥

অথবা[৬] মণিবেধন-যন্ত্রে[৭] উৎকীর্ণ হলে সেই ছিদ্রপথে সুতো যেমন সহজে প্রবেশ করতে পারে (বাল্মীকি-প্রমুখ) পূর্বসূরীরা এই (সূর্য) বংশের দ্বার বাঙ্ময় কাব্য দিয়ে উন্মোচন করার ফলে সেই (সূর্য) বংশে আমার প্রবেশও সম্ভব হবে ॥৪॥

যে রঘুবংশজাত পুরুষেরা আজন্মশুদ্ধ, ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যাঁরা কর্মত্যাগ করতেন না, যাঁরা সসাগরা ধরণীর অধিপতি ছিলেন, যাঁদের রথের পথ স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাঁরা বিধিমতো যাগযজ্ঞ করতেন, যাঁরা অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যথোচিত দণ্ড দিতেন, যথাকালে যাঁরা প্রবোধিত হতেন, দানের জন্যেই যাঁরা অর্থ সংগ্রহ করতেন, সত্যের জন্যেই (পাছে সত্যের অপলাপ হয় এই ভয়ে) যাঁরা মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্যেই যাঁরা বিজয়কামী ছিলেন, সন্তানের জন্যেই যাঁরা দারপরিগ্রহ করতেন, শৈশবে বিদ্যার্জন, যৌবনে বিষয়ভোগ এবং বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে যাঁরা পরিণত বয়সে যোগবলে দেহত্যাগ করতেন, আমার বাগ্‌বিভব অল্প হলেও তাঁদের গুণরাশির কথা শুনে চাপল্যপ্রণোদিত হয়ে সেই[৮] আমি রঘুবংশজাত সেই পুরুষদের বংশ (-গৌরব) বর্ণনা করতে চলেছি ॥ (৫-৯) ॥

ভালোমন্দ বিচার যাঁদের হাতে সেই সজ্জনেরা তা শুনবেন। সোনার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আগুনেই পরীক্ষিত হয় ॥ ১০ ॥

রাজা দিলীপ

বেদের মধ্যে প্রণব যেমন (সমস্ত মন্ত্রের আদিভূত ও মাননীয়) তেমনি রাজকুলের আদিভূত এবং মনীষীদের মাননীয় সূর্যতনয় মনু নামে এক রাজা ছিলেন ॥ ১১ ॥

ক্ষীর-সমুদ্রে যেমন চন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর (মনুর) পবিত্র বংশে দিলীপ-নামে এক রাজ-চন্দ্রের জন্ম হয় ॥ ১২ ॥

তাঁর বক্ষঃস্থল ছিল বিপুল, স্কন্ধদেশ ছিল বৃষের (স্কন্ধের) মতো, তাঁকে দেখলে মনে হত বুঝি সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্ম তার যোগ্য কাজ করবার উপযুক্ত এক দেহ ধারণ করেছে ॥ ১৩ ॥

সমস্ত শক্তিতে ছাপিয়ে, সমস্ত তেজকে পরাভূত করে, সকলকে উচ্চতায় পরাজিত করে তিনি যেন মেরুপর্বতের মতোই পৃথিবী আক্রমণ করে আছেন ॥ ১৪ ॥

আকৃতির অনুরূপই তাঁর প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অনুরূপই তাঁর বিদ্যা, বিদ্যার অনুরূপই তাঁর কর্ম, আর কর্মের অনুরূপই তাঁর সিদ্ধি ॥ ১৫ ॥

(তেজঃপ্রতাপাদিতে) প্রচণ্ড অথচ (দয়াদাক্ষিণ্যাদিতে) রমনীয় নৃপগুণে তিনি আশ্রিতদের কাছে একাধারে অগম্য এবং শরণ্য ছিলেন, হিংস্রজলজন্তুর জন্যে এবং রত্নরাজির জন্যে সমুদ্র যেমন একাধারে দুষ্প্রবেশ্য এবং আশ্রয়ণীয়, তেমনি ॥ ১৬ ॥

(নিপুণ) সারথিচালিত রথচক্র যেমন পূর্ববর্তী রথচক্রের চিহ্ন থেকে বিচ্যুত হয় না, তাঁর প্রজারাও তেমনি তাঁর শাসনে মনুর সময় থেকে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে রেখামাত্রও বিচ্যুত হত না ॥১৭॥

প্রজাদের হিতের জন্যেই তিনি তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন। সহস্রগুণ দেবার জন্যেই তো সূর্য পৃথিবী থেকে (বাষ্পরূপে জল গ্রহণ করেন ॥ ১৮ ॥

সেনা তার ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদের মতোই ছিল। শাস্ত্রে তাঁর অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং ধনুকে আরোপিত জ্যা এই দুটো জিনিসেই তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ হত ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন তিনি, আকার-ইঙ্গিতও ছিল সাধারণের অগোচর। জন্মান্তরের সংস্কারের মতো ফল দেখেই তাঁর কাজ বোঝা যেত ॥ ২০ ॥

তিনি আদৌ ভীত না হয়ে আত্মরক্ষা করতেন, আতুর (রুগ্ন) না হয়ে ধর্মাচরণ করতেন, লুব্ধ না হয়ে অর্থগ্রহণ করতেন, আসক্ত না হয়ে সুখভোগ করতেন ॥ ২১ ॥

জ্ঞান সত্ত্বেও মৌন, শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা, ত্যাগ সত্ত্বেও দর্পহীনতা—তাঁর মধ্যে এই পরস্পরবিরোধী গুণগুলির সহাবস্থান দেখে মনে হয় এরা যেন সহোদরের মতো ॥ ২২ ॥

তিনি ছিলেন বিষয়ে নিঃস্পৃহ, বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধর্মপ্রেমিক, (এইসব গুণের জন্যে) জরা না এলেও অর্থাৎ যৌবনেই তিনি বৃদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন ॥ ২৩ ॥

প্রজাদের শিক্ষাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করতেন বলে তিনিই ছিলেন তাঁদের পিতা। প্রকৃত পিতারা ছিলেন জন্মদাতা মাত্র ॥ ২৪ ॥

সমাজশৃঙ্খলার জন্যেই তিনি অপরাধীদের দণ্ড দিতেন এবং সন্তানের জন্যেই দারপরিগ্রহ করেছিলেন, তাই সেই মনীষীর অর্থ ও সম্ভোগ ছিল ধর্মানুগ ॥ ২৫ ॥

তিনি যজ্ঞের জন্যে পৃথিবীকে দোহন করতেন, আর ইন্দ্র শস্যের জন্যে স্বর্গ দোহন করতেন, এইভাবে সম্পদ-বিনিময় করে উভয়ে স্বর্গ ও মর্ত্য এই দুই ভুবনের পুষ্টি বিধান করতেন ॥ ২৬ ॥

রাজ্যরক্ষায় নিপুণ দিলীপের যশের অনুকরণ রাজারা করতে পারত না। কারণ, চৌর্য পরধন থেকে নিবৃত্ত হয়ে শুধু কথাতেই পর্যবসিত হয়েছিল ॥ ২৭ ॥

সজ্জন হলে, শত্রুও রোগীর কাছে ওষুধের মতো তাঁর প্রিয় হত। আবার প্রিয়জন যদি দোষযুক্ত হত তাঁকে সাপে কাটা আঙুলের মতো ত্যাগ করতেন তিনি ॥ ২৮ ॥

বিধাতা তাঁকে নিশ্চয় (পঞ্চ) মহাভূতের৯ উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তাঁর সবগুণই একমাত্র পরার্থেই উৎসর্গিত ॥ ২৯ ॥

অন্যকারো শাসন-নিরপেক্ষ এই পৃথিবীকে তিনি একটিমাত্র রাজপুরীর মতোই শাসন করেন। সমুদ্র যেন সেই পৃথিবী-পুরীর পরিখা এবং সমুদ্রের বেলাভূমি যেন তার প্রাচীর ॥ ৩০ ॥

যজ্ঞের দক্ষিণার মতো তাঁর মগধবংশসম্ভূতা পত্নী ছিলেন সুদক্ষিণা, যাঁর নামটি দাক্ষিণ্য থেকেই উদ্ভূত ॥ ৩১ ॥

অন্তঃপুরের পরিসর বড়ো হলেও অর্থাৎ অনেক পত্নী থাকা সত্ত্বেও সেই মনস্বিনী (সুদক্ষিণা) ও রাজলক্ষ্মী এই দুজনকে দিয়েই ভূপতি নিজেকে প্রকৃত কলত্রবান্ বলে মনে করতেন ॥ ৩২ ॥

আত্মানুরূপা সেই পত্নীতে (পুত্ররূপে) আত্মজন্মে উৎসুক হয়েও তার মনোরথের ফলে বিলম্ব দেখে (কোনোমতে) কাল যাপন করছিলেন তিনি ॥ ৩৩ ॥

সন্তানকামনায় তিনি পৃথিবীর গুরুভার নিজের হাত থেকে মন্ত্রিমণ্ডলের উপরে অর্পণ করলেন ॥ ৩৪ ॥

বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রা

তারপর সেই সম্পতি পুত্রকামনায় প্রযতচিত্তে বিধাতার অর্চনা করে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন ॥ ৩৫ ॥

মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত একটি রথে আরোহণ করে তাঁরা দুজন বর্ষাকালীন (মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিময়) মেঘে সমাসীন বিদ্যুৎ ও ঐরাবতের মতো শোভা পেলেন ॥ ৩৬ ॥

পাছে আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হয় এই ভয়ে খুব সামান্য অনুচর তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন, তবু বিশেষ তেজোময়তায় মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন সেনাবৃত হয়ে চলেছিলেন ॥ ৩৭ ॥

শালতরুর পত্রভঙ্গে সুবাসিত, পুষ্পপরাগছড়ানো এবং বনরাজিকে ঈষৎ আন্দোলিত করে প্রবাহিত সুখস্পর্শ বায়ু তাঁদের সেবা করতে লাগল ॥ ৩৮ ॥

তাঁদের রথচক্রের ধ্বনিতে (মেঘরবভ্রমে) উন্মুখ হয়ে ময়ূরেরা দ্বিধাবিভক্ত ষড়্জ-স্বরের মতো মনোরম কেকাধ্বনি করতে লাগল। তাঁরা সেই কেকাধ্বনি শুনতে শুনতে চললেন ॥ ৩৯ ॥

মৃগমিথুনেরা পথ ছেড়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রথের দিকে চেয়ে রইল। তাঁরা তাদের চোখে পরস্পরের চোখের সাদৃশ্য দেখতে থাকলেন ॥ ৪০ ॥

সারসপঙ্ক্তি সার বেঁধে কলগুঞ্জন করতে করতে উড়ে যাচ্ছিল। তাঁরা কখনো কখনো মুখ তুলে স্তম্ভহীন তোরণমালার মতো সেই সারসদের দেখতে দেখতে চললেন ॥ ৪১ ॥

অভিলাষসিদ্ধির দ্যোতক বায়ু অনুকূল ছিল বলে ঘোড়ার ক্ষুর-থেকে-ওঠা ধুলো তাঁদের চূর্ণকুন্তল স্পর্শ করছিল ॥ ৪২ ॥

পদ্মদীর্ঘিগুলোর তরঙ্গসংসর্গে শীতল বায়ুর আঘ্রাণ নিতে নিতে তাঁরা চললেন। সেই বায়ু ছিল তাঁদের নিজেদেরই নিঃশ্বাসের অনুরূপ ॥ ৪৩ ॥

নিজেদের দান করা যূপচিহ্নিত গ্রামগুলিতে যাজ্ঞিকদের অর্ঘ্য এবং তারই সঙ্গে অব্যর্থ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে করতে চললেন তাঁরা ॥ ৪৪ ॥

সদ্য-প্রস্তুত ঘি নিয়ে গোপবৃদ্ধেরা উপস্থিত হতে লাগল। তিনি তাদের

পথের-ধারে-গজিয়ে-ওঠা বুনো গাছপালার নাম জিজ্ঞাসা করতে করতে চললেন ॥ ৪৫ ॥

শীতের অবসানে চিত্রানক্ষত্র ও চন্দ্রের মিলনে যে অপূর্ব শোভা হয় শুদ্ধবেশে প্রস্থানরত তাঁদের দুজনেরও সেই শোভা হয়েছিল ॥ ৪৬ ॥

সৌম্যকান্তি রাজা যেন স্বয়ং বুধ ; পত্নীকে এটা ওটা দেখাতে দেখাতে কতটা পথ এলেন বুঝতেই পারলেন না ॥ ৪৭ ॥

(দীর্ঘপথযাত্রায়) রথের বাহন অর্থাৎ অশ্বদুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুর্লভ যশের অধিকারী রাজা সন্ধ্যায় মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে সংযমী সেই মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হলেন ॥ ৪৮ ॥

বশিষ্ঠের তপোবন

সমিৎকুশ ও ফল আহরণ করে বনান্তর থেকে ফিরে তপস্বীরা আশ্রম পূর্ণ করে তুললেন। আশ্রমের হোমাগ্নি যেন অদৃশ্যভাবে তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করল ॥ ৪৯ ॥

ঋষিপত্নীদের কুটিরের দুয়োর আগলে দাঁড়ানো মৃগেরা আশ্রমকে পূর্ণ করে তুলল। এরা যেন ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো। তাঁদের নীবার ধানের অংশ নিতে এরা অভ্যস্ত ॥ ৫০ ॥

আলবালে জলপান করতে অভ্যস্ত পাখিদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে আলবালে জল দিয়েই মুনিকন্যারা গাছগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল ॥ ৫১ ॥

রোদ চলে যাওয়ায় নীবার ধানের গোছাগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে রাখা পর্ণশালার আঙিনায় বসে হরিণেরা রোমন্থন করছে ॥ ৫২ ॥

হোমাগ্নি জ্বালানো হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ধোঁয়া থেকে, হোমের গন্ধবাহী বায়ুচালিত সেই ধোঁয়া আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের পবিত্র করছে ॥ ৫৩ ॥

"বাহনদের বিশ্রাম করাও" সারথিকে এই আদেশ দিয়ে তিনি (দিলীপ) তাঁর পত্নীকে রথ থেকে নামালেন এবং নিজে নামলেন ॥ ৫৪ ॥

নীতিই রাজার (আশ্রমের রক্ষাবিধায়ক) চোখ এবং তিনি পূজাস্পদ ; তাঁকে ও তাঁর পত্নীকে পরম জিতেন্দ্রিয় মুনিরা অভ্যর্থনা করলেন ॥ ৫৫ ॥

(তখন) তিনি (হোমাদি) সান্ধ্যবিধির পর ঋষিকে দেখলেন, তাঁর পিছনে বসেছিলেন অরুন্ধতী। মনে হল তিনি যেন স্বাহাসমন্বিত অগ্নিকেই প্রত্যক্ষ করলেন ॥ ৫৬ ॥

রাজা ও মগধরাজতনয়া রাজমহিষী তাঁদের পাদ-গ্রহণ করলেন, গুরু ও গুরুপত্নীও সস্নেহে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন ॥ ৫৭ ॥

আতিথেয়তায় তাঁদের রথযাত্রাজনিত ক্লান্তি দূর হলে ঋষি রাজ্যরূপ আশ্রমের ঋষিকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ৫৮ ॥

তারপর শত্রুপুরবিজয়ী শব্দার্থতত্ত্ববিদ্ বাগ্মিপ্রবর দিলীপ সেই অথর্ববেদ-বিদ্ ঋষির সম্মুখে বলতে লাগলেন ॥ ৫৯ ॥

যে-আমার দৈবী ও মানুষী আপদ্-রাশি নিবারণ কর্তা স্বয়ং আপনি, সেই-আমার সাতটি অঙ্গেই যে মঙ্গল এতো খুবই স্বাভাবিক ॥ ৬০ ॥

আমার বাণরাজি যা দেখে তাই ভেদ করতে পারে, কিন্তু মন্ত্রকৃৎ আপনার মন্ত্ররাজিতে দূর থেকেই শত্রুরা প্রতিহত হয়। তাই আমার বাণ আপনার মন্ত্রের কাছে অকেজো ॥ ৬১ ॥

হে হোতা! আপনি বিধিসম্মতভাবে অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি দেন তা-ই শস্যবিঘ্ননাশী বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় ॥ ৬২ ॥

আমার প্রজারা যে শতবর্ষ জীবিত থাকে এবং শস্যবিঘ্নরহিত হয়ে নির্ভয়ে থাকে আপনার ব্রহ্মতেজই তার কারণ ॥ ৬৩ ॥

আপনি ব্রহ্মার পুত্র। আপনার মতো গুরু এইভাবে যার মঙ্গলচিন্তা করেন সেই-আমার সম্পদ কেন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রইবে না ॥ ৬৪ ॥

কিন্তু আপনার এই বধূর গর্ভে অনুরূপ সন্তানের মুখ না দেখায় দ্বীপবতী ও রত্নপ্রসূ পৃথিবীও আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে না ॥ ৬৫ ॥

আমার পর বংশে পিণ্ড দেবার কেউ রইল না দেখে নিশ্চয়ই স্বর্গত পিতৃপুরুষেরা এখান থেকেই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিণ্ডাদির কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রহে তৎপর হয়ে আমার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকৃত্যে পর্যাপ্ত আহার করছেন না ॥ ৬৬ ॥

আমার পরে দুর্লভ হবে ভেবে আমার দেওয়া জলটুকু তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পান করেন আর সেই দীর্ঘশ্বাসে সে-জল নিশ্চয়ই ঈষদুষ্ণ হয়ে ওঠে ॥ ৬৭ ॥

সেই আমি যজ্ঞসম্পাদন অন্তরে বিশুদ্ধ হয়েও সন্তানলোপের দরুন নিমীলিত অর্থাৎ বাহ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমি যেন লোকালোক পর্বতের১০ মতো যার দিঙ্‌মণ্ডল আলো ও অন্ধকারে মণ্ডিত ॥ ৬৮ ॥

তপস্যা ও দানে অর্জিত পুণ্য কেবল পরলোকে সুখের কারণ হয়, কিন্তু শুদ্ধবংশে জাত সন্তান পরলোক ও ইহলোক উভয়লোকেই সুখের কারণ ॥ ৬৯ ॥

হে বিধাতা! আমি যেন আপনার নিজের হাতে জলসেকে বর্ধিত অথচ নিষ্ফল আশ্রমতরুর মতো; আমাকে সন্তানহীন দেখে আপনার দুঃখ হচ্ছে না কেন? ॥ ৭০ ॥

ভগবন্! অস্নাত গজরাজের বন্ধনস্তম্ভ তার কাছে যেমন মর্মপীড়াদায়ক হয় পিতৃঋণও আমার কাছে তেমনি সুদুঃসহ হয়ে উঠেছে ॥ ৭১ ॥

হে তাত! (সেই ঋণ থেকে) যাতে আমি মুক্ত হতে পারি তাই করুন। দুর্লভ হলেও ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সিদ্ধি আপনারই আয়ত্ত ॥ ৭২ ॥

অপুত্রকতার কারণ

রাজা এইভাবে সব জানালে ঋষি ক্ষণকালের জন্যে ধ্যানস্তিমিতনয়নে হ্রদের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন, যে-হ্রদের মাছেরা সব ঘুমন্ত ॥ ৭৩ ॥

তিনি ধ্যানে রাজার সন্তানহীনতার কারণ প্রত্যক্ষ করলেন এবং তারপর তাঁকে এবিষয়ে অবহিত করলেন ॥ ৭৪ ॥

অতীতে কোনো-একদিন ইন্দ্রকে উপাসনা করে তুমি যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলে তখন পথে কল্পতরুর ছায়ায় বসে ছিল কামধেনু সুরভি ॥ ৭৫ ॥

ঋতুস্নাতা এই মহিষীকে ধর্মলোপের ভয়ে স্মরণ করে তুমি প্রদক্ষিণ ক্রিয়ার যোগ্য এই ধেনুর প্রতি যোগ্য আচরণ কর নাই; (অর্থাৎ একে প্রদক্ষিণ করার কথা বিস্মৃত হয়েছিলে) ॥ ৭৬ ॥

আমাকে অবজ্ঞা করলে, তাই আমার সন্তানের সেবা না করলে তোমারও সন্তান হবে না—তোমাকে সে এই শাপ দিয়েছিল ॥ ৭৭ ॥

হে রাজন্! মন্দাকিনীর প্রবাহে উদ্দাম দিগ্গজের চিৎকারে সেই শাপ তুমিও শোন নি, তোমার সারথিও শোনে নি ॥ ৭৮ ॥

তাকে অবজ্ঞা করার ফলে নিজের মনোরথ অর্গলযুক্ত বলে জানো। কারণ পূজনীয়ের পূজার ব্যতিক্রম মঙ্গল রোধ করে ॥ ৭৯ ॥

সে (সুরভি) এখন বরুণের দীর্ঘকালীন এক যজ্ঞের ঘৃত যোগাবার জন্যে পাতালে বাস করছে। সাপ আগলে আছে সেই পাতালের দ্বার ॥ ৮০ ॥

সন্তানলাভের উপায় নন্দিনীসেবা

তাঁর কন্যাকে সুরভির প্রতিনিধি করে পবিত্র হয়ে সপত্নীক তার সেবা করো। সন্তুষ্ট হলে সে অভীষ্ট পূরণ করবে ॥ ৮১ ॥

একথা বলতে বলতেই এই হোতার (মুনির) হোমের সাধনরূপিণী নন্দিনী-নামে অনিন্দনীয় (সেই) ধেনু বন থেকে ফিরল ॥ ৮২ ॥

সন্ধ্যা যেমন নবোদিত চন্দ্রকে ধারণ করে পল্লবস্নিগ্ধা ও পাটলবর্ণবিশিষ্টা সেই ধেনুও তেমনি ললাটে ঈষৎ বক্র রোমাবলি ধারণ করে শোভা পাচ্ছিল ॥ ৮৩ ॥

তার পীনস্তন কুণ্ডের মতো। বৎসদর্শনে ক্ষরিত ঈষদুষ্ণ দুধের ধারায় সে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। সেই দুধের ধারা ছিল অবভৃত স্নানের চেয়েও পবিত্র ॥ ৮৪ ॥

তার খুরের আঘাতে ওঠা ধুলো কাছ থেকেই রাজার দেহ স্পর্শ করে তাঁকে তীর্থস্নানের পবিত্রতায় মণ্ডিত করছিল ॥ ৮৫ ॥

লক্ষণজ্ঞ ঋষি পুণ্যদর্শনা তাকে (নন্দিনীকে) দেখে বুঝলেন রাজার প্রার্থনায় সাফল্য সূচিত হয়েছে, (সেই মর্মে) তিনি যজমানকে (রাজাকে) বললেন ॥৮৬॥

হে রাজেন্দ্র! তোমার সিদ্ধি নিকটবর্তী বলে মনে করতে পার, কারণ এই কল্যাণী নাম করতে করতেই উপস্থিত হয়েছে ॥ ৮৭ ॥

এখন বন্যবৃত্তি অবলম্বন করে (অর্থাৎ বনের ফলমূল আহার করে) অভ্যাসবলে বিদ্যালাভের মতো, নিরন্তর এর অনুসরণ করে একে সন্তুষ্ট করো ॥ ৮৮ ॥

এ চললে তুমি চলবে, এ দাঁড়ালে তুমি দাঁড়াবে, এ বসলে তুমিও বসবে, এ জল পান করলে তুমিও জল পান করবে ॥ ৮৯ ॥

বধূও নন্দিনীর পূজা সেরে ভক্তিমতী হয়ে পূতচিত্তে প্রভাতে তপোবনপ্রান্ত পর্যন্ত এই গাভীর অনুগমন করবে এবং সন্ধ্যায় তাকে প্রত্যুদ্গমন করবে ॥ ৯০ ॥

যতদিন না এ প্রসন্ন হবে ততদিন এর সেবা করবে। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি তোমার পিতার মতো পুত্রবানদের অগ্রগণ্য হও ॥ ৯১ ॥

দেশকালজ্ঞ শিষ্য (রাজা) প্রীত হয়ে সপত্নীক আনত হয়ে গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন ॥ ৯২ ॥

গুরুর প্রসন্নতায় রাজার মুখে কান্তি ফিরে এল। প্রদোষে প্রজ্ঞাবান্ সত্যপ্রিয়ভাষী সেই ব্রহ্মার পুত্র (প্রসন্নতায়) তাঁকে (নৈশ) বিশ্রাম গ্রহণের (নিদ্রার) আদেশ দিলেন ॥ ৯৩ ॥

ব্রতাদিনিয়মে অভিজ্ঞ মুনি তপঃসিদ্ধি সত্ত্বেও (তপস্যাবলে রাজোচিত শয্যানির্মাণে সমর্থ হলেও) নিয়মনিষ্ঠার অনুরোধে (এখন থেকেই এরা ব্রহ্মচর্য

পালন করুক এই অভিপ্রায়ে) এই রাজার জন্যে অরণ্যোচিত শয্যারই (পর্ণশয্যার) ব্যবস্থা করলেন ॥ ৯৪ ॥

সেই রাজা কুলপতিপ্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশ করে ব্রতচারিণী পত্নীসহ কুশশয্যায় শয়ন করলেন এবং তাঁর শিষ্যদের অধ্যয়নে (বেদপাঠধ্বনিতে) রাত শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে জাগ্রত হলেন ॥ ৯৫ ॥

শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে 'বশিষ্ঠাশ্রমে গমন' নামে প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

নন্দিনীর সেবারত দিলীপ

তারপর প্রভাতে যশই যার সম্পদ সেই প্রজাধিপতি দিলীপ পত্নীকে দিয়ে গাভীটিকে ফুল-চন্দনে (গন্ধ ও মাল্যে) সাজালেন; (তার) বাছুরটিকে দুধ খাওয়ার পর বেঁধে রাখলেন, আর ঋষির ধেনুটিকে বনে যাবার জন্যে ছেড়ে দিলেন[১] ॥ ১ ॥

স্মৃতি যেমন বেদের অনুগমন করে পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা রাজার ধর্মপত্নীও তেমনি (নন্দিনী) খুরন্যাসে পবিত্র যার ধূলি সেই পথ অনুসরণ করলেন ॥ ২ ॥

যশঃসুরভি দয়ালু রাজা দয়িতাকে (আশ্রমপ্রান্ত থেকে) ফিরিয়ে দিয়ে সুরভি-কন্যাকে রক্ষা করতে লাগলেন। মনে হল পৃথিবীই যেন ঐ ধেনুরূপ ধারণ করেছে, তার চারটি সমুদ্র যেন (ধেনুর) চারটি স্তন ॥ ৩ ॥

ব্রত পালনের জন্যে সেই গাভীর অনুগমনকারী রাজা অবশিষ্ট অনুচরদেরও (আর বেশি দূর যেতে) নিষেধ করলেন। তাঁর দেহরক্ষার জন্যে অন্যের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন, কারণ মনুর সন্তান স্বশক্তিতেই সুরক্ষিত ॥ ৪ ॥

কখনো সুস্বাদু তৃণের গ্রাস মুখে তুলে ধরে, কখনো তার পা চুলকিয়ে দিয়ে, কখনো বা মশা তাড়িয়ে এবং তাকে যেখানে খুশি অবাধে যেতে দিয়ে সম্রাট তার সেবায় তৎপর হলেন ॥ ৫ ॥

সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়ান, সে চললে তিনিও চলেন, সে বসলে তিনিও স্থির হয়ে বসেন, সে খেলে তবেই তিনি জল খান, এইভাবে রাজা ছায়ার মতো তার অনুগমন করলেন ॥ ৬ ॥

(ছত্রচামরাদি) রাজচিহ্ন ত্যাগ করলেও তিনি যে রাজলক্ষ্মী ধারণ করে আছেন তা বোঝা যাচ্ছিল তাঁর তেজের প্রাবল্যে। এই অবস্থায় তাঁকে দেখাচ্ছিল একটি অন্তর্মদ গজরাজের মতো, বাহিরে যার মদরেখার কোনো লক্ষণই নেই ॥ ৭ ॥

লতাগুচ্ছ দিয়ে চুল বেঁধে, ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে তিনি বনে বিচরণ করতে লাগলেন, দেখে মনে হল তিনি যেন মুনির হোমধেনুকে রক্ষা করার ছলে বনের দুষ্ট প্রাণীদের শিক্ষা দিতে এসেছেন ॥ ৮ ॥

বরুণকল্প রাজা অনুচরদের পরিহার করলেও পাশের গাছগুলো পাখির কলরবে যেন রাজার জয়গান গাইতে লাগল ॥ ৯ ॥

রাজা কাছে এলে বায়ুতাড়িত তরুলতাগুলো অগ্নিকল্প বন্দনীয় সেই

রাজার উপর ফুল ছিটিয়ে দিল, মনে হল পুরবালারা লাজাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল ॥ ১০ ॥

হাতে ধনুক থাকলেও তাঁর নির্ভয় হৃদয় তাঁর দয়ার্দ্র মনোভাবটিকেই যেন প্রকাশ করছিল। তাঁর শরীর দেখে হরিণেরা চোখের অতি বিস্তারের ফল পেল (অর্থাৎ তাদের টানা টানা চোখের দৃষ্টি সার্থক হল) ॥ ১১ ॥

তিনি কুঞ্জেকুঞ্জে বনদেবতাদের উচ্চকণ্ঠে গাওয়া নিজের যশোগান শুনলেন। বাতাস বাঁশের ছিদ্র পূর্ণ করায় যে ধ্বনি উঠল তাইতে (সে গানের সঙ্গে) বাঁশির কাজও সম্পন্ন হল ॥ ১২ ॥

ছাতা নেই, রোদে ক্লান্ত ; কিন্তু পাহাড়ী ঝরনার হিমকণায় সিক্ত এবং গাছের মৃদুকাঁপনলাগা ফুলের-গন্ধ-বওয়া বাতাস ব্রত-পূত সেই রাজাকে সেবা করল ॥ ১৩ ॥

সেই রক্ষক বনে প্রবেশ করাতে বৃষ্টি ছাড়াই দাবানল নিভে গেল, ফল ও ফুলেরও হল বিশেষ প্রাচুর্য ; সবল (প্রাণী) কোনো দুর্বলকে পীড়া দিল না ॥ ১৪ ॥

পল্লবের মতো ঈষৎ তাম্রবর্ণ সূর্যকিরণ এবং ধেনু উভয়েই তাদের সঞ্চরণে দিগন্ত পবিত্র করে দিনান্তে যার যার আবাসে যেতে উদ্যত হল ॥ ১৫ ॥

মধ্যমলোক অর্থাৎ মর্ত্যলোকের পালক দিলীপ দেবকার্য, পিতৃকার্য এবং অতিথিকার্য সম্পাদনের জন্যে তাঁর (নন্দিনীর) অনুগমন করায় সে (নন্দিনী) সজ্জনসম্মত বিধির সঙ্গে যুক্ত সাক্ষাৎ শ্রদ্ধার মতো শোভা পেয়েছিল ॥ ১৬ ॥

তিনি বনভূমি দেখতে দেখতে চললেন। বনভূমির পল্লব থেকে বরাহের দল বেরিয়ে আসছিল, ময়ূরেরা আবাস-তরুর দিকে উন্মুখ হয়েছিল, তৃণভূমিতে ময়ূরেরা বসেছিল। এই বনভূমি (সন্ধ্যাসমাগমে) ক্রমশ শ্যামবর্ণ ধারণ করছিল ॥ ১৭ ॥

স্তনভার বইবার প্রয়াসে সেই (একবৎসা) গাভী এবং দেহের গুরুত্বের জন্যে রাজা উভয়েই মনোজ্ঞ গতিভঙ্গীতে তপোবনে ফেরার পথটিকে অলংকৃত করেছিলেন ॥ ১৮ ॥

ফিরে এসে

বশিষ্ঠধেনুর অনুগামী সেই রাজাকে ফিরতে দেখে বনপ্রান্ত থেকে তাঁর পত্নী উপোষী দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে যেন পান করলেন। সে-দুটি চোখের পাতা পলক ফেলতেও অলস ॥ ১৯ ॥

পথে রাজা তাকে সামনে রেখে চলেছেন, রাজার ধর্মপত্নী তাকে প্রত্যুদ্‌গমন করতে এগিয়ে এসেছেন। এ অবস্থায় দুজনের মাঝখানে সেই ধেনু দিন আর রাত্রির মধ্যে স্থিত সন্ধ্যার মতো শোভা পেল ॥ ২০ ॥

সেই পয়স্বিনীকে খই-এর পাত্র হাতে নিয়ে সুদক্ষিণা প্রদক্ষিণ করলেন এবং প্রণাম করে তার দুটি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানটিকে অর্চনা করলেন। সেই স্থানটি যেন অভীষ্টসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ। ॥ ২১ ॥

বৎসটির জন্যে খুবই উৎসুক হলেও সে স্থির হয়ে সে-অর্চনা গ্রহণ করল বলে তাঁরা দুজন আনন্দিত হলেন। ভক্তিভাজনদের প্রতি তার মতো মহৎজনের অনুগ্রহের লক্ষণ সদ্যফলপ্রসূ হয়ে থাকে ॥ ২২ ॥

গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনা করে এবং সান্ধ্যকৃত্য শেষ করে দোহনান্তে

আবার সেই উপবিষ্টা ধেনুর সেবায় মগ্ন হলেন দিলীপ যিনি ভুজবলে সমস্ত শত্রুকে উন্মূলিত করেছেন ॥ ২৩ ॥

রক্ষকরাজার গৃহিণী তার সামনে নৈবেদ্য ও প্রদীপ রাখলেন এবং সে শয়ন করলে তিনিও শয়ন করলেন, সে জেগে উঠলে তিনিও জেগে উঠলেন ॥ ২৪ ॥

সন্তানকামনায় এইভাবে মহিষীর সঙ্গে ব্রত পালন করতে করতে দীনদুঃখ-মোচনে উৎসুক মহনীয়কীর্তি সেই রাজার একুশ দিন কেটে গেল ॥ ২৫ ॥

মায়াসিংহের আক্রমণ

পরের দিন।

নিজের অনুচরের প্রকৃত মনোভাব জানতে চেয়ে মুনির হোমধেনু গৌরীগুরু হিমালয়ের গুহায় প্রবেশ করল, গঙ্গাপ্রপাতের সম্মুখে যে গুহায় নবতৃণ জন্মেছে ॥ ২৬ ॥

কোন হিংস্রপ্রাণী মনে মনেও তাকে আক্রমণ করতে পারে না এই ভেবে রাজা পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্যে চোখ মেলে দিলেন। এমন সময় রাজা হঠাৎ দেখলেন এক সিংহ এসে তাকে আকর্ষণ করছে—সে যে কী ভাবে আক্রমণ করল তা তিনি লক্ষ্যই করতে পারেন নি ॥ ২৭ ॥

সে আর্তনাদ করে উঠল, গুহায় তা প্রতিধ্বনিত হয়ে দ্বিগুণিত হল। সেই আর্তনাদ রাজার পর্বতলগ্ন দৃষ্টিকে যেন লাগাম ধরে টেনে সেইদিকে ফিরিয়ে আনল ॥ ২৮ ॥

ধনুর্বাণ হাতে তিনি পাটল রঙের গাভীতে উপবিষ্ট এক সিংহকে দেখলেন। মনে হল যেন পাহাড়ের ধাতুময় উপত্যকায় পুষ্পিত লোধ্রতরু দেখছেন ॥ ২৯ ॥

তারপর সবলে শত্রুঘাতী আশ্রিতবৎসল মৃগেন্দ্রগতি রাজা পরাভব অনুভব করে নিধনযোগ্য সেই সিংহের নিধনের জন্যে তূণীর থেকে বাণ তুলতে চাইলেন ॥ ৩০ ॥

প্রহারে উদ্যত তাঁর ডান হাতের আঙুল বাণপুঙ্খে লাগায় নখের প্রভায় কঙ্কপাখির পালকগুলো রঞ্জিত হল কিন্তু ছবির মতো নিশ্চল হয়েই রইল হাতটা। (অর্থাৎ হাত আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার বাণ আর তুলতেই পারলেন না) ॥ ৩১॥

বাহু স্তম্ভিত হওয়ায় তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেল অথচ অপরাধীকে চোখের সামনে দেখেও স্পর্শ করতে পারছেন না তিনি। এই অবস্থায় মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগে রুদ্ধ-বীর্য সাপের মতো রাজা নিজের তেজে অন্তরে দগ্ধ হতে লাগলেন ॥ ৩২ ॥

সিংহের মতো প্রচণ্ড যাঁর বল, যিনি মনুবংশের পতাকাস্বরূপ, সজ্জনের যিনি একান্তপ্রিয় সেই রাজা নিজের (এই অসহায়) অবস্থায় বিস্মিত হলেন। তাঁকে আরও বিস্মিত করে মানুষের মতো কথায় সেই ধেনু-আক্রমণকারী সিংহ বলল—॥ ৩৩ ॥

দিলীপ ও মায়াসিংহ

হে রাজন্, আপনার শ্রম নিষ্প্রয়োজন। আপনি আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেও তা বৃথা হবে। বায়ুবেগ গাছ উপড়ে ফেলতে পারে ; কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে তার কোনো বলই খাটে না ॥ ৩৪ ॥

কৈলাস পর্বতের মতো শুভ্রবর্ণ বৃষ-আরোহণে যাঁর অভিলাষ তাঁরই চরণ-স্পর্শের অনুগ্রহে আমার পিঠ পবিত্র। আমাকে অষ্টমূর্তি শিবের দাস বলে জানবেন, আমার নাম কুম্ভোদর, নিকুম্ভের মিত্র আমি ॥ ৩৫ ॥

ঐ যে সামনে দেবদারু গাছটি দেখছেন, শিব তাকে ছেলের মতো দেখেন, গাছটি কার্তিকের জননী গৌরীর হেমকলসের মতো স্তনের দুধের স্বাদ পেয়েছে ॥ ৩৬ ॥

একদিন এক বুনো হাতি এসে এর কাণ্ডের সঙ্গে গা ঘষায় এর ছাল ছড়ে যায়, তাতে পার্বতী অসুরদের অস্ত্রে আহত কার্তিকের জন্যে যেমন করেছিলেন, এই গাছটির জন্যেও তেমনি শোক প্রকাশ করেছিলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই থেকে বুনো হাতিদের ভয় দেখাবার জন্যে এই পাহাড়ের গুহায় শিব আমাকে নিযুক্ত করেছেন, বিধান দিয়েছেন যে প্রাণী আপনা থেকেই আমার কাছে আসবে সিংহ হিসাবে তাই হবে আমার বৃত্তি (জীবনধারণের উপায়) ॥ ৩৮ ॥

পরমেশ্বরপ্রেরিত হয়েই নির্দিষ্ট সময়ে আমার কাছে বরাদ্দ-এই-রক্তের-পারণ এসে পড়েছে, ক্ষুধার্ত আমার তৃপ্তির পক্ষে এ যথেষ্ট, রাহুর পক্ষে চাঁদের সুধা যেমন তেমনি ॥ ৩৯ ॥

এ অবস্থায়, আপনি লজ্জা ত্যাগ করে ফিরে যান। গুরুর প্রতি আপনি শিষ্যোচিত ভক্তি তো দেখালেনই। যে রক্ষণীয় জিনিষ অস্ত্রবলে রক্ষা করা যায় না তা অস্ত্রধারীর যশ নষ্ট করে না ॥ ৪০ ॥

রাজা পশুরাজের এই প্রগল্‌ভ বাণী শুনে শিবের প্রভাবে অস্ত্র নিরুদ্ধ হয়েছে বুঝে নিজের উপর অবজ্ঞাকে শিথিল করলেন ॥ ৪১ ॥

বাণ নিক্ষেপ এই প্রথম প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে শিবের দৃষ্টিতে বজ্রনিক্ষেপে উদ্যত ইন্দ্রের মতো জড়তাপন্ন হয়ে রাজা তাকে প্রত্যুত্তরে বললেন— ॥ ৪২ ॥

হে মৃগেন্দ্র! আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাই আমি যে কথা বলতে চাই তা বলা নিতান্তই হাস্যকর। তবু, প্রাণীদের মনের কথা সবই তুমি জান বলেই আমি বলব ॥ ৪৩ ॥

স্থাবর ও জংগমের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু সেই শংকর আমার পূজ্য, আবার আহিতাগ্নি গুরুর এই ধনও চোখের সামনে বিনষ্ট হচ্ছে দেখেও আমি চুপ করে থাকতে পারি না ॥ ৪৪ ॥

সেই তুমি (কাছে এসে পড়া প্রাণীতেই যার বৃত্তি) আমার দেহ নিয়েই প্রসন্ন হয়ে দেহবৃত্তি পালন করো। মহর্ষির এই ধেনুটিকে ছেড়ে দাও, তার তরুণ বৎসটি দিনের শেষে (তাকে পাবার জন্যে) উৎসুক হয়ে আছে ॥ ৪৫ ॥

শিবের অনুচর সেই সিংহ একটু হেসে দাঁতের আভায় গিরিগুহার অন্ধকারকে খণ্ড খণ্ড করে আবার রাজাকে বলল ॥ ৪৬ ॥

জগতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব, নবীন বয়স এবং এই রমণীয় দেহ আপনার। অল্পের জন্যে বহুকে ত্যাগ করতে চাইছেন বলে আপনাকে আমার অবিবেকী বলে মনে হচ্ছে ॥ ৪৭ ॥

এ (আপনার প্রস্তাব) যদি জীবে দয়াই হয় তবে বলব আপনার বিনাশে এই একটিমাত্র গাভীরই কল্যাণ হবে। কিন্তু আপনি বেঁচে থেকে সর্বদা পিতার মতো প্রজাদের সব রকম বিঘ্ন থেকে রক্ষা করতে পারবেন ॥ ৪৮ ॥

আর যদি একটি ধেনুঘটিত অপরাধজনিত ক্রোধের ভয়ে ভীত হন তাও

অমূলক ; কারণ, ঘটের মতো বিশাল স্তন যাদের এমন কোটি কোটি গাভী দান করে আপনি গুরুর ক্রোধ দূর করতে পারেন ॥ ৪৯ ॥

তাই কল্যাণ পরম্পরার ভোক্তা বলদীপ্ত নিজের এই দেহ রক্ষা করুন। সমৃদ্ধ রাজ্য বলতে গেলে ইন্দ্রপদই, শুধু তা পৃথিবী ছুঁয়ে আছে এই যা তফাৎ ॥ ৫০ ॥

এইটুকু বলে সিংহ বিরত হলে গিরিগুহায় তার প্রতিধ্বনি তুলে পর্বতও যেন রাজাকে সস্নেহে একই কথা বলল ॥ ৫১ ॥

সিংহ তাকে আক্রমণ করে থাকায় কাতর চোখে নন্দিনী রাজার দিকে চেয়ে আছে ; আরও বেশি সদয় হয়ে দেবানুচর সিংহের কথা শুনে রাজা আবারও বললেন—॥ ৫২ ॥

'ক্ষত থেকে ত্রাণ করে' এই অর্থেই ক্ষত্র শব্দটির খ্যাতি জগৎ-জোড়া। যে এর বিরুদ্ধচারণ করে তার রাজ্য দিয়ে কী হবে? নিন্দামলিন প্রাণ দিয়েই বা কী হবে? ॥ ৫৩ ॥

তা ছাড়া অন্য পয়স্বিনী গাভী দানেই বা মহর্ষিকে কী করে প্রসন্ন করা যাবে? একে (স্বর্গের কামধেনু) সুরভির চেয়ে কম মনে কোরো না। তুমি যে একে আক্রমণ করেছ তা রুদ্রতেজেই সম্ভব হয়েছে ॥ ৫৪ ॥

পূজনীয় এই গাভীটিকে তোমার কাছ থেকে মুক্ত করার জন্যে আমার নিজের দেহ বিনিময় করা উচিত। তাতে তোমার পারণও বজায় থাকবে, মুনির যজ্ঞকর্মও থাকবে অব্যাহত ॥ ৫৫ ॥

তুমি নিজেও পরাধীন বলে একথা ভালোই বুঝবে, কারণ দেবদারুটির জন্যে তোমার কী মহান যত্ন! নিজে অক্ষত থেকে রক্ষণীয় বস্তুকে খুইয়ে প্রভুর কাছে দাঁড়ানোই যায় না ॥ ৫৬ ॥

আর, তুমি যদি আমাকে হিংসার অযোগ্য বলে মনে কর, তাহলে বরং আমার যশোরূপ দেহের প্রতি সদয় হও। আমাদের মতো মানুষের একান্ত নশ্বর ভৌতিক দেহে কোনো আস্থা নেই ॥ ৫৭ ॥

আলাপ করলেই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, বনান্তে মিলিত আমাদের দুজনের মধ্যে তা তো গড়েই উঠেছে। তাই হে শিবানুচর, তুমি মিত্রের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পার না ॥ ৫৮ ॥

'তাই হোক' সিংহ একথা বললে আড়ষ্টতা থেকে দিলীপের বাহু মুক্ত হল। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে নিজের দেহকে একটা মাংসপিণ্ডের মতো সমর্পণ করলেন ॥ ৫৯ ॥

রাজা যখন নতমুখ হয়ে কখন সিংহ তার উপর সবলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই অপেক্ষায় ছিলেন
সেই মুহূর্তে
বিদ্যাধরদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি সেই রক্ষকের উপর ঝরে পড়ল ॥ ৬০ ॥

নন্দিনীর বরদান

'ওঠো বৎস'! এই অমৃতকল্প কথা শুনে রাজা মাথা তুলে দেখলেন সম্মুখে প্রস্রাবিণী গাভীটি নিজের জননীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে, সিংহ নয় ॥ ৬১ ॥

বিস্মিত রাজাকে ধেনু বললেন, 'হে সজ্জন, আমি মায়া উদ্ভাবন করে তোমাকে পরীক্ষা করলাম। ঋষির প্রভাবে যমও আমাকে ছুঁতে পারবে না। অন্য হিংস্র জন্তু তো কোন ছার ॥ ৬২ ॥

গুরুতে তোমার ভক্তি এবং আমাতে তোমার করুণা দেখে আমি তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি। হে পুত্র! তুমি বর প্রার্থনা করো। তুমি আমাকে কেবল পয়স্বিনী ধেনু মনে কোরো না, প্রসন্ন হলে আমি যে-কোনো অভীষ্টই পূরণ করতে পারি ॥ ৬৩ ॥

তারপর যিনি প্রার্থীদের মনোরথ পূরণ করেন, এবং যিনি তাঁর বাহুবলে বীর এই আখ্যা অর্জন করেছেন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুদক্ষিণার গর্ভে বংশ-রক্ষক এবং অশেষখ্যাতিমান একটি পুত্র প্রার্থনা করলেন ॥ ৬৪ ॥

সন্তানকামী রাজাকে 'তাই হোক' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই পয়স্বিনী তাঁকে আদেশ দিলেন 'হে পুত্র! তুমি আমার দুধ পত্রপুটে দোহন করে পান করো' ॥ ৬৫ ॥

বৎস পান করার পর এবং হোমানুষ্ঠানের প্রয়োজন মিটে যাবার পর যে দুধটুকু অবশিষ্ট থাকবে ঋষির অনুমতি নিয়ে তাই আমি পান করতে চাই, যে পৃথিবী রক্ষা করি তার (উৎপন্ন শস্যাদির) ষষ্ঠভাগ যেমন আমি গ্রহণ করি তেমনি ভাবে ॥ ৬৬ ॥

রাজা তাকে একথা জানালে সে অধিকতর প্রীত হল এবং তাঁর সংগে হিমালয়ের গুহা থেকে আদৌ শ্রমকাতর না হয়ে আশ্রমে ফিরে এল ॥ ৬৭ ॥

চাঁদের মতো প্রফুল্ল মুখে রাজশ্রেষ্ঠ দিলীপ ধেনুর অনুগ্রহের কথা প্রথমে গুরুকে নিবেদন করে পরে প্রিয়াকে বললেন, এ যেন পুনরুক্তিই হল, কারণ তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি থেকেই তা অনুমান করা যাচ্ছিল ॥ ৬৮ ॥

সেই সজ্জনবৎসল অনিন্দিতচরিত রাজা বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে বৎস পান করবার পর এবং হোম সম্পাদনে ব্যবহারের পর নন্দিনীর দুধের অবশিষ্ট অংশ-টুকু অতি তৃষ্ণার্ত হয়ে পান করলেন, তা যেন তাঁরই মূর্ত যশ ॥ ৬৯ ॥

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

প্রভাতে যথোক্ত ব্রতপারণের শেষে (সেই গোচরণব্রতের পারণ করিয়ে) যাত্রা-মঙ্গল অনুষ্ঠানের পর সংযমী বশিষ্ঠ সেই দম্পতীকে তাঁদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন ॥ ৭০ ॥

রাজা প্রথমে হোমাগ্নি ও গুরুকে এবং পরে অরুন্ধতী এবং সবৎসা ধেনুকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। (এই সব) সৎ ও শুভকাজের ফলে তাঁর প্রভাব প্রচণ্ডতর হল ॥ ৭১ ॥

ধর্মপত্নীসহ সহিষ্ণু রাজা শ্রুতিমধুরধ্বনিযুক্ত এবং অনাঘাত-রম্য রথে চড়ে পথে চললেন। মনে হল ওটা যেন তাঁদেরই পূর্ণ মনোরথ ॥ ৭২ ॥

অদর্শনে যিনি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছেন, সন্তানকামনায় ব্রতপালন করে যিনি শরীর কৃশ করেছেন সেই রাজাকে প্রজারা নবোদিত চাঁদের মতোই চোখ দিয়ে পান করল, তবু তাদের তৃপ্তি হল না যেন ॥ ৭৩ ॥

ইন্দ্রকান্তি দিলীপ পতাকামণ্ডিত নগরে প্রবেশ করে এবং পুরবাসীদের অভিনন্দন থেকে আবার তাঁর বাসুকির মতো সবল বাহুতে ভূমির ভার স্থাপন করলেন ॥ ৭৪ ॥

তারপর আকাশ যেমন অত্রির নয়নজাত তেজ (চাঁদ) ধারণ করে, সুরধুনী যেমন অগ্নিনিহিত রৌদ্রতেজ (ষড়ানন) ধারণ করে, তেমনি রাজমহিষী সুদক্ষিণাও রাজকুলের কল্যাণের জন্যে মহৎ লোকপালগণের নিহিত তেজ ধারণ করলেন ॥ ৭৫ ॥

শ্রীকালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে 'নন্দিনীর বরদান' নামে দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

অন্তঃসত্ত্বা সুদক্ষিণা

তারপর যথাকালে সুদক্ষিণা ইক্ষাকুকুলের অবিচ্ছিন্নতার কারণ, স্বামীর আকাঙ্ক্ষিত এবং সখীদের চোখে জ্যোৎস্না-প্রাদুর্ভাবের মতো গর্ভলক্ষণ ধারণ করলেন ॥ ১ ॥

শরীর কৃশ হওয়ায় তিনি (আগের মত) সব অলংকার পরতে পারলেন না। তাঁর মুখখানা লোধ্র-ফুলের মতো পাণ্ডুবর্ণ হল। এই অবস্থায় তাঁকে দেখালো প্রভাতকল্পা রাত্রির মতো, চাঁদ যেখানে ম্লান আর তারারা যেখানে নেই বললেই হয় ॥ ২ ॥

গোপনে তাঁর মাটির গন্ধমাখা মুখের আঘ্রাণ নিয়ে রাজার আর আশ মিটত না। গ্রীষ্মের অবসানে বৃষ্টিভেজা বনদীঘির ঘ্রাণ নিয়ে গজরাজ যেমন তৃপ্ত হয় না তেমনি ॥ ৩ ॥

দেবরাজ যেন স্বর্গ ভোগ করছেন, তাঁর চক্রবর্তী সন্তানও তেমনি ভূমি ভোগ করবেন এই জন্যেই যেন অন্য-সব ভোগ্য ত্যাগ করে ভূমিভোগেই (মাটি খাওয়াতেই) তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ॥ ৪ ॥

'মগধতনয়া (সুদক্ষিণা) কোন্ কোন্ জিনিসে তাঁর অভিলাষ লজ্জায় তা আমাকে কিছুই বলেন না।' উত্তরকোশলপতি (দিলীপ) সর্বদা সাগ্রহে এ বিষয়ে প্রিয়ার সখীগণদের জিজ্ঞাসা করেন ॥ ৫ ॥

গর্ভাবস্থায় অভিলাষজনিত দুঃখবোধের সময়টিতে এসে তিনি যা চাইতেন তা এমনি পেতেন। ধনুর্বাণধারী এই রাজার কাছে স্বর্গেও কিছু অপ্রাপ্য ছিল না ॥ ৬ ॥

ক্রমে প্রথম গর্ভসঞ্চারের অবসাদ কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে তাঁর দেহ আবার পুষ্ট হলে তিনি শোভা পেলেন, পুরনো পাতা ঝরে গেলে রমণীয়-পল্লবে মণ্ডিত হয়ে লতা যেমন শোভা পায় তেমনি ॥ ৭ ॥

কিছুদিন গেলে তাঁর ঈষৎনীল বৃন্তমণ্ডিত সুপুষ্ট স্তন দুটি ভ্রমর-নিবদ্ধ দুটি সুঠাম পদ্মমুকুলের শ্রীকে ম্লান করে দিল ॥ ৮ ॥

রাজা অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুন্ধরার মতো, অগ্নিগর্ভা শমীর মতো এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মতো মনে করলেন ॥ ৯ ॥

ধৈর্যবান সেই রাজা প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ, মনের ঔদার্য, বাহুবলে অর্জিত আদিগন্ত সম্পদ এবং (পুত্রলাভজনিত) সন্তোষের অনুরূপ পুংসবনাদি ক্রিয়া যথাক্রমে সম্পাদন করলেন ॥ ১০ ॥

রাজা অন্তঃপুরে এলে লোকপালদের অংশপূর্ণ গর্ভের গুরুত্বের জন্যে

কষ্ট করে আসন থেকে উঠতেন সুদক্ষিণা। অর্ভ্যথনার জন্যে অঞ্জলি রচনা করতেও তাঁর হাত অবসন্ন হত। চোখ চঞ্চল হয়ে উঠত। এই অবস্থাতে সুদক্ষিণা রাজার মনে আহ্লাদেরই সঞ্চার করতেন ॥ ১১ ॥

এবারে শিশুচিকিৎসায় কুশল বিশিষ্ট বৈদ্যদের দিয়ে গর্ভপুষ্টি সম্পাদনের পর, সময় পূর্ণ হলে, (দশম মাসে) প্রীত হয়ে পতি আসন্নপ্রসবা প্রিয়াকে (গ্রীষ্মাবসানে) মেঘভারনত বর্ষণোন্মুখ আকাশের মতো দেখলেন ॥ ১২ ॥

তারপর শচীর মতো (গৌরবময়ী) সুদক্ষিণা যথাসময়ে ত্রিসাধনসম্পন্ন রাজ-শক্তির১ অক্ষয় অর্থোৎপাদনের মতো একটি পুত্র প্রসব করলেন। তখন পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থানগত এবং অনস্তমিত ছিল বলে পুত্র যে সৌভাগ্যশালী হবে তা সূচিত হয়েছিল ॥ ১৩ ॥

সেই সময়ে দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হল, বায়ু মনোরমভাবে প্রবাহিত হল, শিখাগুলি দক্ষিণমুখী করে হোমাগ্নি আহুতি গ্রহণ করল—সবকিছুই শুভসূচক হল। এরকম মানুষের জন্ম যে জগতের মঙ্গলের জন্যেই হয় ॥ ১৪ ॥

সূতিকাগৃহের শয্যার চারদিকে বিকীর্ণ শুভজন্মা সেই শিশুর নিজের জ্যোতিতে হঠাৎ নিশীথদীপগুলো দীপ্তিহীন হয়ে যেন চিত্রার্পিতের মতো হল (অর্থাৎ ছবির মতোই নিষ্প্রাণ হল) ॥ ১৫ ॥

অন্তঃপুরচারী যে ভৃত্য অমৃতাক্ষরে কুমারের জন্মের সংবাদ দিল তাকে রাজার তিনটি জিনিষই শুধু অদেয় ছিল—চন্দ্রোজ্জ্বল ছত্র ও দুটি চামর ॥ ১৬ ॥

নিবাতনিস্পন্দ পদ্মের মতো চোখ দিয়ে রমণীয় পুত্রমুখ পান করে (সতৃষ্ণভাবে দেখে) প্রবল আনন্দ তাঁর হৃদয় ছাপিয়ে গেল, চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন কূল ছাপিয়ে যায় তেমনি ॥ ১৭ ॥

তপস্বী পুরোহিত (বশিষ্ঠ) তপোবন থেকে এসে দিলীপতনয়ের সমস্ত জাতকর্মাদি সংস্কার সমাধা করলে সে খনি থেকে তোলা মণি (শাণযন্ত্রে) সংস্কৃত হলে যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে শোভা পায় তেমনি শোভা পেল ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিমধুর মঙ্গলতূর্য বারবনিতাদের প্রমোদনৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাগধীপতি দিলীপের গৃহেই শুধু বাদিত হল না ; দেবতাদের (স্বর্গলোকের) পথেও দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হল ॥ ১৯ ॥

সুশাসক দিলীপের (রাজ্যে) এমন বন্দী কেউ ছিল না, পুত্রজন্মের আনন্দে যাকে তিনি মুক্ত করে দেবেন। তবে তখন পিতৃঋণরূপ বন্ধন থেকে তিনি কেবল নিজেকেই মুক্ত করলেন ॥ ২০ ॥

এই বালক (কালে) যেমন হবে শাস্ত্রপারঙ্গম তেমনি যুদ্ধেও হবে শত্রুপারঙ্গম, (শত্রুদমনে পারদর্শী), এই জন্যে ধাতুর গমনার্থটি নিয়ে অর্থতত্ত্বজ্ঞ দিলীপ পুত্রের নামকরণ করলেন 'রঘু'৩ ॥ ২১ ॥

সেই রঘু সর্ববিভবশালী পিতার প্রযত্নে শুভলক্ষণযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল, সূর্যরশ্মির অনুপ্রবেশে বালচন্দ্র যেমন দিনে দিনে বেড়ে ওঠে তেমনি ॥ ২২ ॥

পার্বতী ও শিব কার্তিকেয়কে পেয়ে এবং শচী ও ইন্দ্র জয়ন্তকে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন রাজা (দিলীপ) ও মাগধীও (সুদক্ষিণা) তাঁদের মতো পুত্রকে (রঘুকে) পেয়ে তাঁদের মতোই আনন্দ পেয়েছিলেন ॥ ২৩ ॥

চক্রবাক ও চক্রবাকীর মতো সেই দম্পতির ভাববদ্ধ ও পরস্পরাশ্রয়৪ যে প্রেম তা একটি পুত্রে বিভক্ত হলেও পরস্পরের উপরে বর্ধিতই হল ॥ ২৪ ॥

সেই শিশু ধাত্রীর প্রথমশেখানো কথাগুলো বলতে শিখল, তার আঙুল ধরে হাঁটতে পারল। প্রণাম করো বললে নত হতে লাগল। এসব করে সে পিতার আনন্দ বর্ধন করল ॥ ২৫ ॥

অঙ্গস্পর্শজনিত সুখদানে ত্বকে যেন অমৃত বর্ষণ করত শিশুটি। তাকে কোলে নিয়ে নিমীলিত-নয়নে রাজা দীর্ঘসময় ধরে শিশুর স্পর্শসুখ অনুভব করতেন ॥ ২৬ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন স্বমূর্তিরই রূপান্তর সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু দ্বারা লোক-স্থিতি অব্যাহত থাকবে এমন অনুভব করেছিলেন, স্থিতিরক্ষক দিলীপও তেমনি এই বহুগুণশালী পুত্র দ্বারা তাঁর বংশ স্থিতিলাভ করবে এমন মনে করেছিলেন ॥ ২৭ ॥

রঘুর সংস্কার ও শিক্ষা

যথাকালে চূড়াকরণ সুসম্পন্ন হলে সেই রঘু চঞ্চল শিখায় শোভিত সমবয়স্ক সচিব পুত্রদের সংগে মিলিত হয়ে অক্ষরজ্ঞান ঠিকমত আয়ত্ত করলেন ; নদীমুখ দিয়ে যেমন (মকরাদি) সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি তিনি (বিশাল) শব্দশাস্ত্রে প্রবেশ করলেন৫ ॥ ২৮ ॥

বিধিমতো উপনয়ন হবার পর বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা গুরুভক্ত রঘুকে শিক্ষা দিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হল। শিক্ষা সৎপাত্রে প্রযুক্ত হলেই ফলবতী হয় ॥ ২৯ ॥

দিক্‌পতি সূর্য যেমন বায়ুবেগকেও পরাভূত করে এমন অশ্বদের বেগবলে চারটি সমুদ্রের মতো চারটি দিক ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়, প্রখরবুদ্ধি রঘুও বুদ্ধির সমস্ত গুণগুলোর সহায়তায় চারটি সমুদ্রের মতো চারটি বিদ্যাকে ক্রমশ অতিক্রম করলেন (অর্থাৎ আয়ত্ত করলেন) ॥ ৩০ ॥

তিনি (রঘু) পবিত্র মৃগচর্ম পরিধান করে পিতার কাছ থেকে সমন্ত্রক শাস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করলেন। তাঁর গুরু (দিলীপ) জগতে শুধু অদ্বিতীয় রাজাই নয়, অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন ॥ ৩১ ॥

বৎসতর যেমন ক্রমে বৃহৎ বৃষতে পরিণত হয়, গজশাবক যেমন ক্রমে গজরাজে পরিণত হয়, সেইরকম রঘুও ক্রমে শৈশব ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করে প্রশান্ত-সুন্দর দেহ ধারণ করলেন ॥ ৩২ ॥

তারপর কেশদানবিধি অনুষ্ঠিত হলে পিতা (দিলীপ) তাঁর বিবাহসংস্কার সম্পাদন করলেন। দক্ষকন্যা (রোহিণী আদি) তারা-রা চন্দ্রকে পতিরূপে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, রাজকন্যারাও তেমনি রঘুকে পেয়ে আনন্দিত হলেন ॥ ৩৩ ॥

যৌবনপ্রাপ্ত রঘুর বাহু যুগদণ্ডের মতো দীর্ঘ হল, বক্ষ হল কপাটের মতো, গ্রীবা হল সুপরিণত। বলবান্ রঘু দৈহিক গুরুত্বে পিতাকেও হার মানালেন। তবু বিনয়-নম্রতায় তাঁকে ক্ষুদ্র বলে মনে হত ॥ ৩৪ ॥

অভিষেক

তারপর রাজা দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের যে গুরুভার ধারণ করেছিলেন তা লঘু করবার জন্যে স্বভাবনম্র এবং সংস্কারবিনীত রঘুকে 'যুবরাজ' শব্দভাজন করলেন অর্থাৎ তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রী যেমন পূর্বপ্রস্ফুটিত পদ্মকে ত্যাগ করে সন্নিহিত নববিকশিত পদ্মকে আশ্রয় করে, গুণাভিলাষী রাজলক্ষ্মীও তেমনি মূল আশ্রয় রাজা দিলীপকে ত্যাগ করে 'যুবরাজ'-নামে সেই (নূতন) আশ্রয়কে অংশতঃ অবলম্বন করলেন ॥ ৩৬ ॥

বায়ুর সহায়তায় অগ্নির মতো, শরৎসান্নিধ্যে সূর্যের মতো, মদবারির উদ্ভেদে গজরাজের মতো, রাজাও রঘুর সহায়তায় অত্যন্ত দুঃসহ হলেন ॥ ৩৭ ॥

ইন্দ্র ও রঘু

ইন্দ্রতুল্য দিলীপ রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলিত ধনুর্ধর রঘুকে হোমাশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করে মাত্র একটি-কম শতটি যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করেছিলেন ॥ ৩৮ ॥

তারপর যজ্ঞকারী দিলীপ (পুনরায়) যজ্ঞের জন্যে উৎসর্গ করলে, স্বচ্ছন্দ-গতি অশ্বটিকে ধনুর্ধারীদের সামনেই ইন্দ্র অপহরণ করলেন ॥ ৩৯ ॥

সেই কুমারসেনা হঠাৎ বিপদে হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ দিকে বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীও ঠিক সেই সময়ে স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হল। তার প্রভাবের কথা তো আগেই শোনা গিয়েছে ॥ ৪০ ॥

সজ্জনবন্দিত দিলীপনন্দন তার (নন্দিনীর) অঙ্গনিসৃত জলে (মূত্রে) চোখ দুটো ধুয়ে নেবার ফলে অতীন্দ্রিয় বিষয়েও দিব্যদৃষ্টি পেলেন ॥৪১॥

সেই রাজপুত্র পূর্বদিকে চেয়ে দেখলেন পর্বতপক্ষচ্ছেদী৬ দেবরাজ ইন্দ্র রথের রশিতে বেঁধে যজ্ঞাশ্ব হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন ; তার চাঞ্চল্য নিবারণের জন্যে সারথি তাকে বারবার কশাঘাত করছে ॥৪২॥

তাঁর একশটি নিষ্পলক চোখ দেখে,
তাঁর ঘোড়াগুলোর রং সবুজ দেখে,
তাঁকে ইন্দ্র বলে চিনতে পেরে,
রঘু গগনস্পর্শী গম্ভীর স্বরে তাঁকে নিবৃত্ত করেই যেন বলতে লাগলেন— ॥৪৩॥

যজ্ঞাংশ যাঁরা ভোগ করেন তাঁদের মধ্যে আপনাকে মনীষীরা সর্বদা প্রথম বলে মনে করেন। আপনি অজস্রব্রতানুষ্ঠানে পূত আমার পিতার যজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন কেন ? ॥৪৪॥

আপনি ত্রিভুবনপতি, সবই আপনি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পান। আপনারই তো কাজ সর্বদা যজ্ঞঘাতকদের দমন করা ? সেই আপনিই যদি ধর্মচারীদের ক্রিয়াকর্মে নিজেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান, তাহলে ধর্মকর্ম তো একেবারেই লোপ পাবে ! ॥৪৫॥

তাই হে মঘবন্ ! অশ্বমেধযজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ঐ অশ্বটিকে ফিরিয়ে দিন। বেদসম্মত পথের প্রদর্শক মহান পুরুষেরা অসৎপথ অবলম্বন করেন না ॥ ৪৬ ॥

রঘুকথিত এই প্রগল্ভ বচন শুনে সুরপতি সবিস্ময়ে রথ ফিরিয়ে উত্তর দিতে শুরু করলেন— ॥৪৭॥

হে ক্ষত্রিয়কুমার ! যা বললে তা ঠিক। কিন্তু যশই যাঁদের সম্পদ শত্রুর কবল থেকে তাঁদের সে যশ রক্ষা করা উচিত। তোমার পিতা ভুবনবিদিত আমার সেই অশেষ যশ যজ্ঞসম্পাদনে লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছেন ॥৪৮॥

পুরুষোত্তম বলতে যেমন বিষ্ণুকেই বোঝায়, মহেশ্বর বলতে যেমন শিবকেই বোঝায় আর কাউকেই নয়, তেমনি শতক্রতু বলতে মুনিরা শুধু আমাকেই বোঝেন, এই শব্দটি অন্য কারও উপর প্রযোজ্য হতে পারে না ॥৪৯॥

তাই কপিলমুনির অনুকরণে তোমার পিতার এই অশ্ব আমি হরণ করেছি। তুমি এ ব্যাপারে আর চেষ্টা কোরো না। সগরসন্তানদের পথে তুমি পা বাড়িও না ॥৫০॥

তারপর অশ্বরক্ষক নির্ভীক রঘু হেসে ইন্দ্রকে আবার বললেন, এই যদি আপনার সংকল্প হয় তা হলে অস্ত্র গ্রহণ করুন। রঘুকে জয় না করে আপনি কখনই কৃতকৃত্য হতে পারবেন না ॥৫১॥

ইন্দ্রকে একথা বলে শরাসনে বাণ যোজনা করতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে অত্যন্ত রমণীয় 'আলীঢ়'৭ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অবস্থান করে তিনি পিনাকপাণিকেও যেন পরাজিত করলেন ॥৫২॥

বাণযুদ্ধ

রঘুর স্তম্ভাকৃতি এক বাণ ইন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনিও ধনুকে বাণ যোজনা করলেন, যে ধনুক নবমেঘমালায় ক্ষণিক চিহ্ন হয়ে ফুটে ওঠে৮ ॥৫৩॥

ভীষণ অসুরের রক্তপানে অভ্যস্ত সেই বাণ দিলীপপুত্রের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করল, যেন অনাস্বাদিতপূর্ব মানুষের রক্ত সকৌতূহলে পান করল ॥৫৪॥

ঐরাবতকে তাড়না করতে করতে ইন্দ্রের যে হাতের আঙুলগুলো কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং যে হাত শচীদেহের পত্রালংকারে চিহ্নিত, কার্তিকেয়ের মতো বলশালী কুমার রঘু সেই হাতে স্বনামচিহ্নিত বাণ বিদ্ধ করলেন ॥৫৫॥

অন্য একটি ময়ূরপুচ্ছযুক্ত বাণ দিয়ে ইন্দ্রের বজ্রাকৃতি পতাকা ছেদন করলেন। এতে ইন্দ্র তাঁর উপর আরও কুপিত হলেন, যেন সবলে সুরলক্ষ্মীর কেশচ্ছেদন করছে সে ॥৫৬॥

পক্ষযুক্ত সাপের মতো ভীষণ আকৃতির ঊর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ বাণবর্ষণ করে করে৯ তাঁদের দুজনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হল ; উভয়েই পরস্পর জয়াভিলাষী। একদিকে সিদ্ধেরা অন্যদিকে সৈনিকেরা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ॥ ৫৭ ॥

মেঘ যেমন স্বদেহচ্যুত বজ্রাগ্নিকে বহুবর্ষণেও নির্বাপিত করতে পারে না, ইন্দ্রও তেমনি (স্বদেহের অংশসম্ভূত) দুঃসহ তেজের আধার রঘুকেও নিরন্তর অস্ত্রবর্ষণেও নিবৃত্ত করতে পারলেন না ॥৫৮॥

তারপর রঘু ইন্দ্রের হরিচন্দনলিপ্ত মণিবন্ধে সমুদ্রমন্থনের ধ্বনির মতো ধীরগম্ভীরশব্দকারী ধনুর্গুণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণনিক্ষেপে ছিন্ন করলেন ॥৫৯॥

ইন্দ্রের ক্রোধ বর্ধিত হল। তিনি ধনুকটি ত্যাগ করে প্রবল শত্রুর প্রাণনাশের জন্যে পর্বতের বক্ষভেদে উপযুক্ত দেদীপ্যমান অস্ত্র অর্থাৎ বজ্র গ্রহণ করলেন ॥৬০॥

রঘু সেই বজ্রাঘাতে বক্ষস্থলে আহত হয়ে সৈনিকদের অশ্রুসহ ভূমিতে পতিত হলেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই রঘু সেই বেদনা ভুলে সৈনিকদের আনন্দধ্বনির সঙ্গেই উত্থিত হলেন ॥৬১॥

গুণ সর্বত্রই স্থান করে নেয়

এর পরেও রঘু অস্ত্রপ্রয়োগে নিষ্ঠুর শত্রুতার ভাব দীর্ঘসময় ধরে অক্ষুণ্ণ রাখায় তাঁর অসামান্য বীরত্বে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন। গুণ সর্বত্রই নিজের স্থান করে নেয় ॥৬২॥

ইন্দ্র স্পষ্টভাবে বললেন—

সারবত্তায় পর্বতেও অপ্রতিবন্ধ আমার এই অস্ত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারেনি। আমাকে তোমার প্রতি প্রসন্ন বলেই জানবে। এই অশ্বটি ছাড়া আর কী চাও বলো ॥৬৩॥

তারপর তূণীর থেকে অর্ধেক তোলা বাণটি আর না তুলে সুভাষী রাজপুত্র ইন্দ্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ঐ অবস্থায় সেই বাণের সুবর্ণপুঙ্খের প্রভায় তাঁর আঙুলগুলো রঞ্জিত হল ॥৬৪॥

হে প্রভু! যদি এই অশ্বটি একান্তই অপরিত্যাজ্য বলে মনে করেন তাহলে বিধিমতো ক্রিয়া শেষ হলে অজস্র-যজ্ঞপূত আমার পিতা যাতে যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল পান তাই করবেন ॥৬৫॥

যজ্ঞমণ্ডপে উপবিষ্ট রাজা (দিলীপ) এখন অন্যের অগম্য, কারণ তিনি এখন ত্রিলোচনের অন্যতম মূর্তিস্বরূপ। তাই যাতে এই বৃত্তান্ত তিনি আপনারই কোনো বার্তাবাহকের মুখ থেকে শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন ॥ ৬৬ ॥

'তাই হোক' রঘুর ইচ্ছা মতো তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাতলি-সারথি ইন্দ্র যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন। সুদক্ষিণাতনয় রঘুও রাজার যজ্ঞশালায় ফিরে গেলেন। তবুও (বিজয়লাভ হলেও অশ্বটি ফেরাতে পারলেন না বলে) খুব যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি তা নয় ॥৬৭॥

ইন্দ্রের বার্তাবাহকের মুখ থেকে আগেই সব জানতে পেরে রাজা আনন্দে আড়ষ্ট হাতে বজ্রাঘাতচিহ্নিত তাঁর (রঘুর) শরীর স্পর্শ করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ॥৬৮॥

এইভাবে,

যাঁর রাজ্যশাসন অভিনন্দনীয় সেই দিলীপ আয়ু শেষ হলে স্বর্গারোহণের বাসনায় নিরানব্বইটি মহাযজ্ঞকে যেন পরপর সিঁড়ির মতো গেঁথে রাখলেন ॥৬৯॥

তারপর তিনি বিষয়বিমুখ হয়ে বিধিমতো যুবক পুত্রকে রাজচিহ্ন শ্বেতছত্র দান করে মহিষীকে নিয়ে তপোবনতরুর ছায়াকে আশ্রয় করলেন। বার্ধক্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের এই তো কুলব্রত ॥৭০॥

শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে 'রঘুর রাজ্যাভিষেক' নামে তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ

তিনি পিতৃদত্ত রাজ্য লাভ করে সন্ধ্যায় সূর্যচিহ্নিত তেজে সমৃদ্ধ অগ্নির মতো আরও বেশি দীপ্যমান হলেন ॥১॥

দিলীপের পর তিনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শুনে রাজাদের হৃদয়ে আগে যে আগুন প্রধূমিত ছিল তা এখন প্রজ্জ্বলিত হল ॥২॥

ইন্দ্রের পতাকার মতো তাঁর নব অভ্যুদয় দেখে উঁচুতে চোখ তুলে প্রজারা সন্তানদের সঙ্গে আনন্দিত হল ॥৩॥

তিনি গজগমনে পৈতৃক সিংহাসন এবং সমস্ত শত্রুরাজ্য একই সঙ্গে অধিকার করলেন ॥৪॥

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত রঘুকে লক্ষ্মী স্বয়ং যেন অদৃশ্য থেকে রঘুর কান্তি পদ্মরূপ ছত্র ধারণ করে তাঁর সেবা করতে লাগলেন, সে ছত্র (চোখে না দেখা গেলেও) তাঁর কান্তিপুঞ্জ থেকেই অনুমেয় ॥৫॥

বাগ্‌দেবী যথাকালে স্তুতিপাঠকদের মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে স্তবনীয় রঘুকে স্তুতিগানে সেবা করতে লাগলেন ॥৬॥

মনু প্রমুখ মাননীয় নৃপতিবৃন্দের উপভুক্তা হয়েও বসুন্ধরা তাঁর প্রতি যেন অনন্যপূর্বা বধূর মতো অনুরাগিণী হলেন ॥ ৭ ॥

তিনি যথোচিত দণ্ডদানে নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণবায়ুর মতো সকলের মন হরণ করলেন ॥৮॥

রঘুর মধ্যে গুণের আধিক্য থাকায় প্রজারা তাঁর পিতার অভাব তেমন বোধ করত না ; আম ফললে মুকুলের অভাবটা যেমন লোকে মনে রাখে না তেমনি ॥৯॥

নীতিবিদেরা সেই নব-নৃপতির কাছে সদসৎ দুই পক্ষই উপস্থিত করতেন ; তিনি পূর্বপক্ষটিই (সৎপক্ষকেই) গ্রহণ করতেন, পরেরটি নয় ॥১০॥

ক্ষিতি অপ্‌ তেজ প্রভৃতি) পঞ্চভূতের গুণরাশি উৎকর্ষ লাভ করল ; তিনি নতুন রাজা হলে সবই যেন নতুন হল ॥ ১১ ॥

আনন্দ দেয় বলেই তার নাম 'চন্দ্র', প্রকৃষ্ট তাপ দেয় বলেই তার নাম তপন, সেইরকম প্রজারঞ্জন করেন বলেই তাঁর 'রাজা' নাম সার্থক হয়েছিল ॥ ১২ ॥

কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত দুটো চোখ তাঁর ছিল একথা সত্যি, কিন্তু তাঁর আসল চোখ ছিল সূক্ষ্মকর্তব্যনির্দেশক শাস্ত্র ॥১৩॥

এসেছে শরৎ

রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পর তিনি একটু সুস্থির হলে তাঁর কাছে দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর মতো এল পদ্মলক্ষণা শরৎ ॥১৪॥

নিঃশেষবর্ষণে লঘু মেঘ পথ মুক্ত করে দেওয়ায় রঘুর এবং সূর্যের দুঃসহ প্রতাপ একই সঙ্গে দশদিকে ছড়িয়ে পড়ল ॥১৫॥

ইন্দ্র বর্ষাকালীন ধনু ত্যাগ করলেন। রঘু ধারণ করলেন বিজয় ধনু। তাঁরা দুজনেই প্রজাদের মঙ্গলসাধনের জন্যে পর্যায়ক্রমে ধনুকধারণ করতেন১ ॥১৬॥

শ্বেতপদ্মের ছত্রে এবং বিকশিত কাশফুলের চামরে বিরাজিত হয়ে (শরৎ) ঋতু তাঁর অনুকরণ করল বটে, কিন্তু তাঁর লাবণ্য লাভ করতে পারল না ॥১৭॥

তখন প্রসন্নমুখ রঘু আর শুভ্রকান্তি চাঁদ এ দুটিতেই চক্ষুষ্মান্‌দের প্রীতি ছিল সমতুল্য ॥১৮॥

হংসমালায় তারাদলে এবং কুমুদশোভিত জলাশয়গুলিতে যেন তাঁর যশোরাশির শুভ্র মহিমা বিচ্ছুরিত হল ॥১৯॥

ইক্ষুচ্ছায়ায়২ বসে শস্যপালিকারা পালক রঘুর যশোগান করত। সে গানের উৎস ছিল তাঁর গুণরাশি ; শৈশব৩ থেকে শুরু করে তাঁর জীবনকথাই ছিল তার বিষয়বস্তু ॥২০॥

অগস্ত্যনক্ষত্রের[৪] উদয়ে জল প্রসন্ন হল, কিন্তু মহাতেজা রঘুর কাছে পরাজয়ের আশঙ্কায় শত্রুদের মন হল বিষণ্ণ ॥২১॥

বিশাল ককুদযুক্ত মদোদ্ধত বৃষদল নদীকূল বিদীর্ণ করে রঘুর বিলাসভঙ্গিম বিক্রমের অনুকরণ করতে লাগল ॥২২॥

মদগন্ধি সপ্তপর্ণ ফুলের গন্ধে অভিভূত হয়ে তাঁর হাতিগুলো (হিংসে করেই) অসূয়াপরবশ হয়েই যেন সপ্তধারায় মদবারি বর্ষণ করতে লাগল ॥২৩॥

নদীগুলোকে সুনাব্য করে এবং কাদা শুকিয়ে পথগুলোকে সুগম করে শরৎ তাঁকে (স্বতঃস্ফূর্ত) উৎসাহশক্তির আগেই যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করল ॥২৪॥

অশ্ব-আরতির অনুষ্ঠানে বিধিমতো প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণমুখী শিখার ছলে যেন হাত বাড়িয়েই জয় দান করলেন ॥২৫॥

রাজধানী ও রাজ্যপ্রান্ত সুরক্ষিত করে এবং পৃষ্ঠদেশ শুদ্ধ (অর্থাৎ শত্রুমুক্ত বা সুরক্ষিত) করে তিনি অনুকূল দৈববলের সহায়তায় ছয়রকম সৈন্য[৫] নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করলেন ॥২৬॥

মন্দর পর্বতের আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু বর্ষণে ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন চারিদিক থেকে বিষ্ণুর শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল,[৬] বয়োবৃদ্ধ পুরনারীরাও তেমনি চারিদিক থেকে তাঁর উপরে লাজবর্ষণ করলেন ॥২৭॥

যাত্রা হল শুরু

ইন্দ্রতুল্য রঘু বায়ুকম্পিত পতাকাশ্রেণীতে শত্রুকুলকে তর্জন করতে করতে, রথোৎক্ষিপ্ত ধুলোয় আকাশকে ভূতলের মতো এবং মেঘোপম গজরাজিতে ভূতলকে আকাশের মতো (শোভমান) করতে করতে প্রথমে পূর্বদিকে অভিযান করলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

আগে প্রতাপ, পরে কোলাহল, তার পরে ধুলো, তার পিছনে রথাদি[৭] এইভাবে যেন চারটি অঙ্গে বিভক্ত হয়ে সেই সৈন্য এগিয়ে যেতে লাগল ॥ ৩০ ॥

তিনি শক্তিপ্রভাবে মরুতলগুলোকে সজল করলেন, নাব্য নদীগুলোকে পারাপারের যোগ্য করলেন এবং বনগুলোকে পরিষ্কৃত করলেন ॥ ৩১ ॥

হরজটাভ্রষ্টা গঙ্গাকে আকর্ষণ করে ভগীরথ যেমন শোভা পেয়েছিলেন পূর্বসাগর গামিনী বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আকর্ষণ (পরিচালনা) করে রঘুও তেমনি শোভা পেলেন ॥ ৩২ ॥

হাতিরা যেমন গাছগুলোকে ফলবিহীন, উন্মূলিত এবং ছিন্নভিন্ন করে পথ পরিষ্কার করে নেয়, তিনিও তেমনি তাঁর পথটি যানহীন, উৎখাত এবং বহুবিভক্ত রাজাদের দিয়ে মুক্ত করিয়ে নিলেন ॥ ৩৩ ॥

এইভাবে পূর্বদিকের সমস্ত রাজ্য আক্রমণ করে বিজয়ী রঘু তালবনে-শ্যামবর্ণ মহাসাগরের তীরে[৮] উপস্থিত হলেন ॥ ৩৪ ॥

সুব্রহ্মদেশীয়[৯] রাজারা বেতসবৃত্তি অবলম্বন করে অবিনীতদের উচ্ছেদকারী নদীস্রোতের মতো রঘুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করলেন ॥ ৩৫ ॥

অধিনায়ক রঘু রণতরীসহ সংগ্রামে উদ্যত বঙ্গদেশের[১০] রাজাদের সবলে উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলোতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন ॥ ৩৬ ॥

উৎখাত শত্রুরা তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলে তাঁরা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত

হলেন, আগে উপড়ে নিয়ে পরে বোনা ফলভারে নত কলমধানের চারার মতো তাঁরা তখন রঘুকে ফলদানে (উপঢৌকন) সংবর্ধিত করলেন ॥ ৩৭ ॥

তিনি সৈন্যদের দিয়ে গজসেতু তৈরি করিয়ে কপিশানদী১১ পার হলেন এবং তাদের সংগে উৎকলবাসী রাজাদের নির্দেশিত পথে কলিংগ১২দেশের দিকে চললেন ॥ ৩৮ ॥

মাহুত যেমন অপরহাতির মাথায় সুতীক্ষ্ণ অংকুশ প্রোথিত করে, তিনিও তেমনি মহেন্দ্র পর্বতের মাথায় তাঁর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করলেন ॥ ৩৯ ॥

পর্বত যেমন তার পক্ষচ্ছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে শিলাবর্ষণ করে আক্রমণ করেছিল, গজসাধন (গজারোহী সৈন্যবলে বলীয়ান) কলিংগরাজও তেমনি স্বপক্ষবিনাশে উদ্যত রঘুকে অস্ত্রবর্ষণে আক্রমণ করেছিলেন ॥ ৪০ ॥

ককুৎস্থবংশের রঘু সেখানে শত্রুদের অস্ত্রবর্ষণ সহ্য করে, যেন বিধিমতো মংগলস্নান করে, জয়শ্রী লাভ করলেন ॥ ৪১ ॥

সেখানে যোদ্ধারা পানের যোগ্য জায়গা সাজিয়ে পানপাতায় তৈরি পানপাত্রে নারিকেলজাত মদ এবং তারই সংগে শত্রুপক্ষের যশও পান করল ॥ ৪২ ॥

ধর্মবিজয়ী সেই রাজা মহেন্দ্ররাজকে আগে বন্দী করে এবং পরে মুক্ত করে তাঁর রাজশ্রীই হরণ করলেন, রাজ্য নয় ॥ ৪৩ ॥

দক্ষিণে

ফলন্ত সুপারীগাছের সারিতে শোভিত সমুদ্রতীর দিয়ে জয়ে-নিঃস্পৃহ রঘু যে-দিকে অগস্ত্য নক্ষত্র উদিত হয় সেই দক্ষিণ দিকেই গেলেন ॥ ৪৪ ॥

সৈন্যদের উপভোগে (জলকেলিতে) এবং গজমদে সুবাসিত কাবেরীনদীকে তিনি যেন সরিৎপতি সমুদ্রের কাছে সন্দেহের পাত্র করে তুলেছিলেন ॥ ৪৫ ॥

জয়েচ্ছু রঘুর সৈন্যেরা পথ অতিক্রম করে মরীচবনে বিচরণশীল হারীতপক্ষি-পরিবৃত মলয়পর্বতের উপত্যকাগুলিতে আশ্রয় নিল ॥ ৪৬ ॥

অশ্বখুরে বিচলিত এলাচলতায় ফলরেণু (উড়ে এসে) তাদেরই মতো গন্ধযুক্ত হাতিদের কটদেশে সংলগ্ন হল ॥ ৪৭ ॥

চন্দন গাছে সাপের বেষ্টনীতে যে খাঁজগুলো তৈরি হয়েছে তাতে গলার শিকল আটকে যাওয়ায় পায়ের শিকল খুলতে পারলেও, হাতিরা তা (গলার শিকল) খসাতে পারেনি ॥ ৪৮ ॥

দক্ষিণদিকে সূর্যের তেজ কমে যায়; কিন্তু সেই দক্ষিণদিকেই পাণ্ড্যদেশীয়১৩ রাজারা রঘুর প্রতাপ সহ্য করতে পারল না ॥ ৪৯ ॥

তারা (পাণ্ড্যেরা) নত হয়ে তাম্রপর্ণী১৪ নদী ও মহাসমুদ্রের সংগম স্থল থেকে সঞ্চিত কীর্তিরাজির মতো মুক্তারাজি তাঁকে দান করল ॥ ৫০ ॥

সানুদেশে চন্দনসমন্বিত মলয় ও দর্দুর পর্বত দক্ষিণ দিগ্‌বধূর চন্দনচর্চিত স্তনদুটির মতো প্রতীয়মান হল। এই দুটিতে অসহ্য-বিক্রম রঘু যথেচ্ছভাবে বিহার করলেন তারপর সমুদ্র দূরে সরে যাওয়ায় মেদিনীর গলিত-বসন নিতম্বের মতো দৃশ্যমান সহ্য পর্বত লঙ্ঘন করলেন ॥ ৫১-৫২ ॥

পশ্চিমে

অপরান্ত অর্থাৎ পশ্চিমদেশ জয়ে উদ্যত তাঁর সৈন্যদল (সহ্যপর্বত ও সমুদ্রের

মধ্যবর্তী) তটভূমি আচ্ছন্ন করে চললে মনে হল যেন পরশুরামের অস্ত্রচালনায় অপসারিত সমুদ্র সহ্য পর্বতে সংলগ্ন হয়ে আছে ॥ ৫৩ ॥

তাঁর ভয়ে কেরলের[১৫] স্ত্রীলোকেরা অলংকার ত্যাগ করল এবং তাদের কুন্তলরাজিতে সৈন্যদের পদাঘাতে ধুলো উঠে প্রসাধনচূর্ণের প্রতিনিধিত্ব করল ॥ ৫৪ ॥

মুরলানদীর[১৬] উপরে প্রবাহিত বায়ুতে বিকীর্ণ কেয়াফুলের রেণু তাঁর সেনাদের বর্মে লেপে গিয়ে অযত্নে-পাওয়া বস্ত্রসুগন্ধির কাজ করল ॥ ৫৫ ॥

ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর গায়ে বাঁধা বর্মগুলোর ধ্বনি হাওয়ায়-ওঠা বিশাল তালবনের ধ্বনিকে ছাপিয়ে গেল ॥ ৫৬ ॥

হাতির দল খেজুরগাছের কাণ্ডে জড়ো হয়েছিল। ভ্রমরেরা নাগকেশরের ফুল ত্যাগ করে তাদের মদস্রাবে সুবাসিত গণ্ডদেশে এসে পড়ছিল ॥৫৭॥

শোনা যায়, পরশুরামের অনুরোধে সমুদ্র তাঁকে স্থান দিয়েছিল। এখন সেই সমুদ্র (অনুরুদ্ধ না হয়েও) পশ্চিমাঞ্চলের রাজাদের রূপ ধরে রঘুকে কর দিল ॥ ৫৮ ॥

সেখানে তিনি মত্তহাতিদের দন্তাঘাতে উৎকীর্ণ এবং পরাক্রমচিহ্নের প্রকাশক ত্রিকূট[১৭] পর্বতকেই উন্নত জয়স্তম্ভে পরিণত করলেন ॥ ৫৯ ॥

তারপর সংযমী পুরুষ যেমন ইন্দ্রিয়নামক রিপুদের জয় করার জন্যে তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিচরণ করেন, তিনিও তেমনি পারসীকদের[১৮] জয় করার জন্যে স্থলপথে প্রস্থান করলেন ॥ ৬০ ॥

অকাল-মেঘের উদয় যেমন পদ্মের-উপর-পড়া প্রভাত সূর্যের প্রভা নষ্ট করে, তিনিও তেমনি যবনীদের মুখপদ্মের মদ্যপানজনিত রক্তিম আভা দূর করলেন ॥ ৬১ ॥

অশ্বারোহী পশ্চিমদেশীয় সেনার সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হল। এমন ধুলো উড়ছিল যে প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাদের উপস্থিতি শুধু ধনুকের শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল ॥ ৬২ ॥

ভল্লের আঘাতে তাদের যে-সব মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল তাই দিয়ে তিনি পৃথিবী আচ্ছন্ন করলেন। মনে হল যেন মৌমাছিভরা মধুর চাকে তিনি পৃথিবী আচ্ছন্ন করেছেন ॥ ৬৩ ॥

যারা বেঁচে ছিল তারা শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে রঘুর শরণ নিল। কারণ মহানুভবদের ক্রোধের উপশম শুধু প্রণিপাতেই সম্ভব ॥ ৬৪ ॥

দ্রাক্ষাবেষ্টিত ভূমিতে মূল্যবান মৃগচর্মে বসে মদ্যপান করে তাঁর সৈন্যেরা ক্লান্তি দূর করল ॥ ৬৫ ॥

উত্তরে

তারপর সূর্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করে (পৃথিবীর) রস শোষণ করার জন্যে উত্তরায়ণে যান, রঘুও তেমনি শরজাল নিক্ষেপে উত্তরদেশীয়দের উৎখাত করে উত্তরদিকে গেলেন ॥ ৬৬ ॥

তাঁর ঘোড়াগুলো সিন্ধুতীরে গড়াগড়ি দিয়ে পথশ্রম দূর করল এবং কুংকুমলাগাকেশরে মণ্ডিত ঘাড়গুলো কাঁপাতে লাগল ॥ ৬৭ ॥

সেখানে স্বামীদের প্রতি রঘুর শক্তিসূচক আচরণ হূণ[১৯]রমনীদের কপোল-রক্তিমার কারণ হল ॥ ৬৮ ॥

কম্বোজদেশের২০ রাজারা যুদ্ধে তাঁর প্রভাব সহ্য করতে না পেরে হাতিবাঁধায় ক্ষতবিক্ষত আখরোট গাছের সঙ্গে নুয়ে পড়েছিল ॥ ৬৯ ॥

তাদের প্রচুর ভালোভালো ঘোড়া এবং পর্যাপ্ত রত্নরাশি উপহার হিসেবে অনবরত রঘুর কাছে আসতে লাগল কিন্তু তাতে কোনো গর্ববোধ তাঁকে আশ্রয় করেনি ॥ ৭০ ॥

তারপর তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে উৎক্ষিপ্ত ধাতুরেণুতে শৃঙ্গগুলোকে আরও বর্ধিত করেই যেন হিমালয় পর্বতে আরোহণ করলেন ॥ ৭১ ॥

সৈন্যদের কলরব থাকলেও গুহাশায়ী সমবল সিংহেরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে তাদের নির্ভীকতাই প্রকাশ করল ॥ ৭২ ॥

পথে ভূর্জতরুতে মর্মরধ্বনি তুলে কীচকবাঁশে শব্দ জাগিয়ে গঙ্গার জলকণা বয়ে বায়ু তাঁর সেবা করল ॥৭৩॥

সৈন্যেরা নমেরুগাছের ছায়ায় কস্তুরীমৃগের নাভিগন্ধে সুবাসিত প্রস্তর ফলকে বসে বিশ্রাম করল ॥ ৭৪ ॥

দেবদারু গাছে বাঁধা হাতিদের গলার শিকলে আলো এসে পড়ছিল, তাই ওষধিরা রাতে অধিনায়কের (রঘুর) তৈলহীন প্রদীপের কাজ করল ॥ ৭৫ ॥

তিনি সেনানিবাস তুলে নিলেন ; হাতিদের গলায় বাঁধা দড়ির দাগলাগা দেবদারু গাছগুলো কিরাতদের তাঁর হাতিদের দেহের উচ্চতা জানিয়ে দিল ॥ ৭৬ ॥

সেখানে পার্বত্যজাতির সঙ্গে রঘুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, তাতে নারাচ, ভিন্দিপাল ও প্রস্তরের পরস্পর ঘর্ষণে আগুন ঠিকরাতে লাগল ॥ ৭৭ ॥

তিনি শরনিক্ষেপে উৎসবসংকেত২১ নামে পার্বত্য জাতিদের নিরুৎসব করে কিন্নরদের দিয়ে নিজের বাহুযুগলের বিজয়গান গাইয়ে নিলেন ॥ ৭৮ ॥

তারা উপহার হাতে নিয়ে এলে রাজা হিমালয়ের সম্পদ এবং হিমালয় রাজার পরাক্রম জানতে পারলেন ॥ ৭৯ ॥

তিনি সেখানে অম্লান যশোরাশি স্থাপন করে রাবণ-উত্তোলিত কৈলাস-পর্বতের লজ্জা উৎপাদন করেই যেন অবতরণ করলেন২২ ॥ ৮০ ॥

তিনি লৌহিত্যনদ২৩ পার হলে প্রাগ্‌জ্যোতিষের২৪ রাজা রঘুর হাতিদের বন্ধনস্তম্ভ রূপে গৃহীত কৃষ্ণাগুরুগাছগুলোর মতো তাদের সঙ্গে একইভাবে কম্পিত হতে লাগল ॥ ৮১ ॥

রঘুর রথমার্গের ধুলো ধারাবর্ষণহীন দুর্দিনের মতো সূর্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা সেই ধুলোই সহ্য করতে পারলেন না, রঘুর সেনাদের প্রতাপ সহ্য করা তো দূরের কথা ॥ ৮২ ॥

কামরূপের রাজা পরাক্রমে ইন্দ্রকে জয় করলেও রঘুকে ভজনা করলেন মদবর্ষী হাতিদের দান করে। সেইসব হাতিদের দিয়ে তিনি অন্য রাজাদের গতিরোধ করতেন ॥ ৮৩ ॥

কামরূপের রাজা রঘুর স্বর্ণপীঠে-রাখা পদযুগলের ছায়ারূপ দেবতাকে রত্নরূপ পুষ্প-উপহারে অর্চনা করলেন ॥ ৮৪ ॥

বিজয়ী রঘু এইভাবে চারদিকে জয় করে তাঁর রথোত্থিত ধুলোয় রাজাদের ছত্রহীন মুকুট স্থাপন করে রাজধানীতে ফিরলেন ॥ ৮৫ ॥

সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় এমন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ তিনি সম্পাদন করলেন। মেঘেদের মতোই সজ্জনেরা যা গ্রহণ করেন তা দান করার জন্যে ॥ ৮৬ ॥

বন্দীমুক্তি

অপত্যদের সঙ্গে ককুৎস্থবংশজ রঘু রাজাদের বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করে তাঁদের পরাজয়ের দুঃখ দূর করলেন ; তাঁদের পত্নীরা দীর্ঘকাল তাঁদের বিরহে উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলে সেই রাজাদের তিনি নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন ॥ ৮৭ ॥

প্রস্থানকালে তাঁরা ধ্বজ, বজ্র ও ছত্ররেখায় চিহ্নিতচরণে প্রণত হলেন, সে চরণ রাজার অনুগ্রহেই লাভ করা সম্ভব। প্রণাম করবার সময় তাঁদের মুকুটমালা থেকে ঝরে পড়া পরাগরেণু দিয়ে তাঁরা রঘুর আঙুলগুলোকে শুভ্রবর্ণ করে তুললেন ॥ ৮৮ ॥

শ্রীকালিদাসের ‘রঘুবংশ’ মহাকাব্যে ‘রঘুর দিগ্বিজয়’ নামে চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎযজ্ঞে[১] সমস্ত ধনরাশি নিঃশেষে দান করেছেন। এমন সময়ে বেদাধ্যয়নশেষে বরতন্তুশিষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণার জন্যে (প্রয়োজনীয় অর্থ-প্রার্থনায়) তাঁর কাছে এলেন[২] ॥ ১ ॥

অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী যশোভাস্বর অতিথিবৎসল রঘু স্বর্ণপাত্র না থাকায় মৃৎপাত্রে অর্ঘ্য নিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করলেন ॥ ২ ॥

রঘু ও কৌৎস

সম্মানই যাঁদের সম্পদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য নিয়মনিষ্ঠ ও কার্যজ্ঞ রাজা তপস্বীকে আসনে বসিয়ে যথানিয়মে অর্চনা করে যুক্তকরে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন— ॥ ৩ ॥

হে কুশাগ্রধী! মন্ত্রকৃৎ ঋষিদের অগ্রণী আপনার গুরু। সূর্যের কাছ থেকে জগৎ যেমন চৈতন্য লাভ করে আপনিও তেমনি তাঁর কাছ থেকে অশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন। আপনার সেই গুরুর কুশল তো? ॥ ৪ ॥

তিনি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রেরও আশঙ্কাজনক যে তপস্যা সঞ্চয় করে চলেছেন, কোনো বাধাবিঘ্নে তাঁর সেই ত্রিবিধ তপস্যার[৩] কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো? ॥ ৫ ॥

আলবাল-বন্ধন এবং অন্যান্য নানারকম যত্নে আপনারা অপত্য-নির্বিশেষে যে সব তপোবনতরুগুলিকে সংবর্ধিত করেছেন প্রবল বায়ু বা অন্যান্য উৎপাতে আপনাদের সেই শ্রান্তিনাশক তরুগুলির কোন ক্ষতি হয় নি তো? ॥ ৬ ॥

যজ্ঞের কাজের জন্যে তোলা কুশতৃণাদিতে মুখ দিলেও স্নেহবশে আপনারা যাদের বাধা দেন না, আপনাদের কোলেই যাদের নাভিসংলগ্ন নাড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়ে, সেই মৃগশিশুরা নিরাপদে আছে তো? ॥ ৭ ॥

যে সব তীর্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নানাদি ও পিতৃপুরুষের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন, যাদের বালুকাময় তটদেশ সংগৃহীত শস্যের ষষ্ঠাংশভাগে চিহ্নিত৪ আপনাদের সেই তীর্থজলের মঙ্গল তো? ॥ ৮ ॥

যথাকালে সমাগত অতিথিদের জন্যে আপনারা যে বনজ নীবারধানের ভাগ রক্ষা করেন, শরীররক্ষার জন্যে যে ধান আপনাদের প্রধান অবলম্বন, গ্রাম থেকে তৃষাপ্রিয় পশুরা এসে তা নষ্ট করে না তো? ॥ ৯ ॥

(আপনার গুরু) মহর্ষি কি যথোচিত শিক্ষাদানের পর প্রসন্নচিত্তে আপনাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন? কারণ (আপনার বয়স বিবেচনায়) সমস্ত হিতসাধনে সমর্থ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের এই তো উপযুক্ত সময় ॥ ১০ ॥

পূজনীয় আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হয়েছেন সত্য কিন্তু এই আগমনেই আমার মন পরিতৃপ্ত হয় নি। আপনার কোনো আদেশ পালনে আমার মন উৎসুক হয়েছে। আপনি কি গুরুর আদেশে, না নিজেই আমাকে কৃতার্থ করতে তপোবন থেকে এখানে এসেছেন? ॥ ১১ ॥

রঘুর এইরকম উদার বাক্য শুনেও, অর্ঘ্যপাত্রটি দেখে তাঁর নির্ধনতা অনুমান করে এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা খুবই ক্ষীণ তা বুঝে বরতন্তুশিষ্য তাঁকে বললেন—॥ ১২ ॥

হে রাজন্, সর্বত্রই আমাদের কুশল জানবেন। হে নাথ, আপনি যাঁদের রক্ষাকর্তা সেই প্রজাদের অমঙ্গল হবে কী করে? সূর্য যখন কিরণ দেয় তখন অন্ধকার কেমন করে লোকের দৃষ্টি আড়াল করবে?৫ ॥ ১৩ ॥

হে মহাভাগ, পূজনীয়ের প্রতি আপনার ভক্তি কুলোচিত হলেও আপনি তাতে পূর্বপুরুষদের অতিক্রম করেছেন। কিন্তু আমি অসময়ে আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি—এটাই আমার দুঃখের কারণ ॥ ১৪ ॥

হে নরেন্দ্র! সৎপাত্রে সর্বস্ব দান করে আপনি কেবল শরীর ধারণ করে আছেন। অরণ্যচারীরা শস্য চয়ন করে নিয়ে গেলে নীবারের শুধু স্তম্বই অবশিষ্ট থাকে, আপনাকে দেখতে এখন সেই নীবারের মতো ॥ ১৫ ॥

আপনি একচ্ছত্র সম্রাট হয়েও যে এই যজ্ঞজনিত নিঃস্বতা প্রকাশ করছেন তা ঠিকই হয়েছে। কারণ (কৃষ্ণপক্ষ) দেবতারা পর্যায়ক্রমে পান করার ফলে৬ চাঁদের যে কলাক্ষয় হয় তা বৃদ্ধির চেয়েও গৌরবজনক ॥ ১৬ ॥

আমি বরং অন্য কারো কাছ থেকে গুরুদক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। আপনার মঙ্গল হোক। চাতকও শরতের জলহীন মেঘের কাছে জলের প্রার্থনা করে না ॥১৭॥

এই বলে মহর্ষির শিষ্য ফিরে যেতে উদ্যত হলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ধীমান্! গুরুকে কী দিতে হবে, তার পরিমাণই বা কত? ॥ ১৮ ॥

তারপর বিচক্ষণ সেই ব্রহ্মচারী যথাবিধি যজ্ঞসম্পাদক গর্বলেশহীন বর্ণাশ্রমের সেই রক্ষককে প্রকৃত বিষয় বলতে লাগলেন— ॥১৯॥

বিদ্যা সমাপ্ত হলে কী গুরুদক্ষিণা দেব তা গুরুকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অব্যাহত ও প্রগাঢ় গুরুভক্তিকেই বড়ো বলে মনে করলেন ॥ ২০ ॥

আমি বারবার অনুরোধ করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আমার অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা চিন্তা না করেই বললেন (অর্জিত) বিদ্যার সংখ্যা অনুসারে তুমি আমাকে চৌদ্দ-কোটি সুবর্ণমুদ্রা দাও ॥২১॥

এই অবস্থায় পড়লেও অভ্যর্থনা-পাত্র থেকেই আপনি যে এখন নামেমাত্র রাজা তা বুঝে গুরুদক্ষিণার এই আধিক্য দেখে আপনাকে আর অনুরোধ করতে উৎসাহ বোধ করছি না ॥২২॥

বেদজ্ঞ শিরোমণি ব্রাহ্মণ তাঁকে এভাবে সব কথা জানালে সেই শশাংককান্তি জিতেন্দ্রিয় সম্রাট তাঁকে আবার বললেন— ॥২৩॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করে ব্যর্থকাম হয়ে রঘুর কাছ থেকে অন্য দাতার কাছে গিয়েছে—আমার এরকম প্রথম নিন্দা যেন না হয় ॥২৪॥

হে বরেণ্য! আপনি আমার পূজনীয় ও প্রশস্ত অগ্নিগৃহে চতুর্থ অগ্নির মতো দু-তিনদিন মাত্র অপেক্ষা করুন।৭ এই সময়ের মধ্যে আমি আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করব ॥২৫॥

ব্রাহ্মণ প্রীত হয়ে তাঁর অমোঘ প্রতিজ্ঞায় 'তাই হোক' বলে সম্মত হলেন। রঘুও (এর আগে দিগ্‌বিজয়ের ফলে) পৃথিবীকে ধনশূন্য বিবেচনা করে কুবেরের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেন৮। ॥২৬॥

বশিষ্ঠের মন্ত্রপূত জলপ্রক্ষেপের প্রভাবে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো তাঁর রথের গতি সমুদ্রে আকাশে ও পর্বতে অপ্রতিহত ॥২৭॥

কৈলাসনাথকে (কুবেরকে) সামন্ত রাজামাত্র মনে করে বাহুবলে তাকে জয় করতে চেয়ে প্রশান্তচিত্ত রঘু সন্ধ্যায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত রথে শয়ন করলেন ॥ ২৮ ॥

দিব্যধনলাভ

প্রভাতে তিনি যুদ্ধযাত্রায় রওনা হবেন এমন সময় কোষগৃহে নিযুক্ত কর্মীরা সবিস্ময়ে এসে জানালে আকাশ থেকে কোষগৃহে স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছে ॥২৯॥

যাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে যাবেন সেই কুবেরের কাছ থেকে পাওয়া উজ্জ্বল স্বর্ণরাশি তিনি নিঃশেষে কৌৎসকে দিয়েছিলেন। সেই (বিপুল) স্বর্ণরাশি বজ্রাস্ত্রে বিদীর্ণ সুমেরুসানুর সঙ্গেই তুলনীয় ॥৩০॥

প্রার্থী (কৌৎস) গুরুকে যা দিতে হবে তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশি নিতে অনিচ্ছুক, এদিকে রাজাও প্রার্থী যা চেয়েছেন তার চেয়ে বেশি দিতে চান। এ অবস্থায় (অর্থী ও দাতা) দুজনের মহত্ত্বকেই সাকেতনিবাসী জনগণ অভিনন্দন জানালো ॥৩১॥

তারপর রাজা শত শত উট ও ঘোড়া দিয়ে সেই অর্থ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রসন্নচিত্ত মহর্ষি কৌৎস প্রস্থানকালে দেহের পূর্বাংশ অবনত করে সম্মুখে দাঁড়ানো রাজাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন— ॥৩২॥

যে রাজা যথাযথ (চতুর্বিধ) রাজবৃত্ত পালন করেন ধরিত্রী যদি তাঁর অভীষ্ট প্রসব করেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনার প্রভাব সত্যিই অচিন্ত-নীয় কারণ আপনি স্বর্গ থেকেও আপনার অভীষ্ট দোহন করে আনলেন ॥৩৩॥

সমস্ত মংগলই আপনার করতলগত, তাই যে-কোনো আশীর্বাদই আপনার ক্ষেত্রে পুনরুক্তির মতো। তবু আপনার পিতা যেমন বরেণ্য-আপনাকে পেয়েছেন তেমনি আপনিও নিজের গুণের অনুরূপ পুত্র লাভ করুন এই কামনা করি ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ এইভাবে রাজাকে আশীর্বাদ দিয়ে গুরুর কাছে রওনা হলেন। রাজাও সূর্য থেকে যেমন আলোক জন্মলাভ করে তেমনি তাঁর আশীর্বাদ থেকে (অর্থাৎ আশীর্বাদের ফলে) অল্পদিনের মধ্যে একটি পুত্রলাভ করলেন ॥৩৫॥

রঘুর পুত্র অজ

সেই রাজার মহিষী ব্রাহ্মমুহূর্তে৯ কার্তিকের মতো একটি পুত্র প্রসব করলেন। তাই (ব্রাহ্মমুহূর্তে জাত বলে) ব্রহ্মার নাম অনুসারেই পিতা সেই পুত্রের নাম রাখলেন 'অজ' ॥৩৬॥

সেই তেজোময় রূপ, সেই বীর্য, সেই স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য। এক প্রদীপ থেকে জ্বালানো অন্য প্রদীপের মতো নিজের জন্মকারণ পিতার থেকে তার কোনো পার্থক্যই ছিল না ॥৩৭॥

রাজকুমার

গুরুদের কাছ থেকে বিধিমতো বিদ্যা অর্জন করে যৌবনসমাগমে বিশেষ কান্তি-মণ্ডিত হলেন। মনে হল রাজলক্ষ্মী তাঁর (অজের) প্রতি অনুরাগিণী হলেও স্থিরবুদ্ধি কন্যা (বিবাহবিষয়ে) যেমন পিতারই অনুমতির জন্যে প্রতীক্ষা করেন সেই রকম রঘুর আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন ॥৩৮॥

বিদর্ভরাজ্যের১০ রাজা ভোজ তাঁর ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় কুমারকে (অজকে) আনবার জন্যে উৎসুক হয়ে বিশ্বস্ত একজন দূতকে রঘুর কাছে পাঠালেন ॥৩৯॥

তিনি (রঘু) ভোজের সঙ্গে (বৈবাহিক) সম্বন্ধ প্রশংসনীয় এবং পুত্রও বিবাহযোগ্য একথা বিচার করে এঁকে (অজকে) সসৈন্যে বিদর্ভরাজের সমৃদ্ধ রাজধানীতে পাঠালেন ॥৪০॥

সেই রাজপুত্রের যাত্রাপথে তৈরি (অস্থায়ী) নগরোচিত আবাসগুলো প্রমোদ-কাননের মতো হয়ে উঠেছিল। এই আবাসগুলোর পটমণ্ডপগুলোতে শয্যাদি সাজানো হয়েছিল, গ্রামবাসীরা নানারকম উপহার বয়ে আনছিল ॥৪১॥

পথ পাড়ি দিয়ে অজ ক্রমে নর্মদাতীরে এসে পড়লেন। তার তীরে করঞ্জক-গাছগুলো জলকণায় আর্দ্রবাতাসে দুলছিল। ক্লান্ত সৈনিকদের তিনি এখানেই শিবির স্থাপন করতে আদেশ দিলেন। তাদের পতাকাগুলো ধূলিধূসর হয়ে পড়েছিল ॥৪২॥

বন্যগজের আক্রমণ

তারপর এক বন্যগজ নদী থেকে উঠে এল। তার গণ্ডদেশ থেকে মদবারি নিঃশেষে ধুয়ে গিয়েছিল। উপরে উড়ন্ত ভ্রমর দেখে সে যে জলে প্রবেশ করেছে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল ॥৪৩॥

পাথরের আঘাতে তার দাঁতদুটো একটু ভেঙে গিয়েছিল। জলে ধুয়ে যাওয়ায় গৈরিক ধাতুর চিহ্ন না থাকলেও তাতে নীলরঙের ঊর্ধ্বরেখা দেখা যাচ্ছে বলে সে যে ঋক্ষবান পর্বতের১১ তটে বপ্রক্রীড়া করেছে তা বোঝা যাচ্ছে ॥৪৪॥

দ্রুত সংকোচন ও প্রসারণশীল শুঁড় দিয়ে সে বড়ো বড়ো ঢেউগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে চিৎকার করতে করতে তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। মনে হল সে যেন বন্ধনস্তম্ভ ভেঙে ফেলতে চাইছে ॥ ৪৫ ॥

পর্বতপ্রমাণ সেই গজরাজের তাড়নায় জলপ্রবাহ তীরভূমি প্লাবিত করল। পরে বুক দিয়ে শৈবালদাম বয়ে নিয়ে সে স্বয়ং তীরে উঠে এল ॥৪৬॥

(অজের শিবিরে বাঁধা) পালিত হাতিদের দেখে সেই যূথপতির গণ্ডদেশে যে মদবর্ষণের শোভা জলকাদায় ক্ষণকালের জন্যে স্তিমিত ছিল তা আবার উদ্দীপিত হল ॥৪৭॥

ছাতিম গাছের উগ্রগন্ধি দুধের মতো তার অসহ্য মদবারির গন্ধ পেয়ে (তাঁর) সেনাবিভাগের হাতিরা মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল। মাহুতেরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের নিবারণ করতে পারল না ॥৪৮॥

সেই বুনো হাতি মুহূর্তের মধ্যে সেনানিবেশ তোলপাড় করে তুলল। ঘোড়াগুলো লাগাম ছিঁড়ে পালাতে থাকায় জাঙাল ভেঙে রথগুলো বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রইল। অবলাদের রক্ষার জন্যে যোদ্ধারা ছুটোছুটি করতে লাগল ॥ ৪৯ ॥

বুনোহাতি রাজাদের মারতে নেই, একথা কুমার জানতেন বলে ছুটে আসা হাতিকে কোনোমতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে ধনুক সামান্য একটু আকর্ষণ করে তার কপালে বাণ দিয়ে আঘাত করলেন ॥৫০॥

গন্ধর্বের আবির্ভাব

বাণ গিয়ে তার দেহে বেঁধামাত্রই সে নাগদেহ পরিত্যাগ করে উজ্জ্বল প্রভা-মণ্ডলের মধ্যবর্তী হয়ে মনোহর আকাশচরের (গন্ধর্বের) দেহ ধারণ করল। সৈন্যেরা অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল ॥৫১॥

তারপর সেই বাগ্মী নিজের প্রভাববলে সংগৃহীত কল্পতরুর পুষ্পরাশি অজের উপরে বর্ষণ করে দন্তরাজির কিরণে তাঁর বুকের মুক্তাহারের কান্তিকে বর্ধিত করে বললেন— ॥৫২॥

আমি প্রিয়দর্শন নামে গন্ধর্বপতির পুত্র প্রিয়ংবদ। অহংকারের ফলে আমি মতঙ্গমুনির শাপে এই মাতঙ্গরূপে পরিণত হয়েছি ॥৫৩॥

পরে আমি বিনীতভাবে অনুনয়-বিনয় করাতে তিনি কোমল হলেন। অগ্নি-এবং উত্তাপের যোগেই জল উষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু শীতলতাই জলের প্রকৃতি ॥ ৫৪ ॥

সেই তপোনিধি আমাকে বললেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশজাত অজ যেদিন লৌহমুখ বাণে তোমার কুম্ভ বিদ্ধ করবেন সেদিন তুমি তোমার নিজের দেহমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ॥ ৫৫ ॥

আমি দীর্ঘকাল আপনার পথ চেয়েছিলাম, (আজ) মহাপ্রাণ আপনি আমাকে শাপমুক্ত করলেন। আপনার যদি কোনো প্রত্যুপকার না করি তাহলে আমার এই নিজের দেহ ফিরে পাওয়া ব্যর্থ হয়ে যাবে ॥৫৬॥

হে সখা! 'সম্মোহন' নামে এই গান্ধর্ব অস্ত্র গ্রহণ করুন, এর প্রয়োগ এবং প্রতিসংহারের মন্ত্র পৃথক পৃথক। এই অস্ত্রে শত্রুনিধন হবে না, অথচ জয় হবে করতলগত ॥৫৭॥

(আঘাত করেছেন বলে) আমাকে আপনি লজ্জা করবেন না। কারণ প্রহার করার সময়ও আপনি মুহূর্তের জন্যে সদয় হয়েছিলেন। তাই আমি যখন প্রার্থনা করছি তখন আমার প্রতি প্রত্যাখ্যানের রুক্ষতা প্রয়োগ করবেন না ॥৫৮॥

নৃপচন্দ্র সেই অজ 'তাই হোক' একথা বলে চন্দ্রোদ্ভবা নদী নর্মদার জল স্পর্শ করে উত্তরমুখ হয়ে শাপমুক্ত সেই গন্ধর্বের কাছ থেকে অস্ত্রমন্ত্র[১২] গ্রহণ করলেন ॥৫৯॥

এইভাবে দৈবযোগে পথে তাদের দুজনের মধ্যে সখ্য হল যার কারণ অচিন্ত্যনীয়। এবারে তাদের একজন চৈত্ররথ প্রদেশে (কুবেরের মনোহর উদ্যানে) আর একজন সুশাসনরম্য বিদর্ভরাজ্যে প্রস্থান করলেন ॥ ৬০ ॥

বিদর্ভরাজ্যে এসে

তিনি নগরের উপকণ্ঠে পেঁছেছেন জেনে তাঁর আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিদর্ভরাজ, উদ্বেলিত-তরঙ্গ সমুদ্র যেমন চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে তেমনি করে, অজকে অভ্যর্থনা করলেন ॥৬১॥

বিদর্ভরাজ আগে আগে গিয়ে এঁকে নগরে প্রবেশ করিয়ে প্রসন্নচিত্তে এমন আদরযত্ন করতে লাগলেন যে মিলিত পুরবাসী বিদর্ভরাজকে আগন্তুক এবং অজকেই গৃহপতি ভাবতে লাগল ॥৬২॥

বিনম্র অনুচরেরা, রঘুসদৃশ অজকে রমণীয় নবনির্মিত পটমণ্ডপ দেখিয়ে দিলে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। তার দ্বারদেশে নির্মিত বেদীতে পূর্ণকুম্ভ রাখা হয়েছিল, মনে হল মূর্তিমান মদনদেব যেন বাল্যের পর (সুরম্য) যৌবন-দশায় উপনীত হলেন ॥৬৩॥

সেখানে যে কমনীয় কন্যারত্ন স্বয়ংবর সভায় রাজসমাজকে সম্মিলিত করে-ছিলেন তাঁকে পাবার ইচ্ছায় রাত্রে অজের নিদ্রা অনেকক্ষণ পরে তাঁর নয়নবর্তিনী হল, পতির অভিপ্রায়বোধে অসমর্থা প্রণয়িনী যেমন হয় তেমনি১৩ ॥ ৬৪ ॥

যাঁর কুন্তল স্থূল অংসদেশকে পীড়ন করেছিল, শয্যার আস্তরণ বিমর্দনে যার অঙ্গরাগ ম্লান হয়ে পড়েছিল, প্রখ্যাতধী সেই অজকে প্রভাতে জাগ্রত করলেন তারই সমবয়সী প্রগল্‌ভবাক্‌ চারণপুত্রেরা ॥৬৫॥

জাগরণী

হে সাধীশ্রেষ্ঠ! ভোর হল, শয্যা ত্যাগ করো। বিধাতা পৃথিবীর ভার দুভাগে ভাগ করেছেন। তার একদিক বিনিদ্রভাবে ধারণ করে আছেন তোমার পিতা, তার আর দিক অবলম্বন করে আছ তুমি ॥৬৬॥

তুমি নিদ্রাদেবীর বশীভূত হওয়ায় রাতে উপেক্ষ্যমাণা সৌন্দর্যদেবী খণ্ডিতা নায়িকার১৪ মতো যার দিকে তাকিয়ে ঔৎসুক্য দূর করছিলেন সেই চাঁদও দিগন্তে অস্ত যেতে যেতে তোমার মুখের লাবণ্য পরিত্যাগ করছে ॥৬৭॥

তাই অবিলম্বে মনোজ্ঞ উন্মীলনে দুটি জিনিস যুগপৎ পারস্পরিক সাদৃশ্য লাভ করুক। একটি তোমার চোখ, অপরটি পদ্ম। উন্মীলনের সময় তোমার নয়নের কোমল তারাদুটি স্পন্দিত হবে, পদ্মের (অবরুদ্ধ) ভ্রমরও (বাহিরে আসবার জন্যে) অস্থির হয়ে পড়বে ॥৬৮॥

প্রভাতবায়ু তোমার স্বাভাবিক মুখমারুতের সুবাস পরগুণে (অন্যসংক্রান্ত গন্ধে) লাভ করতে চেয়ে শিথিল তরুকুসুমকে বৃন্ত থেকে হরণ করছে, এবং তার সংগে সূর্যের স্পর্শে উন্মোচিত পদ্মের সঙ্গ নিচ্ছে ॥ ৬৯ ॥

তাম্রগর্ভ তরুপল্লবে পতিত হওয়ায় মুক্তাফলের মতো শুভ্র শিশির (সৌন্দর্যে) আরও উৎকর্ষ লাভ করায় তোমার (আরক্ত) অধরোষ্ঠে শুভ্র দন্তচ্ছটামণ্ডিত কৌতুক-হাস্যের মতোই শোভা পাচ্ছে ॥৭০॥

প্রতাপনিধি সূর্য ওঠার আগেই অরুণ দ্রুত অন্ধকার বিনাশ করে। হে বীর! বীরদের অগ্রগণ্য তুমি থাকতেও কি তোমার পিতা নিজে শত্রু দমন করবেন? ॥৭১॥

তোমার গজরাজেরা এপাশ-ওপাশ করে ঘুম থেকে উঠছে, এতে শৃঙ্খল আকর্ষণের ধ্বনি উঠছে। এইভাবে তারা শয্যা ত্যাগ করছে। তাদের দন্তরাজিতে তরুণ অরুণ রাগ সঞ্চারিত হওয়ায় মনে হচ্ছে তারা ধাতুময় সানুতে বপ্রক্রীড়া করে ফিরছে ॥৭২॥

হে কমলাক্ষ! দীর্ঘ পটমণ্ডপে-বাঁধা বনায়ুদেশীয়১৫ ঐ ঘোড়াগুলো নিদ্রা ত্যাগ করে তাদের সম্মুখে রাখা লেহনযোগ্য সৈন্ধবশিখার খণ্ডগুলো মুখের বাষ্পে মলিন করে তুলছে ॥৭৩॥

ম্লান পুষ্পোপহার শিথিলগ্রন্থি হয়ে পড়ছে। প্রদীপগুলো নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া খাঁচায় বদ্ধ তোমার এই মধুরবাক্ শুক পাখিটি তোমাকে জাগাতে গিয়ে আমরা যে সব কথা বলছি তার অনুকরণ করছে ॥৭৪॥

রাজহংসদের কলধ্বনিতে জেগে উঠে সুপ্রতীক নামে দিগ্‌গজ যেমন গঙ্গার সৈকতভূমি পরিত্যাগ করে তেমনি বৈতালিকপুত্রদের বিরচিতবচনে বিনিদ্র হয়ে কুমার শয্যাত্যাগ করলেন ॥৭৫॥

তারপর ললিতনেত্র অজ বিধিমতো প্রাতঃকর্তব্য সমাপন করলেন এবং প্রসাধনদক্ষেরা তাঁকে উপযুক্ত বেশে সজ্জিত করলে তিনি স্বয়ংবর সভায় সমাসীন রাজসমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন ॥৭৬॥

শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে 'অজের স্বয়ংবরে যাত্রা' নামে পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

সেখানে তিনি (কুমার অজ) দেখলেন, সুন্দর পোষাকে সজ্জিত পৃথিবীর রাজারা বিমানচারী দেবগণের শোভা নিয়ে, রাজোচিতভাবে অলংকৃত সিংহাসনে (সারে সারে) বসে আছেন ॥১॥

পত্নী রতির প্রার্থনায় তুষ্ট মহাদেব বুঝি মদনকে আবার তার শরীরটি ফিরিয়ে দিয়েছেন! কাকুৎস্থকে দেখে তাই মনে করে উপস্থিত রাজাদের মন ইন্দুমতীর আশা হারালেন ॥২॥

বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে কুমার (অজ) সাজানো সোপান-পথে মঞ্চে আরোহণ করলেন; যেমন ছোটো ছোটো শিলাখণ্ডে পা-রেখে সিংহশিশু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে ॥৩॥

উজ্জ্বলতম১ রঙের আস্তরণ-দেওয়া রত্নময় আসনে তিনি বসলেন—রূপে যেন একেবারে ময়ূরের পিঠে-চড়া কার্তিক ॥৪॥

সৌন্দর্যের আসল রূপটি (যেন) সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে হাজারভাগে ভাগ হয়ে অদ্ভুত তেজে চোখে ধাঁধিয়ে দিল—মেঘের রাশির গায়ে গায়ে যেমন বিদ্যুৎ ঝল্‌সে ওঠে ॥৫॥

সেই উজ্জ্বল-বেশবাসযুক্ত ও মহার্ঘ আসনে সমাসীন রাজদের মধ্যে নিজের তেজে দীপ্তিমান রঘুপুত্রকে কল্পবৃক্ষের মধ্যে পারিজাতের মতো মনে হল ॥৬॥

অন্য সব রাজাকে ছেড়ে পুরবাসীদের চোখ তার উপরে গিয়ে পড়ল, ফুলগাছ ছেড়ে দিয়ে ভোমরারা যেন উড়ে বসল মদস্রাবী বন্য গন্ধহাতির উপরে ॥৭॥

ইন্দুমতীর প্রবেশ—রাজাদের প্রতিক্রিয়া২

তারপরে—বন্দীদের বংশমর্যাদা জেনে-শুনে সূর্যবংশের আর চন্দ্রবংশের সব-রাজাদের স্তুতি গাওয়া হয়ে গেলে, অগুরুধূপের ধোঁয়া বাতাসে উড়ে পতাকা-গুলোকে ছাড়িয়ে গেলে, দিগ্‌দিগন্তে গভীর-গম্ভীর মঙ্গল-শঙ্খের ধ্বনি উঠলে, তাই শুনে নগরের উপকণ্ঠে উপবনের ময়ূরেরা (মেঘের গর্জন ভেবে) নেচে উঠলে—

মানুষে-বয়ে-আনা চতুর্দোলায় চড়ে, চারদিকে পরিজনসহ দুসারি মঞ্চের মধ্যেকার রাজপথে৩ প্রবেশ করলেন—

বধূবেশে স্বয়ংবরা কন্যা (ইন্দুমতী) ॥৮-১০॥

বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি, শত-শত চোখের একমাত্র লক্ষ্য ঐ কন্যার উপরে সমস্ত মন নিয়ে রাজারা পড়লেন—আসনে পড়ে থাকল শুধু দেহগুলো ॥১১॥

তার প্রতি মনোগত অভিলাষ নিয়ে রাজকুল প্রেমনিবেদনের অগ্রদূতের মতো বিভিন্ন প্রণয়চেষ্টা প্রকাশ করলেন যেমন গাছেরা পল্লবশোভা বিস্তার করে ॥১২॥

কেউ হাতের লীলাকমলের মৃণালটিকে দুহাতে চেপে ধরে ঘোরাতে থাকলেন, চঞ্চল পাপড়িগুলোর আঘাতে (ফুলে বসে থাকা) ভোমরা উড়ে গেল, রেণুগুলো উড়ে একটা মণ্ডল তৈরি করল ॥১৩॥

কোনো বিলাসী কাঁধ থেকে খসে পড়া, রত্নখচিত কেয়ূরে আটকে যাওয়া মালাটি টেনে ঠিক জায়গায় বসাতে গিয়ে সুন্দর মুখটি একটু বাঁকিয়ে নিলেন ॥১৪॥

অন্যজনে আবার চোখের দৃষ্টি একটু নামিয়ে আঙুলের আগাটি বাঁকিয়ে, নখের আঁকা-বাঁকা আলো ছড়িয়ে, সোনার পাদপীঠে কী যেন লিখলেন ॥১৫॥

একজন বাঁ-হাতটি আসনে ভর দিয়ে, এবং তার ফলে (বাঁ)-কাঁধটি একটু বেশি উঁচু করে বন্ধুর সঙ্গে ভীষণ আলাপ শুরু করলেন—তার গলার হার ঘুরে গিয়ে মেরুদণ্ড স্পর্শ করল। (অর্থাৎ বাঁ-দিক ঘেঁষে সে বেশ একটু ঘুরে বসেছিল) ॥১৬॥

এক যুবক প্রিয়তমার নিতম্বদেশে আঘাতে পটু নখ দিয়ে প্রেয়সীর মন-ভোলানো দন্তপত্র কেতকীফুলের প্রায়-সাদা পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগলেন ॥১৭॥

কারও বা লালপদ্মের মতো রাঙা হাতের তেলোয় অনেক রেখা ও ধ্বজ-চিহ্ন ছিল ; তিনি জড়োয়া আংটির জেল্লা ছড়িয়ে লীলাভরে পাশার দান দিলেন ॥১৮॥

কেউ ঠিক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও, একটু যেন নড়ে উঠেছে এমনভাবে মুকুটে হাত ছোঁয়ালেন—মুকুটে বসানো বজ্রমাণিকের ছটায় আঙুলগুলো ভরে গেল ॥১৯॥

রাজাদের পরিচয়

মগধদেশের৪ রাজা

তখন দ্বারপালিকা সুনন্দা, যে সব রাজার বংশ এবং কীর্তির কথা জানত,

রাজকুমারীকে প্রথমেই মগধদেশের রাজার কাছে নিয়ে পুরুষের মতো বাক্‌পটু ভঙ্গীতে বলল— ॥২০॥

ইনি মগধদেশের রাজা, ইনি শরণাগতদের একমাত্র আশ্রয়, এঁর স্বভাব গম্ভীর, প্রজাদের মনোরঞ্জন করেই তাঁর নাম 'রাজা', এঁর পরন্তপ নাম সার্থক হয়েছে ॥২১॥

অন্য রাজা যতই থাকুক হাজারে হাজারে, এঁকে দেখিয়েই সকলে পৃথিবীকে সুশাসিত বলে। গ্রহ-তারা নক্ষত্র অনেক থাকলেও চাঁদই রাত্রিকে আলোকময়ী করে ॥২২॥

ইনি অনবরত নানা যাগ-যজ্ঞ করেন, সেখানে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র উপস্থিত থাকেন—ফলে শচীদেবীর পাণ্ডুর কপোলে এসে-পড়া অলকাবলীতে দীর্ঘদিন হল মন্দারফুল শোভা পায় না ॥২৩॥৫

যদি চাও যে ইনি তোমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহলে (নগরীতে) প্রবেশ করার সময়ে রাজপ্রাসাদের জানলায় জানলায় দাঁড়ানো পাটলিপুত্রের পুরসুন্দরীদের (তোমাকে) চোখে দেখার আনন্দ দাও ॥২৪॥

সে এইরকম বললে সুন্দরী তার দিকে চেয়ে, দূর্বাঘাস আর মৌ-ফুলের মালাটি একটু দুলিয়ে, একটিও কথা না বলে একটি শুষ্ক নমস্কারে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন ॥২৫॥

বেত্রধারিণী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য রাজার সামনে নিয়ে গেল—হাওয়ায় দুলে ওঠা ঢেউ যেমন মানস সরোবরের রাজহংসীকে (এক পদ্ম থেকে) অন্য পদ্মফুলে নিয়ে যায়৬ ॥২৬॥

অংগদেশের৭ রাজা

(সুনন্দা) তাঁকে বলল—ইনি অংগদেশের রাজা, এঁর যৌবনলালিত্য সুর-সুন্দরীদেরও কামনার বিষয়, সূত্রকারেরা৮ স্বয়ং এঁর গজসমূহকে শিক্ষাদান করেছেন, পৃথিবীতে বাস করেও ইনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন ॥২৭॥

বড়ো বড়ো মুক্তাফলের মতো অশ্রুবিন্দুতে শত্রুনারীদের স্তনদেশ ভরিয়ে দিয়ে ইনি যেন ছিনিয়ে-নেওয়া হারগুলোই বিনা-সুতোয় গেঁথে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন ॥২৮॥

স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও এঁর মধ্যে দুটিই স্থান পেয়েছে—ওগো কল্যাণি, রূপে এবং মধুর বচনে তুমিই ওদের (দুজনের) তৃতীয়া সপত্নী হবার উপযুক্ত ॥২৯॥

তখন কুমারী অংগরাজের থেকে চোখ নামিয়ে ধাত্রীকে বললেন—'চলো'। তিনি (অঙ্গরাজ) সুদর্শন ছিলেন না তা নয়, ইন্দুমতী বিচার করতে জানতেন না তা-ও নয়, মানুষ-ভেদে রুচির তফাৎ হয় ॥৩০॥

অবন্তিদেশের৯ রাজা

তারপরে দ্বারপালিকা শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ (অথচ) সদ্য-ওঠা চাঁদের মতো সুন্দর এক রাজাকে ইন্দুমতীর চোখে আনল ॥৩১॥

ইনি অবন্তিদেশের রাজা, আজানুলম্বিতবাহু, বিশাল বক্ষোদেশ, মাঝখানটা

(কটিদেশ) ক্ষীণ এবং গোলাকার—ত্বষ্টার ধারাচক্রে বসিয়ে শাণিত সূর্যের মতোই ইনি দীপ্তিমান[১০] ॥৩২॥

এই রাজা যখন তিনশক্তি[১১] নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন এগিয়ে যাওয়া ঘোড়ার খুরের ধুলোর-ঝড়ে সামন্ত-রাজাদের মুকুটের মণির ছটা অঙ্কুরসুদ্ধ ঢাকা পড়ে যায় ॥৩৩॥

চন্দ্রশেখর-মহাদেবের মহাকালে[১২]-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কাছেই এঁর বাস, কৃষ্ণপক্ষেও ইনি প্রেয়সীদের সঙ্গে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করেন[১৩] ॥৩৪॥

ওগো রম্ভোরু, এই তরুণ-রাজার সঙ্গে শিপ্রানদীর ঢেউয়ে ভাসা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা উদ্যানসমূহে বিহার করতে মন চাইছে কি? ॥৩৫॥

কুমুদিনী যেমন বন্ধু-পদ্মফুলকে ফুটিয়ে-তোলা এবং শত্রু-পঙ্ক-রাশিকে তেজে শুকিয়ে দেওয়া সূর্যকে চায় না, তেমন চমৎকার লাবণ্যময়ী (ইন্দুমতী) বন্ধু-বৎসল এবং শত্রু-নাশক তাঁর প্রতি অনুরাগ অনুভব করলেন না ॥৩৬॥

অনূপদেশের[১৪] রাজা

সুনন্দা লালপদ্মের মতো তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্বগুণসম্পন্না, বিধাতার মাধুরীমাখা সৃষ্টি সেই সুন্দরীকে অনূপ-রাজার সামনে এনে আবারও বলল— ॥৩৭॥

পুরাকালে এক যোগী রাজা ছিলেন, তাঁর নাম কার্তবীর্য ; যুদ্ধের সময়ে তাঁর এক হাজার বাহু দেখা দিত, আঠারোটি দ্বীপে তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর 'রাজা'-নামটি সত্যিই অসাধারণ ছিল ॥৩৮॥

কেউ দুষ্কর্মের চিন্তা করা-মাত্রই শিক্ষক হয়ে তিনি ধনুক-হাতে সেখানে উপস্থিত হতেন ; প্রজাদের মনোগত অপরাধকেও তিনি নিবৃত্ত করতেন ॥৩৯॥

তিনি ইন্দ্রবিজয়ী লঙ্কেশ্বরকেও ধনুকের গুণে বেঁধেছিলেন, দশমুখে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকলেও নিজে প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন[১৫] ॥৪০॥

তাঁরই বংশে এই রাজা জন্মেছেন, এঁর নাম প্রতীপ, ইনি জ্ঞানবৃদ্ধদের অনুরাগী। আশ্রয়ের দোষে উৎপন্ন লক্ষ্মীর 'চঞ্চলা' এই অপবাদ ইনিই দূর করেছেন ॥৪১॥

যুদ্ধের সময়ে স্বয়ং অগ্নিদেবকে সহায় পেয়ে ইনি ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রি-স্বরূপ পরশুরামের কুঠারের শাণিত ধারকেও পদ্ম-পাপড়ির মতো (নিতান্তই কোমল) মনে করেন ॥৪২॥

যদি মাহিষ্মতী নগরীর প্রাচীর-নিতম্বের মেখলার মতো, জলস্রোতে উচ্ছল-সুন্দর রেবানদীকে প্রাসাদের জানলা দিয়ে দেখতে ইচ্ছে থাকে তবে এই আজানুলম্বিতবাহুর অঙ্কশায়িনী হও ॥৪৩॥

যথেষ্ট রূপবান হওয়া সত্ত্বেও সেই রাজাকে তাঁর মনে ধরল না। শরৎকালের নির্মেঘ আকাশের পূর্ণচাঁদকে যেমন পদ্মিনীর মনে ধরে না ॥৪৪॥

শূরসেনের[১৬] রাজা

অন্তঃপুরপালিকা তখন শূরসেনের রাজা সুষেণ সম্পর্কে কুমারীকে বলল, তাঁর কীর্তি লোক-লোকান্তরে প্রচারিত, সদাচারে তিনি (মাতৃকুল-পিতৃকুল) উভয়কুলের প্রদীপ-স্বরূপ ॥৪৫॥

এই যাজ্ঞিক রাজা নীপবংশে জন্মেছেন, এঁর মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণরাশি স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ত্যাগ করেছে১৭, শান্ত সিদ্ধাশ্রমে এসে প্রাণিকুল যেমন প্রকৃতিগত পরস্পর বিরোধও ভুলে যায় ॥৪৬॥

এঁর নিজের প্রাসাদে চাঁদের আলোর মতো নয়নাভিরাম শোভা, শত্রুদের নগরে এঁর তেজ দুঃসহ, সেখানে অট্টালিকার মাথায় ঘাস গজিয়েছে১৮ ॥৪৭॥

ইনি যখন জল-বিহার করেন তখন অন্তঃপুরসুন্দরীদের বুকের চন্দন জলে ধুয়ে যায়, ফলে মথুরায় বয়ে যাওয়া কালিন্দী-যমুনাকেও গঙ্গাজলের ঢেউ-ভরা মনে হয় ॥৪৮॥

গরুড়ের ভয়ে পালিয়ে কালিয়-নাগ যমুনাতীরে যে মণিটি ফেলে গিয়েছিল বুক-জুড়ে তার প্রভা ছড়িয়ে (অর্থাৎ তাকে গলার হারে বুকে দুলিয়ে) ইনি যেন কৌস্তুভধারী শ্রীকৃষ্ণকেও লজ্জা দেন ॥৪৯॥

ওগো সুন্দরি, এই তরুণকে পতিত্বে বরণ করে, চৈত্ররথের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এমন বৃন্দাবনে কোমল পল্লবের উপরে পাতা কুসুম-শয়নে তোমার যৌবনশ্রীকে উপভোগ করো ॥৫০॥

বর্ষাকালে গিরি-গোবর্ধনের১৯ রমণীয় গুহায় গুহায় জলে-ভেজা শিলাজতুর গন্ধে-ভরা শিলাতলে বসে ময়ূরের নাচ দেখো ॥৫১॥

সে-রাজাকে ছাড়িয়ে নদীর-ঘূর্ণির মতো সুন্দর নাভি নিয়ে অন্যের বধূ হতে তিনি চলে গেলেন, সাগর-পানে চলা স্রোতস্বিনী নদী যেমন পথে-পড়া পাহাড়কে এড়িয়ে যায় ॥৫২॥

কলিঙ্গরাজ২০

হেমাংগদ-নামে কলিংগরাজের হাতে কেয়ূর বাঁধা ছিল, তিনি শত্রুপক্ষকে বিনাশ করেছিলেন, তাঁর সামনে এসে পড়লে পূর্ণচন্দ্রমুখী রাজকন্যাকে বলল— ॥৫৩॥

ইনি মহেন্দ্রপর্বতের মতো শক্তিসম্পন্ন, মহেন্দ্রপর্বত এবং বিশাল সমুদ্রের ইনি অধিপতি, যুদ্ধে অভিযানের সময়ে মদধারাবর্ষী সেনা-হাতির রূপ ধরে মহেন্দ্র২১-পর্বতই যেন এঁর সামনে সামনে যায় ॥৫৪॥

ইনি ধনুর্ধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ; এঁর দুটি বিশাল বাহুতে দুটি চাপরেখা—যেন ইনি শত্রুরাজাদের বন্দিনী রাজলক্ষ্মীর কাজল-আঁকা দুই চোখের (দুটি) জলধারাকে বহন করছেন ॥৫৫॥

নিজের কক্ষে সুপ্ত থাকলে প্রহরশেষের তূর্যধ্বনিকে ছাপিয়ে সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষই এঁকে জাগিয়ে দেয়—সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন থেকেই দেখা যায় ॥৫৬॥

তাল-বনের মর্মরধ্বনিতে মুখরিত সমুদ্রের তীরে তীরে তুমি এঁর সঙ্গে বিহার করো, দ্বীপান্তর থেকে লবঙ্গ-ফুল উড়িয়ে এনে বাতাস তোমার (ক্লান্তির) ঘর্মবিন্দু মুছিয়ে দেবে ॥৫৭॥

সে এভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেও বিদর্ভরাজের রূপসী বোন তাঁর কাছ থেকে ফিরে গেলেন—মানুষ পুরুষকারের সাহায্যে অনেক দূর টেনে আনলেও প্রতিকূল ভাগ্যের বশে লক্ষ্মী যেমন ফিরে যান ॥৫৮॥

নাগপুরের[22] রাজা

তারপর দ্বারপালিকা উরগপুরের (উরগ = নাগ > নাগ সুতরাং উরগপুর = নাগপুর) দেবদর্শন রাজার সামনে এসে আগের মতোই ভোজকন্যাকে বলল—ওগো চকোরনয়নে, এইদিকে দেখো ॥৫৯॥

এঁর নাম পাণ্ড্য[23], কাঁধ থেকে লম্বা হয়ে দুলছে হারটি, হরিচন্দন এঁর অঙ্গরাগ হয়েছে—উদয়-সূর্যের রোদে রাঙা, নির্ঝরিণীর উচ্ছ্বাসযুক্ত পর্বতের মতোই এঁর শোভা ॥৬০॥

যে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্য পাহাড়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, বিশাল সমুদ্রকে এক নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ পান করে আবারও তা উগরে দিয়েছেন—ইনি অশ্বমেধ-যজ্ঞশেষে অবভৃথ-স্নান করে এলে—সেই অগস্ত্যই এঁকে প্রীতিভরে জিগ্যেস করেন, ঠিকমত স্নান হয়েছে কিনা ॥৬১॥

ইনি মহাদেবের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করেছেন। পুরাকালে জনস্থান-নগরের[24] বিনাশের আশঙ্কায় উদ্ধত লঙ্কাধিপতিও এঁর সঙ্গে আগে সন্ধি-স্থাপন করে তারপরে ইন্দ্রলোক জয় করতে যেতেন ॥৬২॥

এই উচ্চবংশের রাজা শাস্ত্রমতে তোমার পাণিগ্রহণ করলে বিপুলা পৃথিবীর মতো তুমিও রত্নাকর সমুদ্র যার মেখলা সেই দক্ষিণ দিগ্‌বধূর সপত্নী হবে ॥৬৩॥

মলয়স্থলী[25]তে সুপুরীগাছগুলোকে বেয়ে পানলতা উঠেছে, চন্দনগাছকে জড়িয়ে আছে এলাচলতা, তমাল গাছের পাতার আস্তরণ মাটিতে পাতা—সেখানে বারে বারে বিহার করতে ইচ্ছে হোক তোমার ॥৬৪॥

এই রাজা নীলোৎপলের মতো শ্যামবর্ণ, তোমার শরীরটি গোরোচনার মতো গৌরবর্ণ ; মেঘ আর বিদ্যুতের যোগের মতো তোমাদের মিলন পরস্পরের শোভা বর্ধন করুক ॥৬৫॥

তার এই উপদেশ বিদর্ভের রাজকন্যার মনে স্থান পেল না ; সূর্যাস্তের পর পাপড়ি গুটিয়ে নিলে চাঁদের কিরণ যেমন পদ্মের মধ্যে ঠাঁই করতে পারে না ॥৬৬॥

রাতের রাজপথে সঞ্চারিণী দীপশিখা সামনে এগিয়ে গেলে পিছনের অট্টালিকাগুলোর যে অবস্থা হয়, সেই স্বয়ংবরা (ইন্দুমতী) যাকে যাকে পেরিয়ে গেলেন সেই রাজাদের মুখও অমনি অন্ধকার (বিবর্ণ) হয়ে গেল[26] ॥৬৭॥

কুমার অজ

তিনি সামনে এসে দাঁড়ালে 'আমাকে বরণ করবে কি ?' এই ভেবে (রঘুর পুত্র) অজের মন আকুল হল ; তাঁর দক্ষিণবাহুতে বাঁধা কেয়ূরের ঘন-ঘন স্পন্দন সব সংশয়কে দূর করে দিল ॥৬৮॥

অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি তাঁর কাছে এসে রাজকুমারী আর অন্যের দিকে গেলেন না ; ভোমরার দল মুকুলিত সহকারকে পেয়ে আর অন্য গাছে যেতে চায় না ॥৬৯॥

চাঁদের-পারা ইন্দুমতীর মন তাঁর মধ্যে ডুবেছে দেখে বচনপটীয়সী সুনন্দা সবিস্তারে কথা বলতে শুরু করল ॥৭০॥

ইক্ষ্বাকুবংশে ককুৎস্থনামে এক মহাগুণী সবার সেরা রাজা ছিলেন। সেই

নাম নিয়েই উত্তরকোশলের২৭ বড়ো বড়ো রাজারা গর্ব করে নিজেদের 'কাকুৎস্থ' বলে পরিচয় দেন ॥৭১॥

যুদ্ধে ইন্দ্র বৃষ-রূপ ধারণ করলে তিনি (ককুৎস্থ) তার ঝুঁটিতে (ককুদে) বসে মহাদেবের ভঙ্গীতে অজস্র বাণবর্ষণ করেন, ফলে অসুররমণীদের চোখের জলে মুখের পত্রলেখা ধুয়ে গিয়েছিল ॥৭২॥

ঐরাবতের লাফালাফিতে ইন্দ্রের কেয়ূর আলগা হয়ে পড়লে তিনি নিজের কেয়ূরের ঘষায় তাকে ঠিক করে দিতেন, ইন্দ্র নিজের শ্রেষ্ঠ মূর্তিতে থাকলেও (অর্থাৎ দেবরাজের আসনেও) তিনি (ককুৎস্থ) তাঁর আসনের অর্ধাংশে বসতেন ॥৭৩॥

তাঁরই বংশে, বংশের প্রদীপস্বরূপ, কীর্তিমান্ রাজা দিলীপের জন্ম ; নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেও ইন্দ্রের ঈর্ষা-নিবৃত্তির জন্যেই তিনি যজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন২৮ ॥৭৪॥

তিনি যখন পৃথিবী শাসন করতেন তখন মত্তকামিনীরা অভিসারে যাওয়ার সময়ে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়লে কেই বা তাদের চুরি করতে হাত বাড়াবে ; বাতাসেও তাদের আঁচল টানত না ॥৭৫॥

তাঁরই পুত্র রঘু এখন রাজ্য-শাসন করছেন, তিনি বিশ্বজিৎ-নামে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন ; চারিদিক থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত ঐশ্বর্যকে দান করে দিয়ে তিনি মাটির পাত্রটুকু সার করেছেন ॥৭৬॥

তাঁর অবিচ্ছিন্ন যশ পাহাড়ের চূড়ায় পেঁৗছেচে, সাগর পেরিয়েছে, নাগ-লোকের পাতালে গিয়েছে, দ্যুলোকে পর্যন্ত উঠেছে—তাকে পরিমাপ করব, এমন আমার সাধ্য নেই !! ॥৭৭॥

দেবলোকের রাজা ইন্দ্রের যেমন জয়ন্ত, তেমনই তাঁর পুত্র এই কুমার অজ ; ইনি দক্ষ পিতার মতো করেই পৃথিবীর গুরুভার বহন করছেন—যেমন ছোটো এঁড়েটাও বড়ো ষাঁড়ের মতোই জোয়াল টানে ॥৭৮॥

বংশমর্যাদায়, রূপে, তারুণ্যে, বিনয় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত গুণে ইনি তোমার সমকক্ষ, এঁকে তুমি বরণ করো—মণিকাঞ্চনে যোগ হোক ॥৭৯॥

তখন—সুনন্দার কথা শেষ হলে, রাজকুমারী লজ্জা কাটিয়ে আনন্দের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারকে বরণ করলেন—সেটাই বুঝি তার বরণমালা ॥৮০॥

কুঞ্চিতকেশা সুন্দরী তরুণের প্রতি নিজের মনের ভাব মুখে বলতে পারলেন না, শালীনতায় বাধে ; তা যেন তাঁর শরীর ফুঁড়ে রোমাঞ্চ হয়ে বেরিয়ে পড়ল ॥৮১॥

সখীকে অমন দেখে বেত্রধারিণী পরিহাস করে বলল—আর্যে, চলো আমরা অন্যদিকে যাই। তখন বধূ রোষকুটিল চোখে তার দিকে তাকালেন ॥৮২॥

মাল্যদান

সেই করভোরু (ইন্দুমতী) মঙ্গলচূর্ণ-মাখানো, মূর্ত-মনুরাগের মতো ফুলের মালাটি ধাত্রীর হাত থেকে নিয়ে রঘুনন্দনের গলায় ঠিকমতো পরিয়ে দিলেন ॥৮৩॥

বরেণ্য রাজা (অজ) মঙ্গলপুষ্পে-গাঁথা মালাটিকে প্রশস্ত বক্ষোদেশে দুলতে দেখে মনে মনে ভাবলেন বিদর্ভের রাজকন্যাই বুঝি তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করে আছেন ॥৮৪॥

'চাঁদের সঙ্গে জ্যোৎস্না মিলেছে', 'জাহ্নবী তার যোগ্য সমুদ্রে পড়েছে'—সমানগুণের মিলনে আনন্দিত পুরবাসীরা সকলেই এই এক কথাই বললেন যা (প্রত্যাখ্যাত) রাজাদের কানে বাজল ॥৮৫॥

একদিকে আনন্দ-উচ্ছ্বসিত বরপক্ষ, অন্যদিকে শূন্যমনা (হতাশ) রাজমণ্ডল—যেন ভোরবেলার সরোবরে প্রফুল্ল পদ্ম আর ঘুমে ঢুলে পড়া (নিষ্প্রভ) কুমুদবন ॥৮৬॥

শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে 'স্বয়ংবরবর্ণনা' নামে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

তারপরে কার্তিকের সঙ্গে মিলিত দেবসেনার মতো যোগ্য-বরে পড়া বোনকে নিয়ে বিদর্ভের রাজা অন্তঃপুরের দিকে এগোলেন ॥১॥

আর অন্য রাজারা ভোজ-ভগিনীতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিজেদের রূপ এবং সাজ-সজ্জাকে ধিক্কার দিতে দিতে, সকালবেলার চাঁদ-তারাদের মতো ম্লান-মুখে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন ॥২॥

সেখানে স্বয়ং শচীদেবী উপস্থিত ছিলেন, তাই স্বয়ংবর-সভায় কোনো ব্যাঘাত হল না ; কাকুৎস্থের প্রতি ঈর্ষ্যায় কাতর হলেও, রাজারা নিজেদের শান্ত রাখলেন ॥৩॥

নববধূকে নিয়ে বর রাজপথে এলেন—সে পথ অভিনব উপকরণে (লতায়-ফুলে-মালায়) সাজানো হয়েছিল, তোরণগুলো ঝল্‌মল্‌ করছিল রামধনুর মতো, পতাকাগুলোর ছায়াতেই রোদ আটকাচ্ছিল ॥৪॥

তাই দেখার আগ্রহে পুরসুন্দরীরা অন্য সব কাজ ফেলে প্রাসাদে প্রাসাদে সোনার গবাক্ষে এইভাবে হুড়োহুড়ি করতে লাগল— ॥৫॥

গবাক্ষপথে হঠাৎ উঠে যেতে কারও চুলের বাঁধন খুলে মালা খসে পড়ল—বাঁধা আর হল না, খোলা চুল হাতে ধরেই সে চলল ॥৬॥

কেউ প্রসাধিকার কাছে পায়ের পাতাটি তুলে দিয়েছিল আল্‌তা পরাতে—না শুকোতেই সে পা-টি টেনে নিয়ে দৌড়ে জানলা পর্যন্ত আল্‌তা-পায়ের চিহ্ন এঁকে দিল ॥৭॥

আর একজন ডান চোখে কাজল দিয়ে বাঁ-চোখে পরার আগেই কাজলকাটি-টি নিয়ে বাতায়নের কাছে গেল ॥৮॥

অন্যজনে জানলার দিকে চেয়ে ছুটতে গিয়ে ঘাঘ্‌রার গিঁট খুলে গেলেও তাকে বেঁধে নিল না, কাপড়টি হাতে ধরেই সে দাঁড়িয়ে রইল ; অলংকারের প্রভা তার নাভিদেশে ছড়িয়ে পড়ল ॥৯॥

কারও মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছিল ; তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়াতে, রত্নগুলো একে একে খসে পড়ে তার বুড়ো-আঙুলে শুধু সুতোটা ধরা রইল ॥১০॥

তাদের আসবগন্ধে-ভরা দারুণ কৌতূহলী মুখগুলো চঞ্চল ভোম্‌রা-চোখ নিয়ে বাতায়নগুলোকে ভরে দিলে মনে হল সেগুলো যেন (অসংখ্য) সহস্রদলে (পদ্মফুলে) অলংকৃত হয়েছে ॥১১॥

সেই রমণীরা রঘুপুত্রকে দৃষ্টি দিয়ে নিঃশেষে পান করতে করতে অন্য

কাজের কথা ভুলে গেল। কারণ, তাদের অন্য সব ইন্দ্রিয়গুলো যেন চোখে জড়ো হয়েছিল ॥১২॥

পুরাঙ্গনাদের মন্তব্য

না-দেখা অনেক রাজাই মনে মনে তাকে চাইলেও ইন্দুমতী (ভোজ-কন্যা) স্বয়ংবরের কথা ভেবে ঠিকই করেছে। নয়তো, এ কেমন করে লক্ষ্মীর অনুরূপ নারায়ণের মতো নিজের উপযুক্ত বর পেত ? ॥১৩॥

যদি প্রজাপতি কমনীয়-কান্তি এই যুগলকে মিলিত না করতেন তবে তাঁর এদের দুজনকে এত সুন্দর করে গড়ার প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যেত ॥১৪॥

এরা নিশ্চয়ই রতি ও মদন ছিল (পূর্বজন্মে) ; তাই এই কন্যা হাজার রাজার মধ্যে থেকে নিজের সমান একে বেছে নিয়েছে। কারণ মন জন্মান্তরের সম্পর্ক বুঝতে পারে ॥১৫॥

পুরাঙ্গনাদের মুখের এইরকম শ্রবণমধুর কথা শুনতে শুনতে রাজকুমার মঙ্গলসজ্জায় উদ্ভাসিত সম্বন্ধীর প্রাসাদে উপস্থিত হলেন ॥১৬॥

তারপরে, তিনি করেণুকা থেকে অবতরণ করলেন কামরূপের রাজার হাতটি ধরে ; বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে, চত্বরের মধ্যে, যেন নারীকুলের হৃদয়ে, প্রবেশ করলেন ॥১৭॥

বিবাহ-অনুষ্ঠান

মহার্ঘ সিংহাসনে বসে তিনি রাজা ভোজের দেওয়া রত্ন (-অংগুরীয়), মধুপর্ক এবং রেশমী জোড়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন—সঙ্গে ছিল সুন্দরী অন্তঃপুরিকাদের কটাক্ষ ॥১৮॥

ক্ষৌমবস্ত্র পরে নিলে তাঁকে বিনীত অন্তঃপুররক্ষীরা বধূর কাছে নিয়ে এল,—নবোদিত চাঁদের কিরণরাশি যেমন ফেনিল সমুদ্রকে বেলাভূমিতে পৌঁছে দেয়[১] ॥১৯॥

সেখানে ভোজরাজের পুজো নিয়ে অগ্নিতুল্য পুরোহিত অগ্নিদেবকে আজ্য-ইত্যাদি আহুতি দিয়ে তাঁকেই বিবাহের সাক্ষী স্থির করে (অর্থাৎ অগ্নি-সাক্ষী করে) বধূ এবং বরের মিলন ঘটালেন ॥২০॥

নববধূর হাত ধরে রাজপুত্রকে আরও উজ্জ্বল দেখাল, কাছের অশোকলতার পল্লবকে সহকারতরু যেন নিজের পল্লবে জড়িয়ে নিল ॥২১॥

বরের মণিবন্ধ রোমাঞ্চিত হল, কনের হাতের আঙুল ঘেমে উঠল—পরস্পরের পাণিস্পর্শের মধ্যে দিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁদের (মনোগত) অনুরাগ যেন সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল ॥২২॥

শুভদৃষ্টি-পর্বের প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত (টান্ টান্ করে দেখা) পরস্পরের প্রতি সতৃষ্ণ[২] চোখে চমৎকার লাজুক সংকোচ দেখা দিল ॥২৩॥

জ্বলন্ত-অগ্নি-প্রদক্ষিণের সময়ে পরস্পরসংযুক্ত ঐ দম্পতি মেরু-প্রদক্ষিণরত ও রাত্রির মতো শোভা পেলেন ॥২৪॥

বিধাতাপ্রতিম গুরুর (পুরোহিতের) নির্দেশ পেয়ে লজ্জাবতী নিতম্বিনী নববধূ (প্রেম-) মত্ত চকোরপাখির মতো চোখ নিয়ে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি দিলেন ॥২৫॥

সেই অগ্নি থেকে হোমের শমীপল্লব ও খই-এর গন্ধমাখা পবিত্র ধোঁয়া উঠল। সে ধোঁয়া তাঁর (বধূর) মুখে (গালে) ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্যে কর্ণোৎপলের স্থান নিল ॥২৬॥

আচার-ধূম গ্রহণ করার সময়ে বধূর চোখ কাজলমেশা জলে ভরে গেল, বীজাঙ্কুরের কর্ণভূষণ মলিন হল, গালদুটো রাঙিয়ে উঠল ॥২৭॥

সোনার আসনে বর-কনেকে বসিয়ে স্নাতকেরা, বন্ধুবান্ধবসহ রাজা (ভোজ) এবং স্বামিপুত্রবতী রমণীরা একে একে তাদের উপরে জলে-ভেজা আতপচাল ছড়ালেন ॥২৮॥

বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ রাজা ভোজ এইভাবে ভগিনীর বিবাহ সম্পন্ন করে নিমন্ত্রিত রাজাদের পৃথক্ পৃথক্ সমাদরের জন্যে অনুচরদের আদেশ দিলেন ॥২৯॥

হিংস্র প্রাণীকে লুকিয়ে রেখে উপরে নির্মল সরোবরের মতো (বাইরে) আনন্দের ভাব দেখিয়ে রাজারা সমস্ত ক্ষোভ গোপন রাখলেন ; বিদর্ভের রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর দেওয়া উপহার যৌতুকছলে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন ॥৩০॥

তারপরে অন্য-রাজারা

সে রাজার দল কাজ-হাসিল করার জন্যে আগেই (পরস্পরকে) সংকেত দিয়ে ঠিক সময়ে ঐ কন্যা-ভোগকে৩ ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অজের যাবার পথে অবরোধ করে রইল ॥৩১॥

ইতিমধ্যে বিদর্ভের রাজা কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ সম্পন্ন করে আপন প্রতিষ্ঠার অনুরূপ সম্পদের যৌতুক-সহ রঘুপুত্রকে বিদায় দিয়ে নিজেও তাঁর অনুগমন করলেন ॥৩২॥

ত্রিভুবনখ্যাত অজের সংগে মাঝপথে তিন দিন বাস করে কুণ্ডিন-নগরের অধিপতি (অর্থাৎ ভোজ) তাঁর কাছ থেকে—অমাবস্যাশেষে সূর্যের কাছ থেকে চাঁদের মতো বিদায় নিলেন ॥৩৩॥

কোশলাধিপতির (রঘুর) প্রতি তাদের সর্বস্ব অপহরণ করার কারণে আগে থেকেই (দিগ্বিজয়ের সময় থেকেই) সকলে রুষ্ট ছিল ; সুতরাং তাঁরই পুত্রের এই স্ত্রীরত্নলাভ উপস্থিত রাজারা সহ্য করল না ॥৩৪॥

সেই দৃপ্ত রাজন্যবর্গ ভোজকন্যাকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁকে (অজকে) পথে অবরুদ্ধ করল—বলিরাজের দেওয়া ধন নিয়ে যাবার সময়ে প্রহ্লাদ যেমন বিষ্ণুকে করেছিল৪ ॥৩৫॥

কুমার অজ তাঁকে (ইন্দুমতীকে) রক্ষা করার জন্যে বহু-সেনা সহ পিতৃ-সচিবকে আদেশ দিয়ে—ভাগীরথীতে উত্তাল-তরংগ শোণনদের মতো—সেই রাজবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ॥৩৬॥

সমানে সমানে তুমুল যুদ্ধ বাধল—পদাতি পদাতির উপরে, রথারোহী রথীর উপরে অশ্বারোহী অশ্বারোহীর উপরে এবং গজারোহী গজারোহীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ॥৩৭॥

ঘোর তূর্যধ্বনিতে ধনুর্ধারীরা কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না, তারা নিজেদের বংশপরিচয় বলতে পারছিল না, তাদের বাণের লেখা থেকেই পরস্পরের বিখ্যাত নাম বলা হল ॥৩৮॥

যুদ্ধে ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়ল, রথের চাকার মণ্ডলে মণ্ডলে তা ঘন হল, আর হাতির কানের ঝটপটানিতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে তা চাঁদোয়ার৫ মতো হয়ে সূর্যকে ঢেকে দিল ॥৩৯॥

মাছ-আঁকা পতাকাগুলোর মুখ হাওয়ায় ছিঁড়ে সেনা-বাহিনীর রাশি রাশি ধুলোয় ভরে গিয়ে, তারা বর্ষার কলুষ জল পানরত সত্যি মাছেদের মতো দেখাল ॥৪০॥

সেই ঘন ধুলোয় রথের চাকার ধ্বনিতেই শুধু রথ চেনা গেল, চঞ্চল ঘণ্টাধ্বনিতেই হাতিকে বোঝা গেল, শুধুমাত্র স্বীয় প্রভুর নাম উচ্চারণ শুনেই আত্মপক্ষ এবং শত্রুপক্ষ নির্ণীত হল ॥৪১॥

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্টিরোধকারী দিগন্তব্যাপী ধুলোর অন্ধকারে ঘোড়া-হাতি এবং বীর যোদ্ধাদের অস্ত্রাঘাত থেকে ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তপ্রবাহকে বালসূর্য মনে হল ॥৪২॥

রক্তে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাওয়াতে ভাসছিল ধুলো (-র রাশি) ; মনে হচ্ছিল ছাই হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ নিভে যাওয়া) আগুনের প্রথম ওড়া ধোঁয়া ॥৪৩॥

প্রহারজনিত মূর্ছার ঘোর কেটে গেলে রথারোহীরা রথ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখে সারথিদের তিরস্কার করল৬, তারপরে পতাকা চিনে চিনে যারা আঘাত করেছিল সক্রোধে তাদেরই আক্রমণ করল ॥৪৪॥

মাঝপথে শত্রুপক্ষের বাণে কেটে দুখানা হয়ে গেলেও পাকা-হাতের ধনুর্ধরের সে বাণগুলি নিজের বেগে অর্ধেক ফলা নিয়েই লক্ষ্য বিদ্ধ করল ॥৪৫॥

হস্তি-যুদ্ধে ক্ষুরের ফলার মতো ধারালো চক্রে গজারোহীদের মাথা কেটে উড়ে গেল ; কিন্তু বাজপাখির নখের আগায় তাদের চুলগুলো আটকা পড়াতে সেগুলি মাটিতে পড়ল অনেক দেরিতে ॥৪৬॥

অশ্বারোহী যোদ্ধা এক আঘাতে (শত্রুকে) ঘায়েল করল, প্রতিপক্ষ যখন ঘোড়ার পিঠে (কাঁধে) লুটিয়ে পড়ে ফিরে আঘাত করতে অক্ষম তখন তাকে আর আঘাত করল না৭—মনে মনে চাইল তার জ্ঞান ফিরে আসুক ॥৪৭॥

শরীরের (প্রাণের) মায়া না করে বর্মধারী সৈন্যরা খাপ-খোলা তরোয়াল ঘোরাতে থাকলে, হাতির বড়ো বড়ো দাঁতে ঘা পড়ে পড়ে আগুন ছুটল ; ভয় পেয়ে তাদেরই শুঁড়ের জলে হাতিরা সে আগুন নিবিয়ে দিতে থাকল ॥৪৮॥

সে যুদ্ধক্ষেত্রকে মৃত্যুর পানভূমি মনে হল—তীরের ফলায় কাটা নরমুণ্ড তার ফল৮, মাথা থেকে খসে পড়া শিরস্ত্রাণগুলো তার পানপাত্র, রক্তস্রোত তার মদ্যপ্রবাহ ॥৪৯॥

কোনো মৃতদেহের একধার থেকে চিল-শকুনে ছিঁড়তে আরম্ভ করল, গলিত মাংসের লোভে এক (খেঁক) শেয়ালী কাটা হাতখানা টেনে নিয়েও কেয়ূরের কোণায় হাত কেটে যাওয়াতে সেখানা ফেলে পালাল ॥৫০॥

শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হয়ে একজন সদ্য সদ্য স্বর্গে পেঁাছল, সুরললনাকে বামাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সে (নীচের) যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেরই কবন্ধ-মূর্তিকে নাচতে দেখল ॥ ৫১ ॥

দুজনের সারথি নিহত হলে তারা নিজেরাই একজন রথী একজন সারথি হল, আবার (রথের) ঘোড়া দুটো নিহত হলে তারা বহুক্ষণ গদাযুদ্ধ করল, শেষে গদাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলে তারা বাহুযুদ্ধ করতে থাকল ॥ ৫২ ॥

কোথাও দুজনে পরস্পরকে আঘাত করে করে একই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করল,

দেবত্ব পেল, তার পরেও (যুদ্ধ শেষ হল না ;) একজন অপ্সরাকেই দুজনের চাই —তাই নিয়ে বিবাদ বাধল ॥ ৫৩ ॥

অনুকূল এবং প্রতিকূল বাতাসে ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসা এবং পিছিয়ে যাওয়া মহাসাগরের ঢেউ-এর মতো উভয়পক্ষেরই বিপুল সৈন্যব্যূহের অপর-পক্ষের কাছে অনিয়তভাবে জয় এবং পরাজয় হচ্ছিল ॥ ৫৩ ॥

অজের আক্রমণ

শত্রুপক্ষের কাছে নিজের সেনাদল পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মহাশক্তিধর অজ নিজেই শত্রুসেনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ; হাওয়াতে ধোঁয়া উড়ে যায় হয়তো, কিন্তু ঘাসটুকু পেলে আগুন তাতেই জ্বলে ওঠে ॥ ৫৫ ॥

কল্পান্তে (প্রলয়কালে) মহাবরাহ (রূপে বিষ্ণু) যেমন উদ্বেল মহাসাগরকে রুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি সেই দৃপ্ত বীর (অজ) রথারোহণ করে, তূণীর নিয়ে, বর্ম পরে, ধনুক-হাতে একা একাই সেই রাজন্যবর্গকে প্রতিরোধ করলেন ॥৫৬॥

মনে হল, যুদ্ধে তিনি বুঝি ডান হাতটি সুন্দরভাবে (অথবা সুন্দর ডান হাতটিকে) তূণীরের মুখেই ধরে রেখেছেন আর যোদ্ধার একবার আকর্ণ-টেনে ধরা ধনুকের গুণেই বুঝি শত্রু-নিধনের বাণগুলি উৎপন্ন হচ্ছে[১১] ॥ ৫৭ ॥

তিনি ভল্ল[১২] দিয়ে গলা কেটে শত্রুর ছিন্ন মস্তকে মাটি ঢেকে ফেললেন—প্রচণ্ড রাগে চেপে ধরায় তাদের (মুখের) ঠোঁটগুলো আরও লাল হয়ে উঠেছিল, (কপালে) উপরমুখো ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়েছিল এবং (মুণ্ডগুলো তখনও) প্রচণ্ড হুংকারে গম্‌গম্‌ করছিল ॥ ৫৮ ॥

(তখন) সব রাজা একসংগে মিলে, গজসেনা বেশি রেখে গোটা চতুরংগ সেনা সাজিয়ে, বর্ম-ভেদী থেকে শুরু করে সব অস্ত্র নিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধে তাঁর উপরে আঘাত হানল ॥ ৫৯ ॥

শত্রুসমূহের অজস্র অস্ত্রবর্ষণে তাঁর (অজের) রথ ঢাকা পড়ে গেল, শুধু তাঁর রথের ধ্বজাটুকু দেখা গেল ;—যেন কুয়াশায় ঢাকা (শীতের) সকাল, সূর্যের আলো সামান্য উঁকি দিচ্ছে ॥ ৬০ ॥

মহারাজ (রঘুর)—পুত্র, কন্দর্পকান্তি কুমার (অজ) ঘুমের ঘোর কাটিয়ে (অর্থাৎ সচেতনভাবে, বুঝে-শুনে) প্রিয়ংবদের কাছ থেকে পাওয়া[১৩] 'প্রস্বাপন' নামে (ঘুম-পাড়ানি) গান্ধর্ব অস্ত্রটি রাজাদের উপর নিক্ষেপ করলেন ॥৬১॥

তার ফলে রাজাদের সৈন্যরা হাতের ধনুক ছেড়ে দিল, তাদের শিরস্ত্রাণ এক কাঁধে হেলে পড়ল, রথের ধ্বজার খুঁটিতে শরীরটি এলিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ হেলান দিয়ে) তারা ঘুমে ঢুলে পড়ল ॥ ৬২ ॥

তারপরে কুমার (অজ) প্রেয়সী যার রসগ্রহণ করেছে (অর্থাৎ ইন্দুমতীর চুম্বনে ধন্য) সেই অধরোষ্ঠে শঙ্খধ্বনি করলেন—তাইতে মনে হল, অদ্বিতীয় বীর বুঝি আপন বাহুবলে অর্জিত মূর্ত যশই পান করছেন ॥ ৬৩ ॥

পরিচিত শঙ্খধ্বনি শুনে তাঁর নিজের যোদ্ধারা ফিরে এসে ঘুমন্ত শত্রু-কুলের মাঝে তাঁকে দেখল—যেন একরাশ মুকুলিত পদ্মের মধ্যে জ্বল্‌জ্বলে চাঁদের প্রতিবিম্ব ॥ ৬৪ ॥

তিনি রাজাদের পতাকায় পতাকায় রক্তমাখা তীরের ফলা দিয়ে লিখলেন—"এবারে রঘুকুমার তোমাদের যশ হরণ করেছেন কিন্তু দয়া করে প্রাণনাশ করলেন না ॥ ৬৫ ॥

অজ ও ইন্দুমতী

তিনি ধনুকের প্রান্তে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, শিরস্ত্রাণ খুলে যাওয়ায় মাথার চুল এলোমেলো, কপালে জমে উঠেছে পরিশ্রমের স্বেদবিন্দু—ভীতা প্রিয়ার কাছে এসে কথা বললেন ॥ ৬৬ ॥

"বিদর্ভের রাজনন্দিনি, আমি বলছি, [অনুমতি দিচ্ছি] একবার শত্রুদের চেয়ে দেখো, একটি শিশুও ওদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে ; এইরকম বীরত্ব [রণনৈপুণ্য] নিয়ে এরা কিনা আমার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে এসেছিল !" ॥৬৭॥

শত্রুদের ভয়ে যে বিষাদ এসেছিল, তা মুহূর্তে দূর হল, তাঁর (ইন্দুমতীর) প্রসন্ন মুখটি নিঃশ্বাস-বাষ্প-মুক্ত নির্মল দর্পণের মতো শোভা পেল ॥৬৮॥

অত্যন্ত খুশি হয়েও লজ্জায় তিনি নিজে প্রিয়তমকে প্রশংসা করলেন না, সখীদের কথায় তাঁকে অভিনন্দিত করলেন—নবীন মেঘের বর্ষণে সিক্ত ভূমি যেমন ময়ূরের কেকারবে মেঘবৃন্দকে তার উল্লাস জানায় ॥৬৯॥

নির্দোষ অজ রাজাদের মাথায় বাঁ-পাটি তুলে দিয়ে নিষ্কলঙ্ক তাঁকে (ইন্দুমতীকে) নিজের করে পেলেন। তাঁর রথের চাকার এবং ঘোড়ার খুরের ধুলোয় ইন্দুমতীর অলকের প্রান্তভাগ রুক্ষ-ধূসর, তিনিই বুঝি যুদ্ধের মূর্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী ॥৭০॥

এই সংবাদ রঘু আগেই (দূতমুখে) জেনেছিলেন, গৌরবময়ী-পত্নী-সহ ফিরে এলে তিনি বিজয়ী পুত্রকে অভিনন্দিত করলেন। তারই হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তিনি শান্তিমার্গ অবলম্বন করতে আগ্রহী হলেন। বংশের ভার-গ্রহণে যোগ্য (সন্তান) থাকতে সূর্যবংশীয়েরা আর গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন না ॥৭১॥

শ্রীকালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অজপাণিগ্রহণ' নামে সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ

অজের হাতে রাজ্যভার অর্পণ

তারপরে—

বিয়ের মংগলসূত্র১ তখনও অজের হাতে বাঁধা, রাজা রঘু দ্বিতীয় ইন্দুমতীর মতোই বসুন্ধরাকেও তাঁর (অজের) করতলগত করে দিলেন ॥১॥

নানা দুষ্কর্ম করেও রাজার ছেলেরা যা আত্মসাৎ করতে চায়, তাকেই অজ পেলেন আপনা থেকে—গ্রহণ করলেন পিতার আজ্ঞারূপে, ভোগলালসায় নয় ॥২॥

বশিষ্ঠের আনা পুণ্য-সলিল-সেচনে তাঁর (অজের) সংগে অভিষিক্ত হয়ে ধরণী যেন নির্মল বাষ্পোচ্ছ্বাসে জানালেন 'আমি ধন্য' ॥৩॥

অথর্ববেদে অধিজ্ঞ গুরুদেব বশিষ্ঠ সংস্কার সাধন করলে তিনি শত্রুদের পক্ষে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন ; কারণ ক্ষাত্র বীর্যের সংগে ব্রহ্মতেজের এই মিলন বাতাস এবং অগ্নির যোগ ॥৪॥

নতুন রাজাকে দেখে প্রজারা ভাবল, রঘুই বুঝি আবার যৌবন ফিরে

পেয়েছেন। কারণ, তিনি (অজ) শুধু সম্পদ নয়, পিতার সকল গুণেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন ॥৫॥

অজ পৈতৃক সম্পদ-প্রতিষ্ঠাতে অধিষ্ঠিত, তাঁর নবীন যৌবন বিনয়ে অলংকৃত—দুটিই দুই কল্যাণময়২ জোড়ে মিলে আরও শোভন হল ॥৬॥

হঠকারিতা যেন তাঁর কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি না করে, সেভাবেই মহাবাহু অজ নবোঢ়া বধূর মতো করে সদ্যপ্রাপ্ত পৃথিবীকে ধৈর্যের৩ সঙ্গে উপভোগ করছিলেন ॥৭॥

প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাবত, "রাজা আমাকেই পছন্দ করেন" ; শত শত নদী এসে পড়লেও সমুদ্র যেমন কাউকে ফেরায় না, তিনিও কাউকে উপেক্ষা করতেন না ॥৮॥

তিনি অতিরিক্ত তীক্ষ্ম বা অতিরিক্ত মৃদু-স্বভাব ছিলেন না ; মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তিনি (অন্য) রাজাদের উৎখাত না করেও বশীভূত করলেন—বাতাস যেমন গাছগুলোকে উপড়ে না ফেলে শুধু আনত করে ॥৯॥

তখন—প্রজাদের মধ্যে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখে রঘু আপন আত্মজ্ঞানের প্রেরণায়৪ নশ্বর বিষয়সমূহে এমনকি স্বর্গসুখেও নিঃস্পৃহ হলেন ॥১০॥

দিলীপ-বংশীয়েরা সকলে পরিণত বয়সে গুণবান্ পুত্রের হাতে সম্পদশ্রীকে ন্যস্ত করে সংযমের সঙ্গে বল্কলধারী সন্ন্যাসীর পথ অবলম্বন করতেন ॥১১॥

তাঁকে বনবাসে উন্মুখ দেখে পুত্র (অজ) উষ্ণীষে মনোহর মাথাটি নুইয়ে পিতার চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন—'আমাকে ছেড়ে যাবেন না' ॥১২॥

পুত্রবৎসল রঘু তাঁর সজলনয়নের ঐ প্রার্থনাটি পূরণ করলেন, কিন্তু সাপের খোলসের মতো পরিত্যক্ত রাজ্য-শ্রীকে আর গ্রহণ করলেন না ॥১৩॥

তিনি শেষ আশ্রম৫ গ্রহণ করে, সব ইন্দ্রিয়কে সংযত রেখে নগরের উপকণ্ঠে বাসা (কুটীর) বাঁধলেন— পুত্রবধূর মতো পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মীর সেবা পেলেন৬ ॥১৪॥

রঘু এবং অজ

রাজবংশে পুরাতন রাজা প্রশান্তিতে মগ্ন, নতুন রাজা অভ্যুদয়ে দীপ্তিমান্—তার তুলনা ছিল অস্তমিতপ্রায় চাঁদ আর উদয়-সূর্যকে (একই সঙ্গে) ধরে রাখা আকাশ ॥১৫॥

সন্ন্যাসী এবং রাজার বেশে রঘু এবং রঘুপুত্রকে সমস্ত লোকে দেখল যেন নিঃশ্রেয়স্ এবং অভ্যুদয়, এই দুই ধর্মের অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ ॥১৬॥

অলব্ধ-লাভের উদ্দেশ্যে অজ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন, অক্ষয় মুক্তিজ্ঞানের জন্যে রঘু তত্ত্বদর্শী যোগিগণের সঙ্গে মিলিত হলেন ॥১৭॥

তরুণ রাজা প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিচারাসন গ্রহণ করলেন—প্রবীণ রাজা নির্জনে পবিত্র কুশাসনটি টেনে নিয়ে ধ্যানে বসলেন ॥১৮॥

প্রভুশক্তির৭ বলে একজন আশে-পাশের৮ রাজাদের বশে আনলেন, অন্যজন যোগাভ্যাস করে শরীরস্থ পাঁচটি৯ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করলেন ॥১৯॥

নবীন রাজা পৃথিবীতে শত্রুদের সব উদ্যোগকে গুঁড়িয়ে দিতে সচেষ্ট

হলেন, অন্যজন জ্ঞানাগ্নিতে নিজের সব কর্মফল পুড়িয়ে ফেলতে১০ সক্রিয় হলেন ॥২০॥

পরিণাম বুঝে শুনে অজ সন্ধি থেকে আরম্ভ করে ছ'টি১১ গুণ প্রয়োগ করলেন; আর রঘু (শাণে-সোনায় এক করে) 'টাকা মাটি মাটি টাকা' মেনে তিনটি গুণকে১২ প্রকৃতিস্থ রেখে জয় করলেন ॥২১॥

কর্মিষ্ঠ নবীন রাজা কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠানে বিরত হলেন না, প্রবীণ স্থিতধী পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পেয়ে যোগাসন ত্যাগ করলেন না ॥২২॥

এইভাবে তাঁরা শত্রুর প্রসার দমনে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ-সংযমে সচেতন রইলেন। অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সে আগ্রহী হয়ে তাঁরা দুজনে (দ্বিবিধ) অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করলেন ॥২৩॥

সর্বভূতে সমদর্শী রঘু অজের মুখ চেয়ে (এভাবে) কয়েকটা বছর কাটালেন, তারপরে যোগসমাধিতে (মোহ-) অন্ধকারের অতীত অবিনাশী পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলেন ॥২৪॥

পিতার দেহত্যাগের কথা শুনে রঘুপুত্র দীর্ঘসময় অশ্রুপাত করলেন, আহিতাগ্নি (অজ) সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর অগ্নিসংস্কারশূন্য১৩ অন্ত্যেষ্টি-আচার সম্পন্ন করলেন ॥২৫॥

বাবাকে ভালোবেসেই তিনি পিতৃকার্যের বিধান মেনে তাঁর পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেছিলেন; কারণ, ঐভাবে যাঁরা দেহত্যাগ করেন তাঁরা পুত্রের পিণ্ডদানের আকাঙ্ক্ষা করেন না ॥২৬॥

যে পিতা পরমা মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁর উদ্দেশে শোক করা উচিত নয় বুঝে তিনি তত্ত্ববিদ্‌দের উপদেশ শুনে মনোব্যথা দূর করলেন। অন্যদিকে ধনুকে শরাসন সর্বদা প্রস্তুত রেখে তিনি. জগতে প্রতিপক্ষের শাসন নির্মূল করলেন। (অর্থাৎ একাধিপত্য স্থাপন করলেন) ॥২৭॥

অনন্য পৌরুষদীপ্ত তাঁকে পতিরূপে পেয়ে পৃথিবী বহুরত্ন প্রসব করল এবং কান্তা ইন্দুমতী একটি বীর পুত্রের জন্ম দিলেন ॥২৮॥

হাজার আলোর রোশনাই-এর মতো উজ্জ্বল সে, তার নামযশ দশদিকে ছড়িয়ে যাবে, সে দশানন রাবণের ঘাতকের (অর্থাৎ রামচন্দ্রের) জনক—তাই পণ্ডিতেরা তার নাম রাখলেন 'দশরথ' ॥২৯॥

বিদ্যাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ এবং পুত্রজন্মের মধ্যে দিয়ে রাজা (অজ) ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ এবং পিতৃ-ঋণ শোধ করলেন১৪। পরিবেশমুক্ত১৫ প্রখর সূর্যের মতোই তাঁর দীপ্তি ছিল ॥৩০॥

তাঁর শক্তি ছিল বিপন্ন মানুষের ভয় দূর করতে, অগাধ বিদ্যা ছিল বিদ্বজ্জনেদের সম্বর্ধনা করতে—শুধু ধনসম্পদ নয়, তাঁর গুণাবলীও ছিল অন্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত ॥৩১॥

ইন্দুমতীর অকালমৃত্যু

একদিন।

প্রজাপালন চলছে ঠিকমতো; পুত্রটি হয়েছে সুকুমার। নন্দনকাননে শচীদেবীর সঙ্গে ইন্দ্রের মতো রানীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নগরের উপবনে বিহার করছিলেন ॥৩২॥

তখন—

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে গোকর্ণস্থিত১৬ মন্দিরে মহাদেবকে বীণায় সুর শোনাতে নারদমুনি যাচ্ছিলেন আকাশপথে (অথবা, সূর্যের দক্ষিণায়নের পথ ধরে)১৭ ॥৩৩॥

তাঁর বীণার মাথায় বাঁধা ছিল দিব্য-পুষ্পে-গাঁথা একখানি মালা। তার সৌরভে আকৃষ্ট হয়েই যেন ঝোড়ো হাওয়া সেটিকে উড়িয়ে নিল ॥৩৪॥

ফুলের গন্ধে মুনির বীণাটিকে ঘিরে থাকা ভ্রমরের দল—যেন সে বাতাসের এই অপমানে কাজলে-মেশা চোখের জল ফেলছে ॥৩৫॥

সে দিব্য মালাটি মকরন্দের গন্ধভরে (মর্ত্যের) তরুলতাদের বসন্তশোভাকেও হার মানিয়ে—উড়তে উড়তে—রাজার প্রেয়সীর স্তনাগ্রভাগে এসে থামল ॥৩৬॥

ভরা বুকের মাঝখানটিতে মুহূর্তের জন্যে সখীর মতো (ঝাঁপিয়ে পড়া) মালাটিকে দেখে রাজবধূ রাহুগ্রস্ত চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো অবশ মূর্ছায় চোখ বুজলেন ॥৩৭॥

হতচেতন দেহটিকে নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ার সময়ে তিনি স্বামীকেও টেনে নিয়েছিলেন—প্রদীপের শিখাটি যখন মাটিতে পড়ে কিছু তৈলবিন্দুও তার সংগে থাকে ॥৩৮॥

তাঁদের দুজনকে ঘিরে যে অনুচরেরা ছিল তাদের তুমুল আর্তনাদে ত্রাসিত হয়ে পদ্মঝিলের পাখিরা পর্যন্ত সমব্যথীর মতো কেঁদে উঠল ॥৩৯॥

জলবাতাসে রাজার মূর্ছা দূর হল, রানী কিন্তু তেমনই পড়ে রইলেন। কারণ, আয়ুর অবশেষ থাকলে তবেই চিকিৎসার ফল পাওয়া যায় ॥৪০॥

অজের বিলাপ

তখন—

প্রিয়াবল্লভ রাজা সুন্দরীর নিষ্প্রাণ শরীরটিকে ছিন্নতন্ত্রী বীণার মতো করে জড়িয়ে ধরে পরিচিত (ভংগীতে।) কোলে তুলে নিলেন ॥৪১॥

তাঁর নিশ্চেতন বিবর্ণ শরীরটিকে কোলে নিয়ে স্বামী (অজ)—যেন মলিন মৃগাংক-আঁকা ভোরের (নিষ্প্রভ) চাঁদ ॥৪২॥

তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে থাকলেন—স্বাভাবিক ধৈর্য পর্যন্ত হারিয়ে গেল ; অতিরিক্ত দহনে লোহাও গলে যায়, মানুষের তো কথাই নেই ॥৪৩॥

হায়! (কিছুই না!) শরীরে ফুলের ছোঁয়াতেও যদি প্রাণ যায়, তবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতের আর কী-ই বা উপকরণ বাকি থাকে? ॥৪৪॥

অথবা, যমরাজ কোমল বস্তুকে কোমল অস্ত্র দিয়েই সংহার করতে উদ্যত হন, এ বিষয়ে তুষারপাতে পদ্মিনীর বিনাশই মনে হয় প্রথম দৃষ্টান্ত ॥৪৫॥

ফুলের মালা, এ যদি প্রাণনাশিনী হয়, তবে আমার বুকে রাখলে তা আমাকে মারছে না কেন, ঈশ্বরের ইচ্ছে-মতোই বিষও কখনও অমৃত হয়ে ওঠে আবার অমৃতও কখনও বিষে পরিণত হয় ॥৪৬॥

অথবা,

আমারই ভাগ্য-বিপর্যয়, তাই বিধির এই (বিনামেঘে) বজ্রাঘাত। তাই সে (এই অদ্ভুত বজ্র) গাছ উপড়ে ফেলে নি, তাকে জড়িয়ে থাকা লতাটিকে মুড়িয়ে শেষ করেছে ॥৪৭॥

তুমি যে অপরাধ করলেও কখনও মুখ ফিরিয়ে নাও নি (আমাকে অনাদর কর নি)। সেই তুমি আজ বিনা দোষে আমাকে ডেকে একটা কথাও কি বলবে না? ॥৪৮॥

শুচিস্মিতে, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি শঠ, কপট-প্রেমিক ভেবেছ! তাই কি আমাকে কিছু না বলে, চিরকালের মতো এখান থেকে পরলোকে (অন্য কোথা অন্য কোনোখানে!) চলে গেলে! ॥৪৯॥

আমার এ পোড়া প্রাণ তো প্রেয়সীর সঙ্গ নিয়েছিলই! তবে আবার তাকে ছেড়ে ফিরে এল কেন? এখন সে নিজের কর্মফলের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করুক ॥৫০॥

তোমার মুখে রতিশ্রমে জমে ওঠা ফোঁটা ফোঁটা ঘাম এখনও শুকোয়নি, অথচ তুমি আর নেই! মানুষের জীবনের এই শূন্যতাকে ধিক্! ॥৫১॥

আমি তো মনে মনেও কখনও তোমার অপ্রিয় কিছু করিনি, তবুও আমাকে ত্যাগ করছ কেন? সত্যি বলছি, আমি শুধু নামেই মহীপতি, আমার সত্যিকারের[১৮] ভালবাসা সে তো তোমাতেই! ॥৫২॥

করভোরু, বাতাসে উড়ছে তোমার ফুলজড়ানো ঢেউখেলানো ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলী, আমার মনে হচ্ছে তুমি বুঝি ফিরে এলে ॥৫৩॥

তাই (সত্যি সত্যি) জেগে উঠে আমার সর্ব দুঃখ দূর করে দাও প্রিয়ে। রাত্রিতে ওষধিরা জ্বল্‌জ্বল্ করে হিমালয়ের গুহার অন্ধকারকে যেমন সরিয়ে দেয়[১৯] ॥৫৪॥

তোমার চুল এলোমেলো, মুখে একটাও কথা নেই,—রাতের ভ্রমরগুঞ্জনশূন্য নুয়ে পড়া একক পদ্মফুলের মতো এ মুখ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ॥৫৫॥

রজনী আবারও চাঁদের কাছে আসবে, প্রেমিকা চক্রবাকী তার জোড়া চক্রবাকের কাছে আবারও আসবে,—তাই তারা[২০] বিরহের বিচ্ছেদ সইতে পারে, কিন্তু তুমি চিরকালের মতো চলে গিয়ে আমাকে কি দগ্ধে মারছ না? ॥৫৬॥

কচি-পাতার আস্তরণে শুয়েই যে তোমার ননীর শরীরে কষ্ট হত; বামোরু, তাহলে বলো, এখন তুমি চিতায় ওঠা কেমন করে সইবে? ॥৫৭॥

তোমার নির্জন আসঙ্গের[২১] প্রথম সহচরী এই মেখলা তোমার চলার বিলাস স্তব্ধ হওয়াতে নীরব; শোকে ও চিরঘুমে-ঘুমিয়ে-থাকা তোমাকেই অনুসরণ করছে ॥৫৮॥

তোমার কণ্ঠস্বর কোকিলবধূর কলকাকলিতে, মদালসা গতি কলহংসীদের চলায়, তোমার প্রাণচঞ্চল দৃষ্টি হরিণীদের চাউনিতে, তোমার বিলাস বাতাসে কম্পিত লতায় লতায়[২২]—স্বর্গসুখের আগ্রহ সত্ত্বেও তুমি ঐ গুণগুলিকে আমার কথা ভেবে রেখে গিয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমার বিরহে ব্যথাতুর আমার হৃদয়কে কিছুই ধরে রাখতে পারছে না ॥৫৯-৬০॥

তুমি এই সহকারতরু আর প্রিয়ঙ্গুলতার[২৩] জোড় বেঁধে দিয়েছ, তাদের বিয়ের পালা না চুকিয়ে তুমি ওদের ছেড়ে যাচ্ছ, এ তো ঠিক নয় ॥৬১॥

তোমার (পদাঘাতের) দোহদপূরণেই অশোকতরু ফুলে ভরে উঠেছে, তোমার অলকাভরণের সেই ফুল আমি কেমন করে চিতার মালায় নেব? ॥৬২॥

ননীর পুতলি আমার! তোমার মুখরিত-রুনু-ঝুনু-নূপুর-বাঁধা দুর্লভ পদাঘাত স্মরণ করেই বুঝি তোমার শোকে ঐ অশোকতরু কুসুমাশ্রু বর্ষণ করছে ॥৬৩॥

কিন্নরকণ্ঠি[২৪]! ঘুমিয়ে পড়লে কেন? আমার সঙ্গে বসে তোমার নিঃশ্বাসের

মতো সুরভি-মাখা বকুলফুলের সৌখিন মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি! ॥৬৪॥

সখীরা তোমার সুখে-দুঃখে সমব্যথী, প্রতিপদের চাঁদের মতো তোমার পুত্র, আমি একমাত্র তোমাতে অনুরক্ত—তবুও তোমার এই উদ্যোগ সত্যি বড়ো নিষ্ঠুর! ॥৬৫॥

আজ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, প্রেম-সম্ভোগ ঘুচেছে, গান থেমেছে, বসন্ত উৎসবশূন্য, অলংকারের প্রয়োজন মিটেছে, আমার শয্যা যে একেবারে শূন্য! ॥৬৬॥

তুমি আমার ঘরণী, পরামর্শের সচিব, প্রেমের বঁধু, ললিতকলায় আদরের শিষ্যা—নিষ্করুণ বিধি তোমাকে কেড়ে নিয়ে আমার কী না নিয়ে গেল বলো? ॥৬৭॥

মদিরাক্ষি! তুমি আমার মুখের ছোঁয়া সুরভি-মদিরা পান করেছ, আজ পরলোকে আমার অশ্রুমলিন জলাঞ্জলি কি করে পান করবে? ॥৬৮॥

(হাজার) ঐশ্বর্য থাক। তোমাকে হারিয়ে অজের সব সুখ এখানেই শেষ! কোনো লোভনীয় বিষয় আমাকে টানতে পারে না, আমার সব আনন্দ তোমাকে ঘিরেই ছিল ॥৬৯॥

কোসলাধিপতি প্রিয়াকে নিয়ে এইরকম করুণ বিলাপ করে করে তরুলতা-দেরও দ্রবীভূত রসের অশ্রুবর্ষণ২৫ করালেন ॥৭০॥

তারপর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর কোল থেকে কোনমতে সুন্দরীকে সরিয়ে নিয়ে, শেষ সাজে সাজিয়ে, অগুরু-চন্দন-কাঠের আগুনে তাঁকে (ইন্দুমতীকে) বিসর্জন দিলেন ॥৭১॥

রাজা (অজ) বিদ্বান্, স্ত্রীর সঙ্গে সহমরণে গেছেন এই অপবাদের আশংকায় তিনি অগ্নিতে দেহ উৎসর্গ করলেন না, প্রাণের মায়ায় নয় ॥৭২॥

দশদিন পরে শাস্ত্র মেনে তিনি নগরের উপবনেই গুণবতী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করলেন ॥৭৩॥

তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, ইন্দুমতী নেই, যেন শেষ রাতের (নিষ্প্রভ) চাঁদ; তাঁরই শোকের প্রবাহ দেখতে পেলেন পুরবধূদের মুখের অশ্রুধারায় ॥৭৪॥

বশিষ্ঠের সান্ত্বনা

ইতিমধ্যে কুলগুরু (বশিষ্ঠ) আশ্রমে যজ্ঞের জন্যে দীক্ষা নিয়ে ধ্যানযোগে জানতে পারলেন, তিনি শোকে বিমূঢ়; এক শিষ্যের মুখে বলে পাঠালেন— ॥৭৫॥

গুরুদেবের যজ্ঞ শেষ হয়নি, তাই আপনার শোক-সন্তাপের কথা জেনেও নিজে আপনার কাছে এসে বিচলিত আপনাকে২৬ প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না ॥৭৬॥

হে সদাচার, তাঁর সংক্ষিপ্ত উপদেশবাণী নিয়ে আমি এসেছি। আপনার ধৈর্য ভুবনবিদিত, আপনি সে কথাটি শুনুন, তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুন ॥৭৭॥

অনাদি পুরুষের সকল পাদবিক্ষেপের২৭ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই ত্রিতয়কে সেই মুনিঠাকুর অপ্রতিহত জ্ঞাননেত্রে দেখতে পান ॥৭৮॥

বহুদিন আগে, তৃণবিন্দু নামে এক ঋষি অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করতে

থাকলে, তপোভঙ্গ করবার জন্যে ইন্দ্র হরিণী-নামে এক সুরসুন্দরীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন ॥৭৯॥

প্রশান্তি-নাশক প্রলয়ঙ্করী (লাস্য-) তরঙ্গে তপোভঙ্গ হলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁরই সামনে রমণীয় বিলাসে-চঞ্চল তাকে দেখে অভিশাপ দিলেন—'মর্ত্যের মানুষী হও!' ॥৮০॥

'প্রভু, আমি পরাধীন, আমার অন্যায়-আচরণ ক্ষমা করুন', এই বলে অনুনয় করলে তিনি যতদিন না সে দিব্য-পুষ্প দেখে ততদিনের জন্যে তাকে মর্ত্য-জন্ম দিলেন ॥৮১॥

বিদর্ভের রাজপুত্রী হয়ে জন্মেছিল সে, বহুদিন তোমার মহিষীরূপে ছিল ; শাপমুক্তির উপকরণ স্বর্গচ্যুত ফুলমালাটি দেখেই সে চোখ বুজেছে ॥৮২॥

সুতরাং তার মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করবেন না ; মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; এই বসুন্ধরাকে আপনি পালন করুন, বসুমতীই রাজাদের প্রকৃত পত্নী ॥৮৩॥

অভ্যুদয়ের সময়ে গর্বশূন্যতা দেখিয়ে আপনি আত্মবিশ্বাস ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, আজ মানসিক সন্তাপের মধ্যেও আপনি আবার আত্মবীর্য প্রকাশ করুন ॥৮৪॥

কান্নাকাটি করে বা সহমরণে গিয়ে তাকে কোথাও পাবেন কি? কারণ, নিজের কর্মফল অনুসারে লোকান্তরস্থ মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গতি হয় ॥৮৫॥

শোক কাটিয়ে উঠে পিণ্ড-জল দান করে পত্নীকে তর্পণ করুন। বলা হয়, প্রিয়জনের অবিচ্ছিন্ন অশ্রুপাত প্রেতকে কষ্ট দেয় ॥৮৬॥

জ্ঞানীরা বলেছেন—মানুষের মৃত্যুই স্বাভাবিক, জীবনটাই মায়া, প্রাণী যে একমুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাসে বেঁচে থাকে তাই তার যথেষ্ট ॥৮৭॥

যারা মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন তারাই প্রিয়জনের মৃত্যুকে বুকে-বেঁধা-শেল মনে করে, কিন্তু কল্যাণের পথ হিসেবে আত্মস্থ ব্যক্তি তাকে শল্যোদ্ধারই মনে করেন ॥৮৮॥

নিজের দেহ এবং আত্মারও সংযোগ এবং বিভাগের কথা তো শ্রুতিতে বলা হয়েছে ; তাহলে বলুন, বাহ্য বিষয়ের বিচ্ছেদে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি শোক করবেন কেন? ॥৮৯॥

আপনি সংযমীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আপনার উচিত নয়, সাধারণ মানুষের মতো শোকের বশবর্তী হওয়া। বৃক্ষ এবং পর্বতের মধ্যে কী তফাৎ থাকল, যদি দুজনেই ঝড়ে পড়ে যায়? ॥৯০॥

অজের অবশিষ্ট জীবন

তিনি 'আচ্ছা' বলে উদারমতি গুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করে মুনিকে বিদায় জানালেন। কিন্তু সে উপদেশ তাঁর শোকাতুর হৃদয়ে স্থান পেল না, বুঝি আবার গুরুর কাছেই ফিরে গেল ॥৯১॥

সত্যপ্রিয় এবং প্রিয়ভাষী (অজ) নাবালক পুত্রের মুখ চেয়ে প্রিয়ার প্রতিকৃতি অথবা অনুকৃতি[২৮] দেখে দেখে এবং স্বপ্নে ক্ষণিক মিলনের আনন্দ নিয়েই কোনোমতে আটটি বছর কাটিয়ে দিলেন ॥৯২॥

অশ্বত্থের অঙ্কুর যেমন প্রাসাদপৃষ্ঠে ফাটল ধরায়, তেমনি সেই শোকশল্য সবলে[২৯] তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল ; মৃত্যুর কারণ জেনেও, প্রেয়সীকে

ত্বরায় অনুগমনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি চিকিৎসকের অসাধ্য এই রোগব্যথাকে পরম লাভ মনে করলেন ॥৯৩॥

সুশিক্ষিত, কবচধারী পুত্রকে প্রজাপালনের জন্যে যথাবিধি নিযুক্ত করে রোগাক্লিষ্ট দুঃখমথিত শরীরটি থেকে মুক্তিকামনায় রাজা আমৃত্যু অনশনের ব্রত নিলেন ॥৯৪॥

জাহ্নবী এবং সরয়ূর স্রোতোধারার সঙ্গমতীর্থে দেহত্যাগ করে তিনি গণনামতো দেবত্ব লাভ করলেন। পূর্বের চেয়েও অনেক বেশি কমনীয় শরীর৩০ নিয়ে তিনি প্রিয়ার সঙ্গে নন্দনকাননের কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করতে থাকলেন ॥৯৫॥

শ্রীকালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অজ বিলাপ' নামে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ

দশরথের রাজ্য-শাসন

পিতার মৃত্যুর পরে সংযমিগণের এবং রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য মহারথ১ দশরথ উত্তরকোসল রাজ্য অধিকার করে নিপুণভাবে শাসন করছিলেন ॥১॥

কুলক্রমাগত নগরজনসহ প্রজাপুঞ্জকে যথানিয়মে পালন করাতে তাঁর গুণবত্তা কার্তিকেয়ের বীর্যবত্তাকেও ছাড়িয়ে গেল ॥২॥

মনীষীরা বলতেন, বলনিহন্তা ইন্দ্র এবং মনুর রাজবংশে জাত অর্থপতি (দশরথ) যথাকালে (জল এবং ধনের) বর্ষণদানে কর্মনিষ্ঠ মানুষের শ্রম অপনয়ন করেন ॥৩॥

শান্তিপ্রিয়, দিব্য-তেজঃ-সম্পন্ন রাজার শাসনে দেশে ব্যাধির আক্রমণ ছিল না, শত্রুর কাছে পরাজয়ই বা কোথায়? পৃথিবী হয়ে উঠেছিল ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা ॥৪॥

দশ দিগন্ত জয় করা রঘুর আমলে যেমন, তাঁর পরে অজের শাসনে পৃথিবীর যে শ্রী হয়েছিল, বীর্যে তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এমন রাজাকে পেয়ে পৃথিবীর শোভা তেমনই রইল ॥৫॥

সকলের প্রতি সমদৃষ্টি নিয়ে, ধনবৃষ্টি দান করে এবং দুষ্টের শাসন করে রাজা যম, কুবের এবং বরুণকে অনুকরণ করেছিলেন এবং তেজস্বিতায় তিনি ছিলেন অরুণসারথি সূর্যের মতো ॥৬॥

মৃগয়ার আকর্ষণ, পাশাখেলা২, চাঁদনীরাতে মদিরাপান৩, নবযৌবনা অঙ্গনা—কিছুই তাঁর উদ্যোগের যত্নকে ব্যাহত করতে পারত না ॥৭॥

প্রভাবশালী বাসবের উপস্থিতিতেও তিনি কোনো দীন বাক্য উচ্চারণ করতেন না, হাস্য-পরিহাসের সময়েও মিথ্যে বলতেন না, রোষশূন্য তিনি শত্রুদেরও কখনও নিষ্ঠুর কথা বলতেন না ॥৮॥

রঘুবংশীয় নায়কের হাতে পৃথিবীর রাজারা সমৃদ্ধি এবং বিনাশ লাভ করলেন—কারণ, তাঁর নির্দেশ যাঁরা অমান্য করতেন না, তাঁদের ছিলেন তিনি বন্ধু আর প্রতিস্পর্ধীদের পক্ষে ছিলেন ইস্পাত-হৃদয় ॥৯॥

একক রথযোদ্ধা হয়েই তিনি শরসংযোগে সমুদ্রমেখলা ধরণীকে জয় করে-

ছিলেন ; তাঁর গজবাহিনী এবং অতি বেগশালী অশ্ববাহিনীযুক্ত সেনাবল শুধু বিজয়-ঘোষণাই করত ॥১০॥

বরূথযুক্ত৪ একটিমাত্র রথে ধনুর্ধারণ করে তিনি পৃথিবী জয় করলেন, সমুদ্রেরা গম্ভীর নির্ঘোষে তাঁর বিজয়ঘোষণার দুন্দুভি হয়েছিল, তাঁর ঐশ্বর্য ছিল কুবেরতুল্য ॥১১॥

ইন্দ্র শতমুখী বজ্র দিয়ে পর্বসমূহের পক্ষচ্ছেদ করেছিলেন, প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখ নিয়ে তিনি সশব্দ ধনুরাকর্ষণে (প্রচণ্ড) শরবর্ষণ করে শত্রুপক্ষের শক্তিকে নাশ করেছিলেন ॥১২॥

তিনি ছিলেন অপ্রতিহত পৌরুষে দীপ্ত।

মুকুটের মণিরত্নের প্রভায় তাঁর পায়ের নখে রঙ ছড়িয়ে শত শত রাজারা তাঁকে প্রণাম করতেন ; যেমন ইন্দ্রকে করতেন সব দেবতারা ॥১৩॥

যারা অমাত্যদের সঙ্গে তাদের শিশুপুত্রদের অঞ্জলিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছিল, অলকে অলংকরণশূন্য সেই শত্রুপত্নীদের অনুকম্পা করে তিনি মহাসমুদ্রের বেলাভূমি থেকে অলকাসদৃশ অযোধ্যা নগরীতে ফিরে এলেন ॥১৪॥

(একাধারে) অগ্নি এবং সোমের মতো দীপ্তিমান হয়ে তিনি রাজমণ্ডলের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেও লক্ষ্মীকে নিমেষচঞ্চলা বুঝে সদা-জাগরূক রইলেন৫ ॥১৫॥

তিনি মুকুট খুলে রেখে যাগযজ্ঞ করেছিলেন সকল দিক থেকে বাহুবলে আহৃত রত্নভারে। তমোগুণমুক্ত হয়ে তিনি সোনার যূপকাষ্ঠ স্থাপন করে তমসা ও সরযূনদীর তীরগুলিকে শোভাময় করে তুলেছিলেন৬ ॥১৬॥

অজিন, দণ্ড, কুশের মৌঞ্জী এবং মৃগশৃঙ্গ ধারণ করে মৌনব্রত নিয়ে তিনি যখন জজ্ঞের দীক্ষা নিতেন মনে হত স্বয়ং মহাদেবই তাঁর শরীরে অতুল প্রভায় দীপ্তি পাচ্ছেন ॥১৭॥

যজ্ঞের অবভৃথ-স্নান শেষে জিতেন্দ্রিয় তিনি দেবসভাতেও প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র জলবর্ষী নমুচিসূদনের (ইন্দ্রের) কাছেই তিনি উন্নত শির আনত করে প্রণাম করতেন ॥১৮॥

পতিব্রতা লক্ষীদেবী প্রার্থীদের প্রতি উদার ও ককুস্থকুলের বংশধরকে (দশরথকে) এবং স্বয়ম্ভু পরমপুরুষকে (বিষ্ণুকে) ছেড়ে অন্য কোনো নৃপতিকে আশ্রয় করেন নি ॥১৯॥

(অসুরযুদ্ধে) মহারথ রণাঙ্গনে ইন্দ্রের সহায়তা লাভ করে শরবর্ষণে সুরবধূদের ভয় দূর করেছিলেন এবং তাঁদের মুখে তাঁর নিজের বাহুবলের যশোগান করিয়েছিলেন ॥২০॥

তিনি বারবার ইন্দ্রের সামনে থেকে ধনুর্যোজনা করতেন, মহা পরাক্রমে অদ্বিতীয় রথীরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন ; সূর্যমণ্ডল ঢেকে ফেলা যুদ্ধের ধুলোর ঘূর্ণিকে অসুররক্তে নিবারিত করতেন ॥২১॥

মগধ, কোশল, এবং কেকয় দেশের রাজার পতিব্রতা কন্যারা শত্রুর পথে শরযোজনাকারী তাঁকে পতিরূপে বরণ করলেন—যেন পার্বত্য নদীরা এসে সাগরে মিলিত হল ॥২২॥

শত্রুনিধনে নিপুণ রাজা তিন প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শোভা পেলেন—যেন দেবরাজ ইন্দ্র, তিন শক্তি নিয়ে ভুবনে এসেছেন প্রজাবর্গের শিক্ষা দান করতে ॥২৩॥

বসন্ত সমাগম

তারপরে এল বসন্ত।

বনকুসুমসম্ভারে মনে হল, সে বুঝি যম-কুবের-বরুণ-ইন্দ্রের সমকক্ষ পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় নৃপতি দশরথকে সেবা করতেই এসেছে ॥২৪॥

সূর্য সারথিকে দিয়ে বাহনের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তরায়ণে যেতে চাইলেন, হিমনির্মোক সরিয়ে প্রভাতবেলাকে উজ্জ্বল করতে করতে তিনি মলয় পর্বত ত্যাগ করলেন ॥২৫॥

ফুল ফুটল, কচি পাতায় গাছ ভরে গেল, তার পরে ভ্রমর এবং কোকিলের কল-কূজন—এইভাবে পাদপসমাকীর্ণ বনস্থলীতে যথানিয়মে অবতরণ করে বসন্তের আবির্ভাব ঘটল ॥২৬॥

হিমযুক্ত বসন্তশ্রী কিংশুকের কোরক থরে থরে সাজালেন, যেন মদাবেশে মুক্তলজ্জা প্রণয়িনী কামিনীর শরীরে নখক্ষতের অলংকরণ৭ ॥২৭॥

শীতে কামিনীদের অধরোষ্ঠে (প্রেমিকের) দন্তাঘাত বেদনাদায়ক, (স্পর্শ শীতল বলে) তারা নিতম্বের মেখলা খুলে ফেলেছিল—সূর্য হিমের এই প্রকোপ একেবারে নির্মূল করতে পারলেন না, অনেকটা কমিয়ে দিলেন মাত্র ॥২৮॥

মলয়সমীরে পল্লব কাঁপিয়ে কোরকশোভিতা সহকারলতা যেন নৃত্যাভিনয় অভ্যাস করছে—এমনিভাবে (দুলে দুলে) সে রাগদ্বেষশূন্য (নিরাসক্ত) মানুষেরও মন মাতিয়ে তুলল ॥২৯॥

রাজার নীতিযুক্ত ও সজ্জন মানুষের উপকারে উৎসর্গীকৃত সম্পদের দিকে যেমন প্রার্থীরা তেমনি সরোবরে বসন্তে প্রফুল্ল পদ্মিনীতে ভ্রমর এবং জলচর পাখিরা এসে জড়ো হল ॥৩০॥

বসন্তে অশোকতরুর নবকুসুমবিকাশই যে রতি-উদ্দীপক হল তা নয়, প্রেয়সীদের কানে-পরা পল্লবদলও বিলাসীদেরকে (প্রেমে-) মাতোয়ারা করল ॥৩১॥

কুরবক ফুলের রাশি—বসন্ত যেন উপবনলক্ষ্মীর অভিনব পত্রভঙ্গ রচনা করে দিয়েছে—মধুতে ভরা, তাই পান করে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে ॥৩২॥

সুন্দরীদের মুখের মদিরাসিঞ্চনে তারই গন্ধে-ভরা বকুল ফুল ফুটল, মধুলোভী মধুকরদের ঝাঁকে ঝাঁকে টেনে এনে বকুলবীথী আকুল হল ॥৩৩॥

সুরভিমাখা কুসুমিত বনমালাতে কোকিলবধূর প্রথম অনুচ্চ কূজন শোনা যাচ্ছিল, যেন মুগ্ধা নববধূর অস্ফুট আলাপ ॥৩৪॥

উপবনের লতায় লতায় ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জনগীতি, কুসুমের কোমল দন্তরুচি, বাতাসে পল্লবের কাঁপন ; তারা (লতারা) যেন হাতের (ললিত) মুদ্রা সহ নৃত্যাভিনয়রতা নর্তকী ॥৩৫॥

প্রেমিকের সঙ্গে অখণ্ড অনুরাগে বিভোর হয়ে কামিনীরা ললিত বিলাসের সহযোগী মদিরা পান করল—তা ছিল রতি-উদ্দীপক এবং বকুলগন্ধকেও হার মানায় এমনই সুগন্ধি ॥৩৬॥

প্রফুল্ল পদ্ম আর বিহঙ্গকুলের মত্ত কোলাহলে পূর্ণ গৃহদীর্ঘিকাগুলি শোভা করেছে—যেন সুন্দরী রমণী—মুখে মধুর হাসি, সঙ্গে আছে আলগা মেখলার রুনুঝুনু শিঞ্জিনী ॥৩৭॥

বসন্তে চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুর মুখশ্রী নিয়ে (প্রদোষ নিয়ে) রাত্রিবধূ প্রিয়-সমাগমসুখে বঞ্চিতা নায়িকার মতো ক্ষীণ হতে থাকল ॥৩৮॥

হিমের আবরণ সরে গিয়েছে, চাঁদের নির্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণ (প্রেমিকদের) রতিশ্রম দূর করল, (সেই আবার) মীনকেতনের পুষ্পধেনুকেও আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল। (অর্থাৎ মানুষের কামতৃষ্ণা উজ্জীবিত হল) ॥৩৯॥

জ্বলজ্বলে আগুন-রঙের (কর্ণিকার) ফুল বনলক্ষ্মীর কনক-আভরণ, (প্রেমিকের) দেওয়া পরাগ মাখা কোমল পাপড়ির সেই ফুলগুলিকে যুবতীরা তাদের চূর্ণকুন্তলে পরে নিল ॥৪০॥

কাজলের টিপের মতো সুন্দর ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে উড়ে বসাতে তিলকতরু সুন্দরীর তিলকভূষণের মতোই বনস্থলীর শোভা বর্ধন করছিল ॥৪১॥

গাছে জড়িয়ে দুলতে থাকা নবমল্লিকা তার মদির গন্ধে এবং কচি কিসলয়-অধরে ফুলের হাসিতে মন মাতিয়ে দিচ্ছিল। (অর্থাৎ সে যেন এক নায়িকা যে নিজের মুখের আসবগন্ধে এবং স্মিতহাসিতে নায়কের মন ভুলিয়ে দেয়) ॥৪২॥

বালসূর্যের রাঙিমাকে হার-মানানো রাঙা পোশাকে, কানের যবাঙ্কুরের ভূষণে, কোকিলবধূর কলকূজনে—কামসেনাদের প্রভাবে বিলাসী ব্যক্তিরা একমাত্র ললনারসে বিভোর হলেন ॥৪৩॥

শ্বেতপরাগে ভরপুর তিলকমঞ্জুরী, তাতে ঘন হয়ে বসেছে ভ্রমরপংক্তি; যেন নারীর অলকে মুক্তাজালের শোভা ॥৪৪॥

উপবনের বাতাসে পুষ্পধনু মদনের ধ্বজার মতো এবং বসন্তলক্ষ্মীর প্রসাধনের৮ মুখচূর্ণের মতো উড়ছিল ফুলের পরাগরেণু; ভ্রমরশ্রেণী তাকে অনুসরণ করছিল ॥৪৫॥

দোলারোহণে পটু হলেও বসন্তোৎসবে অভিনব দোলায় দুলবার সময়ে প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করতে আকাঙ্ক্ষা, তাই আসনরজ্জু গ্রহণকালে কামিনীদের বাহুলতা যেন গলে জল৯ হয়ে গেল ॥৪৬॥

মানিনি! মান রাখো, আর ঝগড়া নয়; নবযৌবন একবার গেলে আর ফিরে আসে না—কোকিলবধূরা যেন কামদেবের এই উপদেশই কূজনে কূজনে নিবেদন করল। তাইতে নববধূরাও (নতুন করে!) প্রেমের খেলায় মাতল ॥৪৭॥

দশরথের মৃগয়া

মধুরিপু, মধুমাস এবং মন্মথের মতো বিলাসিনীপ্রিয় রাজা এই ভাবে যথাসুখে বসন্তোৎসব উপভোগ করে মৃগয়াবিহারের অভিলাষ করলেন ॥৪৮॥

মৃগয়া চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করার অভ্যাস এনে দেয়, ভীত বা ক্রুদ্ধ পশুর হাবভাব শিখিয়ে দেয়, পরিশ্রমের মাধ্যমে শরীরকে সুঠাম রাখে—সুতরাং অমাত্যদের অনুমোদন নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন ॥৪৯॥

মৃগয়াবনের উপযুক্ত বেশ ধারণ করে, চওড়া কাঁধে শরাসন স্থাপন করে, সূর্যতেজা রাজা ঘোড়ার খুরের ধুলোয় আকাশ যেন ঢেকে ফেললেন১০ ॥৫০॥

তাঁর মাথায় বনমালা, গাছের পাতার রঙের বর্মে শরীর ঢাকা, ঘোড়ার দ্রুত বেগে কানের কুণ্ডল চঞ্চল—তিনি রুরুমৃগের বিচরণভূমিতে নজর দিলেন ॥৫১॥

কোমল লতাসমূহের শরীর নিয়ে, ভ্রমরশ্রেণীর চোখ দিয়ে বনদেবতারা পথে দেখলেন তাঁকে—তাঁর চোখজোড়া সুন্দর, তিনি কোসলবাসীকে ন্যায়ধর্মে স্বস্তি দিয়েছিলেন ॥৫২॥

তিনি বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে কুকুর-সেনা এবং জাল নিয়ে শিকারীরা আগেই উপস্থিত হয়েছিল; সেখানে দাবানল নেই, ডাকাতের ভয়ও নেই, সেখানে ঘোড়া বাঁধার শক্ত মাটি, জলে ভরা পুকুর আর বনভরা হরিণ, পাখি এবং নীল গাই। ॥ ৫৩ ॥

তারপর—

ভাদ্র মাস যেমন সোনার মতো লালচে বিদ্যুতের গুণ-দেওয়া ইন্দ্রধনু ধারণ করে; নরশ্রেষ্ঠ তেমনি করে ভয়-ভাবনা ছেড়ে ধনুকে শরাসন করলেন—ধনুকের টঙ্কারে সিংহ ক্রোধে গর্জন করে উঠল ॥ ৫৪ ॥

তাঁর সামনে দেখা দিল একদল হরিণ, স্তন্যপায়ী মৃগশিশুরা তাদের মা-হরিণীদের যাতায়াতে বাধা দিচ্ছিল, তাদের মুখে তখনও কুশঘাসের ডেলা, তাদের সামনে সামনে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় আসছিল একটি কৃষ্ণসার ॥ ৫৫ ॥

জোড়কদম ঘোড়ায় চড়ে রাজা তূণীরের মুখ থেকে বাণ নিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন, তারা দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। তারা ভয়ার্ত সজল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকল, যেন নীলপদ্মের রাশি বাতাসে কেঁপে কেঁপে, বনে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল ॥ ৫৬ ॥

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম নিয়ে তিনি একটি হরিণকে লক্ষ্য স্থির করা মাত্র তার সহচরী এসে নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তাই দেখে, ধনুর্ধর আকর্ণ গুণ টেনেও প্রণয়প্রবণতায়, কৃপাকোমল মনে বাণ প্রতিসংহার করলেন ॥ ৫৭ ॥

অন্য হরিণের সার—শরবর্ষণ করার জন্যে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি আকর্ণ প্রসারিত হয়েও আপনিই শিথিল হয়ে গেল—তাদের টানা টানা ত্রাসচঞ্চল চাউনিতে তাঁর মনে পড়ছিল প্রাণচঞ্চল প্রেয়সীদের কটাক্ষ-বিলাস ॥ ৫৮ ॥

পুকুরের পাঁক থেকে ঝট্‌পট্ উঠে মুখ থেকে খসে পড়া মুস্তা-ঘাসের গ্রাস পথে ছড়াতে ছড়াতে ছুটে গিয়েছে শুয়োরের পাল—ভিজে পায়ের টানা দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—তিনি সেই পথ ধরলেন ॥ ৫৯ ॥

ঘোড়ার পিঠ থেকে (বাহন থেকে) শরীরটিকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে তিনি তাদের বাণবিদ্ধ করলেন—তারাও কেশর ঝাঁকিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে এগোল। কিন্তু তারা বুঝতে পারল না—মুহূর্তের মধ্যেই পেটের কাছে তীর লেগে তারা গাছের সঙ্গে বিঁধে গেল ॥ ৬০ ॥

একটা বুনো মোষ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, তিনি তার চোখের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটা তার শরীর বিঁধিয়ে দিল, তাতে একটুও রক্ত লাগল না, মোষটা প্রথমে ধরাশায়ী হল, তারপরে তীরটা মাটিতে পড়ল ॥ ৬১ ॥

রাজা ধারালো খুরপি দিয়ে খড়্গ-নামে গণ্ডক মৃগদের শৃঙ্গচ্ছেদ করে তাদের মাথা হাল্কা করে দিলেন। তাঁর ব্রত ছিল দুষ্টের দমন, তাই তিনি শত্রুর বাড়-বাড়ন্ত সহ্য করতেন না, (এ ছাড়া) তাদের জীবনের প্রতি তাঁর কোনো হিংসা ছিল না ॥ ৬২ ॥

নির্ভীক রাজা সুদক্ষ শিক্ষায় পাওয়া নিপুণ হাতে নিমেষের মধ্যেই তাদের মুখের হাঁগুলোকে তীরে তীরে ভরে দিয়ে সেগুলোকে (যেন) তূণে পরিণত করলেন—গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল (বিচিত্র) বাঘের দল, যেন বাতাসে ভেঙে পড়ল অসন গাছের বিকশিত পল্লবদল ॥ ৬৩ ॥

কুঞ্জে লীন সিংহদের বধ করতে চেয়ে রাজা ধনুকের গুণে প্রচণ্ড টঙ্কার দিলেন।

নিশ্চয়ই তাদের শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পরিচায়ক পশুরাজ-নামেই বুঝি তাঁর অসূয়া জন্মেছিল ॥ ৬৪ ॥

কাকুৎস্থ শরবর্ষণ করে করে তাদের হত্যা করলেন—যারা যুদ্ধের পক্ষে বহু উপকারী হস্তিযূথের সঙ্গে চিরশত্রুতায় বদ্ধ এবং যাদের কুটিল নখাগ্রে গজমুক্তা আটকে যায়—মনে ভাবলেন (এভাবে যুদ্ধের হাতিদের প্রত্যুপকার করে) নিজের ঋণ মুক্ত করলেন ॥ ৬৫ ॥

কোথাও নীলগাইদের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে নিলেন; কান পর্যন্ত হাত ফিরিয়ে ভল্ল নিক্ষেপ করে তাদের সাদা চামর খসিয়ে দিয়ে—যেন শত্রু-রাজাদের ছত্র কেড়ে নিয়ে—শান্ত হলেন ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রক কলাপ মেলে ময়ূরেরা তাঁর রথের সামনে এসে লাফিয়ে পড়লেও তিনি তাদের লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন নি—হঠাৎ তাঁর মনে ভেসে উঠল নানা রঙের ফুলমালায় অলঙ্কৃত তাঁর প্রেয়সীদের কেশকলাপ যা প্রেমের খেলায় তিনি খুলে দিতেন ॥ ৬৭ ॥

কঠোর মৃগয়াবিহারের ক্লান্তিতে তাঁর মুখ স্বেদজলকণায় ভরে গেল, তুষারকণাবাহী বনসমীর পাতার রাশির মধ্যে দিয়ে দিয়ে বয়ে এসে তা মুছিয়ে দিল ॥ ৬৮ ॥

এইভাবে অন্য-সব কাজ ভুলে গিয়ে সচিবদের উপরে (রাজ্যের) সব ভার দিয়ে পৃথিবীপতি অনবরত মৃগয়া অনুশীলন করতেই থাকলেন; তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি দেখা দিল; লীলাময়ী কামিনীর মতো মৃগয়ার আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসল ॥ ৬৯ ॥

তিনি কোনো পরিজন রাখেন নি, কোমলপল্লবের শয্যাতে রাজা একাই রাত্রিযাপন করতেন; বনের জ্বলজ্বলে মহৌষধিরাই প্রদীপের স্থান নিত ॥৭০ ॥

ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভাঙত হস্তিযূথের কানের ঝট্‌পটানির তীক্ষ্ন পটহধ্বনিতে, তারপরে চারণদের বন্দনাগানের মতো পাখির মধুর কলকূজন শুনে তিনি আনন্দ পেতেন ॥ ৭১ ॥

একদিন—

বনে একটা রুরুমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে (যেতে যেতে) অন্যদের অলক্ষ্যে তিনি পেঁছিলেন তপস্বিজনসেবিত তমসানদীর তীরে—প্রচণ্ড পরিশ্রমে তাঁর ঘোড়াটির মুখ দিয়ে তখন ফেনা ঝরছিল ॥ ৭২ ॥

সেই (তমসা) নদীর জলে কুম্ভপূরণের মধুর গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল। তিনি মনে ভাবলেন হাতির ডাক—নিক্ষেপ করলেন শব্দভেদী বাণ ॥ ৭৩ ॥

রাজার সে-কাজ করা উচিত নয়, তবুও দশরথ শাস্ত্র লঙ্ঘন করে তা করলেন—রজোগুণে মোহিত হয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অপথে পদার্পণ করেন ॥ ৭৪ ॥

অন্ধমুনি-পুত্রবধ

[হঠাৎ]—

'হা তাত'—এই কান্না শুনে তাঁর হৃদয় বিষাদে ভরে গেল, তিনি বেতসবনে উৎস খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন—কলসী ভরতে এসে এক মুনিপুত্র তীরবিদ্ধ হয়েছে। রাজার হৃদয়েও তখন অনুশোচনার শেল বিঁধেছে যেন ॥ ৭৫ ॥

তিনি জন্মেছেন নামী বংশে, ঘোড়া থেকে নেমে এসে তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন; জলের কলসীর গায়ে শরীরটি এলিয়ে দিয়ে, স্খলিত কণ্ঠে, জড়ানো উচ্চারণে

সে তাঁকে জানালো, সে বৈশ্য তাপসের পুত্র ॥ ৭৬ ॥

তার আদেশমতো রাজা তাকে তীরবিদ্ধ অবস্থাতেই তার দৃষ্টিশক্তিহীন বাবা-মার কাছে নিয়ে এলেন ; তাঁদের একটিমাত্র পুত্রের প্রতি তিনি ভুল করে যে আচরণ করেছেন তাও বললেন ॥ ৭৭ ॥

ঐ দম্পতী বহুক্ষণ বিলাপ করে তাঁদের শিশুকে যে আঘাত করেছে তাকে দিয়েই বুকে-বেঁধা তীর টেনে তুললেন—তার জীবন শেষ হল। তখন বৃদ্ধ পিতা চোখের জলে আঁজলা ভরে রাজাকে অভিশাপ দিলেন— ॥ ৭৮ ॥

'শেষ বয়সে আপনিও আমারই মতো পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন।' তিনি এই কথা বললে—আহত সর্প যেন বিষ উগ্‌রে দিলে—এই প্রথম অপরাধে অপরাধী কোসলাধিপতি তাঁকে বললেন— ॥ ৭৯ ॥

'আমি আজও পুত্রের কমলসুন্দর মুখ দেখি নি, আমার প্রতি ঠাকুরের এ তো শাপে বর! ইন্ধনে জ্বলে ওঠা আগুন কৃষিক্ষেত্রকে পুড়িয়ে দিয়েও তাকে বীজাঙ্কুর ধারণের উর্বরতাই দেয় ॥ ৮০ ॥

এরপরে রাজা বললেন—বধযোগ্য এবং নিষ্ঠুরহৃদয় এই মানুষটা (এখন) কি করবে? মুনি (চিতার) জ্বলন্ত কাঠ সাজাতে বললেন—তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মৃত পুত্রকে অনুসরণ করতে চান ॥ ৮১ ॥

অবিলম্বে রাজা অনুচরদের সহায়তায় মহাপাতকের চিন্তায় উৎসাহহীনভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করলেন। নিজের মৃত্যুবাণ-অভিশাপ বুকে নিয়ে, বাড়বাগ্নিকে ভেতরে রেখে সমুদ্রের মতো তিনি বন থেকে ফিরে এলেন ॥৮২

॥ শ্রীকালিদাসের রঘুবংশমহাকাব্যে 'মৃগয়াবর্ণনা' নামে নবম সর্গ ॥

দশম সর্গ

দেবতাদের বিষ্ণুদর্শন

অনন্ত সম্পদ নিয়ে ইন্দ্রের সমান তেজে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে করতে তাঁর প্রায় দশ হাজার বছর কেটে গেল ॥ ১ ॥

কিন্তু, যা পূর্বপুরুষের ঋণ মুক্তির উপায়, যা-সব শোকের অন্ধকার দূর করে দেয় সেই পুত্ররূপ জ্যোতির দেখা পেলেন না ॥ ২ ॥

সেই রাজা সন্তান-জন্মের কারণের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে রইলেন—যেন মন্থনের পূর্বেকার রত্নসম্ভাবনাময় সমুদ্র ॥ ৩ ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ ইত্যাদি ঋত্বিকেরা তাঁকে সন্তানাকাঙ্ক্ষী এবং জিতেন্দ্রিয় জেনে তাঁর জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করলেন ॥ ৪ ॥

সেই সময়ে দেবতারা রাবণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে শ্রীহরির কাছে গেলেন ; রৌদ্রক্লান্ত পথিকেরা বুঝি ছায়াবৃক্ষের আশ্রয় নিল ॥ ৫ ॥

তাঁরা উপস্থিত হলেন সমুদ্রে, সনাতন পুরুষও (যোগনিদ্রা থেকে) জেগে উঠলেন, এই তৎপরতা ভাবী কার্যসিদ্ধিরই লক্ষণ ॥ ৬ ॥

দেবতারা শ্রীহরিকে দেখলেন। অনন্তনাগের ফণার উপরে বসে আছেন তিনি, তার ফণামণ্ডলের থেকে ছড়িয়ে পড়া মণিপ্রভায় তাঁর শরীরটি দীপ্তিময়, ॥ ৭ ॥

পা দুটি রেখেছেন পদ্মাসনা কমলার কোলের উপরে রাখা দুটি করপল্লবে, রেশমী আবরণে তাঁর (কমলার) মেখলাটি ঢাকা ॥ ৮।

প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষের পরনে রয়েছে বালসূর্যের মতো (রাঙা) বসন, যেন শরৎকালের সকাল, দেখেই আনন্দ হয় ॥ ৯ ॥

সমুদ্রের সেরা রত্ন কৌস্তুভমণি তাঁর প্রশস্ত বুকে দুলছে, সে যেন লক্ষ্মীর সাধের আয়না, বুঝি আলোর ছটায় (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীবৎসচিহ্নকে ঢেকে ফেলছে ॥ ১০ ॥

তাঁর বাহুগুলি বিটপের মতো, অলঙ্কৃত রয়েছে নানা দিব্যভুষণে, যেন সমুদ্রে আবির্ভূত হয়েছে দ্বিতীয় একটি পারিজাতবৃক্ষ ॥ ১১ ॥

তাঁর চেতনাযুক্ত অস্ত্রগুলো উচ্চকণ্ঠে তাঁর জয়গান করছে, এরাই দৈত্যদের (পরাজিত করে তাদের স্ত্রীদের) কপোলের মদলেখা মুছে দিয়েছিল ॥ ১২ ॥

কাছেই রয়েছে বিনীত, কৃতাঞ্জলি গরুড়, বাসুকির সঙ্গে ঝগড়া নেই আর, বজ্রের আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে ॥ ১৩ ॥

যোগনিদ্রার শেষে পবিত্র দৃষ্টিতে তিনি অনুগৃহীত করছেন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিকে—তাঁরা এসেছেন তাঁর (যোগ) শয়নের কুশল জানতে ॥ ১৪ ॥

দেবতাদের নারায়ণস্তুতি

তখন দেবতারা অসুরবিনাশী অবাঙ্‌মনসগোচর স্তুতির যোগ্য তাঁকে প্রণাম করলেন এবং স্তব করলেন ॥ ১৫ ॥

তোমার তিনস্বরূপে অবস্থান, তোমাকে প্রণাম। প্রথমে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছ, তারপরে তাকে পালন কর এবং শেষে তাকে সংহার কর[১] ॥ ১৬ ॥

দিব্য জলবর্ষণ একটিমাত্র রসাস্বাদী হলেও দেশভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদন ঘটায়; তেমনি অধিকারীর গুণভেদে (সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে) তোমারও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ॥ ১৭ ॥

তোমাকে পরিমাপ করা যায় না, তুমিই লোকসমূহকে পরিমাপ করছ, তোমার (নিজের) কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি অন্যের প্রার্থনা পূরণ করছ; তোমাকে জয় করা যায় না, তুমিই সকলকে জয় করেছ, তুমি অতিসূক্ষ্ম (ইন্দ্রিয়াতীত) অথচ তুমিই স্থূল (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) জগতের কারণস্বরূপ[২] ॥ ১৮ ॥

(ঋষিরা) বলেন, তুমি সকলের (অন্তর) হৃদয়ে তবু তুমিই দূরে (অপ্রত্যক্ষ), তুমি নিষ্কাম, তপস্বী, দয়ালু, অপাপবিদ্ধ, সনাতন অক্ষয়[৩] ॥ ১৯ ॥

তুমি দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তুমি সর্বজ্ঞ, সব-সৃষ্টির উৎস, তুমি স্বয়ম্ভু, সবার প্রভু, তোমার উপরে কেউ নেই; তুমিই অনন্তরূপে প্রকাশিত[৪] ॥ ২০ ॥

সকলে বলেন, সপ্তাঙ্গ সামগান[৫] তোমারই স্তুতি, সপ্ত সমুদ্রে[৬] তুমিই শয়ন কর, সপ্তজিহ্ব[৭] অগ্নি তোমারই মুখস্বরূপ, সপ্ত লোকের[৮] আশ্রয় একমাত্র তুমিই ॥ ২১ ॥

চতুর্বর্গফলযুক্ত জ্ঞান, কালের পরিমাপ চারটি যুগ, এবং পৃথিবীর চতুর্বর্ণ—সবই তোমার চতুর্মুখের সৃষ্টিবিলাস ॥ ২২ ॥

যোগীরা মুক্তির জন্যে অভ্যাসবলে মনকে সংযত করে হৃদয়স্থ জ্যোতির্ময় তোমাকে ধ্যানে উপলব্ধি করেন[৯] ॥ ২৩ ॥

তুমি অনাদি (জন্মরহিত) হয়েও জন্মগ্রহণ কর, নিঃস্পৃহ হয়েও শত্রুনিধন কর, নিত্য জাগ্রত (চেতন)হয়েও যোগনিদ্রায় মগ্ন হও—তোমার মহিমা কে-ই বা বুঝতে পারে ? ॥ ২৪ ॥

শব্দ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব বিষয়ের ভোগ করার জন্যে, কঠিন তপশ্চরণের জন্যে এবং প্রজা পালন করতে তুমি সচেষ্ট আবার তুমিই (সবচেয়ে) উদাসীন ॥ ২৫ ॥

বেদশাস্ত্র সিদ্ধির উপায়রূপে বহু ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখিয়েছে, তারা সকলেই তোমার উদ্দেশ্যে সমর্পিত, জাহ্নবীর জলরাশি যেমন নানা পথে প্রবাহিত হলেও এক সমুদ্রেই মেশে ॥ ২৬ ॥

নিরাসক্ত ব্যক্তিরা, যাঁদের চিত্ত একমাত্র তোমাতে সমর্পিত, যাঁদের সমস্ত কর্ম তোমাতে উৎসর্গীকৃত, তাঁদের পুনর্জন্ম নিরোধের একমাত্র উপায় তুমি ॥ ২৭ ॥

প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার পঞ্চভূতের মহিমা অপরিমেয় ; ঋষিবাক্য এবং অনুমানবাক্যে জ্ঞানযোগ্য তোমার বিষয়ে কী বলার আছে ? ॥ ২৮ ॥

স্মরণমাত্রেই তুমি পুরুষকে পবিত্র করে দাও, এতেই তোমার প্রতি উৎসর্গিত অন্য (ইন্দ্রিয়) বৃত্তিগুলির ফলও (সহজেই) অনুধাবনযোগ্য ॥ ২৯ ॥

সমুদ্রের রত্ন গুণে শেষ করা যায় না, সূর্যের তেজোরাশি পরিমাপ করা যায় না, তোমার অবাঙ্‌মনসগোচর স্বরূপ স্তবমহিমাকে ছাপিয়ে যায় ॥ ৩০ ॥

তুমি পূর্ণস্বরূপ, তোমার না-পাওয়া কিছুই নেই ; শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যেই তুমি জন্মগ্রহণ কর এবং কর্মানুষ্ঠান কর[১০] ॥ ৩১ ॥

তোমার মহিমা কীর্তন করে ভাষা যখন স্তব্ধ হয়[১১] সে শুধু পরিশ্রমে অথবা অক্ষমতায়, গুণ (-বর্ণনা) শেষ হয়েছে বলে নয় ॥ ৩২ ॥

এইভাবে দেবতারা ইন্দ্রিয়াতীত তাঁকে প্রসন্ন করলেন। এ শুধু তাঁর স্বরূপকীর্তন, পরমপুরুষের (নিছক) প্রশংসাগীতি নয় ॥ ৩৩ ॥

তিনি কুশলপ্রশ্ন করে প্রীতি প্রকাশ করলে দেবতারা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, প্রলয়কাল না হলেও ঐরকমই উদ্বেল রাক্ষসরূপ মহার্ণবের ভয়ঙ্কর (অত্যাচারের) কথা ॥ ৩৪ ॥

বিষ্ণুর আশীর্বাদ

তারপর—

সাগরের (তরঙ্গ-) ধ্বনিকে হার মানিয়ে, বেলাভূমির পর্বতগুহায় প্রতিধ্বনি তুলে, গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভগবান বললেন— ॥ ৩৫ ॥

সরস্বতী যেন সনাতন কবির উচ্চারণস্থান থেকে শুদ্ধ-সংস্কৃত ভাবে উচ্চারিত হয়ে সার্থক হলেন ॥ ৩৬ ॥

পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী তাঁর দন্তরুচিকৌমুদীতে শোভা পেল,—যেন তাঁরই চরণনিঃসৃতা ঊর্ধ্বস্রোতা গঙ্গা ॥ ৩৭ ॥

আমি জানতে পেরেছি রাক্ষসের আক্রমণে তোমাদের প্রভাব ও পরাক্রম অভিভূত হয়েছে যেমন তমোগুণে মানুষের সত্ত্ব ও রজোগুণ আচ্ছন্ন হয় ॥ ৩৮ ॥

আমি এও জেনেছি, অনিচ্ছাকৃত পাপকর্ম যেমন সাধুজনের হৃদয়কে দগ্ধ করে তেমনি সে তিন ভুবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করছে ॥ ৩৯ ॥

আমরা একই কাজের সঙ্গী, তাই ইন্দ্রের (নতুন করে) আমাকে প্রার্থনা জানাবার কিছু নেই, বাতাস তো নিজেই এগিয়ে এসে অগ্নির সহায়তা করে ! ॥ ৪০ ॥

নিজের অসিধারার ছেদনমুক্ত দশম মস্তকটি সে আমারই লভ্যাংশরূপে রেখেছে, আমার (সুদর্শন) চক্রের লক্ষ্য সে ॥ ৪১ ॥

চন্দনগাছের মাথায়ও তো সাপ উঠে বসে থাকে ! তেমনি স্রষ্টার বরপ্রভাবেই ঐ দুরাত্মা শত্রুর এই বাড়াবাড়ি (মাথায় চড়ে বসা !) আমি সহ্য করেছি ॥ ৪২ ॥

তপস্যায় বিধাতাকে সন্তুষ্ট করে সেই রাক্ষস বর চেয়েছিল—মর্ত্যের মানুষ তো ছাই, দেবতারাও তাকে বধ করতে পারবে না ॥ ৪৩ ॥

আমি তাই দশরথের পুত্র হয়ে তীক্ষ্ণ বাণে তার মস্তক ছিন্ন করব, পদ্মমালার মতো তার মুণ্ডমালাকে যুদ্ধভূমির পূজার্ঘ্য করব আমি ॥ ৪৪ ॥

বেশি দেরি নেই, যাজ্ঞিকদের উৎসর্গ করা বিধিমতো যজ্ঞভাগ তোমরা আবার পাবে, রাক্ষসেরা আর তা ছুঁতে পারবে না ॥ ৪৫ ॥

পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা আকাশে বিমানযানে ভ্রমণ করবার সময়ে (রাবণের) পুষ্পকরথ দেখে মেঘের আড়ালে লুকোনোর সংকোচ ত্যাগ করতে পারেন ॥ ৪৬ ॥

শাপবলে রাবণের বলাৎকারের হস্তস্পর্শে স্বর্গের বন্দিনীদের কেশকলাপ দূষিত হয়নি, তোমরা সেই বেণীর বাঁধন খুলে দেবে ॥ ৪৭ ॥

সেই কৃষ্ণমেঘকান্তি (বিষ্ণু) রাবণের উৎপীড়নে ক্লান্ত দেবতাদের, যেন রৌদ্রশুষ্ক শস্যরাজিকে, এই বাক্যামৃতরসবর্ষণে সিক্ত করে অন্তর্ধান করলেন ॥ ৪৮ ॥

গাছেরা যেমন ফুলে ফুলে বায়ুকে অনুসরণ করে তেমনি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা নিজ নিজ অংশ নিয়ে দেবকার্যে উদ্যত বিষ্ণুকে অনুগমন করলেন ॥ ৪৯ ॥

দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞ

এদিকে রাজার ঈপ্সিত কর্মের শেষে ঋত্বিক্‌দের পর্যন্ত বিস্মিত করে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক (দিব্য) পুরুষ আবির্ভূত হলেন ॥ ৫০ ॥

তিনি দুহাতে ধরে আছেন স্বর্ণপাত্রে ভরা চরু-পায়েস, আদিপুরুষের অনুপ্রবেশের ফলে তাঁর পক্ষেও তা (যেন) দুর্বহ মনে হচ্ছিল ॥ ৫১ ॥

সাগর ছেঁচে পাওয়া অমৃতকে যেমন ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রাজা (দশরথ) প্রজাপতির দেওয়া এই চরু গ্রহণ করলেন ॥ ৫২ ॥

ত্রিলোকের উৎপত্তির কারণ বিষ্ণুও তাঁর পুত্র হতে চেয়েছিলেন, এতেই রাজার দুর্লভ গুণগ্রামের কথা বলা হয়ে যায় ॥ ৫৩ ॥

গ্রহপতি সূর্য যেমন দ্যুলোকে আর ভূলোকে তাঁর আলো ছড়িয়ে দেন, তেমনি রাজা চরু-আকারে (পাওয়া) বিষ্ণুর তেজকে দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দিলেন ॥ ৫৪ ॥

কৌশল্যা তাঁর পাটরানী, কৈকেয়ী তাঁর বড়ো প্রিয় ; রাজা চাইলেন তাঁরা সুমিত্রাকেও ভাগ দিয়ে খুশি করবেন ॥ ৫৫ ॥

সর্বজ্ঞ স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁরা দুজনেই চরুর অর্ধেক অংশ সুমিত্রাকে দিলেন ॥ ৫৬ ॥

মাতাল হাতির দুগাল বেয়ে যখন মদধারা ঝরতে থাকে তখন ভ্রমরী যেমন দুটি ধারাতেই আসক্ত হয় তেমনি সুমিত্রা দুই সপত্নীকেই সমান ভালোবাসতেন ॥ ৫৭ ॥

সূর্যের অমৃতনামে কিরণজাল যেমন জলময় গর্ভ ধারণ করে, তাঁরাও তেমনি সন্তানপ্রসবের জন্যে দেবতার অংশজাত গর্ভ ধারণ করলেন ॥ ৫৮ ॥

আপন্নসত্ত্বা হয়ে তাঁরা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করলেন, দেখে মনে হল ফলোন্মুখী শস্যসম্পদের শোভা । ৫৯ ॥

মহিষীদের স্বপ্নদর্শন

তাঁরা সকলে স্বপ্নে দেখলেন, শঙ্খ, অসি, গদা, শার্ঙ্গ, চক্র ধারণ করে বামনমূর্তিরা তাঁদের রক্ষা করছেন ॥ ৬০ ॥

(দেখলেন)

গরুড় তার গতিবেগে মেঘগুলোকেও টান দিচ্ছে আর তার সোনার পাখার কিরণের জাল আকাশে ছড়িয়ে তাঁদের (পিঠে করে) বহন করছে ॥ ৬১ ॥

(দেখলেন)

বুকের মাঝখানে কৌস্তুভমণিটিকে দুলিয়ে লক্ষ্মীঠাকরুন তাঁদেরকে পদ্ম-পাখার বাতাস দিয়ে সেবা করছেন ॥ ৬২ ॥

(দেখলেন)

স্বর্গের মন্দাকিনীতে স্নান করে এসে সাতজন ব্রহ্মর্ষি পুণ্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের উপাসনা করছেন ॥ ৬৩ ॥

তাদের মুখে এইরকম স্বপ্নের কথা শুনে শুনে রাজা আনন্দ পেলেন, জগৎপিতার জনক ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করলেন ॥ ৬৪ ॥

নির্মল জলে যেমন একই চাঁদের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে তেমনই এক ঈশ্বর তাঁদের গর্ভে (চার ভাগে) বিভক্ত হয়ে বাস করলেন ॥ ৬৫ ॥

রামের জন্ম

তারপরে

প্রসবের সময় এলে রাজার পাটরানী সতী (কৌশল্যা) ঘর-আলো-করা ছেলে পেলেন, বনৌষধি যেন রাত্রিতে (আঁধার-ভাঙা) জ্যোতি দেখালো ॥ ৬৬ ॥

পুত্রের অভিরাম আকৃতিতে মুগ্ধ পিতা তার নাম রাখলেন জগতের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলসূচক শব্দ 'রাম' ॥ ৬৭ ॥

রঘুবংশের প্রদীপ সে, তার অলোকসামান্য তেজে সূতিকাগৃহের প্রদীপপ্রভা যেন ম্লান হয়ে গেল ॥ ৬৮ ॥

শয্যায় শুয়ে (শিশু) রাম ; কৃশোদরী মাতাকে দেখাচ্ছিল যেন শরতের ক্ষীণ গঙ্গাধারা, তীরের বেলাভূমিতে সাজানো রয়েছে কমল-অর্ঘ্য ॥ ৬৯ ॥

কৈকেয়ীর কোলে জন্ম নিল সুশীল পুত্র ভরত। জননীর অলঙ্কার সে, যেন সম্পৎ-শ্রীর বিনয়ভূষণ ॥ ৭০ ॥

সুমিত্রা জন্ম দিলেন দুটি যমজ-পুত্র লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নকে, সুশিক্ষিতা বিদ্যা যেমন তত্ত্বজ্ঞান ও সংযম দান করে ॥ ৭১ ॥

সমস্ত জগতের সব দুঃখ দূর হল, সুখের বান ডাকল, মনে হল পুরুষোত্তমের পিছনে পিছনে স্বর্গই নেমে এল পৃথিবীতে। ॥ ৭২ ॥

চতুর্মূর্তিতে তাঁর আবির্ভাবে রাবণের ভয়ে সংকুচিত দিগ্বধূরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, চতুর্দিকে নির্মল বাতাসের দোলা দেখা দিল ॥ ৭৩ ॥

আগুন জ্বলল কিন্তু ধোঁয়া লাগল না, সূর্য প্রসন্ন; রাক্ষসের অত্যাচারে পীড়িত এঁরা এখন বিষাদ ভুলে গেলেন ॥ ৭৪ ॥

দশানন রাবণের মাথার মুকুট থেকে মণিগুলো একে একে খসে পড়ল, যেন তাঁর রাজলক্ষ্মীর বিন্দু বিন্দু অশ্রু মাটিতে ঝরে পড়ল ॥ ৭৫ ॥

পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তূর্যধ্বনির মধ্যে স্বর্গেই প্রথম দেবদুন্দুভি বেজে উঠল ॥ ৭৬ ॥

রাজার প্রাসাদে পারিজাতের পুষ্পবৃষ্টি হল। এই বৃষ্টিই সমস্ত মাঙ্গলিক কর্মের প্রথম অনুষ্ঠান ॥ ৭৭ ॥

রাজকুমারদের একে একে সংস্কার সাধন হল, ধাত্রীর স্তন্যে তারা পুষ্ট হয়ে উঠল, পিতার প্রথমজাত আনন্দ বৃদ্ধি করতে করতে তারা বড়ো হতে লাগল ॥ ৭৮ ।

তাদের স্বাভাবিক বিনয়গুণ সুশিক্ষার সংস্কারে আরও সমৃদ্ধ হল; ঘি যেমন আগুনের স্বাভাবিক তেজকে উজ্জ্বলতর করে তেমনি ॥ ৭৯ ॥

ঋতুরঙ্গ যেমন স্বর্গের (নন্দন) কাননকে সুন্দরতর করে তোলে, তেমনি তাদের পরস্পর অনুরাগ অকলঙ্ক রঘুকুলকে আরো অনেক উজ্জ্বল করে তুলল ॥ ৮০ ॥

তাদের সৌভ্রাতৃত্ব একই রকম ছিল, তবুও রাম-লক্ষ্মণে এবং ভরত-শত্রুঘ্নে প্রীতির টানের জোড় গড়ে উঠল ॥ ৮১ ॥

বাতাস আর আগুনের মতো, চাঁদ আর সমুদ্রের মতো তাদের এই জোড়ায় জোড়ায় একতা কখনও ভাঙত না ॥ ৮২ ॥

এই কুমারেরা গ্রীষ্মশেষের কালো মেঘে ঢাকা দিনের মতো তেজস্বিতায় এবং স্নেহশীলতায় প্রজাদের মন কেড়ে নিলেন ॥ ৮৩ ॥

রাজার চতুর্ধা বিভক্ত সত্তা এই পুত্রচতুষ্টয় শোভা পেল, মনে হল এরা যেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সশরীর অবতার ॥ ৮৪ ॥

চতুর্দিকের অধিপতি রাজাকে চার সমুদ্র যেমন রত্নরাশি দিয়ে সেবা করত, তেমনি পিতৃবৎসল চারপুত্র তাদের গুণাবলীতে পিতাকে তৃপ্ত করত ॥ ৮৫ ॥

চার পুত্র নিয়ে রাজাধিরাজ শোভা পেলেন। মনে হল যেন স্বর্গের ঐরাবত, চারটি দাঁত দিয়ে যে দৈত্যদের তরোয়ালের ধার নষ্ট করে দেয়; যেন রাজনীতি ফল দেখে যার চারটে উপায় (সাম-দান-ভেদ-দণ্ড) নির্ণয় করা যায়, যেন স্বয়ং বিষ্ণু যুগ-কাষ্ঠের মতো দীর্ঘ যাঁর চারটি বাহু ॥ ৮৬ ॥

॥ শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে 'রামাবতার' নামে দশম সর্গ ॥

একাদশ সর্গ

রাজসভায় বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র[১] রাজার (দশরথের) কাছে এসে যজ্ঞবিঘ্ন দূর করার জন্যে বালকোচিত-শিখাধারী রামকে প্রার্থনা করলেন, কারণ তেজস্বীদের বয়স কত তা দেখার প্রয়োজন হয় না ॥ ১ ॥

বিচক্ষণ রাজা বহুকষ্টে-পাওয়া রামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে মুনির হাতে সমর্পণ করলেন। প্রাণপ্রার্থীদের প্রার্থনাও রঘুবংশে প্রত্যাখ্যাত হয় না ॥ ২ ॥

রাজা তাঁদের প্রস্থানের জন্যে যেই নগরীর পথ সংস্কার করার আদেশ দিলেন, অমনি বায়ুকে সঙ্গে নিয়ে জল ও পুষ্পবর্ষী মেঘ অবিলম্বে তা সম্পাদন করল[৩] ॥ ৩ ॥

(পিতার) আদেশপালনে উদ্যত ঐ দুই ধনুর্ধারী পিতার চরণে পতিত হলেন। রাজার অশ্রুবিন্দুও প্রবাসগমনে প্রস্তুত বিনীত ঐ দুজনের উপরে বর্ষিত হল ॥ ৪ ॥

পিতার নয়নজলে ঐ ধনুর্ধর দুজনের শিখা ঈষৎ সিক্ত হল। তাঁরা সেই ঋষির অনুগমন করলেন। পুরবাসীরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় তাদের নয়নপঙ্‌ক্তিতে যেন তাঁদের রাজপথের তোরণদ্বার রচিত হল[৩] ॥ ৫ ।

ঋষি কেবল লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকেই নিতে চাওয়ায় রাজা আর সৈন্যসামন্ত কিছু দিলেন না, কারণ শুধু তাঁর আশীর্বাদই তাদের দুজনের রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট ॥ ৬ ॥

তাঁরা দুজন জননীদের চরণস্পর্শ করে তেজস্বী মুনির অনুগমন করলেন। চৈত্র ও বৈশাখ মাস (মেষাদিরাশির সংক্রমণকালে) সূর্যের অনুগমন করলে যেমন যেমন শোভান্বিত হয় তাঁরা দুজনও সেইরকম শোভা পেলেন ॥ ৭ ॥

বর্ষাকালে উদ্ধ্য ও ভিদ্য নদের নামানুসারে তাদের ক্রিয়া (জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদ) যেমন শোভা পায়, শৈশবহেতু চঞ্চল হলেও তাদের তরঙ্গের মতো আন্দোলিত বাহু-দুটি তেমনি শোভা পেল ॥ ৮ ॥

বনপথে রাম-লক্ষ্মণ

মণিবন্ধ ভূমিতে বিচরণযোগ্য তাঁরা দুজন ঋষিপ্রদত্ত 'বলা' ও 'অতিবলা' এই দুটি বিদ্যার প্রভাবে[৪] পথে কোনো ক্লান্তি বোধ করলেন না, বরং তাঁদের মনে হল তাঁরা যেন মায়ের পাশেই রয়েছেন ॥ ৯ ॥

যানারোহণের যোগ্য সানুজ রামচন্দ্র পুরাবিদ পিতৃবন্ধুর কাছ থেকে সেকালের গল্প শুনতে শুনতে (এতই অনন্যমনা হয়েছিলেন যে) তাঁরা যে পায়ে হেঁটে চলছেন তাই বুঝতে পারলেন না ॥ ১০ ॥

সরোবরেরা রসাল জল দিয়ে, পাখিরা শ্রুতিমধুর কূজন দিয়ে, বায়ুরা সুরভি ফুলের রেণু দিয়ে এবং মেঘেরা ছায়া দিয়ে তাদের দুজনকে সেবা করতে লাগল ॥ ১১ ॥

প্রিয়দর্শন সেই দুজনকে দেখে তপস্বীরা যেরকম আনন্দ পেলেন, পদ্মশোভামণ্ডিত জল কিংবা ক্লান্তিহরা তরুরাজি দেখেও সেরকম আনন্দ পান নি ॥ ১২ ॥

সেই ধনুর্ধর রাম হরকোপানলে দগ্ধ মদনদেবের তপোবনে এসে শুধু সুন্দর মূর্তিতেই তাঁর প্রতিনিধি হলেন, মর্মে নয় ॥ ১৩ ॥

তাড়কাবধ

অভিশাপহেতু (রাক্ষসবেশধারিণী) সুকেতুসুতা তাড়কা[৫] পথ আগলে আছে, বিশ্বামিত্রের কাছে তা জানতে পেরে (রামচন্দ্র) মাটিতে ধনুর প্রান্তভাগ রেখে অনায়াসে তাতে জ্যা-রোপণ করলেন ॥ ১৪ ॥

তারপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতো কৃষ্ণবর্ণা তাড়কা তাঁদের দুজনের ধনুকের টংকার শুনে সম্মুখে আবির্ভূত হল, তার কর্ণলম্বিত নরমুণ্ড আন্দোলিত, সে যেন

বলাকাশোভিত নিবিড়কৃষ্ণ মেঘরাশির মতো ॥ ১৫ ॥

(তখন) ছিন্ন প্রেত-বাস-পরা বিকটনাদিনী তাড়কা তীব্রগতিবেগে পথতরু কম্পিত করে শ্মশানোত্থিত বাত্যার মতো[৬] রামচন্দ্রকে অভিভূত করল ॥ ১৬ ॥

একটি বাহুরূপ যষ্টি তুলে কটিদেশে পুরুষের অস্ত্ররূপ মেখলা ধারণ করে সে ছুটে আসছিল। তাকে দেখে রাম বাণ ও স্ত্রীলোকবধে ঘৃণা[৭] একই সঙ্গে ত্যাগ করলেন ॥ ১৭ ॥

রামের সেই বাণ শিলার মতো কঠিন তাড়কার বুকে যে ছিদ্র করল, এতদিন যমরাজ যে রাক্ষসদেশে প্রবেশ করতে পারেন নি, সেই ছিদ্র (যেন) তারই প্রবেশদ্বার হল[৮] ॥ ১৮ ॥

রামের শর তাড়কার হৃদয় বিদীর্ণ করল। এ অবস্থায় মাটিতে পড়বার সময় কেবল যে তার বনভূমি কম্পিত হল তা নয়, ত্রিভুবন জয় করায় রাবণের অচঞ্চলা জয়লক্ষ্মীও বিচলিত হলেন ॥ ১৯ ॥

রাক্ষসী তাড়কা দুঃসহ রামরূপ মদনবাণে বক্ষঃস্থলে তাড়িতা হয়ে অঙ্গে রক্তরূপ সুবাসিত চন্দন লেপন করে যমালয়ে প্রস্থান করল ॥ ২০ ॥

তারপর সূর্যকান্তমণি যেমন সূর্য থেকে ইন্ধনদাহক তেজ লাভ করে, তাড়কাঘাতী রামও তেমনি তাঁর বিক্রমে প্রীত মহর্ষির কাছ থেকে রাক্ষসবধের মন্ত্রযুক্ত অস্ত্র লাভ করলেন ॥ ২১ ॥

তারপর রাম বামনাশ্রমে এলেন। ঋষির কাছ থেকে এ আশ্রমের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। এখানে প্রথম জন্মের লীলা ঠিক মনে না পড়লেও উন্মনা হয়ে পড়লেন[৯] ॥ ২২ ॥

সেখান থেকে মুনি নিজের তপোবনে এলেন। শিষ্যেরা আগেই অর্ঘ্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আশ্রমতরুরা পল্লবপুটরূপ অঞ্জলি রচনা করে দাঁড়িয়ে ছিল, মৃগীরা উন্মুখ হয়ে ছিল তাঁদের দেখবার জন্যে ॥ ২৩ ॥

যথাক্রমে উদিত সূর্য ও চন্দ্র যেমন রশ্মিজালে অন্ধকার থেকে সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, দশরথের দুই পুত্রও তেমনি শরজালে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিদের বিঘ্ন থেকে রক্ষা করলেন ॥ ২৪ ॥

মারীচ ও সুবাহুর আক্রমণ

তখন বন্ধুকফুলের মতো স্থূল রক্তবিন্দুতে যজ্ঞ দূষিত হচ্ছে দেখে ঋত্বিকেরা যজ্ঞের কাজ পরিত্যাগ করলেন এবং ভয়ে তাঁদের হাত থেকে বিকঙ্কতে[১০] তৈরি স্রুগাদি[১১] পাত্র স্খলিত হল ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তৎক্ষণাৎ তূণীর থেকে বাণ নিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে রাক্ষস-সেনাদের দেখতে গেলেন। শকুনদের পাখার হাওয়ায় তাদের পতাকাগুলো কাঁপছিল ॥ ২৬ ॥

তিনি ঐ সৈন্যদলে যজ্ঞবিদ্বেষীদের প্রধান দুজনের (মারীচ ও সুবাহুর) উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করলেন, কারণ যে গরুড় মহাভুজঙ্গবধের শক্তি ধরেন, তিনি কি কখনও ঢোড়া সাপের উপর বিক্রম প্রকাশ করেন ? ॥ ২৭ ॥

অস্ত্রবিদ্ রাম তখন উগ্রবেগ এক বায়ব্য অস্ত্র ধনুকে সন্ধান করে পর্বতের মতো

সারবান তাড়কাপুত্রকে (মারীচকে) জীর্ণ পত্রের মতো ভূপাতিত করলেন ॥ ২৮ ॥

সুবাহু-নামে যে আর একটি রাক্ষস সেখানে মায়া বিস্তার করে বিচরণ করছিল, রাম 'ক্ষুরপ্র'-বাণে তাকে খণ্ড খণ্ড করে আশ্রমের বাইরে পাখিদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন ॥ ২৯ ॥

এইভাবে যজ্ঞবিঘ্ননাশী রামলক্ষ্মণের সামরিক বিক্রমকে অভিনন্দিত করে ঋত্বিকেরা সংযতবাক মহর্ষির ক্রিয়া যথাক্রমে সম্পাদন করলেন ॥ ৩০ ॥

রাক্ষসবধের আনন্দে মুনির আশীর্বাদ

মুনির যজ্ঞীয় স্নানের পর দু-ভাই তাঁকে প্রণাম করলে তাঁদের শিখাবন্ধ দুলে উঠল। তিনি আশীর্বাদ করেই কুশক্ষত হাতে তাঁদের স্পর্শ করলেন ॥ ৩১ ॥

মিথিলাপতি জনক আরব্ধ যজ্ঞে তাঁকে (বিশ্বামিত্রকে) নিমন্ত্রণ করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই ধনুর্ভঙ্গ-ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন। তাই তিনি তাঁদের দুজনকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন ॥ ৩২ ॥

তাঁরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় গৌতমমুনির রম্য আশ্রম-তরুতলে অবস্থান করলেন, ঐ আশ্রমে গৌতমপত্নী অহল্যা ক্ষণকালের জন্যে ইন্দ্রের পত্নীত্ব গ্রহণ করেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

শিলাময়ী গৌতমপত্নী অহল্যা দীর্ঘকাল পরে আবার-যে নিজের মনোজ্ঞ দেহ ফিরে পেয়েছিলেন সে কেবল পাপহারী রামের চরণধূলির অনুগ্রহ[১২] ॥ ৩৪ ॥

রাজা জনকের সভায় রাম-লক্ষ্মণ

রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে রাজা জনক অর্ঘ্য নিয়ে অর্থ ও কামযুক্ত মূর্তিমান ধর্মের মতো সেই মুনির প্রত্যুদ্‌গমন করলেন ॥ ৩৫ ॥

বিদেহনগরীর অধিবাসীরা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে পুনর্বসু[১৩] নক্ষত্র-দুটির মতো তাঁদের দুজনকে সতৃষ্ণনয়নে দেখতে লাগল। তখন তারা চোখের পলক ফেলাকেও বিড়ম্বনা বলে মনে করল ॥ ৩৬ ॥

(জনকের) যূপচিহ্নিত যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হলে কুশিক-কুলতিলক বিশ্বামিত্র অবসর বুঝে মিথিলাপতি জনককে বললেন যে রাম সেই ধনুকটি দেখতে উৎসুক হয়ে আছেন ॥ ৩৭ ॥

রাজা প্রখ্যাতবংশে জাত সেই বালকের লাবণ্যময় দেহ দেখে এবং অনমনীয় ধনুকের কথা ভেবে, কেন-যে কন্যা এই কঠিন পণ করলেন তা চিন্তা করে ব্যথিত হয়ে বললেন, বিশাল গজরাজের পক্ষেও যে কাজ দুষ্কর সেই কাজে সামান্য গজশাবকের ব্যর্থ চেষ্টা অনুমোদন করতে আমি উৎসাহবোধ করছি না ॥ ৩৮-৩৯ ॥

হে তাত ! এ ধনুক বহু ধনুর্ধর রাজাকে লজ্জা দিয়েছে। নিজেদের যে বাহুর ত্বক্ নিয়ত ধনুর্গুণের আকর্ষণে কঠিন হয়েছে তাঁরা সেই বাহুকে ধিক্কার দিয়ে ফিরে গিয়েছেন ॥ ৪০ ॥

মুনি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন, এঁর শক্তিমত্তার কথা শুনুন। অথবা কথায় কাজ নেই। পর্বতে যেমন বজ্রের শক্তি পরীক্ষিত হয় তেমনি আপনার (বজ্রোপম) এই ধনুকটিতেই এঁর সারবত্তা প্রকাশিত হোক ॥ ৪১ ॥

তিনি (জনক) এই বিশ্বস্ত মুনির কথা শুনে ইন্দ্রগোপকীটের মতো, ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দাহিকাশক্তির মতো, বালক রামেরও পরাক্রম সম্ভব তা বিশ্বাস করলেন ॥ ৪২ ॥

রামের হরধনুভঙ্গ

তারপর ইন্দ্র যেমন তাঁর তেজোময় ধনুর প্রকাশের জন্যে মেঘরাশিকে আদেশ করেন তেমনি জনকও অনুচরদের সেই ধনুকটি আনার জন্যে আদেশ করলেন ॥ ৪৩ ॥

যজ্ঞ যখন মৃগরূপ ধরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন[১৪] তখন যে-ধনুকে শিব তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন নিদ্রিত বাসুকির মতো ভীষণ সেই ধনুক দেখে রাম তা' গ্রহণ করলেন ॥ ৪৪ ॥

কামদেব যেমন পুষ্পধনুতে অনায়াসে গুণারোপণ করেন রামও তেমনি পর্বতের মতো কঠিন সেই ধনুতে অনায়াসে গুণারোপণ করলেন, তখন সভার সকলে বিস্ময়-স্তিমিত নয়নে তা দেখতে লাগলেন ॥ ৪৫ ॥

রামের প্রবল আকর্ষণে বজ্রের মতো কঠোর শব্দ তুলে ভগ্ন হয়ে সেই ধনুক যেন ভৃগুনন্দনকে জানিয়ে দিল—ক্ষত্রিয় আবার জেগেছে ॥ ৪৬ ॥

মিথিলাপতি হরধনুভঙ্গে রামের পরাক্রম দেখলেন। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ-পণকে অভিনন্দিত করে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী অযোনিসম্ভূতা কন্যাকে[১৫] রামের হাতে সমর্পণ করলেন ॥ ৪৭ ॥

রাম-সীতার পরিণয়

সত্যপ্রতিজ্ঞ জনক তেজোনিধি মহর্ষির সমক্ষে যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকে সাক্ষী করেই অযোনিজা কন্যাকে অবিলম্বে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করলেন ॥ ৪৮ ॥

মহাদ্যুতি জনক 'কন্যাকে (পুত্রবধূরূপে) গ্রহণ করে এই নিমিকুলকে ভৃত্য বলে মনে করুন' এই বার্তা দিয়ে মাননীয় পুরোহিতকে কোশলরাজ দশরথের কাছে পাঠালেন ॥ ৪৯ ॥

তিনি (দশরথ) যোগ্য পুত্রবধূর অনুসন্ধান করছিলেন ; ঠিক এই সময়ে (তাঁর বাসনার) অনুকূল প্রস্তাব নিয়ে এঁর কাছে এলেন পুরোহিত। কারণ কল্পতরুর ফলের মতো পুণ্যবানদের বাসনা সদ্য সদ্যই পরিপক্ক হয় ॥ ৫০ ॥

বাসব-বন্ধু জিতেন্দ্রিয় দশরথ সেই ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদানে সম্মানিত করে, তাঁর কাছে সব কথা শুনে, সৈন্যদের পায়ে পায়ে ওঠা ধুলোয় সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে মিথিলায় রওনা হলেন ॥ ৫১ ॥

রাজা সৈন্যদের দিয়ে মিথিলা বেষ্টন করিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে সৈন্যেরা উপবনতরু বিদলিত করতে লাগল। যুবতী যেমন গাঢ় প্রিয়সম্ভোগ সহ্য করে মিথিলাপুরীও তেমনি এই প্রণয়াবরোধ সহ্য করল ॥ ৫২ ॥

তারপর বরুণ ও ইন্দ্রতুল্য আচারনিষ্ঠ সেই দুই রাজা পরস্পর মিলিত হয়ে যার-যার বিভব অনুসারে পুত্র ও কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করলেন ॥ ৫৩ ॥

তারপর রাম পৃথিবীকন্যা সীতাকে, লক্ষ্মণ তাঁর কনিষ্ঠা ঊর্মিলাকে এবং তাঁদের তেজস্বী অনুজ-দুজন (ভরত ও শত্রুঘ্ন) কুশধ্বজের ক্ষীণ-কটি দুই কন্যাকে (মাণ্ডবী

ও শ্রুতকীর্তিকে) বিবাহ করলেন ॥ ৫৪ ॥

তখন চার পুত্র নববধূ গ্রহণ করে রাজা দশরথের সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারটি উপায়ের মতো শোভা পেলেন ॥ ৫৫ ॥

সেই রাজকন্যারা রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পর চরিতার্থতা লাভ করলেন। সেই বরবধূর মিলন যেন প্রকৃতি-প্রত্যয়যোযোগের মতো হল ॥ ৫৬ ॥

এইভাবে পুত্রবৎসল দশরথ সেই চারপুত্রকে সেখানে বিবাহ দিয়ে নিজের পুরীতে প্রস্থান করলেন। জনক তিনদিনের পথ পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করলে তিনি তাঁকে বিদায় দিলেন ॥ ৫৭ ॥

পরশুরামের আবির্ভাব

নদীবেগ যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে (দূরবর্তী) স্থলীকেও নিপীড়িত করে, তেমনি পথে একদিন প্রতিকূল বায়ু ধ্বজদণ্ডরূপ তরু উন্মূলিত করে তাঁর সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করতে লাগল ॥ ৫৮ ॥

তারপর সূর্য ভয়ঙ্কর পরিবেশমণ্ডলে পরিবৃত হলেন। গরুড়নাশিত কালভুজঙ্গ তার শিরোভ্রষ্ট মণিকে দেহ দিয়ে বেষ্টন করে রাখলে যেমন ভয়ঙ্কর দেখায় সূর্যকেও তেমনি ভয়ঙ্কর দেখালো ॥ ৫৯ ॥

দিগঙ্গনারা শ্যেনপাখির পক্ষরূপ ধূসর অলকরাশি ধারণ করে এবং সান্ধ্যমেঘরূপ রক্তিমবসনে আবৃত হয়ে রজস্বলা রমণীর মতো দর্শনের অযোগ্যা হল[১৬] ॥ ৬০ ॥

ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণকারী পরশুরামের আগমনবার্তা ঘোষণা করতেই যেন শৃগালেরা সূর্যদেব যেদিকে ছিলেন সেইদিকে চেয়ে চেয়েই ভয়ঙ্কর রব করতে লাগল ॥ ৬১ ॥

কার্যজ্ঞ রাজা প্রতিকূল পবনাদি দুর্লক্ষণ দেখে শান্তিবিধানের জন্যে কুলগুরুকে (বশিষ্ঠকে) বললেন। তিনি 'মঙ্গল হবে' একথা বলে রাজার সেই উদ্বেগ দূর করলেন ॥ ৬২ ॥

তখন সৈন্যদের সম্মুখে হঠাৎ এক তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হল। তারা নয়ন-মার্জনা করে দেখল সেই তেজোরাশি এক দর্শনীয় পুরুষাকৃতিতে রূপ নিল ॥ ৬৩ ॥

কণ্ঠে পিতার অংশস্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং হাতে মায়ের অংশস্বরূপ দুর্জয় ধনু ধারণ করে তিনি চন্দ্রযুক্ত সূর্য এবং সর্পবেষ্টিত চন্দনতরুর মতো প্রতিভাত হলেন। পিতা ক্রোধে নিষ্ঠুর হলেও এবং ন্যায়ের পথ লঙ্ঘন করলেও তিনি তাঁর আদেশ পালন করে কম্পমানা জননীর শিরশ্ছেদন করে প্রথমে ঘৃণাকে এবং পরে পৃথিবীকে জয় করেছিলেন, তিনি ডান-কানে-জড়ানো রুদ্রাক্ষমালার ছলে একুশবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের গণনাকে বহন করেই যেন শোভা পেলেন ॥ ৬৪-৬৬ ॥

সন্তানেরা বালক বলে নিজের (অসহায়) অবস্থা এবং পিতৃবধজনিত ক্রোধে রাজবংশ নিধনে উদ্যত (পরশুরামকে) দেখে রাজা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন ॥ ৬৭ ॥

নিজের পুত্রে এবং দারুণ শত্রুতে সমভাবে বর্তমান 'রাম' নামটি তাঁর কাছে কণ্ঠহারের মণি এবং সাপের মাথার মণির মতো (যথাক্রমে) প্রীতিকর এবং ভয়ঙ্কর হল ॥ ৬৮ ॥

দশরথ (সসম্ভ্রমে) 'অর্ঘ্য' 'অর্ঘ্য' বলতে থাকলেও সেদিকে না তাকিয়ে তিনি

(পরশুরাম) যেখানে ভরতাগ্রজ রাম ছিলেন সেই দিকেই ক্ষত্রিয় কোপানলের শিখার মতো চোখ রাখলেন, যে চোখের তারাগুলো উগ্রতায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ॥ ৬৯ ॥

রামের প্রতি পরশুরাম

সংগ্রামে ইচ্ছুক পরশুরাম একটি মুষ্টিতে ধনুক ধরে এবং আর এক মুষ্টিতে আঙুলের ফাঁকে তীর রাখতে রাখতে নির্ভীক রামকে বলতে লাগলেন— ॥ ৭০ ॥

অপকার করে ক্ষত্রিয়কুল আমার শত্রু হয়েছে, আমি বহুবার তাদের নিধন করে (এখন) শান্ত হয়েছি। তবু তোমার পরাক্রমের কথা শুনে দণ্ডতাড়িত সুপ্তনাগের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছি ॥ ৭১ ॥

অন্য রাজারা জনকের যে-ধনুক নোয়াতেই পারে নি তুমি নাকি সেই ধনুক ভেঙেছ। তাই শুনে মনে হল আমার শক্তির চূড়াই যেন ভেঙেছ ॥ ৭২ ॥

আগে জগতে 'রাম' শব্দটি উচ্চারিত হলে আমাকেই বোঝাত। এখন উদীয়মান তোমাতে ঐ নামটি বিভক্ত হওয়ায় আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে ॥ ৭৩ ॥

(ক্রৌঞ্চ) পর্বতেও (পর্বতবিদারণেও) যার কুঠার অভগ্ন সেই আমি দুজনকে সমদোষী শত্রু বলে মনে করছি। ধেনুবৎস হরণ করায় হৈহয়বংশীয় কার্তবীর্য এবং আমার কীর্তিহরণে উদ্যত তুমি (আমার সেই দুই শত্রু) ॥ ৭৪ ॥

তাই, তুমি পরাজিত না হলে আমার ক্ষত্রিয়বিনাশী পরাক্রম আমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। আগুন যে শুষ্ক তৃণের মতো সমুদ্রেও জ্বলে তাতেই তার মহিমা ॥ ৭৫ ॥

তুমি যে হরধনু ভেঙেছ, বিষ্ণুতেজে তার সার অপহৃত হয়েছিল। নদীর বেগে মূল নড়ে গেলে সামান্য বাতাসও তটতরুকে ভূপাতিত করে ॥ ৭৬ ॥

তুমি আমার এই ধনুকে গুণ পরিয়ে তীর লাগিয়ে আকর্ষণ করো দেখি। যুদ্ধ থাক। এতেই আমি মনে করব তুল্যবল তুমি আমাকে পরাজিত করেছ ॥ ৭৭ ॥

আর যদি অগ্নিবর্ষী আমার এই পরশুধারার তর্জনে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে বৃথা ধনুর্গুণের আঘাতে যে-আঙুলগুলো কঠিন হয়েছে অভয়-প্রার্থনায় তা দিয়ে অঞ্জলি রচনা করো ॥ ৭৮ ॥

রামের প্রত্যুত্তর

ভীমদর্শন পরশুরাম একথা বললে রামের অধর স্মিতহাস্যে কম্পিত হল, তিনি সেই ধনুক গ্রহণ করেই উপযুক্ত উত্তর দিলেন ॥ ৭৯ ॥

পূর্বজন্মে যে ধনু ধারণ করেছিলেন সেই ধনু (এজন্মে) ধারণ করে রাম অত্যন্ত প্রিয়- দর্শন হলেন। নবীন মেঘ তো এমনিতেই সুন্দর, ইন্দ্রধনুযুক্ত হলে তা যে আরও সুন্দর হবে এ আর বিচিত্র কী ? ॥ ৮০ ॥

শক্তিমান রাম ধনুকের প্রান্ত মাটিতে রেখে তাতে গুণযোজনা করলেন, অমনি রাজ-শত্রু পরশুরাম ধূমাবশিষ্ট অগ্নির মতো নিষ্প্রভ হলেন ॥ ৮১ ॥

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একজনের তেজ দীপ্যমান আর একজনের তেজ নিষ্প্রভ, এ অবস্থায় জনতা দুজনকে পর্বদিনে (পূর্ণিমার দিনে) সন্ধ্যায় (উদয়োন্মুখ) চন্দ্র ও অস্তগামী সূর্যের মতো দেখল ॥ ৮২ ॥

কার্তিকেয়কল্প রাম পরশুরামকে হীনবল এবং নিজের সংযোজিত বাণকে অব্যর্থ

দেখে করুণাকোমল হয়ে বললেন— ॥ ৮৩ ॥

আপনিই প্রথম যুদ্ধের আস্ফালন করলেও আপনি ব্রাহ্মণ বলে আমি নির্দয়ভাবে আপনাকে আঘাত করতে পারছি না। এখন বলুন এই বাণ নিক্ষেপ করে আমি আপনার (স্বৈর)-গতি রুদ্ধ করব, না আপনার যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোকের পথ রুদ্ধ করব? ॥ ৮৪ ॥

পরশুরামের প্রত্যুত্তর

ঋষি (পরশুরাম) প্রত্যুত্তরে বললেন—স্বরূপতঃ তোমাকে পুরাণপুরুষ (নারায়ণ) বলে জানি না তা নয়, কিন্তু ধরায় অবতীর্ণ তোমার বৈষ্ণব তেজ দেখতে চেয়েছিলাম বলেই তোমার ক্রোধ উৎপাদন করেছিলাম ॥ ৮৫ ॥

আমি পিতৃশত্রুদের ভস্মসাৎ করেছি এবং সসাগরা বসুন্ধরাকে যথাযোগ্য পাত্রে দান করেছি। এখন পরমপুরুষ তোমার কাছে আমার এই পরাভব আমার পক্ষে পরম শ্লাঘায় বিষয় ॥ ৮৬ ॥

হে সুধীশ্রেষ্ঠ! পুণ্যতীর্থযাত্রায় আমার অভীষ্ট গতি অব্যাহত রাখো। আমি ভোগলিপ্সু নই, তাই স্বর্গের পথরোধ আমাকে পীড়া দেবে না[১৭] ॥ ৮৭ ॥

রাম 'তাই হোক' বলে অঙ্গীকার করলেন এবং পূর্বদিকে মুখ করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ পুণ্যবান হলেও পরশুরামের দুরতিক্রম্য স্বর্গপথ অবরুদ্ধ করল ॥ ৮৮ ॥

রামও 'ক্ষমা করুন' বলে সেই তপস্বীর চরণস্পর্শ করলেন। শক্তিতে পরাজিত শত্রুর কাছে প্রণত হওয়া বীরদের কীর্তিরই কারণ হয় ॥ ৮৯ ॥

পরশুরামের অন্তর্ধান

পরশুরাম বললেন—তুমি আমার মাতৃসম্বন্ধীয় রজোগুণ দূর করে আমাকে যে পৈতৃক শমগুণ অবলম্বন করিয়েছ, তাতে আমার এই শুভাবহ নিগ্রহও অনুগ্রহের মতোই হয়েছে ॥ ৯০ ॥

'তুমি দেবকার্যসাধনে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ, তোমার মঙ্গল হোক। আমি চললাম'—ঋষি সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে একথা বলে অন্তর্হিত হলেন ॥ ৯১ ॥

তিনি চলে গেলে পিতা বিজয়ী রামকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে মনে করলেন রামের যেন পুনর্জন্ম হল। ক্ষণিক পরিতাপের পর তাঁর এই পরিতোষ লাভ যেন দাবানলে আক্রান্ত তরুতে বৃষ্টিপাতের মতো হল ॥ ৯২ ॥

তারপর শিবতুল্য রাজা (দশরথ) পথে সুনির্মিত পটমণ্ডপে কয়েক রাত কাটিয়ে অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করলেন। তখন সীতাদর্শনে উৎসুক পুরনারীরা বাতায়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় মনে হল সেখানে যেন পদ্ম ফুটে আছে ॥ ৯৩ ॥

॥ কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে 'ভার্গববিজয়' নামে একাদশ সর্গ ॥

রামের অভিষেক

সমস্ত বিষয়সুখ ভোগ করা হলে, তিনি (দশরথ) জীবনের শেষ দশায় উপস্থিত হলেন, ভোরের প্রদীপশিখার মতো তাঁর জীবনদীপও প্রায় নিভে এল ॥ ১ ॥

জরা পলিতকেশের বেশে তাঁর কানের কাছে এল, কৈকেয়ীর ভয়ে যেন কানে কানে বলল, 'রামের হাতে রাজ্যশ্রীকে অর্পণ করো' ॥ ২ ॥

প্রিয় রামের অভিষেকবার্তা পুরবাসী সকলকে আনন্দে ভাসিয়ে দিল—উদ্যানের জলস্রোত যেন তরুরাজিকে ভিজিয়ে দিল ॥ ৩ ॥

কুটিলমতি কৈকেয়ী তাঁর অভিষেকের সমস্ত আয়োজনকে রাজার শোকোষ্ণ অশ্রুপাতে দূষিত করে দিলেন ॥ ৪ ॥

সে রণচণ্ডী, (দশরথের) অনেক আশ্বাসে-তোষামোদে তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুত দুটি বরের কথা বলে বসল—বর্ষার জলে ভেজা মাটি যেন গর্তে-লুকোনো দুটো সাপ উগরে দিল ॥ ৫ ॥

তার একটাতে রামকে চোদ্দ বছরের জন্যে বনে পাঠাল, অন্যটাতে নিজের ছেলের জন্যে রাজ্যশ্রী চাইল—তার ফল তারই নিজের বৈধব্য ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র প্রথমে পিতৃদত্ত রাজ্যকে চোখের জলে গ্রহণ করেছিলেন, তারপরে তাঁরই কাছ থেকে "বনে যাও" এই আদেশ তিনি খুশিমনে গ্রহণ করলেন ॥ ৭ ॥

লোকে অবাক হয়ে দেখল—পবিত্র রেশমী-জোড় পরেও তাঁর মুখে যে ভাব, বল্কল-জোড়া পরেও সেই একই রূপ (একটুও পরিবর্তন হল না) ॥ ৮ ॥

তিনি (রামচন্দ্র) সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে, পিতাকে সত্যভ্রষ্ট না করে, দণ্ড-কারণ্যে প্রবেশ করলেন, মন ভরে দিলেন সব সজ্জনেদেরও[১] ॥ ৯ ॥

তাঁর বিচ্ছেদের যন্ত্রণায়, নিজের কর্মফল সেই অভিশাপের কথা মনে মনে ভেবে, রাজারও তখন মনে হল দেহত্যাগ করেই বুঝি (পাপের) প্রায়শ্চিত্ত হবে ॥ ১০ ॥

রাজপুত্রেরা বাইরে, রাজার মৃত্যু হয়েছে; ছিদ্রান্বেষী শত্রুরা মনে ভাবল (সুবর্ণসুযোগ!) রাজ্য কেড়ে নিলেই হয়! ॥ ১১ ॥

নিরুপায় অমাত্যরা[২] বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে মামা-বাড়ি থেকে ভরতকে নিয়ে এলেন, তারা সারাক্ষণ শোকাশ্রু গোপন রেখেছিল ॥ ১২ ॥

ভরতের পাদুকাগ্রহণ

পিতার ঐভাবে মৃত্যুর কথা শুনে কৈকেয়ীর পুত্র শুধু যে নিজের মায়ের প্রতি বিরূপ হলেন তা নয়, রাজ্যশ্রীর প্রতিও তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল ॥ ১৩ ॥

সৈন্য সামন্ত নিয়ে রামের সন্ধানে বেরোলেন—(বনের) আশ্রমবাসীরা তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন, তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাম-লক্ষ্মণের বিশ্রাম নেওয়ার গাছগুলোকে দেখে দেখে এগিয়ে গেলেন ॥ ১৪ ॥

চিত্রকূটবনে এসে তাঁকে (রামকে) পিতার মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করলেন (ভরত), রাজসম্পদ কেউ স্পর্শ করেনি; রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন তিনি ॥ ১৫ ॥

জ্যেষ্ঠজন রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করলেন না, আর তিনি (সেই) রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন—এতে তো বড়োভাইকে অবিবাহিত রেখে ছোটো ভাইএর পত্নীগ্রহণের অপরাধ হয় ॥ ১৬ ॥

স্বর্গত পিতার আদেশ থেকে তিনি (রামচন্দ্র) যখন কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না, তখন (ভরত) তাঁর কাছে পাদুকা-জোড়া চেয়ে নিলেন, তাদেরই তিনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করবেন ॥ ১৭ ॥

ভাই (রামচন্দ্র) 'তথাস্তু' বলে তাঁকে বিদায় জানালেন, তিনি আর (অযোধ্যা) নগরীতে ফিরলেন না ; নন্দিগ্রামে থেকে গচ্ছিতধনের মতো করে রাজ্যপালন করলেন ॥ ১৮ ॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অসীম ভক্তি, তাই রাজ্যভোগে ভরতের একটুও আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি যেন (এইভাবে) মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন ॥ ১৯ ॥

রামলক্ষ্মণ চিত্রকূটবনে

অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈদেহীকে নিয়ে শান্ত রামচন্দ্র, বন্য-আহারে জীবনধারণ করছেন ; যুবা বয়সেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদের ব্রত নিয়েছেন যেন ॥ ২০ ॥

একদিন—

তিনি (রামচন্দ্র) নিজের প্রভাবে এক বিশাল গাছের ছায়াকে স্থির করে রেখে তারই নিচে সীতার কোলে মাথা রেখে ক্লান্তশরীরে একটু শুয়েছেন[৩] ॥ ২১ ॥

হঠাৎ—

একটা কাক এসে তাঁর (সীতার) স্তনযুগলে নখের আঁচড় কেটে দিল। স্বামীর উপভোগের চিহ্নে সে যেন দোষ দেখতে পেয়েছিল ॥ ২২ ॥

প্রিয়ার ডাকে জেগে উঠে রামচন্দ্র তার দিকে একটা কাশের[৪] তীর নিক্ষেপ করলেন। কাকও ঘুরতে ঘুরতে[৫] একটা চোখ ফেলে দিয়ে মুক্তি পেল ॥ ২৩ ॥

কাছাকাছি জায়গা, ভরত আবার আসতে পারেন এই আশঙ্কা করে রামচন্দ্র ব্যাকুল-হরিণে-ভরা চিত্রকূট-বনস্থলীকে ছেড়ে গেলেন ॥ ২৪ ॥

অতিথিবৎসল ঋষিদের আশ্রমে বাস করে তিনি দক্ষিণদিকে গেলেন, যেমন বর্ষা-কালের নক্ষত্রগুলোতে অবস্থান করতে করতে সূর্য দক্ষিণায়নে যায় ॥ ২৫ ॥

তাঁর সঙ্গে চলেছেন বিদেহদেশের রাজনন্দিনী, শোভা পাচ্ছেন যেন কৈকেয়ীর বারণ-না-মানা গুণগ্রাহিণী (অযোধ্যার) রাজলক্ষ্মী ॥ ২৬ ॥

অনসূয়া তাঁর অঙ্গরাগ রচনা করে দিয়েছিলেন, তার পবিত্র গন্ধে ভ্রমরেরা ফুল (এর মধু) ছেড়ে (তাঁর কাছেই) উড়তে লাগল ॥ ২৭ ॥

(হঠাৎ)

রাহু যেমন চাঁদের পথ অবরোধ করে, তেমনি করে সন্ধ্যেবেলার মেঘের মতো লালচে-বাদামী রঙের বিরাধ নামে এক রাক্ষস রামের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ॥ ২৮ ॥

অশুভ বর্ষণের প্রতিবন্ধ যেমন শ্রাবণমাস এবং ভাদ্রমাসের মধ্যেকার বৃষ্টিকে হরণ করে, তেমনি মানুষখেকো ঐ রাক্ষস তাঁদের দুজনের মধ্যে থেকে সীতাকে হরণ করল ॥ ২৯ ॥

রাম-লক্ষ্মণ তাকে পিষে মেরে ফেললেন ; অপবিত্র গন্ধে বনস্থলী দূষিত হবে এই

ভেবে তাকে মাটিতে পুঁতে দিলেন ॥ ৩০ ॥

পঞ্চবটীবনে

তারপরে রামচন্দ্র ঋষি অগস্ত্যের আদেশে পঞ্চবটীতে বাস করলেন। যেমন অগস্ত্যের আদেশেই বিন্ধ্যপর্বত ক্রমবৃদ্ধি সংযত করে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন (মাথা নত করেছিলেন) ॥ ৩১ ॥

সেখানে কামাতুরা রাবণভগিনী রামচন্দ্রের কাছে এল; গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ সর্পিণী যেন চন্দনতরুর আশ্রয় নিল ॥ ৩২ ॥

সীতার সামনেই সে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকল। নারী-দেহে কামাবেগের তীব্রতা স্থান-কালের জ্ঞান মানে না ॥ ৩৩ ॥

বৃষস্কন্ধ রামচন্দ্র কামিনী রাক্ষসীকে বললেন—আমার বউ রয়েছে; তুমি আমার ছোটোভাই-এর কাছে যাও লক্ষ্মীটি ॥ ৩৪ ॥

আগেই জ্যেষ্ঠের কাছে যাওয়ার ফলে তিনিও (লক্ষ্মণও) তাকে গ্রহণ করলেন না; তখন সে আবার রামের কাছেই ঘুরে এল; নদীর জল যেমন দুই দিকের তীরেই আঘাত করে তেমনি ॥ ৩৬ ॥

ঝোড়ো হাওয়া বন্ধ থাকায় শান্ত সমুদ্রের বেলাভূমি যেমন চন্দ্রোদয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, সীতার মুখের হাসিও একটুখানির জন্যে শান্ত-হয়ে-থাকা তাকে ক্ষিপ্ত করে দিল ॥ ৩৬ ॥

'আমাকে দেখে রাখ্, এই মজা দেখার ফল তুই শীগ্গিরই ভোগ করবি; তোর এই (উপহাস) বাঘিনীকে দেখে হরিণীর ঠাট্টার মতো, তা জেনে রাখিস্' ॥ ৩৭ ॥

সীতা তো ভয়ে স্বামীর কোলে (নিজেকে) লুকিয়েছেন, তাঁকে এই কথা শুনিয়ে শূর্পণখা তার নামের মতোই (ভয়ঙ্কর) রূপটি বার করল ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে কোকিলার মতো মধুর স্বর শুনে তার পরেই শেয়ালীর মতো গলা শুনে লক্ষ্মণ বুঝলেন সে কোনো মায়াবিনী ॥ ৩৯ ॥

তখন লক্ষ্মণ খুব তাড়াতাড়ি পর্ণকুটীরে প্রবেশ করে, খোলা তরোয়াল নিয়ে এমনিতেই-বিকট রাক্ষসীটাকে আরও বিকৃত করে দিলেন[৬] ॥ ৪০ ॥

তার নখগুলো বাঁকা বাঁকা, আঙুলের পর্বগুলো বাঁশের গিঁটের মতো খস্‌খসে (হাতে-পায়ের) আঙুলগুলো অঙ্কুশের মতো—(তাই নেড়ে নেড়ে) সে শূন্যে তাঁদের দুজনকে শাসাতে লাগল ॥ ৪১ ॥

তক্ষুণি জনস্থানে[৭] এসে সে খর ও অন্যান্যদের কাছে রামের অত্যাচারে রাক্ষসদের এই অভিনব পরাজয়ের কথা জানিয়ে দিল ॥ ৪২ ॥

নাক-কান-কাটা তাকে (শূর্পণখাকে) সামনে রেখে রাক্ষসেরা তেড়ে এল; রামের বিরুদ্ধে অভিযানের পক্ষে সেটাই ছিল তাদের অমঙ্গলসূচক ॥ ৪৩ ॥

অস্ত্র উঁচিয়ে গর্বিত তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রাঘব ধনুকে বিজয়ের আশা রাখলেন আর লক্ষ্মণের (হাতে) সীতাকে রাখলেন ॥ ৪৪ ॥

রাম একা। রাক্ষসেরা আছে হাজারে হাজারে। তারা যতজন, যুদ্ধে ঠিক তত-জন তাঁকেই (রামকেই) ওরা দেখল[৮] ॥ ৪৫ ॥

শুদ্ধাচারী কাকুৎস্থ দুর্জনের (রাক্ষসের) পাঠানো দূষণকে নিজের কোনো দোষের মতোই সহ্য করলেন না ॥ ৪৬ ॥

তাকে শরবর্ষণে ঘায়েল করলেন, খর এবং ত্রিশিরাকেও শেষ করলেন। তাঁর ধনুক থেকে একে একে নিক্ষিপ্ত হলেও মনে হচ্ছিল তীরগুলো যেন একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছে ॥ ৪৭ ॥

দেহ ভেদ করে বাণ ছুটে গেল, তবু আগের মতোই পরিষ্কার ; তীক্ষ্ন বাণগুলো ওদের তিনজনের আয়ু পান করল মাত্র, রক্ত পান করল চিল-শকুনে ॥ ৪৮ ॥

রামের বাণে বিশাল রাক্ষসবাহিনী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ; মুণ্ডহীন চঞ্চল কবন্ধ ছাড়া অন্য কিছুই সেখানে চোখে পড়ছিল না ॥ ৪৯ ॥

রাক্ষসদের সেনাবাহিনী রামের অজস্র বাণবর্ষণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল, আর জাগল না, শকুনেরা এসে (ডানা মেলে) ছায়া ফেলল ॥ ৫০ ॥

রাক্ষসেরা রাঘবের অস্ত্রে নিহত ; তাদের মধ্যে একমাত্র শূর্পণখা বেঁচে ছিল, রাবণের কাছে সে-ই তাদের দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেল ॥ ৫১ ॥

বোনের উপর অত্যাচার, আপনজনের বধ—এই সবের ফলে রাবণের[৯] মনে হল, রাম তার দশটা মাথায় (একসঙ্গে) পদাঘাত করছেন ॥ ৫২ ॥

সীতাহরণ

একটা রাক্ষসকে হরিণের রূপ ধরে পাঠিয়ে রামলক্ষ্মণকে ঠকিয়ে সে সীতাকে চুরি করল ; মাঝপথে পক্ষিরাজ জটায়ু একটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এই যা ! (কিন্তু কিছুই করতে পারে নি !) ॥ ৫৩ ॥

তাঁরা দুজনে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে ডানা-কাটা পাখিকে দেখতে পেলেন। দশরথের প্রীতি-ঋণ শোধ করে তাঁর তখন কণ্ঠাগত প্রাণ ॥ ৫৪ ॥

রাবণ মৈথিলীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, এ বৃত্তান্ত তিনি মুখে বলে জানালেন ; নিজের মহৎ (যুদ্ধরূপ) কর্মের কথা শরীরের আঘাতগুলোতে বুঝিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন ॥ ৫৫ ॥

তাঁরা (রামলক্ষ্মণ) নতুন করে পিতৃবিয়োগের শোক অনুভব করলেন ; বাবার মতো করেই অগ্নি-সংস্কার থেকে শুরু করে সব পারলৌকিক কাজ তাঁরা সম্পন্ন করলেন ॥ ৫৬ ॥

(রামের হাতে) প্রাণ দিয়ে এক কবন্ধ রাক্ষস শাপমুক্ত হল, তার কথামতো রামচন্দ্র সমদুঃখী বানরের (সুগ্রীবের) সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন ॥ ৫৭ ॥

তিনি বালীকে বধ করলেন ; বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই সিংহাসনে, ধাতুর স্থানে আদেশের মতো, সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন ॥ ৫৮ ॥

রাজার আদেশে অসংখ্য বানর, যেন বিপন্ন রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায়, সীতার অন্বেষণে চারিদিকে বিচরণ করছিল ॥ ৫৯ ॥

হনুমানের কীর্তি

সম্পাতির[১০] দেখা পেয়ে, তার মুখে সীতার বৃত্তান্ত জানতে পারল পবননন্দন (হনুমান)। নিরাসক্ত মানুষ যেমন সংসার পার হয় সেও তেমনি (সহজেই) সাগর পার হল ॥ ৬০ ॥

খুঁজতে খুঁজতে লঙ্কায় এসে সে সীতাকে দেখল, রাক্ষসীরা ঘিরে রয়েছে তাঁকে ;

কোনো মহৌষধি-লতাকে যেন বিষাক্ত লতারা জড়িয়ে ধরেছে ॥ ৬১ ॥

প্রভুর অভিজ্ঞান-আংটিটি বানর তাঁকে দিল, তিনি (সীতা) শান্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে সেটিকে অভ্যর্থনা করলেন যেন ॥ ৬২ ॥

প্রিয়তমের সব খবর দিয়ে সীতাকে শান্ত করল, অক্ষরাক্ষসকে বধ করল ; তারপর সে শত্রুর হাতে সামান্য লাঞ্ছনা ভোগ করে লঙ্কাপুরী দহন করল ॥ ৬৩ ॥

কাজ শেষ করে সে সীতার অভিজ্ঞান-রত্ন এনে রামকে দেখালো, জানকীর হৃদয়খানিই বুঝি মূর্তি ধরে স্বয়ং উপস্থিত ॥ ৬৪ ॥

বুকের মধ্যে সেই রত্নখানি চেপে ধরে চোখ বুঁজে এল তাঁর ; (রাম) বুঝি প্রিয়াকে আলিঙ্গনের সুখই অনুভব করলেন, নেই শুধু স্তনস্পর্শটুকু ॥ ৬৫ ॥

প্রেয়সীর আগাগোড়া সব ঘটনা শুনে তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ; লঙ্কার চারিদিকের বিশাল সমুদ্রকেও সামান্য পরিখার মতো মনে হল তাঁর ॥ ৬৬ ॥

রামের লংকাভিযান

তিনি শত্রু বিনাশ করতে যাত্রা করলেন। অসংখ্য বানরসেনা দুর্গম পথে তাঁকে অনুসরণ করল ; শুধু ভূতলে নয়, আকাশপথেও ॥ ৬৭ ॥

সমুদ্রের তীরে আসামাত্র বিভীষণ এসে তাঁর শরণ নিলেন। রাক্ষস-রাজলক্ষ্মীই তাঁকে সুমতি দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন ॥ ৬৮ ॥

রাক্ষস-রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁকে দেবেন—রামচন্দ্র এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। নীতিসমূহকে যথাসময়ে প্রয়োগ করলে তবেই সুফল পাওয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

নোনা-জলের সমুদ্রে বানরদের সাহায্যে তিনি এক সেতু নির্মাণ করালেন ; দেখে মনে হল, নারায়ণকে শুতে দিয়ে শেষনাগ পাতাল ছেড়ে উঠে এসেছে যেন ॥ ৭০ ॥

সেই পথে সাগর পার হয়ে তিনি লঙ্কায় অবরোধ তৈরি করলেন, সোনালী রঙের[১১] বানরেরা (চারিদিক) ঘিরে রয়েছে, যেন (স্বর্ণলঙ্কার) দ্বিতীয় স্বর্ণ-প্রাচীর ॥ ৭১ ॥

যুদ্ধ

বানরে আর রাক্ষসে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। দিকে দিকে শুধু রামের অথবা রাবণের জয়ধ্বনির ঘোষণা গম্ গম্ করতে থাকল ॥ ৭২ ॥

গাছের ঘায়ে লোহাতে-বাঁধা কাঠের বড়ো বড়ো গুঁড়ি ভেঙে গেল, পাথরে পাথরে লোহার মুগুর পিষে গেল, নখের আঁচড়ে শস্ত্রের আঘাত তুচ্ছ হয়ে গেল, আর বড়ো বড়ো পাথরের আঘাতে (জাঁকালো) হাতিও মারা পড়ল ॥ ৭৩ ॥

এদিকে রামের ছিন্ন-মুণ্ড দেখে সীতা জ্ঞান হারালেন ; এটা (রাবণের) মায়া তা বুঝিয়ে ত্রিজটা (রাক্ষসী) তাঁকে সুস্থ করল ॥ ৭৪ ॥

আমার স্বামী নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন এই ভেবে তিনি শোক ভুললেন ঠিকই ; (কিন্তু) সত্যি তাঁর মৃত্যু জেনেও তিনি যে বেঁচে ছিলেন এই ভেবে তিনি লজ্জা পেলেন ॥ ৭৫ ॥

রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন গরুড় এসে খুলে দিল, মেঘনাদের হাতে তাঁদের

এই কষ্ট সামান্য দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে থাকল ॥ ৭৬ ॥

তারপর—

রাবণ শক্তিশেল হানল লক্ষ্মণের বুকে ; তা রামকে আঘাত না করলেও, শোকের তীরে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ ॥ ৭৭ ॥

হনুমানের আনা মহৌষধিতে (বিশল্যকরণী) তিনি সুস্থ হলেন। (লক্ষ্মণ) শরবর্ষণ করে করে লঙ্কার রমণীকুলকে আবার কাঁদতে শেখালেন[২] ॥ ৭৮ ॥

শরৎকাল মেঘের গর্জন বন্ধ করে, বর্ষার ইন্দ্রধনুকে বিলোপ করে, তিনি (লক্ষ্মণ) মেঘনাদের তর্জন-গর্জন এবং শক্তিশালী ধনুক—দুটিই থামিয়ে দিলেন ॥ ৭৯ ॥

সুগ্রীবের হাতে কুম্ভকর্ণের দশা তার বোনের মতোই হল ; পাষাণভেদী অস্ত্রের ঘায়ে গা-বেয়ে লাল মনঃশিলা গড়িয়ে পড়া পাহাড়ের মতো (রক্তাক্ত শরীর নিয়ে) সে রামের পথ আটকে দাঁড়াল ॥ ৮০ ॥

আহা ! তুমি ঘুমোতে ভালোবাস, শুধু শুধু তোমার ভাই তোমাকে অসময়ে জাগিয়ে দিয়েছে এই বলেই যেন রামের শরজাল তাকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল ॥ ৮১ ॥

বানরদের মধ্যে অন্যান্য রাক্ষসেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল ; তাদেরই রক্তস্রোতে যুদ্ধের ধুলোরাশির মতোই (তারা মিলিয়ে গেল) ॥ ৮২ ॥

রাম ও রাবণ

তারপর

আজ পৃথিবীতে হয় রাম থাকবে, নয় রাবণ থাকবে—এই বলে রাবণ আবারও যুদ্ধ করার জন্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ॥ ৮৩ ॥

ইন্দ্র দেখলেন, রাম পদাতিক হয়ে রয়েছে, আর লঙ্কেশ্বর রথারোহী ; তিনি রামকে কপিলবর্ণের অশ্বমণ্ডিত (নিজের) রথখানি পাঠিয়ে দিলেন ॥ ৮৪ ॥

আকাশগঙ্গার তরঙ্গবাতাসে সেই রথের ধ্বজা কাঁপছিল ; রামচন্দ্র দেবসারথির হাতে ভর দিয়ে সেই জয়শীল রথে আরোহণ করলেন ॥ ৮৫ ॥

মাতলি তাঁকে দেবরাজের দেওয়া দেহবর্ম পরিয়ে দিলেন, তার উপরে রাক্ষসদের অস্ত্রের আঘাত পদ্মপাপড়ির আঘাতের মতোই ব্যর্থ হল ॥ ৮৬ ॥

বহুদিন পরে পরস্পরের দেখা পেয়ে রাম ও রাবণ নিজের নিজের পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। এতদিনে যেন রামরাবণের যুদ্ধ সার্থক হল ॥ ৮৭ ॥

রাবণ একা, আগের মতো (সঙ্গীসাথী) নেই ; তবু তার অনেক হাত, অনেক মাথা, অনেক পা (ঊরু)—মনে হচ্ছে তার গোটা মাতৃকুলই[৩] যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ॥ ৮৮ ॥

(রাবণ) দিক্‌পালগণকে জয় করেছে, নিজের মুণ্ডগুলো দিয়ে সে পরমেশ্বরকে (শিবকে) অর্চনা করেছিল, সে কৈলাসপর্বতকে পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছিল—এই রকম শত্রু পেয়ে রাম খুশিই হলেন ॥ ৮৯ ॥

ভীষণ রাগে রাবণ (রামের) দক্ষিণ বাহুকে তীরবিদ্ধ করলেন ; সীতার সঙ্গে মিলনের সূচনা জানিয়ে সে বাহুতে তখন স্পন্দন জেগেছিল ॥ ৯০ ॥

রামের নিক্ষিপ্ত বাণও রাবণের হৃদয় বিদ্ধ করে তীরবেগে মাটির নিচে চলে

গেল—যেন (পাতালে) নাগকুলকে রাবণবধের সুসংবাদ দেবে ॥ ৯১ ॥

কথার উত্তর তাঁরা কথায় দিলেন, অস্ত্রের জবাব দিলেন পাল্টা অস্ত্রাঘাতে, তর্ক-যুদ্ধের বাগ্মীদের মতো তাঁদের অন্যের উপরে জয়লাভের জেদ বেড়েই চলল ॥ ৯২ ॥

দুজনেরই বিক্রম সমান। যুদ্ধরত সমশক্তিধর দুই মত্তমাতঙ্গের মাঝখানের বেদীর মতো, বিজয়লক্ষ্মীও দুজনের মধ্যে সমানভাবে থাকলেন (কোনো একজনের পক্ষে যেতে পারলেন না)[১৪] ॥ ৯৩ ॥

আঘাত এবং প্রত্যাঘাতে খুশি হয়ে দেবতারা এবং অসুরেরা তাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন[১৫]; কিন্তু পরস্পরের প্রতি শরাঘাত তাকে (মস্তক স্পর্শ করতে) বাধা দিল ॥ ৯৪ ॥

অবশেষে রাক্ষস কৃতান্তের বিজয়লব্ধ 'কূটশাল্মলী'-[১৬] গদার মতো লোহার কাঁটা-বেঁধানো শতঘ্নী-গদাটিকে শত্রুর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল ॥ ৯৫ ॥

রথের কাছে আসার আগেই আধো-চাঁদের ফলা-দেওয়া বাণে রামচন্দ্র তাকে কলা-গাছের মতো সহজে কুচিকুচি করে ফেললেন, রাক্ষসদের সব আশাও ভেঙে চুরমার করে দিলেন ॥ ৯৬ ॥

অদ্বিতীয় ধনুর্ধর (রাম) প্রিয়াবিচ্ছেদের শোকশল্য উদ্ধারের অমোঘ ওষুধ ব্রহ্মাস্ত্রটি তাকে লক্ষ্য করে ধনুকে যোজনা করলেন ॥ ৯৭ ॥

সেই অস্ত্র শতধা খণ্ডিত হয়ে জ্বলজ্বলে মুখ নিয়ে আকাশে শোভা পেল; মনে হল তা যেন বিশাল অনন্তনাগের ভয়ঙ্কর ফণামণ্ডলযুক্ত শরীর ॥ ৯৮ ॥

তিনি মন্ত্রপূত সেই অস্ত্রে অর্ধনিমেষের মধ্যেই রাবণের মুণ্ডমালা মাটিতে লুটিয়ে দিলেন, আঘাতের যন্ত্রণাটুকুও বুঝতে (সময়) দিলেন না ॥ ৯৯ ॥

জলের চঞ্চল তরঙ্গে বালসূর্যের প্রতিবিম্বের মতো রাক্ষসের শরীর থেকে পর পর ছিন্ন মুণ্ডের (তরঙ্গ) দেখা গেল ॥ ১০০ ॥

তার ছিন্ন মুণ্ডগুলো মাটিতে লুটিয়ে আছে দেখেও দেবতাদের মনে ঠিক যেন বিশ্বাস আসছিল না, ভয় হচ্ছিল আবার যদি সেগুলি তার শরীরে জুড়ে যায় ॥ ১০১ ॥

আসন্ন অভিষেকে যা রত্নে শোভিত হবে রাবণারি রামের সেই মস্তকে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করলেন; ভ্রমরপংক্তি দিগ্‌গজেদের মদধারাস্রাবী গণ্ডমণ্ডল ত্যাগ করে এই সুগন্ধি পুষ্পরাশির অনুসরণ করল ॥ ১০২ ॥

দেবকার্য সম্পন্ন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র ধনুকে শরাসন গুটিয়ে নিলেন—ইন্দ্রের সারথি মাতলি তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এক হাজার ঘোড়ার রথটি নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলেন, রথের দণ্ড এবং পতাকায় তখনও রাবণের নামাঙ্কিত শরজাল বিঁধে রয়েছে ॥ ১০৩ ॥

রঘুপতি অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে গ্রহণ করলেন; প্রিয় বন্ধু বিভীষণের হাতে শত্রুর রাজ্যশ্রীকে অর্পণ করলেন, বাহুবলে জয় করে নেওয়া রত্নবিমানে (পুষ্পকরথে) আরোহণ করে আপন নগরীর দিকে যাত্রা করলেন, সঙ্গে রইলেন সূর্যপুত্র (সুগ্রীব), বিভীষণ এবং লক্ষ্মণ ॥ ১০৪ ॥

॥ শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ'-মহাকাব্যে 'রাবণবধ' নামে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ সর্গ

আকাশপথে রাম ও সীতা

তারপর গুণজ্ঞ সেই 'রাম'-নামে হরি শব্দগুণাত্মক আকাশে[১] যাত্রাকালে বিমানে আরোহণ করে সমুদ্র দেখে জায়াকে একান্তে বলতে লাগলেন— ॥ ১ ॥

হে বৈদেহী! শরৎকালে ছায়াপথে[২] দ্বিধা-বিভক্ত রমণীয় তারকা-খচিত সুনির্মল আকাশের মতো আমার সেতুতে দ্বিধাবিভক্ত মলয়পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ফেনিল জলরাশি দেখো ॥ ২ ॥

যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক গুরুর যজ্ঞীয় অশ্ব কপিল রসাতলে রাখলে তার জন্যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একে (এই সমুদ্রকে) আরও বর্ধিত করেছেন ॥ ৩ ॥

সূর্যের কিরণমালা এর থেকেই (জল আকর্ষণ করে) গর্ভ ধারণ করে, এখানে রত্নরাজি বর্ধিত হয়, এই সাগরই বাড়বানল বহন করে, এই সমুদ্র থেকেই সেই আনন্দদায়ক জ্যোতি চন্দ্রের জন্ম[৩] ॥ ৪ ॥

মহিমায় সর্বব্যাপী বিষ্ণুর মতো অক্ষোভ্যাদি নানা অবস্থাপন্ন এবং বিশালতায় দশদিক জুড়ে অবস্থিত এই মহাসমুদ্রের রূপও প্রকারগত বা পরিমাণগতভাবে অবধারণ করা যায় না ॥ ৫ ॥

বিষ্ণু সমস্ত লোক সংহার করে নিজের নাভিজাত পদ্মাসনে উপবিষ্ট আদি বিধাতা দ্বারা স্তুত হয়ে[৪] কল্পান্তকালোচিত যোগনিদ্রায় এই সমুদ্রেই শয়ন করেন ॥ ৬ ॥

শত্রুভয়ে ভীত হয়ে রাজারা যেমন মধ্যবর্তী ধর্মপরায়ণ কোনো রাজাকে আশ্রয় করেন, তেমনি পক্ষচ্ছেদক ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়ে শত শত পর্বত শরণ্য এই সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ৭ ॥

আদিপুরুষ যখন (বরাহরূপে) রসাতল থেকে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করেছিলেন তখন এই সমুদ্রের প্রলয়প্রবৃদ্ধ স্বচ্ছ জলরাশি ক্ষণকালের জন্যে তাঁর (বসুন্ধরার) অবগুণ্ঠন হয়েছিল ॥ ৮ ॥

এই সমুদ্রের প্রিয়াসম্ভোগ অনন্যসাধারণ[৫]। তরঙ্গরূপ অধরপ্রদানে দক্ষ এই সমুদ্র মুখার্পণে স্বভাবপ্রগল্‌ভা তটিনীদের অধরসুধা পান করায় এবং নিজে পান করে ॥ ৯ ॥

ঐ দেখো তিমিরা হাঁ-করে নদীমোহানার প্রাণী-সুদ্ধ জল মুখে নিয়ে মুখ বন্ধ করে মাথার ছিদ্র দিয়ে সেই জলপ্রবাহকে আবার উঁচুতে ছড়িয়ে দিচ্ছে ॥ ১০ ॥

দেখো, হাতির মতো জলজন্তুরা হঠাৎ মাথা তোলায় সমুদ্রের ফেনরাশি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। এই ফেনরাশি এদের গণ্ডলগ্ন হয়ে ক্ষণকালের জন্যে কর্ণলগ্ন চামরের সাদৃশ্য লাভ করছে ॥ ১১ ॥

সাপেরা সৈকতবায়ু সেবনের জন্যে ছুটে যাচ্ছে। এতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে তাদের দেহের কোনো তফাৎ বোঝাই যাচ্ছে না। কেবল ফণায় স্থিত মণিগুলো সূর্যকিরণে ঝলমল্ করে ওঠাতেই তাদের সাপ বলে চেনা যাচ্ছে। ১২ ॥

শঙ্খগুলো তরঙ্গের বেগে হঠাৎ তোমার অধর-তুল্য প্রবালে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তাদের মুখে প্রবালের অঙ্কুর বিঁধে যাচ্ছে, তারা অতি কষ্টে বেরিয়ে আসছে ॥ ১৩ ॥

মেঘেরা জলপানে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হওয়ায় নিশ্চিত মনে হচ্ছে

মন্দরপর্বত দিয়ে আবার সমুদ্র মন্থন করা হচ্ছে ॥ ১৪ ॥

লোহার চাকার মতো ঐ সমুদ্র।

তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ তার বেলাভূমি সূক্ষ্মরেখার মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে লোহার চাকার পরিধি-রেখায় যেন মালিন্য লেগেছে (মরচে ধরেছে) ॥ ১৫ ॥

হে আয়তনয়না! তটবায়ু কেয়াফুলের রেণুতে তোমার মুখের প্রসাধন সম্পাদন করছে। সে যেন বুঝতে পেরেছে তোমার বিম্বাধরে সতৃষ্ণ আমি প্রসাধনের সময়টুকু দিতেও অক্ষম[৬] ॥ ১৬ ॥

বিমানবেগে আমরা সমুদ্রতীরে মুহূর্তে উপনীত হলাম, দেখো তীরে ঝিনুকের মুখের জোড় খুলে পড়ছে এবং তা থেকে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ছে, আর সুপারিগাছের সারি ফলভারে নুয়ে পড়ছে ॥ ১৭ ॥

হে করভোরু! হে মৃগাক্ষী! একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখো, আমরা সমুদ্র থেকে যতদূরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সকানন ভূমিও যেন ততই সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। (এর আগে যেন তা সমুদ্রের অঙ্গেই লীন হয়ে ছিল) ॥ ১৮ ॥

দেখো এই বিমান আমার অভিলাষ অনুসরণ করে কখনও দেবতাদের পথে, কখনও মেঘমালার পথে; কখনও বা পাখিদের পথে সঞ্চরণ করছে ॥ ১৯ ॥

সুরনদীর তরঙ্গস্পর্শে শীতল ঐরাবত-মদগন্ধি আকাশবায়ু তোমার মুখ থেকে মধ্যাহ্নজনিত ঘর্মজল দূর করছে[৭] ॥ ২০ ॥

হে কোপনা! তুমি কৌতূহলবশতঃ (পুষ্পকরথের) জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে[৮] মেঘ স্পর্শ করছ, আর মেঘও যেন বিদ্যুৎ-বলয় তৈরি করে তোমার হাতে দ্বিতীয় অলংকার হিসেবে তা পরিয়ে দিচ্ছে ॥ ২১ ॥

জনস্থানের স্মৃতি ও পঞ্চবটী

ঐ দেখো, চীরপরিহিত তাপসেরা জনস্থানকে নির্বিঘ্ন জেনে চিরপরিত্যক্ত আশ্রমে আবার নতুন করে পর্ণকুটির বানিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করছে ॥ ২২ ॥

এই সেই বনস্থলী যেখানে তোমাকে অন্বেষণ করতে করতে মাটিতে পড়ে থাকা তোমারই একটি নূপুর দেখতে পেয়েছিলাম, তোমার চরণকমল থেকে স্খলিত হবার দুঃখেই যেন তা মৌন অবলম্বন করেছিল ॥ ২৩ ॥

হে ভীরু! রাক্ষস (রাবণ) তোমাকে যে-পথ দিয়ে হরণ করেছিল, তা বলে দিতে না পারলেও লতারাজি কৃপা করে অবনত পল্লবযুক্ত শাখা সঞ্চালনে সে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল ॥ ২৪ ॥

মৃগীরাও দর্ভাঙ্কুরে উদাসীন হয়ে চোখের পাতা তুলে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে তোমার গতিপথবিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল[৯] ॥ ২৫ ॥

(ঐ দেখো) মাল্যবান্ পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ সম্মুখে আবির্ভূত হচ্ছে। যেখানে মেঘ নবজলধারা[১০] এবং আমি তোমার বিচ্ছেদজনিত অশ্রুধারা একই সঙ্গে বর্ষণ করেছিলাম ॥ ২৬ ॥

যেখানে বৃষ্টিধারা-তাড়িত পল্বলের গন্ধ, অর্ধপ্রস্ফুটিত কদম্ব এবং ময়ূরদের মধুর কেকাধ্বনি তোমার বিরহে আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল ॥ ২৭ ॥

হে ভীরু! যেখানে পূর্বানুভূত তোমার কম্পন এবং তার পরবর্তী আলিঙ্গন স্মরণ

করে গুহায় প্রতিধ্বনিত মেঘগর্জনকে আমি অতি কষ্টে সহ্য করেছি ॥ ২৮ ॥

যেখানে প্রস্ফুটিত নব কদলী-ফুল ধারাসিক্ত ভূমির (ধূমল) বাষ্পের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় পরিণয়কালে যজ্ঞধূমে আরক্ত তোমার নয়নের কান্তি অনুকরণ করে আমাকে পীড়িত করত ॥ ২৯ ॥

দূর থেকে অবতীর্ণ আমার (অবতরণের) ক্লেশ লাঘব করতেই যেন উপান্ত দেশে বেতসবনে ব্যাপ্ত ঈষৎ-দৃশ্যমান চঞ্চলসারসে সমাকীর্ণ পম্পাসরোবরের জল আমার দৃষ্টিকে পান করছে ॥ ৩০ ॥

তোমার কাছ থেকে দূরবর্তী হয়ে এখানে মিলিত চক্রবাকমিথুনকে আমি সতৃষ্ণনয়নে দেখতাম, ওরা দুজনে দুজনকে পদ্মকেশর উপহার দিত ॥ ৩১ ॥

স্তনের মতো মনোহর স্তবকের ভারে অবনতা নদীতটের ঐ তন্বী অশোকলতাকে তোমাকেই পেয়েছি মনে করে সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করতে চাইলে লক্ষ্মণ আমাকে নিষেধ করত ॥ ৩২ ॥

ঐ গোদাবরীর সারসপঙ্ক্তি বিমানের মধ্যে লম্বিত স্বর্ণকিঙ্কিনীর ধ্বনি শুনে (সারসের ক্রেঙ্কার মনে ভেবেই) আকাশে উড়ে যেন তোমাকেই প্রত্যুদ্গমন করছে ॥ ৩৩ ॥

তোমার কটিদেশ কোমল হলেও ঘটে করে জল দিয়ে তুমি যার (যে বনের) আমের চারাগুলো বাড়িয়ে তুলেছিলে দীর্ঘকাল পরে দেখছি বলে সেই পঞ্চবটী—আমাকে আনন্দিত করে তুলছে। এ বনের কৃষ্ণসার মৃগগুলি যেন উন্মুখ হয়ে[১১] তোমাকেই দেখছে ॥ ৩৪ ॥

মনে পড়ে, এখানে মৃগয়া থেকে ফিরে গোদাবরীর কূলে তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ুতে ক্লান্তি দূর করে নির্জন বেতসগৃহে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছি ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চবটীর তপস্বীরা

যিনি ভ্রূভঙ্গে (রাজা) নহুষকে ইন্দ্রপদ থেকে বিচ্যুত করেছিলেন,[১২] যাঁর উদয়ে আবিল জল নির্মল হয়ে যায় সেই (অগস্ত্য) মুনির মর্ত্যলোকস্থিত আবাস ঐ দেখা যাচ্ছে ॥ ৩৬ ॥

অনিন্দ্যকীর্তি ঐ মুনির বিমান-পথ-স্পর্শী ত্রিবিধ অগ্নির[১৩] ঘৃতবাসিত ধূমশিখা আঘ্রাণ করে আমার অন্তঃকরণ রজোবিমুক্ত হয়ে লঘুভার হচ্ছে ॥ ৩৭ ।

মানিনী ! ঐ দেখো শাতকর্ণিমুনির 'পঞ্চাপ্সর' নামে কেলিসরোবর। চারদিকে উপবন বেষ্টিত হওয়ায় দূর থেকে তা মেঘের অন্তরালে ঈষৎ দৃশ্যমান চন্দ্রবিম্বের মতো দেখাচ্ছে ॥ ৩৮ ॥

পুরাকালে এই মুনি মৃগদলের সঙ্গে বিচরণ করে এবং কুশাঙ্কুরমাত্র আহার করে তপস্যা করেন। তাঁর সেই তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ পাঁচটি অপ্সরার যৌবনরূপ-মায়াপাশে এঁকে আবদ্ধ করেন[১৪] ॥ ৩৯ ॥

সম্প্রতি জলের অন্তর্গত প্রাসাদে অধিষ্ঠিত সেই মুনির সঙ্গীত সহ মৃদঙ্গধ্বনি আকাশগামী হয়ে কিছুক্ষণ পুষ্পকরথের চূড়াগৃহকে মুখরিত করছে ॥ ৪০ ॥

ঐ দেখো, আর একজন তপস্বী ইন্ধনযুক্ত চতুরগ্নির মধ্যে অবস্থান করে সূর্যের দিকে কপাল রেখে তপস্যা করছেন। এঁর নাম সুতীক্ষ্ম হলেও ইনি শান্তচরিত্র ॥ ৪১ ॥

ইনি তপস্যায় দেবরাজকে শঙ্কিত করে তুলেছিলেন। (তাঁরই পাঠানো)

অপ্সরাদের সাহায্যে তাকানো বা ছলক্রমে একটু মেখলা দেখানো—এধরণের বিলাসচেষ্টা এ'র মনে কোনো বিকার সৃষ্টি করতে পারে নি ॥ ৪২ ॥

ঊর্ধ্ববাহু এই মুনি[১৩] অক্ষমালারূপ বলয়যুক্ত এবং মৃগদেহ কণ্ডুয়ন ও কুশাচ্ছাদনে অভ্যস্ত দক্ষিণবাহুটি আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এই দিকেই অনুকূলভাবে মেলে ধরেছেন ॥ ৪৩ ॥

মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন বলে এই ঋষি একটু মাথা কাঁপিয়ে আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন এবং বিমানগতিতে ক্ষণকাল যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল সেই বাধা থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত করে আবার তা সূর্যের দিকে নিবদ্ধ করলেন ॥ ৪৪ ॥

যিনি দীর্ঘকাল সমিধ্‌নিক্ষেপ করে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করে নিজের দেহকেও আহুতি প্রদান করেছিলেন, ঐ সেই শরভঙ্গ নামে সাগ্নিক ঋষির পবিত্র ও শরণ্য তপোবন ॥ ৪৫ ॥

এখন ঐ ঋষির অতিথিসংকারবৃত্তি তাঁর সুপুত্রতুল্য ঐ তরুরাজিতে বর্তমান; তারা ছায়াদানে পথশ্রম নাশ করে এবং প্রচুর ফল দান করে ॥ ৪৬ ॥

চিত্রকূট

হে বন্ধুরগাত্রী ! যার গুহারূপ মুখ নির্ঝরধারার ধ্বনি উদ্গিরণ করছে এবং যার (শিখররূপ) শৃঙ্গকোটিতে মেঘরূপ বপ্রক্রীড়ার পঙ্ক সংলগ্ন হয়ে আছে, উদ্ধত বৃষভের মতো সেই চিত্রকূট পর্বত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ॥ ৪৭ ॥

পর্বতের উপকণ্ঠে নির্মল ও নিশ্চল প্রবাহমণ্ডিত মন্দাকিনী মধ্যবর্তী অবকাশের দূরত্বের জন্যে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়ে পৃথিবীর কণ্ঠে মুক্তাহারের মতো শোভা পাচ্ছে ॥ ৪৮ ॥

চিত্রকূটের কাছে ঐ সুন্দর তমালতরু । এর সুগন্ধি পল্লব নিয়ে আমি তোমার যবাঙ্কুরের মতো ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশে শোভমান কর্ণভূষণ রচনা করেছিলাম ॥ ৪৯ ॥

ঐ (দেখো) অত্রিমুনির প্রভূতপ্রভাবমণ্ডিত তপোবন । এখানকার জন্তুরা দণ্ডভয়রহিত হয়েও শান্তভাব ধারণ করেছে এবং তরুরা পুষ্পোদ্‌গমরূপ কারণ ছাড়াই ফলপ্রসব করছে ॥ ৫০ ॥

সপ্তর্ষিরা নিজের হাতে যার স্বর্ণপদ্ম চয়ন করেন, যিনি শিবের শিরোমালাস্বরূপ, শোনা যায়, সেই মন্দাকিনীকে অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া মুনিদের স্নানের জন্যে এইখানেই প্রবাহিত করেন ॥ ৫১ ॥

বীরাসনে উপবেশন করে ঋষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, তাঁদের অধ্যুষিত বেদীর তরুরাজিও যেন বায়ুর অভাবে স্থির হয়ে যোগাস্থিত মুনিদের মতোই শোভা পাচ্ছে ॥ ৫২ ॥

তুমি আগে যার কাছে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে) প্রার্থনা করেছিলে 'শ্যাম' নামে খ্যাত ঐ গাছটি ফলবান্ হওয়ায় পদ্মরাগের সঙ্গে মিলিত মরকতমণির মতো শোভা পাচ্ছে ॥ ৫৩ ॥

গঙ্গাযমুনাসঙ্গম

হে সুন্দরী ! দেখো, গঙ্গাপ্রবাহ যমুনাতরঙ্গে সঙ্গত হয়ে—কোথাও উজ্জ্বল

ইন্দ্রনীল মণিতে গাঁথা মুক্তামালার মতো, কোথাও বা নীলপদ্মে খচিত শ্বেতপদ্মমালার মতো, কোথাও নীলহংসে-মেশানো মানসসরোবর-প্রিয় রাজহংসের সারির মতো, অন্য কোনোখানে ছায়ামিশ্রিত অন্ধকারে খণ্ডখণ্ড করা চাঁদের কিরণের মতো, কোথাও বা ফাঁক দিয়ে (নীল-) আকাশ-উঁকি-দেওয়া শরৎকালের সাদা মেঘের মতো, কোথাও বা কালোকালো সাপে জড়ানো শিবের ভস্মে-ঢাকা দেহের মতো শোভা পাচ্ছে ॥ ৫৪—৫৭ ॥

যাঁরা সমুদ্রপত্নী গঙ্গা ও যমুনার এই সঙ্গমে অবগাহন করে দেহত্যাগ করেন সেই পুণ্যাত্মাদের তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই পুনর্জন্ম বন্ধ হয় ॥ ৫৮ ॥

ঐ সেই নিষাদরাজ গুহের আশ্রম যেখানে আমি মাথার মণি ত্যাগ করে জটাধারণ করলে সারথি সুমন্ত্র 'হে কৈকেয়ী ! তোমার মনোবাসনাই পূর্ণ হল !' বলে রোদন করেছিলেন ॥ ৫৯ ॥

সরযূতীর

যাঁর স্বর্ণপদ্মের রেণু যক্ষরমণীদের স্তনে সংলগ্ন হয়ে থাকে, অব্যক্ত যেমন মহত্তত্ত্বের কারণ,[১৬] তেমনি ঋষিরা মানসসরোবরকে যাঁর উৎস বলে থাকেন, যাঁর তীরে যজ্ঞের যূপাবলী প্রোথিত রয়েছে, যাঁর জলপ্রবাহ রাজধানী অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা অশ্বমেধযজ্ঞের পর অবভৃথস্নানের জন্যে অবতরণ করে যাঁর জল আরও পবিত্র করে তুলেছেন, অযোধ্যাবাসীরা যাঁর সিকতাময় অঙ্গে অবস্থান করে পরম সুখভোগ করে, যাঁর প্রচুর জলপানে সংবর্ধিত হচ্ছেন এবং আমার মতে যিনি সকলেরই ধাত্রীরূপে পরিগণিত, ঐ দেখো, আমার মায়ের মতো সেই সরযূ, মাননীয় সেই নৃপতিবিরহিত হয়ে (এত দিন পরে) দূর দেশ থেকে ফিরেছি বলে আমাকে যেন বায়ুশীতল-করা তরঙ্গরূপবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছেন ॥ ৬০—৬৩ ॥

রক্তিম সন্ধ্যার মতো তামাটে-রঙের ধুলো মাটি থেকে উঠছে, দেখে মনে হচ্ছে হনুমানের মুখে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে ভরত সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের প্রত্যুদ্গমন করতে আসছে ॥ ৬৪ ॥

আমি যুদ্ধে খর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করে ফিরে এলে লক্ষ্মণ যেমন তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছিল, প্রতিজ্ঞা পালন করে ফিরে এলে আমার হাতে তেমনি সচ্চরিত্র ভরত সংরক্ষিত ও অনুচ্ছিষ্ট রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যর্পণ করবে ॥ ৬৫ ॥

ঐ দেখো ছিন্নবাসপরিহিত ভরত পিছনে সৈন্যদের রেখে কুলগুরুকে সামনে নিয়ে বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে অর্ঘ্য-হাতে আমার কাছে আসছে ॥ ৬৬ ॥

যুবক হয়েও সে পিতৃদত্ত অঙ্কগত রাজলক্ষ্মীকে আমারই অপেক্ষায় উপভোগ না করে এত বছর ধরে তার (রাজলক্ষ্মীর) সঙ্গে যেন অতি কঠোর অসিধার-ব্রত[১৭] পালন করছে ॥ ৬৭ ॥

ভরতের অভ্যর্থনা

রাম এসব কথা বলতে থাকলে বিমানটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রেরণায় তাঁর ইচ্ছা জানতে পেরে আকাশ থেকে নেমে এল। ভরতের অনুগামী প্রজারা সবিস্ময়ে তা নিরীক্ষণ করছিল ॥ ৬৮ ॥

রাম সেবানিপুণ সুগ্রীবের হাত ধরে মাটিতে-রাখা স্ফটিকরচিত সোপানপথে বিমান থেকে নামলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বিভীষণ সেই সোপানপথ দেখিয়ে দিলেন ॥ ৬৯ ॥

ভক্তিনম্র রাম প্রথমেই ইক্ষ্বাকুকুলগুরুকে প্রণাম করলেন। পরে অর্ঘ্যগ্রহণ করে আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়ে ভাই ভরতকে আলিঙ্গন করলেন, তিনি তাঁর-প্রতি ভক্তিভাববশতঃ রাজ্যাভিষেকে পরাঙ্মুখ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করলেন[১৮] ॥ ৭০ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রীরা তাঁকে প্রণাম জানালেন। (সংস্কারের অভাবে) শ্মশ্রুবৃদ্ধিতে, তাদের মুখ বিকৃত হয়েছিল। এ অবস্থায় ঝুরি-নামা জটাধারী বটগাছের মতো দেখাচ্ছিল তাঁদের। রাম অনুকূল দৃষ্টি দিয়ে কুশলপ্রশ্ন ও মধুর সম্ভাষণে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন ॥ ৭১ ॥

ভল্লুক ও বানরদের অধিপতি ইনি (সুগ্রীব) আমার দুঃসময়ের বন্ধু। আর ইনি সংগ্রামে অগ্রগামী পুলস্ত্যনন্দন (বিভীষণ)—রাম এইভাবে সাদরে তাঁদের পরিচয় দিলে ভরত লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে এসে এঁদের দুজনকে বন্দনা করলেন ॥ ৭২ ॥

তারপর তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করলে[১৯] তাঁকে উঠিয়ে মেঘনাদের প্রহারজনিত ব্রণে কর্কশ তাঁর বক্ষটিকে নিজের বক্ষে যেন পীড়া দিয়েই নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন ॥ ৭৩ ॥

বানর সেনাপতিরা রামের আদেশে মানুষের দেহ ধারণ করে হাতির পিঠে উঠল। অজস্রধারায় মদজলবর্ষী ঐ গজরাজদের পিঠে উঠে তারা পাহাড়ে চড়ার সুখ অনুভব করতে লাগল ॥ ৭৫ ॥

রাক্ষসরাজ বিভীষণও রামের আদেশে অনুচরদের নিয়ে রথে উঠলেন। তাঁর রথটি বিশেষ মায়ায় রচিত হলেও রচনাচাতুর্যে রামনির্দিষ্ট রথের সাদৃশ্যলাভে সমর্থ হল না ॥ ৭৬ ॥

তারপর রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পতাকাশোভিত ইচ্ছা-গতি রথে আবার আরোহণ করলেন। মনে হল যেন বুধ ও বৃহস্পতির সঙ্গে বিশেষ যোগে দর্শনীয় চন্দ্রমা চঞ্চল বিদ্যুতে মণ্ডিত সান্ধ্য মেঘমালায় আরোহণ করল ॥ ৭৭ ॥

প্রলয়কালে ভগবান্ (হরি) যেমন পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, শরৎকাল যেমন গাঢ় মেঘাবরণ থেকে চাঁদের কিরণকে উদ্ধার করে, তেমনি রাম রাবণরূপ সঙ্কট থেকে যাঁকে উদ্ধার করেন ভরত সেই ধৈর্যবতী সীতাকে প্রণাম করলেন ॥ ৭৮ ॥

যিনি রাবণের প্রণাম প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন সেই সীতার বন্দনীয় চরণযুগল এবং সদাশয় ভরতের জ্যেষ্ঠের অনুবর্তনবশতঃ জটামণ্ডিত মস্তক একত্র মিলিত হয়ে পরস্পরের পবিত্রতার পোষক হল ॥ ৭৯ ॥

তারপর আর্য রামচন্দ্র প্রজাদের আগে রেখে পুষ্পকরথের গতি শিথিল করে আধক্রোশ পথ গিয়ে অযোধ্যার উপবনে শত্রুঘ্নরচিত পটমণ্ডপে অবস্থান করতে লাগলেন ॥ ৮০ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত রঘুবংশ মহাকাব্য 'দণ্ডকাপ্রত্যাগমন' নামে ত্রয়োদশসর্গ ॥

চতুর্দশ সর্গ

রামলক্ষ্মণ আবার অযোধ্যাতে

সেখানে রামলক্ষ্মণ দেখলেন বড়ো গাছটি ভেঙে পড়লে তাকে জড়িয়ে থাকা লতার মতো স্বামীর মৃত্যুতে দুই জননীর (কৌশল্যা এবং সুমিত্রা) বড়ো শোচনীয় দশা হয়েছে ॥ ১ ॥

যাঁরা শত্রুনিধন করেছেন এবং পরাক্রমের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, সেই দুজনে পর পর দুজনকে[১] প্রণাম করলেন। মায়েরা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন, চোখে ভালো দেখতে পেলেন না, ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে সুখস্পর্শে বুঝতে পারলেন কোন্‌টা কে ॥ ২ ॥

তাঁদের শান্ত আনন্দাশ্রু উষ্ণ শোকাশ্রুকে ধুয়ে দিল, হিমালয়ের নির্ঝর যেমন গঙ্গা-সরযূর গ্রীষ্মতপ্ত জলকে ভাসিয়ে দেয় তেমনি ॥ ৩ ॥

তাঁরা দুই ছেলের গায়ের রাক্ষসযুদ্ধের ক্ষত চিহ্নগুলিতে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন, মনে হল সেগুলো বুঝি এখনো রক্তে ভেজা, ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গনাদের চিরকাঙ্ক্ষিত 'বীরপ্রসবিনী' নামেও তাঁদের আর কোনো আগ্রহ নেই ॥ ৪ ॥

'আমি সীতা, বড়ো অলক্ষুণে, স্বামীকে কত কষ্ট দিয়েছি' এই বলতে বলতে বধূ স্বর্গত শ্বশুরের দুই মহিষীকে সমান ভক্তি সহকারে প্রণাম করলেন ॥ ৫ ॥

'বাছা ওঠো ! তোমার পবিত্র চরিত্রের জোরেই ও (রামচন্দ্র) ভাই-এর সঙ্গে থেকে এই বিরাট কষ্ট জয় করতে পেরেছে।' তাঁরা আদরিণী বধূকে এইভাবে প্রিয় অথচ সত্য[২] কথা বললেন ॥ ৬ ॥

তারপর রঘুকুলের ধ্বজাস্বরূপ রামচন্দ্রের অভিষেক শুরু হল প্রথমে জননীর আনন্দাশ্রু বর্ষণে, বৃদ্ধ আমাত্যেরা অনুষ্ঠান শেষ করলেন তীর্থস্থান থেকে আনা সোনার কলসের জলসিঞ্চনে ॥ ৭ ॥

নদীতে সমুদ্রে সরোবরে[৩] গিয়ে জল এনে দিয়েছে রাক্ষস এবং বানরবৃন্দ ; সেই জলের রাশি জয়দীপ্ত তাঁর মাথায় ঝরতে থাকল—মনে হল বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ায় বুঝি মেঘের বর্ষণ শুরু হয়েছে ॥ ৮ ॥

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেও তাঁকে বড়ো সুন্দর মানিয়েছিল, আজ রাজরাজেন্দ্রের সাজসজ্জায় সেই শোভা দ্বিগুণ[৪] হয়ে উঠল ॥ ৯ ॥

রামচন্দ্র নিজবংশের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন—সঙ্গে ছিল কুলক্রমাগত অমাত্যের দল, অনুগত রাক্ষস আর বানরেরা, ছিল সেনাদল, ছিল তূর্যধ্বনিতে আনন্দে মাতোয়ারা পুরবাসীরা ; রাজধানী উচ্চ তোরণে সাজানো, প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে লাজবর্ষণ করছিল (পুরনারীরা) ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র রথে বসে আছেন—লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন ধীরে ধীরে চামর দোলাচ্ছেন, ভরত ধরে রয়েছেন রাজছত্রটি—মনে হল উপায়চতুষ্টয়ের[৫] সমষ্টিই বুঝি (অযোধ্যাতে প্রবেশ করছে) ॥ ১১ ॥

প্রাসাদের কৃষ্ণাগুরুর ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল বনবাস থেকে ফিরে এসে রামচন্দ্র নিজে হাতে সেই (অযোধ্যা) নগরীর (বিরহের) বেণীটি খুলে দিয়েছেন ॥ ১২ ॥

শ্বাশুড়ীরা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন, কর্ণীরথে৬ করে চলেছেন রঘুবীরপত্নী, প্রাসাদের গবাক্ষে গবাক্ষে দেখা গেল অযোধ্যার রমণীকুল কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন ॥ ১৩ ॥

অনসূয়ার এঁকে দেওয়া অক্ষয় অঙ্গরাগে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী সীতাকে দেখে মনে হল তাঁর স্বামী বুঝি অযোধ্যাকে দেখাচ্ছেন তিনি বিশুদ্ধা, তিনি যেন আগুনের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে আছেন ॥ ১৪ ॥

বন্ধুবৎসল রামচন্দ্র বন্ধুজনেদের জন্যে বিশ্রামগৃহ এবং সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সজল নয়নে পিতার কক্ষে প্রবেশ করলেন—পিতা নেই, আছে শুধু তাঁর একখানি প্রতিকৃতি, আর পূজার চিহ্ন (ফুলমালা) ॥ ১৫ ॥

সেখানে তিনি ভরতজননীর লজ্জা দূর করে দিলেন ; করজোড়ে বললেন—'মা, আমাদের পিতৃদেব যে সত্যভ্রষ্ট হন নি এবং স্বর্গে গমন করেছেন, ভেবে দেখো সে তোমারই সুকৃতি' ॥ ১৬ ॥

ইচ্ছে করা মাত্রই সব কিছু হাতে পাওয়ার বিদ্যা জানা ছিল ওদের ; তবুও রামচন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্যদের নানাভাবে সংগৃহীত বস্তুতে এমনই পরিচর্যা করলেন যে তারা মনে মনে খুবই অবাক হয়ে গেল ॥ ১৭ ॥

তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যাঁরা এসেছিলেন সেই দিব্যমুনিদের তিনি অভ্যর্থনা করলেন, তাঁদের মুখে শুনলেন নিহত শত্রু দশাননের জন্ম থেকে শুরু করে নানা কীর্তিকাহিনী ; এতে তাঁর বীরত্বের গৌরব সূচিত হল ॥ ১৮ ॥

তপোধনেরা চলে যাবার পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে দেখতে দেখতে পনেরো দিন কেটে গেল, সীতা স্বহস্তে রাক্ষসরাজ এবং বানরাধিপতিদের বহু সেবাযত্ন করেছেন ; এখন রামচন্দ্র তাঁদের বিদায় জানালেন ॥ ১৯ ॥

মনে মনে স্মরণ করামাত্রই যে বিমানটি এসে উপস্থিত হয়, রাক্ষস-রাবণের জীবনের সঙ্গে যাকে তিনি জয় করে নিয়েছেন, স্বর্গের পুষ্প-আভরণ স্বরূপ সেই পুষ্পক রথটিকে রাম আবারও কৈলাসপতি কুবেরকে বহন করার জন্যে অনুমতি দিলেন ॥ ২০ ॥

এইভাবে পিতার আদেশ মেনে বনবাসদুঃখকে অতিক্রম করে রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। ধর্ম, অর্থ এবং কামে তাঁর প্রবৃত্তি ছিল সমান ; তিন ভাই-এর প্রতি তাঁর ব্যবহারও ছিল ঠিক একরকম ॥ ২১ ॥

দেবসেনাপতি (কার্তিক) যেমন ছয় মুখে স্তন্য পান করে কৃত্তিকাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতেন, তেমনি সব মায়ের প্রতিই মাতৃবৎসল রামচন্দ্র সমান ভক্তি প্রদর্শন করতেন ॥ ২২ ॥

তাঁর নির্লোভ ব্যবস্থায় রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধি হল ; তিনি সমস্ত বিঘ্নভয় দূর করে দিলেন, রাজ্যে সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হল ; তিনি লোকশিক্ষা দান করলেন, যেন রাজ্যসুদ্ধ লোকের তিনি পিতা, তিনিই পুত্ররূপে সবার সব শোক অপনয়ন করলেন ॥ ২৩ ।

তিনি সময়মতো রাজকার্য দেখেশুনে বিদেহ-রাজনন্দিনীর সঙ্গ উপভোগ করেন ; লক্ষ্মীদেবী নিজেই যেন তাঁকে পাবার আগ্রহে সীতার সুন্দর শরীরটিকে আশ্রয় করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ॥ ২৪ ॥

তাঁরা (রাম-সীতা) বাসনামতো ভোগ্যবস্তু সবই পেয়েছিলেন ; চিত্রশালায় এসে

(ছবি দেখে) দণ্ডকারণ্যে পাওয়া দুঃখকেও আজ করতে গিয়ে সুখের বলেই মনে হল[৭] ॥ ২৫ ॥

ধীরে ধীরে সীতার চোখের দৃষ্টি আরও স্নিগ্ধ হয়ে এল, মুখখানি শরযষ্টির মতো ম্লান ; কথায় বলতে হল না, তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে বুঝে স্বামী আনন্দিত হলেন ॥ ২৬ ॥

তাঁর শরীরটি ক্ষীণ, স্তনাগ্রে অন্য বর্ণ, অঙ্কশায়িনী লজ্জাবতী স্ত্রীর কাছে স্বামী গোপনে তাঁর মনের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন ॥ ২৭ ॥

সীতা ভাগীরথীনদীর তীরে কুশঘাসে ছাওয়া তপোবনগুলিতে আর-একবার যেতে চাইলেন, সেখানে হিংস্র প্রাণীরা নীবার-ধানের মুঠো চিবোয় আর বৈখানস-কন্যারা হাত ধরাধরি করে বেড়ায় ॥ ২৮ ॥

রঘুবীর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইচ্ছাপূরণ হবে। তার পরে আনন্দকোলাহলে পূর্ণ অযোধ্যাকে দেখার জন্যে একটি অনুচরকে নিয়ে আকাশছোঁয়া প্রাসাদে[৮] উঠলেন ॥ ২৯ ॥

রাজপথ দোকানপাটে সরগরম, সরযূনদীতে নৌকাবিহার করছে লোকে, বহু বিলাসী মানুষে নগরের উপকণ্ঠের উপবনে উপবনে উৎসবরত—দেখেশুনে তাঁর ভারি ভালো লাগল ॥ ৩০ ॥

শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, সচ্চরিত্র, সর্পরাজের মতো দীর্ঘবাহু-সমন্বিত মহাশত্রুজয়ী রাম ভদ্র নামে এক অনুচরকে ডেকে লোকে কী বলছে না বলছে তা জিগ্যেস করলেন ॥ ৩১ ॥

বারে বারে জিগ্যেস করাতে সে বলল—'মহারাজ, রাক্ষস-ভবনে বাস করার পরেও আপনি রানীকে গ্রহণ করেছেন—এই একটি বিষয় বাদে পুরবাসীরা আপনার অন্য সমস্ত কাজকর্মকেই প্রশংসা করছে ॥ ৩২ ॥

স্ত্রীর বিষয়ে অপযশমূলক এই ঘোর নিন্দার আঘাতে জানকী-বল্লভের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল, তপ্ত লোহায় যেন লোহার হাতুড়ির ঘা পড়ল ॥ ৩৩ ॥

নিজের এই নিন্দাবাদকে অগ্রাহ্য করব ? না নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করব ? —দুই মতের একটিও গ্রহণ করতে না পেরে তিনি মনে মনে চঞ্চল দোলার মতো অস্থির হয়ে পড়লেন ॥ ৩৪ ॥

সীতাপরিত্যাগ

এই অপবাদ কিছুতেই বন্ধ হবে না একথা বুঝে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেই দোষক্ষালন করতে চাইলেন। কারণ, যশস্বী মানুষের কাছে ভোগ্যবস্তুর কথা দূরে থাক, নিজের শরীরের চেয়েও যশই বেশি কাম্য ॥ ৩৫ ॥

রাম ভগ্নহৃদয়ে অনুজদের ডেকে আনলেন, তাঁর এই বিকার দেখে তাঁরাও নিরানন্দ —তিনি তাঁদের নিজের নিন্দার কথা জানালেন, তারপরে বললেন— ॥ ৩৬ ॥

দেখো সূর্যসম্ভূত সদাচারে পবিত্র রাজর্ষিবংশেও আমার জন্যে কিরকম কলঙ্ক দেখা দিল—জলসিক্ত বাতাসে যেমন স্বচ্ছ দর্পণেও মালিন্য দেখা যায় তেমনি ॥ ৩৭ ॥

হাতি যেমন তার বন্ধনস্তম্ভকে সহ্য করতে পারে না, আমিও পুরবাসীদের মধ্যে ক্রমশঃ জলের ঢেউয়ে তৈলবিন্দুর মতো ছড়িয়ে-পড়া এই নিন্দাকে মেনে নিতে পারছি না ॥ ৩৮ ॥

একদিন যেমন পিতার আদেশে সসাগরা পৃথিবীকে ত্যাগ করেছিলাম আজ তেমনি

এই অপযশ দূর করার জন্যে জানকীকে আমি ত্যাগ করব; তাঁর প্রসবময় আসন্ন, তবুও আমি আর অপেক্ষা করব না ॥ ৩৯ ॥

আমি জানি তাঁর কোনো দোষ নেই, কিন্তু আমার চোখে লোকনিন্দার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে; নিষ্কলঙ্ক চাঁদে পৃথিবীর ছায়াকেই মানুষে তার মালিন্য বলে আরোপ করে ॥ ৪০ ॥

এতে রাক্ষসবধের প্রয়াস ব্যর্থ হয় ? না, তাও নয়। সে তো শত্রুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কেউ পদাঘাত করলে ক্রুদ্ধ সর্প কি তার রক্তপান করার জন্যে তাকে দংশন করে ?[৯] ॥ ৪১ ॥

তাই, তোমরা যদি চাও যে আমি এই নিন্দের কাঁটা নির্মূল করে প্রাণে বেঁচে থাকি তাহলে করুণাসিক্ত মনে তোমরা আমাকে এই পরিত্যাগ-কাজে বাধা দিও না ॥ ৪২ ॥

তিনি জানকীর প্রতি এই নিতান্ত নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কথা বললে ভায়েদের মধ্যে কেউই জ্যেষ্ঠকে নিষেধও করতে পারলেন না, অনুমোদনও করতে পারলেন না ॥ ৪৩ ॥

লক্ষ্মণের প্রতি দায়িত্ব

রামচন্দ্র ত্রিলোকবিশ্রুত, সত্যভাষী; আদেশপালনে প্রস্তুত লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন 'সৌম্য' ! তাঁকে আলাদা করে ডেকে আদেশ করলেন— ॥ ৪৪ ॥

তোমার ভ্রাতৃবধূ আসন্নপ্রসবা, তাঁর তপোবন দেখার বড়ো সাধ। তুমি সেই অজুহাতে তাঁকে রথে নিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে সেখানেই তাঁকে ত্যাগ করে আসবে ॥ ৪৫ ॥

তিনি (লক্ষ্মণ) শুনেছিলেন পিতার আদেশে পরশুরাম নিষ্ঠুরভাবে মাতাকে হত্যা করেছিলেন। তিনিও অগ্রজের আদেশ গ্রহণ করলেন; কারণ গুরুজনের আদেশের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে নেই ॥ ৪৬ ॥

তারপরে

মনোমতো ব্যবস্থা শুনে আনন্দিত সীতাকে গর্ভিণী-বহনের উপযুক্ত ঘোড়ায়-টানা রথে বসিয়ে সুমন্ত্রকে সারথি করে (লক্ষ্মণ) প্রস্থান করলেন ॥ ৪৭ ॥

পথে যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর প্রদেশ দেখে সীতার খুব আনন্দ; মনে ভাবলেন, 'সত্যি আমার প্রিয় আমি যা ভালোবাসি তাই করেন'; তখনও তিনি জানেন না, তাঁর পক্ষে তিনি (রাম) আর কল্পতরু নেই, হয়ে গেছেন ইক্ষুতরু[১০] ॥ ৪৮ ॥

অনেকক্ষণ স্বামীকে দেখেননি; তাঁর ডান-চোখ কেঁপে উঠল, লক্ষ্মণ তাঁর কাছে যে-কথা গোপন করেছিলেন মাঝপথে সেই ভয়ঙ্কর দুঃখের কথা (কে) যেন তাঁর কাছে বলে দিল ॥ ৪৯ ॥

এই দুর্লক্ষণের মুহূর্তে তাঁর মুখকমল বিষাদে ম্লান হয়ে গেল। তিনি মনে মনে কামনা করলেন, রাজা এবং তাঁর অনুজদের কল্যাণ হোক ! ॥ ৫০ ॥

গুরুজনের আদেশ মাথায় নিয়ে সৌমিত্রি রাজবধূকে বনপ্রান্তে ফেলে আসতে চলেছেন, সামনে গঙ্গানদী উত্তালতরঙ্গময়, যেন হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করছেন ॥ ৫১ ॥

সারথি রথের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, তিনি ভ্রাতৃবধূকে তীরে অবতরণ করালেন —সত্যসন্ধ কঠোর প্রতিজ্ঞা উত্তরণের মতো নিষাদের আনা নৌকায় গঙ্গানদী পার হলেন ॥ ৫২ ॥

লক্ষ্মণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, কোনোমতে কথাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে রাজার আদেশ উচ্চারণ করলেন—মেঘ যেন সৃষ্টিধ্বংসকারী শিলাবর্ষণ করল ॥ ৫৩ ॥

সীতার বিলাপ

এই ভয়ঙ্কর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সীতা (নিজ) জননী ধরিত্রীর উপরে লুটিয়ে পড়লেন, তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খসে পড়ল; ঝঞ্ঝাবাতে তাড়িত লতা যেন চারিদিকে ফুল ছড়িয়ে মাটিতে নুয়ে পড়ল ॥ ৫৪ ॥

'ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম নিয়ে শুদ্ধচরিত্রের স্বামী অকারণে কেন তোমাকে ত্যাগ করবেন —মা ধরিত্রী যেন এই সংশয়েই তাঁকে অন্তরে প্রবেশ করতে দিলেন না। ॥ ৫৫ ॥

জ্ঞান হারিয়ে তিনি (সীতা) কোনো দুঃখ অনুভব করেন নি; চেতনা ফিরে পেয়ে তাঁর অন্তর পুড়ে খাক্ হয়ে গেল; সুমিত্রাতনয়ের যত্নে-পাওয়া এই জ্ঞান তাঁর কাছে মূর্ছার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর হয়েছিল ॥ ৫৬ ॥

আর্যপত্নী স্বামীকে একটুও নিন্দে করলেন না যদিও তিনি বিনা দোষে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। চিরদুঃখিনী নিজের দুর্ভাগ্যকেই বারে বারে তিরস্কার করলেন ॥ ৫৭ ॥

লক্ষ্মণ তাঁকে শান্ত করলেন, বাল্মীকির আশ্রমে যাবার পথও বলে দিলেন; তারপরে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'দেবি! আমি পরাধীন, প্রভুর আদেশে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়েছি, আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ৫৮ ॥

সীতা তাঁকে উঠিয়ে বললেন—"সৌম্য! আমি প্রীত হয়েছি। তুমি চিরজীবী হও। কারণ, (আমি তো জানি) বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের অধীন, তুমিও তোমার অগ্রজের অধীন ॥ ৫৯ ॥

একে একে সব শ্বশ্রূমাতাকে আমার প্রণাম জানিয়ে তুমি বলবে, আমার মধ্যে রয়েছে তাঁদেরই পুত্রের সন্তান, তাঁরা যেন মনে মনে তার মঙ্গলকামনা করেন ॥ ৬০ ॥

আর আমার কথামতো সেই রাজাকে ·· তুমি বোলো, নিজে চোখে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ জেনেও লোকনিন্দা শুনে তিনি যে আমাকে ত্যাগ করলেন, এ কাজ কি তাঁর বিদ্যা অথবা কুলগৌরবের উপযুক্ত ? ॥ ৬১ ॥

অথবা, তুমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, আমার প্রতি তোমার কোনো স্বেচ্ছাচার আশঙ্কা করা উচিত হবে না; এ নিশ্চয় আমারই জন্মান্তরের পাপকর্মের ফলের অসহ্য অশনিসংকেত ॥ ৬২ ॥

একদিন রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গিয়েছিলে; তাই কি আজ তার আশ্রয়ে স্থান পেয়ে তারই প্রচণ্ড রোষে আমি রাজভবনে থাকতে পারলাম না! ॥ ৬৩ ॥

নিশাচর রাক্ষসেরা তাদের স্বামীদের আক্রমণ করলে তোমারই গৌরবে আমি তপস্বিনীদের আশ্রয় ছিলাম; আজ তুমি রাজা থাকতে আমি কেমন করে অন্যের আশ্রয় নেব ? ॥ ৬৪ ॥

কী আর বলব! আমার গর্ভে তোমারই সন্তান, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য—এই বাধাটুকু না থাকলে তোমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের পরে এই নিষ্ফল দুর্ভাগা জীবনে আর মায়া করতাম না ॥ ৬৫ ॥

তাই আমি সন্তানপ্রসবের পরে ঊর্ধ্বে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তপস্যা করব—যাতে জন্মান্তরে আমি তোমাকেই আবার স্বামীরূপে পাই কিন্তু কোনো বিচ্ছেদ যেন না ঘটে ॥ ৬৬ ॥

মনু বিধান করেছেন—রাজার ধর্ম বর্ণাশ্রমের পালন। তাই এভাবে পরিত্যাগ করলেও সাধারণ তপস্বিনীরূপে আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য ॥ ৬৭ ॥

লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলে তাঁর কথা শুনে ফিরে গেলেন, আর তাঁকে দেখা গেল না। দুঃখের দুর্বহ ভারে সীতা মুক্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, যেন বাণবিদ্ধা কুররী[১১] ॥ ৬৮ ॥

ময়ূরের নাচ থেমে গেল, গাছের ফুল ঝরে পড়ল, হরিণীরা মুখ থেকে কুশের গ্রাস ফেলে দিল,—তাঁর বেদনায় সমব্যথী ঐ বনও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল ॥ ৬৯ ॥

আদিকবি বাল্মীকি এলে

ব্যাধের বাণে বিদ্ধ পাখিকে দেখে যাঁর শোক শ্লোক হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল সেই আদিকবি চলেছিলেন (বনপথে) কুশসমিধ আনতে। কান্না শুনে শুনে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন ॥ ৭০ ॥

কান্না থামিয়ে, ঝাপসা চোখের অশ্রু মুছে নিয়ে সীতা তাঁকে বন্দনা করলেন। মুনি তাঁকে গর্ভিণী দেখে সুপুত্রের আশীর্বাদ দিলেন। তারপরে বললেন—॥ ৭১ ॥

আমি ধ্যানযোগে জানতে পেরেছি, তোমার স্বামী মিথ্যা অপবাদে অস্থির হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছেন। জানকি! দুঃখ কোরো না, তুমি অন্য এক পিতৃগৃহে এসেছ ॥ ৭২ ॥

(তোমার স্বামী) ত্রিলোকের শত্রুকণ্টক উন্মূলিত করেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনি নিরহঙ্কার; তবুও তোমার প্রতি অকারণে এই গর্হিত আচরণ করাতে রামচন্দ্রের প্রতি আমি সত্যিই রুষ্ট হয়েছি ॥ ৭৩ ॥

তোমার বিশ্রুতকীর্তি শ্বশুর আমার বন্ধু (ছিলেন), তোমার পিতা (তত্ত্বোপদেশ দিয়ে) সজ্জনদের মুক্তি এনে দেন, তুমি পতিব্রতা রমণীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা, তোমাকে অনুগ্রহ না করার তো কোনো কারণ নেই! ॥ ৭৪ ॥

তপস্বীদের সংসর্গে তপোবনে প্রাণীরা শান্ত, তুমি এখানে নির্ভয়ে বাস করো। নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেলে তোমার সন্তানের সংস্কারবিধি এখানেই অনুষ্ঠিত হবে ॥ ৭৫ ॥

তমসার তীর জুড়ে মুনিদের আশ্রম, শোকনাশিনী ঐ নদীতে স্নান সেরে তার বেলাভূমির কোলে পূজাপার্বণের কাজ করে তোমার মন শান্ত থাকবে ॥ ৭৬ ॥

(তাছাড়া) মুনিকন্যারা রয়েছে। তারা প্রত্যেক ঋতুতে ফুল তোলে, ফল কুড়োয়, ক্ষেত থেকে পুজোর বীজধান সংগ্রহ করে; নতুন নতুন বিষয়ে মধুর আলাপে তারা তোমাকে আনন্দ দেবে ॥ ৭৭ ॥

তোমার শক্তি অনুসারে জলের কলসে আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বড়ো করে তোলো, এতে সন্তানজন্মের আগেই তুমি নিশ্চয়ই শিশুকে স্তন্যদানের আনন্দ অনুভব করবে ॥ ৭৮ ॥

তাঁর অনুগ্রহে সীতা প্রসন্ন, বাল্মীকি করুণার্দ্রচিত্তে তাঁকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা নিজের আশ্রমে পৌঁছলেন; পশুরা সেখানে শান্ত, যজ্ঞবেদীর পাশে হরিণেরা শুয়ে আছে ॥ ৭৯ ॥

তিনি শোকাতুরা সীতাকে অর্পণ করলেন তাপসীদের কাছে, তাঁরা তাঁকে দেখেই প্রসন্ন হয়েছিলেন ; পিতৃগণ চাঁদের সারাংশ পান করে নিলে অমাবস্যা যেমন অবশিষ্ট অংশটুকু ওষধিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তেমনি ॥ ৮০ ॥

তাঁরা (তাপসীরা) যথাবিধি অতিথি-সৎকার করে তাঁকে রাত্রিবাসের জন্যে একটি কুটীর দিলেন, তার মধ্যে জ্বলছিল ইঙ্গুদীতেলের একটি প্রদীপ এবং পবিত্র মৃগচর্মের শয্যা পাতা ছিল ॥ ৮১ ॥

সেখানে সীতা অভিষেক-স্নান করে সংযতভাবে যথানিয়মে অতিথির পূজা করতেন ; তিনি বল্কল ধারণ করেছিলেন এবং সন্তানের রক্ষার্থে বন্য ফলমূলেই শরীর ধারণ করতেন ॥ ৮২ ॥

লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তন

'রাজা কি একটুও অনুশোচনা করবেন না ?' ইন্দ্রজিতের নিহন্তা লক্ষ্মণ উৎসুক হয়ে অগ্রজের কাছে আদেশ পালনের বৃত্তান্ত (আগাগোড়া) বর্ণনা করলেন, সীতার বিলাপ পর্যন্ত ॥ ৮৩ ॥

হঠাৎ রামচন্দ্রের চোখে জল এল, যেন পৌষমাসের তুষারবর্ষী চাঁদ ; কলঙ্কের ভয়ে তিনি জানকীকে গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলেন নি ॥ ৮৪ ॥

তিনি বুদ্ধিমান্, বর্ণাশ্রমপালনে সদা সতর্ক, তিনি নিজেই শোক সংযত করলেন ; কোনোরকম ভোগাসক্তি না রেখে অনুজদের সঙ্গে একযোগে তিনি সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করলেন ॥ ৮৫ ॥

সাধ্বী জেনেও লোকনিন্দার ভয়ে রাজা একমাত্র পত্নীকে ত্যাগ করেছেন। সপত্নী-শূন্য হয়ে রাজলক্ষ্মী তাঁর হৃদয়ে অনন্ত সুখে বিরাজ করতে থাকলেন ॥ ৮৬ ॥

সীতাকে ত্যাগ করে দশাননশত্রু (রামচন্দ্র) অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেন নি, তাঁরই প্রতিকৃতি নিয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। স্বামীর এই কাহিনী কানে শুনে দুঃসহ পরিত্যাগদুঃখকে সীতা কোনোমতে মেনে নিয়েছিলেন ॥ ৮৭ ॥

॥ শ্রীকালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে 'সীতাপরিত্যাগ' নামে চতুর্দশ সর্গ ॥

পঞ্চদশ সর্গ

শত্রুঘ্নের লবণাসুরবধ

সীতাকে পরিত্যাগ করে সেই পৃথিবীপতি কেবল সমুদ্রমেখলা পৃথিবীকেই ভোগ করতে লাগলেন ॥ ১ ॥

পাপাচারী লবণরাক্ষস যমুনাতীরবাসী মুনিদের যজ্ঞনাশ করছিল বলে তাঁরা এসে তাঁর (রামচন্দ্রের) শরণ নিলেন ॥ ২ ॥

তাঁরা রামকে দেখে (রাম স্বয়ং আছেন বলে) লবণরাক্ষসকে নিজেরা ধ্বংস করলেন না। কারণ রক্ষকের অভাবেই অভিশাপরূপ অস্ত্রের প্রয়োগ করে মুনিরা তপস্যার ক্ষয় করেন' ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রাম তাঁদের কাছে বিঘ্নের প্রতিকার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কারণ বিষ্ণুর (রামরূপে) অবতরণ ধর্মসংরক্ষণের জন্যেই ॥ ৪ ॥

তাঁরা রামকে সেই দেববিদ্বেষী রাক্ষসের বধের উপায় বলে দিলেন। লবণরাক্ষসের হাতে যতক্ষণ শূল থাকবে ততক্ষণ সে দুর্জয়, তাই শূলহীন অবস্থাতেই তাকে আক্রমণ করতে হবে ॥ ৫ ॥

তাঁদের মঙ্গল করার জন্যে, শত্রুবধ করে নাম সার্থক করুক এই উদ্দেশ্যেই যেন রাম শত্রুঘ্নকেই আদেশ দিলেন ॥ ৬ ॥

একটি বিশেষ বিধি যেমন সামান্য-বিধিকে বাধিত করতে পারে[২] তেমনি রঘুবংশের যে-কেউ একাই শত্রুনিপাতে সমর্থ ॥ ৭ ॥

তারপর জ্যেষ্ঠ আশীর্বাদ দেবার পর নির্ভীক দশরথপুত্র শত্রুঘ্ন রথে আরোহণ করে পুষ্পিত ও সুবাসিত বনস্থলী দেখতে দেখতে (লবণবধে) চললেন ॥ ৮ ॥

অধ্যয়নার্থক ধাতুর (ই ধাতুর) সঙ্গে অধি-উপসর্গ যুক্ত হয়ে যেমন অর্থসিদ্ধির সহায়ক হয়[৩] রামের আদেশে সেনাবাহিনীও তাঁর (শত্রুঘ্নের) সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যসিদ্ধির সহায়ক হল ॥ ৯ ॥

রথগামী মুনিরা সেই তেজস্বি-প্রবর শত্রুঘ্নকে পথ দেখিয়ে চলতে থাকলেন, বাল-খিল্য[৪] মুনিরা পথ দেখিয়ে চললে সূর্যদেব যেমন শোভা পেয়েছিলেন, তিনিও তেমনি শোভা পেলেন ॥ ১০ ॥

পথে চলতে চলতে বাল্মীকির তপোবন পড়ল। সেই তপোবনের হরিণেরা রথের ঘর্ঘরধ্বনিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। শত্রুঘ্ন ঐ তপোবনে একরাত বাস করলেন ॥ ১১ ॥

তাঁর রথবাহন অশ্বেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঋষি তপঃপ্রভাবে নানারকম উৎকৃষ্ট উপকরণ সৃষ্টি করে তাঁকে সেবা করলেন ॥ ১২ ॥

সেই রাতেই তাঁর ভ্রাতৃবধূ সীতা দুটি পুত্র প্রসব করলেন। মনে হল ধরিত্রী যেন সুসম্পন্ন কোশ ও দণ্ড প্রসব করলেন ॥ ১৩ ॥

অগ্রজের সন্তান লাভের সংবাদ শুনে শত্রুঘ্ন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। প্রভাতে তিনি রথ প্রস্তুত করে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন ॥ ১৪ ॥

তিনি মধুপঘ্নে (লবণরাক্ষসের নগরে) পেঁাছলেন। কুম্ভীনসীর[৫] পুত্র লবণও সেই সময় বন থেকে কিছু প্রাণী সংহার করে ফিরল। মনে হল সে যেন (বনভূমি থেকে) রাজস্ব আদায় করে এল ॥ ১৫ ॥

ধোঁয়ার মতো ধূসর রং তার, দেহময় চর্বির গন্ধ, কেশরাশি অগ্নিশিখার মতো পিঙ্গল-বর্ণ,চারদিকে সে রাক্ষসবেষ্টিত। সে যেন ধাবমান চিতাগ্নির মতো ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন শূলবিহীন অবস্থায় লবণরাক্ষসকে পেয়ে তার গতিরোধ করলেন। সুযোগ বুঝে যারা শত্রুকে আঘাত করে, জয় তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ॥ ১৭ ॥

'আজ আমি যে-আহার সংগ্রহ করেছি তাতে আমার পেট ভরবে না। তাই ভীত বিধাতা সৌভাগ্যক্রমে আগে থেকেই যেন তোকে আমার কাছে হাজির করেছেন।' এই বলে শত্রুঘ্নকে তর্জন করে তাঁকে বধ করবার জন্যে সে বিশাল একটি গাছকে মুথা-

গুচ্ছের মতো (অনায়াসে) উৎপাটিত করল ॥ ১৮-১৯ ॥

নৈর্ঋতবায়ুপ্রেরিত সেই গাছটিকে শত্রুঘ্ন মাঝপথেই তীক্ষ্নবাণে খণ্ড খণ্ড করে ফেলায় তা তাঁর গায়ে লাগল না, শুধু ফুলের পরাগে মণ্ডিত হলেন তিনি[৬] ॥ ২০ ॥

সেই গাছটি বিনষ্ট হল দেখে রাক্ষস যমরাজের পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত মুষ্টির মতো একটা বিশাল পাথর উঠিয়ে তাঁর উপরে নিক্ষেপ করল ॥ ২১ ॥

তিনিও ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণ করে ঐ পাথরকে আঘাত করায় তা বালুর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হল[৭] ॥ ২২ ॥

রাক্ষস ডান হাত তুলে শত্রুঘ্নের দিকে ধাবিত হল, মনে হল যেন প্রলয়বায়ুতে সঞ্চালিত হয়ে একটি-তালগাছবিশিষ্ট কোনো পাহাড় ছুটে চলেছে ॥ ২৩ ॥

এবারে বৈষ্ণব (বিষ্ণু-প্রভাবমণ্ডিত) বাণে আহত হয়ে বিদীর্ণবক্ষ সেই শত্রু লুণ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর কম্পন উৎপাদন করল এবং সেই সঙ্গে আশ্রমবাসীদের কম্প দূর করল ॥ ২৪ ॥

নিহত শত্রুর উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা এসে বসল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুঘ্নের মাথায় স্বর্গ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হতে লাগল ॥ ২৫ ॥

সেই বীর লবণরাক্ষসকে বধ করে তখন নিজেকে ইন্দ্রজিৎ বধে শোভিত মহাতেজা লক্ষ্মণের যথার্থ সহোদর বলে মনে করলেন ॥ ২৬ ॥

কৃত-কৃত্য তপস্বীরা প্রশংসা করতে থাকলে তাঁর বিক্রমোন্নত মস্তকটি লজ্জানত হয়ে শোভা পেল ॥ ২৭ ॥

তারপর পৌরুষই যার একমাত্র ভূষণ, এবং অর্থব্যয়ে যিনি অকৃপণ সেই মধুরাকৃতি শত্রুঘ্ন যমুনানদীর তীরে 'মধুরা' নামে একটি নগরী নির্মাণ করলেন ॥ ২৮ ॥

শত্রুঘ্নের সুশাসনে পুরবাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দরুন ঐ নগরী স্বর্গের অতিরিক্ত অধিবাসীদের এনে বসানো উপনিবেশের মতো শোভা পেল ॥ ২৯ ॥

সেখানে সৌধে আরোহণ করে তিনি যখন চক্রবাকশোভিত' যমুনানদী দেখতেন তাঁর মনে হত যেন পৃথিবীর স্বর্ণরচনাবতী বেণী শোভা পাচ্ছে ॥ ৩০ ॥

লব-কুশের জন্ম-সংস্কার

দশরথ ও জনকের সখা মন্ত্রকৃৎ বাল্মীকিও উভয় ব্যক্তির উপরে প্রীতিবশতঃ সীতার দুই পুত্রের যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পন্ন করলেন ॥ ৩১ ॥

সেই কবি (বাল্মীকি) কুশ ও লব (গোরুর লেজের লোম) দিয়ে তাদের দুজনের গর্ভ-ক্লেদ মুছে দিয়েছিলেন বলে যথাক্রমে একজনের নাম কুশ ও আর একজনের নাম লব রাখলেন ॥ ৩২ ॥

শৈশব কিছুটা কাটিয়ে ওঠবার পরই তাদের দুজনকে সাঙ্গ বেদ পড়িয়ে পরবর্তী কবিদের প্রধান উপজীব্য স্বরূপ তাঁর নিজের রচিত রামায়ণগান অভ্যাস করালেন ॥ ৩৩ ॥

সেই দুইপুত্র মায়ের কাছে মধুর স্বরে রামচরিত গেয়ে তাঁর বিরহবেদনাকে কিছুটা লাঘব করত ॥ ৩৪ ॥

এই সময়ে ত্রেতাগ্নির মতো তেজোময় ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিনজনেও তাঁদের পতিব্রতা পত্নীতে দুইটি করে পুত্র উৎপাদন করলেন ॥ ৩৫ ॥

জ্যেষ্ঠপ্রিয় শত্রুঘ্ন বহুবিদ্যাবিদ্‌ শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামে নিজের দুই পুত্রকে

যথাক্রমে মথুরা ও বিদিশানগরীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন ॥ ৩৬ ॥

আবার বাল্মীকির আশ্রম তাঁর পথে পড়ল। সেখানে সীতাতনয়দের সঙ্গীত শ্রবণে হরিণেরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মুনির তপস্যার বিঘ্ন হবে[৮] মনে করে শত্রুঘ্ন ঐ আশ্রম অতিক্রম করে গেলেন ॥ ৩৭ ॥

জিতেন্দ্রিয় শত্রুঘ্ন লবণবধ করে ফিরছেন বলে পুরবাসীরা অত্যন্ত গৌরব নিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। পথের সংস্কার করায় অযোধ্যা শোভামণ্ডিত হয়েছিল। তিনি সেই অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন ॥ ৩৮ ॥

সীতাপরিত্যাগের পর এখন পৃথিবীর একমাত্র পতি রামকে তিনি সভায় সভাসদ্দের সঙ্গে উপবিষ্ট দেখলেন। ৩৯ ॥

উপেন্দ্র কালনেমিকে[৯] বধ করে ফিরলে ইন্দ্র যেমন প্রীত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, অগ্রজ রামও তেমনি লবণনিহন্তা প্রণত অনুজকে অভিনন্দিত করলেন ॥ ৪০ ॥

জিজ্ঞাসা করলে শত্রুঘ্ন সমস্ত কুশলসংবাদই রাজাকে দিলেন, কিন্তু পুত্রজন্মের কথা কিছু বললেন না। যথাকালে তিনি নিজেই প্রত্যর্পণ করবেন বলে আদিকবি এ বিষয়ে এখন কিছু না বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ॥ ৪১ ॥

রামচন্দ্রের শম্বুকবধ

তারপর একদিন দূর-জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ কোলে-করা এক কিশোর সন্তানকে রাজদ্বারে নামিয়ে কাঁদতে লাগলেন ॥ ৪২ ॥

'হা পৃথিবী! দশরথের হাত থেকে রামের হাতে গিয়ে তুমি কী চরম শোচনীয় অবস্থায় এসেছ'! ॥ ৪৩ ॥

রক্ষক রাম তাঁর শোকের কারণ শুনে লজ্জিত হলেন। কারণ অকালমৃত্যু ইক্ষ্বাকুদের রাজ্যকে (এর আগে) কখনও স্পর্শ করে নি ॥ ৪৪ ॥

রাম শোকার্ত ব্রাহ্মণকে 'ক্ষণকাল ক্ষমা করুন' এই বলে আশ্বস্ত করে যমরাজকে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে কুবেরের রথকে (পুষ্পকরথকে) স্মরণ করলেন ॥ ৪৫ ॥

রঘুবংশজ (রাম) অস্ত্র নিয়ে সেই রথে চড়ে প্রস্থানে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁর সম্মুখে এক রহস্যময়ী দৈববাণী উচ্চারিত হল— ॥ ৪৬ ॥

হে রাজন্! তোমার প্রজাদের মধ্যে কোথাও কোনো অনাচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। অন্বেষণ করে তারই প্রতিকার করো ॥ ৪৭ ॥

এই বিশ্বস্ত বচন শুনে রাম বর্ণাশ্রমধর্মের সেই অনাচার দূর করবার জন্যে রথে চড়ে দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণে নির্গত হলেন। রথ এত দ্রুত ছুটছিল যে পতাকাটি একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল ॥ ৪৮ ॥

তারপর রাম এক পুরুষকে দেখলেন। সে একটি তরুশাখা অবলম্বন করে মুখ নিচু দিকে দিয়ে তপস্যা করছিল, ধোঁয়ায় তার চোখ তামাটে রঙের হয়ে গিয়েছিল ॥ ৪৯ ॥

রাজা নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করায় সেই ধূমপায়ী পুরুষ বলল, সে ইন্দ্রপদ লাভ করতে চায়, তার নাম শম্বুক, সে জাতিতে শূদ্র ॥ ৫০ ॥

তপস্যায় তার অধিকার না থাকাতেই[১০] সে অনর্থ বয়ে এসেছে, তাই তার শিরশ্ছেদ করাই কর্তব্য এই স্থির করে রাম অস্ত্র গ্রহণ করলেন[১১] ॥ ৫১ ॥

সেই রাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধশ্মশ্রু তার মুখটি তুষারপাতে ক্লিষ্টকেশর পদ্মের মতো কণ্ঠনাল থেকে বিচ্যুত করলেন ॥ ৫২ ॥

স্বয়ং রাজা দণ্ড দিলেন বলে শূদ্র সদ্‌গতি লাভ করল, তার তপস্যা দুশ্চর হলেও অনধিকার দোষে দুষ্ট হওয়ায় তা দিয়ে সে এই সদ্‌গতি লাভ করতে পারত না ॥ ৫৩ ॥

তারপর রঘুনাথ পথে অগস্ত্যের সঙ্গে মিলিত হলেন, মনে হল শশাঙ্কের সঙ্গে শরৎকালের মিলন হল ॥ ৫৪ ॥

অগস্ত্যের অলংকারপ্রদান

কুম্ভযোনি অগস্ত্যকে পূর্বে পীত (এবং পরে নির্গলিত) সমুদ্র[১] আত্মমোচনের মূল্যস্বরূপ যে দিব্য-অলংকার দিয়েছিলেন তিনি তা রামকে প্রদান করলেন ॥ ৫৫ ॥

সীতার কণ্ঠধারণে বঞ্চিত বাহুতে সেই অলংকার ধারণ করে রাম ফিরলেন, তার আগেই ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র যমালয় থেকে ফিরে এসেছিল ॥ ৫৬ ॥

তখন পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রাহ্মণ যমের গ্রাস থেকেও পুত্র-ত্রাণে সমর্থ রামকে তিনি আগে যে নিন্দা করেছিলেন, নানাভাবে স্তুতি করে তা সংশোধন করতে লাগলেন ॥ ৫৭ ॥

রামের অশ্বমেধযজ্ঞ

তারপর রাম অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব মোচন করলেন। মেঘ যেমন শস্যরাশিকে জলদানে সন্তুষ্ট করে, নর বানর ও রাক্ষসদের অধিপতিরা তাঁকে তেমনি উপঢৌকন-দানে সংবর্ধিত করলেন ॥ ৫৮ ॥

কি নক্ষত্রলোক কি ভূলোক—সব স্থান ত্যাগ করে সমস্ত দিক্ থেকে নিমন্ত্রিত মহর্ষিরা তাঁর কাছে আসতে লাগলেন[১৩] । ৫৯ ॥

সমাগত মহর্ষিদের উপান্তভাগে সন্নিবেশিত করা হল। চতুর্দ্বারে শোভিত অযোধ্যানগরীকে দেখে মনে হল চতুর্মুখ ব্রহ্মা সদ্য লোকসৃষ্টির পর যেন সশরীরে বিরাজ করছেন ॥ ৬০ ॥

রামের সীতা-পরিত্যাগও গৌরবের বিষয়, কারণ তিনি অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নি। হিরণ্ময়ী সীতাই (অর্থাৎ সীতার হিরণ্ময়ী মূর্তিই) যজ্ঞশালায় পতির সহধর্মচারিণী পত্নীর স্থান গ্রহণ করেছিল ॥ ৬১ ॥

যা নিয়ম তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস দিয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করা হল। এতদিন যারা যজ্ঞবিঘ্ন ঘটিয়ে এসেছে সেই রাক্ষসেরাই যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হল ॥ ৬২ ॥

লব-কুশের রামায়ণগান

এদিকে গুরুর আদেশে সীতাতনয় লব ও কুশ সর্বত্র বাল্মীকির প্রথম উপলব্ধ রামায়ণ গান করতে লাগল ॥ ৬৩ ॥

একে রামের চরিত, তা আবার বাল্মীকির রচনা[১৪] তার উপর কিন্নরকণ্ঠ সেই দুজন—শ্রোতাদের মন তারা হরণ করতে পারবে না কেন ? ॥ ৬৪ ॥

যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং শুনেছেন তাঁরা বার বার এসে বলতে থাকলে রাম কুতূহলী হয়ে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের রূপ, সংগীত ও মাধুর্য দেখতে এবং শুনতে লাগলেন ॥ ৬৫ ॥

তাদের সংগীত-শ্রবণে তন্ময় ও অশ্রুসজল সভা প্রভাতে হিমবর্ষী নিষ্কম্প বনস্থলীর মতো শোভা পেল ॥ ৬৬ ॥

লোকেরা কেবল বয়স ও বেশ ছাড়া আর সব বিষয়েই রামের সঙ্গে তাদের দুজনের সাদৃশ্য দেখে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল ॥ ৬৭ ॥

লোকেরা দুই কুমারের দক্ষতায় ততটা অবাক হয় নি যতটা অবাক হয়েছিল রাজার দেওয়া প্রীতি-উপহারে তাদের নিঃস্পৃহতা দেখে ॥ ৬৮ ॥

কে তোমাদের এই গান শিখিয়েছেন, কে-ই বা এই গানের কবি—রাজা নিজে একথা জিজ্ঞেস করলে তারা বাল্মীকির নাম বলল ॥ ৬৯ ॥

তারপর রাম ভাইদের নিয়ে বাল্মীকির কাছে গেলেন এবং শুধু দেহ সম্মুখে রেখে (দেহটুকু বাদ দিয়ে সমস্ত রাজ্য) তাঁকে নিবেদন করলেন ॥ ৭০ ॥

করুণাময় সেই কবি রামকে 'এ দুটি সীতার গর্ভজাত তোমারই পুত্র ; একথা বলে সীতাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন ॥ ৭১ ॥

(রাম বললেন) হে তাত ! আপনার পুত্রবধূ আমাদের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা প্রতিপন্ন হলেও প্রজারা রাক্ষস রাবণের দুশ্চরিত্রতার দরুন তিনি শুদ্ধা বলে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারছেন না ॥ ৭২ ॥

সীতা স্ব-চরিত্র বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তাহলে আপনার আদেশে আমি পুত্রবতী সীতাকে গ্রহণ করব ॥ ৭৩ ॥

রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিলে মুনি শিষ্যদের দিয়ে আশ্রম থেকে তাঁর তপস্যা-বলে আনীত সিদ্ধির মতোই যেন সীতাকে নিয়ে এলেন ॥ ৭৪ ॥

তার পরদিন রাম প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে পুরবাসীদের একত্রিত করে কবিকে আহ্বান করে আনলেন ॥ ৭৫ ॥

সীতার পাতাল প্রবেশ

তারপর পুত্রদুটি সহ সীতাকে নিয়ে মুনি রামের কাছে এলেন। মনে হল যেন তিনি (উদাত্তাদি) স্বরশুদ্ধিযুক্তা সাবিত্রীর সঙ্গে উদীয়মান সূর্যের কাছে এলেন ॥ ৭৬ ॥

সীতার পরিধানে গেরুয়া-বসন, তাঁর চোখদুটি নিজের পায়ের দিকে নিবদ্ধ। সীতার সেই শান্ত দেহ দেখে তিনি যে শুদ্ধা তা সহজেই অনুমিত হল ॥ ৭৭ ॥

(সীতা সভায় এলে) সভাজনেরা তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে চোখ সরিয়ে এনে ফলন্ত শালিধানের মতো মুখ নিচু করে রইল ॥ ৭৮ ॥

আসন গ্রহণ করে মুনি সীতাকে আদেশ দিলেন, 'বাছা ! পতির সম্মুখে স্বচরিত বিষয়ে প্রজাদের সংশয় দূর করো' ॥ ৭৯ ॥

তখন সীতা বাল্মীকির শিষ্যদের-আনা পুণ্যজলে আচমন করে এই সত্য বাণী উচ্চারণ করলেন ॥ ৮০ ॥

বাক্যে মনে ও কর্মে যদি পতির বিষয়ে আমার কোনো ব্যভিচার হয়ে থাকে তাহলে, হে ধরিত্রী দেবী ! তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও ॥ ৮১ ॥

সাধ্বী সীতা একথা বলতেই সদ্য-সংঘটিত ভুমিরন্ধ্র থেকে বৈদ্যুতিক জ্যোতির মতো প্রভামণ্ডল নির্গত হল ॥ ৮২ ॥

সেই প্রভামণ্ডলে নাগফণাবাহিত সিংহাসনে উপবিষ্টা সমুদ্রমেখলা সাক্ষাৎ ধরিত্রী-দেবী আবির্ভূতা হলেন ॥ ৮৩ ॥

তিনি পতির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সীতাকে কোলে নিয়ে, পতি 'না না' বলতে বলতেই, পাতালে প্রবেশ করলেন ॥ ৮৪ ॥

সীতার প্রত্যর্পণ আকাঙ্ক্ষা করে রাম ধনুর্যোজনা করলে জগদ্গুরু ব্রহ্মা দৈববলে পৃথিবীর প্রতি তাঁর ক্রোধকে শান্ত করলেন ॥ ৮৫ ॥

রাম যজ্ঞশেষে (যথাবিধি) পুরস্কৃত মুনি ও সুহৃদ্‌দের বিদায় দিয়ে সীতাগত স্নেহ তাঁর সন্তানদের উপরে ন্যস্ত করলেন ॥ ৮৬ ॥

রামচন্দ্রের রাজ্যবিন্যাস

সেই প্রজাপালক (রাম) যুধাজিতের (ভরত-মাতুলের) পরামর্শক্রমে ভরতকে রাজ-প্রভুত্ব অর্পণ করে সিন্ধুদেশ প্রদান করলেন ॥ ৮৭ ॥

সেখানে ভরত যুদ্ধে গন্ধর্বদের পরাজিত করে তাদের শুধু বীণা[১৬] গ্রহণ করালেন এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করালেন ॥ ৮৮॥

ভরত অভিষেকের যোগ্য তাঁর পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে তাঁদেরই নামাঙ্কিত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী রাজধানীতে অভিষিক্ত করে আবার রামের কাছে এলেন ॥ ৮৯ ॥

লক্ষ্মণও রামের আদেশে তাঁর পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্য প্রদান করলেন ॥ ৯০ ॥

এইভাবে রামাদি রাজারা পুত্রদের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে পতিলোকে প্রস্থিত জননীদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন ॥ ৯১ ॥

তারপর যম মুনিবেশ ধারণ করে এসে রামকে বললেন, 'আমাদের দুজনের কিছু গোপন কথা আছে। যে আমাদের এ অবস্থায় দেখবে আপনাকে তাকেই পরিত্যাগ করতে হবে' ॥ ৯২ ॥

'তাই হবে' রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বললেন, 'ব্রহ্মার আদেশে আপনি এখন স্বর্গবাস করুন' ॥ ৯৩ ॥

দ্বারে স্থিত লক্ষ্মণ জেনেশুনেও দুর্বাসা রামদর্শনে এসেছেন বলে মুনির অভিশাপে ভীত হয়ে তাঁদের নির্জনালাপে বাধা সৃষ্টি করলেন ॥ ৯৪ ॥

যোগবিদ্ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গিয়ে দেহত্যাগ করে অগ্রজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন ॥ ৯৫ ॥

নিজের চতুর্থ অংশরূপ লক্ষ্মণ আগে স্বর্গগমন করলে রাম ত্রিপাদ্ ধর্মের[১৭] মতো শিথিল হয়ে ৮ মর্ত্যবাস করতে লাগলেন ॥ ৯৬ ॥

স্থিতধী সেই রাম শত্রুরূপ গজের পক্ষে অঙ্কুশরূপ কুশকে কুশাবতী নগরীতে এবং সদুক্তিবর্ষণে সজ্জনের অশ্রু-উদ্রেককারী লবকে শরবতীতে অধিষ্ঠিত করে অগ্নিকে সম্মুখে করে অনুজ-দুজনকে নিয়ে উত্তর দিকে (মহাপ্রস্থানে) যাত্রা করলেন। প্রভু-প্রেমে সমস্ত অযোধ্যানগরী গৃহত্যাগ করে তাঁর অনুগমন করল ॥ ৯৭-৯৮ ॥

চিত্তজ্ঞ বানর ও রাক্ষসেরাও প্রজাদের কদম্বের মতো স্থূল অশ্রুবিন্দুতে সিক্ত রামের পথে অনুগমন করল ॥ ৯৯ ॥

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ

(দিব্য) বিমান এসে উপস্থিত হল। ভক্তবৎসল রাম অনুগামী জনগণের স্বর্গে যাবার জন্যে সরয়ূকেই সোপানস্থানীয় করে দিলেন ॥ ১০০ ॥

তখন সেখানে সরযূতে নিমগ্ন হবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। অজস্র গো-ধন নদীপার হবার সময় যেমন হয় সেখানেও তেমনি হয়েছিল বলে তা পবিত্র 'গোপ্রতর' নামে পরিগণিত হল ।। ১০১ ॥

(সুগ্রীবাদি) দেবাংশরা নিজ নিজ দেবমূর্তিতে বিলীন হবার পর বিভু রাম দেবত্ব-প্রাপ্ত পুরবাসীদের জন্যে একটি পৃথক স্বর্গ নির্মাণ করে দিলেন ॥ ১০২ ॥

বিষ্ণু এইভাবে (রামরূপে) রাবণবধরূপ কাজ শেষ করে লঙ্কাপতি বিভীষণকে এবং পবনতনয় হনুমানকে উভয়ের কীর্তিস্তম্ভের মতো দক্ষিণে চিত্রকূট পর্বতে এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতে অধিষ্ঠিত করে নিজের মূর্তিতে প্রবেশ করলেন ॥ ১০৩ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত রঘুবংশমহাকাব্যের 'শ্রীরামের স্বর্গারোহণ' নামে পঞ্চদশ সর্গ ॥

ষোড়শ সর্গ

তারপর

সাতজন রঘুকুলবীর বয়সে এবং গুণগরিমায় শ্রেষ্ঠ কুশকে শ্রেষ্ঠরত্ন অর্পণ করলেন। কারণ সৌভ্রাতৃত্ব এঁদের বংশগত ধর্ম ॥ ১ ॥

তাঁরা সকলেই সেতুবন্ধন, গজসংগ্রহ, কৃষি-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অত্যন্ত সফল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন ; কিন্তু সমুদ্র যেমন কখনোই বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তাঁরাও তেমনি একে অন্যের দেশের সীমা লঙ্ঘন করলেন না ॥ ২ ॥

তাঁদের বংশের জন্ম চতুর্ভুজ বিষ্ণু থেকে, তাঁরা সর্বদা দানপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ; সামযোনি থেকে উৎপন্ন নিত্য দানবর্ষী দিগ্‌গজেদের বংশের মতো রঘুকুলও আটভাগে বিভক্ত হয়ে প্রসার লাভ করল ॥ ৩ ॥

একদিন মধ্যরাত্রে শয়নগৃহের প্রদীপ স্তিমিত, মানুষে ঘুমিয়ে আছে ; হঠাৎ কুশ জেগে উঠলেন। দেখলেন প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীলোকের বেশধারিণী এক রমণী সম্মুখে, তাঁকে তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রের মতো তেজস্বী ও বন্ধুবৎসল কুশ সাধুসজ্জনদের সঙ্গে সমানভাবে রাজ্যভোগ করতেন ; সেই নারী শত্রুজিৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে জয়-শব্দ উচ্চারণ করলেন ॥ ৫ ॥

প্রাসাদকক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সেখানে দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো প্রবিষ্ট তাঁকে দেখে সবিস্ময়ে শয্যা থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঈষৎ উন্নত করে (অর্থাৎ বালিশ থেকে মাথাটি তুলে) দশরথের পুত্র বললেন— ॥ ৬ ॥

"বন্ধদুয়ার গৃহে প্রবেশ করেছেন আপনি, কিন্তু আপনার তেমন কোনো যোগশক্তি দেখতে পাচ্ছি না, শিশিরসিক্ত মৃণালিণীর মতো আপনার আকৃতি বিষণ্ণ ; আপনি কে ?

কার ঘরণী ?

আমার কাছে কেন এসেছেন ?

জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দের মন পরস্ত্রীতে বিমুখ—এই জেনে আপনার যা বলার বলুন" ॥ ৭-৮ ॥

অযোধ্যালক্ষ্মীর অনুযোগ

তাঁকে সেই নারী বললেন—"রাজন্ ! আপনার পিতা স্বর্গে গমনের সময়ে যে নগরীর পুরবাসীদেরও সঙ্গে নিয়ে গেছেন, আমি সেই (অযোধ্যা) নগরীর অনাথা অধিদেবতা ॥ ৯ ॥

একদিন আমি সুশাসনের গৌরবমহিমার বিভূতিতে অলকাপুরীকেও উপহাস করতাম। আজ অশেষ শক্তিসম্পন্ন আপনি থাকা সত্ত্বেও আমি এই করুণ অবস্থা ভোগ করছি ॥ ১০ ॥

প্রভু-বিনা আজ আমার শত শত অট্টালিকা জীর্ণ, প্রাচীরগুলোর ভগ্নদশা ; আমার অবস্থা সূর্যাস্তের সময়ে প্রচণ্ড বাতাসে মেঘমালা-ছিন্নবিচ্ছিন্ন-হয়ে-যাওয়া দিনান্তের মতো বিড়ম্বনাময় ॥ ১১ ।

রাত্রে যে রাজপথ পথ-আলো-করা চঞ্চলনূপুরধারিণী অভিসারিকাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্থান ছিল, আজ সেখানে উল্কামুখী আমিষলোলুপ শৃগালেরা চীৎকার করতে করতে যাতায়াত করে ॥ ১২ ॥

যে দীর্ঘিকাগুলির জলে প্রমদাগণের (সুখসন্তরণে) করাগ্রের আঘাতে যেন ধীরমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হত, আজ বন্যমহিষদের শৃঙ্গের আঘাতে সে-জল যেন (যন্ত্রণায়) হাহাকার করে ॥ ১৩ ॥

(অট্টালিকার) বাস-যষ্টিগুলি ভেঙে পড়েছে, মৃদঙ্গধ্বনিও নেই ; ক্রীড়াময়ূরেরা এখন বৃক্ষকে আশ্রয় করেছে, তাদের লাস্য ঘুচেছে, তাদের কলাপ যেন দাবানলদগ্ধ, তারা আজ বনময়ূরেই পরিণত হয়েছে ॥ ১৪ ॥

আমার যে-সমস্ত সোপানপথে রমণীরা অলক্তরঞ্জিত পদচিহ্ন রাখতেন (আলতা-রাঙা পা-ফেলে হেঁটে যেতেন) আজ সেখানে সদ্যোনিহত হরিণের রক্তে পথ রাঙিয়ে হিংস্র বাঘেরা চলাফেরা করছে ॥ ১৫ ॥

পদ্মবনে গজবধূরা গজপতিদের কাছে মৃণালভঙ্গ তুলে ধরছে—(প্রাসাদসমূহের গাত্রে) এই আলেখ্যচিত্রিত দৃশ্যকে সত্যি ভেবে আজ কুপিত সিংহেরা নখের আঘাতে তাদের কুম্ভ বিদীর্ণ করছে ॥ ১৬ ॥

স্তম্ভসমূহে অঙ্কিত নারীমূর্তিগুলির বিবর্ণ ধূসর অবস্থা, সাপের খোলস জড়িয়ে গেছে তাদের গায়ে, সেগুলি যেন তাদের স্তনোত্তরীয় হয়েছে ॥ ১৭ ॥

সে দিন আর নেই ! অযোধ্যার সুধাধবল শোভা এখন শ্যামবর্ণ, ইতস্ততঃ তৃণ জন্মেছে ; রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ আগের মতোই মুক্তাধবল কিন্তু তারা আর তেমন প্রতিফলিত হয় না ॥ ১৮ ॥

আমার উদ্যানের যে-লতাবিতান থেকে বিলাসিনীরা বড়ো যত্নে শাখা নুইয়ে ফুল তুলতেন আজ বন্য ব্যাধেদের মতো বানরের দল তার লতাগুচ্ছকে তছনছ করছে ॥ ১৯ ।

রাত্রে নেই দীপালোক, দিনে দেখা যায় না কান্তার মুখশ্রী—গবাক্ষগুলি মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন, তাদের ধূমনির্গমনের পথও রুদ্ধ ॥ ২০ ॥

সরযূনদীর তীরে তীরে আর যাগযজ্ঞ হয় না, স্নানীয় সুগন্ধিদ্রব্যের সুবাসও নেই, তীরের বেতসলতামণ্ডপগুলি জনশূন্য—সরযূনদীকে দেখে আমি বড়ো কষ্ট পাই ॥ ২১ ॥

সুতরাং এই বসতিকে পরিত্যাগ করে কুলরাজধানী আমাকে গ্রহণ করুন ; আপনার পিতা যেমন নৈমিত্তিক মনুষ্যশরীর ত্যাগ করে বিষ্ণুমূর্তিকে লাভ করেছেন ॥ ২২ ॥

তাঁর কথায় প্রীত হয়ে রঘুশ্রেষ্ঠ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন 'তাই হবে'। পুরদেবতাও প্রসন্নমুখে সশরীরে অন্তর্ধান করলেন ॥ ২৩ ॥

অযোধ্যায় যাত্রা

সকালবেলায় রাজা রাত্রির সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা ব্রাহ্মণদের জানালেন। সব শুনে তাঁরা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন—কুলরাজধানী স্বয়ং তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছেন যে ॥ ২৪ ॥

কুশাবতী-নগরীকে ব্রাহ্মণদের কাছে দান করে দিয়ে রাজা শুভদিন দেখে পরিজনবর্গ নিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন—মেঘরাশি যেমন বায়ুকে অনুসরণ করে, তেমনি সৈন্যগণ তাঁকে অনুগমন করল ॥ ২৫ ॥

সৈন্যদল চলতে থাকলে মনে হল গোটা রাজধানীটাই বুঝি চলতে আরম্ভ করেছে ; পতাকাশ্রেণী তার উপবনরাজি, বড়ো বড়ো হাতিগুলো তার ক্রীড়াশৈল, রথগুলো যেন প্রাসাদ ॥ ২৬ ॥

রাজচ্ছত্র নিয়ে তিনি সেনাদলকে পূর্বদিকে যাত্রা করালেন, নবোদিত চাঁদ যেমন সমুদ্রের জলরাশিকে বেলাভূমিতে নিয়ে আসে তেমনি তাঁর শোভা হয়েছিল ॥ ২৭ ॥

যাত্রাকালে তাঁর সৈন্যসামন্তের বিক্রম বসুন্ধরা যেন সহ্য করতে পারলেন না, ধুলোয় ধুলোয় (আকাশ ভরে) তিনি যেন দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে আরোহণ করলেন[২] ॥ ২৮ ॥

কোনো অংশ এগিয়ে চলেছে, কোনো অংশ (শিবির) সন্নিবেশের উদ্যোগ করছে, পথে চলেছে কোনো অংশ ; সৈন্যদলকে যেখানেই দেখা গেল মনে হল গোটা বাহিনীই বুঝি রয়েছে ॥ ২৯ ॥

রাজার হাতিদের মদবারিসিঞ্চনে পথের ধুলো কাদা হয়ে উঠল, ঘোড়াদের খুরের আঘাতে তারা আবার ধুলোয় পরিণত হল ॥ ৩০ ॥

বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে পথ খুঁজতে খুঁজতে সেনাদল বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। নর্মদার কলধ্বনির মতো তাদের তুমুল কোলাহলে পর্বতের গুহাগুলি প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠল ॥ ৩১ ॥

পর্বতের গলিত ধাতুস্রোতে তাঁর রথের চাকা রক্তিম হল, অভিযানের কোলাহলে মিশ্রিত হল তূর্যধ্বনি, রাজা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করলেন ; পুলিন্দরা তাঁর কাছে নানা উপঢৌকন নিয়ে এল ॥ ৩২ ॥

বিন্ধ্যের অবতরণপ্রদেশে গজশ্রেণীর সেতুবন্ধন করে তিনি পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাকে উত্তরণ করলেন ; আকাশপথে-পারাপার-করা চঞ্চল পাখার বাতাসে হংসশ্রেণী তাঁকে অনায়াসে ব্যজন করল ॥ ৩৩ ॥

তিনি (কুশ) তরণীচঞ্চলা ত্রিস্রোতাকে (গঙ্গাকে) প্রণাম করলেন ; কপিলমুনির রোষে কুশের পূর্বপুরুষেরা ভস্মসাৎ হয়ে গেলে তাঁরই স্পর্শে তারা (আবার) স্বর্গে গমন করেছিলেন ।। ৩৪ ।।

কয়েকদিন পরে পথ শেষ হলে কুশ সরযূর তীরে উপস্থিত হলেন, দেখলেন যজ্ঞানুষ্ঠাতা রঘুবংশীয়দের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত শত শত যূপকাষ্ঠ সেখানে শোভমান ।। ৩৫ ।।

কুলরাজধানীর উপবনের বাতাস ফুলগাছের শাখা কাঁপিয়ে শীতল সরযূনদীর তরঙ্গমালাকে স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়ে তাঁর এবং তাঁর ক্লান্ত সৈন্যবর্গকে যেন প্রত্যুদ্-গমন করল[৩] ।। ৩৬ ।।

তাঁর শত্রুকুল উচ্ছিন্ন, পুরবাসীদের সখা তিনি, বংশের পতাকাস্বরূপ, পরাক্রমশালী রাজা চঞ্চল পতাকায় শোভিত সৈন্যদলকে নগরীর উপকণ্ঠে সন্নিবেশিত করলেন ।। ৩৭ ।।

প্রভুর আদেশে শিল্পীরা সবরকম উপকরণে সেই অবস্থা থেকে (অযোধ্যা) নগরীকে নতুন করে তুললেন ; মেঘেরা যেমন জলবর্ষণ করে গ্রীষ্ম-দগ্ধ পৃথিবীকে সজীব তোলে তেমনি ॥ ৩৮ ॥

তারপরে, রঘুশ্রেষ্ঠ (কুশ) উপবাসী, বাস্তুযজ্ঞে-নিপুণ ব্রাহ্মণদের হাতের পশুবলি-উপহারে বিশাল দেবালয়যুক্ত নগরীর অর্চনা সম্পাদন করলেন ।। ৩৯ ।।

রাজা কুশ কান্তার হৃদয়ে কামীর মতো অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং অনুজীবীদেরও সম্মান অনুসারে এবং পদমর্যাদা অনুসারে ব্যবস্থা করে দিলেন ।। ৪০ ।।

ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি—বন্ধনস্তম্ভে নিয়মে নিগড়িত ; বিপণিতে দ্রব্যসম্ভার—অযোধ্যা ঝলমল্ করে উঠল ; যেন আপাদমস্তক অলঙ্কৃতা কোনো নারী ।। ৪১ ।।

এইভাবে পূর্বশোভায় শোভাময়ী রঘুবংশের কুলরাজধানীতে বাস করে মহারাজ কুশের স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের পদে অথবা অলকাপতির (কুবেরের) ঐশ্বর্যেও স্পৃহা ছিল না ।। ৪২ ।।

গ্রীষ্মকাল, কুশের জলবিহার

তারপরে গ্রীষ্মকাল এল,

যেন প্রিয়ার বেশভুষা উপদেশ করার জন্যেই সে এসেছে ; (গ্রীষ্মে কামিনীদের) উত্তরীয়ে রত্ন খচিত, পাণ্ডুর স্তনে হার শোভিত, নিশ্বাসেও উড়ে যায় এমনই সূক্ষ্ম তাদের বসন ।। ৪৩ ।।

দক্ষিণদিক্ থেকে সূর্য উত্তরায়ণে এগিয়ে এলে উত্তরদিক হিমালয়ের বরফগলা জলে যেন আনন্দশীতল অশ্রুবর্ষণ করল ।। ৪৪ ।।

পরিণত গ্রীষ্মে দিনে প্রচণ্ড তাপ, রাত্রি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল ; পরস্পর (প্রণয়-) কলহে যেন জায়াপতি বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুতাপে কষ্ট পাচ্ছে ।। ৪৫ ।

দিনে দিনে গৃহদীর্ঘিকার জলরাশি সোপানপর্বের নিচে নেমে গেল, সেখানে শৈবালদল দেখা দিল, পদ্মের মৃণাল ভেসে উঠল—জলের শোভা নারীর নিতম্বের মতো হল ।। ৪৬ ।।

বনে বনে সন্ধ্যামল্লিকার কোরক ফুটছে, সৌরভে চারিদিক ভরপুর; তাদের প্রত্যেকটিতে গুঞ্জনরত ভ্রমর উড়ে বসছে, সে যেন তাদের সংখ্যা গুণছে ।। ৪৭ ।।

কামিনীদের কপোলদেশ আর্দ্র এবং (প্রিয়তমের) সদ্য-নখক্ষতে লাঞ্ছিত; তাই তাদের কান থেকে শিরীষফুল খুলে এলেও খসে পড়ল না, কপোলে তার শিখাটি জড়িয়ে থাকল ।। ৪৮ ।।

ধনশালী মানুষেরা ধারাগৃহসমূহে যন্ত্রসঞ্চালিত সুশীতল জলরাশিতে পরিপূর্ণ এবং চন্দনজলে বিধৌত (চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি) শিলাবিশেষে শয়ন করে গ্রীষ্মের তাপ নিবারণ করলেন ।। ৪৯ ।।

বসন্তশেষে কামদেবের শক্তি যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, সুন্দরীদের স্নানসিক্ত ধূপবাসিত কেশকলাপ দেখে এবং সন্ধ্যায় তাতে মল্লিকাকুসুমের শোভা দেখে তাঁর নতুন শক্তি এল ।। ৫০ ।।

অর্জুনগাছের মঞ্জরীতে পরাগ লেগে পিঞ্জরবর্ণ হয়ে তা অপূর্ব শোভা পেল; মনে হল মহাদেবের রোষে মদনের শরীর দগ্ধ হবার পরেও তার খণ্ড-বিখণ্ড ধনুকের জ্যা ।। ৫১ ।।

স্বয়ং সুগন্ধি আম্রপল্লব ভঙ্গ করে, সুগন্ধ পুরাতন আসবে[৪] ও সুগন্ধি নতুন পাটল-ফুলে গ্রীষ্মকাল নিদাঘতপ্ত কামিজনেদের সব কষ্ট দূর করল ।। ৫২ ।।

গ্রীষ্মকাল প্রচণ্ড হয়ে উঠলে দুটি বস্তু মানুষের প্রীতিকর হল—নবোদিত রাজা এবং চাঁদ—যার পাদ-(কিরণ--সেবায় দুঃখ (নিদাঘসন্তাপ) দূর হয় ।। ৫৩ ।।

সরযূর ঢেউ-এর ছন্দে তীরে রাজহংসেরা উন্মদ নৃত্য করে, বৃক্ষলতা পুষ্পভারে আনত, রমণীবল্লভ তাঁর (কুশের) ইচ্ছে হল গ্রীষ্মে সুখাবহ সেই নদীতে বিহার করেন ।। ৫৪ ।।

চক্রধারীর (বিষ্ণুর) প্রভাবসম্পন্ন তিনি তীরভূমিতে মণ্ডপ নির্মাণ করালেন, জেলেদের দিয়ে সরযূকে হাঙর-কুমির-মুক্ত করালেন; তারপরে নিজের সম্পদ ও গৌরব অনুসারে জলবিহারের উপক্রম করলেন ।। ৫৫ ।।

তার (সরযূনদীর) সোপানপথে বিলাসিনীরা অবতরণ করতে থাকল, তাদের পরস্পরের কেয়ূরঘর্ষণে এবং পদসঞ্চালনে মুখরিত নূপুরের শব্দে হংসশ্রেণী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ।। ৫৬ ।।

তারা পরস্পরের উপরে জলসেচনে মত্ত; নৌবিহারী রাজা তাদের স্নান দেখতে দেখতে পার্শ্বচারিণী চামরধারিণী কিরাতবালাকে বললেন— ।। ৫৭ ।।

'দেখো। আমার শত শত অন্তঃপুরিকা স্নান করছে, তাদের অঙ্গরাগ ধুয়ে জলে মিশে গেছে; সরযূর জলপ্রবাহকে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালের মতো অনেক বর্ণরঞ্জিত মনে হচ্ছে ।। ৫৮ ।।

নৌকাতরঙ্গিত জলে পুরসুন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে গিয়েছিল, (জলকেলির পরে) তাদের চোখে মদরাগশোভার মধ্যে দিয়ে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।। ৫৯ ।।

গুরুশ্রোণিভারে ও পীন-পয়োধরে দেহটি বহন করতেও তাদের কষ্ট! তবুও এই বালিকারা মাতোয়ারা হয়ে হাতের কেয়ূর ঝলমলিয়ে কষ্ট করে করে সাঁতার দিচ্ছে ।। ৬০ ।।

জলবিহারিণীদের কানের অবতংস শিরীষফুল খসে পড়ে নদীর স্রোতে ভাসছে যেন

শৈবালদল—তাইতে শৈবাললুব্ধ মৎস্যকুল প্রতারিত হচ্ছে ॥ ৬১ ॥

জলাস্ফালনে তৎপর কামিনীকুল, তাদের পয়োধরলগ্ন মুক্তাহার ছিঁড়ে (মুক্তা) ছড়িয়ে পড়লেও মুক্তাফলসদৃশ জলকণার মধ্যে তাকে চেনা যাচ্ছে না ॥ ৬২ ॥

অদূরের ঐ বস্তুগুলি বিলাসিনীদের রূপ এবং অবয়বের উপমান হয়েছে—জলের ঘূর্ণি নাভিসৌন্দর্যের উপমান, তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গের এবং চক্রবাকমিথুন স্তনযুগলের উপমান ॥ ৬৩ ॥

এদের জলকেলির শ্রুতিমধুর মৃদঙ্গধ্বনির সুরধুনী কান ভরে দিচ্ছে—কলাপ মেলে মধুর কেকাধ্বনিতে তীরস্থলীর ময়ূরেরা তাকে অভিনন্দিত করছে ॥ ৬৪ ॥

অঙ্গনাদের নিতম্বে সিক্ত বসন সংলগ্ন হয়ে আছে, চাঁদের আলোয় অল্প-প্রকাশিত নক্ষত্রমালার মতো মেখলাটি দেখা যাচ্ছে ; সুতোর পথটি জলে ভরে যাওয়াতে রশনা-দাম নিঃশব্দ ॥ ৬৫ ॥

একদল আচমকা আঁজলাভরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, অন্যেরা তেমনি করেই আবার তাদের মুখে জল দিচ্ছে, তাদের অলক আর কুঞ্চিত নেই,[৫] মুখের প্রসাধন মিশে গিয়ে রক্তাভ জল ঝরাচ্ছে তারা ॥ ৬৬ ॥

ওদের কেশপাশ খুলে পড়েছে, পত্রলেখা ধুয়ে গেছে, মুক্তাখচিত কর্ণভূষণ[৬] খসে পড়েছে—জলবিহারে ক্লান্ত হলেও প্রমদাজনের মুখশ্রী সত্যিই সুন্দর লাগছে" ॥ ৬৭ ॥

নৌকাযান থেকে জলে নেমে তিনি (কুশ) গলার হার দুলিয়ে তাদের সঙ্গে কেলি করলেন—যেন গজরাজ স্কন্ধলগ্ন উৎপাটিত পদ্মিনীকে নিয়ে করেণুদের সঙ্গে মিলিত হল ॥ ৬৮ ॥

বিলাসচঞ্চল তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরাঙ্গনাদের অতিশয় শোভা হল ; মুক্তা এমনিতেই সুন্দর, তাতে উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণির যোগ ঘটলে তো কথা নেই ॥ ৬৯ ॥

আয়তনয়নারা কাঞ্চনশৃঙ্গযুক্ত যন্ত্র[৭] দিয়ে তাঁর উপরে বর্ণরঞ্জিত বারি-সেচন করল—ধাতুদ্রবস্রাবী হিমালয়ের মতোই তিনিও সে-অবস্থায় অত্যন্ত সুন্দর শোভা পেলেন ॥ ৭০ ॥

এইভাবে

অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে নদীশ্রেষ্ঠ সরযূতে যখন তিনি বিহার করছিলেন তখন আকাশগঙ্গাতে অপ্সরাগণের সঙ্গে কেলিপরায়ণ ইন্দ্রের শোভাকেই যেন তিনি অনুকরণ করেছিলেন ॥ ৭১ ॥

হারানিধিপ্রাপ্তি ঃ কুমুদ্বতীলাভ

যে জয়প্রদ আভরণ রামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির কাছে পেয়েছিলেন, যা তিনি রাজ্যের সঙ্গে কুশের হাতে অর্পণ করেছিলেন জলবিহারকালে সেই অলঙ্কার তাঁর অজান্তে কোথায় পড়ে ডুবে গেল ॥ ৭২ ॥

মনের সাধে রমণীকুলের সঙ্গে স্নান সেরে তীরের মণ্ডপে আসামাত্র বেশবিন্যাসের পূর্বেই দেখলেন—তাঁর বাহুতে দিব্য বলয়টি নেই ॥ ৭৩ ॥

সেটি জয়শ্রীর মোহনমন্ত্রস্বরূপ এবং তা পরমগুরু পিতৃদেবের অলংকার ছিল; তাই তাকে হারানো কুশের পক্ষে অসহ্য, লোভের কারণে নয়—যেহেতু কুসুম ও আভরণ দুইই তাঁর চোখে সমতুল্য ॥ ৭৪ ॥

তৎক্ষণাৎ তিনি নিপুণ ডুবুরি ও জালিকদের আদেশ দিলেন (রত্ন) সন্ধান করতে; সরযূতে জাল ফেলেও তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হল—তারা প্রসন্নমুখে এসে তাঁকে বলল— ॥ ৭৫ ॥

প্রভু ! অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু জলের মধ্যে থেকে আপনার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই কুমুদ-নাগ, এই হ্রদের ভেতরই যার বাসভুমি, লোভে পড়ে সেটিকে হরণ করেছে ॥ ৭৬ ॥

তখন সেই ধনুর্ধর ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে প্রবল পরাক্রমে তীরদেশে গিয়ে ধনুকে গুণ টেনে সর্পকে বিনাশের উদ্দেশ্যে 'গারুত্মত' (গারুড়াস্ত্র) অস্ত্র গ্রহণ করলেন ॥ ৭৭ ॥

সেই অস্ত্র যোজনা করামাত্র প্রবল ঘূর্ণিতে তরঙ্গ-হস্তের আন্দোলনে হ্রদ চঞ্চল হয়ে উঠল। জলের ঢেউগুলি প্রবল বেগে তীরে আছড়ে পড়ল, যেন কোনো বন্যগজ বন্ধন-গর্তে পতিত হয়ে ক্ষুব্ধ গর্জন করছে ॥ ৭৮ ॥

যেন সমুদ্র-মন্থন হচ্ছে, জলজন্তুরা ভয় পেয়ে গেল; হঠাৎ (সমুদ্রমন্থনকালে) লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে পারিজাতবৃক্ষের মতো একটি কন্যাকে সামনে নিয়ে ভুজঙ্গরাজ উঠে এলেন ॥ ৭৯ ॥

রাজা (কুশ) দেখলেন, তিনি ভূষণটি প্রত্যর্পণের জন্যে হাতে নিয়ে এসেছেন; সঙ্গে সঙ্গে গারুড়াস্ত্র প্রতিসংহার করলেন—বিনীতদের প্রতি সজ্জনেরা ক্রোধ পোষণ করেন না ॥ ৮০ ॥

(নাগরাজ) কুমুদ ঐ অস্ত্রের মহিমা জানতেন; তিনি নিজের গর্বোন্নত মস্তক আনত করে ত্রিলোকপতির (রামচন্দ্রের) আত্মজ এবং নিজ শক্তিতে শত্রুকুলের অঙ্কুশস্বরূপ কুশকে বন্দনা করে বললেন— ॥ ৮১ ॥

বিশেষ (দেব-) কার্যসাধনের জন্যে যিনি মনুষ্যশরীর গ্রহণ করেছিলেন সেই ভগবান্ বিষ্ণুরই আপনি পুত্ররূপ অন্য মূর্তি—এতো আমি জানি। সেই আমি সর্বজনপূজ্য আপনার সন্তোষের প্রতিকূল কোনো কাজ কেন করব ? ॥ ৮২ ॥

এই বালিকা হাতে একটি কন্দুক নিয়ে আঘাত করে করে খেলা করছিল, অন্তরিক্ষ থেকে পতিত জ্যোতির মতো হ্রদ থেকে পতিত আপনার এই জয়শীল আভরণটি দেখে সে কৌতূহলের বশে তা গ্রহণ করেছিল ॥ ৮৩ ॥

সুতরাং যে বাহু ধনুকের জ্যা-আকর্ষণে কিণাঙ্কিত এবং যে বাহু বসুমতীর রক্ষাকল্পে অর্গলস্বরূপ সেই আজানুলম্বিত বাহুতে এটি আবারও যুক্ত হোক ॥ ৮৪ ॥

রাজন্ ! আপনার চরণযুগলে চিরকাল সেবা করে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতী তার অপরাধ ক্ষালন করতে আগ্রহী, আপনি একে প্রত্যাখ্যান করবেন না ॥ ৮৫ ॥

কুমুদ অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করলেন; রাজা বললেন—'হে কুমুদ ! আপনার মতো কুটুম্ব আমার গর্বের বিষয়'। তারপরে আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কুলের অলঙ্কার-স্বরূপ সেই কন্যাকে কুমুদ যথাবিধি (রাজার হাতে) সমর্পণ করলেন ॥ ৮৬ ॥

নররাজ যখন শিখাযুক্ত অগ্নির সম্মুখে তার (কুমুদ্বতীর) মাঙ্গলিক ঊর্ণাবলয়ভূষিত হস্ত গ্রহণ করলেন তখন দিগন্ত পূরিত করে দিব্য তূর্যধ্বনি উত্থিত হল। তারপরে আশ্চর্য সব মেঘেরা অত্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করল ॥ ৮৭ ॥

এইভাবে ত্রিভুবনপতি (রামের) ও মৈথিলীর পুত্রকে বন্ধু পেয়ে নাগরাজ পিতৃহন্তা বিনতানন্দন গরুড়ের ভয় থেকে মুক্ত হলেন; কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্র তাঁকে (কুমুদকে) বন্ধু পেয়ে নাগভয়শূন্য পৃথিবীকে শাসন করে পুরবাসীদের অধিকতর প্রিয়পাত্র হলেন ॥ ৮৮ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত রঘুবংশমহাকাব্যে 'কুমুদ্বতীপরিণয়' নামে ষোড়শ সর্গ ॥

সপ্তদশ সর্গ

পুত্র অতিথির জন্ম

রাত্রির শেষ প্রহর থেকে চেতনা যেমন প্রসাদ (প্রসন্নতা) লাভ করে,[১] কুমুদ্বতীও তেমনি মহারাজ কুশ থেকে 'অতিথি' নামে পুত্র লাভ করলেন ॥ ১ ॥

সবিতা যেমন উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পথই পবিত্র করেন পিতৃমান অনুপম কান্তি অতিথিও তেমনি মাতা ও পিতা উভয়েরই বংশ পবিত্র করলেন ॥ ২ ॥

অর্থশাস্ত্রবিদদের অগ্রগণ্য পিতা (কুশ) প্রথমে অতিথিকে কুলবিদ্যাগুলির[২] অর্থ গ্রহণ করিয়ে পরে রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করালেন ॥ ৩ ॥

সদ্বংশজাত, বীর ও জিতেন্দ্রিয় কুশ সদ্বংশজাত, বীর ও জিতেন্দ্রিয় পুত্র অতিথিকে পেয়ে একাকী হয়েও নিজেকে অনেক বলে মনে করলেন ॥ ৪ ॥

কুশ সূর্যকুলের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে গিয়ে যুদ্ধে দুর্জয়-নামে দৈত্যকে বধ করলেন, নিজেও নিহত হলেন তারই হাতে ॥ ৫ ॥

জ্যোৎস্না যেমন কুমুদফুলের আনন্দদায়ক চন্দ্রের অনুগমন করে, তেমনি নাগরাজ কুমুদের ভগ্নী কুমুদ্বতীও কুশের অনুগমন করলেন ॥ ৬ ॥

তাদের দুজনের মধ্যে একজন (কুশ) ইন্দ্রের সিংহাসনের অর্ধাংশে উপবেশনের অধিকার পেলেন, অন্যজন (কুমুদ্বতী) শচীর সহচরী হয়ে পারিজাতকুসুমের অংশভাগিনী হলেন ॥ ৭ ॥

অতিথির অভিষেক

যুদ্ধে যাবার সময়ে মহারাজ কুশের অন্তিম আদেশ স্মরণ করে মন্ত্রিবৃদ্ধেরা তাঁর পুত্র অতিথিকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন ॥ ৮ ॥

তাঁরা (মন্ত্রিবৃদ্ধেরা) তাঁর (অতিথির) অভিষেকের জন্যে শিল্পীদের দিয়ে উঁচু বেদী সমেত চতুঃস্তম্ভমণ্ডিত নূতন মণ্ডপ নির্মাণ করালেন ॥ ৯ ॥

সেখানে (সেই মণ্ডপে) ভদ্রপীঠে উপবেশন করিয়ে মন্ত্রীরা হেমকুম্ভে সঞ্চিত তীর্থবারি নিয়ে তাঁর কাছে এলেন[৩] ॥ ১০ ॥

আহত-মুখ তূর্যের স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে তাঁর চিরন্তন ও অব্যাহত কল্যাণ সূচিত হল ॥ ১১ ॥

বৃদ্ধ কুটুম্বেরা দূর্বা, যবাঙ্কুর, বটছাল, ও অসম-বিকসিত পল্লবাদি দিয়ে তাঁর আরতি করলেন ॥ ১২ ॥

পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণেরা বিজয়প্রদ অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই জয়শীল

অতিথির অভিষেক করতে আরম্ভ করলেন ॥ ১৩ ॥

তখন তাঁর মাথায় সবেগে ও সশব্দে পতিত অভিষেকজলের শোভা শিবের মাথায় পতিত গঙ্গার মতো মনোজ্ঞ মনে হল ॥ ১৪ ॥

সেই সময়ে বন্দীরা তাঁকে স্তব করতে লাগল। মনে হল চাতকেরা যেন জলসম্ভূত মেঘকে অভিনন্দন জানাচ্ছে ॥ ১৫ ॥

বর্ষণসিক্ত হলে বিদ্যুতের অগ্নির দ্যুতি যেমন বৃদ্ধি পায় সুমন্ত্রপূত অভিষেক জলে স্নাত হওয়ায় অতিথির কান্তিও তেমনি বৃদ্ধি পেল ॥ ১৬ ॥

অভিষেক শেষ হলে অতিথি স্নাতকদের[৪] (গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের) এত ধনরত্ন দান করলেন যে, তা দিয়ে তাঁরা পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে (বড়ো বড়ো) যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবেন ॥ ১৭ ॥

পরিতুষ্ট মনে তাঁরা অতিথিকে যে আশীর্বাদ দিলেন তাঁর সৎকর্ম-অর্জিত (সাম্রাজ্যাদি) ফললাভে সেই আশীর্বাদ দূরে থেকেই নিবর্তিত হল ॥ ১৮ ॥

তিনি বন্দীদের মুক্তি দেবার, বধ্যদের দণ্ডরহিত করার, ভারবাহী পশুদের ভার মোচনের এবং (বৎসদের পানের জন্যে ধেনুদের দোহন বন্ধ করার আদেশ দিলেন[৫] ॥ ১৯ ॥

খাঁচায় বন্দী শুক প্রভৃতি ক্রীড়াবিহঙ্গেরাও তাঁর আদেশে মুক্তি পেয়ে যার যেদিকে খুশি উড়ে গেল[৬] ॥ ২০ ॥

তারপর তিনি রাজোচিত বেশভুষায় সজ্জিত হবার জন্যে প্রাসাদের মধ্যেকার একটি কক্ষে সাজানো আস্তরণমণ্ডিত গজদন্ত-আসনে উপবেশন করলেন ॥ ২১ ॥

প্রসাধকেরা জলে হাত ধুয়ে, ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর চুলের প্রান্ত শুকিয়ে রাজোচিত নানা বসনভুষণে তাঁকে সাজিয়ে দিল ॥ ২২ ॥

তারা (প্রসাধকেরা) মুক্তাগুণ দিয়ে তাঁর চুল একটু উঁচু করে করে বেঁধে দিল এবং তার মধ্যে মালা বসিয়ে তা রশ্মিজালমণ্ডিত পদ্মরাগমণিতে খচিত করল ॥ ২৩ ॥

(তারা) মৃগনাভিসুবাসিত চন্দনে অঙ্গরাগ শেষ করে গোরোচনাদি সহযোগে পত্ররচনা করে দিল ॥ ২৪ ॥

রাজ্যলক্ষ্মীরূপিণী বধূর বররূপী অতিথি পুষ্পমালা, মুক্তার আভরণ এবং কলহংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র ধারণ করে অত্যন্ত দর্শনীয় হলেন ॥ ২৫ ॥

কেমন বেশভুষা হল তা দেখার জন্যে তিনি যখন সোনার আয়নার কাছে এলেন তখন তাতে তাঁর প্রতিবিম্ব পড়ায় তিনি উদিত সূর্যে প্রতিবিম্বিত মেরু-কল্পতরুর মতো শোভমান হলেন ॥ ২৬ ॥

(তারপর) পার্শ্ববর্তী পুরুষেরা (ছত্রচামরাদি) রাজচিহ্ন ধারণ করে 'জয়ধ্বনি' করতে থাকলে অতিথি দেবসভাসদৃশ রাজসভায় প্রবেশ করলেন ॥ ২৭ ॥

(সভায়) চন্দ্রাতপশোভিত পৈতৃক সিংহাসনে বসলেন অতিথি। ঐ সিংহাসনের পাদপীঠ অন্যান্য রাজাদের চূড়ামণিতে বহু-ঘর্ষিত ॥ ২৮ ॥

শ্রীবৎস-নামে প্রকোষ্ঠে চিহ্নিত সেই বিশাল মণ্ডপে যখন অতিথি প্রবেশ করলেন, তখন ঐ মণ্ডপ কেশবের কৌস্তুভমণি-ভূষিত শ্রীবৎস-চিহ্নিত বক্ষের মতো শোভা পেল ॥ ২৯ ॥

অতিথি কুমার-ভাব থেকে ক্রমে যৌবরাজ্য এবং তারপর পূর্ণনৃপতিত্ব লাভ

করে রেখাভাব থেকে ক্রমে অর্ধেন্দু এবং পরে পূর্ণেন্দুর মতো বিরাজ করতে লাগলেন ॥ ৩০ ॥

তিনি প্রসন্নমুখে থাকতেন এবং সবার সঙ্গেই হেসে কথা বলতেন, অনুজীবীরা তাঁকে মূর্তিমান বিশ্বাস বলে মনে করত ॥ ৩১ ॥

তিনি ছিলেন সম্পদে ইন্দ্রতুল্য, তাঁর রাজপুরীতে ছিল কল্পতরুরূপ ধ্বজ। তাই ঐরাবতের মতো বলশালী হাতিতে চড়ে বিচরণ করে তিনি তাঁর রাজপুরীকে করে তুলেছিলেন স্বর্গ ॥ ৩২ ॥

সেই একচ্ছত্র অতিথির মস্তকে ধৃত অমল প্রভায় মণ্ডিত রাজচ্ছত্রে সমস্ত জগতের পূর্বতন রাজার বিচ্ছেদজনিত তাপ দূর হল ॥ ৩৩ ॥

আগুনের প্রথমে ধোঁয়া পরে শিখা, সূর্যের প্রথমে উদয় পরে কিরণমালা। কিন্তু অতিথি তেজঃপদার্থের এই নিয়ম লঙ্ঘন করে একেবারে প্রথমেই সমস্ত গুণগরিমায় ভূষিত হয়ে উদিত হলেন ॥ ৩৪ ॥

পুরনারীরা প্রীতি-বিকশিত নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। মনে হল রাত্রিরা যেন শরতের নির্মল নক্ষত্রের জ্যোতিতে ধ্রুবকে দেখছে ॥ ৩৫ ॥

বড়ো বড়ো মন্দিরে যে-সব দেবতার পুজো করা হত, অযোধ্যার অর্চিত দেবতারা নিজের নিজের প্রতিমায় আবির্ভূত হয়ে অনুগ্রহাস্পদ অতিথিকে অনুগৃহীত করলেন ॥ ৩৬ ॥

অতিথির রাজ্যশাসন

অতিথির অভিষেকজলে সিক্ত বেদী ভালো করে না শুকোতেই তাঁর দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল ॥ ৩৭ ॥

গুরু বশিষ্ঠের মন্ত্র এবং ধনুর্ধারী অতিথির বাণ এ দুইয়ে মিলিত হয়ে যা-করা-সম্ভব তাকে সম্পাদন করে নি এমন কী আছে? ॥ ৩৮ ॥

বাদী ও প্রতিবাদীদের যে-সমস্ত মামলা-মোকর্দমার বিচার বেশ জটিল, তিনি ধর্মপরায়ণ বিচারকদের সহায়তায় অতন্দ্রিত থেকে সেগুলো নিজেই বিচার করতেন ॥৩৯ ॥

তারপর তাঁর সিদ্ধান্তের ফল অনুজীবীদের জানাতেন। তারা ঈপ্সিতফল শুনতে পেয়ে প্রীতি প্রকাশ করত। এ ফল যে সুখকর হবে তা তাঁর মুখের প্রসন্নতা দেখে আগেই বোঝা যেত[৮] ॥ ৪০ ॥

প্রজারা তাঁর পিতার সময়ে শ্রাবণমাসের নদীর মতো বৃদ্ধিলাভ করেছিল সত্য, কিন্তু অতিথির রাজত্বে তারা ভাদ্রমাসের নদীর মতো আরও বেশি সমৃদ্ধি লাভ করল ॥ ৪১ ॥

তিনি যা বলতেন তা মিথ্যা হত না। যা দান করতেন তা আর গ্রহণ করতেন না। কিন্তু শত্রুদের ব্যাপারে তিনি এ ব্রত ভঙ্গ করতেন (অর্থাৎ এর বৈপরীত্য ঘটত), কারণ তাঁদের সমূলে উৎপাটিত করে আবার যার যার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতেন (অর্থাৎ রাজ্য গ্রহণ করে তা আবার দান করতেন) ॥ ৪২ ॥

নবীন বয়স, রূপ ও সম্পদ এর যে-কোনো একটিই মত্ততার কারণ। কিন্তু তাঁর মধ্যে সমস্ত-কিছু মিলিতভাবে থাকলেও তাঁর মন কখনও মত্ত (গর্বিত) হয় নি ॥ ৪৩ ॥

এইভাবে প্রতিদিন প্রজাদের অনুরাগ জন্মিয়ে রাজা নূতন হলেও তা দৃঢ়মূল তরুর

মতো অবিচল হল[৯] ।। ৪৪ ।।

বাইরে শত্রুরা অনিত্য, কারণ তারা দূরবর্তী, তাই তিনি ভিতরের (কামক্রোধাদি) ছয়টি শত্রুকে আগে জয় করলেন ।। ৪৫ ।।

লক্ষ্মী স্বভাবচপলা হলেও[১০] সেই প্রসন্নমুখ রাজাতে নিকষপাষাণে স্বর্ণরেখার মতো স্থির হয়ে রইলেন ।। ৪৬ ।।

কেবল নীতি কাতরতামাত্র, কেবল শৌর্য ও শ্বাপদের ধর্ম। তাই তিনি (নীতি ও শৌর্য) উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সিদ্ধিলাভে যত্নবান হলেন[১১] ।। ৪৭ ।।

গুপ্তচররূপ রশ্মিতে ব্যাপ্ত থাকায় মেঘমুক্ত সূর্যমণ্ডলের মতো সেই অতিথির রাজ্যমণ্ডলে কিছুই অজ্ঞাত থাকত না ।। ৪৮ ।।

দিন ও রাত্রিকে সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে যে-সময় রাজার যা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট অতিথি তা নিঃসংশয়ে নিয়মমতো পালন করতেন ।। ৪৯ ।।

প্রতিদিনই তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতেন। তার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তা কখনও প্রকাশ হয়ে যেত না, কারণ সে মন্ত্রণার দ্বার ছিল গুপ্ত (অর্থাৎ আভাসে ইঙ্গিতে সে মন্ত্রণা চলত) ।। ৫০ ।।

অতিথি যথাসময়ে নিদ্রিত হলেও শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সর্বত্র পরস্পরের অজ্ঞাত চর নিযুক্ত থাকায় মনে হত তিনি যেন সর্বদা জেগেই আছেন ।। ৫১ ।।

তিনি স্বয়ং শত্রুদের অবরোধক ছিলেন, তবু দুর্গগুলোকে তিনি শত্রুর কাছে দুর্গ্রহ করে রেখেছিলেন[১২] কিন্তু ভীত হয়ে তিনি তা করেন নি, (কারণ) গজজয়ী সিংহ ভয় পেয়ে গিরিগুহায় শয়ন করে না ।। ৫২ ।।

রাজ্যের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই কৃত্যাকৃত্য বিচার করে তিনি কাজ করতেন বলে তা সফল হত। শালিধান যেমন কাণ্ডের মধ্যেই পেকে যায়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তাঁর কাজও তেমনি অপ্রকাশ্যভাবেই ফল প্রসব করত ।। ৫৩ ।।

তিনি সমৃদ্ধিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও কখনও বিপথে যেতেন না। যেমন, সমুদ্র উদ্বেলিত হলেও নদীমুখেই তার গতি, অন্য পথে নয় ।। ৫৪ ।।

প্রজাদের বিরাগ তৎক্ষণাৎ দমন করতে তিনি অবশ্যই সমর্থ ছিলেন, কিন্তু যার প্রতিকার করতে হবে তাকে তিনি জন্মাতেই দিতেন না[১৩] ।। ৫৫ ।।

তিনি শক্তিমান হলেও অপেক্ষাকৃত হীনবলের বিরুদ্ধেই অভিযান করতেন। কারণ, বায়ু সহায় থাকলেও দাবানল (তৃণকাষ্ঠাদিরই অন্বেষণ করে) জলের অন্বষণ করে না ।। ৫৬ ।।

তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিকে সমানভাবে সেবা করতেন। কখনও অর্থ ও কামসেবায় ধর্মের, ধর্মসেবায় অর্থ ও কামের এবং কামসেবায় অর্থের বা অর্থসেবায় কামের বাধা জন্মাতেন না[১৪] ।। ৫৭ ।।

মিত্রেরা হীন হলে কোনো উপকারে আসে না আবার তাদের শক্তি বেড়ে গেলে তারা বিরুদ্ধে যায়। তাই মিত্রেরা যাতে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে অতিথি সেই ব্যবস্থা করতেন ।। ৫৮ ।।

(অভিযানের আগে) তিনি নিজের বল ও শত্রুর বলের আধিক্য বা ন্যূনতা বিচার করে যদি নিজেকে শত্রুর চেয়ে সর্বদিক দিয়ে শক্তিমান মনে করতেন তবেই যুদ্ধযাত্রা করতেন, না হলে বিরত থাকতেন[১৫] ।। ৫৯ ।।

ধনাগারে ধনসঞ্চয় থাকলে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া যায়, তাই তিনি ধনসঞ্চয়ে তৎপর ছিলেন, (লোভবশতঃ নয়)।[১৬] যে মেঘে জল থাকে চাতকেরা তাকেই অভিনন্দন জানায় ।। ৬০ ।।

তিনি নিজের কর্তব্যকাজে অবহিত থেকে শত্রুর কাজ পণ্ড করতেন, এবং রন্ধ্র অন্বেষণ করে শত্রুকে আঘাত করতে করতে নিজের রন্ধ্র আবৃত করতেন (অর্থাৎ নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করতেন[১৭]) ।। ৬১ ।।

সেনাসমৃদ্ধ সেই রাজার পিতা যে-সব যুদ্ধবিশারদ সুশিক্ষিত সৈন্য পোষণ করতেন তিনি তাদের নিজের দেহ থেকে পৃথক মনে করতেন না[১৮] ।। ৬২ ।।

এই রাজার সাপের মাথার মণির মতো তিনটি শক্তি শত্রুরা আকর্ষণ করতে পারত না , তিনি কিন্তু অয়স্কান্ত মণি যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি করে শত্রুর সেই শক্তি আকর্ষণ করে নিতেন ।। ৬৩ ।।

(তাঁর রাজ্যে) বণিকদল নদীগুলোতে বাড়ির পুকুরের মতো, বনগুলোতে উপবনের মতো এবং পাহাড়গুলোতে নিজের বাড়ির মতো যথেচ্ছ বিচরণ করত ।। ৬৪ ।।

(রাক্ষসাদির) উপদ্রব থেকে তপস্যাকে রক্ষা করে, তস্করদের হাত থেকে (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের) সম্পদ রক্ষা করায় তিনি রাজস্বের মতো বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মেরও ষড়ংশভাগী ছিলেন ।। ৬৫ ।।

বসুন্ধরা খনি থেকে রত্ন, ক্ষেত্র থেকে শস্য এবং অরণ্য থেকে মাতঙ্গ অর্পণ করে রাজাকে রক্ষার অনুরূপ বেতন দিতেন ।। ৬৬ ।।

কার্তিকেয়ের মতো পরাক্রান্ত অতিথি যেখানে প্রয়োজন সেখানে ছয়রকম গুণ ও বলের প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন ।। ৬৭ ।।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে চার-রকম রাজনীতি প্রয়োগ করে তিনি মন্ত্রাদি আঠারোটি বিষয় পর্যন্ত অবাধে সেই রাজনীতির ফল লাভ করতেন ।। ৬৮ ।।

কূট যুদ্ধ জানলেও তিনি ধর্মসম্মত যুদ্ধই করতেন, তাই বীরানুরাগিণী জয়লক্ষ্মী অভিসারিকার মতো তাঁর অনুগামিনী হত ।। ৬৯ ।।

তাঁর অখণ্ড প্রতাপে প্রায় সমস্ত শত্রুই শক্তিহীন হয়ে পড়ে ছিল। গন্ধগজের[১৯] মদগন্ধে অন্যান্য গজেরা যেমন দূরে থেকেই পালায় (প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগোয় না), তেমনি অতিথিরও যুদ্ধ প্রায় দুর্লভ হয়ে পড়েছিল ।। ৭০ ।।

বৃদ্ধিলাভ করে চাঁদ আবার ক্ষীণ হয়, সমুদ্রও তেমনি। কিন্তু অতিথির সমভাবে বৃদ্ধি হলেও চাঁদ ও সমুদ্রের মতো কখনও তিনি ক্ষীণ হন নি ।। ৭১ ।।

(জলহীন) মেঘ যেমন সাগরের কাছে গিয়ে (জললাভ করে) দাতা হয় (অর্থাৎ পৃথিবীকে জলদান করে), তেমনি অত্যন্ত দরিদ্র বিদ্বান প্রার্থী মহান্ সেই রাজার কাছে গিয়েও দাতা হতে পারতেন (অর্থাৎ অন্যকে দান করবার মতো ধনলাভ করতে পারতেন) ।। ৭২ ।।

তিনি প্রশংসনীয় কাজ করতেন কিন্তু কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি লজ্জিত হতেন এবং স্তাবকদের উপরে রুষ্ট হতেন। কিন্তু এতে তাঁর যশ বেড়েই যেত[২০] ।। ৭৩ ।।

তিনি উদিত সূর্যের মতো দর্শনেই পাপনাশ করে যথার্থই অন্ধকার দূর করে সর্বদা প্রজাদের অনন্য করে তুলতেন ।। ৭৪ ।।

চাঁদের কিরণ পদ্মে প্রবেশ করে না, সূর্যের কিরণ কুমুদে স্থান পায় না, কিন্তু

সেই গুণীর গুণরাশি বিপক্ষেও (শত্রুপক্ষে) স্থান লাভ করত ॥ ৭৫ ॥

অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনে জয়েচ্ছু অতিথির উদ্যমের উদ্দেশ্য যদিও শত্রুর সম্পদ আহরণ, তবুও তা ধর্মপালনের জন্যেই (বিলাসের জন্যে নয়) ॥ ৭৬ ॥

এইভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলে সমৃদ্ধি লাভ করে, ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রাজা, তিনিও তেমনি (মর্তে) রাজাদের রাজা হলেন ॥ ৭৭ ॥

রাজধর্ম যথাযথভাবে পালনের জন্যে লোকে তাঁকে ইন্দ্রাদি চতুর্লোকপালকের পঞ্চম, ক্ষিতি-আদি পঞ্চমহাভূতের ষষ্ঠ এবং মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতরাজির[২১] অষ্টম বলত ॥ ৭৮ ॥

দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের শাসন নতমস্তকে গ্রহণ করেন, তেমনি তিনি পত্রযোগে কোনো আদেশ পাঠালে রাজারা দূর থেকেই রাজচ্ছত্র অবনত করে তা শিরোধার্য করতেন ॥ ৭৯ ॥

তিনি মহাযজ্ঞে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের এত ধন দিয়ে অর্চনা করেছিলেন যে সেই রাজার এবং কুবেরের নাম সাধারণ্যে সমভাবেই কীর্তিত হত ॥ ৮০ ॥

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করতেন, যম মহামারী নিবারণ করতেন, বরুণ নৌচালনার জন্যে সমস্ত জলপথই নিরাপদ রাখতেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মহিমা জানতেন বলে কুবের তাঁর কোষ বৃদ্ধি করতেন। এইভাবে লোকপালেরা তাঁর সঙ্গে শরণাগতের মতো আচরণ করতেন[২২] ॥ ৮১ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অতিথিবর্ণনা' নামে সপ্তদশ সর্গ ॥

অষ্টাদশ সর্গ

অতিথির পরে

শত্রুদমনকারী তিনি (অতিথি) নিষধদেশাধিপতি রাজা অর্থপতির কন্যার গর্ভে নিষধ-পর্বতের তুল্য দৃঢ়কায় এক পুত্র উৎপাদন করলেন ; তার নাম রাখা হল 'নিষধ' ॥ ১ ॥

পরমপরাক্রান্ত পুত্র (নিষধ) যৌবনে পদার্পণ করলে, ভবিষ্যতে তার দ্বারা প্রজা-পুঞ্জের অশেষ মঙ্গল হবে, এই মনে ভেবে পিতা আনন্দিত হলেন, যথাকলে বর্ষণে শস্য ফলোন্মুখ হলে জীবলোক যেমন আনন্দ পায় তেমনি ॥ ২ ॥

কুমুদ্বতীর পুত্র (অতিথি) শব্দ প্রভৃতি সকল সুখ সম্ভোগ করে তাঁর (নিষধের) উপরে রাজত্ব ন্যস্ত করে কুমুদের মতো নির্মল কর্মযজ্ঞে অর্জিত স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন ॥ ৩ ॥

কুশের পৌত্র পদ্মলোচন সাগরের মতো প্রশান্তচেতা, অপ্রতিহত বীর, তাঁর বিশাল বাহু নগরতোরণদ্বারের অর্গলের মতো—তিনি সসাগরা ধরণীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করলেন ॥ ৪ ॥

তাঁর পুত্রের নাম 'নল'—তিনি অনলের মতো তেজস্বী এবং কমলতুল্য তাঁর বদন ; পিতার দেহান্তে তিনি রাজলক্ষ্মীকে লাভ করলেন এবং মাতঙ্গ যেমন নলবহুল স্থানকে বিমর্দিত করে তেমনি শত্রুবলকে বিমর্দিত করলেন ॥ ৫ ॥

তিনি (নল) 'নভঃ' নামে এক পুত্র লাভ করলেন, নভশ্চর (সিদ্ধ-গন্ধর্বগণ) তাঁর যশোগান করতেন, নভস্তলের মতো শ্যামল তাঁর গাত্রবর্ণ, জীবলোকের কমনীয় নভো-

মাসের (শ্রাবণমাসের) মতো তিনি প্রজাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন ॥ ৬ ॥

পরমধার্মিক তিনি (নল)প্রভাবশালী পুত্রকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং (তারপরে) জরা আসন্ন বুঝে সংসারনিবৃত্তির জন্যে (বাণপ্রস্থ নিয়ে) মৃগকুলের সঙ্গে মিলিত হলেন ॥ ৭ ॥

গজকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকের মতো তাঁর (নভঃ-এর) 'পুণ্ডরীক' নামে একটি অজেয় পুত্র জন্ম নিল। পিতার মৃত্যুর পর শ্বেতকমলধারিণী (রাজ্য-) লক্ষ্মী পুণ্ডরীকাক্ষের মতো করেই তাঁকে বরণ করলেন ॥ ৮ ॥

সেই অব্যর্থ ধনুর্ধর (পুণ্ডরীক) প্রজাকুলের মঙ্গলবিধানে সমর্থ, ক্ষমাগুণান্বিত 'ক্ষেমধন্বা' নামে পুত্রকে পৃথিবীর আধিপত্যে নিযুক্ত করে ক্ষমাপূর্ণ হৃদয়ে বনে তপশ্চরণ করতে গেলেন ॥ ৯ ॥

তাঁরও (ক্ষেমধন্বার) যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দেবপ্রতিম এক পুত্র জন্ম নিল। সেই 'দেবানীকের' খ্যাতি দেবলোকে পর্যন্ত বিশ্রুত ছিল ॥ ১০ ॥

সেই পিতৃসেবাপরায়ণ পুত্রের (দেবানীকের) দ্বারা পিতা যেমন প্রকৃত পুত্রবান হয়েছিলেন, তেমনই পুত্রবৎসল পিতার দ্বারা পুত্রও যথার্থ পিতৃমান্ হয়েছিলেন ॥ ১১ ॥

সকল গুণের নিধিস্বরূপ পরম যাজ্ঞিক পিতা (ক্ষেমধন্বা) দীর্ঘকাল চতুর্বর্ণের প্রতিপালন করে নিজের সমকক্ষ পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গে গমন করলেন ॥ ১২ ॥

তাঁর সংযমী পুত্র বিনয়-গুণে স্বপক্ষের মতো বিপক্ষেরও প্রিয় ছিলেন। মাধুর্য-গুণে (মধুরসঙ্গীতের প্রভাবে) একবার যে ভয় পেয়েছে এমন মৃগকেও বশীভূত করা যায় ॥ ১৩ ॥

তাঁর নাম 'অহীনগু', বাহুবলেও অহীন ছিলেন তিনি, হীনসংসর্গে পরাঙ্মুখ থেকে তিনি যুবা বয়সেও অনর্থ ব্যসনে অনাসক্ত ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন ॥ ১৪ ॥

মানুষের অন্তর্দর্শী, বুদ্ধিমান তিনি পিতার পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ আদিপুরুষের (বিষ্ণুর) মতো চারটি উপায়ের[১] সহায়তায় চতুর্দিকের অধিপতি হলেন ॥ ১৫ ॥

শত্রুকুলজেতা তিনি পরলোকে গমন করলে উন্নত মস্তকে 'পারিযাত্র'-পর্বতকে যিনি জয় করেছেন সেই 'পারিযাত্র'-নামে তাঁর পুত্রকে রাজশ্রী গ্রহণ করলেন ॥ ১৬ ॥

তাঁর পুত্র 'শিল' উদারচরিত্র এবং শিলাপট্টের মতো বিশালবক্ষ। তিনি বাণ নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষকে জয় করে প্রশংসিত হলেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন ॥ ১৭ ॥

বহুপ্রশংসিত তিনি (পারিযাত্র) সংযতস্বভাব যুবক তাঁকে (শিলকে) যুবরাজপদে অভিষিক্ত করে সুখসমূহ ভোগ করলেন। কারণ, রাজার কাজ কারাজীবনের মতোই সুখের পরিপন্থী ॥ ১৮ ॥

অনুরাগের ভোগবিলাসে তাঁর তখনও তৃপ্তি হয়নি ; রতির প্রতি অকারণ বিদ্বেষ-বশতঃই যেন বৃদ্ধা ঈর্ষাপরায়ণা জরা বিলাসিনীদের বিশেষ সৌভাগ্যযুক্ত সম্ভোগের পাত্র তাঁকেও (পারিযাত্রকে) গ্রাস করল ॥ ১৯ ॥

তাঁর পুত্রের নাম 'উন্নাভ', অথচ তাঁর নাভিরন্ধ্র অত্যন্ত নিম্ন ছিল, তিনি সর্ববিষয়ে

পদ্মনাভ বিষ্ণুর সমকক্ষ ছিলেন এবং রাজমণ্ডলের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান কেন্দ্র (নাভি) ॥ ২০ ॥

তারপরে তাঁর পুত্র বজ্রধর (ইন্দ্রের) মতো শক্তিসম্পন্ন, যুদ্ধে বজ্রঘোষকারী, 'বজ্রণাভ' বজ্রমণির খনিতে ভরা বসুমতীর অধিপতি হলেন ॥ ২১ ॥

তিনি আপন পুণ্যফলে স্বর্গগত হলেন, তাঁর পুত্র 'শংখণ'—সেই পরন্তপ রাজাকে সসাগরা ধরণী নানা খনির বহুবিধ রত্ন-উপহারে সেবা করলেন ॥২২ ॥

তাঁর মৃত্যুর পরে সূর্যের মতো প্রভাবশালী, অশ্বিদ্বয়ের মতো সৌন্দর্যসম্পন্ন পুত্র পৈতৃক সিংহাসন লাভ করলেন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে আপন সৈন্য ও অশ্বকে সন্নি-, বেশিত (=উষিত) করেছিলেন বলে পুরাবিদেরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন ' ব্যুষিতাশ্ব' ॥ ২৩ ॥

ক্ষিতিপতি ব্যুষিতাশ্ব বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করে বিশ্বের পরম বন্ধু এবং সমগ্র পৃথিবীকে পালনে সক্ষম নিজের মূর্তিমান আত্মার মতো এক পুত্রকে জন্ম দিলেন—তাঁর নাম 'বিশ্বসহ' ॥ ২৪ ॥

সেই নীতিজ্ঞ রাজার হিরণ্যাক্ষের শত্রুর (বিষ্ণুর) অংশে 'হিরণ্যনাভ' নামে পুত্র জন্ম নিল—ফলে তরুরাজির পক্ষে বায়ুসমন্বিত অগ্নির মতো তিনি (বিশ্বসহ) শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলেন ॥ ২৫ ॥

পিতৃ-ঋণমুক্ত কৃতী পিতা (বিশ্বসহ) পরিণত বয়সে অক্ষয় সুখের অভিলাষে আজানুলম্বিতবাহু পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে (নিজে) বল্কল গ্রহণ করলেন ॥ ২৬ ॥

উত্তরকোসল রাজ্যের অধীশ্বর এবং সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ সোমযাজী তাঁর (হিরণ্যনাভের) দ্বিতীয় চাঁদের মতো নয়নের আনন্দ একটি পুত্র জন্ম নিল—তাঁর নাম 'কৌসল্য' ॥ ২৭ ॥

তাঁর যশ ব্রহ্মার সভা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যথাকালে তিনি 'ব্রহ্মিষ্ঠ' নামে স্বীয় ব্রহ্মবিদ্ পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে ব্রহ্মলোক লাভ করলেন ॥ ২৮ ॥

বংশের অলঙ্কারস্বরূপ, সৎপুত্রের পিতা তিনি (ব্রহ্মিষ্ঠ) শাসনাঙ্কিতা ধরণীকে অপ্রতিহতভাবে শাসন করতে থাকলে প্রজাপুঞ্জ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজার প্রতি নিতান্ত প্রীত হলেন ॥ ২৯ ॥

গুরুজনের সেবা করে কৃতার্থ, সুদর্শন, গরুড়ধ্বজের[২] আকৃতিবিশিষ্ট, পদ্মপলাশ-লোচন 'পুত্র' তাঁকে (ব্রহ্মিষ্ঠকে) সপুত্রকদের মধ্যে অগ্রগণ্য করেছিলেন ॥ ৩০ ॥

(তারপরে) নশ্বর বিষয়সুখে নিঃস্পৃহ হয়ে তিনি (ব্রহ্মিষ্ঠ) ইন্দ্রের সখা হবার বাসনা নিয়ে বংশধর ' পুত্রের' উপরে কুলরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে ত্রিপুষ্কর তীর্থে স্নান করে অমরত্ব লাভ করলেন ॥ ৩১ ॥

তাঁর (পুত্রের) পত্নী পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত (পূর্ণিমা-) তিথিতে দেহপ্রভায় পুষ্পরাগ-মণিকেও-হারমানানো 'পুষ্য' নামে পুত্রকে জন্ম দিলেন। দ্বিতীয় পুষ্যনক্ষত্রের মতো তাঁর অভ্যুদয়ে জীবলোক পরিপূর্ণ পুষ্টি লাভ করল ॥ ৩২ ॥

উদারমতি মহারাজ (পুত্র) সংসারভয়ে (পুনর্জন্মের ভয়ে) ভীত হয়ে পুত্রের (পুষ্যের) উপরে পৃথিবীর ভার দিয়ে ব্রহ্মবিদ্ জৈমিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগাভ্যাস করে যোগবলে নির্বাণ প্রাপ্ত হলেন ॥ ৩৩ ॥

তারপরে তাঁর (পুষ্যের) ধ্রুবপ্রতিম পুত্র ধ্রুবসন্ধি পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ

করলেন। তিনি সত্যসন্ধ এবং সর্বজনপ্রশংসিত ছিলেন; শত্রুরা নতশিরে তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী সন্ধি স্থাপন করেছিলেন ॥ ৩৪ ॥

প্রতিপদের চাঁদের মতো প্রিয়দর্শন 'সুদর্শন' নামে তাঁর পুত্র যখন শিশুমাত্র তখনই মৃগনয়ন রাজা (ধ্রুবসন্ধি) মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের মুখে প্রাণ দিলেন ॥ ৩৫ ॥

তিনি স্বর্গে গেলে তাঁর অমাত্যবর্গ দেখলেন প্রজাকুল অনাথ ও ভাগ্যহীন; তাই তাঁরা একমত হয়ে বংশের কুলতন্তুর[৩] মতো তাঁকে বিধিমতো অযোধ্যার রাজা (-রূপে অভিষিক্ত) করলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন সেই রঘুবংশ শিশুনৃপতি (সুদর্শনকে) নিয়ে নবেন্দুশোভিত নভস্তল, একটিমাত্র সিংহশাবকশোভিত অরণ্য এবং মুকুল-অবস্থার কমলশোভিত জলের সদৃশ শোভা পেল ॥ ৩৭ ॥

বালকের রাজমুকুট দেখে লোকে মনে ভাবল তিনি ভবিষ্যতে পিতার মতোই হবেন। অনুকূল বাতাস পেয়ে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলে ॥ ৩৮ ॥

তিনি যখন মাতঙ্গে আরোহণ করে রাজপথে বহির্গমন করতেন তখন (রাজবেশটি এত বড়ো যে) মাহুতে তাঁর পরিচ্ছদের লম্বিত অংশ ধরে থাকত; তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর; তবুও পুরবাসীরা তাঁকে প্রভু ভেবে তাঁর পিতার গৌরবের সমান করেই তাঁকে অবলোকন করত ॥ ৩৯ ॥

তিনি পিতার সিংহাসনের সবটা জুড়ে বসতে পারতেন না, কিন্তু স্বর্ণজালের মতো তাঁর তেজের মহিমায় তিনি যেন শরীর আবৃত করে তাকে ব্যাপৃত করতেন ॥ ৪০ ॥

চরণযুগল সামান্য ঝুলিয়ে সিংহাসনের নীচে রাখা সোনার পাদপীঠে ঈষৎ স্পর্শ রাখতেন তিনি, অলক্তরঞ্জিত তাঁর চরণদ্বয়ে নরপতিরা গর্বোন্নত মস্তক আনত করে প্রণাম করতেন ॥ ৪১ ॥

স্বল্পাকার ইন্দ্রনীলমণি ক্ষুদ্র হলেও উজ্জ্বল-প্রভা-গুণে তাকে মহানীল বললে অত্যুক্তি হয় না; তেমনি শিশু হলেও তাঁর 'মহারাজ' নাম মিথ্যে হয় নি ॥ ৪২ ॥

(সিংহাসনের) উভয় পার্শ্বের চামরব্যজনে তাঁর কপোললম্বিত দুটি কাকপক্ষ (জুল্‌ফি) চঞ্চল হত, কিন্তু তাঁর মুখ হতে উচ্চারিত আদেশ সুদূর সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত কোথাও অমান্য করা হত না ॥ ৪৩ ॥

স্বর্ণময় উষ্ণীষশোভিত ললাটে তিনি তিলক ধারণ করে সর্বদা স্মিতমুখে শত্রু-রমণীদের মুখ তিলকশূন্য করে দিয়েছিলেন[১] ॥ ৪৪ ॥

শিরীষফুলের চেয়ে কোমল শরীরটি, বসনভূষণে তাঁর কষ্ট হত; কিন্তু হৃদয়ের বলে তিনি বিশাল পৃথিবীর গুরুভার বহন করতেন ॥ ৪৫ ॥

'অক্ষরভূমিকায়' ভালো করে বর্ণবিন্যাস শেখার আগেই তিনি জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছে দণ্ডনীতির সর্ববিধ ফলাফল শিক্ষা করেছিলেন[২] ॥ ৪৬ ॥

(বালক সুদর্শনের) অনতিপ্রশস্ত বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠানের পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে রাজলক্ষ্মী তাঁর যৌবনের অপেক্ষা করতে থাকলেন এবং সলজ্জভাবে রাজচ্ছত্রের ছায়ার ছলেই তাঁকে আলিঙ্গন করতেন ॥ ৪৭ ॥

কালক্রমে তাঁর শরীরের অবয়বসমূহ শুধু বৃদ্ধি পেল তা নয়, তাঁদের কুল-ক্রমাগত সর্বজনপ্রিয় গুণরাশিও সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হল ॥ ৪৮ ॥

পূর্বজন্মে অর্জিত বিদ্যাসমূহ স্মরণ করেই যেন তিনি গুরুর ক্লেশ উৎপাদন না করে তিন বর্গকে[১] আয়ত্ত করার উপায় স্বরূপ তিনটি বিদ্যা[১] এবং পিতৃরাজ্যের প্রজাকুলকে (সহজে) গ্রহণ করলেন ॥ ৪৯ ॥

অস্ত্রশিক্ষাকালে শরীরের পূর্বার্ধ প্রসারিত করে, মাথার চূড়া উন্নত রেখে, জানু আকুঞ্চিত করে—এবং আকর্ণ-বিস্তৃত শরাসন আকর্ষণ করে তিনি বিশেষ শোভা পেতেন ॥ ৫০ ॥

তারপরে—তিনি সুন্দরীদের নয়নের মধুস্বরূপ, মদনবৃক্ষের অনুরাগময় প্রবাল-কুসুমস্বরূপ, এবং বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্বরূপ সর্বাঙ্গব্যাপী অকৃত্রিম ভূষণরূপে মনোহর যৌবন লাভ করলেন ॥ ৫১ ॥

তাঁর শুদ্ধ সন্তানের কামনায় অমাত্যেরা দূতের মাধ্যমে পাওয়া, প্রতিকৃতির চেয়ে বাস্তবে অধিক সুন্দরী কন্যাদের (বধূরূপে) সংগ্রহ করলেন ; তাঁরা (কুমারের) প্রথম দুই পত্নী—রাজলক্ষ্মী ও পৃথিবীকে সপত্নী পেলেন ॥ ৫২ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত রঘুবংশ মহাকাব্যে 'বংশানুক্রম' নামে অষ্টাদশ সর্গ ॥

ঊনবিংশ সর্গ

শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ

বার্ধক্য উপস্থিত হলে বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় রঘুরাজ (সুদর্শন) অগ্নিপ্রতিম তেজস্বী আত্মজ অগ্নিবর্ণকে অভিষিক্ত করে নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করলেন ॥ ১ ॥

সেখানে তিনি (সুদর্শন) তীর্থবারিতে (স্নান করে) দীর্ঘিকাকে বিস্মৃত হয়ে, ভূমিতে কুশশয্যায় (শয়ন করে) পালঙ্ককে এবং কুটীরে (বাস করে) প্রাসাদকে বিস্মৃত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষায় স্পৃহা না রেখে তপশ্চর্যা করলেন ॥ ২ ॥

তাঁর পুত্র রাজ্যপালনের ভারে কষ্ট পেলেন না। কারণ, তাঁর পিতা বাহুবলে শত্রুজয় করে পৃথিবীকে এঁর ভোগের জন্যেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, কণ্টক উদ্ধারের[১] জন্যে রাখেন নি ॥ ৩ ॥

কামপ্রিয়[২] অগ্নিবর্ণ রাজ্যপালনের অধিকার কয়েক বৎসর নিজে পালন করলেন ; তারপরে সচিবদের উপরে সব দায়িত্ব ন্যস্ত করে তিনি নবীন যৌবন নিয়ে স্ত্রীসম্ভোগের অধীন হয়ে পড়লেন ॥ ৪ ॥

সম্ভোগবিলাস

কামুক অগ্নিবর্ণ কামিনীদের সহচর হলেন, মৃদঙ্গ-ধ্বনিমুখরিত তাঁর ভবনে ভবনে উৎসব বৃদ্ধি পেল, তারা ক্রমশঃ পূর্বেকার উৎসবসমূহকে ছাড়িয়ে গেল ॥ ৫ ॥

তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ বিনা এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না ; ফলে অন্তঃপুরেই তাঁর অহর্নিশ কেটে যেত, অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ তাঁর সাক্ষাৎ পেত না ॥ ৬ ॥

কখনও মন্ত্রিগণের পীড়াপীড়িতে প্রজাকুলের আকাঙ্ক্ষিত দর্শন দিলেও তিনি গবাক্ষপথে কেবলমাত্র একটি চরণ[৩] প্রলম্বিত করেই তা সাধন করতেন ॥ ৭ ॥

অতি কোমল নখরাগে উদ্ভাসিত ঐ চরণ অরুণরাগরঞ্জিত পদ্মের মতো। প্রজাবৃন্দ অবনতমস্তকে ঐ চরণকে প্রণাম করত ॥ ৮ ॥

কামতরঙ্গে অবগাহন করে তিনি বিলাসিনীদের যৌবনোন্নত স্তনের আঘাতে চঞ্চল কমলযুক্ত এবং গোপন অভিসারগৃহযুক্ত দীর্ঘিকাসমূহের জলে বিহার করতেন ॥ ৯ ॥

সেখানে পরস্পর জলসিঞ্চনে (সুন্দরীদের) চোখের কাজল ধুয়ে যেত, অঙ্গনারা তাদের মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে তাঁকে আরও বেশি মোহিত করে তুলত ॥ ১০ ॥

করিণীকে নিয়ে গজরাজ যেমন মকরন্দসৌরভময় কমলবনে অবতীর্ণ হয়, তিনিও তেমনি প্রেয়সীদের নিয়ে সৌরভময়ী পানভূমিতে গমন করতেন ॥ ১১ ॥

সুন্দরীরা মদজনক আসব তাঁর কাছে গোপনে পেতে অভিলাষ করতেন, তাঁদের মুখোচ্ছিষ্ট আসব তিনি বকুলবৃক্ষের মতো আমোদসহকারে পান করতেন[৪] ॥ ১২ ॥

মনোমোহিনী মধুভাষিণী বামলোচনা অথবা মনোহরধ্বনি বীণা—এই দুটি পর্যায়ক্রমে তাঁর ক্রোড়ে শোভা পেত, সে স্থান কখনও শূন্য থাকত না ॥ ১৩ ॥

তিনি নিজে রসিক; মাল্য এবং বলয় আন্দোলিত করে তিনি মৃদঙ্গ বাজাতেন এবং নর্তকীদের মনোহরণ করে নৃত্যাভিনয়ে ভুল করিয়ে সম্মুখবর্তী নাট্যাচার্যদের কাছে তাদের লজ্জিত করে তুলতেন ॥ ১৪ ॥

নৃত্যশেষে পরিশ্রান্ত (নর্তকীদের) ঘর্মাক্ত মুখে তিলক বিশীর্ণ, তিনি সেই সুন্দর মুখে সোহাগবশে ফুৎকার দিতে দিতে (তার সুধা) পান করতেন[৫]—এতে তিনি যেন অমরেশ্বর (ইন্দ্র) ও অলকাপতিকেও (কুবেরকে) অতিক্রম করেছিলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি নিত্যনতুন কাম্যবস্তুর সন্ধানে তৎপর, প্রেয়সীরা তাই সম্ভোগকে অর্ধসমাপ্ত রেখে তাঁর মিলনের আনন্দকে অপূর্ণ রাখতেন ॥ ১৬ ॥

তিনি প্রণয়িনীকে প্রবঞ্চিত করে (অন্যত্র গেলে) কখনও অঙ্গুলি-কিসলয়ের তর্জন ভোগ করতেন, কখনও কুটিল ভ্রূভঙ্গের কটাক্ষ দেখতেন কখনও বা অদৃষ্টে ছিল মেখলা-দামের একাধিক বন্ধন ॥ ১৭ ॥

অভিসারের নির্দিষ্ট রাত্রিতে তিনি দূতীর জ্ঞাতসারে (কামিনীর) পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হতেন এবং প্রিয়ার বিরহকাতর প্রলাপবাক্য (মজা করে) শুনতেন ॥ ১৮ ॥

মহিষীরা তাঁকে ঘিরে থাকলে নর্তকী-সঙ্গ যখন দুর্লভ হয়ে উঠত, তখন তিনি অধীর হয়ে অঙ্গুলির স্বেদস্রাবে তুলিকা সিক্ত করে তাদের অঙ্গের আলেখ্য রচনা করে চিত্তবিনোদন করতেন ॥ ১৮ ॥

প্রেমগর্বিত বিপক্ষের প্রতি ঈর্ষায় এবং নিজেরাও মদনাতুরা হয়ে রাজ্ঞীরা ক্রোধ-অভিমান ত্যাগ করে কোনো উৎসবের দোহাই দিয়ে তাঁকে সেবা করে কৃতার্থ হতেন ॥ ২০ ॥

সকাল হলেই তিনি তাঁর শরীরে সম্ভোগচিহ্ন দেখে কুপিতা প্রণয়িনীদের কাছে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাদের প্রসন্ন করতেন, কিন্তু আবার শৈথিল্যবশতঃ তাদের দুঃখও দিতেন ॥ ২১ ॥

নিদ্রিত অবস্থায় তিনি অন্য কোনো প্রমদার নাম করতে থাকলে (মহিষীরা) তাঁকে কিছু না বলে চোখের জলে বুকের বসন ভিজিয়ে রেখে পাশ ফিরে শুয়ে প্রতিকার করতে গিয়ে হাতের বলয়টি ভেঙে ফেলতেন ॥ ২২ ॥

তিনি দূতীর দেখানো পথে এগিয়ে কুসুম শয্যাশোভিত লতাগৃহে এসে মহিষীদের

ভয়ের কাঁপন নিয়েই পরিচারিকাদের সংসর্গ উপভোগ করতেন ।। ২৩ ।।

অন্যমনস্কভাবে তিনি অন্য কোনো ললনার নাম উচ্চারণ করলে সুন্দরীরা তাঁকে বলত—'তুমি যে প্রেয়সীর নাম আমাকে দিলে তার সৌভাগ্যটুকুরও আকাঙ্ক্ষায় আমার মন লোলুপ হয়েছে' ।। ২৪ ।।

প্রসাধনচূর্ণে পিঙ্গলবর্ণ, ছিন্নমালায় পূর্ণ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেখলাশোভিত এবং অলক্তলাঞ্ছিত শয্যাই সেই বিলাসীর বিভিন্ন রতিবিলাসের[৬] কথা প্রকাশ করে দিত ।। ২৫ ।।

তিনি নিজে ললনাদের চরণে অলক্তরাগ পরিয়ে দিতেন, কিন্তু তাদের বসন শিথিল হয়ে পড়লে শুধুমাত্র মেখলাযুক্ত নিতম্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াতে তিনি আর তেমন অভিনিবেশ করতে পারতেন না ।। ২৬ ।।

চুম্বনকালে তারা মুখ ফিরিয়ে নিত, মেখলা ছিন্ন করতে গেলে হাত চেপে ধরত, এইভাবে ইচ্ছায় বাধা পেলেও তাঁর বধূসম্ভোগের কামাগ্নি জ্বলতেই থাকত ॥ ২৭ ।।

দর্পণে পরিভোগচিহ্নগুলি-দেখতে-থাকা কামিনীদের পশ্চাদ্দেশে পরিহাস সহকারে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রতিবিম্ব দর্শনে তাদের লজ্জাবনতমুখী করে দিতেন ।। ২৮ ।।

শয্যাত্যাগকালে প্রণয়িণীরা কোমল বাহুবন্ধনে তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করে চরণের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর পদদ্বয় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে রজনীশেষের চুম্বন প্রার্থনা করত ।। ২৯ ।।

নবীন যুবক (অগ্নিবর্ণ) দর্পণতলে ইন্দ্রকে হার-মানানো নিজের রাজবেশ নিরীক্ষণ করে তত তৃপ্তি পেতেন না, যতটা তিনি রমণীগণের স্পষ্ট পরিভোগচিহ্ন দেখে প্রীত হতেন ॥ ৩০ ॥

বন্ধুর কাজের ছলে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গেলে চঞ্চল তাঁকে প্রণয়িণীরা চুলের মুঠি ধরে বলত—"শঠ ! তোমার পালাবার ছলচাতুরী আমরা বেশ বুঝি" ।। ৩১ ।।

তাঁর নির্দয় রতিশ্রমে ক্লান্ত কামিনীরা 'কণ্ঠসূত্র' নামে আলিঙ্গনের ছলে তাঁর বিশাল বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে (বক্ষে) শয়ন করলে তাদের বিশাল স্তনমর্দনে রাজার অঙ্গরাগ লুপ্ত হত ।। ৩২ ।।

রাত্রিতে মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি কুট্টনী-নির্দেশিত পথে গোপনে অগ্রসর হলে সুন্দরীরা তাঁর সামনে এসে তাঁকে টেনে নিয়ে বলত—"কামুক ! অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে বঞ্চনা করবে ?" ।। ৩৩ ।।

চাঁদের কিরণে সারারাত প্রস্ফুটিত থেকে কুমুদবন যেমন দিনে নিমীলিত থাকে, তিনিও রমণীসংসর্গে সমস্ত রাত্রি জেগে জেগে কাটিয়ে দিনে নিদ্রিত থাকতেন ।। ৩৪ ।।

তাঁর দংশনে তাদের অধর পীড়িত, নখক্ষতে ঊরুদেশ ক্লিষ্ট, তাই গায়িকাদের বাঁশি ও বীণা বাজাতে কষ্ট হলে তারা রোষকুটিল কটাক্ষ করলে তিনি আরও মোহিত হতেন ॥ ৩৫ ।।

তিনি নিজে নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় শিক্ষা দিতেন, তারপরে অভিনয় প্রদর্শনের সময়ে বন্ধুজনের উপস্থিতিতে প্রয়োগনিপুণ নাট্যাচার্যদের মধ্যে তর্ক বাধিয়ে দিতেন ।। ৩৬ ।।

বর্ষাকালে তিনি কুটজ এবং অর্জুনফুলের মালা গলায় দুলিয়ে দিতেন; কদম্বপুষ্পের পরাগে অঙ্গরাগ রচনা করতেন এবং ক্রীড়াপর্বতের চতুর্দিকে মদমত্ত ময়ূরেরা থাকায়

বিহারসুখ রমণীয় হত ॥ ৩৭ ॥

(তখন) তিনি মান করে শয়নে পরাঙ্মুখী সঙ্গিনীকে খুব একটা বেশি অনুনয় করতেন না ; মনে মনে চাইতেন, মেঘগর্জনে ভীত হয়ে সে নিজেই তাঁর বাহুবন্ধনে আসুক ॥ ৩৮ ॥

কার্তিকমাসের রাত্রিতে তিনি চন্দ্রাতপমণ্ডিত প্রাসাদে ললিত বিলাসিনীদের সঙ্গে সম্ভোগশান্তিহরা মেঘমুক্তা বিমল চন্দ্রিকা উপভোগ করতেন ॥ ৩৯ ॥

তিনি সৌধের গবাক্ষপথে সৈকতরূপ নিতম্বে হংসশ্রেণীর মেখলাযুক্ত প্রেয়সীদের মতো শোভমানা সরয়ূনদীকে অবলোকন করতেন ॥ ৪০ ॥

সুমধ্যমারা মর্মরধ্বনিযুক্ত এবং অগুরুধূপের ধোঁয়ায় সুবাসিত হেমন্তকালীন বসনের হেমরশনাটি একটু দেখিয়ে মেখলাবন্ধনে এবং উন্মোচনে আগ্রহী রাজাকে আরও লুব্ধ করত ॥ ৪১ ॥

(প্রাসাদের) বাতাসশূন্য অন্তঃপ্রকোষ্ঠসমূহে নিষ্কম্প-দীপসমূহযুক্ত শীতের রাত্রিগুলি তাঁর সর্বপ্রকার নর্মলীলার সাক্ষী ছিল ॥ ৪২ ॥

(বসন্তে) দক্ষিণ সমীরণে পল্লবযুক্ত চূতকুসুম দেখে বিরহ সইতে না পেরে সব অভিমান ভুলে অঙ্গনারা তাঁকে অনুনয় করত ॥ ৪৩ ॥

তিনি তাদের কোলে নিয়ে দোলারোহণ করলে পরিজনেরা দোল দিত , তখন তিনি দোলার রশি ছেড়ে দিয়ে তাদের ঠেলে দিলে তারাও যেন ভয় পেয়ে তাঁকে নিবিড় কন্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ করত ॥ ৪৪ ॥

প্রেয়সীরা গ্রীষ্মকালোচিত বেশবাসে, অর্থাৎ পয়োধরে চন্দননিষেকে, মুক্তাগ্রথিত সুন্দর অলংকারসমূহে এবং শ্রোণিদেশের মণিময় মেখলা দিয়ে তাঁকে সেবা করতেন ॥ ৪৫ ॥

তিনি সহকারপল্লবমিশ্রিত এবং পাটলকুসুমের রাগরঞ্জিত আসব পান করতেন, এবং তাইতে বসন্তশেষে নিষ্প্রভ তাঁর চিত্ত নবীন উৎসাহে উদ্দীপিত হত ॥ ৪৬ ॥

এইভাবে অন্য সব কাজে বিমুখ হয়ে, একমাত্র কামপ্রবাহে মত্ত রাজা ইন্দ্রিয়সুখভোগের সন্ধানে প্রত্যেকটি বিশেষ ঋতুকে অতিবাহিত করতেন ॥ ৪৭ ॥

পরিণতি

তিনি প্রমত্ত হলেও তাঁর রাজশক্তির প্রভাবে অন্য রাজারা তাঁকে আক্রমণ করতে পারতেন না ; কিন্তু, দক্ষের শাপ যেমন চন্দ্রকে আকমণ করেছিল তেমনি অতিরিক্ত কামসম্ভোগের রোগ (যক্ষ্মা) তাঁকে ক্ষয় করতে লাগল ॥ ৪৮ ॥

চিকিৎসকদের কথা অমান্য করে তিনি দোষাবহ দেখেও আসক্তির বস্তু (স্ত্রী ও মদ) ত্যাগ করলেন না। ইন্দ্রিয়সমূহ রমণীয় বিষয়ে একবার আকৃষ্ট হলে তাদের নিবৃত্ত করা বড়ো কঠিন ॥ ৪৯ ॥

তাঁর মুখ পাণ্ডুবর্ণ, (শরীর ক্ষীণ হওয়ায়) অলংকার সামান্য ; (যষ্টি-) অবলম্বন করে চলেন, কণ্ঠস্বর ভগ্ন—রাজযক্ষ্মায় ক্ষীণ হয়ে তিনি অতিকামুকের দশাই লাভ করলেন ॥ ৫০ ॥

রাজা যখন ক্ষয়রোগাক্রান্ত তখন সেই বংশের অবস্থা চাঁদের শেষ-কলা-যুক্ত আকাশের মতো, গ্রীষ্মের পঙ্কমাত্রবিশিষ্ট জলাশয়ের মতো এবং ক্ষীণশিখাযুক্ত দীপাধারের মতো হল ॥ ৫১ ॥

প্রজারা অমঙ্গলশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে উঠলে তার মন্ত্রী তাঁর রোগের কথা গোপন রেখে তাদের বার বার বললেন—"রাজা পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে দিনের বেলা সত্যি সত্যি (পুণ্য-) কর্মে ব্যস্ত থাকেন" ॥ ৫২ ॥

দীপ যেমন বাতাসকে এড়াতে পারে না, তেমনি বহুপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও কুলপাবন সন্তানকে না দেখে তিনি বৈদ্যদের সমস্ত যত্ন ব্যর্থ করে রোগকে অতিক্রম করতে পারলেন না। (যক্ষ্মা তাঁকে শেষ করল।) ॥ ৫৩ ॥

(মৃত্যুর সংবাদ গোপন রেখে) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে কুশল পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে, (প্রজাদের) রোগশান্তির কথা বলে, প্রাসাদের উপবনেই মন্ত্রীরা প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁকে গোপনে দাহ করলেন ॥ ৫৪ ॥

তাঁরা (মন্ত্রীরা) যখন প্রধান প্রধান পৌরজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানলেন তাঁর সহধর্মচারিণী (প্রধানা মহিষী) সত্যিই শুদ্ধ-অন্তঃসত্ত্বা তখন তিনিই (মহিষী) রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজার ঐরূপ অকালমৃত্যুর শোকজনিত উষ্ণ নয়নজলে তাঁর যে-গর্ভ প্রথমে প্রতপ্ত হয়েছিল, কাঞ্চনকলসনিঃসৃত শীতল অভিষেক-সলিলে তা শান্ত হল ॥ ৫৬ ॥

প্রজারা প্রসবসময়ের অপেক্ষা করছে, তাদের মঙ্গলের জন্যে পৃথিবী যেমন করে শ্রাবণমাসে রোপিত শস্যবীজ অন্তরে ধারণ করে, তেমনি রাজ্ঞী গর্ভ ধারণ করে স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন হয়ে কুলক্রমাগত বৃদ্ধ সচিবদের সহায়তায় যথাবিধি স্বামীর রাজ্য শাসন করতে থাকলেন—তাঁর আজ্ঞা সর্বত্র অব্যাহত ছিল ॥ ৫৭ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অগ্নিবর্ণশৃঙ্গার' নামে ঊনবিংশ সর্গ ॥

॥ 'রঘুবংশ' মহাকাব্য সমাপ্ত ॥

প্রথম সর্গ

১. কুমারসম্ভব ৬.৭৯—'তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি'। মীমাংসকেরা বলেন—'নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ'।

২. পার্বতী ও পরমেশ্বরের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাসে 'অভ্যর্হিত' বলে পার্বতী শব্দের পূর্ব-নিপাত। স্মরণীয় মনুসংহিতা ২.৪৫—'উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা। সহস্রং তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥' মাতার শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান ভারতবর্ষের নিজস্ব। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—'এতেমান্যা যথাপূর্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী'।

৩. উড়ুপ—উড়ুনো জলাৎ পাতীতি উড়ুপং তেন তৃণাদিনির্মিতেন।

৪. সাগর—গরেণ বিষেণ সহ জাতঃ ইতি সগরঃ ; সগরেণ নিবৃত্তঃ ইতি সাগরঃ।

'সগরস্তু সুতো বাহোর্জজ্ঞে সহ গরেণ বৈ।
ভৃগোরাশ্রমমাসাদ্য স্বৌর্বেণ পরিরক্ষিতঃ॥ —বায়ুপুরাণ

৫. কবিযশঃ প্রার্থী—বাল্মীকি প্রভৃতি কবির। প্রভৃতি বলতে সম্ভবতঃ রঘুবংশ নিয়ে কাব্যরচয়িতা চ্যবনমুনির ইঙ্গিতই টীকাকার দিয়েছেন। তুলনীয় বুদ্ধচরিত ১.৪৮—'বাল্মীকিনাদশ্চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।'

৬. অথবা কৃতবাগ্দ্বারে—যমকটি লক্ষণীয়।

৭. বজ্র বলতে হীরকযুক্ত লোহার সূক্ষ্ম যন্ত্র, যা দিয়ে মণিকে বিদ্ধ করে তাকে মালায় গাঁথার উপযুক্ত করা হয়।

৮. সেই আমি বলতে দ্বিতীয় শ্লোকের 'মন্দঃ' আমি।

৯. পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

১০. 'লোকালোক' একটি পৌরাণিক পর্বত যা দৃশ্য জগৎকে অন্ধকার থেকে বিভক্ত করে রাখে। লোকালোককে 'চক্রবাল'ও বলা হয়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সন্ধিস্থল—রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে সেই মোহানাটি। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে—

পরেণ পুষ্করস্যাথ আবৃত্যাবস্থিতো মহান্।
স্যাদুদকঃ সমুদ্রস্তু স সমস্তাদবেষ্টয়ত্॥
স্যাদুদকস্য পরিতঃ শৈলস্তু পরিমণ্ডলঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে।
আলোকস্তত্র চার্বাক্ চ নিরালোকস্ততঃ পরম্॥

দ্বিতীয় সর্গ

১. এই বিষয়ে পুরাণের বর্ণনাও প্রায় আক্ষরিক। ভূমিকাতে উৎস-অংশ দ্রষ্টব্য।

২. শিবের আহিত তেজ অগ্নি বহন করতে না পেরে মন্দাকিনীর জলে স্নান করেন। তার পরে সেই বীর্য মন্দাকিনীর জলে থাকে। সেখানে স্নান করতে

এসে ছয় কৃত্তিকা একই সঙ্গে গর্ভিণী হয়, তারাও সেই তেজ-গ্রহণে অসমর্থ হয়ে শরবনে তাকে নিক্ষেপ করে। তাইতে ষড়ানন কার্তিকের জন্ম। 'রৌদ্রতেজ' বলতে এখানে রুদ্রের, মহাদেবের তেজের কথাই বলা হয়েছে।

তৃতীয় সর্গ

১. প্রভাব, মন্ত্রণা এবং অভিযান—এই তিনটি সাধন, তার ফলে রাজার তিন শক্তি অটুট থাকে—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং উৎসাহ শক্তি।

২. তুলনীয় বর্ণনা আবারও পাব ৭.১৯ শ্লোকে, বরবেশের অজের বর্ণনায়।

৩. ধাতুটি লঘ্, অর্থ যাওয়া; 'রলয়োঃ মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্'। 'সুতরাং রঘু-' নামের মধ্যেই রঘুর চরিষ্ণুতা, উদ্যোগ এবং উৎসাহ শক্তির পরিচয় রাখলেন পিতা দিলীপ।

৪. ভাববন্ধনং প্রেম', ৮.৫২ শ্লোকে পাব 'ভাবনিবন্ধনা রতিঃ', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫. এখানে কালিদাস নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই শব্দশাস্ত্রের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করেছেন—'সমুদ্রবৎ ব্যাকরণং মহেশ্বরে' এই প্রাচীন উক্তিকে তিনি সুন্দরভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ব্যাকরণের দুরূহতা বোঝানোর জন্যে একটি উপমানের বিশেষণই যথেষ্ট মনে করেছেন মল্লিনাথ—মকর প্রভৃতি জন্তু অর্থাৎ হাঙর ইত্যাদিরা। মল্লিনাথও যে সুকবি তা বোঝা গেল।

৬. পূর্বে পর্বতেরা পাখায় ভর করে উড়ে বেড়াত। ফলে দেবতাদের আকাশপথে বিচরণ করতে অসুবিধা হত। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তাদের পক্ষচ্ছেদ করেন। সেই থেকে তারা স্থবির।

৭. আলীঢ় ভঙ্গী—ধনুর্ধারীদের পাঁচটি ভঙ্গী—বৈশাখ, মণ্ডল, সমপদ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়। বাঁ-পাটিকে ডানদিকে এনে দাঁড়ানো ভঙ্গীর নাম আলীঢ়।

৮. বর্ষাকালে মেঘে যে সাতরঙের রেখা দেখা যায় তাকে সহজ বাংলায় বলি রামধনু। 'ইন্দ্রধনু' নামটিও প্রচলিত।

৯. ইন্দ্র বাণবর্ষণ করছেন আকাশ থেকে নিচে পৃথিবীতে—রঘুর দিকে। আর রঘু বাণবর্ষণ করছেন পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে আকাশে ইন্দ্রকে আঘাত করতে। তাই ইন্দ্র অধোমুখ এবং রঘু ঊর্ধ্বমুখ।

চতুর্থ সর্গ

১. 'দুদোহ গাং স যজ্ঞায় সস্যায় মঘবা দিবম্'—রঘুর পিতা দিলীপের সম্পর্কেও যেন একই উদাত্ত বীরত্বের বর্ণনা শুনি ১.২৬ শ্লোকে।

২. ইক্ষুচ্ছায়ানিষাদিন্যঃ—এই পাঠে 'ইক্ষুচ্ছায়ে আনিষাদিন্যঃ' এই হবে ব্যাসবাক্য। কারণ ইক্ষূণাং ছায়া=ইক্ষুচ্ছায়ম্; ইক্ষোঃ ছায়া=ইক্ষুচ্ছায়া। একটি ইক্ষুর ছায়া ছায়াই নয়, তাই এই পাঠে 'আনিষাদিন্যঃ' এই পাঠই ধরতে হবে।

৩. আকুমারকথোদ্ঘাতং—এই বাক্যে 'কুমার' শব্দটিকে নিয়ে 'পণ্ডিতেরা বিচার করে লয়ে তারিখ সাল।' এই অংশে 'কুমার' শব্দের মধ্যে দিয়ে কবি রাজা কুমারগুপ্তকে উল্লেখ করেছেন; সুতরাং তিনি তাঁরই সভাকবি ছিলেন, এই অনুমান কেউ কেউ করেছেন। তবে তার চাইতে বেশি প্রসিদ্ধ মত, কালিদাস

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অর্থাৎ কুমারগুপ্তের পিতৃদেবের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। কালিদাসের কালনির্ণয়প্রসঙ্গে এই শ্লোকটিকে সর্বদা আলোচনা করা হয়েছে।

৪. অগস্ত্যের নাম কুম্ভযোনি।

৫. ষড়্‌বিধ সৈন্য—

(১) মৌল—রাজার বংশানুক্রমিক সৈন্য।

(২) ভৃত্য—বেতনভোগী সৈন্য।

(৩) সুহৃৎ—মিত্ররাজার সৈন্য।

(৪) শ্রেণী—যুদ্ধের প্রয়োজনে বিশেষ সংগৃহীত সৈন্য।

(৫) দ্বিষৎ—রাজশত্রুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন সৈন্য।

(৬) আটবিক—আরণ্যক সৈন্য।*

৬. বিষ্ণু যখন সমুদ্রমন্থনের সময় মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ডহিসেবে ধারণ করেছিলেন তখন সমুদ্রতরঙ্গমালা উদ্বেলিত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল।

৭. তুলনীয়ঃ প্রতাপাবনতসামন্তচক্রঃ (কাদম্বরী)

৮. তমালতালীবনরাজিনীলা (বেলা), সর্গ ১৩.১৫

৯. মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রাঢ়দেশকেই সুহ্ম বলেছেন। কিন্তু বৃহৎ সংহিতায় বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী দেশই সুহ্মদেশ।
বেতসবৃত্তি = নতিস্বীকার।

১০. ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী বিশালদেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল।

১১. কপিশা—বর্তমানে উড়িষ্যার অন্তর্গত সুবর্ণরেখার প্রাচীন নাম।

১২. উৎকল—কলিঙ্গদেশের উত্তরভাগের নাম ছিল উত্তর-কলিঙ্গ, ক্রমে তাই উৎকলিঙ্গ তথা 'উৎকল' নামে চিহ্নিত হয়।

১৩. পাণ্ড্য—মাদ্রাজের বর্তমান তিনাভেলি ও মাদুরা—এই দুই জেলার প্রাচীন নাম।

১৪. তাম্রপর্ণী—তিনাভেলি জেলায় এই নদী প্রবাহিত।
তুলনীয়ঃ পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি। —চৈতন্যচরিতামৃত

১৫. কেরল—দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ ও উত্তরে গোয়া পর্যন্ত বিস্তারিত মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর ও কানাড়া প্রদেশ প্রাচীন কেরল নামে পরিচিত ছিল।

১৬. মুরলা—কেরল দেশে প্রবাহিত নদী। মতান্তরে নর্মদা নদীর অপর নাম।

১৭. ত্রিকুট—কেরল দেশের ত্রিশৃঙ্গ পাহাড়ের নামান্তর।

১৮. পারস্য দেশের অধিবাসীদের নাম, ঋগ্‌বেদে পারস্য 'পর্শুঃ' নামে অভিহিত।

১৯. পঞ্চনদের অন্তর্গত শাকল বা শিয়ালকোট জেলার চতুর্দিকের ভুভাগের প্রাচীন নাম হূণ। মিহিরকুল এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

২০. কম্বোজ—বর্তমানে আফগানিস্থানের উত্তরাংশ। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) রাজতরঙ্গিণীতে আফগানিস্থানের পূর্বাংশ কম্বোজ বলে চিহ্নিত।

২১. এই উৎসবসঙ্কেত-নামে দুর্ধর্ষ পার্বত্য দস্যুরা পুরাকাল থেকেই সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অর্জুন একসময়ে এদের পরাজিত করেছিলেন।

'পৌরবং যুধি নির্জিত্য দস্যূন্‌ পর্বতবাসিনঃ।
গণানুৎসবসঙ্কেতান্‌ অজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ॥ সভা। ২৭।১৬

মহাভারতের সময়ে এই ম্লেচ্ছ সম্প্রদায় পুষ্করহ্রদের কাছাকাছি বসবাস করত।

২২. কৈলাস পর্বত একবার রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছিল। রাবণ এক আঘাতে বিশাল কৈলাসকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। বীরশ্রেষ্ঠ রঘু একবার-বিজিত কৈলাসের দিকে আর এগোলেনই না; মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর নাই বা দিলেন!

২৩. লৌহিত্য—ব্রহ্মপুত্র-নদের নামান্তর।

২৪. প্রাগ্‌জ্যোতিষ—প্রাচীন কামরূপের নাম।

পঞ্চম সর্গ

১. চতুর্থ সর্গের ৮৬নং শ্লোকের প্রাসঙ্গিক টীকা দ্রষ্টব্য।

২. শ্লোকটি আরম্ভ হয়েছে 'ত' বর্ণ দিয়ে। এটি অভীষ্টসিদ্ধির দ্যোতক।

তকারে হ্যর্থসিদ্ধিশ্চ প্রাপ্যতে বিপুলং ধনম্।
সর্বশ্রেয়ো ভবেত্তস্য সুস্থিতং চোপজায়তে ॥—বৃহস্পতি

৩. কায়িক, বাচিক ও মানসিক।

৪. নদীর তীরে আহৃত শস্যের এক ষষ্ঠাংশে পৃথক করে রাখা হত, রাজপুরুষেরা এসে তা নিয়ে যেতেন রাজকর হিসেবে।

৫. তুলনীয়ঃ তমাংসি তিষ্ঠন্তি হি তাবদংশুমান্‌
যাবদায়াত্যুদয়াদ্রিমৌলিতাম্।—মালতীমাধব
কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ?—শাকুন্তলম্

৬. চন্দ্রের ষোলটি কলা। তার মধ্যে পনেরোটি কলা কৃষ্ণপক্ষে দেবতারা পর্যায়ক্রমে পান করেন। এইভাবে পীত হয়ে একটিমাত্র কলায় অবশিষ্ট চন্দ্র অমাবস্যায় সূর্যে প্রবেশ করে। শুক্লপক্ষে সূর্য চন্দ্রের কলাকে বর্ধিত করে এই হল পৌরাণিক বিশ্বাস।

'কলাঃ ষোড়শ সোমস্য শুক্লে বর্ধয়তে রবিঃ।
অমৃতেনামৃতং কৃষ্ণে পীয়তে দৈবতৈঃ ক্রমাৎ ॥
প্রথমাং পিবতে বহ্নির্দ্বিতীয়াং পবনঃ কলাম্।
বিশ্বদেবাস্তৃতীয়াং তু চতুর্থীং তু প্রজাপতিঃ ॥
পঞ্চমীং বরুণশ্চাপি ষষ্ঠীং পিবতি বাসবঃ।
সপ্তমীমৃষয়ো দিব্যা বসবোঽষ্টৌ তথাষ্টমীম্ ॥
নবমীং কৃষ্ণপক্ষস্য পিবতীন্দ্রঃ কলামপি।
দশমীং মরুতশ্চাপি রুদ্রা একাদশীং কলাম্ ॥
দ্বাদশীং তু কলাং বিষ্ণুর্ধনদশ্চ ত্রয়োদশীম্।
চতুর্দশীং পশুপতিঃ কলাং পিবতি নিত্যশঃ ॥
ততঃ পঞ্চদশীং চৈব পিবন্তি পিতরঃ কলাম্।
কলাবিশিষ্টো নিষ্পীতঃ প্রবিষ্টঃ সূর্যমণ্ডলম্ ॥
অমায়াং বিশতে রশ্মাবমাবাশী ততঃ স্মৃতঃ।
—দেবীপুরাণ

৭. ত্রিবিধ পবিত্র অগ্নি—
গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ (অন্বাহার্যপচন)।

৮. রঘু এর আগে কুবেরকে আক্রমণ করেন নি, কারণ কুবের নতমস্তকে রাবণের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। এখন পরের মঙ্গলের জন্যেই কুবেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন তিনি।

৯. 'রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে'।

১০. মূলে আছে ক্রথকৌশিক নামটি। এ নামটি বিদর্ভরাজের ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্রের নাম থেকে।

১১. সপ্তকুলপর্বতের অন্যতম।

'মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ
বিন্ধ্যশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ।'

১২. প্রয়োগমন্ত্র বাণকে বিশেষ কোনো আকার, গুণ বা ধর্ম দান করবে, আর সংহারমন্ত্র ঐ বাণ থেকে ঐ আকার, গুণ বা ধর্ম ফিরিয়ে নেবে।

১৩. ঘুম আসছে না অজের চোখে, কারণ আজকের সংগ্রাম যুদ্ধজয়ের চেয়ে অনেক কঠিন, এক রমণীর মন জয় করতে হবে তাঁকে।

১৪. খণ্ডিতালক্ষণ (বল্লভব্যাখ্যানে)

নিদ্রাকষায়মুকুলীকৃততাম্রনেত্রো
নারীনখব্রণবিশেষবিচিত্রাঙ্গঃ।
যস্যাঃ কুতোঽপি গৃহমেতি পতিঃ প্রভাতে
সা খণ্ডিতেতি কথিতা কবিভিঃ পুরাণৈঃ ॥

১৫. পারসীকা বনায়ুজাঃ ইতি হলায়ুধঃ—মল্লিনাথ।

ষষ্ঠ সর্গ

১. পরার্ধ্য বর্ণ = শ্রেষ্ঠ বর্ণ অর্থাৎ নীল, হলুদ ইত্যাদি রঙ।—মল্লিনাথ

২. কালিদাসের ভাষায় 'শৃঙ্গারচেষ্টা'—টীকাকারেরা রসশাস্ত্র-অনুসারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ইন্দুমতীকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাজাদের এই প্রয়াস। হাতের লীলাকমলকে ঘুরিয়ে কেউ বোঝালেন, 'সুন্দরি, তুমিও আমাকে এমনি ইচ্ছেমতো চালনা কোরো।' কেউ গলার হারটি টেনে নিয়ে বোঝাতে চাইলেন, আমি এমনি করেই তোমার কণ্ঠালিঙ্গন করব। পায়ের নখের আকুঞ্চিত আঁক কেটে কেউ তাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ব্যগ্র হয়ে বাঁ-দিক ফিরে ইন্দুমতীকে দেখার কৌতূহল—হয় তো ইন্দুমতী তার বাঁ-দিক থেকে আসছিলেন—তাঁকে যে তিনি বামাঙ্গশোভিনী করতে চান এ তারই ইঙ্গিত। হাতের কেতকীফুল নখে ছিঁড়ে কেউ বোঝাতে চাইলেন আমি তোমার শরীরে এমনই সোহাগ-চিহ্ন আঁকতে চাই। কায়দা করে মণিমুক্তোর আংটি দেখিয়ে কেউ পাশার দান দিলেন—দেখো আমি কত সহজ! মাথার মুকুট ঠিক থাকলেও তাকে ঠিকমতো বসাবার ভান করে কেউ বোঝাতে চাইলেন, আমি তোমাকে এমনি মাথার মুকুট করে রাখব।—শুধু একটি শব্দ 'শৃঙ্গারচেষ্টা'—এতেই কবি কালিদাস যেন বোঝাতে চেয়েছেন তরুণ কুমারদের এই প্রয়াস কত তরল, অসহিষ্ণু, চঞ্চল ও

অসংযত চিন্তার প্রকাশ—শৃঙ্গারচেষ্টার এই চিত্র যেন আজকের দিনে পথে দেখা কোনো সুন্দরীর প্রতি যুবকদের চপল-চটুল ব্যবহারেরই অনুরূপ! এর জন্যে উল্লিখিত রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যা না থাকলেও এমন কি বলা যায় না যে ইন্দুমতীর প্রভায়, দীপ্তিতে, লাবণ্যে বিমুগ্ধ হয়ে এবং নিজেদের যোগ্যতায় সন্দিহান হয়ে রাজারা এভাবে নিজেদের nervousness-এরই পরিচয় দিয়েছেন! ব্যতিক্রম শুধু অজ।

৩. স্বয়ংবর সভায় বসার ব্যবস্থাটা ছিল এইরকম—দুই সারিতে মঞ্চ, তার উপরে সিংহাসনগুলো পর পর বসানো, রাজারা তাতে বসেছিলেন, মাঝখানে যাওয়ার পথ, রাজাদের আসন পথের দিকে মুখ-করা। ইন্দুমতী এই পথ ধরে একে একে রাজাদের সামনে দিয়ে যাবেন।

৪. প্রধানতঃ বর্তমান বিহারপ্রদেশের অতি প্রাচীন নাম। একসময়ে কাশীতল-বাহিনী গঙ্গার দক্ষিণ দিক দিয়ে মুঙ্গের ও আরও দক্ষিণে সিংভূম পর্যন্ত এই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এখনও এই স্থানসমূহের পার্শ্ববর্তী জেলার অধিবাসীরা পাটনা এবং গয়া জেলাকে 'মগা' বলে।

৫. ইন্দ্র সবসময়ে পৃথিবীতে থাকার ফলে শচীর বিরহদশা, তাই তিনি মনের দুঃখে চুলে ফুল দিয়ে কেশরচনা করেন না।

৬. মানসরাজহংসী—রাজাদের মানসেরও রাজহংসী ইন্দুমতী। কালিদাসের অনুপম ব্যঞ্জনাময় শ্লেষ। "সুনন্দা এক একজনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন···সকলেই রাজা এবং সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তাহলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না"।

—রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র

৭. অঙ্গদেশ—বর্তমান মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলা নিয়ে ছিল প্রাচীন অঙ্গরাজ্য। চম্পা বা চম্পাপুরী এর রাজধানী ছিল। চাঁদ-সদাগরের 'চম্পানগর' এরই পরবর্তী কালের নামান্তর। একসময়ে গঙ্গা এবং সরযূর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঙ্গরাজ্যের পশ্চিমসীমা বিস্তৃত ছিল। রামায়ণের রোমপাদের এবং মহাভারতের কর্ণের সাম্রাজ্য ছিল অঙ্গদেশ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে বিম্বিসার অঙ্গরাজ্যকে মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

৮. সূত্রকার বলতে গজশাস্ত্রবিদ্ পালকপ্রমুখ মহর্ষিগণ।

৯. অবন্তী—উজ্জয়িনীর নামান্তর। মালবদেশের রাজধানী। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। 'গোবিন্দসুত্ত' নামে বৌদ্ধ গ্রন্থ-অনুসারে অবন্তীরাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল 'মাহিষ্মতী'। কিন্তু কথাসরিৎ-সাগরে ১৯শ অধ্যায়ে মালবরাজ্যের প্রাচীন নাম অবন্তী। ৭ম কি ৮ম খ্রীঃ শতক পর্যন্ত অবন্তী রাজ্য 'মালব' নামে পরিচিত ছিল।

১০. বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী সূর্যের পত্নী। সংজ্ঞার অনুরোধে শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা (=ত্বষ্টা) প্রচণ্ডতেজা সূর্যকে চক্রাকার শাণযন্ত্রে বসিয়ে শাণিত করেছিলেন।

১১. প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি।

১২. শিবপুরাণের ১ম খণ্ডের ৩৭ এবং ৩৮ অধ্যায়ে যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, তার অন্যতম মহাকাল। প্রাচীন উজ্জয়িনীনগরীর মধ্যে এই মহাকালের মন্দির অবস্থিত। কালিদাসের 'মেঘদূতে' 'মহাকাল'-এর উল্লেখ আছে। এই মহাকালের নাম অনুসারে উজ্জয়িনীকে 'মহাকাল-বন' বলা হত।

১৩. মহাদেবের মন্দির কাছেই—তাঁর মাথার চন্দ্রকলার জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণপক্ষও সেখানে আলোকিত।

১৪. ৩২ শ্লোকের মালবদেশের দক্ষিণাংশের নাম। নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত, 'মাহিষ্মতী' নগরী এই প্রাচীন অনুপরাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল।

১৫. টীকাকার বল্লভ বলেছেন—একদিন রমণীকুলের সঙ্গে জলকেলি করতে করতে কার্তবীর্যার্জুন একটি শিবলিঙ্গকে আঘাত করেন। রাবণ সেটিকে পূজা করছিলেন। এর ফলে ঘোর যুদ্ধ হল; তাইতে কার্তবীর্যার্জুন রাবণকে বন্দী করেছিলেন।

১৬. শূরসেন—বসুদেব এবং কুন্তীর পিতা 'শূর' এই প্রদেশের রাজা ছিলেন এবং তাঁরই নাম অনুসারে রাজ্যের নাম দেন 'শূরসেন'। মথুরা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। (হরিবংশ ৫৫, ৯১ অধ্যায়; বৃহৎসংহিতা ১৪ অধ্যায়)

১৭. অর্থাৎ এঁর মধ্যে জ্ঞান ও মৌন, শক্তি ও ক্ষমা, ত্যাগ ও গর্বশূন্যতা একই সঙ্গে দেখা যায়, শান্ত তপোবনে যেমন সিংহ ও হরিণশিশু নির্ভয়ে থাকে তেমনি।

১৮. পরাজিত শত্রুরা প্রাসাদ ত্যাগ করে পলায়ন করেছে; যত্নের অভাবে রাজবাড়ি পোড়ো বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

১৯. গোবর্ধন বৃন্দাবনের ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত এক পর্বত। ইন্দ্রের অতিবৃষ্টিতে বিপন্ন ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন—শ্রীকৃষ্ণ এই পর্বতকে এক-আঙুলে উঠিয়ে ছাতার মতো তুলে ধরেন, তারই নিচে সকলে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

২০. কলিঙ্গদেশ—উড়িষ্যার দক্ষিণে এবং দ্রাবিড়দেশের উত্তরে সমুদ্রের উপকণ্ঠবর্তী বিশাল ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত।

২১. উড়িষ্যা থেকে মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী পুরাকালে মহেন্দ্রপর্বত নামে পরিচিত ছিল।

২২. উরগপুর মাদ্রাজের ত্রিচিনাপল্লীর প্রাচীন নাম। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে এখানে পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিল। মল্লিনাথ বলেছেন কান্যকুব্জের তীরবর্তী নাগপুর নামক স্থান; এই নাগপুর মাদ্রাজের 'নাগপট্টম্' হতে পারে। কিন্তু 'পবনদূত গ্রন্থে এই নগরকে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত, এবং 'ভুজঙ্গপুরে'রই নামান্তর বলা হয়েছে।

২৩. পাণ্ড্য—পাণ্ডু দেশাধিপতি রাজবংশ। মাদ্রাজের বর্তমান তিনাভেলি ও মাদুরা—এই দুই জেলার প্রাচীন নাম। এই পাণ্ড্যরাজগণেরই পূর্বপুরুষ 'পুরু' বা 'পোরাস' যিনি আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

২৪. বর্তমান আরাঙ্গাবাদ জেলা সম্পূর্ণ এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী স্থানের প্রাচীন নাম। রামায়ণের দণ্ডকারণ্যেরও অংশবিশেষ। পঞ্চবটী বা বর্তমান

নাসিক জনস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৫. মলয় চন্দনাদ্রি, পশ্চিমঘাট পর্বত। চতুর্থ সর্গের ৪৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬. কালিদাসের চিত্রময় উপমার অনবদ্য নিদর্শন। ইন্দুমতী ঝলমলে দীপ-শিখা, রাজপথ আলো করে এগিয়ে চলেছেন, সামনের রাজারা উৎসাহে, দীপ্ত মুখে আশান্বিত। পিছনে যাঁরা, প্রত্যাখ্যানের অপমানে তাদের মুখ কালো, প্রদীপ এগিয়ে গেলে পিছনে থাকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, সামনেই তার জ্যোতি বিস্ফুরিত।

২৭. উত্তরকোশল—প্রাচীন সমৃদ্ধ রাজ্যের নাম। বর্তমান অযোধ্যাপ্রদেশের উত্তরাংশ। ইক্ষ্বাকুদের রাজ্য ; রাজধানী ছিল অযোধ্যা। কোশলদেশ উত্তরকোশল, দক্ষিণ-কোশল, সাতেক, সেতিকা, বিশাখা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল।

২৮. ইন্দ্র শতক্রতু। ১০০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে দিলীপও ইন্দ্রের সমকক্ষ হয়ে যেতেন।

সপ্তম সর্গ

১. চন্দ্রোদয়ে ফেনিল সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বেলাভূমিকে আলিঙ্গন করতে যেন সে এগিয়ে আসে—অন্তঃপুররক্ষীরা চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণের মতো বিনীত, নম্র ; কুমার অজ উদ্বেল সমুদ্র, চাঁদের কিরণরাশি সেই সমুদ্রকে বেলাভূমি ইন্দুমতীর কাছে নিয়ে এল।

২. অন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি—লোল = সতৃষ্ণ। "লোলশ্চঞ্চলসতৃষ্ণয়োঃ" ইত্যমরঃ। অন্যোন্যলোল, পরস্পরকে দেখার জন্যে সতৃষ্ণ।

৩. প্রমদামিষম্ = কন্যাভোগ। আমিষ = ভোগ্যবস্তু। "আমিষং স্ত্রিয়াং মাংসে তথা স্যাদ্ ভোগ্যবস্তুনি" ইতি কেশবঃ।

৪. বামনপুরাণে আছে—"বৈরোচনিবিরুদ্ধোঽপি প্রহ্লাদঃ প্রাক্তনং স্মরন্। বিষ্ণোস্তু ক্রমমাণস্য পাদাম্ভোজং রুরোধ হ।"

৫. নেত্রক্রমেণ = চাঁদোয়ার মতো। "স্যাজ্জটাংশুকয়োর্নেত্রম্"। নেত্রক্রমেণ অংশুক-পরিপাট্যা অংশুকেনেব—মল্লিনাথ।

৬। নিবর্তিতাশ্বাঃ মল্লিনাথের পাঠ। পাঠান্তর নির্বর্তিতাশ্বান্। 'নির্বর্তিতাশ্বান্' অর্থ নিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। মল্লিনাথের পাঠ অনুসারে অর্থ হবে—রথারোহীরা সারথিদের তিরস্কার করে, রথ ফিরিয়ে এনে পতাকা চিনে চিনে........।

৭. যুদ্ধের নিয়ম এইরকম। "নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্,'।

৮. ফল = পানশেষে খাদ্য।

৯. ৪৯ এবং ৫০ শ্লোকে যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস রূপ সার্থকভাবে বর্ণিত। প্রথমটিতে উপমা, দ্বিতীয়টিতে স্বভাবোক্তি।

১০. ৫১, ৫২, ৫৩ শ্লোকে যুদ্ধের বীররস বা বীভৎসরস কোনোটিই প্রকাশিত না হয়ে অদ্ভুতরসের প্রকাশ ঘটেছে। যুদ্ধের তীব্রতার চেয়ে কৌতুকই যেন কবি আঁকতে চেয়েছেন।

১১. এত তাড়াতাড়ি তিনি বাণনিক্ষেপ করছেন যে বার বার ধনুকের গুণটানা চোখে

ঠাহর করা সম্ভব হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তাঁর হাতটি একভাবেই আছে আর অবিরাম তীরবর্ষণ করে চলেছে।

১২. ভল্ল—বাঁকা-চাঁদের গড়নের লোহার তৈরি তীর। তীরের মাথাটি বাঁকা ধারালো লোহার ফলাযুক্ত মনে হয়।

১৩. পঞ্চমসর্গ ৫০-৫৭ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

অষ্টম সর্গ

১. বিবাহকৌতুকং—বিয়ের মঙ্গলসূত্র। "কৌতুকং মঙ্গলে হর্ষে হস্তসূত্রে কুতুহলে" ইতি শাশ্বতঃ।

২. শুভংযু=শুভযুক্ত, কল্যাণময়। "শুভংযুস্তু শুভান্বিতঃ', অমরকোষ।

৩. সদয়ভাবে। সদয়ম্—মল্লিনাথ অর্থ করেছেম সকৃপং। কৃপার চেয়ে, বধূকে ভোগ এবং রাজ্যভোগ কোনোটিতেই তাঁর উগ্রতা ছিল না, ভোগ করেছেন কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে। এই অর্থ বেশি সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে এই বিশেষণটিও অজের চরিত্রবিষয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৪. মল্লিনাথের পাঠ আত্মবিত্তয়া ; পাঠান্তর আত্মবত্তয়া—তাৎপর্যগতভাবে অর্থ প্রায় একই।

৫. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস—মানুষের এই চারটি আশ্রম। 'শেষ' বলতে সন্ন্যাস আশ্রম।

৬. বৃদ্ধ পিতা যেমন পুত্রবধূর সেবা গ্রহণ করেন। রাজা অজ পিতার সেবার উপকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন রাজকোষ থেকে। রাজলক্ষ্মীও তো রাজবধূ, তাঁর পুত্রবধূই হল।

৭. প্রভুশক্তি বলতে কোশ, দণ্ড এবং সেনাবল। মিতাক্ষরা।

৮. পার্ষ্ণিগ্রাহ প্রভৃতি শত্রুরাজাদের। রাজার ঠিক পার্শ্ববর্তী দেশ শত্রুদেশ, তার পরেরটি মিত্রদেশ। এইভাবে একটি বাদ দিয়ে দিয়ে চারদিকে রাজার শত্রু এবং মিত্ররাজার রাজ্য। শত্রুরাজাদের বশে আনলেন।

৯. প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচটি বায়ু।

১০. তুলনীয়, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন'—ভগবদ্গীতা।

১১. সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সংশ্রয়—রাজনীতিতে রাজার বৈদেশিক নীতির এই ছয়টি নীতি বা ষড়্গুণ।

১২. সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

১৩. সন্ন্যাসীর শরীর আগুনে না পুড়িয়ে মাটিতে প্রোথিত করা হয়। "সর্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্য চ। ন তস্য দহনং কার্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥"

১৪. জন্মমাত্রে মানুষ ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হয়—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। দেবঋণ শোধ হয় যাগযজ্ঞে দেবতাকে আহুতি দিয়ে, ঋষিঋণ শোধ হয় বেদপাঠে এবং পিতৃঋণ শোধ হয় পুত্রজন্মের মধ্যে দিয়ে।

১৫. পরিধি=পরিবেশ।

১৬. গোকর্ণ। উত্তর কানাড়া প্রদেশে কারোয়ার জেলার একটি নগর। বর্তমানে এর নাম গোণ্ডিয়া। বর্তমান গোয়াশহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। কারোয়ার ও

কামতা জেলার মাঝখানে এই গোকর্ণ নগর অবস্থিত; এটি অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান;

১৭. 'উদয়াবৃত্তিপথেন' পাঠে অর্থ আকাশপথে। 'উদগা-বৃত্তিপথেন' পাঠে অর্থ হবে সূর্যের দক্ষিণায়ণের পথে। মল্লিনাথ দ্বিতীয় পাঠটিকেই গ্রহণ করেছেন।

১৮. ভাবনিবন্ধনা রতিঃ—অকৃত্রিম প্রেম। মল্লিনাথ অর্থ করেছেন স্বভাবাশ্রয়া ন বাহ্যকরণাশ্রয়া রতিঃ। সহজ—সত্যিকারের ভালোবাসা।

১৯. তুলনীয় কুমারসম্ভবের হিমালয়বর্ণনায় 'অতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ'।

২০. চন্দ্র এবং চক্রবাক।

২১. প্রিয়মিলনের সাক্ষী কেউ নেই, মেখলাটি ছাড়া।

২২. প্রকৃতি উপমেয় মানুষ উপমান। কালিদাসের প্রকৃতিবর্ণনার অভিনব চমৎকৃতি এখানে। তুলনীয়, মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার প্রাসাদবর্ণনা।

২৩. ফলিনী=প্রিয়ঙ্গু। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ সহকার ও নবমালিকার মিলন পেয়েছি; এখানে সহকার ও প্রিয়ঙ্গুলতার মিলন।

২৪. কণ্ঠস্বর কিন্নরদের মতো, আকৃতি নয়।

২৫. সৃতশাখারসবাষ্পদূর্দিনান্—মল্লিনাথের পাঠ।
—দূষিতান্ পাঠান্তর। অর্থ মোটামুটি একই।

২৬. ততঃ চ্যুতম্, ততঃ প্রকৃত্যাঃ। মল্লিনাথের পাঠ।
পথশ্চ্যুতম্ পাঠান্তর। প্রাসঙ্গিক অর্থ প্রায় এক।

২৭. সকল পাদবিক্ষেপ অর্থাৎ তিন পাদবিক্ষেপের তিন লোক—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। ত্রিলোকের ত্রিকালদর্শী তিনি।

২৮. অনুকৃতি=ইন্দুমতীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন কোনো বস্তু, তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়ার মতো কোনো আকৃতি, কণ্ঠস্বর দৃষ্টি ইত্যাদি। প্রতিকৃতি বলতে ইন্দুমতীরই চিত্র।

২৯. প্রসহ্য শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সবলে'। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করে 'তিলে তিলে'।

৩০. মল্লিনাথের পাঠ অধিকচতুরয়া—অর্থ কিন্তু একই রেখেছেন।

নবম সর্গ

১. মহারথ=যিনি একাই দশ হাজার মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন এবং শস্ত্র-বিদ্যা এবং শাস্ত্রবিদ্যা উভয়েই যিনি নিপুণ। 'একো দশ সহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে॥'

২. দুরোদরো দ্যুতকারে পণে দ্যুতে দুরোদরম্। অমরকোষ।

৩. শশিপ্রতিমাভরণং মধু—চাঁদের প্রতিবিম্ব-পড়া সুরা। অর্থাৎ পূর্ণচাঁদের জ্যোৎস্নায় মদিরাপান।

৪. বরূথ=রথগুপ্তি। রথস্থকে আড়াল করার বস্তু।

৫. মল্লিনাথের পাঠে, তৃতীয়চরণে আছে 'অজিতমস্তি নৃপাস্পদমিত্যভূদ্'—সেক্ষেত্রে অর্থ হবে 'এখনও রাজসম্পদ্ অজেয় এই ভেবে……'।

৬. পাঠান্তরে ১৬-২৩ এই আটটি শ্লোক অন্যভাবে সাজানো।

৭. পাঠান্তরে ২৭-৩৩ এই সাতটি শ্লোক অন্যভাবে সাজানো।

৮. ছবিকরং শোভাকরম্। একেবারে বাংলা বাগ্‌ভঙ্গী; প্রসাধনদ্রব্য।

৯. জলতাম্ অবাপ। টীকাকারেরা অর্থ করেছেন জড়তাম্ অবাপ। বাংলায় কিন্তু বুঝতে কোনো অসুবিধেই নেই। আর্দারিণী একেবারে আহ্লাদে গলে জল হয়ে গেল।

১০. বিতান শব্দের অর্থ 'তুচ্ছ' বা 'আবরণ' দুইই হয়। আকাশকে তুচ্ছ করে ধুলো ওড়ালেন অথবা আকাশ ঢেকে ধুলোর ঝড় তুললেন।

দশম সর্গ

১. তুলনীয় বেদান্তসূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২)।

২. বিরোধাভাসে ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব চমৎকার প্রকাশিত। তুলনীয় উপনিষদ্বাক্য—'ন তস্য বেত্তাস্তি, বেদ্যং চ সর্বম্'।

৩. তুলনীয় ঈশোপনিষদ্—'তদ্ অন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ', 'তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্ দূরে তদু অন্তিকে', 'স পর্যগাত্ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরম্ শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্'।

৪, 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'।

৫. রথন্তর, বৃহদ্রথন্তর, বামদেব্য, বৈরূপ্য পাবমান্য, বৈজয় ও চান্দ্রমস—এই সাতটি সাম।

৬. ক্ষার, ইক্ষুরস, সুরা, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ও জল—এই সপ্ত সমুদ্র।

৭. কালী, করালী, ধূমা, লোহিতা, মনোজবা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচি—অগ্নির সাতটি জিহ্বা।

৮. ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—সপ্তলোক।

৯. 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

১০. পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থং চ সম্ভবামি যুগে যুগে ।।—ভগবদ্গীতা।

১১. 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'।

একাদশ সর্গ

১. মূলে আছে 'কৌশিক' অর্থাৎ কুশিকবংশজ। রাজা কুশের পুত্র কুশিক, কুশিকের পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র।

২. প্রকৃতি রাজপ্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে। এ নিছক অলংকার নয়, কবি প্রকৃতিকে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করেন, কল্পনায় নয়, প্রত্যয়ে।

৩. নয়নপঙ্‌ক্তির তোরণ। কল্পনার নয়নে দেখবার মতো বটে।

৪. ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞবিঘ্নরক্ষার জন্যে ক্ষত্রিয়ের বলের উপর নির্ভরশীল কিন্তু ক্ষত্রিয়দের বলের মূলেও যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি, কবির ইঙ্গিত হয়তো সেই দিকেই।

৫. সুকেতু-নামে এক যক্ষের কন্যা অগস্ত্যের শাপে রাক্ষসী হয়েছিল।

৬. বায়ুর কোনো স্ত্রীলিঙ্গ প্রতিশব্দের প্রয়োজনেই বাত্যা শব্দটি ব্যবহার করেছেন কবি, তা না হলে তাড়কারাক্ষসীর সঙ্গে উপমা দেওয়া চলত না।

৭. সাধারণ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবধ্য। কিন্তু পুরুষঘ্নী নারী, অবধ্য নয়। এই রাক্ষসী বহু পুরুষ বধ করেছে, তার কটিদেশের মেখলাই তার প্রমাণ, বহু পুরুষের অন্ত্র দিয়ে তা তৈরি। তাই তাড়কাবধে রামের কোনো অধর্মাচরণ হল না। 'পুরুষঘ্ন্যঃ স্ত্রিয়ো বধ্যাঃ'—কাত্যায়ন।

৮. তাড়কাবধের পর থেকেই রাক্ষসেরা মৃত্যুর বশে এল।
(এতেন তাড়কাবধাৎ প্রভৃতি সর্বে রাক্ষসা মৃত্যুবশমাযযুরিতি ভাবঃ।—বল্লভ

৯. প্রথমজন্মচেষ্টিতানি বলিবন্ধনাদীন্যস্মরন্নপি পূর্বজন্মানুভবসংস্কারাৎ স্বকীয়াশ্রমবিলোকনাদুন্মনা উৎকণ্ঠিতোঽভবৎ।—চারিত্রবর্ধন
[বলিবন্ধনাদি প্রথম জন্মের লীলা মনে না পড়লেও পূর্বজন্ম-অনুভব-জনিত সংস্কারের দরুন স্বীয় আশ্রমদর্শনে উন্মনা অর্থাৎ উৎকণ্ঠিত হলেন]

১০. বিকঙ্কত = কণ্টকতরু বিশেষ, বঁইচগাছ (flacoutia sapida)

১১. স্রুক্ = হাতা।
বিকঙ্কতগাছের কাঠে যজ্ঞীয় স্রুক্ (হাতা) নির্মিত হত বলে একে স্রুখ্দারুও বলা হত।

১২. অহল্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা, গৌতমপত্নী। গৌতমবেশধারী ইন্দ্র এঁর সতীত্বনাশ করলে ইনি গৌতমের শাপে শিলামূর্তি ধারণ করেন এবং রামচরণের স্পর্শে মুক্তি পান।—পদ্মপুরাণ।

১৩. অশ্বিনী-আদি সাতাশটি নক্ষত্রের অন্তর্গত সপ্তম নক্ষত্র। বেদে একবচন ও দ্বিবচনে এবং লৌকিক সাহিত্যে দ্বিবচনে প্রযুক্ত।

১৪. সতীর দেহত্যাগের পর শিব দক্ষের যজ্ঞনাশে উদ্যত হলে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করে পালাতে থাকে।

১৫. যজ্ঞের প্রয়োজনে ভূমি কর্ষণ করতে করতে জনক এঁকে লাঙলের রেখায় (সীতায়) পেয়েছিলেন।

'অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতঃ ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা ॥
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।
বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা ॥—রামায়ণম্

১৬. রজস্বলাঃ স্ত্রিয়ো বিলোকনযোগ্যা ন ভবন্তি।
দিশোঽপি রজস্বলাঃ।—হেমাদ্রি।

১৭. মুমুক্ষোর্ন স্বর্গস্য স্পৃহা। জিতেন্দ্রিয়ত্বান্ন বিষয়াভিলাষরতা বা। —হেমাদ্রি।

দ্বাদশ সর্গ

১. বিবেশ দণ্ডকারণ্যং—দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন ; বিবেশ প্রত্যেকং চ সতাং মনঃ—সব সজ্জনেদের মনে গভীর রেখাপাত করে গেলেন।

২. প্রকৃতয়ঃ = অমাত্যাঃ—মল্লিনাথ

৩. শিশ্যে কিঞ্চিদিব—সকলেই অর্থ করেছেন শিশ্যে = সুপ্ত—ঘুমিয়ে পড়েছেন, একটু ঘুমিয়েছেন—সেই অর্থ থেকে খুব সরে না এসেও আরও সহজ প্রকাশ মনে হয় 'একটু শুয়েছেন'। কিঞ্চিত্ শিশ্যে—কালিদাসের ব্যবহৃত চলিত ভাষার অন্যতম নিদর্শন।

৪. ইষীকা কাশমুচ্যতে—হলায়ুধ।

৫. পাঠান্তর আত্মানং মুমুচে···সেক্ষেত্রে 'ঘুরতে ঘুরতে' অর্থটা থাকবে না। 'একটা চোখ ফেলে নিজেকে মুক্ত করল'—এই অর্থ হবে।

৬. বৈরূপ্যপৌনরুক্ত্যেন যোজয়ামাস—স্পষ্ট করে নাক-কান-কাটার কথা নয়, তার বিরূপ বিকট রূপকে আরও বাড়িয়ে দিলেন। শূর্পণখার নাক-কান-কাটার গল্প তো সবারই জানা। তাই এইটুকুই যথেষ্ট।

৭. জনস্থান—আরাঙ্গাবাদ জেলা এবং কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগের প্রাচীন নাম। জনস্থান দণ্ডকারণ্যেরই অংশবিশেষ। পঞ্চবটী বা নাসিকও এই জনস্থানেরই অন্তর্গত ছিল।

৮. মনে পড়ে দূতবাক্যে দুর্যোধনের উক্তি—সর্বত্র মন্ত্রশালায়াং কেশবা ভবন্তি।

৯. ধনদানুজ = রাবণ। ধনদ = কুবের। ধনদানুজ = কুবেরের ছোটো ভাই। পুলস্ত্যের ছেলে বিশ্রবাঃ, তাঁর দুই ছেলে—কুবের এবং রাবণ। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১ম সর্গ।

১০. জটায়ুর বড়ো ভাই।

১১. পিঙ্গলৈঃ—সুবর্ণবর্ণৈঃ। মল্লিনাথ।

১২. তাঁর তীরে রাক্ষসেরা নিহত হল, ফলে তাদের স্ত্রীরা বিলাপ করছিল।

১৩. রাবণের মাতৃকুল রাক্ষসবংশ।

১৪. দুটি মত্ত হাতি যখন যুদ্ধে মাতে তখন তাদের মধ্যে একটা মাটির বেদী বা ভিত্তির ব্যবধান থাকে, দুজনের বিক্রম সমান হলে কেউই ঐ বেদী অধিকার করতে পারে না। আজ রাম-রাবণের মধ্যে পড়ে বিজয়লক্ষ্মীর সেই দশা, তিনি কাউকেই আশ্রয় করতে পারলেন না।

১৫. দেবতারা রামের মাথায় এবং অসুরেরা রাবণের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

১৬. কূটশাল্মলি এক-রকমের কাঁটাগাছ ; যমের গদাটি ঐরকম কণ্টকময়। 'রোচনঃ কূটশাল্মলিঃ'—অমরকোষ।

ত্রয়োদশ সর্গ

১. শব্দগুণমাকাশম্।

২. ছায়াপথ—আকাশ পরিষ্কার থাকলে অন্ধকার রাতে মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় সাদা মেঘের মতো একটি উজ্জ্বল পথ বেশ প্রশস্ত বৃত্তের মতো আকাশকে উত্তর-দক্ষিণে ঘিরে আছে। একেই আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ বলে।

৩. এক সময়ে ভাবা হত পৃথিবী থেকেই একটা অংশ ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদ হয়েছে। এতে পৃথিবীর বুকে যে গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে তাই ক্রমে সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। এখন অবশ্য এ মত মানা হয় না। পৃথিবী ও চাঁদ সম্ভবতঃ সম-

কালীন সৃষ্টি এখন তাই মনে করা হয়।

৪. কল্পের অবসানে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হলে ব্রহ্মা তাঁর নাভিকমলের উপরে অধিষ্ঠান করে তাঁর স্তব করেন।

৫. অন্যেষু পুরুষেষু বহ্বীনাং সুন্দরীণাং সমকালমধরখণ্ডনং পায়নঞ্চ ন সম্ভবতীত্যনন্যসাধারণত্বম্—চারিত্রবর্ধন।

৬. বায়ু সুহৃৎকৃত্যই করছে বলতে হবে।

৭. অনেন স্বরপথপণ্যারো দর্শিতঃ—মল্লিনাথ।

৮. যে বিরহী তার ভুমিতে পতন ও মৌন-অবলম্বন তো খুবই স্বাভাবিক (যঃ কিল বিরহী সোঽবশ্যং ভুমৌ পততি মৌনীভবতি—চারিত্রবর্ধন।

৯. তুলনীয়ঃ

ক্বাসীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা।
এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ।
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভস্তলং।
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত॥ (রামায়ণ, ৬ষ্ঠ সর্গ)

১০. অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ। (রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

১১. উন্মুখত্বং বিমানঘণ্টিকাশ্রবণাৎ—হেমাদ্রি।
নীলোৎপলদলাভিরামং রামং বিলোক্য জীমূতোঽয়মিতি ভ্রান্তের্ময়ূরাণামুন্মুখত্বমিতি ভাবঃ—চারিত্রবর্ধন।

১২. ব্রহ্মহত্যার শাপে একবার ইন্দ্র যখন সমুদ্রের ভিতর বাস করছিলেন, সেই সময়ে ধার্মিক রাজা নহুষকে ইন্দ্রপদে বরণ করা হয়। ইন্দ্র শচীকে লাভ করতে চান। বৃহস্পতির আদেশে শচী বললেন, নহুষ যদি সপ্তর্ষি-চালিত রথে আরোহণ করে তাঁর কাছে আসেন, তবেই তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন। নহুষ সপ্তর্ষি-চালিত রথে আসবার সময় দৈবক্রমে তাঁর পা অন্যতম বাহক অগস্ত্যের দেহ স্পর্শ করে। অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে 'সর্প হও' এই অভিশাপ দিয়ে সর্গভ্রষ্ট করেন।
তুলনীয়—
'দর্পান্মহর্ষীনৃপ বাহয়িত্বা কামেষ্বতৃপ্তো নহুষঃ পপাত।'

—বুদ্ধচরিতম্, ১১ সর্গ

১৩. গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি।

১৪-১৫. সংযম ও অসংযমের দুটি চিত্র কবি পাশাপাশি স্থাপন করেছে।

১৬. কবি যে সাংখ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ তার সাক্ষ্য।

১৭. যে-ব্রতে শয্যায় অসি স্থাপন করে স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে অবস্থান করেন তার নাম অসিধার-ব্রত।
(শয়নে মধ্যে খড়্গং নিধায় স্ত্রীহংসৌ যত্র ব্রহ্মচর্যেণ স্বপতস্তৎ')।

১৮. 'প্রেমাতিশয়ে এষ বৃদ্ধাচারঃ—হেমাদ্রি। ইত্যনেন প্রেমাধিক্যম্—চারিত্রবর্ধন।

১৯. কালিদাস এখানে ভরতকেই লক্ষ্মণের অগ্রজ হিসেবে দেখাচ্ছেন।

চতুর্দশ সর্গ

১. প্রত্যেকে তাঁর নিজের মাকে প্রথমে প্রণাম করবেন।

২. 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'। তার বৈপরীত্যেই যেন বলা হল 'প্রিয়মপি অমিথ্যা'।
৩. সরোবর বলতে মানসসরোবর-তীর্থ বোঝানো হয়েছে। 'সরসীঃ মানসাদীংশ্চ' —মল্লিনাথ
৪. পুনরুক্তি দোষ। এক কথা দুবার বলা। এখানে দ্বিগুণ অর্থটুকুই ব্যঞ্জনা।
৫. সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারটি রাজনীতির উপায়।
৬. কর্ণীরথ—মেয়েদের জন্যে ছোটো পাল্কিজাতীয় রথ।
৭. তুলনীয় 'উত্তররামচরিতের' প্রথম অঙ্কের চিত্রদর্শনদৃশ্য। সেখানে এই চিত্রশালার পূর্ণ বিবরণটি পাওয়া যায়। কালিদাস ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন।
৮. অভ্রংলিহ=গগনচুম্বী=sky-scrapper. আকাশছোঁয়া প্রাসাদে আরোহণ করলেন অর্থাৎ প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু অংশে আরোহণ করলেন।
৯. সাপ রক্তপানের জন্যে মানুষকে কামড়ায় না, প্রতিশোধ নেওয়াই তার লক্ষ্য। বীরের পক্ষেও শত্রুনিধনই লক্ষ্য অন্য কিছু নয়।
১০. অসিপত্র—'ইক্ষুঃ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ'। —শব্দকল্পদ্রুম।
১০. সীতার অভিমান স্পষ্ট। 'প্রিয়', 'স্বামী', 'আর্যপুত্র' এসব কিছু না বলে সাধারণ প্রজার মতো তিনি রামচন্দ্রকে 'রাজা' বলে উল্লেখ করছেন।
১১. কুররী=পুং কুরর—'চিলজাতীয় পক্ষিবিশেষ। উৎক্রোশ, কুরল, কুল্লোপাখী' (Osprey)।

পঞ্চদশ সর্গ

১. শাপেন হি তপোঽপচীয়তে—বল্লভ।
২. অপবাদো বিশেষবিধিঃ। উপসর্গং সামান্যবিধিমিব। সামান্যশাস্ত্রতো নূনং বিশেষো বলবান্ ভবেৎ'—হেমাদ্রি
উদাহরণ: ইকো যণাচি—এটি সামান্যবিধি। অকঃসবর্ণে দীর্ঘঃ—এটা হল অপবাদ।
৩. ৭নং শ্লোকের পর ৯নং শ্লোকটিতে কবি আবার ব্যাকরণমুখী হয়েছেন। এ কি শুধু মুখ বদলানোর জন্যে। অনেক সমালোচকই এত কাছাকাছি ব্যাকরণাশ্রয়ী দুটি শ্লোকের অবস্থানকে ভালো চোখে দেখেন নি।
৪. এই মুনিরা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, সংখ্যায় ষাট হাজার। নতুন অন্ন পেলে এঁরা পূর্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন। ব্রহ্মার পুত্র ক্রতুর পত্নী ক্রিয়ার গর্ভে তাঁদের জন্ম।
৫. কুম্ভীনসী মধুভার্যা রাবণস্বসা—বল্লভ।
৬. বৃক্ষঃ সৌমিত্রিগাত্রং ন প্রাপ কিন্তু বায়ুবশাত্তদ্বৃক্ষরেণুঃ প্রাপ—দিনকর।
৭. 'প্রপেদে পরমাণুতাং' এই অংশের টীকায় পরমাণুর লক্ষণপ্রসঙ্গে বল্লভ বলেছেন—

> পরমাণুত্বং চোক্তং কণভুজা—'জলান্তরস্থসূর্যাংশৌ
> যৎসূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। ভাগস্তস্য চ ষষ্ঠো যঃ
> পরমাণুঃ স উচ্যতে' ইতি।

৮. এ বিঘ্ন আতিথ্যের আয়োজনে।

৯. কালনেমিদানব দেবাসুরযুদ্ধে জয়ী হলে উপেন্দ্র তাকে বধ করেন। উপেন্দ্র ইন্দ্রের অগ্রজ। বামনাবতারে কশ্যপের পুত্ররূপে এঁর জন্ম।

১০. শূদ্রস্য দ্বিজধর্মাচরণং লোকব্যসনকরম্, শূদ্রস্যোপবাসমাত্রোঽধিকারঃ—বল্লভ।

১১. শাস্তা রামঃ শূদ্রস্য তপস্যনধিকারালোকানাং দুঃখাবহমতএব শীর্ষচ্ছেদমর্হতীতি শীর্ষচ্ছেদ্যং তং জ্ঞাত্বা শস্ত্রং জগ্রাহ—দিনকর।

১২. কালকেয় নামে অসুরেরা বৃত্রাসুর বধের পর দেবতাদের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করে। এরা রাত্রে সমুদ্র থেকে উঠে এসে দেবতাদের উপর অত্যাচার করত। এই অসুরদের অত্যাচারে দেবতারা অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলে অগস্ত্য সমুদ্রকে পান করে ফেলেন। সমুদ্র শোষণের পর অসুরেরা নিরাশ্রয় হয়ে দেবতাদের হাতে ধ্বংস হয়।

১৩. জ্যোতির্লোক ও মর্ত্যলোকের মিলন-ছবিটি লক্ষণীয়।

১৪. বাল্মীকির কাছে কালিদাসের ঋণ অপ্রতিশোধ্য, তাই বাল্মীকির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

১৫. নিরবদ্যশব্দোচ্চরণে সিদ্ধিঃ—বল্লভ।

১৬. 'আতোদ্য' কথাটির মূল অর্থ যাহা আহত হয় (আ—তুদ্ + ণ্যৎ, কর্মবাচ্যে)। শব্দটি চতুর্বিধ বাদ্যও বুঝায়। চতুর্বিধ বাদ্যঃ তত (বীণাদি), আনদ্ধ (মুরজাদি), শুষির (বংশী প্রভৃতি) এবং ঘন (করতালাদি (।

১৭. ত্রেতায়াং ধর্মস্ত্রিপাদিত্যাহুঃ—মল্লিনাথ।

১৮. পাদবিকলো হি শিথিলং তিষ্ঠতীতি ভাবঃ—মল্লিনাথ।

ষোড়শ সর্গ

১. প্রাসাদে নাগরকেরা যখন মৃদঙ্গধ্বনি করতেন তখন তাকে মেঘধ্বনি মনে করে ময়ূরেরা নৃত্য করত।

২. বিষ্ণু বামনাবতারে দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপে স্বর্গ ব্যাপ্ত করেছিলেন। ধুলো উড়ল আকাশ পর্যন্ত, যেন স্বর্গে, বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদে উঠে যাবে।

৩. অনুকূল বাতাস বয়ে এসে যেন তাঁদের অভ্যর্থনা করল, এবং ক্লান্তি দূর করল।

৪. পুরাণশীধু = ইক্ষুরসের মদ্য।

৫. জলে ভিজে কোঁকড়া চুল সরল হয়ে গিয়েছে।

৬. পত্রবেষ্ট = কর্ণভূষণ। "বিশ্লেষিমুক্তাফলপত্রবেষ্টমিতি পাঠেঽপি কর্ণপত্রম্"।
—হেমাদ্রি

৭. সোনার পিচকারি।

সপ্তদশ সর্গ

১. ব্রাহ্মে মুহূর্তে সর্বেষাং বুদ্ধিবৈশদ্যং ভবতীত প্রসিদ্ধিঃ—মল্লিনাথ।

২. আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ইত্যাদি

৩. উপতস্থুঃ = এলেন।
অত্র প্রাপ্তিমাত্রবিবক্ষয়া পরস্মৈপদম্—দিনকর।

৪. ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে যারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত তাদের স্নাতক বলা হত। এই এই স্নাতক শব্দটিই বর্তমানে 'graduate' অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে।

৫-৬. অভিষেকোৎসবে বা রাজার পুত্রলাভাদি উৎসবে এসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

৭. রাজপরিবারের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠযোগাযোগের জন্যে কবির অভিষেকান্ত এবং অভিষেকান্তে রাজপদে অধিষ্ঠানের পর-পর বর্ণনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছে।

৮-৯. অত্র বৃহস্পতিঃ—নিযুক্তঃ কর্মনিষ্পত্তৌ বিজ্ঞপ্তৌ চ যদৃচ্ছয়া ভৃত্যান্ ধনৈর্মানয়ংস্তু নবোঽপ্যক্ষোভ্যতাং ব্রজেৎ। ইতি। 'অক্ষোভ্য' ইতি অত্র সৌমনস্যফলযোজনাদিভি নৃপস্য বৃক্ষসমাধিধর্বন্যত ইত্যনুসন্ধেয়ম্।

১০ মনো মধুকরো মেঘো মানিনী মদনো মরুৎ।
মা মদো মর্কটো মৎস্যো মকারা দশ চঞ্চলাঃ।
ইতি লক্ষ্ম্যা নিসর্গচঞ্চলত্বমুক্তম্—সুমতি [এখানে, মা = লক্ষ্মী]

১১. উক্তং চ—তীক্ষ্নাদুদ্বিজেত লোকো মৃদুঃ সর্বত্র বাধ্যতে এবং বুধ্বা মহারাজ! মাতীক্ষ্নো মা মৃদুর্ভব।—সুমতি

১২. ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বাক্ষর্মেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরীম্" (মনু ৭.৭০)

১৩. উৎপন্নপ্রতিকারাদনুৎপাদনং বরমিতি ভাবঃ।
অত্র কৌটিল্যঃ—
ক্ষীণাঃ প্রকৃতয়ো লোভং লুব্ধা যান্তি বিরাগতাম্।
বিরক্তা যান্ত্যমিত্রং বা ভর্তারং ঘ্নন্তি বা স্বয়ম্।'
তস্মাৎপ্রকৃতীনাং বিরাগকারণানি নোৎপাদয়েদিত্যর্থঃ—মল্লিনাথ

১৪. ···ত্রীন্ ধর্মার্থকামান্ যঃ সেবতে স উত্তমঃ।—হেমাদ্রি
একত্রৈবাসক্তো নাভূদিত্যর্থঃ—মল্লিনাথ

১৫. যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতং চ তদা যায়াদ্রিপুনপি। মনু—৭.১৩১

১৬. ধর্মহেতোস্তথাঽর্থায় ভৃত্যানাং রক্ষণায় চ।
আপদর্থং চ সংরক্ষ্যো কোশো ধর্মবতা সদা॥ —কামন্দক

১৭. নাস্যাচ্ছিদ্রং পরোবিদ্যাদ্বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ। মনু ৭.১০৫

১৮. মূলবলং স্বদেহমিবারক্ষদিত্যর্থঃ—মল্লিনাথ।

১৯. 'যস্য গন্ধং সমাঘ্রায় ন তিষ্ঠতি প্রতিদ্বিপাঃ।
স বৈ গন্ধগজো নাম নৃপতের্বিজয়াবহঃ'॥

২০. গুণাঢ্যস্য সতঃ পুংসঃ স্তুতৌ লজ্জৈব ভূষণম্।' ইতিভাবঃ
—মল্লিনাথ।

২১. মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ।—বিষ্ণুপুরাণ

২২. দুর্বলো বলবৎসেবী বিরুদ্ধাচ্ছঙ্কিতাদিভিঃ।
বর্তেত দণ্ডোপনতো ভর্তর্যেবমবস্থিতঃ॥ ইতি কৌটিল্যঃ—মল্লিনাথ।

অষ্টাদশ সর্গ

১. সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারটি উপায়।
২. গরুড়ধ্বজ = বিষ্ণু
৩. শিবরাত্রির সলতে !
৪. এ তিলক তাঁর রাজটীকা, জয়শ্রীর সূচক ; শত্রুরমণীদের মুখ তিলকশূন্য হয়ে ম্লান অর্থাৎ তিনি শত্রুকুলকে নির্মূল করেছিলেন।
৫. অক্ষরভূমিকা = শ্লেট। অর্থাৎ হাতে খড়ি হতে না হতেই রাজনীতি ও দণ্ডনীতি আয়ত্ত করেছিলেন।
৬. তিন বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম।
৭. তিন বিদ্যা—ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি। মল্লিনাথ। ত্রয়ী = বেদবিদ্যা, বার্তা = কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। দণ্ডনীতি = রাজ্যশাসনপ্রণালী।

ঊনবিংশ সর্গ

১. প্রসাধয়িতুং নিষ্কণ্টকাং কর্তুম্—মল্লিনাথ।
২. অভিকঃ কামুকঃ—মল্লিনাথ।
৩. প্রজারা তাঁর মুখ দেখার সৌভাগ্য পেত না, বাতায়নপথে তাঁর চরণটিকে প্রণাম করেই তাদের খুশি থাকতে হত। পণ্ডিতপ্রবর ভিণ্টারনিৎস্ তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে (Vol III Part 1) বলেছেন অগ্নিবর্ণ একটি হাত বাড়িয়ে দিতেন। এটি আশ্চর্য ! কারণ, আমরা 'চরণেন কল্পিতম্' অংশের কোনো পাঠান্তর পাই নি।
৪. রমণীর মুখোচ্ছিষ্ট মদবারিসিঞ্চনে বকুলগাছে ফুল ফোটে এই রকম লোকপ্রসিদ্ধি আছে। অগ্নিবর্ণও ঐ রকম অভিলাষ করে তাঁদের মুখের মধু পান করতেন।
৫. অর্থাৎ তাদের মুখচুম্বন করতেন।
৬. এখানে যথাক্রমে ব্যানত, করিপদ, হরিবিক্রম এবং ধৈনুক-সংজ্ঞক চতুর্বিধ বিহার-প্রকার সূচিত হয়েছে।
৭. রোহিণ্যামেব রমমাণায় চন্দ্রায় ক্ষয়রোগী ভবেতি দক্ষঃ শাপং দদৌ ইত্যাগমঃ—হেমাদ্রি।
সুতাপরিত্যাগাদ্ দক্ষঃ শশিনং ক্ষয়ী ভবেতি শশাপ ইতি প্রসিদ্ধম্—চারিত্র-বর্ধন।

রঘুবংশম্

প্রথমঃ সর্গঃ

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২ ॥

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩ ॥

অথবা কৃত-বাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাফলোদয়কর্মণাম্।
আসমুদ্র-ক্ষিতীশানা-মানাক-রথ-বর্ত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭ ॥

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮ ॥

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ ॥ ৯ ॥

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০ ॥

বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥ ১১ ॥

তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥ ১২ ॥

ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বতেজোঽভিভাবিনা ।
স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনা ॥ ১৪ ॥

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্ ।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৬ ॥

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনোর্বর্ত্মনঃ পরম্ ।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ ॥১৭ ॥

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥ ১৮ ॥

সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্ ।
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্বী ধনুষি চাততা ॥ ১৯ ॥

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব ॥ ২০ ॥

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব ॥ ২২ ॥

অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ ।
তস্য ধর্মরতেরাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা ॥ ২৩ ॥

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি ।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥

স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে ।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম এব মনীষিণঃ ॥ ২৫ ॥

দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্ ।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ন কিলানুযযুস্তস্য রাজানো রক্ষিতুর্যশঃ ।
ব্যাবৃত্তা যৎ পরস্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা ॥ ২৭ ॥

দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্তস্য যথৌষধম্ ।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥ ২৮ ॥

তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা ।
তথাহি সর্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥ ২৯ ॥

স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্ ।
অনন্যশাসনামুর্বীং শশাসৈকপুরীমিব ॥ ৩০ ॥

তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা ।
পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীদধ্বরস্যেব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥

কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যাপি ।
তয়া মেনে মনস্বিন্যা লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ ॥ ৩২ ॥

তস্যামাত্মানুরূপায়ামাত্মজন্মসমুৎসুকঃ ।
বিলম্বিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ ॥ ৩৩ ॥

সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভুজাদবতারিতা ।
তেন ধূর্জগতো গুর্বী সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ৩৪ ॥

অথাভ্যর্চ্য বিধাতারং প্রযতৌ পুত্রকাম্যয়া ।
তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমম্ ॥ ৩৫ ॥

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥ ৩৬ ॥

মা ভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃসরৌ ।
অনুভাববিশেষাৎ তু সেনাপরিবৃতাবিব ॥ ৩৭ ॥

সেব্যমানৌ সুখস্পর্শৈঃ শালনির্যাসগন্ধিভিঃ ।
পুষ্পরেণূৎকিরৈর্বাতৈরাধূতবনরাজিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

মনোভিরামাঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ ।
ষড়্জসংবাদিনাঃ কেকা দ্বিধা-ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ ॥ ৩৯ ।

পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যমদূরোজ্ঝিতবর্ত্মসু ।
মৃগদ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু ॥ ৪০ ॥

শ্রেণীবন্ধাদ্বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজম্ ।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥

পবনস্যানুকূলত্বাৎ প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ।
রজোভিস্তুরগোৎকীর্ণৈরস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥

সরসীষবরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্।
আমোদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিঃশ্বাসানুকারিণম্ ॥ ৪৩ ॥

গ্রামেষবাত্মবিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু যজ্বনাম্।
অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্নন্তাবর্ঘ্যানুপদমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥

হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্ ॥ ৪৫ ॥

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ।
হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥ ৪৬ ॥

তত্তদ্ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ ॥ ৪৭ ॥

স দুষ্প্রাপযশাঃ প্রাপদাশ্রমং শ্রান্তবাহনঃ।
সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষের্মহিষীসখঃ ॥ ৪৮ ॥

বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎকুশফলাহরৈঃ।
পূর্যমাণমদৃশ্যাগ্নিপ্রত্যুদ্যাতৈস্তপস্বিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

আকীর্ণমৃষিপত্নীনামুটজদ্বাররোধিভিঃ।
অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈর্মৃগৈঃ ॥ ৫০ ॥

সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালম্বুপায়িনাম্ ॥ ৫১ ॥

আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু নিষাদিভিঃ।
মৃগৈর্বর্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু ॥ ৫২ ॥

অভ্যুত্থিতাগ্নি-পিশুনৈরতিথীনাশ্রমোন্মুখান্।
পুনানং পবনোদ্ধূতৈর্ধূমৈরাহুতিগন্ধিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

অথ যন্তারমাদিশ্য ধুর্যান্ বিশ্রাময়েতি সঃ।
তামবারোহয়ৎ পত্নীং রথাদবততার চ ॥ ৫৪ ॥

তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ।
অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে ॥ ৫৫ ॥

বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্ ।
অন্বাসিতমরুন্ধত্যা স্বাহয়েব হবির্ভুজম্ ॥ ৫৬ ॥

তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী ।
তৌ গুরুর্গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ ॥

তমাতিথ্য-ক্রিয়া-শান্ত-রথক্ষোভ-পরিশ্রমম্ ।
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রম-মুনিং মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥

অথাথর্বনিধেস্তস্য বিজিতারি-পুরঃ পুরঃ ।
অর্থ্যামর্থপতির্বাচমাদদে বদতাং বরঃ ॥ ৫৯ ॥

উপপন্নং ননু শিবং সপ্তস্বঙ্গেষু যস্য মে ।
দৈবীনাং মানুষীণাং চ প্রতিহর্তা ত্বমাপদাম্ ॥ ৬০ ॥

তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ ।
প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব মে দৃষ্ট-লক্ষ্য-ভিদঃ শরাঃ ॥ ৬১ ॥

হবিরাবর্জিতং হোতঃ! ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু ।
বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্ ॥ ৬২ ॥

পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ ।
যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্ত্বদ্‌ব্রহ্মবর্চসম্ ॥ ৬৩ ॥

ত্বয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা ।
সানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ সম্পদো মে নিরাপদঃ ॥ ৬৪ ॥

কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যামদৃষ্টসদৃশপ্রজম্ ।
ন মামবতি সদ্বীপা রত্নসূরপি মেদিনী ॥ ৬৫ ॥

নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ ।
ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধা সংগ্রহতৎপরাঃ ॥ ৬৬ ॥

মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জিতং ময়া ।
পয়ঃ পূর্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে ॥ ৬৭ ॥

সোঽহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥ ৬৮ ॥

লোকান্তরসুখং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবম্ ।
সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্মণে ॥ ৬৯ ॥

তয়া হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ ন দূয়সে।
সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্ বন্ধ্যমাশ্রমবৃক্ষকম্ ॥ ৭০ ॥

অসহ্যপীড়ং ভগবন্ ঋণমন্ত্যমবেহি মে।
অরুন্তুদমিবালানমনির্বাণস্য দন্তিনঃ ॥ ৭১ ॥

তস্মান্মুচ্যে যথা তাত! সংবিধাতুং তথার্হসি।
ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।
ক্ষণমাত্রমৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ ॥ ৭৩ ॥

সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্।
ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্তুরথৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

পুরা শক্রমুপস্থায় তবোর্বীং প্রতি যাস্যতঃ।
আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ পথি ॥ ৭৫ ॥

ধর্মলোপভয়াদ্ রাজ্ঞীমৃতুস্নাতামিমাং স্মরন্।
প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৬ ॥

অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা ॥ ৭৭ ॥

স শাপো ন ত্বয়া রাজন্ ন চ সারথিনা শ্রুতঃ।
নদত্যাকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতস্যুদ্দামদিগ্‌গজে ॥ ৭৮ ॥

ঈপ্সিতং তদবজ্ঞানাদ্ বিদ্ধি সার্গলমাত্মনঃ।
প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৯ ॥

হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।
ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥

সুতাং তদীয়াং সুরভেঃ কৃত্বা প্রতিনিধিং শুচিঃ।
আরাধয় সপত্নীকঃ প্রীতা কামদুঘা হি সা ॥ ৮১ ॥

ইতি বাদিন এবাস্য হোতুরাহুতিসাধনম্।
অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাববৃতে বনাৎ ॥ ৮২ ॥

ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।
বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্ ॥ ৮৩ ॥

ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোধ্নী মেধ্যেনাবভৃথাদপি।
প্রস্নবেনাভিবর্ষন্তী বৎসালোকপ্রবর্তিনা ॥ ৮৪ ॥

রজঃকণৈঃ খুরোদ্ধূতৈঃ স্পৃশদ্ভির্গাত্রমন্তিকাৎ।
তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিমাদধানা মহীক্ষিতঃ ॥ ৮৫ ॥

তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্টবা নিমিত্তজ্ঞস্তপোনিধিঃ।
যাজ্যমাশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥

অদূরবর্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াত্মনঃ।
উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্তিত এব যৎ ॥ ৮৭ ॥

বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বদাত্মানুগমনেন গাম্।
বিদ্যামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥ ৮৮ ॥

প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ।
নিষণ্ণায়াং নিষীদাস্যাং পীতাম্ভসি পিবেরপঃ ॥ ৮৯ ॥

বধূর্ভক্তিমতী চৈনামর্চিতামাতপোবনাৎ।
প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্‌ব্রজেদপি ॥ ৯০ ॥

ইত্যাপ্রসাদাদস্যাস্ত্বং পরিচর্যাপরো ভব।
অবিঘ্নমস্তু তে স্থেয়াঃ পিতেব ধুরি পুত্রিণাম্ ॥ ৯১ ॥

তথেতি প্রতিজগ্রাহ প্রীতিমান্ স পরিগ্রহঃ।
আদেশং দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ ॥ ৯২ ॥

অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্।
সূনুঃ সূনৃতবাক্ স্রষ্টুর্বিসসর্জোর্জিতশ্রিয়ম্ ॥ ৯৩ ॥

সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ।
কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বন্যামেবাস্য সংবিধাম্ ॥ ৯৪ ॥

নির্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ।
তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

॥ কালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে বশিষ্ঠাশ্রমগমনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়াপ্রতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাম্।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ ॥ ১ ॥

তস্যাঃ খুরন্যাসপবিত্রপাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়া ।
মার্গং মনুষ্যেশ্বরধর্মপত্নী শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

নিবর্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ ।
পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং জুগোপ গোরূপধরামিবোর্বীম্ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ ।
ন চান্যতস্তস্য শরীররক্ষা স্ববীর্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

আস্বাদবদ্ভিঃ কবলৈস্তৃণানাং কণ্ডূয়নৈর্দংশনিবারণৈশ্চ ।
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোঽভূৎ ॥ ৫ ॥

স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

সন্যস্তচিহ্নামপি রাজলক্ষ্মীং তেজোবিশেষানুমিতাং দধানঃ ।
আসীদনাবিষ্কৃতদানরাজিরন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

লতাপ্রতানোদ্গ্রথিতৈঃ স কেশৈরধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্ ।
রক্ষাপদেশান্ মুনিহোমধেনোর্বন্যান্ বিনেষ্যন্নিব দুষ্ট-সত্ত্বান্ ॥ ৮ ॥

বিসৃষ্টপার্শ্বানুচরস্য তস্য পার্শ্বদ্রুমাঃ পাশভৃতা সমস্য ।
উদীরয়ামাসুরিবোন্মাদানামালোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ ॥ ৯ ॥

মরুৎপ্রযুক্তাশ্চ মরুৎসখাভং তমর্চ্যমারাদভিবর্তমানম্ ।
অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈরাচারলাজৈরিব পৌরকন্যাঃ ॥ ১০ ॥

ধনুর্ভৃতোঽপ্যস্য দয়ার্দ্রভাবমাখ্যাতমন্তঃকরণৈর্বিশঙ্কৈঃ ।
বিলোকয়ন্ত্যো বপুরাপুরক্ষ্ণাং প্রকামবিস্তারফলং হরিণ্যঃ ॥ ১১ ॥

স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্ ।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈরুদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ ॥ ১২ ॥

পৃক্তস্তুষারৈর্গিরিনির্ঝরাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী ।
তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং পবনঃ সিষেবে ॥ ১৩ ॥

শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিরাসীদ্ বিশেষা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ ।
ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে ॥ ১৪ ॥

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্ ।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ ॥ ১৫ ॥

তাং দেবতাপিত্রতিথিক্রিয়ার্থামন্বগ্‌যযৌ মধ্যমলোকপালঃ ।
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্ বিধিনোপপন্না ॥ ১৬ ॥

স পল্বলোত্তীর্ণবরাহযূথান্যাবসবৃক্ষোন্মুখবর্হিণানি ।
যযৌ মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলানি শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্ ॥ ১৭ ॥

আপীনভারোদ্বহনপ্রযত্নাদ্ গৃষ্টির্গুরুত্বাদ্ বপুষো নরেন্দ্রঃ ।
উভাবলঞ্চক্রতুরঞ্চিতাভ্যাং তপোবনাবৃত্তিপথং গতাভ্যাম্ ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনং তম্ আবর্তমানং বনিতা বনান্তাৎ ।
পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপঙ্‌ক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন প্রত্যুদ্‌গতা পার্থিবধর্মপত্ন্যা ।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুর্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য পয়স্বিনীং তাং সুদক্ষিণা সাক্ষত-পাত্র হস্তা ।
প্রণম্য চানর্চ বিশালমস্যাঃ শৃঙ্গান্তরং দ্বারমিবার্থসিদ্ধেঃ ॥ ২১ ॥

বৎসোৎসুকাপি স্তিমিতা সপর্যাং প্রত্যগ্রহীৎ সেতি ননন্দতুস্তৌ ।
ভক্ত্যোপপন্নেষু হি তদ্বিধানাং প্রসাদচিহ্নানি পুরঃ-ফলানি ॥ ২২ ॥

গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ সমাপ্য সান্ধ্যং চ বিধিং দিলীপঃ ।
দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধ্রীং ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরিপুর্নিষণ্নাম্ ॥ ২৩ ॥

তামন্তিকন্যস্তবলিপ্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ ।
ক্রমেণ সুপ্তামনুসংবিবেশ সুপ্তোত্থিতাং প্রাতরনূদতিষ্ঠৎ ॥ ২৪ ।

ইত্থং ব্রতং ধারয়তঃ প্রজার্থং সমং মহিষ্যা মহনীয়কীর্তেঃ ।
সপ্ত ব্যতীয়ুস্ত্রিগুণানি তস্য দিনানি দীনোদ্ধরণোচিতস্য ॥ ২৫ ॥

অন্যেদ্যুরাত্মানুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসমানা মুনিহোমধেনুঃ ।
গঙ্গাপ্রপাতান্তবিরূঢ়শষ্পং গৌরীগুরোর্গহ্বরমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥

সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈরিত্যদ্রিশোভাপ্রহিতেক্ষণেন ।
অলক্ষিতাভ্যুৎপতনো নৃপেণ প্রসহ্য সিংহঃ কিল তাং চকর্ষ ॥ ২৭ ॥

তদীয়মাক্রন্দিতমার্তসাধোর্গুহানিবদ্ধপ্রতিশব্দদীর্ঘম্ ।
রশ্মিষ্বিবাদায় নগেন্দ্রসক্তাং নিবর্তয়ামাস নৃপস্য দৃষ্টিম্ ॥ ২৮ ॥

স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাং লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্ ॥ ২৯ ॥

অতো মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্রগামী বধায় বধ্যস্য শরং শরণ্যঃ ।
জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গাদুদ্ধর্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ ॥ ৩০ ॥

বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্তুর্নখপ্রভাভূষিতকঙ্কপত্রে ।
সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৩১ ॥

বাহুপ্রতিষ্টম্ভবিবৃদ্ধমন্যুরভ্যর্ণমাগস্কৃতমস্পৃশদ্ভিঃ ।
রাজা স্বতেজোভিরদহ্যতান্তর্ভোগীব মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্যঃ ॥ ৩২ ॥

তমার্যগৃহ্যং নিগৃহীতধেনুর্মনুষ্যবাচা মনুবংশকেতুম্ ।
বিস্মায়য়ন্ বিস্মিতমাত্মবৃত্তৌ সিংহোরুসত্ত্বং নিজগাদ সিংহঃ ॥ ৩৩ ॥

অলং মহীপাল ! তব শ্রমেণ প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বৃথা স্যাৎ ।
ন পাদপোন্মূলনশক্তি রংহঃ শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য ॥ ৩৪ ॥

কৈলাসগৌরং বৃষমারুরুক্ষোঃ পাদার্পণানুগ্রহপূতপৃষ্ঠম্ ।
অবেহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্তেঃ কুম্ভোদরং নাম নিকুম্ভমিত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং ? পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন ।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥

কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য ।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ ॥ ৩৭ ॥

তদা প্রভৃত্যেব বনদ্বিপানাং ত্রাণার্থমস্মিন্নহমদ্রিকুক্ষৌ ।
ব্যাপারিতঃ শূলভৃতা বিধায় সিংহত্বমঙ্কাগতসত্ত্ববৃত্তি ॥ ৩৮ ॥

তস্যালমেষা ক্ষুধিতস্য তৃপ্ত্যৈ প্রদিষ্টকালা পরমেশ্বরেণ ।
উপস্থিতা শোণিতপারণা মে সুরদ্বিষশ্চান্দ্রমসী সুধেব ॥ ৩৯ ॥

স ত্বং নিবর্তস্ব বিহায় লজ্জাং গুরোর্ভবান্ দর্শিতশিষ্যভক্তিঃ ।
শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষং ন তদ্ যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি ॥ ৪০ ॥

ইতি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য ।
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলীচকার ॥ ৪১ ॥

প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষুপ্রয়োগে তৎপূর্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্নঃ ।
জড়ীকৃতস্ত্র্যম্বকবীক্ষণেন বজ্রং মুমুক্ষন্নিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৪২ ॥

সংরুদ্ধচেষ্টস্য মৃগেন্দ্র ! কামং হাস্যং বচস্তদ্ যদহং বিবক্ষুঃ ।
অন্তর্গতং প্রাণভৃতাং হি বেদ সর্বং ভবান্ ভাবমতোঽভিধাস্যে ॥ ৪৩ ॥

মান্যঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং সর্গস্থিতিপ্রত্যবহারহেতুঃ ।
গুরোরপীদং ধনমাহিতাগ্নের্নশ্যৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

স ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নির্বর্তয়িতুং প্রসীদ ।
দিনাবসানোৎসুকবালবৎসা বিসৃজ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ ॥ ৪৫ ॥

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্বন্ ।
ভূয়ঃ স ভূতেশ্বরপার্শ্ববর্তী কিঞ্চিদ্ বিহস্যার্থপতিং বভাষে ॥ ৪৬ ॥

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ ।
অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥

ভূতানুকম্পা তব চেদিয়ং গৌরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতী ত্বদন্তে ।
জীবন্ পুনঃ শশ্বদুপপ্লবেভ্যঃ প্রজাঃ প্রজানাথ ! পিতেব পাসি ॥ ৪৮ ॥

অথৈকধেনোরপরাধচণ্ডাদ্ গুরোঃ কৃশানুপ্রতিমাদ্ বিভেষি ।
শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবতা বিনেতুং গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোধ্নীঃ ॥ ৪৯ ॥

তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারমূর্জস্বলমাত্মদেহম্ ।
মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ ॥ ৫০ ॥

এতাবদুক্ত্বা বিরতে মৃগেন্দ্রে প্রতিস্বনেনাস্য গুহাগতেন ।
শিলোচ্চয়োঽপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ প্রীত্যা তমেবার্থমভাষতেব ॥ ৫১ ॥

নিশম্য দেবানুচরস্য বাচং মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যুবাচ ।
ধেন্বা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ ॥ ৫২ ॥

ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ ।
রাজ্যেন কিং তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা ॥ ৫৩ ॥

কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষের্বিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্বিনীনাম্ ।
ইমামনূনাং সুরভেরবেহি রুদ্রৌজসা তু প্রহৃতং ত্বয়াস্যাম্ ॥ ৫৪ ॥

সেয়ং স্বদেহার্পণনিষ্ক্রয়েণ ন্যায্যা ময়া মোচয়িতুং ভবত্তঃ ।
ন পারণা স্যাদ্ বিহতা তবৈবং ভবেদলুপ্তশ্চ মুনেঃ ক্রিয়ার্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ভবানপীদং পরবানবৈতি মহান্ হি যত্নস্তব দেবদারৌ ।
স্থাতুং নিযোক্তুর্ন হি শক্যমগ্রে বিনাশ্য রক্ষ্যং স্বয়মক্ষতেন ॥ ৫৬ ॥

কিমপ্যহিংস্যস্তব চেন্মতোঽহং যশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ ।
একান্তবিধ্বংসিষু মদ্বিধানাং পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু ॥ ৫৭ ॥

সম্বন্ধমাভাষণপূর্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।
তদ্ভূতনাথানুগ নার্হসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্ ॥ ৫৮ ॥

তথেতি গামুক্তবতে দিলীপঃ সদ্যঃ প্রতিষ্টম্ভবিমুক্তবাহুঃ।
স ন্যস্তশস্ত্রো হরয়ে স্বদেহমুপানয়ৎ পিণ্ডমিবামিষস্য ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানাং উৎপশ্যতঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্।
অবাঙ্মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্তা ॥ ৬০ ॥

উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যমৃতায়মানং বচো নিশম্যোত্থিত মুত্থিতঃ সন্।
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহম্ ॥ ৬১ ॥

তং বিস্মিতং ধেনুরুবাচ সাধো ! মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোঽসি।
ঋষিপ্রভাবান্ ময়ি নান্তকোঽপি প্রভুঃ প্রহর্তুং কিমুতান্যহিংস্রাঃ ॥ ৬২ ॥

ভক্ত্যা গুরৌ ময্যনুকম্পয়া চ প্রীতাস্মি তে পুত্র ! বরং বৃণীষ্ব।
ন কেবলানাং পয়সাং প্রসূতিমবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাম্ ॥ ৬৩ ॥

ততঃ সমানীয় স মানিতার্থী হস্তৌ স্বহস্তার্জিতবীরশব্দঃ।
বংশস্য কর্তারমনন্তকীর্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে ॥ ৬৪ ॥

সন্তানকামায় তথেতি কামং রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।
দুগ্ধ্বা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং পুত্রোপভুঙ্‌ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ ॥ ৬৫ ॥

বৎসস্য হোমার্থবিধেশ্চ শেষমৃষেরনুজ্ঞামধিগম্য মাতঃ।
ঔধস্যমিচ্ছামি তবোপভোক্তুং ষষ্ঠাংশমুর্ব্যা ইব রক্ষিতায়াঃ ॥ ৬৬ ॥

ইত্থং ক্ষিতীশেন বশিষ্ঠধেনুর্বিজ্ঞাপিতা প্রীততরা বভূব।
তদন্বিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ প্রত্যাযযাবাশ্রমমশ্রমেণ ॥ ৬৭ ॥

তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং গুরুর্নৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য।
প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব ॥ ৬৮ ॥

স নন্দিনীস্তন্যমনিন্দিতাত্মা সদ্বৎসলো বৎসহুতাবশেষম্।
পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ শুভ্রং যশো মূর্তমিবাতিতৃষ্ণঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রাতর্যথোক্তব্রতপারণান্তে প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য।
তৌ দম্পতী স্বাং প্রতি রাজধানীং প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠঃ ॥ ৭০ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য হুতং হুতাশমনন্তরং ভর্তুররুন্ধতীং চ।
ধেনুং সবৎসাং চ নৃপঃ প্রতস্থে সন্মঙ্গলোদগ্রতরপ্রভাবঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রোত্রাভিরামধ্বনিনা রথেন স ধর্মপত্নীসহিতঃ সহিষ্ণুঃ ।
যযাবনুদ্ঘাতসুখেন মার্গং স্বেনৈব পূর্ণেন মনোরথেন ॥ ৭২ ॥

তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন প্রজাঃ প্রজার্থব্রতকর্শিতাঙ্গম্ ।
নেত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভির্নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্ ॥ ৭৩ ॥

পুরন্দরশ্রীঃ পুরমুৎপতাকং প্রবিশ্য পৌরৈরভিনন্দ্যমানঃ ।
ভুজে ভুজঙ্গেন্দ্রসমানসারে ভূয়ঃ স ভূমের্ধুরমাসসঞ্জ ॥ ৭৪ ॥

অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ
সুরসরিদিব তেজো বহ্নিনিষ্ঠ্যূতমৈশম্ ।
নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী
গুরুভিরভিনিবিষ্টং লোকপালানুভাবৈঃ ॥ ৭৫ ॥

॥ ইতি কালিদাস-রচিত রঘুবংশকাব্যে নন্দিনীবরপ্রদানো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথেপ্সিতং ভর্তুরুপস্থিতোদয়ং সখীজনোদ্বীক্ষণকৌমুদীমুখম্ ।
নিদানমিক্ষ্বাকুকুলস্য সন্ততেঃ সুদক্ষিণা দৌর্হৃদলক্ষণং দধৌ ॥ ১ ॥

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা ।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী ॥ ২ ॥

তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো রহস্যুপাঘ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ ।
করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং শুচিব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্ ॥ ৩ ॥

দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষ্যতে ভুবং দিগন্তবিশ্রান্তরথো হি তৎসুতঃ ।
অতোঽভিলাষে প্রথমং তথাবিধে মনো ববন্ধান্যরসান্ বিলঙ্ঘ্য সা ॥ ৪

ন মে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং স্পৃহাবতী বস্তুষু কেষু মাগধী ।
ইতি স্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ প্রিয়াসখীরুত্তরকোশলেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

উপেত্য সা দোহদদুঃখশীলতাং যদেব বব্রে তদপশ্যদাহৃতম্ ।
ন হীষ্টমস্য ত্রিদিবেঽপি ভূপতেরভূদনাসাদ্যমধিজ্যধন্বনঃ ॥ ৬ ॥

ক্রমেণ নিস্তীর্য চ দোহদব্যথাং প্রচীয়মানাবয়বা ররাজ সা ।
পুরাণপত্রাপগমাদনন্তরং লতেব সন্নদ্ধমনোজ্ঞপল্লবা ॥ ৭ ॥

দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্ ।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

নিধানগর্ভামিব সাগরাম্বরাং শমীমিবাভ্যন্তরলীনপাবকাম্ ।
নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীং নৃপঃ সসত্ত্বাং মহিষীমমন্যত ॥ ৯ ॥

প্রিয়ানুরাগস্য মনঃসমুন্নতেভুর্জাজিতানাং চ দিগন্তসম্পদাম্ ।
যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়া ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ ॥ ১০ ॥

সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিতগর্ভগৌরবাৎ প্রযত্নমুক্তাসনয়া গৃহাগতঃ ।
তয়োপচারাঞ্জলিখিন্নহস্তয়া ননন্দ পারিপ্লবনেত্রয়া নৃপঃ ॥ ১১ ॥

কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে ভিষগ্ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্মণি ।
পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব ॥ ১২ ॥

গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্ ।
অসূত পুত্রং সময়ে শচীসমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্ ॥ ১৩ ॥

দিশঃ প্রসেদুর্মরুতো ববুঃ সুখাঃ প্রদক্ষিণার্চির্হবিরগ্নিরাদদে ।
বভুব সর্বং শুভশংসি তৎক্ষণং ভবো হি লোকাভ্যুদয়ায় তাদৃশাম্ ॥ ১৪ ॥

অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা ।
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো বভুবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব ॥ ১৫ ॥

জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্ ।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥ ১৬ ॥

নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্ ।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাৎ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভুব নাত্মনি ॥ ১৭ ॥

স জাতকর্মণ্যখিলে তপস্বিনা তপোবনাদেত্য পুরোধসা কৃতে ।
দিলীপসূনুর্মণিরাকরোদ্ভবঃ প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥

সুখশ্রবা মঙ্গলতূর্যনিস্বনাঃ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্ ।
ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি ॥ ১৯ ॥

ন সংযতস্তস্য বভুব রক্ষিতুর্বিসর্জয়েদ্ যং সুতজন্মহর্ষিতঃ ।
ঋণাভিধানাৎ স্বয়মেব কেবলং তদা পিতৄণাং মুমুচে স বন্ধনাৎ ॥ ২০ ॥

শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্ ॥ ২১ ॥

পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে ।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ ॥ ২২ ॥

উমাবৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা যথা জয়ন্তেন শচীপুরন্দরৌ ।
তথা নৃপঃ সা চ সুতেন মাগধী ননন্দতুস্তৎসদৃশেন তৎসমৌ ॥ ২৩ ॥

রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং বভুব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্ ।
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ পরস্পরস্যোপরি পর্যচীয়ত ॥ ২৪ ॥

উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্ ।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ ॥ ২৫ ॥

তমঙ্কমারোপ্য শরীরযোগজৈঃ সুখৈর্নিষিঞ্চন্তমিবামৃতং ত্বচি ।
উপান্তসংমীলিতলোচনো নৃপশ্চিরাৎ সুতস্পর্শরসজ্ঞতাং যযৌ ॥ ২৬ ॥

অমংস্ত চানেন পরার্ধ্যজন্মনা স্থিতেরভেত্তা স্থিতিমন্তমন্বয়ম্ ।
স্বমূর্তিভেদেন গুণাগ্র্যবর্তিনা পতিঃ প্রজানামিব সর্গমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

স বৃত্তচুলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ ।
লিপের্যথাবদ্‌গ্রহণেন বাঙ্‌ময়ং নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥

অথোপনীতং বিধিবদ্‌বিপশ্চিতো বিনিন্যুরেনং গুরবো গুরুপ্রিয়ম্ ।
অবন্ধ্যযত্নাশ্চ বভুবুরত্র তে ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি ॥ ২৯ ॥

ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈরুদারধীঃ ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ ।
ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ত্বচং স মেধ্যাং পরিধায় রৌরবীমশিক্ষতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ ।
ন কেবলং তদ্‌গুরুরেকপার্থিবঃ ক্ষিতাবভুদেকধনুর্ধরোঽপি সঃ ॥ ৩১ ॥

মহোক্ষতাং বৎসতরঃ স্পৃশন্নিব দ্বিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব ।
রঘুঃ ক্রমাদ্ যৌবনভিন্নশৈশবঃ পুপোষ গাম্ভীর্যমনোহরং বপুঃ ॥ ৩২ ॥

অথাস্য গোদানবিধেরনন্তরং বিবাহদীক্ষাং নিরবর্তয়দ্ গুরুঃ ।
নরেন্দ্রকন্যাস্তমবাপ্য সৎপতিং তমোনুদং দক্ষসুতা ইবাবভুঃ ॥ ৩৩ ॥

যুবা যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ ।
বপুঃপ্রকর্ষাদজয়ৎ গুরুং রঘুস্তথাপি নীচৈর্বিনয়াদদৃশ্যত ॥ ৩৪ ॥

ততঃ প্রজানাং চিরমাত্মনা ধৃতাং নিতান্তগুর্বীং লঘয়িষ্যতা ধুরম্ ।
নিসর্গসংস্কারবিনীত ইত্যসৌ নৃপেণ চক্রে যুবরাজশব্দভাক্ ॥ ৩৫ ॥

নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্ ।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্ ॥ ৩৬ ॥

বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।
বভুব তেনাতিতরাং সুদুঃসহঃ কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ ॥ ৩৭ ॥

নিযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে ধনুর্ধরং রাজসুতৈরনুদ্রুতম্।
অপূর্ণমেকেন শতক্রতূপমঃ শতং ক্রতুনামপবিঘ্নমাপ সঃ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ পরং তেন মখায় যজ্বনা তুরঙ্গমুৎসৃষ্টমনর্গলং পুনঃ।
ধনুর্ভৃতামগ্রত এব রক্ষিণাং জহার শত্রুঃ কিল গূঢ়বিগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষাদলুপ্তপ্রতিপত্তি বিস্মিতং কুমারসৈন্যং সপদি স্থিতং চ তৎ।
বশিষ্ঠধেনুশ্চ যদৃচ্ছয়াগতা শ্রুতপ্রভাবা দদৃশেঽথ নন্দিনী ॥ ৪০ ॥

তদঙ্গনিস্যন্দজলেন লোচনে প্রমৃজ্য পুণ্যেন পুরস্কৃতঃ সতাম্।
অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্নদর্শনো বভুব ভাবেষু দিলীপনন্দনঃ ॥ ৪১ ॥

স পূর্বতঃ পর্বতপক্ষশাতনং দদর্শ দেবং নরদেবসম্ভবঃ।
পুনঃ পুনঃ সূতনিষিদ্ধচাপলং হরন্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতম্ ॥ ৪২ ॥

শতৈস্তমক্ষ্ণামনিমেষবৃত্তিভির্হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।
অবোচদেনং গগনস্পৃশা রঘুঃ স্বরেণ ধীরেণ নিবর্তয়ন্নিব ॥ ৪৩ ॥

মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভিস্ত্বমেব দেবেন্দ্র! সদা নিগদ্যসে।
অজস্রদীক্ষাপ্রয়তস্য মদ্গুরোঃ ক্রিয়াবিঘাতায় কথং প্রবর্তসে? ॥ ৪৪ ॥

ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিষস্ত্বয়া নিয়ম্যা ননু দিব্যচক্ষুষা।
স চেৎ স্বয়ং কর্মসু ধর্মচারিণাং ত্বমন্তরায়ো ভবসি চ্যুতো বিধিঃ ॥ ৪৫ ॥

তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্! মহাক্রতোরমুং তুরঙ্গং প্রতিমোক্তুমর্হসি।
পথঃ শ্রুতের্দর্শয়িতার ঈশ্বরা মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি প্রগল্ভং রঘুণা সমীরিতং বচো নিশম্যাধিপতির্দিবৌকসাম্।
নিবর্তয়ামাস রথং সবিস্ময়ঃ প্রচক্রমে চ প্রতিবক্তুমুত্তরম্ ॥ ৪৭ ॥

যদাত্থ রাজন্যকুমার! তত্তথা যশস্তু রক্ষ্যং পরতো যশোধনৈঃ।
জগৎপ্রকাশং তদশেষমিজ্যয়া ভবদ্গুরুর্লঙ্ঘয়িতুং মমোদ্যতঃ ॥ ৪৮ ॥

হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথা বিদুর্মাং মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষ নঃ ॥ ৪৯ ॥

অতোঽয়মশ্বঃ কপিলানুকারিণা পিতুস্ত্বদীয়স্য ময়াপহারিতঃ।
অলং প্রযত্নেন তবাত্র মা নিধাঃ পদং পদব্যাং সগরস্য সন্ততেঃ ॥ ৫০ ॥

ততঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরং পুনর্বভাষে তুরগস্য রক্ষিতা।
গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে ন খল্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্ ॥ ৫১ ॥

স এবমুক্ত্বা মঘবন্তমুন্মুখঃ করিষ্যমাণঃ সশরং শরাসনম্।
অতিষ্ঠদালীঢ়বিশেষশোভিনা বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়ম্বিতেশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥

রঘোরবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা হৃদি ক্ষতো গোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ।
নবাম্বুদানীকমুহূর্তলাঞ্ছনে ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত সায়কম্ ॥ ৫৩ ॥

দিলীপসূনোঃ স বৃহদ্ভুজান্তরং প্রবিশ্য ভীমাসুরশোণিতোচিতঃ।
পপাবনাস্বাদিতপূর্বমাশুগঃ কুতূহলেনেব মনুষ্যশোণিতম্ ॥ ৫৪ ॥

হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।
ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে স্বনামচিহ্নং নিচখান সায়কম্ ॥ ৫৫ ॥

জহার চান্যেন ময়ূরপত্রিণা শরেণ শক্রস্য মহাশনিধ্বজম্।
চুকোপ তস্মৈ স ভৃশং সুরশ্রিয়ঃ প্রসহ্য কেশব্যপরোপণাদিব ॥ ৫৬ ॥

তয়োরুপান্তস্থিতসিদ্ধসৈনিকং গরুত্মদাশীবিষভীমদর্শনৈঃ।
বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণোরধোমুখৈরূর্ধ্বমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিস্তমাশ্রয়ং দুষ্প্রসহস্য তেজসঃ।
শশাক নির্বাপয়িতুং ন বাসবঃ স্বতশ্চ্যুতং বহ্নিমিবাদ্ভিরম্বুদঃ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীম্।
রঘুঃ শশাঙ্কার্ধমুখেন পত্রিণা শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়ৌজসঃ ॥ ৫৯ ॥

স চাপমুৎসৃজ্য বিবৃদ্ধমৎসরঃ প্রণাশনায় প্রবলস্য বিদ্বিষঃ।
মহীধ্রপক্ষব্যপরোপণোচিতং স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমস্ত্রমাদদে ॥ ৬০ ॥

রঘুর্ভৃশং বক্ষসি তেন তাড়িতঃ পপাত ভূমৌ সহ সৈনিকাশ্রুভিঃ।
নিমেষমাত্রাবধিয়ে তদ্ব্যথাং সহোত্থিতঃ সৈনিকহর্ষনিস্বনৈঃ ॥ ৬১ ॥

তথাপি শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থুষঃ।
তুতোষ বীর্যাতিশয়েন বৃত্রহা পদং হি সর্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে ॥ ৬২ ॥

অশঙ্কমদ্রিষ্বপি সারবত্তয়া ন মে ত্বদন্যেন বিসোঢ়মায়ুধম্।
অবেহি মাং প্রীতমৃতে তুরঙ্গমাৎ কিমিচ্ছসীতি স্ফুটমাহ বাসবঃ ॥ ৬৩ ॥

ততো নিসঙ্গাদসমগ্রমুদ্ধৃতং সুবর্ণপুঙ্খদ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্।
নরেন্দ্রসূনুঃ প্রতিসংহরন্নিষুং প্রিয়ংবদঃ প্রত্যবদৎ সুরেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥

অমোচ্যমশ্বং যদি মন্যসে প্রভো !   ততঃ সমাপ্তে বিধিনৈব কর্মণি।
অজস্রদীক্ষাপ্রযতঃ স মদ্‌গুরুঃ ক্রতোরশেষেণ ফলেন যুজ্যতাম্‌ ॥ ৬৫ ॥

যথা চ বৃত্তান্তমিমং সদোগতস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ।
তবৈব সন্দেশহরাদ্‌ বিশাম্পতিঃ শৃণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাম্‌ ॥ ৬৬ ॥

তথেতি কামং প্রতিশুশ্রুবান্‌ রঘোর্যথাগতং মাতলিসারথির্যযৌ।
নৃপস্য নাতিপ্রমনাঃ সদোগৃহং সুদক্ষিণাসূনুরপি ন্যবর্তত ॥ ৬৭ ॥

তমভ্যনন্দৎ প্রথমং প্রবোধিতঃ প্রজেশ্বরঃ শাসনহারিণা হরেঃ।
পরামৃশন্‌ হর্ষজড়েন পাণিনা তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাঙ্কিতম্‌ ॥ ৬৮ ॥

ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং মহাক্রতূনাং মহনীয়শাসনঃ।
সমারুরুক্ষুর্দিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে ততান সোপানপরম্পরামিব ॥ ৬৯ ॥

অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে
নৃপতিককুদং দত্ত্বা যূনে সিতাতপবারণম্‌।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে
গলিতবয়সামিক্ষ্বাকুণামিদং হি কুলব্রতম্‌ ॥ ৭০ ॥

॥ ইতি কালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে রঘুরাজ্যাভিষেকো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

স রাজ্যং গুরুণা দত্তং প্রতিপদ্যাধিকং বভৌ।
দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ ॥ ১ ॥

দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্‌।
পূর্বং প্রধূমিতো রাজ্ঞাং হৃদয়েঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২ ॥

পুরুহূতধ্বজস্যেব তস্যোন্নয়নপঙ্‌ক্তয়ঃ।
নবাভ্যুত্থানদর্শিন্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলঞ্চারিমণ্ডলম্‌ ॥ ৪ ॥

ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ম্‌।
পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্যদীক্ষিতম্‌ ॥ ৫ ॥

পরিকল্পিতসান্নিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু।
স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভিরুপতস্থে সরস্বতী ॥ ৬ ॥

মনুপ্রভৃতিভির্মান্যৈর্ভুক্তা যদ্যপি রাজভিঃ।
তথাপ্যনন্যপূর্বেব তস্মিন্নাসীদ্ বসুন্ধরা ॥ ৭ ॥

স হি সর্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।
আদদে নাতিশীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ ॥ ৮ ॥

মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ।
ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ ॥ ৯ ॥

নয়বিদ্ভির্নবে রাজ্ঞি সদসচ্চোপদর্শিতম্।
পূর্বঃ এবাভবৎ পক্ষস্তস্মিন্নাভবদুত্তরঃ ॥ ১০ ॥

পঞ্চানামপি ভূতানামুৎকর্ষং পুপুষুর্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্বং নবমিবাভবৎ ॥ ১১ ॥

যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা।
তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ॥ ১২ ॥

কামং কর্ণান্তবিশ্রান্তে বিশালে তস্য লোচনে।
চক্ষুষ্মত্তা তু শাস্ত্রেণ সূক্ষ্মকার্যার্থদর্শিনা ॥ ১৩ ॥

লব্ধপ্রশমনস্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা।
পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা ॥ ১৪ ॥

নিবৃষ্টলঘুভির্মেঘৈর্মুক্তবর্ত্মা সুদুঃসহঃ।
প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্ ব্যানশে দিশঃ ॥১৫ ॥

বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রো ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ।
প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্যায়োদ্যতকার্মুকৌ ॥ ১৬ ॥

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎকাশচামরঃ।
ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

প্রসাদসুমুখে তস্মিংশ্চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে।
তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ ॥ ১৮ ॥

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু।
বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্যস্তা যশসামিব ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥ ২০ ॥

প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ ।
রঘোরভিভবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ ॥ ২১ ॥

মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ ।
লীলাখেলমনুপ্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্ ॥ ২২ ॥

প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ ।
অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ ॥ ২৩ ॥

সরিতঃ কুর্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দমান্ ।
যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমঃ শরৎ ॥ ২৪ ॥

তস্মৈ সম্যগ্ হুতো বহ্নির্বাজিনীরাজনাবিধৌ ।
প্রদক্ষিণার্চির্ব্যাজেন হস্তেনেব জয়ং দদৌ ॥ ২৫ ॥

স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ ।
ষড়্বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্জিগীষয়া ॥ ২৬ ॥

অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ ।
পৃষতৈর্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্ময় ইবাচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥

স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবর্হিষা ।
অহিতাননিলোদ্ধূতৈস্তর্জয়ন্নিব কেতুভিঃ ॥ ২৮ ॥

রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্ ॥ ২৯ ॥

প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্ ।
যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ ॥ ৩০ ॥

মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ ।
বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্ত্বাচ্চকার সঃ ॥ ৩১ ॥

স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্বসাগরগামিনীম্ ।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ ৩২ ॥

ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ ।
তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ ॥ ৩৩ ॥

পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তান্ জনপদান্ জয়ী ।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥

অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬ ॥

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮ ॥

স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্ধ্নি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ।
অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গস্তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ।
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্বতঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিষাং বিষহ্য কাকুৎস্থস্তত্র নারাচদুর্দিনম্।
সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৪১ ॥

তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।
নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ ॥ ৪২ ॥

গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ততো বেলাতটেনৈব ফলবৎপূগমালিনা।
অগস্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্যজয়ো যযৌ ॥ ৪৪ ॥

স সৈন্যপরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥ ৪৫ ॥

বলৈরধ্যুষিতাস্তস্য বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ।
মারীচোদ্‌ভ্রান্তহারীতা মলয়াদ্রেরুপত্যকাঃ ॥ ৪৬ ॥

সসঞ্জুরশ্বক্ষুণ্ণানামেলানামুৎপতিষ্ণবঃ।
তুল্যগন্ধিষু মত্তেভকটেষু ফলরেণবঃ ॥ ৪৭ ॥

ভোগিবেষ্টনমার্গেষু চন্দনানাং সমর্পিতম্।
নাস্রসৎ করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি ॥ ৪৮ ॥

দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥ ৪৯ ॥

তাম্রপর্ণীসমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥

স নির্বিশ্য যথাকামং তটেষ্বালীনচন্দনৌ।
স্তনাবিব দিশস্তস্যাঃ শৈলৌ মলয়দর্দুরৌ ॥ ৫১ ॥

অসহ্যবিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদম্বতা।
নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ স্রস্তাংশুকমলঙ্ঘয়ৎ ॥ ৫২ ॥

তস্যানীকৈর্বিসর্পদ্ভিরপরান্তজয়োদ্যতৈঃ।
রামাস্ত্রোৎসারিতোঽপ্যাসীৎ সহ্যলগ্ন ইবার্ণবঃ ॥ ৫৩ ॥

ভয়োৎসৃষ্টবিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণপ্রতিনিধীকৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ।
তদ্যোধবারবাণানামযত্নপটবাসতাম্ ॥ ৫৫ ॥

অভ্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ।
বর্মভিঃ পবনোদ্ধূতরাজতালীবনধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥

খর্জূরীস্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্গারসুগন্ধিষু।
কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৫৭ ॥

অবকাশং কিলোদম্বান্ রামায়াভ্যর্থিতো দদৌ।
অপরান্তমহীপালব্যাজেন রঘবে করম্ ॥ ৫৮ ॥

মত্তেভরদনোৎকীর্ণব্যক্তবিক্রমলক্ষণম্।
ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়স্তম্ভং চকার সঃ ॥ ৫৯ ॥

পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥ ৬০ ॥

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥

সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥ ৬২ ॥

ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্ ।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥ ৬৩ ॥

অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ ।
প্রণিপাতপ্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥ ৬৪ ॥

বিনয়ন্তে স্ম তদ্‌যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্ ।
আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু ॥ ৬৫ ॥

ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীং ভাস্বানিব রঘুর্দিশম্ ।
শরৈরুস্রৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্ রসানিব ॥ ৬৬ ॥

বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ ।
দুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধাল্লগ্নকুঙ্কুমকেসরান্ ॥ ৬৭ ॥

তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্ ।
কপোলপাটলাদেশি বভুব রঘুচেষ্টিতম্ ॥ ৬৮ ॥

কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্যমনীশ্বরাঃ ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্ধমানতাঃ ॥ ৬৯ ॥

তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠাস্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্ ॥ ৭০ ॥

ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ ।
বর্ধয়ন্নিব তৎকূটানুদ্ধূতৈর্ধাতুরেণুভিঃ ॥ ৭১ ॥

শশংস তুল্যসত্ত্বানাং সৈন্যঘোষেঽপ্যসম্ভ্রমম্ ।
গুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিবৃত্যাবলোকিতম্ ॥ ৭২ ॥

ভূর্জেষু মর্মরীভূতাঃ কীচকধ্বনিহেতবঃ ।
গঙ্গাশীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে ॥ ৭৩ ॥

বিশশ্রমুর্নমেরূণাং ছায়াস্বধ্যাস্য সৈনিকাঃ ।
দৃষদো বাসিতোৎসঙ্গা নিষণ্ণমৃগনাভিভিঃ ॥ ৭৪ ॥

সরলাসক্তমাতঙ্গগ্রৈবেয়স্ফুরিতত্বিষঃ ।
আসন্নোষধয়ো নেতুর্নক্তমস্নেহদীপিকাঃ ॥ ৭৫ ॥

তস্যোৎসৃষ্টনিবাসেষু কণ্ঠরজ্জুক্ষতত্বচঃ ।
গজবর্ষ্ম কিরাতেভ্যঃ শশংসুর্দেবদারবঃ ॥ ৭৬ ॥

তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পর্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ।
নারাচক্ষেপণীয়াশ্ম নিষ্পেষোৎপতিতানলম্ ॥ ৭৭ ॥

শরৈরুৎসবসঙ্কেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্।
জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গাপয়ামাস কিন্নরাৎ ॥ ৭৮ ॥

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়নপাণিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা ॥ ৭৯ ॥

তত্রাক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্যাবরুরোহ সঃ।
পৌলস্ত্যতুলিতস্যাদ্রেরাদধান ইব হ্রিয়ম্ ॥ ৮০ ॥

চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ ॥ ৮১ ॥

ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দিনম্।
রথবর্ত্মরজোঽপ্যস্য কুত এব পতাকিনীম্ ॥ ৮২ ॥

তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ ॥ ৮৩ ॥

কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ চ্ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্তত রথোদ্ধতম্।
রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যেষু মৌলিষু ॥ ৮৫ ॥

স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥ ৮৬ ॥

সত্রান্তে সচিবসখঃ পুরস্ক্রিয়াভি-
র্গুর্বীভিঃ শমিতপরাজয়ব্যলীকান্।
কাকুৎস্থশ্চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্
রাজন্যান্ স্বপুরনিবৃত্তয়েঽনুমেনে ॥ ৮৭ ॥

তে রেখাধ্বজকুলিশাতপত্রচিহ্নং
সম্রাজশ্চরণযুগং প্রসাদলভ্যম্।
প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রু-
র্মৌলিস্রক্চ্যুত-মকরন্দ-রেণুগৌরম্ ॥ ৮৮ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে রঘুদিগ্বিজয়ো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতম্ ।
উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তু-শিষ্যঃ ॥ ১ ॥

স মৃন্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘশীলঃ ।
শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ ॥ ২ ॥

তমর্চয়িত্বা বিধিবদ্ বিধিজ্ঞস্তপোধনং মান-ধনাগ্রযায়ী ।
বিশাম্পতির্বিষ্টরভাজমারাৎ কৃতাঞ্জলিঃ কৃত্যবিদিত্যুবাচ ॥ ৩ ॥

অপ্যগ্রণীর্মন্ত্রকৃতামৃষীণাং কুশাগ্রবুদ্ধে ! কুশলী গুরুস্তে ।
যতস্ত্বয়া জ্ঞানমশেষমাপ্তং লোকেন চৈতন্যমিবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৪ ॥

কায়েন বাচা মনসাপি শশ্বদ্ যৎ সম্ভৃতং বাসব-ধৈর্যলোপি ।
আপাদ্যতে ন ব্যয়মন্তরায়ৈঃ কচ্চিন্মহর্ষেস্ত্রিবিধং তপস্তৎ ॥ ৫ ॥

আধারবন্ধপ্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ সংবর্ধিতানাং সুতনির্বিশেষম্ ।
কচ্চিন্ন বায়্বাদিরুপপ্লবো বঃ শ্রমচ্ছিদামাশ্রমপাদপানাম্ ॥ ৬ ॥

ক্রিয়ানিমিত্তেষ্বপি বৎসলত্বাদভগ্নকামা মুনিভিঃ কুশেষু ।
তদঙ্কশয্যা-চ্যুত-নাভিনালা কচ্চিন্মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ ॥ ৭ ॥

নির্বর্ত্যতে যৈর্নিয়মাভিষেকো যেভ্যো নিবাপাঞ্জলয়ঃ পিতৄণাম্ ।
তান্যুঞ্ছষষ্ঠাঙ্কিতসৈকতানি শিবানি বস্তীর্থজলানি কচ্চিৎ ॥ ৮ ॥

নীবারপাকাদি কড়ঙ্করীয়ৈরামৃশ্যতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ ।
কালোপপন্নাতিথিকল্প্যভাগং বন্যং শরীরস্থিতিসাধনং বঃ ॥ ৯ ॥

অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং সম্যগ্ বিনীয়ানুমতো গৃহায় ।
কালো হ্যয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং সর্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে ॥ ১০ ॥

তবার্হতো নাভিগমেন তৃপ্তং মনো নিয়োগক্রিয়য়োৎসুকং মে ।
অপ্যাজ্ঞয়া শাসিতুরাত্মনা বা প্রাপ্তোঽসি সম্ভাবয়িতুং বনান্মাম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যর্ঘ্যপাত্রানুমিতব্যয়স্য রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য ।
স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্বলাশস্তমিত্যবোচদ্ বরতন্তু-শিষ্যঃ ॥ ১২ ॥

সর্বত্র নো বার্তমবেহি রাজন্ ! নাথে কুতস্ত্বয্যশুভং প্রজানাম্ ।
সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা ? ॥ ১৩ ॥

ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেষু কুলোচিতা তে পূর্বান্ মহাভাগ ! তয়াতিশেষে ।
ব্যতীতকালস্ত্বহমভ্যুপেতস্ত্বামর্থিভাবাদিতি মে বিষাদঃ ॥ ১৪ ॥

শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র ! তিষ্ঠন্নাভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্ধিঃ ।
আরণ্যকোপাত্তফলপ্রসূতিঃ স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্নকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি ।
পর্যায়পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

তদন্যতস্তাবদনন্যকার্যো গুর্বর্থমাহর্তুমহং যতিষ্যে ।
স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি ॥ ১৭ ॥

এতাবদুক্ত্বা প্রতিযাতুকামং শিষ্যং মহর্ষের্নৃপতির্নিষিধ্য ।
কিং বস্তু বিদ্বন্ গুরবে প্রদেয়ং ত্বয়া কিয়দ্বেতি তমন্বযুঙ্ক্ত ॥ ১৮ ॥

ততো যথাবদ্ বিহিতাধ্বরায় তস্মৈ স্ময়াবেশ-বিবর্জিতায় ।
বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে ॥ ১৯ ॥

সমাপ্তবিদ্যেন ময়া মহর্ষির্বিজ্ঞাপিতোঽভূৎ গুরুদক্ষিণায়ৈ ।
স মে চিরায়াস্খলিতোপচারাং তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাৎ ॥ ২০ ॥

নির্বন্ধসঞ্জাতরুষার্থকার্শ্যমচিন্তয়িত্বা গুরুণাহমুক্তঃ ।
বিত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যয়া মে কোটীশ্চতস্রো দশ চাহরেতি ॥ ২১ ॥

সোঽহং সপর্যাবিধিভাজনেন মত্বা ভবন্তং প্রভুশব্দশেষম্ ।
অভ্যুৎসহে সম্প্রতি নোপরোদ্ধুমল্পেতরত্বাচ্ছ্রুতনিষ্ক্রয়স্য ॥ ২২ ॥

ইত্থং দ্বিজেন দ্বিজরাজকান্তিরাবেদিতো বেদবিদাং বরেণ ।
এনোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিরেনং জগাদ ভূয়ো জগদেকনাথঃ ॥ ২৩ ॥

গুর্বর্থমর্থী শ্রুতপারদৃশ্বা রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্ ।
গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে মা ভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ ॥ ২৪ ॥

স ত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যগারে ।
দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢুমর্হন্ ! যাবদ্ যতে সাধয়িতুং ত্বদর্থম্ ॥ ২৫ ॥

তথেতি তস্যাবিতথং প্রতীতঃ প্রত্যগ্রহীৎ সঙ্গরমগ্রজন্মা ।
গামাত্তসারাং রঘুরপ্যবেক্ষ্য নিষ্ক্রষ্টুমর্থং চকমে কুবেরাৎ ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাদুদন্বদাকাশমহীধরেষু ।
মরুৎসখস্যেব বলাহকস্য গতির্বিজঘ্নে ন হি তদ্রথস্য ॥ ২৭ ॥

অথাধিশিশ্যে প্রযতঃ প্রদোষে রথং রঘুঃ কল্পিতশস্ত্রগর্ভম্ ।
সামন্তসম্ভাবনয়ৈব ধীরঃ কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ ॥ ২৮ ॥

প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ সবিস্ময়াঃ কোষগৃহে নিযুক্তাঃ ।
হিরণ্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে বৃষ্টিং শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ ॥ ২৯ ॥

তং ভূপতির্ভাসুরহেমরাশিং লব্ধং কুবেরাদভিযাস্যমানাৎ ।
দিদেশ কৌৎসায় সমস্তমেব পাদং সুমেরোরিব বজ্রভিন্নম্ ॥ ৩০ ॥

জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্যসত্ত্বৌ ।
গুরুপ্রদেয়াধিকনিঃস্পৃহোঽর্থী নৃপোঽর্থিকামাদধিকপ্রদশ্চ ॥ ৩১ ॥

অথোষ্ট্রবামী-শত-বাহিতার্থং প্রজেশ্বরং প্রীতমনা মহর্ষিঃ ।
স্পৃশন্ করেণানতপূর্বকায়ং সংপ্রস্থিতোবাচমুবাচ কৌৎসঃ ॥ ৩২ ॥

কিমত্র চিত্রং যদি কামসূর্ভূর্বৃত্তে স্থিতস্যাধিপতেঃ প্রজানাম্ ।
অচিন্তনীয়স্তু তব প্রভাবো মনীষিতং দ্যৌরপি যেন দুগ্ধা ॥ ৩৩ ॥

আশাস্যমন্যৎ পুনরুক্তভূতং শ্রেয়াংসি সর্বাণ্যধিজগ্মুষস্তে ।
পুত্রং লভস্বাত্মগুণানুরূপং ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব ॥ ৩৪ ॥

ইত্থং প্রযুজ্যাশিষমগ্রজন্মা রাজ্ঞে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশম্ ।
রাজাপি লেভে সুতমাশু তস্মাদালোকমর্কাদিব জীবলোকঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্তে কিল তস্য দেবী কুমারকল্পং সুষুবে কুমারম্ ।
অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না তমাত্মজন্মানমজং চকার ॥ ৩৬ ॥

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্যং তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্ ।
ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ ॥ ৩৭ ॥

উপাত্তবিদ্যং বিধিবৎ গুরুভ্যস্তং যৌবনোদ্ভেদবিশেষকান্তম্ ।
শ্রীঃ সাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাং ধীরেব কন্যা পিতুরাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৩৮ ॥

অথেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং স্বয়ম্বরার্থং স্বসুরিন্দুমত্যাঃ ।
আপ্তঃ কুমারানয়নোৎসুকেন ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥

তং শ্লাঘ্যসম্বন্ধমসৌ বিচিন্ত্য দারক্রিয়াযোগ্যদশং চ পুত্রম্ ।
প্রস্থাপয়ামাস সসৈন্যমেনমৃদ্ধাং বিদর্ভাধিপরাজধানীম্ ॥ ৪০ ॥

তস্যোপকার্যারচিতোপচারা বন্যেতরা জানপদোপদাভিঃ ।
মার্গে নিবাসা মনুজেন্দ্র-সূনোর্বভূবুরুদ্যান-বিহার-কল্পাঃ ॥ ৪১ ॥

স নর্মদারোধসি সীকরার্দ্রৈর্মরুদ্ভিরানর্তিত-নক্তমালে।
নিবেশয়ামাস বিলঙ্ঘিতাধ্বা ক্লান্তং রজো-ধূসর-কেতু সৈন্যম্ ॥ ৪২ ॥

অথোপরিষ্টাৎ ভ্রমরৈর্ভ্রমদ্ভিঃ প্রাক্সূচিতান্তঃসলিল-প্রবেশঃ।
নির্ধৌতদানামলগণ্ডভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ ॥ ৪৩ ॥

নিঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাপি বপ্রক্রিয়ামৃক্ষবতস্তটেষু।
নীলোধর্বরেখাশবলেন শংসন্ দন্ত-দ্বয়েনোশ্মবিকুণ্ঠিতেন ॥ ৪৪ ॥

সংহারবিক্ষেপলঘুক্রিয়েণ হস্তেন তীরাভিমুখঃ সশব্দম্।
বভৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্গান্ বার্যর্গলাভঙ্গ ইব প্রবৃত্তঃ ॥ ৪৫ ॥

শৈলোপমঃ শৈবলমঞ্জরীণাং জালানি কর্ষন্নুরসা স পশ্চাৎ।
পূর্বং তদুৎপীড়িতবারিরাশিঃ সরিৎ-প্রবাহস্তটমুৎসসর্প ॥ ৪৬ ॥

তস্যৈকনাগস্য কপোলভিত্ত্যোর্জলাবগাহক্ষণমাত্র-শান্তা।
বন্যেতরানেকপ-দর্শনেন পুনর্দিদীপে মদ-দুর্দিন-শ্রীঃ ॥ ৪৭ ॥

সপ্তচ্ছদক্ষীর-কটু-প্রবাহমসহ্যমাঘ্রায় মদং তদীয়ম্।
বিলঙ্ঘিতাধোরণতীব্রযত্নাঃ সেনা-গজেন্দ্রা বিমুখা বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥

স চ্ছিন্ন-বন্ধ-দ্রুত-যুগ্য-শূন্যং ভগ্নাক্ষপর্যস্তরথং ক্ষণেন।
রামা-পরিত্রাণ বিহস্তযোধং সেনানিবেশং তুমুলং চকার ॥ ৪৯ ॥

তমাপতন্তং নৃপতেরবধ্যো বন্যঃ করীতি শ্রুতবান কুমারঃ।
নিবর্তয়িষ্যন্ বিশিখেন কুম্ভে জঘান নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ ॥ ৫০ ॥

স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাগরূপমুৎসৃজ্য তদ্বিস্মিত-সৈন্য-দৃষ্টঃ।
স্ফুরৎ-প্রভামণ্ডলমধ্যবর্তি কান্তং বপুর্ব্যোমচরং প্রপেদে ॥ ৫১ ॥

অথ প্রভাবোপনতৈঃ কুমারং কল্পদ্রুমোত্থৈরবকীর্য পুষ্পৈঃ।
উবাচ বাগ্মী দশন-প্রভাভিঃ সংবর্ধিতোরঃস্থল-তার-হারঃ ॥ ৫২ ॥

মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।
অবেহি গন্ধর্বপতেস্তনুজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য ॥ ৫৩ ॥

স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।
উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যদা তে ভেৎস্যত্যজঃ কুম্ভময়োমুখেন।
সংযোক্ষ্যসে স্বেন বপুর্মহিম্না তদেত্যবোচৎ স তপোনিধির্মাম্ ॥ ৫৫

সংমোচিতঃ সত্ত্বতা ত্বয়াহং শাপাচ্চির-প্রার্থিত-দর্শনেন।
প্রতিপ্রিয়ং চেদ্ ভবতো ন কুর্যাং বৃথা হি মে স্যাৎ স্বপদোপলব্ধিঃ ॥৫৬॥

সংমোহনং নাম সখে! মমাস্ত্রং প্রয়োগ-সংহার-বিভক্তমন্ত্রম্।
গান্ধর্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্ন চারিহিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥ ৫৭ ॥

অলং হ্রিয়া মাং প্রতি যন্মুহূর্তং দয়াপরোঽভূঃ প্রহরন্নপি ত্বম্।
তস্মাদুপচ্ছন্দয়তি প্রযোজ্যং ময়ি ত্বয়া ন প্রতিষেধ-রৌক্ষ্যম্ ॥ ৫৮ ॥

তথেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।
উদঙ্মুখঃ সোঽস্ত্রবিদস্ত্রমন্ত্রং জগ্রাহ তস্মান্নিগৃহীতশাপাৎ ॥ ৫৯ ॥

এবং তয়োরধ্বনি দৈবযোগাদাসেদুষোঃ সখ্যমচিন্ত্যহেতু।
একো যযৌ চৈত্ররথ-প্রদেশান্ সৌরাজ্যরম্যানপরো বিদর্ভান্ ॥ ৬০ ॥

তং তস্থিবাংসং নগরোপকণ্ঠে তদাগমারূঢ়গুরুপ্রহর্ষঃ।
প্রত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রশ্চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্মিরিবোর্মিমালী ॥ ৬১ ॥

প্রবেশ্য চৈনং পুরমগ্রযায়ী নীচৈস্তথোপাচরদর্পিত-শ্রীঃ।
মেনে যথা তত্র জনঃ সমেতো বৈদর্ভমাগন্তুমজং গৃহেশম্ ॥ ৬২ ॥

তস্যাধিকারপুরুষৈঃ প্রণতৈঃ প্রদিষ্টাং
প্রাগ্দ্বারবেদিবিনিবেশিতপূর্ণকুম্ভাম্।
রম্যাং রঘুপ্রতিনিধিঃ স নবোপকার্যাং
বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস ॥ ৬৩ ॥

তত্র স্বয়ম্বরসমাহৃতরাজলোকং কন্যাললাম কমনীয়মজস্য লিপ্সোঃ।
ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব ॥ ৬৪ ॥

তং কর্ণভূষণনিপীড়িতপীবরাংসং শয্যোত্তরচ্ছদবিমর্দকৃশাঙ্গরাগম্।
সূতাত্মজাঃ সবয়সঃ প্রথিতপ্রবোধং প্রাবোধয়ন্নুষসি বাগ্ভিরুদারবাচঃ ॥ ৬৫ ॥

রাত্রির্গতা মতিমতাং বর! মুঞ্চ শয্যাং ধাত্রা দ্বিধৈব ননু ধূর্জগতো বিভক্তা।
তামেকতস্তব বিভর্তি গুরুর্বিনিদ্রস্তস্যা ভবানপরধুর্যপদাবলম্বী ॥ ৬৬ ॥

নিদ্রাবশেন ভবতাপ্যনপেক্ষ্যমাণা পর্যুৎসুকত্বমবলা নিশি খণ্ডিতেব।
লক্ষ্মীর্বিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী সোঽপি ত্বদাননরুচিং বিজহাতি চন্দ্রঃ ॥ ৬৭ ॥

তদ্বল্গুনা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ সদ্যঃ পরস্পর-তুলামধিরোহতাং দ্বে।
প্রস্পন্দমান-পরুষেতরতারমন্তশ্চক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরঞ্চ পদ্মম্ ॥ ৬৮ ॥

বৃন্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং সংসৃজ্যতে সরসিজৈররুণাংশুভিন্নৈঃ।
স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাতবায়ুঃ সৌরভ্যমীপ্সুরিব তে মুখমারুতস্য ॥ ৬৯ ॥

তাম্রোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু নির্ধৌত-হার-গুলিকা-বিশদং হিমাম্ভঃ।
আভাতি লব্ধপরভাগতয়াঽধরোষ্ঠে লীলাস্মিতং সদশনার্চিরিব ত্বদীয়ম্ ॥ ৭০ ॥

যাবৎ প্রতাপনিধিরাক্রমতে ন ভানুরহ্নায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম্।
আয়োধনাগ্রসরতাং ত্বয়ি বীর! যাতে কিং বা রিপুংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি ॥ ৭১ ॥

শয্যাং জহত্যুভয়পক্ষ-বিনীত-নিদ্রাঃ স্তম্বেরমা মুখর-শৃঙ্খল-কর্ষিণস্তে।
যেষাং বিভান্তি তরুণারুণরাগযোগাদ্ ভিন্নাদ্রি-গৈরিক-তটা ইব দন্ত-কোশাঃ ॥ ৭২ ॥

দীর্ঘেষ্বমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ! বনায়ু-দেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি লেহ্যানি সৈন্ধবশিলা শকলানি বাহাঃ ॥ ৭৩ ॥

ভবতি-বিরল-ভক্তির্ম্লানপুষ্পোপহারঃ স্বকিরণ-পরিবেষোদ্ভেদ-শূন্যাঃ প্রদীপাঃ।
অয়মপি চ গিরং নস্ত্বৎপ্রবোধপ্রযুক্তামনুবদতি শুকস্তে মঞ্জু-বাক্ পঞ্জরস্থঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি বিরচিতে বাগ্‌ভির্বন্দিপুত্রৈঃ কুমারঃ সপদি বিগতনিদ্রস্তল্পমুজ্‌ঝাঞ্চকার।
মদপটু নির্দিম্ভবোধিতা রাজহংসৈঃ সুরগজ ইব গাঙ্গং সৈকতং সুপ্রতীকঃ ॥ ৭৫ ॥

অথ বিধিমবসায্য শাস্ত্রদৃষ্টং দিবসমুখোচিতমঞ্চিতাক্ষিপক্ষ্মা।
কুশলবিরচিতানুকূলবেষঃ ক্ষিতিপ-সমাজমগাৎ স্বয়ংবরস্থম্ ॥ ৭৬ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে অজস্বয়ংবরাভি-গমনো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

স তত্র মঞ্চেষু মনোজ্ঞবেষান্ সিংহাসনস্থানুপচারবৎসু।
বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যদাকৃষ্টলীলান্ নরলোকপালান্ ॥ ১ ॥

রতেগৃহীতানুনয়েন কামং প্রত্যর্পিতস্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ।
কাকুৎস্থমালোকয়তাং নৃপাণাং মনো বভূবেন্দুমতীনিরাশম্ ॥ ২ ॥

বৈদর্ভনির্দিষ্টমসৌ কুমারঃ ক্লৃপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্।
শিলাবিভঙ্গৈর্মৃগরাজশাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥ ৩ ॥

পরার্ধ্য-বর্ণাস্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্নবদাসনং সঃ।
ভূয়িষ্ঠমাসীদুপমেয়কান্তির্ময়ূরপৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন ॥ ৪ ॥

তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্ বিভক্তঃ পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব ॥ ৫ ॥

তেষাং মহার্হাসনসংস্থিতানামুদারনেপথ্যভৃতাং স মধ্যে।
ররাজ ধাম্না রঘুসূনুরেব কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ ॥ ৬ ॥

নেত্রব্রজাঃ পৌরজনস্য তস্মিন্ বিহায় সর্ব্বান্ নৃপতীন্ নিপেতুঃ।
মদোৎকটে রেচিতপুষ্পবৃক্ষা গন্ধদ্বিপে বন্য ইব দ্বিরেফাঃ ॥ ৭ ॥

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ সোমার্কবংশ্যে নরদেব-লোকে।
সঞ্চারিতে চাগুরুসারযোনৌ ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥ ৮ ॥

পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধত-নৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তাংস্তূর্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৯ ॥

মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর-রাজ-মার্গং পতিংবরা কৢপ্তবিবাহবেষা ॥ ১০ ॥

তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রা দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু ॥ ১১ ॥

তাং প্রত্যভিব্যক্তমনোরথানাং মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদূত্যঃ।
প্রবালশোভা ইব পাদপানাং শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিৎ করাভ্যামুপগূঢ়নালমালোলপত্রাভিহতদ্বিরেফম্।
রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ১৩ ॥

বিস্রস্তমংসাদপরো বিলাসী রত্নানুবিদ্ধাঙ্গদকোটিলগ্নম্।
প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ ॥ ১৪ ॥

আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা ততোঽন্যঃ কিঞ্চিৎ-সমাবর্জিত-নেত্র-শোভঃ।
তির্যগ্ বিসংসর্পিনখপ্রভেণ পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্ ॥ ১৫ ॥

নিবেশ্য বামং ভুজমাসনার্দ্ধে তৎসন্নিবেশাদধিকোন্নতাংসঃ।
কশ্চিৎ বিবৃত্ত-ত্রিক-ভিন্ন-হারঃ সুহৃৎসমাভাষণতৎপরোঽভূৎ ॥ ১৬ ॥

বিলাসিনী-বিভ্রম-দন্ত-পত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ ॥ ১৭ ॥

কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিৎ করেণ রেখাধ্বজ-লাঞ্ছনেন।
রত্নাঙ্গুলীয়প্রভয়ানুবিদ্ধানুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্ ॥ ১৮ ॥

কশ্চিৎ যথাভাগমবস্থিতেঽপি স্ব-সন্নিবেশাদ্ ব্যতিলঙ্ঘিনীব।
বজ্রাংশুগর্ভাঙ্গুলিরন্ধ্রমেকং ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে ॥ ১৯ ॥

ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্তবংশা পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহাররক্ষী।
প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা ॥ ২০ ॥

অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানামগাধসত্ত্বো মগধ-প্রতিষ্ঠঃ।
রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ পরন্তপো নাম যথার্থনামা ॥ ২১ ॥

কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্।
নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥ ২২ ॥

ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্ মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার ॥ ২৩ ॥

অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদবাতায়নসংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাম্ ॥ ২৪ ॥

এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা ॥ ২৫ ॥

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা পদ্মান্তরং মানস-রাজ-হংসীম্ ॥ ২৬ ॥

জগাদ চৈনাময়মঙ্গনাথঃ সুরাঙ্গনাপ্রার্থিতযৌবনশ্রীঃ।
বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈরৈন্দ্রং পদং ভূমিগতোঽপি ভুঙ্ক্তে ॥ ২৭ ॥

অনেন পর্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্ মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনামুন্মুচ্য সূত্রেণ বিনৈব হারাঃ ॥ ২৮ ॥

নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থমস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতী চ।
কান্ত্যা গিরা সূনৃতয়া চ যোগ্যা ত্বমেব কল্যাণি ! তয়োস্তৃতীয়া ॥ ২৯ ॥

অথাঙ্গরাজাদবতার্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ পরং দুষ্প্রসহং দ্বিষদ্ভির্নৃপং নিযুক্তা প্রতিহারভূমৌ।
নিদর্শয়ামাস বিশেষদৃশ্যমিন্দুং নবোত্থানমিবেন্দুমত্যৈ ॥ ৩১ ॥

অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাস্তনু-বৃত্ত-মধ্যঃ।
আরোপ্য চক্রভ্রমমুষ্ণতেজাস্ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিতো বিভাতি ॥ ৩২ ॥

অস্য প্রয়াণেষু সমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈর্বাজিভিরুত্থিতানি।
কুর্বন্তি সামন্তশিখামণীনাং প্রভাপ্ররোহাস্তময়ং রজাংসি ॥ ৩৩ ॥

অসৌ মহাকালনিকেতনস্য বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভির্জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্ ॥ ৩৪ ॥

অনেন যূনা সহ পার্থিবেন রম্ভোরু! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে।
সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু বিহর্তুমুদ্যানপরম্পরাসু ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

তামগ্রতস্তামরসান্তরাভামনূপরাজস্য গুণৈরনূনাম্।
বিধায় সৃষ্টিং ললিতাং বিধাতুর্জগাদ ভূয়ঃ সুদতীং সুনন্দা ॥ ৩৭ ॥

সংগ্রামনির্বিষ্টসহস্রবাহুরষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো বভূব যোগী কিল কার্তবীর্যঃ ॥ ৩৮ ॥

অকার্যচিন্তাসমকালমেব প্রাদুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃশরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥ ৩৯ ॥

জ্যাবন্ধনিস্পন্দভুজেন যস্য বিনিশ্বসদ্বক্ত্রপরম্পরেণ।
কারাগৃহে নির্জিতবাসবেন লঙ্কেশ্বরেণোষিতমা প্রসাদাৎ ॥ ৪০ ॥

তস্যান্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ প্রতীপ ইত্যাগমবৃদ্ধসেবী।
যেন শ্রিয়ঃ সংশ্রয়দোষরূঢ়ং স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

আয়োধনে কৃষ্ণগতিং সহায়মবাপ্য যঃ ক্ষত্রিয়কালরাত্রিম্।
ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্য সম্ভাবয়ত্যুৎপল-পত্র-সারাম্ ॥ ৪২ ॥

অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্মতীব প্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদ জালৈর্জলবেণিরম্যাং রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎপ্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ শশীব পর্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণমুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্তিম্।
আচারশুদ্ধোভয়বংশদীপং শুদ্ধান্তরক্ষ্যা জগদে কুমারী ॥ ৪৫ ॥

নীপান্বয়ঃ পার্থিব এষ যজ্বা গুণৈর্যমাশ্রিত্য পরস্পরেণ।
সিদ্ধাশ্রমং শান্তমিবেত্য সত্ত্বৈর্নৈসর্গিকোঽপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥

যস্যাত্মগেহে নয়নাভিরামা কান্তির্হিমাংশোরিব সন্নিবিষ্টা।
হর্ম্যাগ্রসংরূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু তেজোঽবিষহ্যং রিপুমন্দিরেষু ॥ ৪৭ ॥

যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্ বারিবিহারকালে।
কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি গঙ্গোর্মিসংসক্তজলেব ভাতি ॥ ৪৮ ॥

ত্রস্তেন তার্ক্ষ্যাৎ কিল কালিয়েন মণিং বিসৃষ্টং যমুনৌকসা যঃ।
বক্ষঃস্থলব্যাপিরুচং দধানঃ সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্ ৪৯ ॥

সম্ভাব্য ভর্তারমমুং যুবানং মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরি! যৌবনশ্রীঃ ॥ ৫০ ॥

অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ধনকন্দরাসু ॥ ৫১ ॥

নৃপং তমাবর্তমনোজ্ঞনাভিঃ সা ব্যত্যগাদন্যবধূর্ভবিত্রী।
মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনীব ॥ ৫২ ॥

অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিষ্যা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথম্।
আসেদুষীং সাদিতশত্রুপক্ষং বালামবালেন্দুমুখীং বভাষে ॥ ৫৩ ॥

অসৌ মহেন্দ্রাদ্রিসমানসারঃ পতির্মহেন্দ্রস্য মহোদধেশ্চ।
যস্য ক্ষরৎসৈন্যগজচ্ছলেন যাত্রাসু যাতীব পুরো মহেন্দ্রঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্যাঘাতরেখে সুভুজো ভুজাভ্যাং বিভর্তি যশ্চাপভৃতাং পুরোগঃ।
রিপুশ্রিয়াং সাঞ্জনবাষ্পসেকে বন্দীকৃতানামিব পদ্ধতী দ্বে ॥ ৫৫ ॥

যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো মন্দ্রধ্বনিত্যাজিতযামতূর্যঃ।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্ ॥ ৫৬ ॥

অনেন সার্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীতলবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃতস্বেদলবা মরুদ্ভিঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রলোভিতাপ্যাকৃতিলোভনীয়া বিদর্ভরাজাবরজা তয়ৈবম্।
তস্মাদপাবর্তত দূরকৃষ্টা নীত্যেব লক্ষ্মীঃ প্রতিকূলদৈবাৎ ॥ ৫৮ ॥

অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং দৌবারিকী দেবসরূপমেত্য।
ইতশ্চকোরাক্ষি! বিলোকয়েতি পূর্বানুশিষ্টাং নিজগাদ ভোজ্যাম্ ॥ ৫৯ ॥

পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ ক্লৃপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
আভাতি বালাতপরক্তসানুঃ সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬০ ॥

বিন্ধ্যস্য সংস্তম্ভয়িতা মহাদ্রের্নিঃশেষপীতোজ্ঝিতসিন্ধুরাজঃ ।
প্রীত্যাশ্বমেধাবভৃথার্দ্রমূর্তেঃ সৌস্নাতিকো যস্য ভবত্যগস্ত্যঃ ॥ ৬১ ॥

অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপং যেনেন্দ্রলোকাবজয়ায় দৃপ্তঃ ।
পুরা জনস্থানবিমর্দশঙ্কী সন্ধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে ॥ ৬২ ॥

অনেন পাণৌ বিধিবদ্ গৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুর্বী ।
রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলায়া দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ ॥ ৬৩ ॥

তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগাস্বেলালতালিঙ্গিতচন্দনাসু ।
তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তুং প্রসীদ শশ্বন্মলয়স্থলীষু ॥ ৬৪ ॥

ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্টিঃ ।
অন্যোন্যশোভাপরিবৃদ্ধয়ে বাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু ॥ ৬৫ ॥

স্বসুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ো লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোশে নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে ॥ ৬৬ ॥

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা ।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥ ৬৭ ॥

তস্যাং রঘোঃ সূনুরুপস্থিতায়াং বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোঽভূৎ ।
বামেতরঃ সংশয়মস্য বাহুঃ কেয়ূরবন্ধোচ্ছ্বসিতৈর্নুনোদ ॥ ৬৮ ॥

তং প্রাপ্য সর্বাবয়বানবদ্যং ব্যাবর্ততান্যোপগমাৎ কুমারী ।
ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী ॥ ৬৯ ॥

তস্মিন্ সমাবেশিতচিত্তবৃত্তিমিন্দুপ্রভামিন্দুমতীমবেক্ষ্য ।
প্রচক্রমে বক্তুমনুক্রমজ্ঞা সবিস্তরং বাক্যমিদং সুনন্দা ॥ ৭০ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশ্যঃ ককুদং নৃপাণাং ককুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণোঽভূৎ ।
কাকুৎস্থশব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ শ্লাঘ্যং দধত্যুত্তরকোশলেন্দ্রাঃ ॥ ৭১ ॥

মহেন্দ্রমাস্থায় মহোক্ষরূপং যঃ সংযতি প্রাপ্তপিনাকিলীলঃ ।
চকার বাণৈরসুরাঙ্গনানাং গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিতপত্রলেখাঃ ॥ ৭২ ॥

ঐরাবতাস্ফালনবিশ্লথং যঃ সংঘট্টয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন ।
উপেয়ুষঃ স্বামপি মূর্তিমগ্র্যামর্ধাসনং গোত্রভিদোঽধিতস্থৌ ॥ ৭৩ ॥

জাতঃ কুলে তস্য কিলোরুকীর্তিঃ কুলপ্রদীপো নৃপতির্দিলীপঃ ।
অতিষ্ঠদেকোনশতক্রতুত্বে শক্রাভ্যসূয়াবিনিবৃত্তয়ে যঃ ॥ ৭৪ ॥

যস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং নিদ্রাং বিহারার্ধপথে গতানাম্।
বাতোঽপি নাস্রংসয়দংশুকানি কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥ ৭৫ ॥

পুত্রো রঘুস্তস্য পদং প্রশাস্তি মহাক্রতোর্বিশ্বজিতঃ প্রযোক্তা।
চতুর্দিগাবর্জিতসংভৃতাং যো মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্ বিভূতিম্ ॥ ৭৬ ॥

আরূঢ়মদ্রীনুদধীন্ বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টম্।
ঊর্ধ্বং গতং যস্য ন চানুবন্ধি যশঃ পরিচ্ছেত্তুমিয়ত্তয়ালম্ ॥ ৭৭ ॥

অসৌ কুমারস্তমজোঽনুজাতস্ত্রিবিষ্টপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ।
গুর্বীং ধুরং যো ভুবনস্য পিত্রা ধুর্যেণ দম্যঃ সদৃশং বিভর্তি ॥ ৭৮ ॥

কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ।
ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥ ৭৯ ॥

ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে লজ্জাং তনূকৃত্য নরেন্দ্রকন্যা।
দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজেব ॥ ৮০ ॥

সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্।
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রযষ্টিং ভিত্ত্বা নিরাক্রামদরালকেশ্যাঃ ॥ ৮১ ॥

তথাগতায়াং পরিহাসপূর্বং সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবভাষে।
আর্যে! ব্রজামোঽন্যত ইত্যথৈনাং বধূরসূয়াকুটিলং দদর্শ ॥ ৮২ ॥

সা চূর্ণগৌরং রঘুনন্দনস্য ধাত্রীকরাভ্যাং করভোপমোরুঃ।
আসঞ্জয়ামাস যথাপ্রদেশং কণ্ঠে গুণং মূর্তমিবানুরাগম্ ॥ ৮৩ ॥

তয়া স্রজা মঙ্গলপুষ্পময্যা বিশালবক্ষঃস্থললম্বয়া সঃ।
অমংস্ত কণ্ঠার্পিতবাহুপাশাং বিদর্ভরাজাবরজাং বরেণ্যঃ ॥ ৮৪ ॥

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা।
ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ ॥ ৮৬ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে স্বয়ংবরবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথোপযন্ত্রা সদৃশেন যুক্তাং স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্।
স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ পুরপ্রবেশাভিমুখো বভুব ॥ ১ ॥

সেনানিবেশান্ পৃথিবীক্ষিতোঽপি জগ্মুর্বিভাতগ্রহমন্দভাসঃ।
ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাদ্রূপেষু বেষেষু চ সাভ্যসূয়াঃ ॥ ২ ॥

সান্নিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ।
কাকুৎস্থমুদ্দিশ্য সমৎসরোঽপি শশাম তেন ক্ষিতিপাললোকঃ ॥ ৩ ॥

তাবৎপ্রকীর্ণাভিনবোপচারমিন্দ্রায়ুধদ্যোতিততোরণাঙ্কম্।
বরঃ স বধ্বা সহ রাজমার্গং প্রাপ ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণম্ ॥ ৪ ॥

ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎসু।
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং ত্যক্তান্যকার্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫ ॥

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥ ৬ ॥

প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্ দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরাগবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৭ ॥

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৮ ॥

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৯ ॥

অর্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিত-সূত্র-শেষা ॥ ১০ ॥

তাসাং মুখৈরাসব-গন্ধ-গর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ১১ ॥

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো নার্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ১২ ॥

স্থানে বৃতা ভূপতিভিঃ পরোক্ষৈঃ স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত ভোজ্যা।
পদ্মেব নারায়ণমন্যথাসৌ লভেত কান্তং কথমাত্মতুল্যম্ ॥ ১৩ ॥

পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥ ১৪ ॥

রতিস্মরৌ নূনমিমাবভূতাং রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথাহি বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্ ॥ ১৫ ॥

ইত্যুদগতাঃ পৌরবধূমুখেভ্যঃ শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাঃ কুমারঃ ।
উদ্ভাসিতং মঙ্গলসংবিধাভিঃ সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥

ততোঽবতীর্যাশু করেণুকায়াঃ স কামরূপেশ্বরদত্তহস্তঃ ।
বৈদর্ভনির্দিষ্টমথো বিবেশ নারীমনাংসীব চতুষ্কমন্তঃ ॥ ১৭ ॥

মহার্হসিংহাসনসংস্থিতোঽসৌ সরত্নমর্ঘ্যং মধুপর্কমিশ্রম্ ।
ভোজোপনীতং চ দুকূলযুগ্মং জগ্রাহ সার্ধং বনিতাকটাক্ষৈঃ ॥ ১৮ ॥

দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ ।
বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ১৯ ॥

তত্রার্চিতো ভোজপতেঃ পুরোধা হুত্বাগ্নিমাজ্যাদিভিরগ্নিকল্পঃ ।
তমেব চাধায় বিবাহসাক্ষ্যে বধূবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥

হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে ।
অনন্তরাশোকলতাপ্রবালং প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥ ২১ ॥

আসীদ্বরঃ কণ্টকিতপ্রকোষ্ঠঃ স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী ।
তস্মিন্ দ্বয়ে তৎক্ষণমাত্মবৃত্তিঃ সমং বিভক্তেব মনোভবেন ॥ ২২ ॥

তয়োরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি ক্রিয়াসমাপত্তিনিবর্তিতানি ।
হ্রীযন্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞামন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩ ॥

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে ।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ ২৪ ॥

নিতম্বগুর্বী গুরুণা প্রযুক্তা বধূর্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন ।
চকার সা মত্তচকোরনেত্রা লজ্জাবতী লাজবিসর্গমগ্নৌ ॥ ২৫ ॥

হবিঃশমীপল্লবলাজগন্ধী পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ ।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যা মুহূর্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ২৬ ॥

তদঞ্জনক্লেদসমাকুলাক্ষং প্রম্লানবীজাঙ্কুরকর্ণপূরম্ ।
বধূমুখং পাটলগণ্ডলেখমাচারধূমগ্রহণাদ্ বভূব ॥ ২৭ ॥

তৌ স্নাতকৈর্বন্ধুমতা চ রাজ্ঞা পুরন্ধ্রিভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্ ।
কন্যাকুমারৌ কনকাসনস্থাবার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি স্বসুর্ভোজকুলপ্রদীপঃ সংপাদ্য পাণিগ্রহণং স রাজা ।
মহীপতীনাং পৃথগর্হণার্থং সমাদিদেশাধিকৃতানধিশ্রীঃ ॥ ২৯ ॥

লিঙ্গৈর্মুদঃ সংবৃতবিক্রিয়াস্তে হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়নক্রাঃ।
বৈদর্ভমামন্ত্র্য যযুস্তদীয়াং প্রত্যর্প্য পূজামুপদাচ্ছলেন ॥ ৩০ ॥

স রাজলোকঃ কৃতপূর্বসংবিদারম্ভসিদ্ধৌ সময়োপলভ্যম্।
আদাস্যমানঃ প্রমদামিষং তদাবৃত্য পন্থানমজস্য তস্থৌ ॥ ৩১ ॥

ভর্তাপি তাবৎ ক্রথকৈশিকানামনুষ্ঠিতানন্তরজাবিবাহঃ।
সত্ত্বানুরূপাহরণীকৃতশ্রীঃ প্রাস্থাপয়দ্রাঘবমন্বগাচ্চ ॥ ৩২ ॥

তিস্রস্ত্রিলোকপ্রথিতেন সার্ধমজেন মার্গে বসতীরুষিত্বা।
তস্মাদপাবর্তত কুণ্ডিনেশঃ পর্বাত্যয়ে সোম ইবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রমন্যবঃ প্রাগপি কোশলেন্দ্রে প্রত্যেকমাত্তস্বতয়া বভূবুঃ।
অতো নৃপাশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ স্ত্রীরত্নলাভং ন তদাত্মজস্য ॥ ৩৪ ॥

তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যাং রুরোধ রাজন্যগণঃ স দৃপ্তঃ।
বলিপ্রদিষ্টাং শ্রিয়মাদদানং ত্রৈবিক্রমং পাদমিবেন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্যাঃ স রক্ষার্থমনল্পযোধমাদিশ্য পিত্র্যং সচিবং কুমারঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ পার্থিববাহিনীং তাং ভাগীরথীং শোণ ইবোত্তরঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥

পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশস্তুরঙ্গসাদী তুরগাধিরূঢ়ম্।
যন্তা গজস্যাভ্যপতদ্গজস্থং তুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বি বভূব যুদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥

নদৎসু তূর্যেষ্ববিভাব্যবাচো নোদীরয়ন্তি স্ম কুলোপদেশান্।
বাণাক্ষরৈরেব পরস্পরস্য নামোর্জিতং চাপভৃতঃ শশংসুঃ ॥ ৩৮ ॥

উত্থাপিতঃ সংযতি রেণুরশ্বৈঃ সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ।
বিস্তারিতঃ কুঞ্জরকর্ণতালৈর্নেত্রক্রমেণোপরুরোধ সূর্যম্ ॥ ৩৯ ॥

মৎস্যধ্বজা বায়ুবশাদ্ বিদীর্ণৈর্মুখৈঃ প্রবৃদ্ধধ্বজিনী রজাংসি।
বভুঃ পিবন্তঃ পরমার্থমৎস্যাঃ পর্যাবিলানীব নবোদকানি। ৪০ ॥

রথো রথাঙ্গধ্বনিনা বিজজ্ঞে বিলোলঘণ্টাক্বণিতেন নাগঃ।
স্বভর্তৃনামগ্রহণাদ্ বভূব সান্দ্রে রজস্যাত্মপরাববোধঃ ॥ ৪১ ॥

আবৃণ্বতো লোচনমার্গমাজৌ রজোহন্ধকারস্য বিজৃম্ভিতস্য।
শস্ত্রক্ষতাশ্বদ্বিপবীরজন্মা বালারুণোঽভূদ্ রুধিরপ্রবাহঃ ॥ ৪২ ॥

স ছিন্নমূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্তস্যোপরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ।
অঙ্গারশেষস্য হুতাশনস্য পূর্বোত্থিতো ধূম ইবাবভাসে ॥ ৪৩ ॥

প্রহারমূর্ছাপগমে রথস্থা যন্তৄনুপালভ্য নিবর্তিতাশ্বান্।
যৈঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্বকেতুংস্তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ ॥ ৪৪ ॥

অপ্যর্ধমার্গে পরবাণলূনা ধনুর্ভৃতাং হস্তবতাং পৃষৎকাঃ।
সংপ্রাপুরেবাত্মজবানুবৃত্ত্যা পূর্বার্ধভাগৈঃ ফলিভিঃ শরব্যম্ ॥ ৪৫ ॥

আধোরণানাং গজসন্নিপাতে শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ।
হৃতান্যপি শ্যেননখাগ্রকোটিব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

পূর্বং প্রহর্তা ন জঘান ভূয়ঃ প্রতিপ্রহারাক্ষমমশ্বসাদী।
তুরঙ্গমস্কন্ধনিষণ্ণদেহং প্রত্যাশ্বসন্তং রিপুমাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৪৭ ॥

তনুত্যজাং বর্মভৃতাং বিকোশৈর্বৃহৎসু দন্তেষ্বসিভিঃ পতদ্ভিঃ।
উদ্যন্তমগ্নিং শময়াম্বভূবুর্গজা বিবিগ্নাঃ করশীকরেণ ॥ ৪৮ ॥

শিলীমুখোৎকৃত্তশিরঃফলাঢ্যা চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈশ্চষকোত্তরেব।
রণক্ষিতিঃ শোণিতমদ্যকুল্যা ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ ॥ ৪৯ ॥

উপান্তয়োর্নিষ্কুষিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপ্য তেভ্যঃ পিশিতপ্রিয়াপি।
কেয়ূরকোটিক্ষততালুদেশা শিবা ভুজচ্ছেদমপাচকার ॥ ৫০ ॥

কশ্চিদ্দ্বিষৎ-খড়্গহৃতোত্তমাঙ্গঃ সদ্যো বিমানপ্রভুতামুপেত্য।
বামাঙ্গসংসক্তসুরাঙ্গনঃ স্বং নৃত্যৎ কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১ ॥

অন্যোন্যসূতোন্মথনাদভূতাং তাবেব সূতৌ রথিনৌ চ কৌচিৎ।
ব্যশ্বৌ গদাব্যায়তসংপ্রহারৌ ভগ্নায়ুধৌ বাহুবিমর্দনিষ্ঠৌ ॥ ৫২ ॥

পরস্পরেণ ক্ষতয়োঃ প্রহর্ত্রোরুৎক্রান্তবায্বোঃ সমকালমেব।
অমর্ত্যভাবেঽপি কয়োশ্চিদাসীদেকাপ্সরঃপ্রার্থিতয়োর্বিবাদঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যূহাবুভৌ তাবিতরেতরস্মাদ্ ভঙ্গং জয়ং চাপতুরব্যবস্থম্।
পশ্চাৎপুরোমারুতয়োঃ প্রবৃদ্ধৌ পর্যায়বৃত্ত্যেব মহার্ণবোর্মী ॥ ৫৪ ॥

পরেণ ভগ্নেঽপি বলে মহৌজা যযাবজঃ প্রত্যরিসৈন্যমেব।
ধূমো নিবর্ত্যেত সমীরণেন যতস্তু কক্ষস্তত এব বহ্নিঃ ॥ ৫৫ ॥

রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্ দৃপ্তঃ স রাজন্যকমেকবীরঃ।
নিবারয়ামাস মহাবরাহঃ কল্পক্ষয়োদ্বৃত্তমিবার্ণবাম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

স দক্ষিণং তূণমুখেন বামং ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ।
আকর্ণকৃষ্টা সকৃদস্য যোদ্ধুর্মৌর্বীব বাণান্ সুষুবে রিপুঘ্নান্ ॥ ৫৭ ॥

স রোষদষ্টাধিকলোহিতোষ্ঠৈর্ব্যক্তোর্ধরেখা ভ্রুকুটীর্বহদ্ভিঃ।
তস্তার গাং ভল্লনিকৃত্তকণ্ঠৈর্হুঙ্কারগর্ভৈর্দ্বিষতাং শিরোভিঃ ॥ ৫৮ ॥

সর্বৈর্বলাঙ্গৈর্দ্বিরদপ্রধানৈঃ সর্বায়ুধৈঃ কঙ্কটভেদিভিশ্চ।
সর্বপ্রযত্নেন চ ভূমিপালাস্তস্মিন্ প্রজহ্রুর্যুধি সর্ব এব ॥ ৫৯ ॥

সোঽস্ত্রব্রজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভূব লক্ষ্যঃ।
নীহারমগ্নো দিনপূর্বভাগঃ কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতেব ॥ ৬০ ॥

প্রিয়ংবদাৎ প্রাপ্তমসৌ কুমারঃ প্রাযুঙ্ক্ত রাজস্বধিরাজসূনুঃ।
গান্ধর্বমস্ত্রং কুসুমাস্ত্রকান্তঃ প্রস্বাপনং স্বপ্ননিবৃত্তলৌল্যঃ ॥ ৬১ ॥

ততো ধনুষ্কর্ষণমূঢ়হস্তমেকাংসপর্যস্তশিরস্ত্রজালম্।
তস্থৌ ধ্বজস্তম্ভনিষণ্ণদেহং নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈন্যম্ ॥ ৬২ ॥

ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।
তেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ পিবন্ যশো মূর্তমিবাবভাসে ॥ ৬৩ ॥

শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্ ॥ ৬৪ ॥

সশোণিতৈস্তেন শিলীমুখাগ্রৈর্নিক্ষেপিতাঃ কেতুষু পার্থিবানাম্।
যশো হৃতং সংপ্রতি রাঘবেণ ন জীবিতং বঃ কৃপয়েতি বর্ণাঃ ॥ ৬৫ ॥

স চাপকোটীনিহিতৈকবাহুঃ শিরস্ত্রনিষ্কর্ষণভিন্নমৌলিঃ।
ললাটবদ্ধশ্রমবারিবিন্দুর্ভীতাং প্রিয়ামেত্য বচো বভাষে ॥ ৬৬ ॥

ইতঃ পরানর্ভকহার্যশস্ত্রান্ বৈদর্ভি পশ্যানুমতা ময়াসি।
এবংবিধেনাহবচেষ্টিতেন ত্বং প্রার্থ্যসে হস্তগতা মমৈভিঃ ॥ ৬৭ ॥

তস্যাঃ প্রতিদ্বন্দ্বিভবাদ্ বিষাদাৎ সদ্যো বিমুক্তং মুখমাবভাসে।
নিশ্বাসবাষ্পাপগমাৎ প্রসন্নঃ প্রসাদমাত্মীয়মিবাত্মদর্শঃ ॥ ৬৮ ॥

হৃষ্টাপি সা হ্রীবিজিতা ন সাক্ষাদ্ বাগ্ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।
স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শিরসি স বামং পাদমধায় রাজ্ঞামুদবহদনবদ্যাং তামবদ্যাদপেতঃ।
রথতুরগরজোভিস্তস্য রূক্ষালকাগ্রা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ সেব মূর্তা বভূব ॥ ৭০ ॥

প্রথমপরিগতার্থস্তং রঘুঃ সন্নিবৃত্তং
বিজয়িনমভিনন্দ্য শ্লাঘ্যজায়াসমেতম্।
তদুপহিতকুটুম্বঃ শান্তিমার্গোৎসুকোঽভূ-
ন্নহি সতি কুলধুর্যে সূর্যবংশ্যা গৃহায় ॥ ৭১ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে অজপাণিগ্রহণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ তস্য বিবাহকৌতুকং ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ ॥
বসুধামপি হস্তগামিনীমকরোদিন্দুমতীমিবাপরাম্ ॥ ১ ॥

দুরিতৈরপি কর্তুমাত্মসাৎ প্রযতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ।
তদুপস্থিতমগ্রহীদজঃ পিতুরাজ্ঞেতি ন ভোগতৃষ্ণয়া ॥ ২ ॥

অনুভূয় বশিষ্ঠসংভৃতৈঃ সলিলৈস্তেন সহাভিষেচনম্।
বিশদোচ্ছ্বসিতেন মেদিনী কথয়ামাস কৃতার্থতামিব ॥ ৩ ॥

স বভূব দুরাসদঃ পরৈর্গুরুণাথর্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।
পবনাগ্নিসমাগমো হ্যয়ং সহিতং ব্রহ্ম যদস্ত্রতেজসা ॥ ৪ ॥

রঘুমেব নিবৃত্তযৌবনং তমমন্যন্ত নরেশ্বরং প্রজাঃ।
স হি তস্য ন কেবলং শ্রিয়ং প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি ॥ ৫ ॥

অধিকং শুশুভে শুভংযুনা দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতম্।
পদমৃদ্ধমজেন পৈতৃকং বিনয়েনাস্য নবং চ যৌবনম্ ॥ ৬ ॥

সদয়ং বুভুজে মহাভুজঃ সহসোদ্বেগমিয়ং ব্রজেদিতি।
অচিরোপনতাং স মেদিনীং নবপাণিগ্রহণাং বধূমিব ॥ ৭ ॥

অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগাশতেষ্বভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥

ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ পবমানঃ পৃথিবীরুহামিব।
স পুরস্কৃত-মধ্যম-ক্রমো নময়ামাস নৃপানুদ্ধরন্ ॥ ৯ ॥

অথ বীক্ষ্য রঘুঃ প্রতিষ্ঠিতং প্রকৃতিষ্বাত্মজমাত্মবত্তয়া।
বিষয়েষু বিনাশধর্মসু ত্রিদিবস্থেষ্বপি নিঃস্পৃহোঽভবৎ ॥ ১০ ॥

গুণবৎসুতরোপিতশ্রিয়ঃ পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ।
পদবীং তরুবল্কবাসসাং প্রযতাং সংযমিনাং প্রপেদিরে ॥ ১১ ॥

তমরণ্যসমাশ্রয়োন্মুখং শিরসা বেষ্টনশোভিনা সুতঃ।
পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

রঘুরশ্রুমুখস্য তস্য তৎ কৃতবানীপ্সিতমাত্মজপ্রিয়ঃ।
ন তু সর্প ইব ত্বচং পুনঃ প্রতিপেদে ব্যপবর্জিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

স কিলাশ্রমমন্ত্যমাশ্রিতো নিবসন্নাবসথে পুরাদ্বহিঃ।
সমুপাস্যত পুত্রভোগ্যয়া স্নুষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

প্রশমস্থিতপূর্বপার্থিবং কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্ ।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ ॥ ১৫ ॥

যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ দদৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈঃ ।
অপবর্গমহোদয়ার্থয়োর্ভুবমংশাবিব ধর্ময়োর্গতৌ ॥ ১৬ ॥

অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভির্যুযুজে নীতিবিশারদৈরজঃ ।
অনপায়িপদোপলব্ধয়ে রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ায় যোগিভিঃ ॥ ১৭ ॥

নৃপতিঃ প্রকৃতীরবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনমাদদে যুবা ।
পরিচেতুমুপাংশু ধারণাং কুশপূতং প্রবয়াস্তু বিষ্টরম্ ॥ ১৮ ।

অনয়ৎ প্রভুশক্তিসম্পদা বশমেকো নৃপতীননন্তরান্ ।
অপরঃ প্রণিধানযোগ্যয়া মরুতঃ পঞ্চ শরীরগোচরান্ ॥ ১৯ ॥

অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ ।
ইতরো দহনে স্বকর্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা ॥ ২০ ॥

পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ ষড়ুপাযুঙ্ক্ত সমীক্ষ্য তৎফলম্ ।
রঘুরপ্যজয়ৎ গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং সমলোষ্টকাঞ্চনঃ ॥ ২১ ॥

ন নবঃ প্রভুরাফলোদয়াৎ স্থিরকর্মা বিররাম কর্মণঃ ।
ন চ যোগবিধের্নবেতরঃ স্থিরধীরা পরমাত্মদর্শনাৎ ॥ ২২ ।

ইতি শত্রুষু চেন্দ্রিয়েষু চ প্রতিষিদ্ধপ্রসরেষু জাগ্রতৌ ।
প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়োরুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ ২৩ ॥

অথ কাশ্চিদজব্যপেক্ষয়া গময়িত্বা সমদর্শনঃ সমাঃ ।
তমসঃ পরমাপদব্যয়ং পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতদেহবিসর্জনঃ পিতুশ্চিরমশ্রূণি বিমুচ্য রাঘবঃ ।
বিদধে বিধিমস্য নৈষ্ঠিকং যতিভিঃ সার্ধমনগ্নিমগ্নিচিৎ ॥ ২৫ ॥

অকরোৎ স তদৌর্ধ্বদৈহিকং পিতৃভক্ত্যা পিতৃকার্যকল্পবিৎ ।
ন হি তেন পথা তনুত্যজস্তনয়াবর্জিতপিণ্ডকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৬ ॥

স পরার্ধ্যগতেরশোচ্যতাং পিতুরুদ্দিশ্য সদর্থবেদিভিঃ ।
শমিতাধিরধিজ্যকার্মুকঃ কৃতবানপ্রতিশাসনং জগৎ ॥ ২৭ ॥

ক্ষিতিরিন্দুমতী চ ভামিনী পতিমাসাদ্য তমগ্র্যপৌরুষম্ ।
প্রথমা বহুরত্নসূরভূদপরা বীরমজীজনৎ সুতম্ ২৮ ॥

দশরশ্মিশতোপমদ্যুতিং যশসা দিক্ষু দশস্বপি শ্রুতম্ ।
দশপূর্বরথং যমাখ্যয়া দশকণ্ঠারিগুরুং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

ঋষিদেবগণস্বধাভুজাং শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ ।
অনৃণত্বমুপেয়িবান্ বভৌ পরিধের্মুক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ ॥ ৩০ ॥

বলমার্তভয়োপশান্তয়ে বিদুষাং সৎকৃতয়ে বহু শ্রুতম্ ।
বসু তস্য বিভোর্ন কেবলং গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনা ॥ ৩১ ॥

স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ ।
নগরোপবনে শচীসখো মরুতাং পালয়িতেব নন্দনে ॥ ৩২ ॥

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্ ।
উপবীণয়িতুং যযৌ রবেরুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩ ॥

কুসুমৈর্গ্রথিতামপার্থিবৈঃ স্রজমাতোদ্যশিরোনিবেশিতাম্ ।
অহরৎ কিল তস্য বেগবানধিবাসস্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভ্রমরৈঃ কুসুমানুসারিভিঃ পরিকীর্ণা পরিবাদিনী মুনেঃ ।
দদৃশে পবনাবলেপজং সৃজতী বাষ্পমিবাঞ্জনাবিলম্ ॥ ৩৫ ॥

অভিভূয় বিভূতিমার্তবীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্ ।
নৃপতেরমরস্রগাপ সা দয়িতোরুস্তনকোটিসুস্থিতিম্ ॥ ৩৬ ॥

ক্ষণমাত্রসখীং সুজাতয়োঃ স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা ।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭ ॥

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপার্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥ ৩৮ ॥

উভয়োরপি পার্শ্ববর্তিনাং তুমুলেনার্তরবেণ বেজিতাঃ ।
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯ ॥

নৃপতের্ব্যজনাদিভিস্তমো নুনুদে সা তু তথৈব সংস্থিতা ।
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥

প্রতিযোজয়িতব্যবল্লকীসমবস্থামথ সত্ত্ববিপ্লবাৎ ।
স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ পরিগৃহ্যোচিতমঙ্কমঙ্গনাম্ ॥ ৪১ ॥

পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া ।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥

বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু॥ ৪৩॥

কুসুমান্যপি গাত্রসঙ্গমাৎ প্রভবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদি।
ন ভবিষ্যতি হন্ত সাধনং কিমিবান্যৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ॥ ৪৪॥

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেক-বিপত্তিরত্র মে নলিনী পূর্বনিদর্শনং মতা॥ ৪৫॥

স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥ ৪৬॥

অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ন পাতিতঃ ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রিতা লতা॥ ৪৭॥

কৃতবত্যসি নাবধীরণামপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেকপদে নিরাগসং জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে॥ ৪৮॥

ধ্রুবমস্মি শঠঃ শুচিস্মিতে! বিদিতঃ কৈতববৎসলস্তব।
পরলোকমসন্নিবৃত্তয়ে যদনাপৃচ্ছ্য গতাসি মামিতঃ॥ ৪৯॥

দয়িতাং যদি তাবদন্বগাদ্ বিনিবৃত্তং কিমিদং তয়া বিনা।
সহতাং হতজীবিতং মম প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাম্॥ ৫০॥

সুরতশ্রমসংভৃতো মুখে ধ্রিয়তে স্বেদলবোদ্গমোঽপি তে।
অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাম্॥ ৫১॥

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া কৃতপূর্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ॥ ৫২॥

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু! করোতি মারুতস্ত্বদুপাবর্তনশঙ্কি মে মনঃ॥ ৫৩॥

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে! প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ॥ ৫৪॥

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥ ৫৫॥

শশিনং পুনরেতি শর্বরী দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ॥ ৫৬॥

নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্ ।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং বদ বামোরু ! চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭ ॥

ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃ সখী ।
গতিবিভ্রমবসাদনীরবা ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে ? ॥ ৫৮ ॥

কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং কলহংসীষু মদালসং গতম্ ।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥ ৫৯ ॥

ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্ত্বয়া ।
বিরহে তব মে গুরুব্যথং হৃদয়ং ন ত্ববলম্বিতুং ক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥

মিথুনং পরিকল্পিতং ত্বয়া সহকারঃ ফলিনী চ নন্বিমৌ ।
অবিধায় বিবাহসৎক্রিয়ামনয়োর্গম্যত ইত্যসাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

কুসুমং কৃতদোহদস্ত্বয়া যদশোকোঽয়মুদীরয়িষ্যতি ।
অলকাভরণং কথং নু তৎ তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম্ ॥ ৬২ ॥

স্মরতেব সশব্দনূপুরং চরণানুগ্রহমন্যদুর্লভম্ ।
অমুনা কুসুমাশ্রুবর্ষিণা ত্বমশোকেন সুগাত্রি ! শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥

তব নিঃশ্বসিতানুকারিভির্বকুলৈরর্ধচিতাং সমং ময়া ।
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং কিমিদং কিন্নরকণ্ঠি ! সুপ্যতে ॥ ৬৪ ॥

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ ।
অহমেকরসস্তথাপি তে ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫ ॥

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬ ॥

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭ ॥

মদিরাক্ষি ! মদাননার্পিতং মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে ।
অনুপাস্যসি বাষ্পদূষিতং পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্ ॥ ৬৮ ॥

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্ ।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্মম সর্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৯ ॥

বিলপন্নিতি কোসলাধিপঃ করুণার্থগ্রথিতং প্রিয়াং প্রতি ।
অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি স্রুতশাখারসবাষ্পদূষিতান্ ॥ ৭০ ॥

অথ তস্য কথঞ্চিদঙ্কতঃ স্বজনস্তামপনীয় সুন্দরীম্ ।
বিসসর্জ তদন্ত্যমণ্ডনামনলায়াগুরুচন্দনৈধসে ॥ ৭১ ॥

প্রমদামনু সংস্থিতঃ শুচা নৃপতিঃ সন্নিতি বাচ্যদর্শনাৎ ।
ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ সহ দেব্যা ন তু জীবিতাশয়া ॥ ৭২ ॥

অথ তেন দশাহতঃ পরে গুণশেষামুপদিশ্য ভামিনীম্ ।
বিদুষা বিধয়ো মহর্দ্ধয়ঃ পুর এবোপবনে সমাপিতাঃ ॥ ৭৩ ॥

স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা ক্ষণদাপায়শশাঙ্কদর্শনঃ ।
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্ স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুষু ॥ ৭৪ ॥

অথ তং সবনায় দীক্ষিতঃ প্রণিধানাদ্ গুরুরাশ্রমস্থিতঃ ।
অভিষঙ্গজড়ং বিজজ্ঞিবানিতি শিষ্যেণ কিলান্ববোধয়ৎ ॥ ৭৫ ॥

অসমাপ্তবিধির্যতো মুনিস্তব বিদ্বানপি তাপকারণম্ ।
ন ভবন্তমুপস্থিতঃ স্বয়ং প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং পথশ্চ্যুতম্ ॥ ৭৬ ॥

ময়ি তস্য সুবৃত্ত ! বর্ততে লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী ।
শৃণু বিশ্রুতসত্ত্বসার ! তাং হৃদি চৈনামুপধাতুমর্হসি ॥ ৭৭ ॥

পুরুষস্য পদেষ্বজন্মনঃ সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ ।
স হি নিষ্প্রতিঘেন চক্ষুষা ত্রিতয়ং জ্ঞানময়েন পশ্যতি ॥ ৭৮ ॥

চরতঃ কিল দুশ্চরং তপস্তৃণবিন্দোঃ পরিশঙ্কিতঃ পুরা ।
প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীং হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাম্ ॥ ৭৯ ॥

স তপঃ প্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্ ।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শমবেলা প্রলয়োর্মিণা ভুবি ॥ ৮০ ॥

ভগবন্ পরবানয়ং জনঃ প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব মে ॥
ইতি চোপনতাং ক্ষিতিস্পৃশং কৃতবানা সুরপুষ্পদর্শনাৎ ॥ ৮১ ॥

ক্রথকৈশিকবংশসম্ভবা তব ভূত্বা মহিষী চিরায় সা ।
উপলব্ধবতী দিবশ্চ্যুতং বিবশা শাপনিবৃত্তিকারণম্ ॥ ৮২ ॥

তদলং তদপায়চিন্তয়া বিপদুৎপত্তিমতামুপস্থিতা ।
বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং ত্বয়া বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥ ৮৩ ॥

উদয়ে মদবাচ্যমুজ্ঝতা শ্রুতমাবিষ্কৃতমাত্তবত্ত্বয়া ।
মনসস্তদুপস্থিতে জ্বরে পুনরক্লীবতয়া প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥

রুদতা কুত এবং সা পুনর্ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে।
পরলোকজুষাং স্বকর্মভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্ ॥ ৮৫ ॥

অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীমনুগৃহ্ণীষ্ব নিবাপদাত্তিভিঃ।
স্বজনাশ্রু কিলাতিসন্ততং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮৬ ॥

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্ যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ ॥ ৮৭ ॥

অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৮৮ ॥

স্বশরীরশরীরিণাবপি শ্রুতসংযোগবিপর্যয়ৌ যদা।
বিরহঃ কিমিবানুতাপয়েদ্বদ বাহ্যৈর্বিষয়ৈর্বিপশ্চিতম্ ॥ ৮৯ ॥

ন পৃথগ্জনবচ্ছুচো বশং বশিনামুত্তম! গন্তুমর্হসি।
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ ॥ ৯০ ॥

স তথেতি বিনেতুরুদারমতেঃ প্রতিগৃহ্য বচো বিসসর্জ মুনিম্।
তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ ॥ ৯১ ॥

তেনাষ্টৌ পরিগমিতাঃ সমাঃ কথঞ্চিদ্বালত্বাদবিতথসূনৃতেন সূনোঃ।
সাদৃশ্যপ্রতিকৃতিদর্শনৈঃ প্রিয়ায়াঃ স্বপ্নেষু ক্ষণিকসমাগমোৎসবৈশ্চ ॥ ৯২ ॥

তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।
প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং লাভং প্রিয়ানুগমনে ত্বরয়া স মেনে ॥ ৯৩ ॥

সম্যগ্বিনীতমথ বর্মহরং কুমারমাদিশ্য রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম্।
রোগোপসৃষ্টতনুদুর্বসতিং মুমুক্ষুঃ প্রায়োপবেশনমতির্নৃপতির্বভূব ॥ ৯৪ ॥

তীর্থে তোয়ব্যতিকরভবে জহ্নুকন্যাসরয্বো
দেহত্যাগাদমরগণনালেখ্যমাসাদ্য সদ্যঃ।
পূর্বাকারাধিকতররুচা সঙ্গতঃ কান্তয়াসৌ
লীলাগারেষ্বরমত পুনর্নন্দনাভ্যন্তরেষু ॥ ৯৫ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে অজবিলাপো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবমঃ সর্গঃ

পিতুরনন্তরমুত্তরকোসলান্ সমধিগম্য সমাধিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশরথঃ প্রশশাস মহারথো যমবতামবতাং চ ধুরি স্থিতঃ ॥ ১ ॥

অধিগতং বিধিবদ্ যদপালয়ৎ প্রকৃতিমণ্ডলমাত্মকুলোচিতম্ ।
অভবদস্য ততো গুণবত্তরং সনগরং নগরন্ধ্রকরৌজসঃ ॥ ২ ॥

উভয়মেব বদন্তি মনীষিণঃ সময়বর্ষিতয়া কৃতকর্মণাম্ ।
বলনিষূদনমর্থপতিং চ তং শ্রমনুদং মনুদণ্ডধরান্বয়ম্ ॥ ৩

জনপদে ন গদঃ পদমাদধাবভিভবঃ কুত এব সপত্নজঃ ।
ক্ষিতিরভূৎ ফলবত্যজনন্দনে শমরতেঽমরতেজসি পার্থিবে ॥ ৪ ।

দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা শ্রিয়মপুষ্যদজেন ততঃ পরম্ ।
তমধিগম্য তথৈব পুনর্বভৌ ন ন মহীনমহীনপরাক্রমম্ ॥ ৫ ॥

সমতয়া বসুবৃষ্টিবিসর্জনৈর্নিয়মনাদসতাং চ নরাধিপঃ ।
অনুযযৌ যমপুণ্যজনেশ্বরৌ সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা ॥ ৬ ॥

ন মৃগয়াভিরতির্ন দুরোদরং ন চ শশিপ্রতিমাভরণং মধু ।
তমুদয়ায় ন বা নবযৌবনা প্রিয়তমা যতমানমপাহরৎ ॥ ৭ ॥

ন কৃপণা প্রভবত্যপি বাসবে ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি ।
ন চ সপত্নজনেষ্বপি তেন বাগপরুষা পরুষাক্ষরমীরিতা ॥ ৮ ॥

উদয়মস্তময়ং চ রঘূদ্বহাদুভয়মানশিরে বসুধাধিপাঃ ।
স হি নিদেশমলঙ্ঘয়তামভূৎ সুহৃদয়োহৃদয়ঃ প্রতিগর্জতাম্ ॥ ৯ ॥

অজয়দেকরথেন স মেদিনীমুদধিনেমিমধিজ্যশরাসনঃ ।
জয়মঘোষয়দস্য তু কেবলং গজবতী জবতীব্রহয়া চমূঃ ॥ ১০ ॥

অবনিমেকরথেন বরূথিনা জি[illegible] কিল তস্য ধনুর্ভৃতঃ ।
বিজয়দুন্দুভিতাং যযুরর্ণবা ঘনরবা নরবাহনসম্পদঃ ॥ ১১ ॥

শমিতপক্ষবলঃ শতকোটিনা শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ ।
স শরবৃষ্টিমুচা ধনুষা দ্বিষাং স্বনবতা নবতামরসাননঃ ॥ ১২ ॥

চরণয়োর্নখরাগসমৃদ্ধিভির্মুকুটরত্নমরীচিভিরস্পৃশন্ ।
নৃপতয়ঃ শতশো মরুতো যথা শতমখং তমখণ্ডিতপৌরুষম্ ॥ ১৩

নিববৃতে স মহার্ণবরোধসঃ সচিবকারিতবালসুতাঞ্জলীন্ ।
সমনুকম্প্য সপত্নপরিগ্রহাননলকানলকানবমাং পুরীম্ ॥ ১৪ ॥

উপগতোঽপি চ মণ্ডলনাভিতামনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ ।
শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলামভূদনলসোঽনলসোমসমদ্যুতিঃ ॥ ১৫ ॥

ক্রতুষু তেন বিসর্জিতমৌলিনা ভুজসমাহৃতদিগ্‌বসুনা কৃতাঃ।
কনকযূপসমুচ্ছ্রয়শোভিনো বিতমসা তমসাসরযূতটাঃ॥ ১৬॥

অজিনদণ্ডভৃতং কুশমেখলাং যতগিরং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহাম্‌।
অধিবসংস্তনুমধ্বরদীক্ষিতামসমভাসমভাসয়দীশ্বরঃ॥ ১৭॥

অবভৃথপ্রয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সুরসমাজসমাক্রমণোচিতঃ।
নময়তি স্ম স কেবলমুন্নতং বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ॥ ১৮॥

তমপহায় ককুৎস্থকুলোদ্ভবং পুরুষমাত্মভবং চ পতিব্রতা।
নৃপতিমন্যমসেবত দেবতা সকমলা কমলাঘবমর্থিষু॥ ১৯॥

স কিল সংযুগমূর্ধ্নি সহায়তাং মঘবতঃ প্রতিপদ্য মহারথঃ।
স্বভুজবীর্যমগাপয়দুচ্ছ্রিতং সুরবধূরবধূতভয়াঃ শরৈঃ॥ ২০॥

অসকৃদেকরথেন তরস্বিনা হরিহয়াগ্রসরেণ ধনুর্ভৃতা।
দিনকরাভিমুখা রণরেণবো রুরুধিরে রুধিরেণ সুরদ্বিষাম্‌॥ ২১॥

তমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ শিখরিণামিব সাগরমাপগাঃ।
মগধকোসলকেকয়শাসিনাং দুহিতরোঽহিতরোপিতমার্গণম্‌॥ ২২॥

প্রিয়তমাভিরসৌ তিসৃভির্বভৌ তিসৃভিরেব ভুবং সহ শক্তিভিঃ।
উপগতো বিনিনীষুরিব প্রজা হরিহয়োঽরিহযোগবিচক্ষণঃ॥ ২৩॥

অথ সমাববৃতে কুসুমৈর্নবৈস্তমিব সেবিতুমেকনরাধিপম্‌।
যমকুবেরজলেশ্বরবজ্রিণাং সমধুরং মধুরঞ্চিতবিক্রমম্‌॥ ২৪॥

জিগমিষুর্ধনদাধ্যুষিতাং দিশং রথযুজা পরিবর্তিতবাহনঃ।
দিনমুখানি রবির্হিমনিগ্রহৈর্বিমলয়ন্‌ মলয়ং নগমত্যজৎ॥ ২৫॥

কুসুমজন্ম ততো নবপল্লবাস্তদনু ষট্‌পদকোকিলকূজিতম্‌।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্‌ মধুর্দ্রুমবতীমবতীর্য বনস্থলীম্‌॥ ২৬॥

উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।
প্রণয়িনীব নখক্ষতমণ্ডনং প্রমদয়া মদযাপিতলজ্জয়া॥ ২৭॥

ব্রণগুরুপ্রমদাধরদুঃসহং জঘননির্বিষয়ীকৃতমেখলম্‌।
ন খলু তাবদশেষমপোহিতুং রবিরলং বিরলং কৃতবান্‌ হিমম্‌॥ ২৮

অভিনয়ান্‌ পরিচেতুমিবোদ্যতা মলয়মারুতকম্পিতপল্লবা।
অমদয়ৎ সহকারলতা মনঃ সকলিকা কলিকামজিতামপি॥ ২৯॥

নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ ।
অভিযযুঃ সরসো মধুসম্ভৃতাং কমলিনীমলিনীরপতত্রিণঃ ॥ ৩০ ॥

কুসুমমেব ন কেবলমার্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্ ।
কিসলয়প্রসবোঽপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ ॥ ৩১ ॥

বিরচিতা মধুনো পবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ ॥ ৩২ ॥

সুবদনা বদনাসবসম্ভৃতস্তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ ।
মধুকরৈরকরোন্ মধুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়তপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ প্রবিরলা ইব মুগ্ধবধূকথাঃ ।
সুরভিগন্ধিষু শুশ্রুবিরে গিরঃ কুসুমিতাসু মিতা বনরাজিষু ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতিসুখভ্রমরস্বনগীতয়ঃ কুসুমকোমলদন্তরুচো বভুঃ ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

ললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং সুরভিগন্ধপরাজিতকেসরম্ ।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥

শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ স্ত্রিয় ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ ।
বিকচতামরসা গৃহদীর্ঘিকা মদকলোদকলোলবিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ ।
সদৃশমিষ্টসমাগমনির্বৃতিং বনিতয়ানিতয়া রজনীবধূঃ ॥ ৩৮ ॥

অপতুষারতয়া বিশদপ্রভৈঃ সুরতসঙ্গপরিশ্রমনোদিভিঃ ।
কুসুমচাপমতেজয়দংশুভির্হিমকরো মকরোর্জিতকেতনম্ ॥ ৩৯ ॥

হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং তদলকে দলকেসরপেশলম্ ॥ ৪০ ॥

অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ কুসুমপঙ্‌ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব ॥ ৪১ ॥

অমদয়ন্ মধুগন্ধসনাথয়া কিসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ ।
কুসুমসম্ভৃতয়া নবমল্লিকা স্মিতরুচা তরুচারুবিলাসিনী ॥ ৪২ ॥

অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ শ্রবণলব্ধপদৈশ্চ যবাঙ্কুরৈঃ ।
পরভৃতাবিরুতৈশ্চ বিলাসিনঃ স্মরবলৈরবলৈকরসাঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥

উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী ।
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ধ্বজপটং মদনস্য ধনুর্ভৃতশ্ছবিকরং মুখচূর্ণমৃতুশ্রিয়ঃ ।
কুসুমকেসররেণুমলিব্রজাঃ সপবনোপবনোত্থিতমন্বয়ুঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুভবন্নবদোলমৃতুৎসবং পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিঘৃক্ষয়া ।
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রহে ভুজলতাং জলতামবলাজনঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ যথাসুখমার্তবমুৎসবং সমনুভূয় বিলাসবতীসখঃ ।
নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং স মধুমন্মধুমন্মথসন্নিভঃ ॥ ৪৮ ॥

পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিতবোধনম্ ।
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাং চ করোত্যসৌ তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥ ৪৯ ॥

মৃগবনোপগমক্ষমবেষভৃদ্ বিপুলকণ্ঠনিষক্তশরাসনঃ ।
গগনমশ্বখুরোদ্ধতরেণুভির্নৃসবিতা স বিতানমিবাকরোৎ ॥ ৫০ ॥

গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ ।
তুরগবল্গনচঞ্চলকুণ্ডলো বিররুচে রুরুচেষ্টিতভূমিষু ॥ ৫১ ॥

তনুলতাবিনিবেশিতবিগ্রহা ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণবৃত্তয়ঃ ।
দদৃশুরধ্বনি তং বনদেবতাঃ সুনয়নং নয়নন্দিতকোসলম্ ॥ ৫২ ॥

শ্বগণিবাগুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং ব্যপগতানলদস্যু বিবেশ সঃ ।
স্থিরতুরঙ্গমভূমি নিপানবন্মৃগবয়োগবয়োপচিতং বনম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ নভস্য ইব ত্রিদশায়ুধং কনকপিঙ্গতড়িদ্গুণসংযুতম্ ।
ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে নরবরো রবরোষিতকেসরী ॥ ৫৪ ॥

তস্য স্তনপ্রণয়িভির্মুহুরেণশাবৈর্ব্যাহন্যমানহরিণীগমনং পুরস্তাৎ ।
আবির্বভূব কুশগর্ভমুখং মৃগাণাং যূথং তদগ্রসরগর্বিতকৃষ্ণসারম্ ॥ ৫৫ ॥

তৎ প্রার্থিতং জবনবাজিগতেন রাজ্ঞা তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণপঙ্‌ক্তি ।
শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈর্বাতেরিতোৎপলদলপ্রকরৈরিবার্দ্রৈঃ ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ্যীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্ ।
আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসংজহার ॥ ৫৭ ॥

তস্যাপরেষ্বপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ
কর্ণান্তমেত্য বিভিদে নিবিড়োঽপি মুষ্টিঃ।
ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ
প্রৌঢ়প্রিয়ানয়নবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥ ৫৮ ॥

উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যাৎ মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্।
জগ্রাহ স দ্রুতবরাহকুলস্য মার্গং সুব্যক্তমার্দ্রপদপঙ্‌ক্তিভিরায়তাভিঃ ॥ ৫৯ ॥

তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষদ্বিধ্যন্তমুদ্ধৃতসটাঃ প্রতিহন্তুমীষুঃ।
নাত্মানমস্য বিবিদুঃ সহসা বরাহা বৃক্ষেষু বিদ্ধমিষুভির্জঘনাশ্রয়েষু ॥ ৬০ ॥

তেনাভিঘাতরভসস্য বিকৃষ্য পত্রী বন্যস্য নেত্রবিবরে মহিষস্য মুক্তঃ।
নির্ভিদ্য বিগ্রহমশোণিতলিপ্তপুঙ্খস্তং পাতয়াং প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ ॥ ৬১ ॥

প্রায়ো বিষাণপরিমোক্ষলঘূত্তমাঙ্গান্ খড়্গাংশ্চকার নৃপতির্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ।
শৃঙ্গং স দৃপ্তবিনয়াধিকৃতঃ পরেষামত্যুচ্ছ্রিতং ন মমৃষে ন তু দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৬২ ॥

ব্যাঘ্রানভীরভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ ফুল্লাসনাগ্রবিটপানিব বায়ুরুগ্নান্।
শিক্ষাবিশেষলঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ তূণীচকার শরপূরিতবক্ত্ররন্ধ্রান্ ॥ ৬৩ ॥

নির্ঘাতোগ্রৈঃ কুঞ্জলীনান্ জিঘাংসুর্জ্যানির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস সিংহান্।
নূনং তেষামভ্যসূয়াপরোঽভূদ্বীর্যোদগ্রে রাজশব্দে মৃগেষু ॥ ৬৪ ॥

তান্ হত্বা গজকুলবদ্ধতীব্রবৈরান্ কাকুৎস্থঃ কুটিলনখাগ্রলগ্নমুক্তান্।
আত্মানং রণকৃতকর্মণাং গজানামানৃণ্যং গতমিব মার্গণৈরমংস্ত ॥ ৬৫ ॥

চমরান্ পরিতঃ প্রবর্তিতাশ্বঃ ক্বচিদাকর্ণবিকৃষ্টভল্লবর্ষী।
নৃপতীন্ ইব তান্ বিয়োজ্য সদ্যঃ সিতবালব্যজনৈর্জগাম শান্তিম্ ॥ ৬৬ ॥

অপি তুরগসমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং ন স রুচিরকলাপং বাণলক্ষ্যীচকার।
সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ ॥৬৭॥

তস্য কর্কশবিহারসম্ভবং স্বেদমাননবিলগ্নজালকম্।
আচচাম সতুষারশীকরো ভিন্নপল্লবপুটো বনানিলঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি বিস্মৃতান্যকরণীয়মাত্মনঃ সচিবাবলম্বিতধুরং ধরাধিপম্।
পরিবৃদ্ধরাগমনুবন্ধসেবয়া মৃগয়া জহার চতুরেব কামিনী ॥ ৬৯ ॥

স ললিতকুসুমপ্রবালশয্যাং জ্বলিতমহৌষধিদীপিকাসনাথাম্।
নরপতিরতিবাহয়াম্বভূব ক্বচিদসমেতপরিচ্ছদস্ত্রিযামাম্ ॥ ৭০ ॥

উষসি স গজযূথকর্ণতালৈঃ পটুপটহধ্বনিভির্বিনীতনিদ্রঃ।
অরমত মধুরাণি তত্র শৃণ্বন্ বিহগবিকূজিতবন্দিমঙ্গলানি ॥ ৭১ ॥

অথ জাতু রুরোগৃ্হীতবর্ত্মা বিপিনে পার্শ্বচরৈরলক্ষ্যমাণঃ।
শ্রমফেনমুচা তপস্বিগাঢ়াং তমসাং প্রাপ নদীং তুরঙ্গমেণ ॥ ৭২ ॥

কুম্ভপূরণভবঃ পটুরুচ্চৈরুচ্চচার নিনদোঽম্ভসি তস্যাঃ।
তত্র স দ্বিরদবৃংহিতশঙ্কী শব্দপাতিনমিষুং বিসসর্জ ॥ ৭৩ ॥

নৃপতেঃ প্রতিষিদ্ধমেব তৎ কৃতবান্ পঙ্‌ক্তিরথো বিলঙ্ঘ্য যৎ।
অপথে পদমর্পয়ন্তি হি শ্রুতবন্তোঽপি রজোনিমীলিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

হা তাতেতি ক্রন্দিতমাকর্ণ্য বিষণ্ণ
স্তস্যান্বিষ্যন্ বেতসগূঢ়ং প্রভবং সঃ।
শল্যপ্রোতং প্রেক্ষ্য সকুম্ভং মুনিপুত্রং
তাপাদন্তঃশল্য ইবাসীৎ ক্ষিতিপোঽপি ॥ ৭৫ ॥

তেনাবতীর্য তুরগাৎ প্রথিতান্বয়েন
পৃষ্টান্বয়ঃ স জলকুম্ভনিষণ্ণদেহঃ।
তস্মৈ দ্বিজেতরতপস্বিসুতং স্খলদ্ভি-
রাত্মানমক্ষরপদৈঃ কথয়াম্বভূব ॥ ৭৬ ॥

তচ্চোদিতশ্চ তমনুদ্ধৃতশল্যমেব
পিত্রোঃ সকাশমবসন্নদৃশোর্নিনায়।
তাভ্যাং তথাগতমুপেত্য তমেকপুত্র-
মজ্ঞানতঃ স্বচরিতং নৃপতিঃ শশংস ॥ ৭৭ ॥

তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ প্রহর্ত্রা
শল্যং নিখাতমুদহারয়তামুরস্তঃ।
সোঽভূৎ পরাসুরথ ভূমিপতিং শশাপ
হস্তার্পিতৈর্নয়নবারিভিরেব বৃদ্ধঃ ॥ ৭৮ ॥

দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকা-
দন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্।
আক্রান্তপূর্বমিব মুক্তবিষং ভুজঙ্গং
প্রোবাচ কোসলপতিঃ প্রথমাপরাদ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥

শাপোঽপ্যদৃষ্টতনয়াননপদ্মশোভে
সানুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাতিতোঽয়ম্।
কৃষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধো
বীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোতি ॥ ৮০ ॥

ইত্থংগতে গতঘৃণঃ কিময়ং বিধত্তাং
বধ্যস্তবেত্যভিহিতো বসুধাধিপেন।
এধান্ হুতাশনবতঃ স মুনির্যযাচে
পুত্রঃ পরাসুমনুগন্তুমনাঃ সদারঃ ॥ ৮১ ॥

প্রাপ্তানুগঃ সপদি শাসনমস্য রাজা
সম্পাদ্য পাতকবিলুপ্তধৃতির্নিবৃত্তঃ।
অন্তর্নিবিষ্টপদমাত্মবিনাশহেতুং
শাপং দধজ্জ্বলনমৌর্বমিবাম্বুরাশিঃ ॥ ৮২ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'দশরথমৃগয়া' নাম নবমঃ সর্গঃ ॥

দশমঃ সর্গঃ

পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ।
কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদাময়ুতং যযৌ ॥ ১ ॥

ন চোপলেভে পূর্বেষামৃণনির্মোক্ষসাধনম্।
সুতাভিধানং স জ্যোতিঃ সদ্যঃ শোকতমোঽপহম্ ॥ ২ ॥

অতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষসন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ।
প্রাঙ্মন্থাদনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তিরিবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥

ঋষ্যশৃঙ্গাদয়স্তস্য সন্তঃ সন্তানকাঙ্ক্ষিণঃ।
আরেভিরে জিতাত্মানঃ পুত্রীয়ামিষ্টিমৃত্বিজঃ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্।
অভিজগ্মুর্নিদাঘার্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঃ ॥ ৫ ॥

তে চ প্রাপুরুদন্বন্তং বুবুধে চাদিপূরুষঃ।
অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্যসিদ্ধের্হি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

ভোগিভোগাসনাসীনং দদৃশুস্তং দিবৌকসঃ।
তৎফণামণ্ডলোদর্চির্মণিদ্যোতিতবিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥

শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।
অঙ্কে নিক্ষিপ্তচরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে ॥ ৮ ॥

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভ-সুখ-দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

প্রভানুলিপ্তশ্রীবৎসং লক্ষ্মীবিভ্রমদর্পণম্ ।
কৌস্তুভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহতোরসা ॥ ১০ ॥

বাহুভির্বিটপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ ।
আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্ ॥ ১১ ॥

দৈত্যস্ত্রীগণ্ডলেখানাং মদরাগবিলোপিভিঃ ।
হেতিভিশ্চেতনাবদ্ভিরুদীরিতজয়স্বনম্ ॥ ১২ ॥

মুক্তশেষবিরোধেন কুলিশব্রণলক্ষ্মণা ।
উপস্থিতং প্রাঞ্জলিনা বিনীতেন গরুত্মতা ॥ ১৩ ॥

যোগনিদ্রান্তবিশদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ ।
ভৃগ্বাদীননুগৃহ্নন্তং সৌখশায়নিকানৃষীন্ ॥ ১৪ ॥

প্রণিপত্য সুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরদ্বিষাম্ ।
অথৈনং তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ১৫ ॥

নমো বিশ্বসৃজে পূর্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে ।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধাস্থিতাত্মনে ॥ ১৬ ॥

রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে ।
দেশে দেশে গুণেষ্বেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ ।
অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্ ॥ ১৮ ॥

হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনম্ ।
দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ ॥ ১৯ ॥

সর্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ ।
সর্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্বরূপভাক্ ॥ ২০ ॥

সপ্তসামোপগীতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্ ।
সপ্তার্চির্মুখমাচখ্যুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ ।
চতুর্বর্ণময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্বং চতুর্মুখাৎ ॥ ২২ ॥

অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ ।
জ্যোতির্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে ॥ ২৩ ॥

অজস্য গৃহ্ণতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব ॥ ২৪ ॥

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ।
পর্যাপ্তোঽসি প্রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন বর্তিতুম্ ॥ ২৫ ॥

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥ ২৬ ॥

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগানামভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদির্মহিমা তব।
আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা ॥ ২৮ ॥

কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিতফলাস্ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥

উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ।
স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে ॥ ৩০ ॥

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্মণোঃ ॥ ৩১ ॥

মহিমানং যদুৎকীর্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রসাদয়ামাসুস্তে সুরাস্তমধোক্ষজম্।
ভূতার্থব্যাহৃতিঃ সা হি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মৈ কুশলসংপ্রশ্নব্যঞ্জিতপ্রীতয়ে সুরাঃ।
ভয়মপ্রলয়োদ্বেলাদাচখ্যুর্নৈর্ঋতোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা।
স্বরেণোবাচ ভগবান্ পরিভূতার্ণবধ্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥

পুরাণস্য কবেস্তস্য বর্ণস্থানসমীরিতা।
বভূব কৃতসংস্কারা চরিতার্থৈব ভারতী ॥ ৩৬ ॥

বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোর্বদনোদ্গতা।
নির্যাতশেষা চরণাদ্ গঙ্গেবোর্ধ্বপ্রবর্তিনী ॥ ৩৭ ॥

জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভাবপরাক্রমৌ ।
অঙ্গিনাং তমসেবোভৌ গুণৌ প্রথমমধ্যমৌ ॥ ৩৮ ॥

বিদিতং তপ্যমানং চ তেন মে ভুবনত্রয়ম্ ।
অকামোপনতেনেব সাধোর্হৃদয়মেনসা ॥ ৩৯ ॥

কার্যেষু চৈককার্যত্বাদভ্যর্থোঽস্মি ন বজ্রিণা ।
স্বয়মেব হি বাতোঽগ্নেঃ সারথ্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০ ॥

স্বাসিধারাপরিহৃতঃ কামং চক্রস্য তেন মে ।
স্থাপিতো দশমো মূর্ধা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা ॥ ৪১ ॥

স্রষ্টুর্বরাতিসর্গাত্তু ময়া তস্য দুরাত্মনঃ ।
অত্যারূঢ়ং রিপোঃ সোঢ়ং চন্দনেনেব ভোগিনঃ ॥ ৪২ ॥

ধাতারং তপসা প্রীতং যযাচে স হি রাক্ষসঃ ।
দৈবাৎ সর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্যেষ্বাস্থাপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৩ ॥

সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্ ।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

অচিরাদ্ যজ্বভির্ভাগং কল্পিতং বিধিবৎ পুনঃ ।
মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্যধ্বে নিশাচরৈঃ ॥ ৪৫ ॥

বৈমানিকাঃ পুণ্যকৃতস্ত্যজন্তু মরুতাং পথি ।
পুষ্পকালোকসংক্ষোভং মেঘাবরণতৎপরাঃ ॥ ৪৬ ॥

মোক্ষ্যধ্বে স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধানদূষিতান্ ।
শাপযন্ত্রিতপৌলস্ত্যবলাৎকারকচগ্রহৈঃ ॥ ৪৭ ॥

রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ ।
অভিবৃষ্য মরুচ্ছস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে ॥ ৪৮ ॥

পুরুহূতপ্রভৃতয়ঃ সুরকার্যোদ্যতং সুরাঃ ।
অংশৈরনুযযুর্বিষ্ণুং পুষ্পৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ তস্য বিশাম্পত্যুরন্তে কাম্যস্য কর্মণঃ ।
পুরুষঃ প্রবভূবাগ্নের্বিস্ময়েন সহর্ত্বিজাম্ ॥ ৫০ ॥

হেমপাত্রগতং দোর্ভ্যামাদধানঃ পয়শ্চরুম্ ।
অনুপ্রবেশাদাদ্যস্য পুংসস্তেনাপি দুর্বহম্ ॥ ৫১ ॥

প্রাজাপত্যোপনীতং তদন্নং প্রত্যগ্রহীন্নৃপঃ।
বৃষেব পয়সাং সারমাবিষ্কৃতমুদন্বতা ॥ ৫২ ॥

অনেন কথিতা রাজ্ঞো গুণাস্তস্যান্যদুর্লভাঃ।
প্রসূতিং চকমে তস্মিংস্ত্রৈলোক্যপ্রভবোঽপি যৎ ॥ ৫৩ ॥

স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোর্বিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্চিতা তস্য কৌসল্যা প্রিয়া কেকয়বংশজা।
অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্ন্যৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ।
চরোরর্ধার্ধভাগাভ্যাং তামযোজয়তামুভে ॥ ৫৬ ॥

সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি।
ভ্রমরী বারণস্যেব মদনিস্যন্দরেখয়োঃ ॥ ৫৭ ॥

তাভির্গর্ভঃ প্রজাভূত্যৈ দধ্রে দেবাংশসম্ভবঃ।
সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরম্ময়ঃ ॥ ৫৮ ॥

সমমাপন্নসত্ত্বাস্তা রেজুরাপাণ্ডুরত্বিষঃ।
অন্তর্গতফলারম্ভাঃ শস্যানামিব সম্পদঃ ॥ ৫৯ ॥

গুপ্তং দদৃশুরাত্মানং সর্বাঃ স্বপ্নেষু বামনৈঃ।
জলজাসিগদাশার্ঙ্গচক্রলাঞ্ছিতমূর্তিভিঃ ॥ ৬০ ॥

হেমপক্ষপ্রভাজালং গগনে চ বিতন্বতা।
উহ্যন্তে স্ম সুপর্ণেন বেগাকৃষ্টপয়োমুচা ॥ ৬১ ॥

বিভ্রত্যা কৌস্তুভন্যাসং স্তনান্তরবিলম্বিনম্।
পর্যুপাস্যন্ত লক্ষ্ম্যা চ পদ্মব্যজনহস্তয়া ॥ ৬২ ॥

কৃতাভিষেকৈর্দিব্যায়াং ত্রিস্রোতসি চ সপ্তভিঃ।
ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপতস্থিরে ॥ ৬৩ ॥

তাভ্যস্তথাবিধান্ স্বপ্নাঞ্ছ্রুত্বা প্রীতো হি পার্থিবঃ।
মেনে পরার্ধ্যমাত্মানং গুরুত্বেন জগদ্গুরোঃ ॥ ৬৪ ॥

বিভক্তাত্মা বিভুস্তাসামেকঃ কুক্ষিষ্বনেকধা।
উবাস প্রতিমাচন্দ্রঃ প্রসন্নানামপামিব ॥ ৬৫ ॥

অথাগ্র্যমহিষী রাজ্ঞঃ প্রসূতিসময়ে সতী।
পুত্রং তমোপহং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ ॥ ৬৬ ॥

রাম ইত্যভিরামেণ বপুষা তস্য চোদিতঃ।
নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎপ্রথমমঙ্গলম্ ॥ ৬৭ ॥

রঘুবংশপ্রদীপেন তেনাপ্রতিমতেজসা।
রক্ষাগৃহগতা দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টা ইবাভবন্ ॥ ৬৮ ॥

শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা ॥ ৬৯ ॥

কৈকেয্যাস্তনয়ো জজ্ঞে ভরতো নাম শীলবান্।
জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয় ইব শ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥

সুতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রা সুষুবে যমৌ।
সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধবিনয়াবিব ॥ ৭১ ॥

নির্দোষমভবৎ সর্বমাবিষ্কৃতগুণং জগৎ।
অন্বগাদিব হি স্বর্গো গাং গতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

তস্যোদয়ে চতুর্মূর্তেঃ পৌলস্ত্যচকিতেশ্বরাঃ।
বিরজস্কৈর্নভস্বদ্ভির্দিশ উচ্ছ্বসিতা ইব ॥ ৭৩ ॥

কৃশানুরপধূমত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ প্রভাকরঃ।
রক্ষোবিপ্রকৃতাবাস্তামপবিদ্ধশুচাবিব ॥ ৭৪ ॥

দশাননকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ।
মণিব্যাজেন পর্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৭৫ ॥

পুত্রজন্মপ্রবেশ্যানাং তূর্যাণাং তস্য পুত্রিণঃ।
আরম্ভং প্রথমং চক্রুর্দেবদুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬ ॥

সন্তানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী।
সম্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥

কুমারাঃ কৃতসংস্কারাস্তে ধাত্রীস্তন্যপায়িনঃ।
আনন্দেনাগ্রজেনেব সমং ববৃধিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥

স্বাভাবিকং বিনীতত্বং তেষাং বিনয়কর্মণা।
মুমূর্ছ সহজং তেজো হবিষেব হবির্ভুজাম্ ॥ ৭৯ ॥

পরম্পরাবিরুদ্ধাস্তে তদ্রঘোরনঘং কুলম্ ।
অলমুদ্যোতয়ামাসুর্দেবারণ্যমিবর্তবঃ ॥ ৮০ ॥

সমানেঽপি হি সৌভ্রাত্রে যথোভৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবতুঃ ॥ ৮১ ॥

তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন ।
যথা বায়ুবিভাবস্বোর্যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ ॥ ৮২ ॥

তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসা প্রশ্রয়েণ চ ।
মনো জহ্রুর্নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব ॥ ৮৩ ॥

স চতুর্ধা বভৌ ব্যস্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতেঃ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণামবতার ইবাঙ্গবান্ ॥ ৮৪ ॥

গুণৈরারাধয়ামাসুস্তে গুরুং গুরুবৎসলাঃ ।
তমেব চতুরস্তেশং রত্নৈরিব মহার্ণবাঃ ॥ ৮৫ ॥

সুরগজ ইব দন্তৈর্ভগ্নদৈত্যাসিধারৈ-
র্নয় ইব পণবন্ধব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ ।
হরিরিব যুগদীর্ঘৈর্দোর্ভিরংশৈস্তদীয়ৈঃ
পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাশে চতুর্ভিঃ ॥ ৮৬ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'রামাবতারো' নাম দশমঃ সর্গঃ ॥

একাদশঃ সর্গঃ

কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে ।
কাকপক্ষধরমেত্য যাচিতস্তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

কৃচ্ছ্রলব্ধমপি লব্ধবর্ণভাক্ তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষ্মণম্ ।
অপ্যসুপ্রণয়িনাং রঘোঃ কুলে ন ব্যহন্যত কদাচিদর্থিতা ॥ ২ ॥

যাবদাদিশতি পার্থিবস্তয়োর্নির্গমায় পুরমার্গসংস্ক্রিয়াম্ ।
তাবদাশু বিদধে মরুৎসখৈঃ সা সপুষ্পজলবর্ষিভির্ঘনৈঃ ॥ ৩ ॥

তৌ নিদেশকরণোদ্যতৌ পিতুর্ধন্বিনৌ চরণয়োর্নিপেততুঃ ।
ভূপতেরপি তয়োঃ প্রবৎস্যতোর্নম্রয়োরুপরি বাষ্পবিন্দবঃ ॥ ৪ ॥

তৌ পিতুর্নয়নজেন বারিণা কিঞ্চিদুক্ষিতশিখণ্ডকাবুভৌ ।
ধন্বিনৌ তমৃষিমন্বগচ্ছতাং পৌরদৃষ্টিকৃতমার্গতোরণৌ ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণানুচরমেব রাঘবং নেতুমৈচ্ছদৃষিরিত্যসৌ নৃপঃ ।
আশিষং প্রযুযুজে ন বাহিনীং সা হি রক্ষণবিধৌ তয়োঃ ক্ষমা ॥ ৬ ॥

মাতৃবর্গচরণস্পৃশৌ মুনেস্তৌ প্রপদ্য পদবীং মহৌজসঃ ।
রেজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব ॥ ৭ ॥

বীচিলোলভুজয়োর্গতং শৈশবাচ্চপলমপ্যশোভত ।
তোয়দাগম ইবোদ্ধ্যভিদ্যয়োর্নামধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতো বিদ্যয়োঃ পথি মুনিপ্রদিষ্টয়োঃ ।
মম্লতুর্ন মণিকুট্টিমোচিতৌ মাতৃপার্শ্বপরিবর্তিনাবিব ॥ ৯ ॥

পূর্ববৃত্তকথিতৈঃ পুরাবিদঃ সানুজঃ পিতৃসখস্য রাঘবঃ ।
উহ্যমান ইব বাহনোচিতঃ পাদচারমপি ন ব্যভাবয়ৎ ॥ ১০ ॥

তৌ সরাংসি রসবদ্ভিরম্বুভিঃ কূজিতৈঃ শ্রুতিসুখৈঃ পতত্রিণঃ ।
বায়বঃ সুরভিপুষ্পরেণুভিশ্ছায়য়া চ জলদাঃ সিষেবিরে ॥ ১১ ॥

নাম্ভসাং কমলশোভিনাং তথা শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাম্ ।
দর্শনেন লঘুনা যথা তয়োঃ প্রীতিমাপুরুভয়োস্তপস্বিনঃ ॥ ১২ ॥

স্থাণুদগ্ধবপুষস্তপোবনং প্রাপ্য দাশরথিরাত্তকার্মুকঃ ।
বিগ্রহেণ মদনস্য চারুণা সোঽভবৎ প্রতিনিধির্ন কর্মণা ॥ ১৩ ॥

তৌ সুকেতুসুতয়া খিলীকৃতে কৌশিকাদ্বিদিতশাপয়া পথি ।
নিন্যতুঃ স্থলনিবেশিতাটনী লীলয়ৈব ধনুষী অধিজ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

জ্যানিনাদমথ গৃহ্ণতী তয়োঃ প্রাদুরাস বহুলক্ষপাছবিঃ ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ ১৫ ॥

তীব্রবেগধুতমার্গবৃক্ষয়া প্রেতচীবরবসা স্বনোগ্রয়া ।
অভ্যভাবি ভরতাগ্রজস্তয়া বাত্যয়েব পিতৃকাননোত্থয়া ॥ ১৬ ॥

উদ্যতৈকভুজযষ্টিমায়তীং শ্রোণিলম্বি পুরুষান্ত্রমেখলাম্ ।
তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥

যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে তাড়কোরসি স রামসায়কঃ ।
অপ্রবিষ্টবিষয়স্য রক্ষসাং দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ ॥ ১৮ ॥

বাণভিন্নহৃদয়া নিপেতুষী সা স্বকাননমভুবং ন কেবলাম্ ।
বিষ্টপত্রয়পরাজয়স্থিরাং রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥

রামমন্মথশরেণ তাড়িতা দুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী।
গন্ধবদ্রুধিরচন্দনোক্ষিতা জীবিতেশবসতিং জগাম সা ॥ ২০ ॥

নৈঋর্তঘ্নমথ মন্ত্রবন্মুনেঃ প্রাপদস্ত্রমবদানতোষিতাৎ।
জ্যোতিরিন্ধননিপাতি ভাস্করাৎ সূর্যকান্ত ইব তাড়কান্তকঃ ॥ ২১ ॥

বামনাশ্রমপদং ততঃ পরং পাবনং শ্রুতমৃষেরুপেয়িবান্।
উন্মনাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতান্যস্মরন্নপি বভুব রাঘবঃ ॥ ২২ ॥

আসসাদ মুনিরাত্মনস্ততঃ শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণম্।
বদ্ধপল্লবপুটাঞ্জলিদ্রুমং দর্শনোন্মুখমৃগং তপোবনম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র দীক্ষিতমৃষিং ররক্ষতুর্বিঘ্নতো দশরথাত্মজৌ শরৈঃ।
লোকমন্ধতমসাৎ ক্রমোদিতৌ রশ্মিভিঃ শশিদিবাকরাবিব ॥ ২৪ ॥

বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্।
সম্ভ্রমোঽভবদপোঢ়কর্মণামৃত্বিজাং চ্যুতবিকঙ্কতস্রুচাম্ ॥ ২৫ ॥

উন্মুখঃ সপদি লক্ষ্মণাগ্রজো বাণমাশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্।
রক্ষসাং বলমপশ্যদম্বরে গৃধ্রপক্ষপবনেরিতধ্বজম্ ॥ ২৬ ॥

তত্র যাবধিপতী মখদ্বিষাং তৌ শরব্যমকরোৎ স নেতরান্।
কিং মহোরগবিসর্পিবিক্রমো রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ততে ॥ ২৭ ॥

সোঽস্ত্রমুগ্রজবমস্ত্রকোবিদঃ সন্দধে ধনুষি বায়ুদৈবতম্।
তেন শৈলগুরুমপ্যপাতয়ৎ পাণ্ডুপত্রমিব তাড়কাসুতম্ ॥ ২৮ ॥

যঃ সুবাহুরিতি রাক্ষসোঽপরস্তত্র তত্র বিসসর্প মায়য়া।
তং ক্ষুরপ্রশকলীকৃতং কৃতী পত্রিণাং ব্যভজদাশ্রমাদ্বহিঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যপাস্তমখবিঘ্নয়োস্তয়োঃ সাংযুগীনমভিনন্দ্য বিক্রমম্।
ঋত্বিজঃ কুলপতের্যথাক্রমং বাগ্যতস্য নিরবর্তয়ন্ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥

তৌ প্রণামচলকাকপক্ষকৌ ভ্রাতরাববভৃথাপ্লুতো মুনিঃ।
আশিষামনুপদং সমস্পৃশদ্দর্ভপাটিততলেন পাণিনা ॥ ৩১ ॥

তং ন্যমন্ত্রয়ত সম্ভৃতক্রতুর্মৈথিলঃ স মিথিলাং ব্রজন্ বশী।
রাঘবাবপি নিনায় বিভ্রতৌ তদ্ধনুঃশ্রবণজং কুতূহলম্ ॥ ৩২ ॥

তৈঃ শিবেষু বসতির্গতাধ্বভিঃ সায়মাশ্রমতরুষ্বগৃহ্যত।
যেষু দীর্ঘতপসঃ পরিগ্রহো বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

প্রত্যপদ্যত চিরায় যৎ পুনশ্চারু গৌতমবধূ শিলাময়ী ।
স্বং বপুঃ স কিল কিল্বিষচ্ছিদাং রামপাদরজসামনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

রাঘবান্বিতমুপস্থিতং মুনিং তং নিশম্য জনকো জনেশ্বরঃ ।
অর্থকামসহিতং সপর্যয়া দেহবদ্ধমিব ধর্মমভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥

তৌ বিদেহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ ।
মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পক্ষপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ ॥ ৩৬ ॥

যূপবত্যবসিতে ক্রিয়াবিধৌ কালবিৎ কুশিকবংশবর্ধনঃ ।
রামমিষ্বসনদর্শনোৎসুকং মৈথিলায় কথয়াম্বভুব সঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্য বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ পার্থিবঃ প্রথিতবংশজন্মনঃ ।
স্বং বিচিন্ত্য চ ধনুর্দুরানমং পীড়িতো দুহিতৃশুল্কসংস্থয়া ॥ ৩৮ ॥

অব্রবীচ্চ ভগবন্ ! মতঙ্গজৈর্যদ্ বৃহদ্ভিরপি কর্ম দুষ্করম্ ।
তত্র নাহমনুমন্তুমুৎসহে মোঘবৃত্তি কলভস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৩৯ ॥

হ্রেপিতা হি বহবো নরেশ্বরাস্তেন তাত ধনুষা ধনুর্ভৃতঃ ।
জ্যানিঘাতকঠিনত্বচো ভুজান্ স্বান্ বিধূয় ধিগিতি প্রতস্থিরে ॥ ৪০ ॥

প্রত্যুবাচ তমৃষির্নিশম্যতাং সারতোঽয়মথবা গিরা কৃতম্ ।
চাপ এব ভবতো ভবিষ্যতি ব্যক্তশক্তিরশনির্গিরাবিব ॥ ৪১ ॥

এবমাপ্তবচনাৎ স পৌরুষং কাকপক্ষকধরেঽপি রাঘবে ।
শ্রদ্দধে ত্রিদশগোপমাত্রকে দাহশক্তিমিব কৃষ্ণবর্ত্মনি ॥ ৪২ ॥

ব্যাদিদেশ গণশোঽথ পার্শ্বগান্ কার্মুকাভিহরণায় মৈথিলঃ ।
তৈজসস্য ধনুষঃ প্রবৃত্তয়ে তোয়দানিব সহস্রলোচনঃ ॥ ৪৩ ॥

তৎ প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং বীক্ষ্য দাশরথিরাদদে ধনুঃ ।
বিদ্রুতক্রতু-মৃগানুসারিণং যেন বাণমসৃজৎ বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৪ ॥

আততজ্যমকরোৎ স সংসদা বিস্ময়স্তিমিতনেত্রমীক্ষিতঃ ।
শৈলসারমপি নাতিযত্নতঃ পুষ্পচাপমিব পেশলং স্মরঃ ॥ ৪৫ ॥

ভজ্যমানমতিমাত্রকর্ষণাৎ তেন বজ্রপরুষস্বনং ধনুঃ ।
ভার্গবায় দৃঢ়মন্যবে পুনঃ ক্ষত্রমুদ্যতমিব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টসারমথ রুদ্রকার্মুকে বীর্যশুল্কমভিনন্দ্য মৈথিলঃ ।
রাঘবায় তনয়ামযোনিজাং রূপিণীং শ্রিয়মিব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

মৈথিলঃ সপদি সত্যসঙ্গরো রাঘবায় তনয়ামযোনিজাম্ ।
সন্নিধৌ দ্যুতিমতস্তপোনিধেরগ্নিসাক্ষিক ইবাতিসৃষ্টবান্ ॥ ৪৮ ॥

প্রাহিণোচ্চ মহিতং মহাদ্যুতিঃ কোসলাধিপতয়ে পুরোধসম্ ।
ভৃত্যভাবিদুহিতুঃ পরিগ্রহাদ্ দিশ্যতাং কুলমিদং নিমেরিতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বিয়েষ সদৃশীং স চ স্নুষাং প্রাপ চৈনমনুকূলবাগ্ দ্বিজঃ ।
সদ্য এব সুকৃতাং হি পচ্যতে কল্পবৃক্ষফলধর্মি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ৫০ ॥

তস্য কল্পিতপুরস্ক্রিয়া শুশ্রুবান্ বচনমগ্রজন্মনঃ ।
উচ্চচাল বলভিৎসখো বশী সৈন্যরেণুমুষিতার্কদীধিতিঃ ॥ ৫১ ॥

আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবনপাদপাং বলৈঃ ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্ ॥ ৫২ ॥

তৌ সমেত্য সময়ে স্থিতাবুভৌ ভূপতিবরুণবাসবোপমৌ ।
কন্যকাতনয়কৌতুকক্রিয়াং স্বপ্রভাবসদৃশীং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ॥

পার্থিবীমুদবহদ্রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্মিলাম্ ।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধ্বজসুতে সুমধ্যমে ॥ ৫৪ ॥

তে চতুর্থসহিতাস্ত্রয়ো বভুঃ সূনবো নববধূপরিগ্রহাঃ ।
সামদানবিধিভেদবিগ্রহাঃ সিদ্ধিমন্ত ইব তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৫ ॥

তা নরাধিপসুতা নৃপাত্মজৈস্তে চ তাভিরগমন্ কৃতার্থতাম্ ।
সোঽভবদ্বরবধূসমাগমঃ প্রত্যয়প্রকৃতিযোগসন্নিভঃ ॥ ৫৬ ॥

এবমাত্তরতিরাত্মসম্ভবাংস্তান্নিবেশ্য চতুরোঽপি তত্র সঃ ।
অধ্বসু ত্রিষু বিসৃষ্টমৈথিলঃ স্বাং পুরীং দশরথো ন্যবর্তত ॥ ৫৭ ॥

তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগা বর্ত্মসু ধ্বজতরুপ্রমাথিনঃ ।
চিক্লিশুর্ভৃশতয়া বরূথিনীমুত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্ ॥ ৫৮ ॥

লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বদ্ধভীমপরিবেষমণ্ডলঃ ।
বৈনতেয়শমিতস্য ভোগিনো ভোগবেষ্টিত ইব চ্যুতো মণিঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্যেনপক্ষপরিধূসরালকাঃ সান্ধ্যমেঘরুধিরার্দ্রবাসসঃ ।
অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো নো বভুবুরবলোকনক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥

ভাস্করশ্চ দিশমধ্যুবাস যাং তাং শ্রিতাঃ প্রতিভয়ং ববাশিরে ।
ক্ষত্রশোণিতপিতৃক্রিয়োচিতং চোদয়ন্ত্য ইব ভার্গবং শিবাঃ ॥ ৬১ ॥

তং প্রতীপপবনাদিবৈকৃতং প্রেক্ষ্য শান্তিমধিকৃত্য কৃত্যবিৎ।
অন্বযুঙ্‌ক্ত গুরুমীশ্বরঃ ক্ষিতেঃ স্বস্তমিত্যলঘয়ং স তদ্ব্যথাম্‌ ॥ ৬২ ॥

তেজসঃ সপদি রাশিরুত্থিতঃ প্রাদুরাস কিল বাহিনীমুখে।
যঃ প্রমৃজ্য নয়নানি সৈনিকৈর্লক্ষণীয়পুরুষাকৃতিশ্চিরাৎ ॥ ৬৩ ॥

পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং মাতৃকং চ ধনুরূর্জিতং দধৎ।
যঃ স-সোম ইব ঘর্মদীধিতিঃ সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ ॥ ৬৪ ॥

যেন রোষপরুষাত্মনঃ পিতুঃ শাসনে স্থিতিভিদোঽপি তস্থুষা।
বেপমানজননীশিরশ্ছিদা প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী ॥ ৬৫ ॥

অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ দক্ষিণশ্রবণসংস্থিতেন যঃ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতের্ব্যাজপূর্বগণনামিবোদ্বহন্‌ ॥ ৬৬ ॥

তং পিতুর্বধভবেন মন্যুনা রাজবংশনিধনায় দীক্ষিতম্‌।
বালসূনুরবলোক্য ভার্গবং স্বাং দশাং চ বিষসাদ পার্থিবঃ ॥ ৬৭ ॥

নাম রাম ইতি তুল্যমাত্মজে বর্তমানমহিতে চ দারুণে।
হৃদ্যমস্য ভয়দায়ি চাভবদ্রত্নজাতমিব হারসর্পয়োঃ ॥ ৬৮ ॥

অর্ঘ্যমর্ঘ্যমিতিবাদিনং নৃপং সোঽনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজো যতঃ।
ক্ষত্রকোপদহনার্চিষং ততঃ সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্‌ ॥ ৬৯ ॥

তেন কার্মুকনিষক্তমুষ্টিনা রাঘবো বিগতভীঃ পুরোগতঃ।
অঙ্গুলীবিবরচারিণং শরং কুর্বতা নিজগদে যুযুৎসুনা ॥ ৭০ ॥

ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ।
সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাদ্‌ রোষিতোঽস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ ॥ ৭১ ॥

মৈথিলস্য ধনুরন্যপার্থিবৈস্ত্বং কিলানমিতপূর্বমক্ষণোঃ।
তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে বীর্যশৃঙ্গমিব ভগ্নমাত্মনঃ ॥ ৭২ ॥

অন্যদা জগতি রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চরিত এব মামগাৎ।
ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি ব্যস্তবৃত্তিরুদয়োন্মুখে ত্বয়ি ॥ ৭৩ ॥

বিভ্রতোঽস্ত্রমচলেঽপ্যকুণ্ঠিতং দ্বৌ রিপূ মম মতৌ সমাগসৌ।
ধেনুবৎসহরণাচ্চ হৈহয়স্ত্বং চ কীর্তিমপহর্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭৪ ॥

ক্ষত্রিয়ান্তকরণোঽপি বিক্রমস্তেন মামবতি নাজিতে ত্বয়ি।
পাবকস্য মহিমা স গণ্যতে কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেঽপি যঃ ॥ ৭৫ ॥

বিভ্রি চাত্মবলমোজসা হরেরৈশ্বরং ধনুরভাজি যত্বয়া ।
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্ ॥ ৭৬ ॥

তন্মদীয়মিদমায়ুধং জ্যয়া সঙ্গময্য সশরং বিকৃষ্যতাম্ ।
তিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহং তুল্যবাহুতরসা জিতস্ত্বয়া ॥ ৭৭ ॥

কাতরোঽসি যদি বোদ্গতার্চিষা তর্জিতঃ পরশুধারয়া মম ।
জ্যানিঘাতকঠিনাঙ্গুলির্বৃথা বধ্যতামভয়যাচনাঞ্জলিঃ ॥ ৭৮ ॥

এবমুক্তবতি ভীমদর্শনে ভার্গবে স্মিতবিকম্পিতাধরঃ ।
তদ্ধনুর্গ্রহণমেব রাঘবঃ প্রত্যপদ্যত সমর্থমুত্তরম্ ॥ ৭৯ ॥

পূর্বজন্মধনুষা সমাগতঃ সোঽতিমাত্রলঘুদর্শনোঽভবৎ ।
কেবলোঽপি সুভগো নবাম্বুদঃ কিং পুনস্ত্রিদশচাপলাঞ্ছিতঃ ॥ ৮০ ॥

তেন ভূমিনিহিতৈককোটি তৎ কার্মুকং চ বলিনাধিরোপিতম্ ।
নিষ্প্রভশ্চ রিপুরাস ভূভৃতাং ধূমশেষ ইব ধূমকেতনঃ ॥ ৮১ ॥

তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ বর্ধমানপরিহীনতেজসৌ ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে পার্বণৌ শশিদিবাকরাবিব ॥ ৮২ ॥

তং কৃপামৃদুরবেক্ষ্য ভার্গবং রাঘবঃ স্খলিতবীর্যমাত্মনি ।
স্বং চ সংহিতমমোঘমাশুগং ব্যাজহার হরসূনুসন্নিভঃ ॥ ৮৩ ॥

ন প্রহর্তুমলমস্মি নির্দয়ং বিপ্র ইত্যভিভবত্যপি ত্বয়ি ।
শংস কিং গতিমনেন পত্রিণা হন্মি লোকমুত তে মখার্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥

প্রত্যুবাচ তমৃষির্ন তত্ত্বতস্ত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাতনম্ ।
গাং গতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং কোপিতো হ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা ॥ ৮৫ ॥

ভস্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ পাত্রসাচ্চ বসুধাং সসাগরাম্ ।
আহিতো জয়বিপর্যয়োঽপি মে শ্লাঘ্য এব পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া ॥ ৮৬ ॥

তদ্গতিং মতিমতাং বরেপ্সিতাং পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে ।
পীড়য়িষ্যতি ন মাং খিলীকৃতা স্বর্গপদ্ধতিরভোগলোলুপম্ ॥ ৮৭ ॥

প্রত্যপদ্যত তথেতি রাঘবঃ প্রাঙ্মুখশ্চ বিসসর্জ সায়কম্ ।
ভার্গবস্য সুকৃতোঽপি সোঽভবৎ স্বর্গমার্গপরিঘো দুরত্যয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

রাঘবোঽপি চরণৌ তপোনিধেঃ ক্ষম্যতামিতি বদন্ সমস্পৃশৎ ।
নির্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্তয়ে ॥ ৮৯ ॥

রাজসত্ত্বমবধূয় মাতৃকং পিত্র্যমস্মি গমিতঃ শমং যদা ।
নন্বনিন্দিতফলো মম ত্বয়া নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ ৯০ ॥

সাধয়াম্যহমবিঘ্নমস্তু তে দেবকার্যমুপপাদয়িষ্যতঃ ।
ঊচিবানিতি বচঃ সলক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজমৃষিস্তিরোদধে ॥ ৯১ ।

তস্মিন্ গতে বিজয়িনং পরিরভ্য রামং
স্নেহাদমন্যত পিতা পুনরেব জাতম্ ।
তস্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষলাভঃ
কক্ষাগ্নিলঙ্ঘিততরোরিব বৃষ্টিপাতঃ ॥ ৯২ ॥

অথ পথি গময়িত্বা ক্লৃপ্তরম্যোপকার্যে
কতিচিদবনিপালঃ শর্বরীঃ শর্বকল্পঃ ।
পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং
কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্ ॥ ৯৩ ॥

॥ শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'ভার্গববিজয়ো' নামৈকাদশঃ সর্গঃ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

নির্বিষ্টবিষয়স্নেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্ ।
আসীদাসন্ননির্বাণঃ প্রদীপার্চিরিবোষসি ॥ ১ ॥

তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি ॥
কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা ॥ ২ ॥

সা পৌরান্ পৌরকান্তস্য রামস্যাভ্যুদয়শ্রুতিঃ ।
প্রত্যেকং হ্লাদয়াঞ্চক্রে কুল্যেবোদ্যানপাদপান্ ॥ ৩ ॥

তস্যাভিষেকসম্ভারং কল্পিতং ক্রূরনিশ্চয়া ।
দূষয়ামাস কৈকেয়ী শোকোষ্ণৈঃ পার্থিবাশ্রুভিঃ ॥ ৪ ॥

সা কিলাশ্বাসিতা চণ্ডী ভর্ত্রা তৎসংশ্রুতৌ বরৌ ।
উদ্ববামেন্দ্রসিক্তা ভূর্বিলমগ্নাবিবোরগৌ ॥ ৫ ॥

তয়োশ্চতুর্দশৈকেন রামং প্রাব্রাজয়ৎ সমাঃ ।
দ্বিতীয়েন সুতস্যৈচ্ছদ্ বৈধব্যৈকফলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

পিত্রা দত্তাং রুদন্ রামঃ প্রাঙ্মহীং প্রত্যপদ্যত ।
পশ্চাদ্ বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোঽগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥

দধতো মঙ্গলক্ষৌমে বসানস্য চ বল্কলে।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তস্য মুখরাগং সমং জনাঃ ॥ ৮ ॥

স সীতালক্ষ্মণসখঃ সত্যাদ্ গুরুমলোপয়ন্ ।
বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকং চ সতাং মনঃ ॥ ৯ ॥

রাজাঽপি তদ্বিয়োগার্তঃ স্মৃত্বা শাপং স্বকর্মজম্ ।
শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভমমন্যত ॥ ১০ ॥

বিপ্রোষিতকুমারং তদ্রাজ্যমস্তমিতেশ্বরম্ ।
রন্ধ্রান্বেষণদক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥

অথানাথাঃ প্রকৃতয়ো মাতৃবন্ধুনিবাসিনম্ ।
মৌলৈরানায়য়ামাসুর্ভরতং স্তম্ভিতাশ্রুভিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রুত্বা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ ।
মাতুর্ন কেবলং স্বস্যাঃ শ্রিয়োঽপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৩ ॥

সসৈন্যশ্চান্বগাদ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়ৈঃ ।
তস্য পশ্যন্ সসৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিদ্রুমান্ ॥ ১৪ ॥

চিত্রকূটবনস্থং চ কথিতস্বর্গতির্গুরোঃ ।
লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্টসম্পদা ॥ ১৫ ॥

স হি প্রথমজে তস্মিন্নকৃতশ্রীপরিগ্রহে ।
পরিবেত্তারমাত্মানং মেনে স্বীকরণাদ্ভুবঃ ॥ ১৬ ॥

তমশক্যমপাক্রষ্টুং নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ ।
যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্তুং রাজ্যাধিদেবতে ॥ ১৭ ॥

স বিসৃষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাত্রা নৈবাবিশৎ পুরীম্ ।
নন্দিগ্রামগতস্তস্য রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্ ॥ ১৮ ॥

দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখঃ ।
মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ ॥ ১৯ ॥

রামোঽপি সহ বৈদেহ্যা বনে বন্যেন বর্তয়ন্ ।
চচার সানুজঃ শান্তো বৃদ্ধেক্ষ্বাকুব্রতং যুবা ॥ ২০ ॥

প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্ ।
কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ ॥ ২১ ॥

ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্ ॥ ২২ ॥

তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ।
ভ্রান্তশ্চ মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ ॥ ২৩ ॥

রামস্ত্বাসন্নদেশত্বাদ্ ভরতাগমনং পুনঃ।
আশঙ্ক্যোৎসুকসারঙ্গাং চিত্রকূটস্থলীং জহৌ ॥ ২৪ ॥

প্রযযাবাতিথেয়েষু বসন্ ঋষিকুলেষু সঃ।
দক্ষিণাং দিশমৃক্ষেষু বার্ষিকেষ্বিব ভাস্করঃ ॥ ২৫ ॥

বভৌ তমনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সুতা।
প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেয্যা লক্ষ্মীরিব গুণোন্মুখী ॥ ২৬ ॥

অনুসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্।
সা চকারাঙ্গরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতষট্পদম্ ॥ ২৭ ॥

সন্ধ্যাভ্রকপিশস্তস্য বিরাধো নাম রাক্ষসঃ।
অতিষ্ঠন্ মার্গমাবৃত্য রামস্যেন্দোরিব গ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

স জহার তয়োর্মধ্যে মৈথিলীং লোকশোষণঃ।
নভোনভস্যয়োর্বৃষ্টিমবগ্রহ ইবান্তরে ॥ ২৯ ॥

তং বিনিষ্পিষ্য কাকুৎস্থৌ পুরা দূষয়তি স্থলীম্।
গন্ধেনাশুচিনা চেতি বসুধায়াং নিচখ্নতুঃ ॥ ৩০ ॥

পঞ্চবট্যাং ততো রামঃ শাসনাৎ কুম্ভজন্মনঃ।
অনপোঢ়স্থিতিস্তস্থৌ বিন্ধ্যাদ্রিঃ প্রকৃতাবিব ॥ ৩১ ॥

রাবণাবরজা তত্র রাঘবং মদনাতুরা।
অভিপেদে নিদাঘার্তা ব্যালীব মলয়দ্রুমম্ ॥ ৩২ ॥

সা সীতাসন্নিধাবেব তং বব্রে কথিতান্বয়া।
অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ ॥ ৩৩ ॥

কলত্রবানহং বালে কনীয়াংসং ভজস্ব মে।
ইতি রামো বৃষস্যন্তীং বৃষস্কন্ধঃ শশাস তাম্ ॥ ৩৪ ॥

জ্যেষ্ঠাভিগমনাৎ পূর্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা।
সাভূদ্রামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কূলভাক্ ॥ ৩৫ ॥

সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাম্ ।
নিবাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ ॥ ৩৬ ॥

ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাম্ ।
মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং ভর্তুরঙ্কে নিবিশতীং ভয়াৎ ।
রূপং সূর্পণখা নাম্নঃ সদৃশং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৮ ॥

লক্ষ্মণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনীম্ ।
শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাদ্ বুবুধে বিকৃতেতি তাম্ ॥ ৩৯ ॥

পর্ণশালামথ ক্ষিপ্রং বিকৃষ্টাসিঃ প্রবিশ্য সঃ ।
বৈরূপ্যপৌনরুক্ত্যেন ভীষণাং তামযোজয়ৎ ॥ ৪০ ॥

সা বক্রনখধারিণ্যা বেণুকর্কশপর্বয়া ।
অঙ্কুশাকারয়াঙ্গুল্যা তাবতর্জয়দম্বরে ॥ ৪১ ॥

প্রাপ্য চাশু জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধম্ ।
রামোপক্রমমাচখ্যৌ রক্ষঃপরিভবং নবম্ ॥ ৪২ ॥

মুখাবয়বলূনাং তাং নৈর্ঋতা যৎ পুরো দধুঃ ।
রামাভিযায়িনাং তেষাং তদেবাভূদমঙ্গলম্ ॥ ৪৩ ॥

উদায়ুধানাপততস্তান্ দৃপ্তান্ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।
নিদধে বিজয়াশংসাং চাপে সীতাং চ লক্ষ্মণে ॥ ৪৪ ॥

একো দাশরথিঃ কামং যাতুধানাঃ সহস্রশঃ ।
তে তু যাবন্ত এবাজৌ তাবাংশ্চ দদৃশে স তৈঃ ॥ ৪৫ ॥

অসজ্জনেন কাকুৎস্থঃ প্রযুক্তমথ দূষণম্ ।
ন চক্ষমে শুভাচারঃ স দূষণমিবাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

তং শরৈঃ প্রতিজগ্রাহ খরত্রিশিরসৌ চ সঃ ।
ক্রমশস্তে পুনস্তস্য চাপাৎ সমমিবোদ্যযুঃ ॥ ৪৭ ॥

তৈস্ত্রয়াণাং শিতৈর্বাণৈর্যথাপূর্ববিশুদ্ধিভিঃ ।
আয়ুর্দেহাতিগৈঃ পীতং রুধিরং তু পতত্রিভিঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্ রামশরোৎকৃত্তে বলে মহতি রক্ষসাম্ ।
উত্থিতং দদৃশেঽন্যচ্চ কবন্ধেভ্যো ন কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥

সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্ ।
অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী ॥ ৫০ ॥

রাঘবাস্ত্রবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতি রক্ষসাম্ ।
তেষাং সূর্পণখৈবৈকো দুষ্প্রবৃত্তিহরাঽভবৎ ॥ ৫১ ॥

নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ ।
রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশসু মূর্ধসু ॥ ৫২ ॥

রক্ষসা মৃগরূপেণ বঞ্চয়িত্বা স রাঘবৌ ।
জহার সীতাং পক্ষীন্দ্রপ্রয়াসক্ষণবিঘ্নিতঃ ॥ ৫৩ ॥

তৌ সীতান্বেষিণৌ গৃধ্রং লূনপক্ষমপশ্যতাম্ ।
প্রাণৈর্দশরথপ্রীতেরনৃণং কণ্ঠবর্তিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

স রাবণহৃতাং তাভ্যাং বচসাচষ্ট মৈথিলীম্ ।
আত্মনঃ সুমহৎ কর্ম ব্রণৈরাবেদ্য সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

তয়োস্তস্মিন্নবীভূতপিতৃব্যাপত্তিশোকয়োঃ ।
পিতরীবাগ্নিসংস্কারাৎ পরা ববৃতিরে ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

বধনির্ধূতশাপস্য কবন্ধস্যোপদেশতঃ ।
মুমূর্ছ সখ্যং রামস্য সমানব্যসনে হরৌ ॥ ৫৭ ॥

স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরকাঙ্ক্ষিতে ।
ধাতোঃ স্থান ইবাদেশং সুগ্রীবং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমন্বেষ্টুং ভর্তৃচোদিতাঃ ।
কপয়শ্চেরুরার্তস্য রামস্যেব মনোরথাঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং তস্যাঃ সম্পাতিদর্শনাৎ ।
মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্মমঃ ॥ ৬০ ॥

দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা ।
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ ॥ ৬১ ॥

তস্যৈ ভর্তুরভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়ং দদৌ কপিঃ ।
প্রত্যুদ্গতামিবানুষ্ণৈস্তদানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ৬২ ॥

নির্বাপ্য প্রিয়সন্দেশৈঃ সীতামক্ষবধোদ্যতঃ ।
স দদাহ পুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রত্যভিজ্ঞানরত্নং চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী।
হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্যা ইব মূর্তিমৎ ॥ ৬৪ ॥

স প্রাপ হৃদয়ন্যস্তমণিস্পর্শনিমীলিতঃ।
অপয়োধরসংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গননির্বৃতিম্ ॥ ৬৫ ॥

শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ।
মহার্ণবপরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্ ॥ ৬৬ ॥

স প্রতস্থেঽরিনাশায় হরিসৈন্যৈরনুদ্রুতঃ।
ন কেবলং ভুবঃ পৃষ্ঠে ব্যোম্নি সম্বাধবর্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

নিবিষ্টমুদধেঃ কূলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ।
স্নেহাদ্রাক্ষসলক্ষ্ম্যেব বুদ্ধিমাবিশ্য চোদিতঃ ॥ ৬৮ ॥

তস্মৈ নিশাচরৈশ্বর্যং প্রতিশুশ্রাব রাঘবঃ।
কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবঙ্গৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৭০ ॥

তেনোত্তীর্য পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ।
দ্বিতীয়ং হেমপ্রাকারং কুর্বদ্ভিরিব বানরৈঃ ॥ ৭১ ॥

রণঃ প্রববৃতে তত্র ভীমঃ প্লবগরক্ষসাম্।
দিগ্বিজৃম্ভিতকাকুৎস্থপৌলস্ত্যজয়ঘোষণঃ ॥ ৭২ ॥

পাদপাবিদ্ধপরিঘঃ শিলানিষ্পিষ্টমুদ্গরঃ।
অতিশস্ত্রনখন্যাসঃ শৈলরুগ্নমতঙ্গজঃ ॥ ৭৩ ॥

অথ রামশিরশ্ছেদদর্শনোদ্ভ্রান্তচেতনাম্।
সীতাং মায়েতি শংসন্তী ত্রিজটা সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

কামং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজহৌ শুচম্।
প্রাঙ্মত্বা সত্যমস্যান্তং জীবিতাস্মীতি লজ্জিতা ॥ ৭৫ ॥

গরুড়াপাতবিশ্লিষ্টমেঘনাদাস্ত্রবন্ধনঃ।
দাশরথ্যোঃ ক্ষণক্লেশঃ স্বপ্নবৃত্ত ইবাভবৎ ॥ ৭৬ ॥

ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লক্ষ্মণম্।
রামস্ত্বনাহতোঽপ্যাসীদ্বিদীর্ণহৃদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ ॥

স মারুতিসমানীতমহৌষধিহতব্যথঃ।
লঙ্কাস্ত্রীণাং পুনশ্চক্রে বিলাপাচার্যকং শরৈঃ ॥ ৭৮ ॥

স নাদং মেঘনাদস্য ধনুশ্চেন্দ্রায়ুধপ্রভম্।
মেঘস্যেব শরৎকালো ন কিঞ্চিৎ পর্যশেষয়ৎ ॥ ৭৯ ॥

কুম্ভকর্ণঃ কপীন্দ্রেণ তুল্যাবস্থঃ স্বসুঃ কৃতঃ।
রুরোধ রামং শৃঙ্গীব টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ ॥ ৮০ ॥

অকালে বোধিতো ভ্রাত্রা প্রিয়স্বপ্নো বৃথা ভবান্।
রামেষুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥

ইতরাণ্যপি রক্ষাংসি পেতুর্বানরকোটিষু।
রজাংসি সমরোত্থানি তচ্ছোণিতনদীষ্বিব ॥ ৮২ ॥

নির্যযাবথ পৌলস্ত্যঃ পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ।
অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ ॥ ৮৩ ॥

রামং পদাতিমালোক্য লঙ্কেশং চ বরূথিনম্।
হরিযুগ্যং রথং তস্মৈ প্রজিঘায় পুরন্দরঃ ॥ ৮৪ ॥

তমাধূতধ্বজপটং ব্যোমগঙ্গোর্মিবায়ুভিঃ।
দেবসূতভুজালম্বী জৈত্রমধ্যাস্ত রাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥

মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদম্।
যত্রোৎপলদলক্লৈব্যমস্ত্রাণ্যাপুঃ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৮৬ ॥

অন্যোন্যদর্শনপ্রাপ্ত-বিক্রমাবসরং চিরাৎ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবৎ ॥ ৮৭ ॥

ভুজমূর্ধোরুবাহুল্যাদেকোঽপি ধনদানুজঃ।
দদৃশে হ্যযথাপূর্বো মাতৃবংশ ইব স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥

জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চিতেশ্বরম্।
রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত ॥ ৮৯ ॥

তস্য স্ফুরতি পৌলস্ত্যঃ সীতাসঙ্গমশংসিনি।
নিচখানাধিকক্রোধঃ শরং সব্যেতরে ভুজে ॥ ৯০ ॥

রাবণস্যাপি রামাস্তো ভিত্ত্বা হৃদয়মাশুগঃ।
বিবেশ ভুবমাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্ ॥ ৯১ ॥

বচসৈব তয়োর্বাক্যমস্ত্রমস্ত্রেণ নিঘ্নতোঃ।
অন্যোন্যজয়সংরম্ভো ববৃধে বাদিনোরিব ॥ ৯২ ॥

বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যাভূদ্‌দ্বয়োরপি।
জয়শ্রীরন্তরা বেদির্মত্তবারণয়োরিব ॥ ৯৩ ॥

কৃতপ্রতিকৃতপ্রীতৈস্তয়োর্মুক্তাং সুরাসুরৈঃ।
পরস্পরশরব্রাতাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ন সেহিরে ॥ ৯৪ ॥

অয়ঃশঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে।
হৃতাং বৈবস্বতস্যেব কূটশাল্মলিমক্ষিপৎ ॥ ৯৫ ॥

রাঘবো রথমপ্রাপ্তাং তামাশাং চ সুরদ্বিষাম্।
অর্ধচন্দ্রমুখৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলীসুখম্ ॥ ৯৬ ॥

অমোঘং সন্দধে চাস্মৈ ধনুষ্যেকধনুর্ধরঃ।
ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রিয়াশোকশল্যনিষ্কর্ষণৌষধম্ ॥ ৯৭ ॥

তদ্‌ ব্যোম্নি শতধা ভিন্নং দদৃশে দীপ্তিমন্মুখম্।
বপুর্মহোরগস্যেব করালফণমণ্ডলম্ ॥ ৯৮ ॥

তেন মন্ত্রপ্রযুক্তেন নিমেষার্ধাদপাতয়ৎ।
স রাবণশিরঃপঙ্‌ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাম্ ॥ ৯৯ ॥

বালার্কপ্রতিমেবাপ্সু বীচিভিন্না পতিষ্যতঃ।
ররাজ রক্ষঃকায়স্য কণ্ঠচ্ছেদপরম্পরা ॥ ১০০ ॥

মরুতাং পশ্যতাং তস্য শিরাংসি পতিতান্যপি।
মনো নাতিবিশশ্বাস পুনঃসন্ধানশঙ্কিনাম্ ॥ ১০১ ॥

অথ মদগুরুপক্ষৈর্লোকপালদ্বিপানা-
মনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীর্বিহায়।
উপনতমণিবন্ধে মূর্ধ্নি পৌলস্ত্যশত্রোঃ
সুরভি সুরবিমুক্তং পুষ্পবর্ষং পপাত ॥ ১০২ ॥

যন্তা হরেঃ সপদি সংহৃতকার্মুকজ্যা-
মাপৃচ্ছ্য রাঘবমনুষ্ঠিতদেবকার্যম্।
নামাঙ্করাবণশরাঙ্কিতকেতুযষ্টি-
মূর্ধ্বংরথং হরিসহস্রযুজং নিনায় ॥ ১০৩ ॥

রঘুপতিরপি জাতবেদোবিশুদ্ধাং প্রগৃহ্য প্রিয়াম্
প্রিয়সুহৃদি বিভীষণে সঙ্গময্য শ্রিয়ং বৈরিণঃ।
রবিসুতসহিতেন তেনানুযাতঃ সসৌমিত্রিণা
ভুজবিজিতবিমানরত্নাধিরূঢ়ঃ প্রতস্থে পুরীম্ ॥ ১০৪ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'রাবণবধো' নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

বৈদেহি ! পশ্যা মলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥ ২ ॥

গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্বীমবদারয়দ্ভিঃ পূর্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্ধিতো নঃ ॥ ৩ ॥

গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাদ্ বিবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।
অবিন্ধনং বহ্নিমসৌ বিভর্তি প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন ॥ ৪ ॥

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ॥ ৫ ॥

নাভিপ্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন সংস্তূয়মানঃ প্রথমেন ধাত্রা।
অমুং যুগান্তোচিতযোগনিদ্রঃ সংহৃত্য লোকান্ পুরুষোঽধিশেতে ॥ ৬ ॥

পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্তগন্ধাঃ শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ।
নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো ধর্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥ ৭ ॥

রসাতলাদাদিভবেন পুংসা ভুবঃ প্রযুক্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ।
অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয়প্রবৃদ্ধং মুহূর্তবক্ত্রাভরণং বভুব ॥ ৮ ॥

মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধূঃ ॥ ৯ ॥

সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥ ১০ ॥

মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভির্ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্ ॥ ১১ ॥

বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্মিবিস্ফূর্জথুনির্বিশেষাঃ ।
সূর্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ ॥ ১২ ॥

তবাধরস্পর্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্যস্তমেতৎ সহসোর্মিবেগাৎ ।
ঊর্ধ্বাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্ ॥ ১৩ ॥

প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্তবেগাদ্ ভ্রমতা ঘনেন ।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা ।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৫ ॥

বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি ।
মামক্ষমং মণ্ডনকালহানের্বেত্তীব বিম্বাধরবদ্ধতৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তিপর্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ ।
প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমানবেগাৎ কুলং ফলাবর্জিতপূগমালম্ ॥ ১৭ ॥

কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু ! পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি ! দৃষ্টিপাতম্ ।
এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ ॥ ১৮ ॥

ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ প্রবর্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥ ১৯ ॥

অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপ-দানগন্ধিস্ত্রিমার্গগা-বীচিবিমর্দ-শীতঃ ।
আকাশবায়ুর্দিনযৌবনোত্থানাচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে ॥ ২০ ॥

করেণ বাতায়নলম্বিতেন স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি ! কুতূহলিন্যা ।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে ॥ ২১ ॥

অমী জনস্থানমপোঢ়বিঘ্নং মত্বা সমারব্ধনবোটজানি ।
অধ্যাসতে চীরভৃতো যথাস্বং চিরোজ্ঝিতান্যাশ্রমমণ্ডলানি ॥ ২২ ॥

সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্ ।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বং রক্ষসা ভীরু ! যতোঽপনীতা তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে ।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবত্যঃ শাখাভিরাবর্জিতপল্লবাভিঃ ॥ ২৪ ॥

মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্ মাম্ ।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যামুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি ॥ ২৫ ॥

এতদ্ গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্ ।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ ত্বদ্বিপ্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥

গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং কাদম্বমর্ধোদ্গতকেসরঞ্চ ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে ॥ ২৭ ॥

পূর্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র কম্পোত্তরং ভীরু ! তবোপগূঢ়ম্ ।
গুহাবিসারীণ্যতিবাহিতানি ময়া কথঞ্চিদ্ ঘনগর্জিতানি ॥ ২৮ ॥

আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাম্মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ ॥ ২৯ ॥

উপান্তবানীরবনোপগূঢ়ান্যালক্ষ্যপারিপ্লবসারসানি ।
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥ ৩০ ॥

অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেসরাণি ।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে ! সস্পৃহমীক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥

ইমাং তটাশোকলতাং চ তন্বীং স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রাম্ ।
ত্বৎপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ ॥ ৩২ ॥

অমূর্বিমানান্তরলম্বিনীনাং শ্রুত্বা স্বনং কাঞ্চনকিঙ্কিণীনাম্ ।
প্রত্যুদ্‌ব্রজন্তীব খমুৎপতন্ত্যো গোদাবরীসারসপঙ্‌ক্তয়স্ত্বাম্ ॥ ৩৩ ॥

এষা ত্বয়া পেশলমধ্যয়াপি ঘটাম্বুসংবর্ধিতবালচূতা ।
আনন্দয়ত্যুন্মুখকৃষ্ণসারা দৃষ্টা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥ ৩৪ ॥

অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্তস্তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ ।
রহস্ত্বদুৎসঙ্গনিষণ্ণমূর্ধা স্মরামি বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ ॥ ৩৫ ॥

ভ্রূভেদমাত্রেণ পদান্ মঘোনঃ প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার ।
তস্যাবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধিহেতোর্ভৌমো মুনেঃ স্থানপরিগ্রহোঽয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

ত্রেতাগ্নিধূমাগ্রমনিন্দ্যকীর্তেস্তস্যেদমাক্রান্তবিমানমার্গম্ ।
ঘ্রাত্বা হবির্গন্ধি রজোবিমুক্তঃ সমশ্নুতে মে লঘিমানমাত্মা ॥ ৩৭ ॥

এতন্মুনের্মানিনি ! শাতকর্ণেঃ পঞ্চাপ্সরো নাম বিহারবারি ।
আভাতি পর্যন্তবনং বিদূরান্মেঘান্তরালক্ষ্যমিবেন্দুবিম্বম্ ॥ ৩৮ ॥

পুরা স দর্ভাঙ্কুরমাত্রবৃত্তিশ্চরন্ মৃগৈঃ সার্ধমৃষির্মঘোনা ।
সমাধিভীতেন কিলোপনীতঃ পঞ্চাপ্সরোযৌবনকূটবন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥

তস্যায়মন্তর্হিতসৌধভাজঃ প্রসক্তসঙ্গীতমৃদঙ্গঘোষঃ।
বিয়দ্গতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি ॥ ৪০ ॥

হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ।
অসৌ তপস্যত্যপরস্তপস্বী নাম্না সুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ ॥ ৪১ ॥

অমুং সহাসপ্রহিতেক্ষণানি ব্যাজার্ধসন্দর্শিতমেখলানি।
নালং বিকর্তুং জনিতেন্দ্রশঙ্কং সুরাঙ্গনাবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥ ৪২ ॥

এষোঽক্ষমালাবলয়ং মৃগাণাং কণ্ডুয়িতারং কুশসূচিলাবম্।
সভাজনে মে ভুজমূর্ধ্ববাহুঃ সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙ্ক্তে ॥ ৪৩ ॥

বাচংযমত্বাৎ প্রণতিং মমৈষ কম্পেন কিঞ্চিৎ প্রতিগৃহ্য মূর্ধ্নঃ।
দৃষ্টিং বিমানব্যবধানমুক্তাং পুনঃ সহস্রার্চিষি সন্নিধত্তে ॥ ৪৪ ॥

অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গনাম্নস্তপোবনং পাবনমাহিতাগ্নেঃ।
চিরায় সন্তর্প্য সমিদ্ভিরগ্নিং যো মন্ত্রপূতাং তনুমপ্যহৌষীৎ ॥ ৪৫ ॥

ছায়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু ভূয়িষ্ঠসম্ভাব্যফলেষ্বমীষু।
তস্যাতিথীনামধুনা সপর্যা স্থিতা সুপুত্রেষ্বিব পাদপেষু ॥ ৪৬ ॥

ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি! চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ ॥ ৪৭ ॥

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ ॥ ৪৮ ॥

অয়ং সুজাতোঽনুগিরং তমালঃ প্রবালমাদায় সুগন্ধি যস্য।
যবাঙ্কুরাপাণ্ডুকপোলশোভী ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতস্তে ॥ ৪৯ ॥

অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্বমপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধিবৃক্ষম্।
বনং তপঃসাধনমেতদত্রেরাবিষ্কৃতোদগ্রতরপ্রভাবম্ ॥ ৫০ ॥

অত্রাভিষেকায় তপোধনানাং সপ্তর্ষিহস্তোদ্ধৃতহেমপদ্মাম্।
প্রবর্তয়ামাস কিলানুসূয়া ত্রিস্রোতসং ত্র্যম্বকমৌলিমালাম্ ॥ ৫১ ॥

বীরাসনৈর্ধ্যানজুষামৃষীণামমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ।
নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি যোগাধিরূঢা ইব শাখিনোঽপি ॥ ৫২ ॥

ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি ॥ ৫৩ ॥

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥ ৫৪ ॥

ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব ॥ ৫৫ ॥

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা ॥ ৫৬ ॥

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥ ৫৭ ॥

সমুদ্রপত্ন্যোর্জলসন্নিপাতে পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥

পুরং নিষাদাধিপতেরিদং তদ্ যস্মিন্ ময়া মৌলিমণিং বিহায়।
জটাসু বদ্ধাস্বরুদৎ সুমন্ত্রঃ কৈকেয়ি! কামাঃ ফলিতাস্তবেতি ॥ ৫৯ ॥

পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং নির্বিষ্টহেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ।
ব্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

জলানি যা তীরনিখাতযূপা বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্।
তুরঙ্গমেধাবভৃথাবতীর্ণৈরিক্ষ্বাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥ ৬১ ॥

যাং সৈকতোৎসঙ্গসুখোচিতানাং প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্ধিতানাম্।
সামান্যধাত্রীমিব মানসং মে সম্ভাবয়ত্যুত্তরকোসলানাম্ ॥ ৬২ ॥

সেয়ং মদীয়া জননীব তেন মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং তরঙ্গহস্তৈরুপগূহতীব ॥ ৬৩ ॥

বিরক্তসন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাদ্ যতো রজঃ পার্থিবমুজ্জিহীতে।
শঙ্কে হনূমৎকথিতপ্রবৃত্তিঃ প্রত্যুদ্‌গতো মাং ভরতঃ সসৈন্যঃ ॥ ৬৪ ॥

অদ্ধা শ্রিয়ং পালিতসঙ্গরায় প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্ সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে ॥ ৬৫ ॥

অসৌ পুরস্কৃত্য গুরুং পদাতিঃ পশ্চাদবস্থাপিতবাহিনীকঃ।
বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহ চীরবাসা মামর্ঘ্যপাণির্ভরতোঽভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥

পিত্রা বিসৃষ্টাং মদপেক্ষয়া যঃ শ্রিয়ং যুবাপ্যঙ্কগতামভোক্তা।
ইয়ন্তি বর্ষাণি তয়া সহোগ্রমভ্যস্যতীব ব্রতমাসিধারম্ ॥ ৬৭ ॥

এতাবদুক্তবতি দাশরথৌ তদীয়ামিচ্ছাং বিমানমধিদেবতয়া বিদিত্বা।
জ্যোতিষ্পথাদবততার সবিস্ময়াভিরুদ্বীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতানুগাভিঃ ॥ ৬৮ ॥

তস্মাৎ পুরঃসরবিভীষণদর্শিতেন সেবাবিচক্ষণহরীশ্বরদত্তহস্তঃ।
যানাদবাতরদদূরমহীতলেন মার্গেণ ভঙ্গিরচিতস্ফটিকেন রামঃ ॥ ৬৯ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশগুরবে প্রযতঃ প্রণম্য স ভ্রাতরং ভরতমর্ঘ্যপরিগ্রহান্তে।
পর্যশ্রুরস্বজত মূর্ধনি চোপজঘ্রৌ তদ্ভক্ত্যপোঢ়পিতৃরাজ্যমহাভিষেকে ॥ ৭০ ॥

শ্মশ্রুপ্রবৃদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়াংশ্চ প্লক্ষান্ প্ররোহজটিলানিব মন্ত্রিবৃদ্ধান্।
অন্বগ্রহীৎ প্রণমতঃ শুভদৃষ্টিপাতৈর্বার্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা ॥ ৭১ ॥

দুর্জাতবন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃপ্রহর্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে ॥ ৭২ ॥

সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণব্রণকর্কশেন ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥ ৭৩ ॥

রামাজ্ঞয়া হরিচমূপতয়স্তদানীং কৃত্বা মনুষ্যবপুরারুরুহুর্গজেন্দ্রান্।
তেষু ক্ষরৎসু বহুধা মদবারিধারাঃ শৈলাধিরোহণসুখান্যুপলেভিরে তে ॥ ৭৪ ॥

সানুপ্লবঃ প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাং ভেজে রথান্ দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ।
মায়াবিকল্পরচিতৈরপি যে তদীয়ৈর্ন স্যন্দনৈস্তুলিতকৃত্রিমভক্তিশোভাঃ ॥ ৭৫ ॥

ভূয়স্ততো রঘুপতির্বিলসৎপতাকমধ্যাস্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্।
দোষাতনং বুধবৃহস্পতিযোগদৃশ্যস্তারাপতিস্তরলবিদ্যুদিবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৭৬ ॥

তত্রেশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোর্বীং বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দোঃ।
রামেণ মৈথিলসুতাং দশকণ্ঠকৃচ্ছ্রাৎ প্রত্যুদ্ধৃতাং ধৃতিমতীং ভরতো ববন্দে ॥ ৭৭ ॥

লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গদৃঢ়ব্রতং তদ্ বন্দ্যং যুগং চরণয়োর্জনকাত্মজায়াঃ।
জ্যেষ্ঠানুবৃত্তিজটিলং চ শিরোঽস্য সাধোরন্যোন্যপাবনমভূদুভয়ং সমেত্য ॥ ৭৮ ॥

ক্রোশার্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
শত্রুঘ্নপ্রতিবিহিতোপকার্যমার্যঃ সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস ॥ ৭৯ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'দণ্ডকাপ্রত্যাগমনো' নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ

ভর্তুঃ প্রণাশাদথ শোচনীয়ং দশান্তরং তত্র সমং প্রপন্নে ।
অপশ্যতাং দাশরথী জনন্যো ছেদাদিবোপঘ্নতরোর্ব্রতত্যৌ ॥ ১ ॥

উভাবুভাভ্যাং প্রণতৌ হতারী যথাক্রমং বিক্রমশোভিনৌ তৌ ।
বিস্পষ্টমস্রান্ধতয়া ন দৃষ্টৌ জ্ঞাতৌ সুতস্পর্শসুখোপলম্ভাৎ ॥ ২ ॥

আনন্দজঃ শোকজমশ্রু বাষ্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ ।
গঙ্গাসরয্বোর্জলমুষ্ণতপ্তং হিমাদ্রিনিস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ ॥ ৩ ॥

তে পুত্রয়োর্নৈর্ঋতশস্ত্রমার্গানার্দ্রানিবাঙ্গে সদয়ং স্পৃশন্ত্যৌ ।
অপীপ্সিতং ক্ষত্রকুলাঙ্গনানাং ন বীরসূশব্দমকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥

ক্লেশাবহা ভর্তুরলক্ষণাহং সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী ।
স্বর্গপ্রতিষ্ঠস্য গুরোর্মহিষ্যাবভক্তিভেদেন বধূর্ববন্দে ॥ ৫ ॥

উত্তিষ্ঠ বৎসে ! ননু সানুজোহসৌ বৃত্তেন ভর্তা শুচিনা তবৈব ।
কৃচ্ছ্রং মহত্তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হাং তামূচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা ॥ ৬ ॥

অথাভিষেকং রঘুবংশকেতোঃ প্রারব্ধমানন্দজলৈর্জনন্যোঃ ।
নিবর্তয়ামাসুরমাত্যবৃদ্ধাস্তীর্থাহৃতৈঃ কাঞ্চনকুম্ভতোয়ৈঃ ॥ ৭ ॥

সরিৎসমুদ্রান্ সরসীশ্চ গত্বা রক্ষঃকপীন্দ্রৈরুপপাদিতানি ।
তস্যাপতন্ মূর্ধ্নি জলানি জিষ্ণোর্বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ ॥ ৮ ॥

তপস্বিবেষক্রিয়য়াপি তাবদ্ যঃ প্রেক্ষণীয়ঃ সুতরাং বভূব ।
রাজেন্দ্রনেপথ্যবিধানশোভা তস্যোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা ॥ ৯ ॥

স মৌলরক্ষোহরিভিঃ সসৈন্যস্তূর্যস্বনানন্দিতপৌরবর্গঃ ।
বিবেশ সৌধোদ্‌গতলাজবর্ষামুত্তোরণামন্বয়রাজধানীম্ ॥ ১০ ॥

সৌমিত্রিণা সাবরজেন মন্দমাধূতবালব্যজনো রথস্থঃ ।
ধৃতাতপত্রো ভরতেন সাক্ষাদুপায়সংঘাত ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ১১ ॥

প্রাসাদকালাগুরুধূমরাজিস্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না ।
বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে ॥ ১২ ॥

শ্বশ্রূজনানুষ্ঠিতচারুবেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্ ।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবন্ধৈঃ সাকেতনার্যোহঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১৩ ॥

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমানুসৃয়ং সা বিভ্রতী শাশ্বতমঙ্গরাগম্ ।
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স্বপুর্যৈ সন্দর্শিতা বহ্নিগতেব ভর্ত্রা ॥ ১৪ ॥

বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি বিশ্রাণ্য সৌহার্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ ।
বাষ্পায়মাণো বলিমন্নিকেতমালেখ্যশেষস্য পিতুর্বিবেশ ॥ ১৫ ॥

কৃতাঞ্জলিস্তত্র যদম্ব সত্যান্নাভ্রশ্যত স্বর্গফলাদ্ গুরুর্নঃ ।
তচ্চিন্ত্যমানং সুকৃতং তবেতি জহার লজ্জাং ভরতস্য মাতুঃ ॥ ১৬ ॥

তথৈব সুগ্রীববিভীষণাদীন্ উপাচরৎ কৃত্রিমসংবিধাভিঃ ।
সঙ্কল্পমাত্রোদিতসিদ্ধয়স্তে ক্রান্তা যথা চেতসি বিস্ময়েন ॥ ১৭ ॥

সভাজনায়োপগতান্ স দিব্যান্ মুনীন্ পুরস্কৃত্য হতস্য শত্রোঃ ।
শুশ্রাব তেভ্যঃ প্রভবাদি বৃত্তং স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্ ॥ ১৮ ॥

প্রতিপ্রয়াতেষু তপোধনেষু সুখাদবিজ্ঞাতগতার্ধমাসান্ ।
সীতাস্বহস্তোপহৃতাগ্র্যপূজান্ রক্ষঃকপীন্দ্রান্ বিসসর্জ রামঃ ॥ ১৯ ॥

তচ্চাত্মচিন্তাসুলভং বিমানং হৃতং সুরারেঃ সহ জীবিতেন ।
কৈলাসনাথোদ্বহনায় ভূয়ঃ পুষ্পং দিবঃ পুষ্পকমন্বমংস্ত ॥ ২০ ॥

পিতুর্নিয়োগাদ্ বনবাসমেবং নিস্তীর্য রামঃ প্রতিপন্নরাজ্যঃ ।
ধর্মার্থকামেষু সমাং প্রপেদে যথা তথেবাবরজেষু বৃত্তিম্ ॥ ২১ ॥

সর্বাসু মাতৃষ্বপি বৎসলত্বাৎ স নির্বিশেষপ্রতিপত্তিরাসীৎ ।
ষড়াননাপীতপয়োধরাসু নেতা চমূনামিব কৃত্তিকাসু ॥ ২২ ॥

তেনার্থবাল্লোভপরাঙ্মুখেন তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্ ।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনেব শোকাপনুদেন পুত্রী ॥ ২৩ ॥

স পৌরকার্যাণি সমীক্ষ্য কালে রেমে বিদেহাধিপতের্দুহিত্রা ।
উপস্থিতশ্চারু বপুস্তদীয়ং কৃত্বোপভোগোৎসুকয়েব লক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥

তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু ।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্ ॥ ২৫ ॥

অথাধিকস্নিগ্ধবিলোচনেন মুখেন সীতা শরপাণ্ডুরেণ ।
আনন্দয়িত্রী পরিণেতুরাসীদনক্ষরব্যঞ্জিতদোহদেন ॥ ২৬ ॥

তামঙ্কমারোপ্য কৃশাঙ্গযষ্টিং বর্ণান্তরাক্রান্তপয়োধরাগ্রাম্ ।
বিলজ্জমানাং রহসি প্রতীতঃ পপ্রচ্ছ রামাং রমণোঽভিলাষম্ ॥ ২৭ ॥

সা দষ্টনীবারবলীনি হিংস্রৈঃ সংবন্ধবৈখানসকন্যাকানি।
ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুং ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥ ২৮ ॥

তস্যৈ প্রতিশ্রুত্য রঘুপ্রবীরস্তদীপ্সিতং পার্শ্বচরানুযাতঃ ॥
আলোকয়িষ্যন্ মুদিতামযোধ্যাং প্রাসাদমভ্রংলিহমারুরোহ ॥ ২৯ ॥

ঋদ্ধাপণং রাজপথং স পশ্যন্ বিগাহ্যমানাং সরযূং চ নৌভিঃ।
বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানি পৌরৈঃ পুরোপকণ্ঠোপবনানি রেমে ॥ ৩০ ॥

স কিংবদন্তীং বদতাং পুরোগঃ স্ববৃত্তমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধবৃত্তঃ।
সর্পাধিরাজোরুভুজোঽপসর্পং পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতারিভদ্রঃ ॥ ৩১ ॥

নির্বন্ধপৃষ্টঃ স জগাদ সর্বং স্তুবন্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ম্।
অন্যত্র রক্ষোভবনোষিতায়াঃ পরিগ্রহান্মানবদেব! দেব্যাঃ ॥ ৩২ ॥

কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্তিবিপর্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে ॥ ৩৩ ॥

কিমাত্মনির্বাদকথামুপেক্ষে জায়ামদোষামুত সন্ত্যজামি।
ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিক্লবত্বাদাসীৎ স দোলাচল-চিত্ত-বৃত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥

নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তি বাচ্যং ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

স সন্নিপাত্যাবরজান্ হতৌজাস্তদ্বিক্রিয়াদর্শনলুপ্তহর্ষান্।
কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য ॥ ৩৭ ॥

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তমপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্বমবর্ণমীশ আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তাবুপস্থিতায়ামপি নির্ব্যপেক্ষঃ।
ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব ॥ ৩৯ ॥

অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥ ৪০ ॥

রক্ষোবধান্তো ন চ মে প্রয়াসো ব্যর্থঃ স বৈরপ্রতিমোচনায়।
অমর্ষণঃ শোণিতকাঙ্ক্ষয়া কিং পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ ॥ ৪১ ॥

তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্ন মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ ।
যদ্যর্থিতা নির্হৃতবাচ্যশল্যান্ প্রাণান্ ময়া ধারয়িতুং চিরং বঃ ॥ ৪২ ॥

ইত্যুক্তবন্তং জনকাত্মজায়াং নিতান্তরূক্ষাভিনিবেশমীশম্ ।
ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্তো নিষেদ্ধুমাসীদনুমোদিতুং বা ॥ ৪৩ ॥

স লক্ষ্মণং লক্ষ্মণপূর্বজন্মা বিলোক্য লোকত্রয়গীতকীর্তিঃ ।
সৌম্যেতি চাভাষ্য যথার্থভাষী স্থিতং নিদেশে পৃথগাদিদেশ ॥ ৪৪ ॥

প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব ।
স ত্বং রথী তদ্ব্যপদেশনেয়াং প্রাপয্য বাল্মীকিপদং ত্যজৈনাম্ ॥ ৪৫ ॥

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ৪৬ ॥

অথানুকূলশ্রবণপ্রতীতামত্রস্নুভির্যুক্তধুরং তুরঙ্গৈঃ ।
রথং সুমন্ত্রপ্রতিপন্নরশ্মিমারোপ্য বৈদেহসুতাং প্রতস্থে ॥ ৪৭ ॥

সা নীয়মানা রুচিরান্ প্রদেশান্ প্রিয়ঙ্করো মে প্রিয় ইত্যনন্দৎ ।
নাবুদ্ধ কল্পদ্রুমতাং বিহায় জাতং তমাত্মন্যসিপত্রবৃক্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

জুগূহ তস্যাঃ পথি লক্ষ্মণো যৎ সব্যেতরেণ স্ফুরতা তদক্ষ্ণা ।
আখ্যাতমস্যৈ গুরু ভাবি দুঃখমত্যন্তলুপ্তপ্রিয়দর্শনেন ॥ ৪৯ ॥

সা দুর্নিমিত্তোপগতাদ্ বিষাদাৎ সদ্যঃ পরিম্লানমুখারবিন্দা ।
রাজ্ঞঃ শিবং সাবরজস্য ভূয়াদিত্যাশশংসে করণৈরবাহ্যৈঃ ॥ ৫০ ॥

গুরোর্নিয়োগাদ্ বনিতাং বনান্তে সাধ্বীং সুমিত্রাতনয়ো বিহাস্যন্ ।
অবার্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥ ৫১ ॥

রথাৎ স যন্ত্রা নিগৃহীতবাহাৎ তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য ।
গঙ্গাং নিষাদাহৃতনৌবিশেষস্ততার সন্ধামিব সত্যসন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

অথ ব্যবস্থাপিতবাক্ কথঞ্চিৎ সৌমিত্রিরন্তর্গতবাষ্পকণ্ঠঃ ।
ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষং মহীপতেঃ শাসনমুজ্জগার ॥ ৫৩ ॥

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা ।
স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ কথং ত্বাং ত্যজেদকস্মাৎ পতিরার্যবৃত্তঃ ।
ইতি ক্ষিতিঃ সংশয়িতেব তস্যৈ দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ ॥ ৫৫ ॥

সা লুপ্তসংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং প্রত্যাগতাসুঃ সমতপ্যতান্তঃ ।
তস্যাঃ সুমিত্রাত্মজযত্নলব্ধো মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥ ৫৬ ॥

ন চাবদদ্ ভর্তুরবর্ণমার্যা নিরাকরিষ্ণোর্বৃজিনাদৃতেঽপি ।
আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং পুনঃ পুনর্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥

আশ্বাস্য রামাবরজঃ সতীং তামাখ্যাতবাল্মীকিনিকেতমার্গঃ ।
নিঘ্নস্য মে ভর্তৃনিদেশরৌক্ষ্যং দেবি ! ক্ষমস্বেতি বভূব নম্রঃ ॥ ৫৮ ॥

সীতা তমুত্থাপ্য জগাদ বাক্যং প্রীতাস্মি তে সৌম্য ! চিরায় জীব ।
বিড়ৌজসা বিষ্ণুরিবাগ্রজেন ভ্রাত্রা যদিত্থং পরবানসি ত্বম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্বশ্রূজনং সর্বমনুক্রমেণ বিজ্ঞাপয় প্রাপিতমৎপ্রণামঃ ।
প্রজানিষেকং ময়ি বর্তমানং সূনোরনুধ্যায়ত চেতসেতি ॥ ৬০ ॥

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্ ।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ॥ ৬১ ॥

কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ ॥ ৬২ ॥

উপস্থিতাং পূর্বমপাস্য লক্ষ্মীং বনং ময়া সার্ধমসি প্রপন্নঃ ।
তদাস্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোষাৎ সোঢ়াস্মি ন ত্বদ্ভবনে বসন্তী ॥ ৬৩ ॥

নিশাচরোপপ্লুতভর্তৃকাণাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥ ৬৪ ॥

কিংবা তবাত্যন্তবিয়োগমোঘে কুর্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্ ।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজস্ত্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

সাহং তপঃ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্ধ্বং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে ।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬৬ ॥

নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ স এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ ।
নির্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥

তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে ।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥ ৬৯ ॥

তামভ্যগচ্ছদ্রুদিতানুসারী কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ।
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ ॥ ৭০ ॥

তমশ্রু নেত্রাবরণং প্রমৃজ্য সীতা বিলাপাদ্ বিরতা ববন্দে।
তস্যৈ মুনির্দোহদলিঙ্গদর্শী দাশ্বান্ সুপুত্রাশিষমিত্যুবাচ ॥ ৭১ ॥

জানে বিসৃষ্টাং প্রণিধানতস্ত্বাং মিথ্যাপবাদক্ষুভিতেন ভর্ত্রা।
তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষয়ান্তরস্থং প্রাপ্তাসি বৈদেহি ! পিতুর্নিকেতম্ ॥ ৭২ ॥

উৎখাতলোকত্রয়কণ্টকেঽপি সত্যপ্রতিজ্ঞেঽপ্যবিকত্থনেঽপি।
ত্বাং প্রত্যকস্মাৎ কলুষপ্রবৃত্তাবস্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে ॥ ৭৩ ॥

তবোরুকীর্ত্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা তে।
ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা ॥ ৭৪ ॥

তপস্বিসংসর্গবিনীতসত্ত্বে তপোবনে বীতভয়া বসাস্মিন্।
ইতো ভবিষ্যত্যনঘপ্রসূতেরপত্যসংস্কারময়ো বিধিস্তে ॥ ৭৫ ॥

অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য।
তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ ॥ ৭৬ ॥

পুষ্পং ফলং চার্ত্তবমাহরন্ত্যো বীজঞ্চ বালেয়মকৃষ্টরোহি।
বিনোদয়িষ্যন্তি নবাভিষঙ্গামুদারবাচো মুনিকন্যকাস্ত্বাম্ ॥ ৭৭ ॥

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্ সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্ ॥ ৭৮ ॥

অনুগ্রহপ্রত্যভিনন্দিনীং তাং বাল্মীকিরাদায় দয়ার্দ্রচেতাঃ।
সায়ং মৃগাধ্যাসিতবেদিপার্শ্বং স্বমাশ্রমং শান্তমৃগং নিনায় ॥ ৭৯ ॥

তামর্পয়ামাস চ শোকদীনাং তদাগমপ্রীতিষু তাপসীষু।
নির্বিষ্টসারাং পিতৃভির্হিমাংশোরন্ত্যাং কলাং দর্শ ইবৌষধীষু ॥ ৮০ ॥

তা ইঙ্গুদীস্নেহকৃতপ্রদীপমাস্তীর্ণমেধ্যাজিনতল্পমন্তঃ।
তস্যৈ সপর্যানুপদং দিনান্তে নিবাসহেতোরুটজং বিতেরুঃ ॥ ৮১ ॥

তত্রাভিষেকপ্রযতা বসন্তী প্রযুক্তপূজা বিধিনাতিথিভ্যঃ।
বন্যেন সা বল্কলিনী শরীরং পত্যুঃ প্রজাসন্ততয়ে বভার ॥ ৮২ ॥

অপি প্রভুঃ সানুশয়োঽধুনা স্যাৎ কিমুৎসুকঃ শক্রজিতোঽপি হন্তা।
শশংস সীতাপরিদেবনান্তমনুষ্ঠিতং শাসনমগ্রজায় ॥ ৮৩ ॥

বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥ ৮৪ ॥

নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্ বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।
স ভ্রাতৃসাধারণভোগমৃদ্ধং রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস ॥ ৮৫ ॥

তামেকভার্যাং পরিবাদভীরোঃ সাধ্বীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্য।
বক্ষস্যসংঘট্টসুখং বসন্তী রেজে সপত্নীরহিতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ৮৬ ॥

সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং
তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎ ক্রতূনাজহার।
বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়প্রাপিণা তেন ভর্তুঃ
সা দুর্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'সীতাপরিত্যাগো' নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

কৃতসীতাপরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্।
বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্ ॥ ১ ॥

লবণেন বিলুপ্তেজ্যাস্তামিস্রেণ তমভ্যযুঃ।
মুনয়ো যমুনাভাজঃ শরণ্যং শরণার্থিনঃ ॥ ২ ॥

অবেক্ষ্য রামং তে তস্মিন্ ন প্রজহ্রুঃ স্বতেজসা।
ত্রাণাভাবে হি শাপাস্ত্রাঃ কুর্বন্তি তপসো ব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

প্রতিশুশ্রাব কাকুৎস্থস্তেভ্যো বিঘ্নপ্রতিক্রিয়াম্।
ধর্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তির্ভুবি শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৪ ॥

তে রামায় বধোপায়মাচখ্যুর্বিবুধদ্বিষঃ।
দুর্জয়ো লবণঃ শূলী বিশূলঃ প্রার্থ্যতামিতি ॥ ৫ ॥

আদিদেশাথ শত্রুঘ্নং তেষাং ক্ষেমায় রাঘবঃ।
করিষ্যন্নিব নামাস্য যথার্থমরিনিগ্রহাৎ ॥ ৬ ॥

যঃ কশ্চন রঘূণাং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ।
অপবাদ ইবোৎসর্গং ব্যাবর্তয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

অগ্রজেন প্রযুক্তাশীস্ততো দাশরথী রথী।
যযৌ বনস্থলীঃ পশ্যন্ পুষ্পিতাঃ সুরভীরভীঃ ॥ ৮ ॥

রামাদেশাদনুগতা সেনা তস্যার্থসিদ্ধয়ে।
পশ্চাদধ্যয়নার্থস্য ধাতোরধিরিবাভবৎ ॥ ৯ ॥

আদিষ্টবর্ত্মা মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ।
বিররাজ রথপ্রষ্ঠৈর্বালখিল্যৈরিবাংশুমান্ ॥ ১০ ॥

তস্য মার্গবশাদেকা বভূব বসতির্যতঃ।
রথস্বনোৎকণ্ঠমৃগে বাল্মীকীয়ে তপোবনে ॥ ১১ ॥

তমৃষিঃ পূজয়ামাস কুমারং ক্লান্তবাহনম্।
তপঃপ্রভাবসিদ্ধাভির্বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥

তস্যামেবাস্য যামিন্যামন্তর্বত্নী প্রজাবতী।
সুতাবসূত সম্পন্নৌ কোশদণ্ডাবিব ক্ষিতিঃ ॥ ১৩ ॥

সন্তানশ্রবণাদ্ ভ্রাতুঃ সৌমিত্রিঃ সৌমনস্যবান্।
প্রাঞ্জলির্মুনিমামন্ত্র্য প্রাতর্যুক্তরথো যযৌ ॥ ১৪ ॥

স চ প্রাপ মধূপঘ্নং কুম্ভীনস্যাশ্চ কুক্ষিজঃ।
বনাৎ করমিবাদায় সত্ত্বরাশিমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

ধূমধূম্রো বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রুশিরোরুহঃ।
ক্রব্যাদ্‌গণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ ॥ ১৬ ॥

অপশূলং তমাসাদ্য লবণং লক্ষ্মণানুজঃ।
রুরোধ সম্মুখীনো হি জয়ো রন্ধ্রপ্রহারিণাম্ ॥ ১৭ ॥

নাতিপর্যাপ্তমালক্ষ্য মৎকুক্ষেরদ্য ভোজনম্।
দিষ্ট্যা ত্বমসি মে ধাত্রা ভীতেনেবোপপাদিতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি সন্তর্জ্য শত্রুঘ্নং রাক্ষসস্তজ্জিঘাংসয়া।
প্রাংশুমুৎপাটয়ামাস মুস্তাস্তম্বমিব দ্রুমম্ ॥ ১৯ ॥

সৌমিত্রেনিশিতৈর্বাণৈরন্তরা শকলীকৃতঃ।
গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাখী নৈর্ঋতেরিতঃ ॥ ২০ ॥

বিনাশাত্তস্য বৃক্ষস্য রক্ষস্তস্মৈ মহোপলম্।
প্রজিঘায় কৃতান্তস্য মুষ্টিং পৃথগিব স্থিতম্ ॥ ২১ ॥

ঐন্দ্রমস্ত্রমুপাদায় শত্রুঘ্নেন স তাড়িতঃ।
সিকতাত্বাদপি পরাং প্রপেদে পরমাণুতাম্ ॥ ২২ ॥

অম্পাদ্রবদ্দ্যম্য দক্ষিণং দোর্নিশাচরঃ।
একতাল ইবোৎপাতপবনপ্রেরিতো গিরিঃ ॥ ২৩ ॥

কাঞ্চনে পত্রিণা শত্রুঃ স ভিন্নহৃদয়ঃ পতন্।
আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৪ ॥

বয়সাং পঙ্ক্তয়ঃ পেতুর্হতস্যোপরি বিদ্বিষঃ।
তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিনো মূর্ধ্নি দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৫ ॥

স হত্বা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসঃ।
ভ্রাতুঃ সোদর্যমাত্মানমিন্দ্রজিদ্বধশোভিনঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য সংস্তূয়মানস্য চরিতার্থৈস্তপস্বিভিঃ।
শুশুভে বিক্রমোদগ্রং ব্রীড়য়াবনতং শিরঃ ॥ ২৭ ॥

উপকূলং স কালিন্দ্যাঃ পুরীং পৌরুষভূষণঃ।
নির্মমে নির্মমোঽর্থেষু মথুরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

যা সৌরাজ্যপ্রকাশাভির্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ।
স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ॥ ২৯ ॥

তত্র সৌধগতঃ পশ্যন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্।
হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

সখা দশরথস্যাপি জনকস্য চ মন্ত্রকৃৎ।
সঞ্চস্কারোভয়প্রীত্যা মৈথিলেয়ৌ যথাবিধি ॥ ৩১ ॥

স তৌ কুশলবোন্মৃষ্টগর্ভক্লেদৌ তদাখ্যয়া।
কবিঃ কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥

সাঙ্গং চ বেদমধ্যাপ্য কিঞ্চিদুৎক্রান্তশৈশবৌ।
স্বকৃতিং গাপয়ামাস কবিপ্রথমপদ্ধতিম্ ॥ ৩৩ ॥

রামস্য মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ।
তদ্বিয়োগব্যথাং কিঞ্চিচ্ছিথিলীচক্রতুঃ সুতৌ ॥ ৩৪ ॥

ইতরেঽপি রঘোর্বংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রেতাগ্নিতেজসঃ।
তদ্যোগাৎ পতিবত্নীষু পত্নীষ্বাসন্ দ্বিসূনবঃ ॥ ৩৫ ॥

শত্রুঘাতিনি শত্রুঘ্নঃ সুবাহৌ চ বহুশ্রুতে।
মধুরাবিদিশে সূন্বোর্নিদধে পূর্বজোৎসুকঃ ॥ ৩৬ ॥

ভূয়স্তপোব্যয়ো মা ভূদ্বাল্মীকেরিতি সোঽত্যগাৎ।
মৈথিলীতনয়োদ্গীতনিঃস্পন্দমৃগমাশ্রমম্ ॥ ৩৭ ॥

বশী বিবেশ চাযোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্।
লবণস্য বধাৎ পৌরৈরীক্ষিতোঽত্যন্তগৌরবম্ ॥ ৩৮ ॥

স দদর্শ সভামধ্যে সভাসদ্ভিরুপস্থিতম্।
রামং সীতাপরিত্যাগাদসামান্যপতিং ভুবঃ ॥ ৩৯ ।

তমভ্যনন্দৎ প্রণতং লবণান্তকমগ্রজঃ।
কালনেমিবধাৎ প্রীতস্তুরাষাড়িব শার্ঙ্গিণম্ ॥ ৪০ ॥

স পৃষ্টঃ সর্বতো বার্তমাখ্যদ্রাজ্ঞে ন সন্ততিম্।
প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ কালে কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ ॥ ৪১ ॥

অথ জানপদো বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তযৌবনম্।
অবতার্যাঙ্কশয্যাস্থং দ্বারি চক্রন্দ ভূপতেঃ ॥ ৪২ ॥

শোচনীয়াসি বসুধে যা ত্বং দশরথাচ্চ্যুতা।
রামহস্তমনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বা তস্য শুচো হেতুং গোপ্তা জিহ্রায় রাঘবঃ।
ন হ্যকালভবো মৃত্যুরিক্ষ্বাকুপদমস্পৃশৎ ॥ ৪৪ ॥

স মুহূর্তং ক্ষমস্বেতি দ্বিজমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
যানং সস্মার কৌবেরং বৈবস্বতজিগীষয়া ॥ ৪৫ ॥

আত্তশস্ত্রস্তদধ্যাস্য প্রস্থিতঃ স রঘূদ্বহঃ।
উচ্চচার পুরস্তস্য গূঢ়রূপা সরস্বতী ॥ ৪৬ ॥

রাজন্ প্রজাসু তে কশ্চিদপচারঃ প্রবর্ততে।
তমন্বিষ্য প্রশমযের্ভবিতাসি ততঃ কৃতী ॥ ৪৭ ॥

ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্।
দিশঃ পপাত পত্রেণ বেগনিষ্কম্পকেতুনা ॥ ৪৮ ॥

অথ ধূমাভিতাম্রাক্ষং বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্।
দদর্শ কঞ্চিদৈক্ষ্বাকস্তপস্যন্তমধোমুখম্ ॥ ৪৯ ॥

পৃষ্টনামান্বয়ো রাজ্ঞা স কিলাচষ্ট ধূমপঃ।
আত্মানং শম্বুকং নাম শূদ্রং সুরপদার্থিনম্ ॥ ৫০ ॥

তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্ ।
শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিদ্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে ॥ ৫১ ॥

স তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্টকিঞ্জল্কমিব পঙ্কজম্ ।
জ্যোতিষ্কণাহতশ্মশ্রু কণ্ঠনালাদপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥

কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাং গতিম্ ।
তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গবিলঙ্ঘিনা ॥ ৫৩ ॥

রঘুনাথোঽপ্যগস্ত্যেন মার্গসন্দর্শিতাত্মনা ।
মহৌজসা সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা ॥ ৫৪ ॥

কুম্ভযোনিরলঙ্কারং তস্মৈ দিব্যপরিগ্রহম্ ।
দদৌ দত্তং সমুদ্রেণ পীতেনেবাত্মনিষ্ক্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

তং দধন্মৈথিলীকণ্ঠনির্ব্যাপারেণ বাহুনা ।
পশ্চান্নিববৃতে রামঃ প্রাক্ পরাসুর্দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৫৬ ॥

তস্য পূর্বোদিতাং নিন্দাং দ্বিজঃ পুত্রসমাগতঃ ।
স্তুত্যা নিবর্তয়ামাস ত্রাতুর্বৈবস্বতাদপি ॥ ৫৭ ॥

তমধ্বরায় মুক্তাশ্বং রক্ষঃকপিনরেশ্বরাঃ ।
মেঘাঃ শস্যমিবাম্ভোভিরভ্যবর্ষন্নুপায়নৈঃ ॥ ৫৮ ॥

দিগ্ভ্যো নিমন্ত্রিতাশ্চৈনমভিজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ ।
ন ভৌমান্যেব ধিষ্ণ্যানি হিত্বা জ্যোতির্ময়ান্যপি ॥ ৫৯ ॥

উপশল্যনিবিষ্টৈস্তৈশ্চতুর্দ্বারমুখী বভৌ ।
অযোধ্যা সৃষ্টলোকেব সদ্যঃ পৈতামহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥

শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্বংশবাসিনঃ ।
অনন্যজানেঃ সৈবাসীদ্ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী ॥ ৬১ ॥

বিধেরধিকসম্ভারস্ততঃ প্রববৃতে মখঃ ।
আসন্ যত্র ক্রিয়াবিঘ্না রাক্ষসা এব রক্ষিণঃ ॥ ৬২ ॥

অথ প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ ।
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ ॥ ৬৩ ॥

বৃত্তং রামস্য বাল্মীকেঃ কৃতিস্তৌ কিন্নরস্বনৌ ।
কিং তদ্ যেন মনো হর্তুমলং স্যাতাং ন শৃণ্বতাম্ ॥ ৬৪ ॥

রূপে গীতে চ মাধুর্যং তয়োস্তজ্‌জ্ঞৈর্নিবেদিতম্‌ ।
দদর্শ সানুজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী ॥ ৬৫ ॥

তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ ।
হিমনিস্যন্দিনী প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী ॥ ৬৬ ॥

বয়োবেষবিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা ।
জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৬৭ ॥

উভয়োর্ন তথা লোকঃ প্রাবীণ্যেন বিসিস্ময়ে ।
নৃপতেঃ প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া যথা ॥ ৬৮ ॥

গেয়ে কো নু বিনেতা বাং কস্য চেয়ং কৃতিঃ কবেঃ ।
ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টৌ তৌ বাল্মীকিমশংসতাম্‌ ॥ ৬৯ ॥

অথ সাবরজো রামঃ প্রাচেতসমুপেয়িবান্‌ ।
উরীকৃত্যাত্মনো দেহং রাজ্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥

স তাবাখ্যায় রামায় মৈথিলেয়ৌ তদাত্মজৌ ।
কবিঃ কারুণিকো বব্রে সীতায়াঃ সংপরিগ্রহম্‌ ॥ ৭১ ॥

তাত শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্নুষা তে জাতবেদসি ।
দৌরাত্ম্যাদ্রক্ষসস্তাং তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২ ॥

তাং স্বচারিত্রমুদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী ।
ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্যে স্বদাজ্ঞয়া ॥ ৭৩ ॥

ইতি প্রতিশ্রুতে রাজ্ঞা জানকীমাশ্রমান্মুনিঃ ।
শিষ্যৈরানায়য়ামাস স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব ॥ ৭৪ ॥

অন্যেদ্যুরথ কাকুৎস্থঃ সন্নিপাত্য পুরৌকসঃ ।
কবিমাহ্বয়ামাস প্রস্তুতপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৭৫ ॥

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া ।
ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥

কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা ।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা ॥ ৭৭ ॥

জনাস্তদালোকপথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ ।
তস্থুস্তেঽবাঙ্মুখাঃ সর্বে ফলিতা ইব শালয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

তাং দৃষ্টিবিষয়ে ভর্তুর্মুনিরাস্থিতবিষ্টরঃ।
কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে! স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ ॥ ৭৯ ॥

অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ পুণ্যমাবর্জিতং পয়ঃ।
আচম্যোদীরয়ামাস সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ ॥ ৮০ ॥

বাঙ্মনঃকর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি ॥ ৮১ ॥

এবমুক্তে তয়া সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যোভবাদ্ ভুবঃ।
শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদ্যযৌ ॥ ৮২ ॥

তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্তসিংহাসননিষেদুষী।
সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীদ্বসুন্ধরা ॥ ৮৩ ॥

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ ॥ ৮৪ ॥

ধরায়াং তস্য সংরম্ভং সীতাপ্রত্যর্পণৈষিণঃ।
গুরুর্বিধিবলাপেক্ষী শময়ামাস ধন্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥

ঋষীন্ বিসৃজ্য যজ্ঞান্তে সুহৃদশ্চ পুরস্কৃতান্।
রামঃ সীতাগতং স্নেহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৬ ॥

যুধাজিতশ্চ সংদেশাৎ স দেশং সিন্ধুনামকম্।
দদৌ দত্তপ্রভাবায় ভরতায় ভৃতপ্রজঃ ॥ ৮৭ ॥

ভরতস্তত্র গন্ধর্বান্ যুধি নির্জিত্য কেবলম্।
আতোদ্যং গ্রাহয়ামাস সমত্যাজয়দায়ুধম্ ॥ ৮৮ ॥

স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ।
অভিষিচ্যাভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ ॥ ৮৯ ॥

অঙ্গদং চন্দ্রকেতুং চ লক্ষ্মণোঽপ্যাত্মসম্ভবৌ।
শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ ॥ ৯০ ॥

ইত্যারোপিতপুত্রাস্তে জননীনাং জনেশ্বরাঃ।
ভর্তৃলোকপ্রপন্নানাং নিবাপান্ বিদধুঃ ক্রমাৎ ॥ ৯১ ॥

উপেত্য মুনিবেষোঽথ কালঃ প্রোবাচ রাঘবম্।
রহঃসংবাদিনৌ পশ্যেদাবাং যস্তং ত্যজেরিতি ॥ ৯২ ॥

তথেতি প্রতিপন্নায় বিবৃতাত্মা নৃপায় সঃ।
আচখ্যৌ দিবমধ্যাস্ব শাসনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৯৩ ॥

বিদ্বানপি তয়োর্দ্বাঃস্থঃ সময়ং লক্ষ্মণোঽভিনৎ ॥
ভীতো দুর্বাসসঃ শাপাদ্রামসংদর্শনার্থিনঃ ॥ ৯৪ ॥

স গত্বা সরযূতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ।
চকারাবিতথাং ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্বজন্মনঃ ॥ ৯৫ ॥

তস্মিন্নাত্মচতুর্ভাগে প্রাঙ্নাকমধিতস্থুষি।
রাঘবঃ শিথিলং তস্থৌ ভুবি ধর্মস্ত্রিপাদিব ॥ ৯৬ ॥

স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্।
শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জনিতাশ্রুলবং লবম্ ॥ ৯৭ ॥

উদক্ প্রতস্থে স্থিরধীঃ সানুজোঽগ্নিপুরঃসরঃ।
অন্বিতঃ পতিবাৎসল্যাৎ গৃহবর্জমযোধ্যয়া ॥ ৯৮ ॥

জগৃহুস্তস্য চিত্তজ্ঞঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ।
কদম্বমুকুলৈঃ স্থূলৈরভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুভিঃ ॥ ৯৯ ॥

উপস্থিতবিমানেন তেন ভক্তানুকম্পিনা।
চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযূরনুযায়িনাম্ ॥ ১০০ ॥

যদ্গোপ্রতরকল্পোঽভূৎ সংমর্দস্তত্র মজ্জতাম্।
অতস্তদাখ্যয়া তীর্থং পাবনং ভুবি পপ্রথে ॥ ১০১ ॥

স বিভুর্বিবুধাংশেষু প্রতিপন্নাত্মমূর্তিষু।
ত্রিদশীভূতপৌরাণাং স্বর্গান্তরমকল্পয়ৎ ॥ ১০২ ॥

নির্বর্ত্যৈবং দশমুখশিরশ্ছেদকার্যং সুরাণাং
বিষ্বক্সেনঃ স্বতনুমবিশৎ সর্বলোকপ্রতিষ্ঠাম্।
লঙ্কানাথং পবনতনয়ং চোভয়ং স্থাপয়িত্বা
কীর্তিস্তম্ভদ্বয়মিব গিরৌ দক্ষিণে চোত্তরে চ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'শ্রীরামস্বর্গারোহণো' নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ষোড়শঃ

অথেতরে সপ্ত রঘুপ্রবীরাঃ জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।
চক্রুঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং সৌভ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি ॥ ১ ॥

তে সেতুবার্তাগজবন্ধমুখ্যৈরভ্যুচ্ছ্রিতাঃ কর্মভিরপ্যবন্ধ্যৈঃ ।
অন্যোন্যদেশপ্রবিভাগসীমাং বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ ॥ ২ ॥

চতুর্ভুজাংশপ্রভবঃ স তেষাং দানপ্রবৃত্তেরনুপারতানাম্ ।
সুরদ্বিপানামিব সামযোনির্ভিন্নোঽষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ ॥ ৩ ॥

অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেষামদৃষ্টপূর্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

সা সাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্বং তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥ ৫ ॥

অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্ ।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনুজঃ প্রোবাচ পূর্বার্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥ ৬ ॥

লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে ।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ৭ ॥

কা ত্বং শুভে ! কস্য পরিগ্রহো বা কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে ।
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি ॥ ৮ ॥

তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা যা নীতপৌরা স্বপদোন্মুখেন ।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্ ॥ ৯ ॥

বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা ।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্যবংশ্যে সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ॥ ১০ ॥

বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ পর্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে ।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্যং দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥ ১১ ॥

নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্ ।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥ ১২ ॥

আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈর্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥ ১৩ ॥

বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গান্মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্ ॥ ১৪ ॥

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্ ।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥ ১৫ ॥

চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥ ১৬ ॥

স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানামুৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরাণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গান্নির্মোকপট্টাঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥

কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্তমিতস্ততো রূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি হর্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥ ১৮ ॥

আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ং চ যাসাং পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ ॥ ১৯ ॥

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে কৃমিতন্তুজালৈর্বিচ্ছিন্নধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ ॥ ২০ ॥

বলিক্রিয়াবর্জিতসৈকতানি স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি ॥ ২১ ॥

তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্তিম্ ॥ ২২ ॥

তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পূরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা শরীরবন্ধেন তিরোবভূব ॥ ২৩ ॥

তদদ্ভুতং সংসদি রাত্রিবৃত্তং প্রাতর্দ্বিজেভ্যো নৃপতিঃ শশংস।
শ্রুত্বা তে এনং কুলরাজধান্যাঃ সাক্ষাৎ পতিত্বে বৃতমভ্যনন্দন্ ॥ ২৪ ॥

কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎ স কৃত্বা যাত্রানুকূলেঽহনি সাবরোধঃ।
অনুদ্রুতো বায়ুরিবাভ্রবৃন্দৈঃ সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥

সা কেতুমালোপবনা বৃহদ্ভির্বিহারশৈলানুগতেব নাগৈঃ।
সেনা রথোদারগৃহা প্রয়াণে তস্যাভবজ্জঙ্গমরাজধানী ॥ ২৬ ॥

তেনাতপত্রামলমণ্ডলেন প্রস্থাপিতঃ পূর্বনিবাসভূমিম্।
বভৌ বলৌঘঃ শশিনোদিতেন বেলামুদন্বানিব নীয়মানঃ ॥ ২৭ ॥

তস্য প্রয়াতস্য বরূথিনীনাং পীড়ামপর্যাপ্তবতীব সোঢ়ুম্।
বসুন্ধরা বিষ্ণুপদং দ্বিতীয়মধ্যারুরোহেব রজশ্ছলেন ॥ ২৮ ॥

উদ্যচ্ছমানা গমনায় পশ্চাৎ পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী।
সা যত্র সেনা দদৃশে নৃপস্য তত্রৈব সামগ্র্যমতিং চকার ॥ ২৯ ॥

তস্য দ্বিপানাং মদবারিসেকাৎ খুরাভিঘাতাচ্চ তুরঙ্গমাণাম্ ।
রেণুঃ প্রপেদে পথি পঙ্কভাবং পঙ্কোঽপি রেণুত্বমিয়ায় নেতুঃ ॥ ৩০ ॥

মার্গৈষিণী সা কটকান্তরেষু বৈন্ধ্যেষু সেনা বহুধা বিভিন্না ।
চকার রেবেব মহাবিরাবা বদ্ধপ্রতিশ্রুন্তি গুহামুখানি ॥ ৩১ ॥

স ধাতুভেদারুণযাননেমিঃ প্রভুঃ প্রয়াণধ্বনিমিশ্রতূর্যঃ ।
ব্যলঙ্ঘয়দ্ বিন্ধ্যমুপায়নানি পশ্যন্ পুলিন্দৈরুপপাদিতানি ॥ ৩২ ॥

তীর্থে তদীয়ে গজসেতুবন্ধাৎ প্রতীপগামুত্তরতোঽস্য গঙ্গাম্ ।
অযত্নবালব্যজনীবভুবুর্হংসা নভোলঙ্ঘনলোলপক্ষাঃ । ৩৩ ॥

স পূর্বজানাং কপিলেন রোষাৎ ভস্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাম্ ।
সুরালয়প্রাপ্তিনিমিত্তমম্ভস্ত্রৈস্রোতসং নৌলুলিতং ববন্দে ॥ ৩৪ ॥

ইত্যধ্বনঃ কৈশ্চিদহোভিরন্তে কূলং সমাসাদ্য কুশঃ সরয্বাঃ ।
বেদিপ্রতিষ্ঠান্ বিততাধ্বরাণাং যূপানপশ্যচ্ছতশো রঘূণাম্ ॥ ৩৫ ॥

আধূয় শাখাঃ কুসুমদ্রুমাণাং স্পৃষ্ট্বা চ শীতান্ সরযূতরঙ্গান্ ।
তং ক্লান্তসৈন্যং কুলরাজধান্যাঃ প্রত্যুজ্জগামোপবনান্তবায়ুঃ ॥ ৩৬ ॥

অথোপশল্যে রিপুমগ্নশল্যস্তস্যাঃ পুরঃ পৌরসখঃ স রাজা ।
কুলধ্বজস্তানি চলধ্বজানি নিবেশয়ামাস বলী বলানি ॥ ৩৭ ॥

তাং শিল্পিসংঘাঃ প্রভুণা নিযুক্তাস্তথাগতাং সম্ভৃতসাধনত্বাৎ ।
পুরং নবীচক্রুরপাং বিসর্গাৎ মেঘা নিদাঘগ্লপিতামিবোর্বীম্ ॥ ৩৮

ততঃ সপর্যাং সপশূপহারাং পুরঃ পরার্ধ্যপ্রতিমাগৃহায়াঃ ।
উপোষিতৈর্বাস্তুবিধানবিদ্ভির্নির্বর্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং কামীব কান্তাহৃদয়ং প্রবিশ্য ।
যথার্হমন্যৈরনুজীবিলোকং সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ ॥ ৪০ ॥

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ শালাবিধিস্তম্ভগতৈশ্চ নাগৈঃ ।
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা সর্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী ॥ ৪১ ।

বসন্ স তস্যাং বসতৌ রঘূণাং পুরাণশোভামধিরোপিতায়াম্ ।
ন মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াম্বভুব ভর্ত্রে দিবো নাপ্যলকেশ্বরায় ॥ ৪২ ॥

অথাস্য রত্নগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপাণ্ডুস্তনলম্বিহারম্ ।
নিশ্বাসহার্যাংশুকমাজগাম ঘর্মঃ প্রিয়াবেশমিবোপদেষ্টুম্ ॥ ৪৩ ॥

অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।
আনন্দশীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ ॥ ৪৪ ॥

প্রবৃদ্ধতাপো দিবসোঽতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তন্বী।
উভৌ বিরোধক্রিয়য়া বিভিন্নৌ জায়াপতী সানুশয়াবিবাস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥

দিনে দিনে শৈবলবন্ত্যধস্তাৎ সোপানপর্বাণি বিমুঞ্চদম্ভঃ।
উদ্দন্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘিকাণাং নারীনিতম্বদ্বয়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥

বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং বিজৃম্ভণোদগন্ধিষু কুটমলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪৭ ॥

স্বেদানুবিদ্ধাদ্রনখক্ষতাঙ্কে ভূয়িষ্ঠসন্দষ্টশিখং কপোলে।
চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত ॥ ৪৮ ॥

যন্ত্রপ্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্ রসেন ধৌতান্ মলয়োদ্ভবস্য।
শিলাবিশেষানধিশয্য নিন্যুর্ধারাগৃহেষ্বাতপমৃদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৯ ॥

স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনুধূপবাসং বিন্যস্তসায়ন্তনমল্লিকেষু।
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্যঃ কেশেষু লেভে বলমঙ্গনানাম্ ॥ ৫০ ॥

আপিঞ্জরা বদ্ধরজঃকণত্বাৎ মঞ্জর্যুদারা শুশুভেঽর্জুনস্য।
দগ্ধাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য ॥ ৫১ ॥

মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশীধুং নবপাটলং চ।
সংবধ্নতা কামিজনেষু দোষাঃ সর্বে নিদাঘাবধিনা প্রমৃষ্টাঃ ॥ ৫২ ॥

জনস্য তস্মিন্ সময়ে বিগাঢ়ে বভূবতুর্দ্বৌ সবিশেষকান্তৌ।
তাপাপনোদক্ষমপাদসেবৌ স চোদয়স্থো নৃপতিঃ শশী চ ॥ ৫৩ ॥

অথোর্মিলোলোন্মদরাজহংসে রোধোলতাপুষ্পবহে সরয্বাঃ।
বিহর্তুমিচ্ছা বনিতাসখস্য তস্যাম্ভসি গ্রীষ্মসুখে বভূব ॥ ৫৪ ॥

স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্যামানায়িভিস্তামপকৃষ্টনক্রাম্।
বিগাহিতুং শ্রীমহিমানুরূপং প্রচক্রমে চক্রধর-প্রভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

সা তীরসোপানপথাবতারাদন্যোন্যকেয়ূরবিঘট্টিনীভিঃ।
সনূপুরক্ষোভপদাভিরাসীদুদ্বিগ্নহংসা সরিদঙ্গনাভিঃ ॥ ৫৬ ॥

পরস্পরাভ্যুক্ষণতৎপরাণাং তাসাং নৃপো মজ্জনরাগদর্শী।
নৌসংশ্রয়ঃ পার্শ্বগতাং কিরাতীমুপাত্তবালব্যজনং বভাষে ॥ ৫৭ ॥

পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈর্বিগাহ্যমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ ।
সন্ধ্যোদয়ঃ সাভ্র ইবৈষ বর্ণং পুষ্যত্যনেকং সরযূপ্রবাহঃ ॥ ৫৮ ॥

বিলুপ্তমন্তঃপুরসুন্দরীণাং যদঞ্জনং নৌলুলিতাভিরদ্ভিঃ ।
তদ্বধ্নতীভির্মদরাগশোভাং বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্ ॥ ৫৯ ॥

এতা গুরুশ্রোণিপয়োধরত্বাদাত্মানমুদ্বোঢুমশক্নুবত্যঃ ।
গাঢ়াঙ্গদৈর্বাহুভিরপ্সু বালাঃ ক্লেশোত্তরং রাগবশাৎ প্লবন্তে ॥ ৬০ ॥

অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্ ।
পারিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ শৈবাললোলাংশ্ছলয়ন্তি মীনান্ ॥ ৬১ ॥

আসাং জলাস্ফালনতৎপরাণাং মুক্তাফলস্পর্ধিষু শীকরেষু ।
পয়োধরোৎসর্পিষু শীর্যমাণঃ সংলক্ষ্যতে ন চ্ছিদুরোঽপি হারঃ ॥ ৬২ ॥

আবর্তশোভা নতনাভিকান্তের্ভঙ্গো ভ্রুবাং দ্বন্দ্বচরাঃ স্তনানাম্ ।
জাতানি রূপাবয়বোপমানান্যদূরবর্তীনি বিলাসিনীনাম্ ॥ ৬৩ ॥

তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ প্রস্নিগ্ধকেকৈরভিনন্দ্যমানম্ ।
শ্রোত্রেষু সংমূর্ছতি রক্তমাসাং গীতানুগং বারিমৃদঙ্গবাদ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

সন্দষ্টবস্ত্রেষ্ববলানিতম্বেষ্বিন্দুপ্রকাশান্তরিতোডুতুল্যাঃ ।
অমী জলাপূরিতসূত্রমার্গা মৌনং ভজন্তে রশনাকলাপাঃ ॥ ৬৫ ॥

এতাঃ করোৎপীড়িতবারিধারা দর্পাৎ সখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ ।
বক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমন্তি ॥ ৬৬ ॥

উদ্বন্ধকেশশ্চ্যুতপত্রলেখো বিশ্লেষিমুক্তাফলপত্রবেষ্টঃ ।
মনোজ্ঞ এব প্রমদামুখানামম্ভোবিহারাকুলিতোঽপি বেষঃ ৬৭ ॥

স নৌবিমানাদবতীর্য রেমে বিলোলহারঃ সহ তাভিরপ্সু ।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ করেণুভির্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৬৮ ॥

ততো নৃপেণানুগতাঃ স্ত্রিয়স্তা ভ্রাজিষ্ণুনা সাতিশয়ং বিরেজুঃ ।
প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ূখম্ ॥ ৬৯ ॥

বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চনশৃঙ্গমুক্তৈস্তমায়তাক্ষ্যঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্ ।
তথাগতঃ সোঽতিতরাং বভাসে সধাতুনিষ্যন্দ ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৭০ ॥

তেনাবরোধপ্রমদাসখেন বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্ ।
আকাশগঙ্গারতিরপ্সরোভির্বৃতো মরুত্বাননুযাতলীলঃ ॥ ৭১ ॥

যং কুম্ভযোনেরধিগম্য রামঃ কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ।
তদস্য জৈত্রাভরণং বিহর্তুরজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ ॥ ৭২ ॥

স্নাত্বা যথাকামমসৌ সদারস্তীরোপকার্যাং গতমাত্র এব।
দিব্যেন শূন্যং বলয়েন বাহুমপোঢ়নেপথ্যবিধির্দদর্শ ॥ ৭৩ ॥

জয়শ্রিয়ঃ সংবননং যতস্তদামুক্তপূর্বং গুরুণা চ যস্মাৎ।
সেহেঽস্য ন ভ্রংশমতো ন লোভাৎ স তুল্যপুষ্পাভরণো হি ধীরঃ ॥ ৭৪ ॥

ততঃ সমাজ্ঞাপয়দাশু সর্বানানায়িনস্তদ্বিচয়ে নদীষ্ণান্।
বন্ধ্যশ্রমাস্তে সরযূং বিগাহ্য তমূচুরম্লানমুখপ্রসাদাঃ ॥ ৭৫ ॥

কৃতঃ প্রযত্নো ন চ দেব ! লব্ধং মগ্নং পয়স্যাভরণোত্তমং তে।
নাগেন লৌল্যাৎ কুমুদেন নূনমুপাত্তমন্তর্হ্রদবাসিনা তৎ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ স কৃত্বা ধনুরাততজ্যং ধনুর্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ।
গারুত্মতং তীরগতস্তরস্বী ভুজঙ্গনাশায় সমাদদেঽস্ত্রম্ ॥ ৭৭ ॥

তস্মিন্ হ্রদঃ সংহিতমাত্র এব ক্ষোভাৎ সমাবিদ্ধতরঙ্গহস্তঃ।
রোধাংসি নিঘ্নন্নবপাতমগ্নঃ করীব বন্যঃ পরুষং ররাস ॥ ৭৮ ॥

তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাদুদ্বৃত্তনক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ।
লক্ষ্ম্যেব সার্ধং সুররাজবৃক্ষঃ কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ ॥ ৭৯ ॥

বিভূষণপ্রত্যুপহারহস্তমুপস্থিতং বীক্ষ্য বিশাম্পতিস্তম্।
সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতিসঞ্জহার প্রহ্বেষ্বনির্বন্ধরুষো হি সন্তঃ ॥ ৮০ ॥

ত্রৈলোক্যনাথপ্রভবং প্রভাবাৎ কুশং দ্বিষামঙ্কুশমস্ত্রবিদ্বান্।
মানোন্নতেনাপ্যভিবন্দ্য মূর্ধ্না মূর্ধাভিষিক্তং কুমুদো বভাষে ॥ ৮১ ॥

অবৈমি কার্যান্তরমানুষস্য বিষ্ণোঃ সুতাখ্যামপরাং তনুং ত্বাম্।
সোঽহং কথং নাম তবাচরেয়মারাধনীয়স্য ধৃতের্বিঘাতম্ ॥ ৮২ ॥

করাভিঘাতোত্থিতকন্দুকেয়মালোক্য বালাতিকুতূহলেন।
হ্রদাৎ পতজ্জ্যোতিরিবান্তরিক্ষাদাদত্ত জৈত্রাভরণং ত্বদীয়ম্ ॥ ৮৩ ॥

তদেতদাজানুবিলম্বিনা তে জ্যাঘাত-রেখাকিণ-লাঞ্ছনেন।
ভুজেন রক্ষাপরিঘেণ ভূমেরুপৈতু যোগং পুনরংসলেন ॥ ৮৪ ॥

ইমাং স্বসারং চ যবীয়সীং মে কুমুদ্বতীং নার্হসি নানুমন্তুম্।
আত্মাপরাধং নুদতীং চিরায় শুশ্রূষয়া পার্থিব ! পাদয়োস্তে ॥ ৮৫ ॥

ইত্যূচিবানুপহৃতাভরণঃ ক্ষিতীশং
শ্লাঘ্যো ভবান্ স্বজন ইত্যনুভাষিতারম্ ।
সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ
কন্যাময়েন কুমুদঃ কুলভূষণেন ॥ ৮৬ ॥

তস্যাঃ স্পৃষ্টে মনুজপতিনা সাহচর্যায় হস্তে
মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য ।
দিব্যস্তূর্যধ্বনিরুদচরদ্ ব্যশ্নুবানো দিগন্তান্
গন্ধোদগ্রং তদনু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্যমেঘাঃ ॥ ৮৭ ॥

ইত্থং নাগস্ত্রিভুবনগুরোরৌরসং মৈথিলেয়ং
লব্ধবা বন্ধুং তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকস্য ।
একঃ শঙ্কাং পিতৃবধরিপোরত্যজদ্ বৈনতেয়াৎ
শান্তব্যালামবনিমপরঃ পৌরকান্তঃ শশাস ॥ ৮৮ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'কুমুদ্বতীপরিণয়ো' নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রং প্রাপ্য কুমুদ্বতী ।
পশ্চিমাদ্ যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা ॥ ১ ॥

স পিতুঃ পিতৃমান্ বংশং মাতুশ্চানুপমদ্যুতিঃ ।
অপুনাৎ সবিতেবোভৌ মার্গাবুত্তরদক্ষিণৌ ॥ ২ ॥

তমাদৌ কুলবিদ্যানামর্থমর্থবিদাং বরঃ ।
পশ্চাৎ পার্থিবকন্যানাং পাণিমগ্রাহয়ৎ পিতা ॥ ৩ ॥

জাত্যস্তেনাভিজাতেন শূরঃ শৌর্যবতা কুশঃ ।
অমন্যতৈকমাত্মানমনেকং বশিনা বশী ॥ ৪ ॥

স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্ ।
জঘান সমরে দৈত্যং দুর্জয়ং তেন চাবধি ॥ ৫ ।

তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী ।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥ ৬ ॥

তয়োর্দিবস্পতেরাসীদেকঃ সিংহাসনার্ধভাক্ ।
দ্বিতীয়াপি সখী শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী ॥ ৭

তদাত্মসম্ভবং রাজ্যে মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ ।
স্মরন্তঃ পশ্চিমামাজ্ঞাং ভর্তুঃ সংগ্রামযায়িনঃ ॥ ৮ ॥

তে তস্য কল্পয়ামাসুরভিষেকায় শিল্পিভিঃ ।
বিমানং নবমুদ্বেদি চতুঃস্তম্ভপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥

তত্রৈনং হেমকুম্ভেষু সংভৃতৈস্তীর্থবারিভিঃ ।
উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ো ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ ॥ ১০ ॥

নদদ্ভিঃ স্নিগ্ধগম্ভীরং তূর্যৈরাহতপুষ্করৈঃ ।
অন্বমীয়ত কল্যাণং তস্যাবিচ্ছিন্নসন্ততি ॥ ১১ ॥

দূর্বাযবাঙ্কুরপ্লক্ষত্বগভিন্নপুটোত্তরান্ ।
জ্ঞাতিবৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনাবিধীন্ ॥ ১২ ॥

পুরোহিতপুরোগাস্তং জিষ্ণুং জৈত্রৈরথর্বভিঃ ।
উপচক্রমিরে পূর্বমভিষেক্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তস্যৌঘমহতী মূর্ধ্নি নিপতন্তী ব্যরোচত ।
সশব্দমভিষেকশ্রীর্গঙ্গেব ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥

স্তূয়মানঃ ক্ষণে তস্মিন্নলক্ষ্যত স বন্দিভিঃ ।
প্রবৃদ্ধ ইব পর্জন্যঃ সারঙ্গৈরভিনন্দিতঃ ॥ ১৫ ॥

তস্য সন্মন্ত্রপূতাভিঃ স্নানমদ্ভিঃ প্রতীচ্ছতঃ ।
ববৃধে বৈদ্যুতস্যাগ্নের্বৃষ্টিসেকাদিব দ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥

স তাবদভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যো দদৌ বসু ।
যাবতৈষাং সমাপ্যেরন্ যজ্ঞাঃ পর্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥

তে প্রীতমনসস্তস্মৈ যামাশিষমুদৈরয়ন্ ।
সা তস্য কর্মনির্বৃত্তৈর্দূরং পশ্চাৎকৃতা ফলৈঃ ॥ ১৮ ॥

বন্ধচ্ছেদং স বন্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্ ।
ধুর্যাণাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহঞ্চাদিশৎ গবাম্ ॥ ১৯ ॥

ক্রীড়াপতত্রিণোঽপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ ।
লব্ধমোক্ষাস্তদাদেশাদ্ যথেষ্টগতয়োঽভবন্ ॥ ২০ ॥

ততঃ কক্ষান্তরন্যস্তং গজদন্তাসনং শুচি ।
সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ ॥ ২১ ॥

তং ধূপাশ্যানকেশান্তং তোয়নির্ণিক্তপাণয়ঃ ।
আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরুপসেদুঃ প্রসাধকাঃ ॥ ২২ ॥

তেঽস্য মুক্তাগুণোন্নদ্ধং মৌলিমন্তর্গতস্রজম্ ।
প্রত্যুপ্তঃ পদ্মরাগেণ প্রভামণ্ডলশোভিনা ॥ ২৩ ॥

চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মৃগনাভিসুগন্ধিনা ।
সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যস্তরোচনম্ ॥ ২৪ ॥

আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংসচিহ্নদুকূলবান্ ।
আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ স রাজ্যশ্রীবধূবরঃ ॥ ২৫ ॥

নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়া তস্যাদর্শে হিরণ্ময়ে ।
বিররাজোদিতে সূর্যে মেরৌ কল্পতরোরিব ॥ ২৬ ॥

স রাজককুদব্যগ্রপাণিভিঃ পার্শ্ববর্তিভিঃ ।
যযাবুদীরিতালোকঃ সুধর্মানবমাং সভাম্ ॥ ২৭ ॥

বিতানসহিতং তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনম্ ।
চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৮ ॥

শুশুভে তেন চাক্রান্তং মঙ্গলায়তনং মহৎ ।
শ্রীবৎসলক্ষণং বক্ষঃ কৌস্তুভেনেব কৈশবম্ ॥ ২৯ ॥

বভৌ ভূয়ঃ কুমারত্বাদাধিরাজ্যমবাপ্য সঃ ।
রেখাভাবাদুপারূঢ়ঃ সামগ্র্যমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥

প্রসন্নমুখরাগং তং স্মিতপূর্বাভিভাষিণম্ ।
মূর্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ ॥ ৩১ ॥

স পুরং পুরুহূতশ্রীঃ কল্পদ্রুমনিভধ্বজাম্ ।
ক্রমমাণশ্চকার দ্যাং নাগেনৈরাবতৌজসা ॥ ৩২ ॥

তস্যৈকস্যোচ্ছ্রিতং ছত্রং মূর্ধ্নি তেনামলত্বিষা ।
পূর্বরাজবিয়োগৌষ্ম্যং কৃৎস্নস্য জগতো হৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

ধূমাদগ্নেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াদংশবো রবেঃ ।
সোঽতীত্য তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোত্থিতো গুণৈঃ ॥ ৩৪ ।

তং প্রীতিবিশদৈর্নেত্রৈরন্বযুঃ পৌরযোষিতঃ ।
শরৎপ্রসন্নৈর্জ্যোতির্ভির্বিভাবর্য ইব ধ্রুবম্ ॥ ৩৫ ॥

অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনার্চিতাঃ ।
অনুদধ্যুরনুধ্যেয়ং সান্নিধ্যৈঃ প্রতিমাগতৈঃ ॥ ৩৬ ॥

যাবন্নাশ্যায়তে বেদিরভিষেকজলাপ্লুতা ।
তাবদেবাস্য বেলান্তং প্রতাপঃ প্রাপ দুঃসহঃ ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠস্য গুরোর্মন্ত্রাঃ সায়কাস্তস্য ধন্বিনঃ ।
কিং তৎ সাধ্যং যদুভয়ে সাধয়েয়ুর্ন সঙ্গতাঃ ॥ ৩৮ ॥

স ধর্মস্থসখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ম্ ।
দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ পরমভিব্যক্তসৌমনস্যনিবেদিতৈঃ ।
যুযোজ পাকাভিমুখৈর্ভৃত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ ॥ ৪০ ॥

প্রজাস্তদ্গুরুণা নদ্যো নভসেব বিবর্ধিতাঃ ।
তস্মিংস্তু ভূয়সীং বৃদ্ধিং নভস্যে তা ইবাযযুঃ ॥ ৪১ ॥

যদুবাচ ন তন্মিথ্যা যদ্দদৌ ন জহার তৎ ।
সোঽভূদ্ ভগ্নব্রতঃ শত্রূনুদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্ ॥ ৪২ ॥

বয়োরূপবিভূতীনামেকৈকং মদকারণম্ ।
তানি তস্মিন্ সমস্তানি ন তস্যোৎসিষিচে মনঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং জনিতরাগাসু প্রকৃতিষ্বনুবাসরম্ ।
অক্ষোভ্যঃ স নবোঽপ্যাসীদ্দৃঢমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৪৪ ॥

অনিত্যাঃ শত্রবো বাহ্যা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তে যতঃ ।
অতঃ সোঽভ্যন্তরান্ নিত্যান্ ষট্ পূর্বমজয়দ্রিপূন্ ॥ ৪৫ ॥

প্রসাদাভিমুখে তস্মিংশ্চপলাপি স্বভাবতঃ ।
নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী ॥ ৪৬ ॥

কাতর্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্যং শ্বাপদচেষ্টিতম্ ।
অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ ॥ ৪৭ ॥

ন তস্য মণ্ডলে রাজ্ঞো ন্যস্তপ্রণিধিদীধিতেঃ ।
অদৃষ্টমভবৎ কিঞ্চিদ্ ব্যভ্রস্যেব বিবস্বতঃ ॥ ৪৮ ॥

রাত্রিন্দিববিভাগেষু যদাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্ ।
তৎ সিষেবে নিয়োগেন স বিকল্পপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৯ ॥

মন্ত্রঃ প্রতিদিনং তস্য বভূব সহ মন্ত্রিভিঃ ।
স জাতু সেব্যমানোঽপি গুপ্তদ্বারো ন সূচ্যতে ॥ ৫০ ॥

পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈরবিজ্ঞাতপরস্পরৈঃ ।
সোঽপসর্পৈর্জজাগার যথাকালং স্বপন্নপি ॥ ৫১ ॥

দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসংস্তস্য রোদ্ধুরপি দ্বিষাম্ ।
ন হি সিংহো গজাস্কন্দী ভয়াদ্ গিরিগুহাশয়ঃ ৫২ ॥

ভব্যমুখ্যাঃ সমারম্ভাঃ প্রত্যবেক্ষ্যা নিরত্যয়াঃ ।
গর্ভশালিসধর্মাণস্তস্য গূঢ়ং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥

অপথেন প্রববৃতে ন জাতূপচিতোঽপি সঃ ।
বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ ॥ ৫৪ ॥

কামং প্রকৃতিবৈরাগ্যং সদ্যঃ শময়িতুং ক্ষমঃ ।
যস্য কার্যঃ প্রতীকারঃ স তন্নৈবোদপাদয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

শক্যেষ্বেবাভবদ্ যাত্রা তস্য শক্তিমতঃ সতঃ ।
সমীরণসহায়োঽপি নাম্ভঃপ্রার্থী দবানলঃ ॥ ৫৬ ॥

ন ধর্মমর্থকামাভ্যাং ববাধে ন চ তেন তৌ ।
নার্থং কামেন কামং বা সোঽর্থেন সদৃশস্ত্রিষু ॥ ৫৭ ॥

হীনান্যনুপকর্তৃণি প্রবৃদ্ধানি বিকুর্বতে ।
তেন মধ্যমশক্তীনি মিত্রাণি স্থাপিতান্যতঃ ॥ ৫৮ ॥

পরাত্মনোঃ পরিচ্ছিদ্য শক্ত্যাদীনাং বলাবলম্ ।
যযাবেভির্বলিষ্ঠশ্চেৎ পরস্মাদাস্ত সোঽন্যথা ॥ ৫৯ ॥

কোশেনাশ্রয়ণীয়ত্বমিতি তস্যার্থসংগ্রহঃ ।
অম্বুগর্ভো হি জীমূতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥

পরকর্মাপহঃ সোঽভূদুদ্যতঃ স্বেষু কর্মসু ।
আবৃণোদাত্মনো রন্ধ্রং রন্ধ্রেষু প্রহরন্ রিপূন্ ॥ ৬১ ॥

পিত্রা সংবর্ধিতো নিত্যং কৃতাস্ত্রঃ সাম্পরায়িকঃ ।
তস্য দণ্ডবতো দণ্ডঃ স্বদেহান্ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২ ॥

সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ ।
ন চকর্ষ পরস্মাৎ তদয়স্কান্ত ইবায়সম্ ॥ ৬৩ ॥

বাপীষ্বিব স্রবন্তীষু বনেষূপবনেষ্বিব ।
সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুর্বেশ্মস্বিবাদ্রিষু ॥ ৬৪ ॥

তপো রক্ষন্ স বিঘ্নেভ্যস্তস্করেভ্যশ্চ সম্পদঃ।
যথাস্বমাশ্রমৈশ্চক্রে বর্ণৈরপি ষড়ংশভাক্ ॥ ৬৫ ॥

খনিভিঃ সুষুবে রত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্যং বনৈর্গজান্।
দিদেশ বেতনং তস্মৈ রক্ষাসদৃশমেব ভূঃ ॥ ৬৬ ॥

স গুণানাং বলানাং চ ষণ্ণাং ষণ্মুখবিক্রমঃ।
বভূব বিনিয়োগজ্ঞঃ সাধনীয়েষু বস্তুষু ॥ ৬৭ ॥

ইতি ক্রমাৎ প্রযুঞ্জানো রাজনীতিং চতুর্বিধাম্।
আ তীর্থাদপ্রতীঘাতং স তস্যাঃ ফলমানশে ॥ ৬৮ ॥

কূটযুদ্ধবিধিজ্ঞেঽপি তস্মিন্ সন্মার্গযোধিনি।
ভেজেঽভিসারিকাবৃত্তিং জয়শ্রীর্বীরগামিনী ॥ ৬৯ ॥

প্রায়ঃ প্রতাপভগ্নত্বাদরীণাং তস্য দুর্লভঃ।
রণো গন্ধদ্বিপস্যেব গন্ধভিন্নান্যদন্তিনঃ ॥ ৭০ ॥

প্রবৃদ্ধৌ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি তথাবিধঃ।
স তু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূত্তাবিব ক্ষয়ী ॥ ৭১ ॥

সন্তস্তস্যাভিগমনাদত্যর্থং মহতঃ কৃশাঃ।
উদধেরিব জীমূতাঃ প্রাপুর্দাতৃত্বমর্থিনঃ ॥ ৭২ ॥

স্তূয়মানঃ স জিহ্রায় স্তুত্যমেব সমাচরন্।
তথাপি ববৃধে তস্য তৎকারিদ্বেষিণো যশঃ ॥ ৭৩ ॥

দুরিতং দর্শনেন ঘ্নংস্তত্ত্বার্থেন নুদংস্তমঃ।
প্রজাঃ স্বতন্ত্রয়াঞ্চক্রে শশ্বৎ সূর্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪ ॥

ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্যস্য কুমুদেঽংশবঃ।
গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্ ॥ ৭৫

পরাভিসন্ধানপরং যদ্যপ্যস্য বিচেষ্টিতম্।
জিগীষোরশ্বমেধায় ধর্ম্যমেব বভূব তৎ ॥ ৭৬ ॥

এবমুদ্যন্ প্রভাবেণ শাস্ত্রনির্দিষ্টবর্ত্মনা।
বৃষেব দেবো দেবানাং রাজ্ঞাং রাজা বভূব সঃ ॥ ৭৭ ॥

পঞ্চমং লোকপালানামূচুঃ সাধর্ম্যযোগতঃ।
ভূতানাং মহতাং ষষ্ঠমষ্টমং কুলভূভৃতাম্ ॥ ৭৮ ॥

দূরাপবর্জিতচ্ছত্রৈস্তস্যাজ্ঞাং শাসনার্পিতাম্ ।
দধুঃ শিরোভির্ভূপালা দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯ ॥

ঋত্বিজঃ স তথানর্চ দক্ষিণাভির্মহাক্রতৌ ।
যথা সাধারণীভূতং নামাস্য ধনদস্য চ ॥ ৮০ ॥

ইন্দ্রাদ্বৃষ্টির্নিয়মিতগদোদ্রেকবৃত্তির্যমোঽভূদ্
যাদোনাথঃ শিবজলপথঃ কর্মণে নৌচরাণাম্ ।
পূর্বাপেক্ষী তদনু বিদধে কোষবৃদ্ধিং কুবের-
স্তস্মিন্ দণ্ডোপনতচরিতং ভেজিরে লোকপালাঃ ॥ ৮১ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'অতিথিবর্ণনো' নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

স নৈষধস্যার্থপতেঃ সুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিদ্ধশত্রুঃ ।
অনূনসারং নিষধান্নগেন্দ্রাৎ পুত্রং যমাহুর্নিষধাখ্যমেব ॥ ১ ॥

তেনোরুবীর্যেণ পিতা প্রজায়ৈ কল্পিষ্যমাণেন ননন্দ যূনা ।
সুবৃষ্টিযোগাদিব জীবলোকঃ শস্যেন সম্পত্তিফলোন্মুখেন ॥ ২ ॥

শব্দাদি নির্বিশ্য সুখং চিরায় তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতরাজশব্দঃ ।
কৌমুদ্বতেয়ঃ কুমুদাবদাতৈর্দ্যামর্জিতাং কর্মভিরারুরোহ ॥ ৩ ॥

পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশয়াক্ষঃ সসাগরাং সাগরধীরচেতাঃ ।
একাতপত্রাং ভুবমেকবীরঃ পুরার্গলাদীর্ঘভুজো বুভোজ ॥ ৪ ॥

তস্যানলৌজাস্তনয়স্তদন্তে বংশশ্রিয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ ।
যো নড্বলানীব গজঃ পরেষাং বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবক্ত্রঃ ॥ ৫ ॥

নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে নভস্তলশ্যামতনুং তনূজম্ ।
খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নাম্না কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥ ৬ ॥

তস্মৈ বিসৃজ্যোত্তরকোসলানাং ধর্মোত্তরস্তৎ প্রভবে প্রভুত্বম্ ।
মৃগৈরজর্যং জরসোপদিষ্টমদেহবন্ধায় পুনর্ববন্ধ ॥ ৭ ॥

তেন দ্বিপানামিব পুণ্ডরীকো রাজ্ঞামজয্যোঽজনি পুণ্ডরীকঃ ।
শান্তে পিতর্যাহৃতপুণ্ডরীকা যং পুণ্ডরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥

স ক্ষেমধন্বানমমোঘধন্বা পুত্রং প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষম্ ।
ক্ষ্মাং লম্ভয়িত্বা ক্ষময়োপপন্নং বনে তপঃ ক্ষান্ততরশ্চচার ॥ ৯ ॥

অনীকিনীনাং সমরেঽগ্রযায়ী তস্যাপি দেবপ্রতিমঃ সুতোঽভূৎ।
ব্যশ্রূয়তানীকপদাবসানং দেবাদি নাম ত্রিদিবেঽপি যস্য ॥ ১০ ॥

পিতা সমারাধনতৎপরেণ পুত্রেণ পুত্রী স যথৈব তেন।
পুত্রস্তথৈবাত্মজবৎসলেন স তেন পিত্রা পিতৃমান্ বভূব ॥ ১১ ॥

পূর্বস্তয়োরাত্মসমে চিরোঢ়ামাত্মোদ্ভবে বর্ণচতুষ্টয়স্য।
ধুরং নিধায়ৈকনিধির্গুণানাং জগাম যজ্বা যজমানলোকম্ ॥ ১২ ॥

বশী সুতস্তস্য বশংবদত্বাৎ স্বেষামিবাসীদ্ দ্বিষতামপীষ্টঃ।
সকৃদ্বিবিগ্নানপি হি প্রযুক্তং মাধুর্যমীষ্টে হরিণান্ গ্রহীতুম্ ॥ ১৩ ॥

অহীনগুর্নাম স গাং সমগ্রামহীনবাহুদ্রবিণঃ শশাস।
যো হীনসংসর্গপরাঙ্মুখত্বাদ্ যুবাপ্যনর্থৈর্ব্যসনৈর্বিহীনঃ ॥ ১৪ ॥

গুরোঃ স চানন্তরমন্তরজ্ঞঃ পুংসাং পুমানাদ্য ইবাবতীর্ণঃ।
উপক্রমৈরস্খলিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুর্দিগীশশ্চতুরো বভূব ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্ প্রয়াতে পরলোকযাত্রাং জেতর্যরীণাং তনয়ং তদীয়ম্।
উচ্চৈঃশিরস্ত্বাজ্জিতপারিযাত্রং লক্ষ্মীঃ সিষেবে কিল পারিযাত্রম্ ॥ ১৬ ॥

তস্যাভবৎ সূনুরুদারশীলঃ শিলঃ শিলাপট্টবিশালবক্ষাঃ।
জিতারিপক্ষোঽপি শিলীমুখৈর্যঃ শালীনতামব্রজদীড্যমানঃ ॥ ১৭ ॥

তমাত্মসম্পন্নমনিন্দিতাত্মা কৃত্বা যুবানং যুবরাজমেব।
সুখানি সোঽভুঙ্ক্ত সুখোপরোধি বৃত্তং হি রাজ্ঞামুপরুদ্ধবৃত্তম্ ॥ ১৮ ॥

তং রাগবন্ধিষ্ববিতৃপ্তমেব ভোগেষু সৌভাগ্যবিশেষভোগ্যম্।
বিলাসিনীনামরতিক্ষমাপি জরা বৃথা মৎসরিণী জহার ॥ ১৯ ॥

উন্নাভ ইত্যুদ্গতনামধেয়স্তস্যাযথার্থোন্নতনাভিরন্ধ্রঃ।
সুতোঽভবৎ পঙ্কজনাভকল্পঃ কৃৎস্নস্য নাভির্নৃপমণ্ডলস্য ॥ ২০ ॥

ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবস্তদাত্মজঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ।
বভূব বজ্রাকরভূষণায়াঃ পতিঃ পৃথিব্যাঃ কিল বজ্রণাভঃ ॥ ২১ ॥

তস্মিন্ গতে দ্যাং সুকৃতোপলব্ধাং তৎসম্ভবং শঙ্খণমর্ণবান্তা।
উৎখাতশত্রুং বসুধোপতস্থে রত্নোপহারৈরুদিতৈঃ খনিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

তস্যাবসানে হরিদশ্বধামা পিত্র্যং প্রপেদে পদমশ্বিরূপঃ।
বেলাতটেষূষিতসৈনিকাশ্বং পুরাবিদো যং ব্যুষিতাশ্বমাহুঃ ॥ ২৩ ॥

আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীশ্বরেণ তেন ক্ষিতের্বিশ্বসহো বিজজ্ঞে।
পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বম্ভরামাত্মজমূর্তিরাত্মা ॥ ২৪ ॥

অংশে হিরণ্যাক্ষরিপোঃ স জাতে হিরণ্যনাভে তনয়ে নয়জ্ঞঃ।
দ্বিষামসহ্যঃ সুতরাং তরূণাং হিরণ্যরেতা ইব সানিলোঽভূৎ ॥ ২৫ ॥

পিতা পিতৄণামনৃণস্তমন্তে বয়স্যনন্তানি সুখানি লিপ্সুঃ।
রাজানমাজানুবিলম্বিবাহুং কৃত্বা কৃতী বল্কলবান্ বভূব ॥ ২৬ ॥

কৌসল্য ইত্যুত্তরকোসলানাং পত্যুঃ পতঙ্গান্বয়ভূষণস্য।।
তস্যৌরসঃ সোমসুতঃ সুতোঽভূন্নেত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ ॥ ২৭ ॥

যশোভিরাব্রহ্মসভং প্রকাশঃ স ব্রহ্মভূয়ং গতিমাজগাম।
ব্রহ্মিষ্ঠমাধায় নিজেঽধিকারে ব্রহ্মিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রসূতম্ ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্ কুলাপীড়নিভে বিপীড়ং সম্যঙ্মহীং শাসতি শাসনাঙ্কাম্।
প্রজাশ্চিরং সুপ্রজসি প্রজেশে ননন্দুরানন্দজলাবিলাক্ষ্যঃ ॥ ২৯ ॥

পাত্রীকৃতাত্মা গুরুসেবনেন স্পষ্টাকৃতিঃ পত্ররথেন্দ্রকেতোঃ।
তং পুত্রিণাং পুষ্করপত্রনেত্রঃ পুত্রঃ সমারোপয়দগ্রসংখ্যাম্ ॥ ৩০ ॥

বংশস্থিতিং বংশকরেণ তেন সম্ভাব্য ভাবী স সখা মঘোনঃ।
উপস্পৃশন্ স্পর্শনিবৃত্তলৌল্যস্ত্রিপুষ্করেষু ত্রিদশত্বমাপ ॥ ৩১ ॥

তস্য প্রভানির্জিতপুষ্পরাগং পৌষ্যাস্তিথৌ পুষ্যমসূত পত্নী।
তস্মিন্নপুষ্যন্নুদিতে সমগ্রাং পুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইব দ্বিতীয়ে ৩২ ॥

মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীর্য সূনৌ মনীষিণে জৈমিনয়েঽর্পিতাত্মা।
তস্মাৎ স যোগাদধিগম্য যোগমজন্মনেঽকল্পত জন্মভীরুঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃপরং তৎপ্রভবঃ প্রপেদে ধ্রুবোপমেয়ো ধ্রুবসন্ধিরুর্বীম্।
যস্মিন্নভূজ্জ্যায়সি সত্যসন্ধে সন্ধির্ধ্রুবঃ সন্নমতামরীণাম্ ॥ ৩৪ ॥

সুতে শিশাবেব সুদর্শনাখ্যে দর্শাত্যয়েন্দুপ্রিয়দর্শনে সঃ।
মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বর্গামিনস্তস্য তমৈকমত্যাদমাত্যবর্গঃ কুলতন্তুমেকম্।
অনাথদীনাঃ প্রকৃতীরবেক্ষ্য সাকেতনাথং বিধিবচ্চকার ॥ ৩৬ ॥

নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ং শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
রঘোঃ কুলং কুড়্মলপুষ্করেণ তোয়েন চাপ্রৌঢ়নরেন্দ্রমাসীৎ ॥ ৩৭ ॥

লোকেন ভাবী পিতুরেব তুল্যঃ সম্ভাবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ সঃ ।
দৃষ্টো হি বৃণ্বন্ কলভপ্রমাণোঽপ্যাশাঃ পুরোবাতমবাপ্য মেঘঃ ॥ ৩৮ ॥

তং রাজবীথ্যামধিহস্তি যান্তমাধোরণালম্বিতমগ্র্যবেশম্ ।
ষড়্বর্ষদেশীয়মপি প্রভুত্বাৎ প্রৈক্ষন্ত পৌরাঃ পিতৃগৌরবেণ ॥ ৩৯ ॥

কামং ন সোঽকল্পত পৈতৃকস্য সিংহাসনস্য প্রতিপূরণায় ।
তেজোমহিম্না পুনরাবৃতাত্মা তদ্ ব্যাপ চামীকরপিঞ্জরেণ ॥ ৪০ ॥

তস্মাদধঃ কিঞ্চিদিবাবতীর্ণাবসংস্পৃশন্তৌ তপনীয়পীঠম্ ।
সালক্তকৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈর্ববন্দিরে মৌলিভিরস্য পাদৌ ॥ ৪১ ॥

মণৌ মহানীল ইতি প্রভাবাদল্পপ্রমাণেঽপি যথা ন মিথ্যা ।
শব্দো মহারাজ ইতি প্রতীতস্তথৈব তস্মিন্ যুযুজেঽর্ভকেঽপি ॥ ৪২ ॥

পর্যন্তসঞ্চারিতচামরস্য কপোললোলোভয়কাকপক্ষাৎ ।
তস্যাননাদুচ্চরিতো বিবাদশ্চস্খাল বেলাস্বপি নার্ণবানাম্ ॥ ৪৩ ॥

নিবৃত্তজাম্বূনদপট্টশোভে ন্যস্তং ললাটে তিলকং দধানঃ ।
তেনৈব শূন্যান্যরিসুন্দরীণাং মুখানি স স্মেরমুখশ্চকার ॥ ৪৪ ॥

শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্যঃ খেদং স যায়াদপি ভূষণেন ।
নিতান্তগুর্বীমপি সোঽনুভাবাদ্ধুরং ধরিত্র্যা বিভরাম্বভূব ॥ ৪৫ ॥

ন্যস্তাক্ষরমক্ষরভূমিকায়াং কার্ৎস্ন্যেন গৃহ্নাতি লিপিং ন যাবৎ ।
সর্বাণি তাবচ্ছ্রুতবৃদ্ধযোগাৎ ফলান্যুপায়ৈস্তু স দণ্ডনীতেঃ ॥ ৪৬ ॥

উরস্যপর্যাপ্তনিবেশভাগা প্রৌঢ়ীভবিষ্যন্তমুদীক্ষমাণা ।
সঞ্জাতলজ্জেব তমাতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপজুগূহ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৭ ॥

অনশ্নুবানেন যুগোপমানমবদ্ধমৌর্বীকিণলাঞ্ছনেন ।
অস্পৃষ্টখড়্গৎসরুণাপি চাসীদ্রক্ষাবতী তস্য ভুজেন ভূমিঃ ॥ ৪৮ ॥

ন কেবলং গচ্ছতি তস্য কালে যযুঃ শরীরাবয়বা বিবৃদ্ধিম্ ।
বংশ্যা গুণাঃ খল্বপি লোককান্তাঃ প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥ ৪৯ ॥

স পূর্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ স্মরন্নিবাক্লেশকরো গুরূণাম্ ।
তিস্রস্ত্রিবর্গাধিগমস্য মূলং জগ্রাহ বিদ্যাঃ প্রকৃতীশ্চ পিত্র্যাঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যূহ্য স্থিতঃ কিঞ্চিদিবোত্তরার্ধমুন্নদ্ধচূড়োঽঞ্চিতসব্যজানুঃ ।
আকর্ণমাকৃষ্টসবাণধন্বা ব্যরোচতাস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ ॥ ৫১ ॥

অথ মধু বনিতানাং নেত্র-নির্বেশনীয়ং
মনসিজতরুপুষ্পং রাগ-বন্ধপ্রবালম্ ।
অকৃতকবিধি সর্বাঙ্গীণমাকল্পজাতং
বিলম্বিতপাদমাদ্যং যৌবনং স প্রপেদে ॥ ৫২ ॥

প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূতি-সন্দর্শিতাভ্যঃ
সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধসন্তানকামৈঃ ।
অধিবিবিদুরমাত্যৈরাহৃতাস্তস্য যূনঃ
প্রথমপরিগৃহীতে শ্রীভুবৌ রাজকন্যাঃ ॥ ৫৩ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'বংশানুক্রমো' নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ

অগ্নিবর্ণমভিষিচ্য রাঘবঃ স্বে পদে তনয়মগ্নিতেজসম্ ।
শিশ্রিয়ে শ্রুতবতামপশ্চিমঃ পশ্চিমে বয়সি নৈমিষং বশী ॥ ১ ॥

তত্র তীর্থসলিলেন দীর্ঘিকাস্তল্পমন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ সঞ্চিকায় ফলনিঃস্পৃহস্তপঃ ॥ ২ ॥

লব্ধপালনবিধৌ ন তৎসুতঃ খেদমাপ গুরুণা হি মেদিনী ।
ভোক্তুমেব ভুজনির্জিতদ্বিষা ন প্রসাধয়িতুমস্য কল্পিতা ॥ ৩ ॥

সোঽধিকারমভিকঃ কুলোচিতং কাশ্চন স্বয়মবর্তয়ৎ সমাঃ ।
সন্নিবেশ্য সচিবেষ্বতঃ পরং স্ত্রীবিধেয়-নব-যৌবনোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

কামিনী-সহচরস্য কামিনস্তস্য বেশ্মসু মৃদঙ্গনাদিষু ।
ঋদ্ধিমন্তমধিকর্দ্ধিরুত্তরঃ পূর্বমুৎসবমপোহদুৎসবঃ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থপরিশূন্যমক্ষমঃ সোঢ়ুমেকমপি স ক্ষণান্তরম্ ।
অন্তরেব বিহরন্ দিবানিশং ন ব্যপৈক্ষত সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

গৌরবাদ্ যদপি জাতু মন্ত্রিণাং দর্শনং প্রকৃতি-কাঙ্ক্ষিতং দদৌ ।
তদ্ গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্ ॥ ৭ ॥

তং কৃতপ্রণতয়োঽনুজীবিনঃ কোমলাত্ম-নখ-রাগরূষিতম্ ।
ভেজিরে নবদিবাকরাতপস্পৃষ্টপঙ্কজতুলাধিরোহণম্ ॥ ৮ ॥

যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তনক্ষোভলোলকমলাশ্চ দীর্ঘিকাঃ ।
গূঢ়মোহনগৃহাস্তদম্বুভিঃ স ব্যগাহত বিগাঢ়মন্মথঃ ॥ ৯ ॥

তত্র সেক-হৃত-লোচনাঞ্জনৈর্ধৌতরাগপরিপাটলাধরৈঃ ।
অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়ন্নর্পিত-প্রকৃতকান্তিভির্মুখৈঃ ॥ ১০ ॥

ঘ্রাণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ পানভূমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ ।
অভ্যপদ্যত স বাসিতাসখঃ পুষ্পিতাঃ কমলিনীরিব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

সাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরঙ্গনাঃ ।
তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং সোঽপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥

অঙ্কমঙ্কপরিবর্তনোচিতে তস্য নিন্যতুরশূন্যতামুভে ।
বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বল্গুবাগপি চ বামলোচনা ॥ ১৩ ॥

স স্বয়ং প্রহতপুষ্করঃ কৃতী লোলমাল্যবলয়ো হরন্ মনঃ ।
নর্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ পার্শ্ববর্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥

চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ ।
প্রেমদত্তবদনানিলঃ পিবন্নত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ ॥ ১৫ ॥

তস্য সাবরণদৃষ্টসন্ধয়ঃ কাম্যবস্তুষু নবেষু সঙ্গিনঃ ।
বল্লভাভিরুপসৃত্য চক্রিরে সামি-ভুক্তবিষয়াঃ সমাগমাঃ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুলীকিসলাগ্রতর্জনং ভ্রূবিভঙ্গকুটিলং চ বীক্ষিতম্ ।
মেখলাভিরসকৃচ্চ বন্ধনং বঞ্চয়ন্ প্রণয়িনীরবাপ সঃ ॥ ১৭ ॥

তেন দূতিবিদিতং নিষেদুষা পৃষ্ঠতঃ সুরত-বাররাত্রিষু ।
শুশ্রুবে প্রিয়জনস্য কাতরং বিপ্রলম্ভ-পরিশঙ্কিনো বচঃ ॥ ১৮ ॥

লৌল্যমেত্য গৃহিণীপরিগ্রহান্নর্তকীষ্বসুলভাসু তদ্বপুঃ ।
বর্ততে স্ম স কথঞ্চিদালিখন্নঙ্গুলীক্ষরণ-সন্নবর্তিকঃ ॥ ১৯ ॥

প্রেমগর্বিত-বিপক্ষমৎসরাদায়তাচ্চ মদনান্মহীক্ষিতম্ ।
নিন্যুরুৎসববিধিচ্ছলেন তং দেব্য উজ্ঝিতরুষঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ২০ ॥

প্রাতরেত্য পরিভোগ-শোভিনা দর্শনেন কৃত-খণ্ডন-ব্যথাঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণয়িনীঃ প্রসাদয়ন্ সোঽদুনোৎ প্রণয়মন্থরঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥

স্বপ্নকীর্তিত-বিপক্ষমঙ্গনাঃ প্রত্যভৈৎসুরবদন্ত্য এব তম্ ।
প্রচ্ছদান্ত-গলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্ন-বলয়ৈর্বিবর্তনৈঃ ॥ ২২ ॥

ক্লৃপ্তপুষ্পশয়নাল্লতাগৃহানেত্য দূতিকৃতমার্গদর্শনঃ ।
অন্বভূৎ পরিজনাঙ্গনারতং সোঽবরোধভয়বেপথূত্তরম্ ॥ ২৩ ॥

নাম বল্লভজনস্য তে ময়া প্রাপ্য ভাগ্যমপি তস্য কাঙ্ক্ষ্যতে।
লোলুপং ননু মনো মর্মেতি তং গোত্রবিস্খলিতমূচুরঙ্গনাঃ ॥ ২৪ ॥

চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্।
উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিনস্তস্য বিভ্রম-রতান্যপাবৃণোৎ ॥ ২৫ ॥

স স্বয়ং চরণরাগমাদধে যোষিতাং ন চ তথা সমাহিতঃ।
লোভ্যমান-নয়নঃ শ্লথাংশুকৈর্মেখলাগুণপদৈর্নিতম্বিভিঃ ॥ ২৬ ॥

চুম্বনে বিপরিবর্তিতাধরং হস্তরোধি রশনা-বিঘট্টনে।
বিঘ্নিতেচ্ছমপি তস্য সর্বতো মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥ ২৭ ॥

দর্পণেষু পরিভোগ-দর্শিনীর্নর্মপূর্বমনুপৃষ্ঠসংস্থিতঃ।
ছায়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়া বধূর্হ্রীনিমীলিতমুখীশ্চকার সঃ ॥ ২৮ ॥

কণ্ঠসক্তমৃদুবাহুবন্ধনং ন্যস্তপাদতলমগ্রপাদয়োঃ।
প্রার্থয়ন্ত শয়নোত্থিতং প্রিয়াস্তং নিশাত্যয়বিসর্গচুম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

প্রেক্ষ্য দর্পণতলস্থমাত্মনো রাজ-বেশমতিশক্র-শোভিনম্ ॥
পিপ্রিয়ে ন স তথা যথা যুবা ব্যক্তলক্ষ্ম পরিভোগমণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥

মিত্রকৃত্যমপদিশ্য পার্শ্বতঃ প্রস্থিতঃ তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ।
বিদ্ম হে শঠ! পলায়নচ্ছলান্যঞ্জসেতি রুরুধুঃ কচগ্রহৈঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য নির্দয়রতিশ্রমালসাঃ কণ্ঠসূত্রমপদিশ্য যোষিতঃ।
অধ্যশেরত বৃহদ্ভুজান্তরং পীবরস্তন-বিলুপ্ত-চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥

সঙ্গমায় নিশি গূঢ়চারিণং চারদূতিকথিতং পুরোগতাঃ।
বঞ্চয়িষ্যসি কুতস্তমোবৃতঃ কামুকেতি চকৃষুস্তমঙ্গনাঃ ॥ ৩৩ ॥

যোষিতামুড়ুপতেরিবার্চিষাং স্পর্শনিবৃতিমসাববাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বেণুনা দশনপীড়িতাধরা বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিহ্ম-নয়না ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গসত্ত্ব-বচনাশ্রয়ং মিথঃ স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্।
স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥

অংসলম্বিকুটজার্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঙ্মুখীর্নানুনেতুমবলাঃ স তত্বরে।
আচকাঙ্ক্ষ ঘন-শব্দবিক্লবাস্তা বিবৃত্য বিশতীর্ভুজান্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

কার্তিকীষু সবিতানহর্ম্যভাগ্ যামিনীষু ললিতাঙ্গনাসখঃ।
অন্বভুঙ্‌ক্ত সুরতশ্রমাপহাং মেঘমুক্তবিশদাং স চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

সৈকতং চ সরযূং বিবৃণ্বতীং শ্রোণিবিম্বমিব হংসমেখলম্।
স্বপ্রিয়াবিলসিতানুকারিণীং সৌধজাল-বিবরৈর্ব্যলোকয়ৎ ॥ ৪০ ॥

মর্মরৈরগুরুধূপগন্ধিভির্ব্যক্তহেমরশনৈস্তমেকতঃ।
জহ্রুরাগ্রথনমোক্ষলোলুপং হৈমনৈর্নিবসনৈঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ৪১ ॥

অর্পিতস্তিমিতদীপদৃষ্টয়ো গর্ভবেশ্মসু নিবাতকুক্ষিষু।
তস্য সর্বসুরতান্তরক্ষমাঃ সাক্ষিতাং শিশির-রাত্রয়ো যযুঃ ॥ ৪২ ॥

দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং প্রেক্ষ্য চূত-কুসুমং সপল্লবম্।
অন্বনৈষুরবধূতবিগ্রহাস্তং দুরুৎসহবিয়োগমঙ্গনাঃ ॥ ৪৩ ॥

তাঃ স্বমঙ্কমধিরোপ্য দোলয়া প্রেঙ্খয়ন্ পরিজনাপবিদ্ধয়া।
মুক্তরজ্জু নিবিড়ং ভয়চ্ছলাৎ কণ্ঠবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ ॥ ৪৪ ॥

তং পয়োধরনিষিক্ত-চন্দনৈর্মৌক্তিক-গ্রথিত-চারু-ভূষণৈঃ।
গ্রীষ্মবেশবোধভিঃ সিষেবিরে শ্রোণি-লম্বি-মণিমেখলৈঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥

যৎ স লগ্নসহকারমাসবং রক্ত-পাটল-সমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশশ্চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নবঃ ॥ ৪৬ ॥

এবমিন্দ্রিয়সুখানি নির্বিশন্নন্য-কার্য-বিমুখঃ স পার্থিবঃ।
আত্মলক্ষণনিবেদিতানৃতুনত্যবাহয়দনঙ্গবাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥

তং প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ শেকুরাক্রমিতুমন্যপার্থিবাঃ।
আময়স্তু রতি-রাগ-সম্ভবো দক্ষশাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ ॥ ৪৮ ॥

দৃষ্টদোষমপি তন্ন সোহত্যজৎ সঙ্গ-বস্তু ভিষজামনাশ্রবঃ।
স্বাদুভিস্তু বিষয়ৈর্হৃতস্ততো দুঃখমিন্দ্রিয়গণো নিবার্যতে ॥ ৪৯ ॥

তস্য পাণ্ডুবদনাল্পভূষণা সাবলম্বগমনা মৃদুস্বনা।
রাজযক্ষ্ম-পরিহানিরাযযৌ কামযান-সমবস্থয়া তুলাম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা পঙ্কশেষমিব ঘর্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে বামনার্চিরিব দীপভাজনম্ ॥ ৫১ ॥

বাঢ়মেষ দিবসেষু পার্থিবঃ কর্ম সাধয়তি পুত্রজন্মনে।
ইত্যদর্শিতরুজোঽস্য মন্ত্রিণঃ শশ্বদূচুরঘশঙ্কিনীঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥

স ত্বনেকবনিতাসখোঽপি সন্ পাবনীমনবলোক্য সন্ততিম্।
বৈদ্য-যত্নপরিভাবিনং গদং ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ ॥ ৫৩ ॥

তং গৃহোপবন এব সঙ্গতাঃ পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা।
রোগশান্তিমপদিশ্য মন্ত্রিণঃ সংভৃতে শিখিনি গূঢ়মাদধুঃ ॥ ৫৪ ॥

তৈঃ কৃতপ্রকৃতিমুখ্যসংগ্রহৈরাশু তস্য সহধর্মচারিণী।
সাধু-দৃষ্ট-শুভ-গর্ভ-লক্ষণা প্রত্যপদ্যত নরাধিপশ্রিয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্যাস্তথাবিধ-নরেন্দ্রবিপত্তিশোকাদুষ্ণৈর্বিলোচন-জলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ।
নির্বাপিতঃ কনক-কুম্ভমুখোজ্ঝিতেন বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

তং ভাবার্থং প্রসব-সময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানা-
মন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা।
মৌলৈঃ সার্ধং স্থবির-সচিবৈর্হেমসিংহাসনস্থা
রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিষদ্ ভর্তুরব্যাহতাজ্ঞা ॥ ৫৭ ॥

। ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতে রঘুবংশকাব্যে 'অগ্নিবর্ণশৃঙ্গারো' নামোনবিংশঃ সর্গঃ ॥
॥ সমাপ্তমিদং রঘুবংশম্ ॥